ECORDS IN ORIENTAL LANGUAGES

VOL. I

BENGALI LETTERS

General Editor :

S. N. SEN, M.A., B.LITT, PH.D.

Keeper of the Records of the Govt. of India

ডাঃ সেনের অন্যান্য গ্রন্থ

ইতিহাস—

১। Administrative System of the Marathas

২। পেশবাদিগের রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি

৩। Military System of the Marathas

৪। Studies in Indian History

৫। Early Career of Kanhoji Angria and Other Papers

৬। অশোক

৭। হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায়

জীবন চরিত—

৮। Siva Chhatrapati

৯। Foreign Biographies of Shivaji

১০। অশ্বিনীকুমার দত্ত

বিজ্ঞান—

১১। পাখীর কথা

সাহিত্য—

১২। বঙ্গবীণা (হিন্দী)

শিশু-সাহিত্য—

১৩। জীবজন্তুর অ, আ, ক, খ

১৪। মেনির কুটুম

স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস—

১৫। স্বদেশ ও সাম্রাজ্য

১৬। ঐতিহাসিক কথা

১৭। দেশের কথা

১৮। সেকালের কাহিনী

১৯। ইংলণ্ডের ইতিহাস (মাননীয় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়)

২০। ভারতবর্ষের ইতিহাস } অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর সহযোগিতায়

২১। Groundwork of Indian History } অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর সহযোগিতায়

প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন,

এম. এ., বি. লিট., পি-এইচ. ডি.-

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৪২

বিষয়-তালিকা

প্রথম ভাগ

Part II

প্রথম ভাগ

সম্পাদকের নিবেদন

ভারত সরকাবের মহাফেজখানায় বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় লিখিত অনেকগুলি চিঠি পত্র আছে। ইহাব মধ্যে পাবশী পত্রই সংখ্যায় বেশী। এক সময় পারশী এদেশেব রাজভাষা ছিল, সরকারী চিঠিপত্র পাবশীতে লেখা হইত। পবলোকগত স্যাব ডেনিসন রসেব উদ্যোগে পারশী পত্রগুলির ইংরাজী ভাষায় মর্ম্মানুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৩,৩০১ পারশী পত্রের ইংবাজী মর্ম্মানুবাদ সাত খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; অষ্টম খণ্ড শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে। সম্প্রতি অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় লিখিত চিঠিপত্রেব সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা কবা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাব মধ্যে—১০ আরবী, ১ আরাকানী, ২ ভুটানী, ৭ বর্ম্মী, ১৭৫ বাঙ্গালা, ৮ চীনা, ৩৫৪ হিন্দী, ২ কানাড়ী, ২২৭ মারাঠী, ১২ ওড়িয়া, ১৮ সংস্কৃত এবং ২ খানা তিব্বতী।

অনুসন্ধান করিলে হয়ত এই সকল ভাষায় লিখিত আরও দুই এক খানি পত্র পাওয়া যাইতে পারে। গুরুমুখীতে লিখিত চিঠি-পত্রের সংখ্যা এখনও স্থির কবা যায় নাই। পারশী পত্রের তুলনায় সংখ্যায় অল্প হইলেও এই সকল দেশীয় ভাষায় লিখিত পত্রের ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্ত কম নহে। আজ কাল আমাদের দেশে ঐতিহাসিক চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজের আলোচনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিহাস চর্চ্চার সুবিধার নিমিত্ত ভারত সরকার এই সকল চিঠিপত্র প্রকাশেব অনুমতি দিয়াছেন। তদনুসারে বর্ত্তমান পত্র-সঙ্কলন প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ না করিলে এই দুঃসময়ে এত শীঘ্র এই পুস্তক ভারতীয় ঐতিহাসিক-দিগের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

যাঁহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করেন তাঁহারা সকলে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন। অবাঙ্গালী পাঠকের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা পত্রগুলির ইংরাজী মর্ম্মানুবাদ এবং একটি ইংবাজী ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইল। বলা বাহুল্য যে অনুবাদ কখনও মূলের স্থান অধিকার করিতে পাবে না এবং মর্ম্মানুবাদে অপ্রয়োজনীয় বোধে মূলপত্রের কোন না কোন অংশ পবিত্যক্ত হইয়াছেই। এই জন্যই ইংরাজী ভূমিকা ও বাঙ্গালা ভূমিকার তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভূমিকায় ও টীকায় যেমন প্রত্যেক প্রশ্নের বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে ইংরাজী ভূমিকায় তাহা করা হয় নাই। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে হয়ত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এই প্রাচীন পত্রগুলির কিছু মূল্য হইবে। সাহিত্য বা ভাষার দিক দিয়া এই সকল পত্রের বিশেষত্ব আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই, আশা করি কোন যোগ্য ব্যক্তি অচিরে সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ

করিবেন। এই প্রসঙ্গে কেবল একটা কথা বলিতে চাই। ভারত সরকারের হেফাজতে মাত্র এই কয়খানি বাঙ্গালা পত্র থাকিলেও অন্যত্র সন্ধান করিলে হয়ত আরও প্রাচীন চিঠি—পত্র বাহির হইতে পারে। নরম্যান ম্যাকলিয়ড যখন কুচবিহারের কমিশনর নিযুক্ত হন তখন তাঁহার দপ্তরেই ৬০০ব বেশী বাঙ্গালা কাগজপত্র ছিল। রঙ্গপুব ও দিনাজপুরের মহাফেজখানায় সেই সকল কাগজপত্রের মূল না হউক নকল থাকিতে পারে। বর্ত্তমান সংগ্রহেও কতকগুলি চিঠিব কেবল নকলই আছে, মূল পত্র হারাইয়া গিয়াছে। রঙ্গপুরের মহাফেজখানায় কৃষ্ণকান্ত বসুব মূল ভুটানবিবরণ আছে কি না খোঁজ লওয়া প্রয়োজন।

চিঠিগুলিব অক্ষর প্রাচীন। কোন কোন পত্রেব "ক" অশোক লিপির "ক" এর অনুরূপ। অনেক পারশী শব্দের অপভ্রংশও একবারে পড়া সম্ভব হয় নাই। সুতরাং বিশেষ চেষ্টা সত্বেও কখনও কখনও অশুদ্ধ পাঠ রহিয়া গিযাছে। শুদ্ধিপত্রে এই সকল ভ্রম যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভূমিকা ও টীকা লিখিবার জন্য মুদ্রিত পুস্তক ব্যতীত অপ্রকাশিত সরকাবী কাগজ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তথাপি সকল সংশয়ের নিরসন করা সম্ভব হয় নাই। কুচবিহারের সরকাবী ইতিহাসে আমবা কাশিকান্ত লাহিড়ী খাসনবীশের নাম পাই। মারসার ও সোভেটের রিপোর্টে তাহাকে বরাবর কাশিনাথ লাহিড়ী বলা হইয়াছে। তুই একটি তারিখ সম্বন্ধেও কুচবিহারের সরকারী ইতিহাসের সহিত ভারত সবকারেব অপ্রকাশিত কাগজপত্রেব অনৈক্য আছে। বাঙ্গালা সবকারের মহাফেজখানার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী এম. এ. বি. এল. মহাশয় আমাকে কযেকখানি তুষ্প্রাপ্য পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন। শ্রীকাইল কলেজেব অধ্যক্ষ কল্যাণীয় অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায, এম্ এ, এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনেব জন্য বিশেস পবিশ্রম স্বীকার করিযাছেন। এই জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকাব করিতেছি। সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে ৩৪নং পত্রে উল্লিখিত বিজনীর উত্তরাধিকাব সংক্রান্ত তথ্য নির্ণয করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ তালুকদার আই, সি, এস মহাশয আমাব অনুরোধে স্থানীয় লোকের নিকট এই বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিযাছিলেন। এই জন্য তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তুঃখেব বিষয় এত দিন পরে স্থানীয লোকেরাও বুধনারায়ণের সংবাদ দিতে পারে নাই।

ভূমিকার ৫০ পৃষ্ঠায় বোগলের তিব্বত ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে পাঠকের মনে ধারণা হইতে পারে যে বোগল তাঁহার তিব্বতভ্রমণ সম্বন্ধীয় কোন বিবরণই লেখেন নাই। প্রকৃত পক্ষে সরকারী দপ্তরে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছিল না। স্যার এস্‌লি ইডেন যখন ভুটানে যান তখনও তিনি বোগল বা ম্যানিংএর ভ্রমণবৃত্তান্তের অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন না। মারখাম সাহেব বোগলের ভ্রমণবৃত্তান্তের পাণ্ডুলিপি তাঁহার আত্মীয়দিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া ১৮৭৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ সালে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। সঙ্কলনের সর্ব্বপ্রথম (১নং) একরারনামা প্রকৃত পক্ষে বোগলের ইংরাজী মুসাবিদার বাঙ্গালা অনুবাদ। মারখাম

সাহেবের সম্পাদিত গ্রন্থের ১৮৪—১৮৫ পৃষ্ঠার মূল ইংবাজী খসড়া মুদ্রিত হইযাছে। ১১০, ১২০ ও ১২২নং চিঠিতে কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মুদ্রায় মাত্র বাঙ্গালা অক্ষবে তাঁহার নাম ছাপা হইয়াছে। মূল চিঠির মোহবে বাঙ্গালা, ইংবাজী ও পাবশী অক্ষবে গোবিন্দচন্দ্রের নাম আছে। অন্যত্র এই মোহরের ফোটো চিত্র দেওয়া হইযাছে, কিন্তু ছাপিবার অসুবিধাব জন্য পত্র তিনখানিব সঙ্গে কেবল বাঙ্গালা নাম দিযা মোহবেব স্থান নির্দ্দেশ করা হইযাছে।

শব্দকোষে ও টীকায় অপ্রচলিত শব্দেব অর্থ নির্ণয করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিযাছি। কিন্তু পত্রলেখকেরা বিভিন্ন শব্দেব ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহাব কবিযাছেন। কোথাও কোথাও শব্দের বর্ণবিন্যাসে স্থানীয উচ্চাবণের হুবহু অনুসরণ করা হইয়াছে। এই জন্য কয়েকটি শব্দেব অর্থ স্থিব করিতে পারি নাই। কোথাও কোথাও কেবল অনুমানেব উপর নির্ভর করিয়া অর্থ লেখা হইযাছে। কোথাও হযত পাঠোদ্ধাবেও ভ্রম হইযা থাকিবে। আশা করি সহৃদয় পাঠক এই সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কবিবেন। ইতি—

Imperial Record Department
নয়া দিল্লী
১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

ভূমিকা

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের মাৎস্যন্যায়, ১৭৭২—১৮২০

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ব-ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির অবস্থা—

যখনকার কথা আলোচনা করিতেছি তখন বঙ্গদেশে বৃটিশ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত তখনও দেশীয় রাজাদিগের অধিকারে। কুচবিহার ভুটানের ভয়ে কেবলমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করিযাছে; আসাম, কাছাড, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য তখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীন রাজাদিগের না ছিল নিজের সিংহাসন রক্ষা করিবার যোগ্যতা, না ছিল প্রজাসাধারণের ধন, মান, জীবন রক্ষা করিবার ক্ষমতা। পূর্ব্ব-ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির সর্ব্বত্রই ছিল অরাজকতা। আসামের প্রবল রাজবংশ তখন আসন্ন পতনের ভয়ে বিভ্রান্ত; স্বর্গদেব গৌরীনাথ সিংহের রাজ্য একদিকে "বাঙ্গালার বরকন্দাজদিগের" উপদ্রবে বিধ্বস্ত, অন্য দিকে "মোয়ামারিয়া" বিদ্রোহে অবসন্ন। বিপন্ন রাজা অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ইংরাজ সরকার আসামে শান্তি স্থাপনের জন্য ফৌজ পাঠাইলেন কিন্তু রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না। যে পরাক্রান্ত রাজবংশ একদিন অকুতোভয়ে মোগলদিগের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল গৃহবিবাদে ও অন্তর্বিপ্লবে তাহা তখন এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে ব্রহ্মের আক্রমণে তাহার স্বর্ণ সিংহাসন নিমেষে ধূলিসাৎ হইল। তারপব কেমন করিয়া প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়, কেমন করিয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে, তাহা বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নহে। ইংরাজী ১৭৭২ সাল হইতে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে যে "মাৎস্যন্যায়ের" প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এই গ্রন্থে সঙ্কলিত সমসাময়িক চিঠি পত্রে তাহাবই চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে।

কুচবিহার রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস—

১৭৭২ সালে বিপন্ন কুচবিহার সন্ধিসূত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু তাহাতে ভুটানের ভয় আপাততঃ তিরোহিত হইলেও গৃহবিবাদের বিরাম হয় নাই। এই পারিবারিক কলহের মূল কারণ অনুধাবন করিতে হইলে পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়।

ইতিহাস যেখানে মূক কিংবদন্তী সেখানে মুখর। কুচবিহারের রাজবংশের উৎপত্তির কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ইতিহাসের অভাব দূর করিয়াছে কিংবদন্তী। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগকে ঐতিহাসিক হিসাবে অজ্ঞাত যুগ বলা চলে না। কিন্তু হিমালয়ের সানুদেশে নিবিড় অরণ্যে যে অনার্য্য কোচ ও মেচ তরুণ-তরুণীরা বাস করিত তাহাদের ইতিহাস কেহ লিখিয়া রাখে নাই। উত্তর কালে যখন তাহাদের বীর পুত্রেরা এক বিশাল রাজ্যখণ্ডের অধিপতি হইয়াছিল তখন ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিকেরা তাহাদের যে বংশ বিবরণ রচনা করিয়াছেন তাহাতে স্বভাবতঃই অজ্ঞতার ত্রুটি কল্পনার সাহায্যে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোচ নায়ক হাজোর দুইটি রূপসী কন্যা ছিল, জিরা ও হীরা। দুই ভগ্নীরই হরিদাস বা হরিয়া নামক মেচ যুবকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা জিরার দুই পুত্র, চন্দন ও মদন। কনিষ্ঠা হীরার রূপে হউক বা ভক্তিতেই হউক আকৃষ্ট হইলেন স্বয়ং মহাদেব। শিবের ঔরসে হীরার দুই পুত্র হইল, শিশু ও বিশু। শিবের সন্তানেরা যে একদিন রাজ্যেশ্বর হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু প্রথম মেচ-পুত্র চন্দনই চিকনার রাজা হইলেন। খৃষ্টীয় ১৫১০, বাঙ্গালা ৯১৪ সালে, চন্দনের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে কুচবিহারের রাজশকের আরম্ভ। আমাদের সঙ্কলিত চিঠি পত্রে এই শকের বহুল ব্যবহার দেখা যাইবে। চন্দন ও মদন, শিশু ও বিশুর জন্মকথা কাল্পনিক হইতে পারে, কিন্তু রাজশক কাল্পনিক নহে। কুচবিহারের বাহিরে ভুটান, আসাম, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যেও এই শকের প্রচলন হইয়াছিল।

চন্দনের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ বিশু তাঁহার পরিত্যক্ত সিংহাসনের অধিকারী হইলেন, জ্যেষ্ঠ শিশু হইলেন তাঁহার মন্ত্রী। মদন ইতিপূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন। অভিষেকের কালে শিশু বিশুর রাজছত্র ধরিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতেরা শিশুর বংশধর। রায়কত শব্দের অর্থ কুলপতি ও বংশানুক্রমিক প্রধান মন্ত্রী। শিশুর বংশধরেরা বহুদিন পর্য্যন্ত কুচবিহারের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। রাজা হইবার পর বিশুর নাম হইল বিশ্বসিংহ। অনার্য্য নরপতির রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দরবারে আর্য্য সভ্যতার বাহন ব্রাহ্মণদিগের সমাগম হইতে লাগিল। কোচ বীরদিগের পরাক্রমে ভুটানের দেব ও ধর্ম্মরাজ বিশ্বসিংহের আধিপত্য স্বীকার করিলেন, বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তা নূতন বিপদের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইলেন। ৩১ বৎসর রাজত্বের পর যোগীশ্বর শিবের পুত্র রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে অদ্যাপি তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। যোগিনীতন্ত্রে স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন—

মৎসুতঃ স বিশ্বসিংহো যোগমাশ্রিত্য বিহ্বলে।
তিষ্ঠত্যব্যক্তরূপেণ দেবি আকল্পমম্বিকে॥

বিশ্বসিংহের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজা হইলেন। মল্ল বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন বলিয়া তিনি মল্লনারায়ণ নামেও পরিচিত। তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তাঁহার পরাক্রমে উত্তর-বঙ্গ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত কুচবিহারের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল।

আহোম রাজ সুখাম্পা তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও জৈন্তিয়ার রাজগণ কুচবিহারের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই শুক্লধ্বজই দরঙ্গের রাজা বিষ্ণুনারায়ণের পত্রে (৩৯ নং) উল্লিখিত "ছিলা রায"। চিলের মত ক্ষিপ্র গতিতে ও অতর্কিতে শত্রুসেনার উপব আপতিত হইতেন বলিয়া তিনি "চিলা রায়" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দরঙ্গ, বিজনি ও বেলতলার রাজগণ শুক্লধ্বজের সন্তান।

ভ্রাতার বাহুবলে যেমন নরনারায়ণের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তেমনই তাঁহার আশ্রিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ও রাম সরস্বতীব পাণ্ডিত্যে সেই রাজ্যের খ্যাতি বৃদ্ধি পাইযাছিল। আর এই রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ নরনাবায়ণের প্রবর্ত্তিত নারাযণী টাকা বহুদিন পর্য্যন্ত দেশ বিদেশে প্রচলিত ছিল। উত্তর-বঙ্গ, আসাম, মণিপুব প্রভৃতি বাজ্যের ত কথাই নাই; উনবিংশ শতাব্দীব প্রারম্ভে তিব্বত ও ভুটানের বাজারেও কুচবিহাবের নাবায়ণী টাকার আদান প্রদান হইত। খৃষ্টীয় ১৮০০ সালে সার্ব্বভৌম ব্রিটিশ শক্তির নির্দ্দেশে পরাধীন কুচবিহারের টাকশাল বন্ধ হইযা যায়, কিন্তু তাহার পবও প্রায চল্লিশ বৎসর কুচবিহারে এই টাকাব প্রচলন ছিল।

চতুর্থ রাজা লক্ষ্মীনাবায়ণেব সময়ে এক ব্রাহ্মণ নাজির দেও বা সেনাপতিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন কারণে ব্রাহ্মণ সেনাপতি পদচ্যুত হন ও তাঁহাব পরিবর্ত্তে বাজপুত্র মহীনারায়ণ নাজিব দেওর পদে নিযুক্ত হন। এই মহীনারায়ণই কুচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশ, বলরামপুরের নাজির দেও ও অধুনা বিলুপ্ত দেওযান দেও পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ।

মহীনারায়ণেব সময হইতেই রাজাব সহিত সেনাপতিব বিবোধেব আবম্ভ। নাজির দেওর পদ লাভ করিয়া মহীনারায়ণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই, তাঁহার দৃষ্টি ছিল কুচবিহারের সিংহাসনের দিকে। উত্তরকালে তাঁহার পৌত্র প্রপৌত্রেরাই রাজা, নাজির দেও ও দেওয়ান দেওর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে জ্ঞাতিকলহের অবসান হয় নাই।

ষষ্ঠ রাজা প্রাণনারায়ণের অভিষেক উৎসবে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত উপস্থিত থাকেন নাই। প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহারই রাজার মাথায় ছত্র ধারণেব কথা। তাঁহার অনুপস্থিতিতে নাজির দেও মহীনারায়ণ ছত্রধাবীব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। এইরূপে কুচবিহারের একটি গৌরবজনক অধিকার রাযকত পরিবার হইতে নাজির দেও পরিবারে চলিয়া গেল। নাজির দেও ছত্রধারণ ও দেওয়ান দেও দণ্ড বহন না করিলে অভিষেক অনুষ্ঠান সাধারণের মতে অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পূর্ব্বেই মহীনারায়ণ বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সপ্তম রাজা মোদনারাযণ ও অষ্টম রাজা বাসুদেবনারায়ণের রাজত্বকালেও মহানারায়ণের পুত্রগণ রাজা হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতদিগের বিরোধিতায় তাহা সফল হয় নাই। নবম রাজা মহীন্দ্রনারায়ণের সময়

নাজির বংশের বিদ্রোহের ফলে রাজ্য এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে মোগলেরা অনায়াসে ঘোড়াঘাট দখল করিয়া লইল। রাণী মরিচমতী তাঁহার ২রা পৌষ (রাজশক ২৭৭, ৬নং পত্র) তারিখের পত্রে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

অল্প বয়সে অপুত্রক অবস্থায় মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। তখন মহীনারায়ণের পৌত্র সন্তনারায়ণ ছত্র নাজির দেও। মহীনারায়ণ ও তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রেরা প্রয়োজন হইলেই ভুটানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ভুটিয়ারা কুচবিহার আক্রমণ করিল। এই সময় বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতেরাও কুচবিহারের সিংহাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সন্তনারায়ণ বাহুবলে ভুটিয়া আক্রমণ নিরস্ত করিয়া রাজ্যে নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহার ভ্রাত' সত্যনারায়ণ দেওয়ান দেওর পদ লাভ করিলেন এবং তাঁহার পিতৃব্য জগৎনারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণ কুচবিহারের রাজা হইলেন। রাজ্যের সমগ্র রাজস্ব তিন অংশে বিভক্ত হইল। নাজির দেও তখন রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি সৈন্য বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং আপনার বেতন স্বরূপ রাজস্বের ॥/২॥ পরিমাণ নিজের ভাগে রাখিলেন। দেওয়ান দেও পাইলেন /০ অংশ, বাকী ।/১৭॥ রাজার অংশে রহিল। এক কথায় রাজস্বের অর্দ্ধেকের বেশী নাজির দেওর হস্তগত হইল। রাণী মরিচমতীর পত্রে এই ব্যবস্থার কথাই বলা হইয়াছে। সন্তনারায়ণ নিজে কেন সিংহাসন অধিকার করিলেন না, ভ্রাতা সত্যনারায়ণকে কেন রাজা করিলেন না, জগৎনারায়ণের পুত্রকে কেন সিংহাসনে বসাইলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কুচবিহারের সরকারী ইতিহাস অনুসারে সৈন্যদলের বিরোধিতায়ই সন্তনারায়ণ সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। সৈন্যদল তাহার প্রতিকুল হইলে রাজস্বের ॥/০ অংশ আত্মসাৎ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। ত্রয়োদশ রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের হত্যার পর তাঁহার পিতৃব্য খর্গনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান দেও রামনারায়ণ সিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। তখন রামনারায়ণের বিপক্ষে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল সন্তনারায়ণের ক্ষেত্রেও তাহা অপ্রয়োজ্য নহে। রামনারায়ণ পূর্ব্বেই রাজ ভৃত্যের কর্ত্তব্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া রাজপদের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলেন। সন্তনারায়ণও বোধ হয় মহীন্দ্রনারায়ণের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন।

রূপনারায়ণের রাজত্বকালে মুসলমানেরা চাকলা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ জয় করে কিন্তু এই তিনটি চাকলা তাহারা আপনাদের দখলে রাখে নাই। রাজা রূপনারায়ণ বাদশাহের সরকারে বার্ষিক কর দিবার চুক্তিতে বিজিত চাকলা তিনটির জমিদারী পাইলেন। কিন্তু স্বাধীন রাজার পক্ষে অন্য রাজার অধীনে জমিদারী গ্রহণ সম্মানজনক নহে, এই জন্য নাজির দেও সন্তনারায়ণের নামে এই জমিদারীর ইজারা লওয়া হয়। উত্তর কালে এই তিনটি চাকলার স্বত্ব স্বামিত্ব লইয়া রাজার সহিত নাজির

দেওর বিরোধ হইয়াছিল। (রাণী মরিচমতীর পত্র, নং ২৩, এবং রাজমাতা কমতেশ্বরীর পত্র, নং ২৮)।

কুচবিহার রাজ্যে ভুটিয়াদের প্রতিপত্তি—

একাদশ রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সময় দেওয়ান দেও সত্যনারায়ণের পুত্র দীন-নারায়ণের প্ররোচনায় রঙ্গপুরের মুসলমান ফৌজদার কুচবিহার আক্রমণ করেন। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়াদিগের সাহায্যে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিলেন বটে কিন্তু এই সময় হইতে কুচবিহারে ক্রমশঃ ভুটিয়াদিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে ভুটান সরকারের একজন প্রতিনিধি একদল সৈন্য লইয়া কুচবিহারের রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিনা অনুমোদনে রাজ্যের কোন গুরুতর কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে পারিত না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভুটানের দেবরাজা বিশ্বসিংহের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজা বাসুদেব নারায়ণের আমলে কুচবিহারের গৃহবিবাদের সুযোগে ভুটিয়ারা রাজধানী আক্রমণ করিয়া বিশ্বসিংহের ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন ও তরবারি লইয়া গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের দুর্ব্বলতায় তাহারা কার্য্যতঃ কুচবিহারের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিল। উপেন্দ্রনারায়ণের শিশু পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ যখন রাজগুরু রামানন্দের ষড়যন্ত্রে ব্রাহ্মণ রতিশর্ম্মার হস্তে নিহত হইলেন তখন ভুটানের দেবরাজাই তাঁহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুতে বিশ্বসিংহের বংশের মূল শাখা বিনষ্ট হইয়াছিল, দেবেন্দ্র-নারায়ণের হত্যায় রূপনারায়ণের বংশের মূল শাখা নিঃশেষ হইল। এই সময় ষষ্ঠ নাজির দেও রুদ্রনারায়ণ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দেওয়ান দেও রামনারায়ণ তাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি নিহত রাজার পিতৃব্য খর্গনারায়ণের পুত্র, সুতরাং কুচবিহারের সিংহাসনে তাঁহার দাবীই ছিল সমধিক প্রবল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে দেওয়ান দেওর পদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সিংহাসন পাইলেন না, তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইলেন। রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ও নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণকে লইয়াই আমাদের আলোচ্য যুগের আরম্ভ।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ যদি সিংহাসন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তিনি ভুটিয়াদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইতেন না, কুচবিহারের প্রজাগণও বহু নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইত। কিন্তু তিনি নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারিলেন না, তাঁহার কেবলই সন্দেহ হইতে লাগিল যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ তাঁহার সিংহাসনের কণ্টক। রাজা রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিলেন। কিন্তু রামনারায়ণ ভুটিয়াদিগের বিশ্বাসভাজন ছিলেন, সুতরাং তিনি দেবরাজার সাহায্যে অচিরে আপনার পূর্ব্বপদ ও সম্পত্তি পুনরধিকার করিলেন। তখন দুর্ব্বলচিত্ত ধৈর্য্যেন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনারায়ণকে দেওয়ান দেওর শূন্য পদে নিযুক্ত করিলেন। ভুটিয়ারা আশ্রিত রাম-

নারায়ণের হত্যার প্রতিশোধ লইতে বিলম্ব করে নাই। দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল হইতেই প্রত্যেক বৎসর বক্সা দুয়ারের সুবা প্রভৃতি ভুটানের অভিজাতবর্গ কুচবিহারের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এই উপলক্ষে চামর, ভুটিয়া চাউল, ভুটিয়া ঘি, রেশমী কাপড় প্রভৃতি যে সকল উপঢৌকন ভুটান হইতে আসিত কুচবিহারের রাজা তাহার উচিত মূল্যের দ্বিগুণ দাম দিয়া অভ্যাগতদিগকে আপ্যায়িত করিতেন এবং আপনার পারিষদবর্গকে লইয়া চেচাখাতায় মহাসমারোহে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। মদ্য, মাংস, মধু প্রভৃতি খাদ্য ও পেয় দিয়া কুচবিহারের ভূপতি ভুটিয়া প্রধানদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ও দেওয়ান দেও সুরেন্দ্রনারায়ণ এই বার্ষিক উৎসবের দিনে ভুটিয়াদিগের হস্তে বন্দী হইলেন। নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। ভুটিয়ারা বন্দী রাজার মধ্যম ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসাইয়া ধৈর্য্যেন্দ্র ও সুরেন্দ্রনারায়ণকে ভুটানে লইয়া গেল। তাঁহারা চারি বৎসর কাল ভুটানের কারাগারে নানা দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন।

এইখানে নাজির বংশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। নাজির পরিবারের মতে প্রথম নাজির দেও মহীনারায়ণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দর্পনারায়ণ পিতার পদ অধিকার করেন। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষের লোকেরা বলেন পিতার জীবিত কালেই দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং মহীনারায়ণ পরলোক গমন করিলে তাঁহার তৃতীয় পুত্র যজ্ঞনারায়ণ পিতার পদে নিযুক্ত হন। যজ্ঞনারায়ণের পর দর্পনারায়ণের পুত্র সন্তনারায়ণ নাজির দেওর পদ লাভ করেন। তাঁহার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তায়ই নাজির পদের মাহাত্ম্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সন্তনারায়ণের পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি পিতৃব্য জগৎনারায়ণের পৌত্র (রাজা রূপনারায়ণের ভ্রাতা বিশ্বনারায়ণের পুত্র) ললিতনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। ললিতনারায়ণ ও তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অভয়নারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ এবং তাঁহাদের পরে অভয়নারায়ণের পুত্র খগেন্দ্রনারায়ণ পর পর উত্তরাধিকার সূত্রে নাজির দেওর পদ প্রাপ্ত হন। মহীনারায়ণের বংশে খগেন্দ্রনারায়ণ সপ্তম নাজির দেও। লক্ষ্য করিতে হইবে যে রাজার সহিত মনোমালিন্য বা বিরোধের জন্য নাজির দেওর পদ কখনও এই পরিবারের হস্তচ্যুত হয় নাই, ক্রমাগত পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত এই পদ সন্তনারায়ণের বংশে অব্যাহত রহিয়াছে।

কুচবিহারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন বিধিসঙ্গত অধিকার ভুটিয়াদিগের ছিল বলিয়া মনে হয় না। দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব করিবার সময় প্রবল কখনও ন্যায়ের বিধান মানিয়া চলে না। ভুটিয়ারা যখন দেবেন্দ্রনারায়ণের হত্যার পর রামানন্দের প্রাণদণ্ড করিয়াছিল তখনও তাহারা আপনাদের ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। রামানন্দ দোষী হইলেও তাঁহার অপরাধের বিচার করিবার কোন অধিকার ভুটানের দেবরাজার ছিল না। রামনারায়ণের হত্যা হইয়াছিল রাজার আদেশে। তাঁহাকে দণ্ড দিবার অধিকারও ভুটানের শাসনকর্ত্তার ছিল

না। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে দীর্ঘকালের অব্যবহারে ন্যায্য অধিকারও লোপ পায় আর বিনা প্রতিবাদে অনবরত অনধিকার প্রবেশ স্বীকার করিয়া লইলে, নৈতিক হিসাবে না হউক, কালক্রমে সাধারণের নিকট তাহা বিধিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কুচবিহারে ভুটিয়াদিগেব প্রতিপত্তি খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। উপেন্দ্রনারায়ণেব রাজত্বের শেষ ভাগ হইতে ভুটিয়া প্রাধান্যের আরম্ভ ধরিয়া লইলে বিশ বৎসরের বেশী তাহারা কুচবিহারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কবিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু কুচবিহারেব মন্ত্রিবর্গ এতকাল তাহাদের অনধিকার চর্চ্চায় কোন প্রতিবাদ করেন নাই। রামানন্দকে ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় কুচবিহারের পক্ষ হইতে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ যখন বন্দী হইলেন, কুচবিহারের মন্ত্রিগণের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই ভুটিয়ারা যখন রাজেন্দ্রনাবায়ণকে বাজা করিল, তখনও কুচবিহাবেব কর্ম্মচারিগণ ভুটিযাদেব নির্দ্দেশ অবনত মস্তকে স্বীকার করিযা লইযাছেন। কিন্তু দুই বৎসব পরে রাজেন্দ্রনারায়ণেব যখন মৃত্যু হইল তখন নাজির দেও খগেন্দ্রনারাযণ ভুটানের সম্মতিব অপেক্ষা না রাখিয়াই বন্দী রাজার পুত্র বালক ধবেন্দ্রনারাযণকে সিংহাসনে স্থাপন কবিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রূপনারায়ণকে যখন রাজ্য দেওয়া হয তখন নাজির দেও সন্তনাবাযণই তাহাতে অগ্রণী হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণেব হত্যায যখন ধৈর্য্যেন্দ্রনাবায়ণ সিংহাসন পাইলেন তখন নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের সম্মতি ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকারের নিয়মের অল্প বিস্তর ব্যত্যয হইযাছিল। বিশেষতঃ নাজির দেও ছত্র ধাবণ না করিলে অভিষেক অঙ্গহীন হইত বলিযা তাঁহাব ধারণা হইয়াছিল যে প্রকৃতপক্ষে রাজা নির্ব্বাচন করিবার অধিকাবই তাঁহার আছে এবং ধরেন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার সময় তিনি সেই অধিকারেব ব্যবহার করিয়াছেন। ভুটিয়ারা তাঁহার কার্য্য অনুমোদন করিল না। বন্দী রাজার প্রতি তাহারা বিরূপ ছিল, তাঁহাব পুত্রকে রাজা করা যেন দেবরাজকেই ব্যক্তিগত ভাবে অসম্মান করা। সুতরাং তাহারা নাজির দেওর কার্য্যের প্রতিবাদ করিল এবং খগেন্দ্রনারাযণ যখন সে প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলেন না তখন কুচবিহারের নগরে জনপদে আবার ভুটিয়াদিগেব আক্রমণে বিভীষিকার সঞ্চার হইল। শিশু রাজা ও রাজমাতা একবাব ভুটিয়াদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু নাজির দেও তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া বলরামপুরে পলায়ন কবিলেন। ভুটিয়ারা রামনারায়ণের পুত্র বিজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিল। ভুটিয়াদিগেব নির্দ্দেশ মানিতে অসম্মত হইলেও তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা খগেন্দ্রনারায়ণের ছিল না। এই বিপদে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণ লইলেন। বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগের জমিদার হিসাবে খগেন্দ্রনারায়ণ সুবে বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা কোম্পানী বাহাদুরের প্রজা ছিলেন। ভুটিয়া বিদ্রোহে নিরুপায় হইয়া তিনি কুচবিহারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইংরাজ সরকারেব হস্তে সমর্পণ করিলেন। (রাণী মরিচমতীর পত্র, নং ৬)

কুচবিহার রাজ্যের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্বন্ধ—

তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতার বড় কর্ত্তা, চার্লস পারলিং (সমসাময়িক বাঙ্গালা পত্রের পালঙ্গ সাহেব) রঙ্গপুরের কালেক্টর। নাবালক ধরেন্দ্রের পক্ষ হইতে নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ পারলিং সাহেবের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৭৭২ সালে তাঁহারই সহিত ইংরাজ সরকারের সন্ধি হইয়াছিল, যদিও সন্ধিপত্র রাজার নামেই লিখিত হইয়াছে। সন্ধির কার্য্যকারিত্ব ডিরেক্টরদিগের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল বলিয়া স্থির হইয়াছিল যে প্রথমতঃ দুই বৎসরকাল অথবা ডিরেক্টরদিগের অভিপ্রায় জানা পর্য্যন্ত এই সন্ধি বলবৎ থাকিবে, পরে ডিরেক্টরদিগের সম্মতি পাইলে চিরকালের জন্য বহাল হইবে। ১৭৭২ সালের সন্ধি অনুসারেই কুচবিহার ইংরাজ সরকারের অধীনতা স্বীকার করে। কুচবিহারের ইতিহাসে এবং রাজা ও নাজির দেওর ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে এই সন্ধি বিশেষ স্মরণীয়। অতএব নিম্নে সন্ধির সর্ত্তগুলি উদ্ধৃত হইল।

"কুচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতাস্থ মাননীয় কাউন্সিল ও প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের নিকট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধীন রাজাদিগের উপদ্রবে তাঁহার রাজ্যের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা নিবেদন করায় মাননীয় প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিল ন্যায়ানুরাগ ও বিপন্নকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত রাজাকে তাঁহার রাজ্য রক্ষাকল্পে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সর্ত্তে চারিদল সিপাহী ও একটি কামান সম্বলিত ফৌজ তাঁহার শত্রুদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন।

১। উক্ত রাজা তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরিত সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অবিলম্বে রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে ৫০,০০০৲ টাকা দিবেন।

২। যদি ৫০,০০০৲ টাকার অতিরিক্ত কিছু খরচ হয় তবে রাজা তাহা মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিবেন কিন্তু যদি ঐ টাকার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৩। তাঁহার রাজ্য হইতে শত্রুগণ দূর হইলে রাজা ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করিবেন এবং তাঁহার রাজ্য সুবে বাঙ্গালার সামিল করিতে দিবেন।

৪। রাজা আরও অঙ্গীকার করিতেছেন যে তিনি চিরকাল ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কুচবিহারের বার্ষিক রাজস্বের অর্দ্ধেক দিবেন।

৫। যদি রাজা মাননীয় যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন তবে রাজস্বের অপরার্দ্ধ চিরকাল তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের থাকিবে।

৬। কুচবিহার রাজ্যের আয় স্থির করিবার জন্য কলিকাতাস্থ মাননীয় প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিল কর্ত্তৃক মনোনীত লোকের নিকট রাজা একখানি "হস্তবুদ" দিবেন এবং তদনুসারে রাজার দেয় বার্ষিক "মালগুজারীর" পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৭। মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়োজিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মাল গুজারীর পরিমাণ চিরস্থায়ী হইবে (চিরকালের জন্য অব্যাহত থাকিবে)।

৮। রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজাকে ফৌজ দিতে বাধ্য থাকিবেন, রাজা উক্ত ফৌজের ব্যয় বহন করিবেন।

৯। এই সন্ধি দুই বৎসর অথবা কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলকে এই সন্ধি চিরকালের জন্য বহাল করিবার ক্ষমতা প্রদানের সংবাদ পাইবার সময় পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

এক পক্ষে ফোর্ট উইলিয়মের মাননীয় প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিল কর্ত্তৃক ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল এবং অপর পক্ষে বিহার দুর্গে কুচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ১১৭৯ সালের ৬ই মাঘ এই সন্ধিপত্র সহি মোহর ও সম্পাদিত হইল।"

নাজির দেও আপনাকে কুচবিহারের অবিভক্ত রাজ্যের সরিক বা অংশীদার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার পিতৃব্য-পত্নী মরিচমতী বলিতেছেন যে ভুটিয়ারা ধরেন্দ্রনারায়ণের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে রাজ্য দিতে চাহিয়াছিল। এ কথা সত্য না হইলেও বোধ হয় ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে হয়ত খগেন্দ্র-নারায়ণ এই সময় আপনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভুটিয়াদিগের সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে পারিতেন অথবা ১৭৭২ সালের সন্ধিপত্রে আপনার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আপত্তি হইতে পারে যে নাবালক ধরেন্দ্রনারায়ণের অন্তরালে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিবার লোভেই তিনি ভুটিয়াদিগের সহিত আপোষ করেন নাই অথবা ইংরাজ সরকারের দ্বারা আপনার অধিকার মঞ্জুর করান প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই আপত্তি সহজেই খণ্ডন করা যায়। কুচবিহারের রাজবংশে নাবালকের অভাব ছিল না এবং আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে রাজা নির্ব্বাচনের সময়ে সর্ব্বদা অগ্রজের অধিকার সম্মানিত হয় নাই। ভুটিয়াদিগের সহযোগিতায় নাজির দেওর পক্ষে অন্য কোন নাবালককে অথবা আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা করাও অসম্ভব ছিল না। খগেন্দ্রনারায়ণ ক্ষমতাপ্রিয় ও দুঃসাহসী হইলেও দূরদর্শী ছিলেন না। তিনি প্রায়ই পরের বুদ্ধিতে চলিতেন। পীটার মূর, ডগলাস প্রভৃতি ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, খগেন্দ্রনারায়ণের ব্যবস্থায় কুচবিহার ভুটিয়ার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইল। ভুটিয়ারা কাপ্তেন জোন্সের ফৌজের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। কিন্তু কুচবিহার পরিত্যাগ করিয়াও তাহারা নিষ্কৃতি পাইল না। কাপ্তেন জোন্স সসৈন্যে ভুটানে প্রবেশ করিয়া ডালিমকোট দখল করিলেন। ভুটিয়াদের নির্ব্বাচিত রাজার ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। ধরেন্দ্রনারায়ণ পূর্ব্বপুরুষের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিব্বতের টাসি লামার অনুরোধে ১৭৭৪ সালে ভুটানের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সন্ধি হইল। এই সন্ধির বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই সন্ধি অনুসারে রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ও দেওয়ান দেও সুরেন্দ্রনারায়ণ ভুটান হইতে মুক্তি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গালা ১১৮০ (১৭৭৬-৭৭ খৃঃ) সালে পারলিং

সাহেব কুচবিহারের হস্তবুদ দেখিয়া ১,০০০০০ নারায়ণী টাকা বা ৬৭,৭০০৮/৫ সিক্কা টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কুচবিহারে শান্তি বা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল না।

কুচবিহারে রাণী কমতেশ্বরীর প্রাধান্য—

ভুটিয়া বিগ্রহ শান্ত হইবার অল্পকাল পরেই ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করিলেন। তখন তাঁহার পিতা ধৈর্য্যেন্দ্র দ্বিতীয়বার সিংহাসন লাভ করিলেন। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে জমিদারী সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল। দুর্ব্বলচিত্ত ধৈর্য্যেন্দ্র নামে মাত্র রাজা ছিলেন। দেশে ফিরিবার পরই তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার নামে রাণী কমতেশ্বরী ও তাঁহার অনুগ্রহভাজন রাজগুরু সর্ব্বানন্দ রাজ্য শাসন করিতেন। জেঙ্কিন্স সাহেব বলিয়াছেন যে কুচবিহারের লোকের ধারণা ছিল যে রাণী ও রাজগুরুর চক্রান্তেই রাজার বাতুলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ("Long before his death he was reduced to such a state of imbecility, as was currently believed, by the machinations of the Ranee and Gossein, that he was quite incapable of performing any of the duties of his rank." Major Francis Jenkins, *Sketch of the connection of the British Government with Kooch Behar, p.* 33) সর্ব্বানন্দ কেন, কেমন করিয়া রাণীর বিশ্বাসভাজন হইলেন তাহা অনুমান করা কঠিন। (সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর পত্র, নং ৮, এবং হরেন্দ্রনারায়ণের পত্র, নং ২৬) রাজগুরু হইলেও তাঁহার ভ্রাতা রামানন্দের চক্রান্তে শিশু রাজা দেবেন্দ্র-নারায়ণ নিহত হইয়াছিলেন। যে খগেন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে কুচবিহারের সহিত ইংরাজ সরকারের সন্ধি হইয়াছিল তাঁহার কোনই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি রহিল না। তখন রঙ্গপুরের কালেক্টর ইংরাজ সরকারের পক্ষে কুচবিহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। নাজির দেও ও রাণী দুই পক্ষেরই কলিকাতায় ও রঙ্গপুরে উকিল ছিল। এই উকিলেরা নিজ নিজ পক্ষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কালেক্টরদিগের নিকট নানারূপ মিথ্যা কথা বলিত। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে কালেক্টরেরাও সর্ব্বদা নিরপেক্ষভাবে এই বিরোধের বিচার করিতে পারেন নাই। এক কালেক্টর নাজির দেওর পক্ষ অবলম্বন করিলে পরবর্ত্তী কালেক্টর রাজগুরু ও রাণীর পক্ষ সমর্থন করিতেন। ফলে কুচবিহারে অশান্তি ও অনাচারের অবধি ছিল না। (Jenkins, p. 35) ১৭৮৩ সালে বাতুল রাজার মৃত্যুর পরে দেখা গেল যে এক চরম পত্র দ্বারা তিনি রাণী কমতেশ্বরীকেই শিশুপুত্র হরেন্দ্রনারায়ণের অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন। কমতেশ্বরী হরেন্দ্রনারায়ণের বিমাতা ছিলেন, মাতা ছিলেন না।

রাণী কমতেশ্বরীর সহিত নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের বিবাদ—

পিতার মৃত্যুকালে হরেন্দ্রনারায়ণের বয়স ছিল মাত্র তিন বৎসব নয় মাস। নাজির দেও ও রাণী উভয়েই রাজ্যের মঙ্গল সাধন অপেক্ষা পরস্পরের প্রতি বৈর নির্য্যাতনে অধিকতর উদ্যোগী ছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নাজিব দেওব অভিযোগে রঙ্গপুরের কালেক্টর রিচার্ড গুডল্যাড সর্ব্বানন্দ গোসাঞি ও দেওয়ান কাশিকান্ত লাহিড়ীকে কয়েদ করিয়াছিলেন। সুতরাং ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু সময়ে নাজির দেওর পক্ষই ক্ষমতাশালী হইযা উঠিয়াছিল। গুডল্যাড সাহেব কুচবিহারে আসিয়া নাজিব দেওর হস্তেই রাজ্য শাসনের ভার দিয়া গেলেন। সকল দিক দিযা বিবেচনা করিলে রাজার নিকট জ্ঞাতি ও রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীব হস্তে শাসনভার দেওযা যে খুব অন্যায় হইয়াছিল এমন কথা বলা চলে না। নাজির দেও যদি এই সময় ধীর ভাবে কাজ করিতেন তাহা হইলে হয়ত ভবিষ্যতে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইত না। তিনি যে এই সময় রাজা হইবাব চেষ্টা করিযাছিলেন (১৪ নং পত্র) এ কথা বিশ্বাস হয় না, কারণ পীটার মুরেব রিপোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ কোন অভিযোগ নাই। পীটার মুব নাজির দেওব প্রতি অনুকূল ভাব পোষণ করিতেন না, সুতরাং নাজির দেও রাজোপাধি ধাবণ কবিযা থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার রিপোর্টে সে কথা গোপন করিতেন না। কিন্তু খগেন্দ্রনারাযণ এই সময়ে যে তাঁহার বালক পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণকে যুববাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল যে পীটার মুরের রিপোর্টে এই কথা আছে তাহা নহে, খগেন্দ্র-নারাযণের পিতৃব্য-পত্নী মবিচমতীও তাঁহাব একখানি পত্রে বীরেন্দ্রনারাযণেব নামের সঙ্গে যুবরাজ উপাধি যোগ করিয়াছেন। (বাণী মবিচমতীর পত্র, নং ২৩)। বীরেন্দ্রনাবায়ণ উত্তরাধিকারের সাধারণ নিয়ম অনুসারে যুববাজ ছিলেন না। হরেন্দ্রনারাযণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতৃব্য বৈকুণ্ঠনারায়ণ অথবা সুরেন্দ্রনারায়ণ রাজত্ব পাইতেন। সুতবাং নাজির দেওর কার্য্য যে কেবল অসঙ্গত হইয়াছিল তাহা নহে, অশোভনও হইয়াছিল।

এদিকে সর্ব্বানন্দ গোসাঞি ও কাশিকান্ত লাহিড়ী রঙ্গপুবে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন না। রাজার অযত্ন হইতেছে, রাজমাতার অমর্য্যাদা হইতেছে, রাজার চাকর নাজির দেও নিমক-হারামী কবিয়া রাজত্ব আত্মসাৎ করিবাব চেষ্টা করিতেছে—রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু ও রাজভক্ত দেওয়ান কি এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন ? তাঁহারা কালেক্টর সাহেবকে "প্রকৃত অবস্থা" বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বানন্দ ও কাশিকান্ত রঙ্গপুর হইতে মুক্তি পাইয়া কুচবিহারে আসিলেন। নাজির দেও প্রভুত্ব হারাইলেন ও কিছুদিন পরে তিনি ও তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শ্যামচন্দ্র গ্রেপ্তার হইলেন। কুচবিহারের লোকের দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে খাটো কবিবার জন্য এক গুদাম ঘরে তাঁহাদিগকে আটক করা হইল। একদিকে কাশিকান্ত, অপর দিকে শ্যামচন্দ্র ; কুচবিহারের গৃহবিবাদে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সুব্যবহার হইয়াছিল। রাণী কমতেশ্বরী খগেন্দ্র-

নারায়ণকে নাজির দেওর পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া তাহার ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন (১৭৮৫)। দেওয়ান দেও স্থরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র জীবেন্দ্রনারাযণ সেনাপতি (নাজির দেও) নিযুক্ত হইলেন। (রাজমাতা কমতেশ্বরীর পত্র, নং ১৪।)

রঙ্গপুরের নূতন কালেক্টর পীটার মূর তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে নাজির দেও রাজার ভৃত্য (হরেন্দ্র নারায়ণেব পত্র নং ২০), অন্য কর্ম্মচারীদেব মত তাঁহাকেও রাজা যখন খুসী বহাল বরতরফ করিতে পারেন। তাঁহার নির্দ্দেশেই নাজির দেও ও তাঁহার গোমস্তার হাতে বেড়ী পড়িয়াছিল, তাঁহাব অভিমত অনুসাবেই তাঁহাদেব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। রাণী মরিচমতী লিখিয়াছেন, সর্ব্বানন্দ গোসাঞি মূব সাহেবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নাজিব দেওকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত এবং গোমস্তা শ্যামচন্দ্রকে কয়েদ কবিযাছেন। (৬ নং পত্র)। কুচবিহাবের সরকাবী ইতিহাসেব গ্রন্থকাব লিখিযাছেন,—"By this time Mr. Peter Moore succeeded Mr. Goodlad as Collector of Rangpur. He came with an unprejudiced mind and took in the situation at once." মূব সাহেব বাস্তবিকই নিরপেক্ষ ভাবে কুচবিহারের বিবাদের তদন্ত করিযাছিলেন, না সর্ব্বানন্দ ও কাশিকান্তের প্রভাবে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা এতদিন পরে স্থির করা কঠিন। বলাবাহুল্য যে তিনি নাজির দেওর পদ ও অধিকার সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী কালেক্টরের সহিত একমত হইতে পাবেন নাই। তিনি রাজা নাবালক থাকা পর্য্যন্ত সর্ব্বানন্দ, কাশিকান্ত ও স্থরেন্দ্রনাবাযণেব সাহায্যে রাণীকে রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা দিবার সুপারিশ করেন।

পীটার মূর বিশ্বসিংহের বংশলতিকা দৃষ্টে স্থিব কবেন যে নাজির দেও বা দেওয়ান দেও কাহারও পদই পুরুষানুক্রমিক নহে, রাজা ইচ্ছা করিলে যে কেহকে এই পদে নিযুক্ত করিতে পারেন। কুচবিহারের রাজস্বেব তিন বিভাগের কথা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় এই বিভাগের কোনই মূল্য ছিল না। সমস্ত রাজস্ব এক সঙ্গে আদায় হইয়াছে, রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ব্যয় হইযাছে, কেবল রাজার অংশের ।৵০ রাজস্ব তাঁহার ব্যক্তিগত খরচের জন্য পৃথক রাখা হইত। নাজির দেও সেনা-পতি। কিন্তু কুচবিহার ইংরাজ সরকারের অধীনতা গ্রহণের পর এই পদের আর কোন দাযিত্ব নাই, কেননা রাজ্যে যখনই গোলমাল উপস্থিত হইযাছে তখনই তাহার ব্যবস্থা কবিবার জন্য ইংরাজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। রাজার আত্মীযগণের মধ্যে ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্থরেন্দ্রনারায়ণ রাজমাতা কর্ত্তৃক দেওযান দেওর পদে বহাল হইয়াছেন। পরলোকগত রাজার আমলেও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বৈকুণ্ঠনারায়ণ অকর্ম্মন্য ও চরিত্রহীন, নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ ষড়যন্ত্রপ্রবণ। মূর সাহেব যতদূর শুনিয়াছিলেন তাহাতে খগেন্দ্রনারাযণের রাজ্য শাসন করা অপেক্ষা দস্যুদলের সর্দ্দারী করিবার যোগ্যতা বেশী ছিল। বাকী রহিলেন সর্ব্বানন্দ ও কাশিকান্ত। ইহারা দুইজনেই রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে রাজ্যের সেবা

করিয়া আসিতেছেন। সর্ব্বানন্দ স্বর্গীয় রাজার মুক্তিয়ার ও কাশিকান্ত তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। ইহারা দুই জনেই সচ্চরিত্র এবং কুচবিহার অঞ্চলের সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। দুই জনেরই বয়স ষাট বৎসরের কাছাকাছি। ("They are both near sixty years of age, and from every information I have been able to obtain, are men of unexceptional characters and both revered and beloved throughout the neighbourhood of Beyhar.") অতএব নাবালক রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মূর সাহেবের মতে সুরেন্দ্রনারায়ণ, সর্ব্বানন্দ ও কাশিকান্তের পরামর্শেই রাণীর রাজ্য শাসন করা সঙ্গত। নিরাপত্তার নিমিত্ত সর্ব্বানন্দ ও কাশিকান্তের বিশেষ অনুরোধে মূর সাহেব ইহাদের সঙ্গে একজন কর্ম্মচারী ও কয়েকজন সিপাহী ("an escort of sepoys for their protection and an officer") দিয়াছিলেন।

মূর সাহেব কুচবিহারে না গিয়াই রঙ্গপুরে বসিয়া তাঁহার তদন্ত সমাধা করিয়াছিলেন। এরূপ তদন্তের ফল একেবারে নির্ভুল হইলেই বিস্ময়ের বিষয় হইত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বিচার প্রণালীতেও ক্রটি ছিল। যেহেতু মহীনারায়ণের পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ সেনাপতি ছিল এবং যেহেতু তদন্তের সময় পর্য্যন্ত ঐ ব্রাহ্মণের বংশ বিদ্যমান ছিল, যেহেতু মহীনারায়ণের বংশে নিঃসন্তান পিতৃব্যের পদে ভ্রাতুষ্পুত্রের নিয়োগ দেখা যায় এবং রাজা মধ্যে মধ্যে এক দেওয়ান দেওকে পদচ্যুত করিয়া অপর দেওয়ান দেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অতএব মূর সাহেব বলিতেছেন যে নাজির দেও ও দেওয়ান দেওর পদ বংশানুক্রমিক (hereditary) বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই কথাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, বংশলতিকার টীকা টিপ্পনীতে ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে রাজা রূপনারায়ণ ও ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে অবস্থা বিশেষে নাজির দেওর রাজা নির্ব্বাচন করিবার অধিকার ছিল এবং মহীনারায়ণের বংশে সর্ব্বদা যখন অগ্রজের অধিকার অব্যাহত থাকে নাই তখন নাজির দেও রাজবংশ হইতে যাঁহাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসাইতে পারিতেন। নাজির দেও সন্তনারায়ণ রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া নিজের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন ইহা সত্য, এবং রাজা অপেক্ষা প্রবল হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাজস্ব বিভাগের সময়ে নিজের অংশে ॥৴০-রও অধিক রাখিতে পারিয়াছিলেন। এই বিভাগ যতই অন্যায় হউক না কেন রূপনারায়ণ হইতে ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত সকল রাজাই ইহা মানিয়া লইয়াছিলেন এবং সৈন্য বিভাগের ব্যয় এ পর্য্যন্ত নাজির দেও ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের হস্তেই হইয়াছে। আসল কথা, ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতীয় কোন রাজ্যেই শাসনতন্ত্রের (Constitution) কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। সুতরাং দীর্ঘকালের অব্যবহারে রাজার কোন অধিকার লোপ পাইয়াছিল, আর দীর্ঘ-কালের ব্যবহারে নাজির দেওর কোন অধিকার আইনের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল তাহা স্থির করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। রাজার পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, একজন কর্ম্মচারীকে

অতখানি ক্ষমতা দিলে রাজ্য চলিতে পারে কিন্তু রাজাকে তাঁহার হাতের পুতুল হইয়া থাকিতে হয়। পরবর্ত্তী কালে কুচবিহারের ইংরাজ কমিশনারেরা ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু নাজির দেওর পদ বংশানুক্রমিক নহে, একথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই।

রাণী কমতেশ্বরী ও রাজগুরু সর্ব্বানন্দের প্রভুত্বে কুচবিহার রাজ্যের ক্ষতি—

নাবালক হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থা মূর সাহেব করিয়াছিলেন কুচবিহারের পক্ষে তাহাও কল্যাণকর হয় নাই। সুরেন্দ্রনারায়ণ নামে মন্ত্রী হইলেও কখনও কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সকল বিষয়ের প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বানন্দ গোসাঞি ও কাশিকান্ত লাহিড়ীর হস্তগত হইয়াছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে কুচবিহারের কমিশনার ডগলাস সাহেব বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ যে এই দুইটি সচ্চরিত্র, সহৃদয় কর্ম্মচারীর সুশাসনে কুচবিহারের অনেক প্রজা পূর্ব্ব পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া দেশান্তরী হইয়াছিল এবং রাজস্বের পরিমাণ ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছিল। পারলিং সাহেবের হিসাব মত কুচবিহারের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় দুই লক্ষ নারায়ণী টাকা (১,৯৯, ১২০।১৫)। নাজির দেওর সমস্ত ভূসম্পত্তি এবং দেওয়ান দেওর ভূসম্পত্তির কিয়দংশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার পরও বাঙ্গালা ১১৯৫ সালে ১,৪১,২৩০ ৶৩ পাইর অধিক আদায় হয় নাই। পর বৎসর রাজস্বের পরিমাণ আরও কমিয়া গিয়া ১,১৯;৯৪৬॥৶১৬৴০ ক্রান্তিতে দাড়াইয়াছিল। ("Thus harassed and oppressed, numbers of the ryots were obliged to leave their native country and the revenues falling short in consequence of this and from the alienation of lands the remaining inhabitants were obliged to make good the deficiency. .....Upon learning all these particulars, your Lordship will not be surprised that in the Year 1195, the clear revenue of Behar, including the whole of the Nazir Deo's and part of the Dewan Deo's private lands which had been confiscated, only amounted to Narainy Rupees 1,41,230-3-3, and in 1196, it was reduced to Narainy Rupees 1,19,946-11-16-1"). রাজ্যের আয় কমিয়াছিল বলিয়া রাজগুরু ও দেওয়ানের আয়ও হ্রাস পাইয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে। এই দুইটি নির্লোভ ব্রাহ্মণ বোধ হয় কোচ রাজবংশের কল্যাণ কামনায়ই এই সময় মহারাণীর নিকট হইতে রাজার নামে ভূমি দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্লেচ্ছ ডগলাস সাহেব তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এই দান তাঁহার বিচারে অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ("As very considerable grants of *Jagheer*, *Birhmotter* lands etc. have been made, the possessors of them

should be called on to produce their *Sununds* and, where the grants appear to be illegal, it should be resumed. If I may credit the information I have received, the Gossain Sarbananda is in the possession of the greater part of these lands......on the Nazir Deo's losing his power, the Gossain Sarbananda immediately possessed himself of the greater part of the *Pate Buttah* (or private lands) of that person in the chaklahs Bodah, Patgong and Poorubbaug; a very small part was given up to the Rajah and the remainder was divided between himself and the Rajah's Dewan Cashikant Lahowry. It is true that they obtained a *Sunund* from the Maharani under the seal of the infant Rajah; but, I presume, it will be thought that she could have no right to give away lands, which ought in the common justice to have devolved to the Rajah, and that, the grant being illegal and invalid, the lands ought immediately to be resumed"). শিশু রাজার সকল ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য সর্ব্বানন্দের এত আগ্রহ ছিল কেন অনুমান করা কঠিন নহে। ১৭৮৮ সালে লরেন্স মারসার ও জন লুই সোভেট কুচবিহারের বিশৃঙ্খলার তদন্ত করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই রাজার পার্শ্বচরেরা তাঁহার স্বাধীন ক্ষমতার সমর্থন করে। (Jenkins, p. 38).

সর্ব্বানন্দের সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষাই কুচবিহারের রাজস্বহানির একমাত্র কারণ নহে। রাণী কমতেশ্বরীও সপত্নী-পুত্রের সম্পত্তির প্রতি লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে তিনি "বাবা মহারাজের" মঙ্গলের জন্য যতই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহার সম্পত্তি রক্ষার দিকে "মাতা মহারাণীর" খুব প্রখর দৃষ্টি ছিল বলিয়া মনে হয় না। ডগলাস সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে কুচবিহারে বালক মহারাজার যে নিজস্ব ভূসম্পত্তি ছিল তাহা সমস্তই রাণী কমতেশ্বরী অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ("The Maharani has, without the smallest right, possessed herself of the whole of the Rajah's private lands in Behar, the amount of which, agreeably to the accounts delivered unto me, appears to be Narainy Rupees 15, 883 per annum, but which I believe very short of the real produce of them").

রাজমাতা কমতেশ্বরী, রাজগুরু সর্ব্বানন্দ ও দেওয়ান কাশিকান্তের শাসনে "নমকহারাম" নাজির দেওর হয়ত নির্য্যাতনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাই হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কুচবিহার

উজার হইবার উপক্রমও হইয়াছিল। সুতরাং চারি বৎসরের মধ্যেই কুচবিহারে আবার বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

কুচবিহারে বিদ্রোহ—

নাজির দেওর পেটভাতা জমিতে রাজমন্ত্রিগণের পেট ভবে নাই। তাঁহারা রাজবংশীয় অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারী ও "রাজগণে"র জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিতে লাগিলেন। নিরীহ বা নির্ব্বিরোধী বলিয়া দেওয়ান দেও-ও তাঁহাদের ভূমিলিপ্সা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। খগেন্দ্রনারায়ণ তখন কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া প্রাণের ভয়ে আসামে পলায়ন করিয়াছেন। কুচবিহার হইতে দূরে থাকিলেও বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের কথা যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল এরূপ মনে হয় না। তাঁহাব পিতৃব্য-পত্নী মবিচমতী, পুত্র বীরেন্দ্র নারায়ণ, ভ্রাতা ভগবন্তনারাযণ এবং রাজার পিতৃব্য বৈকুণ্ঠনারাযণ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ ভাবে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অন্ততঃ রাজা ও রাজমাতাব পত্রে (১২ ও ১৩ নং পত্র) তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগই করা হইয়াছে। রাণী মরিচমতী এই ঘটনাব যে বিবরণ দিয়াছেন (১১ নং পত্র) তাহার সহিত রাজা ও রাজমাতার প্রদত্ত বিবরণেব স্বভাবতঃই ঐক্য নাই। কুচবিহারেব সরকারী ইতিহাসে দেখা যায় যে খগেন্দ্রনারাযণের শ্বশুর রাঙ্গামাটির বুলচন্দ্র বড়ুয়া ও তাঁহাব পুত্র বীরচন্দ্রও এই বিদ্রোহে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা বা রাজমাতার পত্রে তাঁহাদেব বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট অভিযোগ নাই। বুলচন্দ্রও মহারাজা বিশ্বসিংহের বংশধব ছিলেন (ছিলা রায়ের পৌত্র পরীক্ষিতনারাযণের বংশধব)। নাজির দেওর নিকট আত্মীয় হিসাবে কুচবিহারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার একেবারে উদাসীন থাকিবার কথা নহে। কারাদণ্ড ভোগ করিলেও তাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্রোহে লিপ্ত হন নাই। বিদ্রোহী নায়কেরা গোপনে এক দল সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই সৈন্য দলের নেতা ছিল গণেশগীর নামক একজন সন্ন্যাসী। এক দিন নিশাযোগে বিদ্রোহারা রাজবাড়ী আক্রমণ করিয়া রাজা ও রাজমাতাকে বন্দী করিয়া বলরামপুরে নাজিব দেওর বাড়ীতে লইয়া আসিল। প্রাসাদরক্ষী সিপাহাবা তাহাদিগকে কোন বাধা দেয় নাই, সুতরাং দুই জনের অধিক লোক হতাহত হয় নাই। এই সময় যে রাজবাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং বিদ্রোহীরা রাজা ও রাজমাতার প্রতি তাঁহাদের পদেব যোগ্য ব্যবহার করে নাই বলিয়া অভিযোগ হইয়াছিল, ইহা অবিশ্বাস করিবার কাবণ নাই। সর্ব্বানন্দ ও কাশিকান্ত বন্দী রাজাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া রঙ্গপুরের কালেক্টর ডে. হার্ট ম্যাক্‌ডাওয়েলের (বাঙ্গালা পত্রের মেখডোর) শরণাপন্ন হইলেন। তিনি কাপ্তেন রটনকে ফৌজ সহ বলরামপুরে পাঠাইয়া রাজা ও রাজমাতাকে উদ্ধার করিলেন। মরিচমতী, ভগবন্তনারায়ণ, বৈকুণ্ঠনারায়ণ ও গণেশগীরকে গ্রেপ্তার করিয়া রঙ্গপুরে পাঠান হইল। এই সময় নাজির দেওর ঘর বাড়ী ও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মরিচমতী যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সত্য হওয়াই সম্ভব।

রঙ্গপুরের পথে বন্দীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার হওয়াও অসম্ভব নহে। নাজির দেওর পক্ষ রাজার প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল সর্ব্বানন্দের অনুচরেরা এই সুযোগে তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকিবে।

কোম্পানীর নিযুক্ত তদন্ত কমিশন—

১৭৮৭ সালের বিদ্রোহের পরিণাম ফল রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হইলেও রাজ-গুরু ও রাণী মাতার পক্ষে শুভ হয় নাই। এই বিদ্রোহের পর কলিকাতার কর্তৃপক্ষ আর কুচবিহার সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা আর রঙ্গপুরের কালেক্টরের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া পাটনার দেওয়ানী আদালতের জজ লরেন্স মারসার (Lawrence Mercer, বাঙ্গালা পত্রের মেস্তর মেরসর) ও বাঙ্গালা ও পারশী ভাষায় অভিজ্ঞ জন লুই সোভেটের (J. L. Chauvet, বাঙ্গালা পত্রের শুবিট—ইনি কুচবিহার হইতে ফিরিবার পর রাজস্ব বিভাগের বাঙ্গলা ও পারশী অনুবাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন) উপর স্বাধীনভাবে কুচবিহারের বিষয় তদন্ত করিবার ভার দিলেন। পলাতক খগেন্দ্রনারায়ণ এই কমিশনের সম্মুখে তাঁহার দাবীর সমর্থনে দলিলপত্র উপস্থিত করিতে আহূত হইলেন। ইংরাজ সরকার তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে ছয় মাসের মধ্যে কমিশনের সম্মুখে অথবা রঙ্গপুরের কালেক্টরের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। বলা বাহুল্য যে রাণীর পক্ষ এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। রাজা ও নাজির দেওর দাবীর সামঞ্জস্য করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজার পক্ষের কথা— নাজির-দেও তাঁহার ভৃত্য। তিনি অপরাধ করিয়াছেন, সুতরাং দণ্ড স্বরূপ তাঁহার সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে রাজা তাঁহার ন্যায্য ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেন নাই। নাজির দেওর পদ পুরুষানুক্রমিক নহে, তিনি রাজস্বের অংশীদার নহেন। নাজির দেওর দাবী— তাঁহাকে তাঁহার পুরুষানুক্রমিক পদ হইতে বিচ্যুত করিবার অধিকার রাজার নাই। তিনি রাজস্বের ॥৴২॥ অংশের অধিকারী। চাকলা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ তাঁহার নিজস্ব জমিদারী, এই সকল সম্পত্তি হইতে তিনি অন্যায় ভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তি আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক। নাজির দেও হিসাবে তাঁহার রাজা নির্ব্বাচন করিবার অধিকার আছে। ইংরাজ সরকার নাজির দেওর দাবীর চূড়ান্ত মীমাংসা কখনও করেন নাই। সরকারী কাগজপত্রে মধ্যে মধ্যে তাহাকে ভূতপূর্ব্ব নাজির দেও বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র নাজির দেও উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন এবং সরকারী চিঠিপত্রেও তাঁহাদের নাজির দেও বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং সম্বোধন করা হইয়াছে। ১৮২৫ সালে খগেন্দ্রনারায়ণের পৌত্র তত্ত্বনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী এই সম্মান হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু খগেন্দ্রনারায়ণের পদচ্যুতির পর রাজমাতা যাঁহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন সরকারী কাগজ-

পত্রে তাঁহাকে কখনও নাজির দেও বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। চাকলা বোদা, পাট-গ্রাম ও পূর্ব্বভাগ সম্বন্ধে ইংরাজ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে নাজির দেও এই তিনটি চাকলার জমিদার নহেন, রাজার পক্ষের বেনামদার। কিন্তু রাজস্বের ।৵২। অংশে তাঁহার দাবী ন্যায্য কিনা সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কোন স্পষ্ট মত প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করেন নাই। যে ব্যবস্থায় রাজা অপেক্ষা সেনাপতির অধিক প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাশালী হওয়ার সম্ভাবনা সে ব্যবস্থা রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্ব প্রথা নাজির দেওর অনুকূল ছিল বলিয়াই বোধ হয় ইংরাজ সরকার এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই।

কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে কাশিকান্ত লাহিড়ী স্পষ্টই স্বীকার করিযা-ছিলেন যে রাজা, নাজিব ও দেওয়ান তিন জনের কর্ম্মচারী হিসাবেই তিনি রাজস্ব আদায করিতেন এবং নাজির দেও রাজস্বের ।৵২। অংশের হিস্যাদাব ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কুচ-বিহারেব কমিশনার রাজ্যের তিন হিস্যার কথা কখনও কখনও স্বীকার করিয়াছেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র তের বৎসর বয়সে দেওয়ান দেও নগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। তখন কমিশনার রিচার্ড আমটি রাজস্ব বিভাগেব সেক্রেটারী টাকাব সাহেবকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে কুচবিহারের তিন হিস্যার উল্লেখ আছে।

To

H. L. G. Tucker, Esq.,

Secretary to the Revenue Department,

Fort William.

Sir,

I have to request you will be pleased to report to the Hon'ble the Vice-President in Council that Nagendra Narain, Dewan Deo, proprietor of a share of two annas, of Thanna Behar, died this morning at 9 a.m. after a lingering illness of twelve days, aged thirteen years and 6 months.

2. You will further be pleased to furnish me with the orders of Government whether the lands possessed by the deceased are to revert to the Rajah, or to be granted to his lawful heir (his brother) Jebinder Narayan, agreeably to the tripartite division of the country.

Cooch Behar, I have etc.
The 12th April, 1799. Sd. R. Ahmuty,
Commissioner.

অস্থার্থ :—"মহাশয়, আমার অনুরোধ আপনি অনুগ্রহ করিয়া সকাউন্সিল মাননীয় ভাইস প্রেসিডেণ্ট মহাশয়কে জানাইবেন যে অদ্য প্রাতে ৯টার সময় থানা বিহারের দুই আনার মালিক নগেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেওর বারো দিন রোগ ভোগের পর তের বৎসর ছয় মাস বয়সে মৃত্যু হইযাছে।

মৃতের ভূসম্পত্তি এখন রাজার সম্পত্তিভুক্ত হইবে, না রাজ্যের তিন হিস্যার বিভাগ অনুসারে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারী ও ভ্রাতা জীবেন্দ্রনারায়ণ পাইবেন, এতৎসম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।"

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে জীবেন্দ্রনারায়ণ ভ্রাতার পরিত্যক্ত পদ ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাজির দেওর অধিকার সম্বন্ধে কমিশনার ডগলাস সাহেব ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ বড় লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও দ্রষ্টব্য (Cooch Bihar Select Records, Vol. I, pp. 40-41)। ১৮০৪ সালের ২রা মার্চ্চ বড়লাট রাজা হরেন্দ্রনারায়ণকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতেও নাজির দেও ও দেওয়ান দেওর দাবীর বিচার ভবিষ্যতে করা হইবে এইরূপ কথা আছে। ("That gentleman has probably informed you, that it was the intention of Government to take the claims of those officers into consideration at a future period of time"). কুচবিহারের সরকারী ইতিহাসের মতে মারসার ও সোভেটের রিপোর্ট পাইযাই ইংরাজ সরকার নাজির দেওর দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই উক্তির সমর্থনে কি প্রমাণ আছে জানি না। ১৮০৩ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখের পত্রে স্পষ্টই লেখা হইয়াছে যে এই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট তখন পর্য্যন্ত কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই ..... ("of this nature, are the claims of the Nazir Deo and Dewan Deo upon which, owing to the intricate nature of the claims and the difficulties attending the investigation, no decision has yet been passed"). সরকারী কাগজ-পত্র পড়িয়া মনে হয় যে এই জটিল বিষয়ের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা না করিয়া যতদিন সম্ভব কালক্ষেপ করাই কলিকাতার কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় ছিল। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে নাজির দেওর গ্রাসাচ্ছাদনের ও নিরাপত্তার একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মারসার ও সোভেট কেবল রাজা ও নাজির দেওর বিরোধের বিষয় তদন্ত করিতে যান নাই, কুচবিহারের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে অভিমত প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন, এতদিন যে ব্যবস্থা চলিয়াছে তাহা রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর নহে। রাজ্যের মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী পক্ষ থাকায় ভয়ানক অরাজকতা হইয়াছে। কোন পক্ষই রাজ্যের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, কেমন করিয়া বিপক্ষের সর্ব্বনাশ করিবেন ইহাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাতে যে অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে উর্দ্ধতন রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসাবে রঙ্গপুরের

কালেক্টরেরা বারবার কুচবিহারের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাবা কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসবণ না করায রাজ্যের হিত অপেক্ষা অহিত হইযাছে বেশী। ("An interference which, being directed in its operations by no fixed principle, is far from composing these disorders, has served merely to give to one or other of the parties in which the country is divided, a temporary triumph over its opponents, and a sanction to its vengeance"). বাস্তবিকই একবাব এক কালেক্টবেব সাহায্যে এক পক্ষের নির্য্যাতন, বারান্তবে আর এক কালেক্টরেব অনুমোদনে অপর পক্ষের নিগ্রহের জন্যই কুচবিহারেব অশান্তির আর শেষ হইতেছিল না। অতএব কমিশনারেরা সিদ্ধান্ত কবিলেন এই দুই দলের কাহারও হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওযা চলিবে না, রঙ্গপুরের কালেক্টবের তত্বাবধানও বাঞ্ছনীয নহে। ("The sole uncontrolled management to any of the late adherents of either party would be attended with no good consequence whatever, but would have a direct tendency to perpetuate the disorder of the country.") কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারীকে কুচবিহারের কমিশনার নিযুক্ত কবা উচিত। তিনি কুচবিহারে থাকিয়া রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল বিধান কবিবেন। তদন্ত শেষ হইবা মাত্র রাজা বা নাজির দেও কোন পক্ষই কমিশনারদিগের মন্তব্য জানিতে পারেন নাই। দুই পক্ষের উদ্বেগ শ্যামচন্দ্র রায়, নাজির দেও, রাজা হরেন্দ্রনারাযণ ও রাজমাতা কমতেশ্বরীর (২ নং, ২২ নং, ২৬নং ও ২৭ নং পত্র) চিঠিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বানন্দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বোধ হয় এই সময় রাজমাতার মনে বিশেষ আশঙ্কা হইযাছিল; সেই জন্যই রাজা ও তাঁহার অভিভাবিকা বড়লাটকে সর্ব্বানন্দের অনুকূলে একখানি পরোযানা দিতে এমন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিযাছিলেন। কিন্তু মূব সাহেবের প্রশংসা পত্র তখন পুরাতন হইয়া গিযাছে, সর্ব্বানন্দের সচ্চরিত্র ও জনপ্রিযতার খ্যাতিও তখন মলিন হইযা গিয়াছে। ইহার কয়েক বৎসব পবে সর্ব্বানন্দ রাজগুরুর প্রাপ্য দৈনিক প্রণামী ও নিয়মিত বৃত্তি পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, রাজা সেই আবেদনের সমর্থন করিযাছিলেন, কিন্তু বড়লাট রাজা ও বাজগুরুর মিলিত প্রার্থনায কর্ণপাত কবেন নাই।

রাণী কমতেশ্বরীর প্রভুত্বের বিলোপ—

ইহার কিছুদিন পরে রাণী কমতেশ্বরী শুনিলেন যে সর্ট সাহেব (২৮ নং পত্রের মেস্তর সার্ট সাহেব, T. V. Short; *Abstracts of General Letters to and from Court of Directors*, Vol. I হইতে দেখা যায ১৭৮৯ সালের ১০ই মার্চ্চ ও ১০ই আগষ্টের মধ্যে কোন সময টি. ভি. সর্ট কুচবিহারের শৃঙ্খলা স্থাপনের ভার পাইয়াছিলেন) কুচবিহারের কর্ত্তা হইয়া আসিতেছেন, স্বামী-পুত্রের রাজ্যে তাঁহার আর কোন কর্তৃত্ব

থাকিবে না। মূর সাহেবের ভাষায় যিনি স্বামীর জীবিত কালেও রাজ্যের "মালিক" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহার এতদপেক্ষা অধিক অপমান আর কি হইতে পারে? কমতেশ্বরী সর্ট সাহেবকে জানাইলেন যে রঙ্গপুর অঞ্চলের জমিদারদিগের মধ্যে কোন মহিলার এমন অসম্ভ্রম হয় নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; ডগলাস সাহেব কুচবিহারের কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। রাজার খাস জমিদারী তাঁহার হস্তচ্যুত হইল, বিনিময়ে তিনি মাসিক ৬০০৲ টাকা মাত্র বৃত্তি পাইলেন। রাণীর কর্ম্মচারীদিগের ধারণা ছিল যে ডগলাস সাহেব অল্প দিনের জন্য কুচবিহারে আসিয়াছেন, কিছুদিন পরেই আবার চলিয়া যাইবেন। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে সরকারী কাগজ পত্র দিয়াও সাহায্য করেন নাই, রাজস্ব সংক্রান্ত বহু তথ্য গোপন করিয়া তাঁহার কার্য্যের অসুবিধা ঘটাইয়াছেন। কুচবিহারের রাজস্বের বন্দোবস্ত আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। ডগলাস সাহেবের আমলে স্থির হইল যে, যে পর্য্যন্ত নাজির দেওর দাবীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইবে সে পর্য্যন্ত কুচবিহারের রাজ সরকার হইতে তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা বৃত্তি পাইবেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে কুচবিহারের রাজকর্ম্মচারী-দিগের সহিত তাঁহার বিরোধ না হইতে পারে সেই জন্য তাঁহাকে তাঁহার বাসগ্রাম বলরামপুরের চতুর্দ্দিকে দুই ক্রোশ করিয়া জায়গা জায়গীর দেওয়া হইবে। (খগেন্দ্র-নারায়ণের পত্র, নং ৯৬) ইংরাজ সরকার ভাবিয়াছিলেন যে এই সীমানার মধ্যে রাজা বা রাজকর্ম্মচারীরা কোন প্রকারের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে যাইবেন না, নাজির দেও তাঁহার লোকজন লইয়া নিরুপদ্রবে ও নিরুদ্বেগে বলরামপুরে বাস করিবেন।

বলরামপুরের জায়গীরের আয় বেশী ছিল না। চারি ক্রোশ সীমানার মধ্যে দেওয়ান দেওর কিছু জায়গীর ছিল, রাজবংশের অন্যান্য লোকেরও লাখেরাজ ছিল এবং নাজির দেওর পূর্ব্বপুরুষেরাও কিছু নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন। জায়গীরের প্রায় অর্দ্ধেক জায়গা ছিল নলবনে আচ্ছন্ন, তাহাও আবার বর্ষার সময়ে ডুবিয়া যাইত। অথচ নাজির দেওর পরিজনের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তাঁহার নিজেরই প্রায় পাঁচ শত অন্তঃপুরিকা ছিল। কিন্তু যতদিন কুচবিহারের শাসনভার ইংরাজ কমিশনারের হাতে ছিল ততদিন বৃত্তির টাকায় কোন রকমে চলিয়া যাইত।

হরেন্দ্রনারায়ণের কুশাসন—

১৮০১ সালে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হইয়া স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসনের ভার পাইলেন। রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন কুচবিহারের কমিশনার। বড়লাটের অভিপ্রায় ছিল যে সাধ্যপক্ষে কমিশনার কুচবিহারের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, প্রয়োজন বোধ করিলে শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে উপদেশ দিবেন মাত্র। সুতরাং কুচবিহারে আবার কুচক্রীদিগের প্রাধান্য হইল। একাধিক কমিশনার লিখিয়া গিয়াছেন যে হরেন্দ্র নারায়ণ রাজকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন, অধিকাংশ সময় অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিতেন এবং কুটবুদ্ধি পার্শ্বচরদিগের কুপরামর্শে পরিচালিত হইতেন।

নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের শেষ জীবন ও তাঁহার বংশধরগণ—

শাসনভার হাতে পাইয়াই হরেন্দ্রনারায়ণ নাজির দেওর প্রতি বৈর নির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাকে হাতে এবং ভাতে উভয় প্রকারে মারিবার ব্যবস্থা হইল। নাজির দেওর মাসিক বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার জায়গীরের মধ্যে রাজার কর্ম্মচারীরা নানাপ্রকার অনাচার অত্যাচার আরম্ভ করিল। নাজির দেও ইংরাজ সরকারের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। কমিশনার মণ্টগোমারী স্বয়ং বলরামপুর গিয়া তাঁহার অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিয়া আসিলেন। তিনি দেখিলেন যে নাজির দেওর প্রাপ্য বৃত্তির মধ্যে ৩২০০০৲ টাকা বাকী পড়িয়াছে, অর্থাৎ শেষ কমিশনার আমটি চলিয়া যাইবার পর রাজা আর নাজির দেওকে একটি পয়সা দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। নাজির দেও তাঁহার জায়গীরের জমিতেও দখল পান নাই। বলরামপুরের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম রাজা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। নাজির দেওর বাড়ীর নিকটেই কুচবিহারের পুলিশের থানা বসিয়াছে। কেহ তাহার চাকরী করিতে গেলে পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জুলুম করে। সুতরাং নাজির দেওর অসম্মান ও দুরবস্থার চূড়ান্ত হইয়াছে। ("On my return from Cooch Behar to this place, I went to Bulrampore, the residence of the Nazir Deo, to ascertain if what he had stated in his letters to Government, was actually the case, and I have now to acquaint you, for the information of the Governor-General in Council, that the Rajah has taken possession of all the villages round his house, established a thanah near his *relection,* the police officers of which, I understand, are instructed to take up any people, who may wish to take into the Nazir Deo's service Consequently, he is rendered of no respectibility, is living in a most miserable manner, has no attendants, and it is with difficulty, he can procure the necessaries of life, all of which I myself have witnessed".)

বৃত্তি সম্বন্ধীয় অভিযোগের প্রতিকার করা তেমন কঠিন হয় নাই। রাজা প্রকাশ্য ভাবে বৃত্তির টাকা দিবার অসামর্থ্য প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই, বাকী টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; সুতরাং বড়লাট আদেশ করিলেন যে অতপরঃ কমিশনারের নিকট কিস্তিতে কিস্তিতে কুচবিহারের খাজানার সহিত নাজির দেওর বৃত্তির টাকা (বাকী সমেত) দিতে হইবে এবং কমিশনার ইংরাজ সরকারের তহবিল হইতে নিয়মিতভাবে নাজির দেওর প্রাপ্য টাকা দিবার ব্যবস্থা করিবেন (২৯শে মে, ১৮০৬)। এইবার লাট সাহেব হুকুম করিলেন যে, নাজির দেওকে ১৭৮৮-৮৯ সালে প্রদত্ত জায়গীরের গ্রামগুলিতে

দখল দিতে হইবে। (হরেন্দ্রনারায়ণের পত্র, নং ১৫৬)। এই জন্য প্রয়োজন হইলে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারকে সাহায্য করিবেন ("The Nazir Deo ought to be maintained in full and quiet possession of the lands, assigned for his support in the year 1788-89. You are accordingly desired to take the necessary measures for enforcing those orders, applying to the Magistrate of Rungpore, should you require any assistance from him in the performance of that duty.") কিন্তু এই আদেশ প্রতিপালন করিতে গিয়া কমিশনার আর এক সমস্যায় পড়িলেন। ১৭৮৮-৮৯ সালের জায়গীর সম্বন্ধীয় কাগজপত্র তাঁহার দপ্তরে ছিল না। পূর্ব্ববর্ত্তী কমিশনার আমটি একখানি পত্রে বলরামপুরের চতুর্দ্দিকে দুই ক্রোশ পরিমিত ভূমির কথা লিখিয়াছিলেন, নাজির দেও দাবীও দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত, কিন্তু রাজার কর্ম্মচারীরা আপত্তি করিল যে জায়গীরের সীমানা বলরামপুর হইতে অর্দ্ধক্রোশের বেশী নহে। অগত্যা প্রথম কমিশনার ডগলাস সাহেবের নিকট পত্র লেখা হইল। তিনি উত্তর দিলেন যে এতদিনের কথা তাঁহার ভাল করিয়া স্মরণ নাই, তবে জায়গীরের সীমানা দুই ক্রোশের পরিবর্ত্তে এক ক্রোশ স্থির করিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় মূল উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় হইবেনা। অবশেষে বড়লাটের নির্দ্দেশে নাজির দেও বলরামপুরের এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত দেওয়ান দেও ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়ের লাখেরাজ ব্যতীত সমস্ত জমির দখল পাইলেন। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণও ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন।

১৮০৮ সালের ২৯শে মে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ পরলোকগমন করিলেন। এই বৎসরই তাহার পিতৃব্য-পত্নী মরিচমতীরও মৃত্যু হইল। কুচবিহারের রাজা ইংরাজ সরকারের নিকট নিবেদন করিলেন যে খগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জায়গীর ও বৃত্তি প্রদানের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ সরকার তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। খগেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ পিতার জায়গীর ও বৃত্তি পাইলেন। কিন্তু এই সম্পত্তি তিনি নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারেন নাই। নাজির দেওর ॥/২॥০-র অংশের মামলার তখনও নিষ্পত্তি হয় নাই, সুতরাং বীরেন্দ্রনারায়ণ নাজির পরিবারের পূর্ব্ব সম্পদ ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিতেন। রাজাও পূর্ব্ব বৈর বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; তিনি বিচারের অভিনয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণের অনুচরদিগকে কয়েদ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে বলরামপুর কুচবিহারের বাহিরে নহে, রঙ্গপুর ও কলিকাতা অনেকদূরে, কমিশনার ও বড়লাট প্রত্যহ তাঁহার অত্যাচার হইতে নাজির দেওর পরিজনদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। (১০২ নং পত্র)। বীরেন্দ্রনারায়ণ কেবল ইহাতেই অব্যাহতি পান নাই। বলরামপুরের জায়গীরের সীমানার বাহিরে নাজির দেওর যে লাখেরাজ সর্ব্বানন্দের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এখন রাজার আদেশে তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। বড়লাট কমিশনারকে জানাইলেন যে

বলরামপুরের জায়গীর দিবার সময় ইংরাজ সরকারের অভিপ্রায় ছিল না যে কুচবিহার রাজ্যের মধ্যে অন্যত্র নাজির দেওর কোন ভূসম্পত্তি থাকিবে না, কিন্তু বলরামপুরের জায়গীর ও মাসিক বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে রাজার সহিত বীরেন্দ্রনারায়ণের বিরোধ হইলে ইংরাজ সবকার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না।

বীবেন্দ্রনারায়ণেব মৃত্যুব পর বলরামপুরেই গৃহবিবাদ বাধিল। মৃত্যুকালে তাঁহাব একটি শিশু পুত্র ও তিন ভ্রাতা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু গজেন্দ্রনারায়ণ, শম্ভুনারায়ণ এবং যোগেন্দ্রনাবায়ণ পবলোকগত নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণেব বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই সময় তাঁহারা খগেন্দ্রনারায়ণের ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দাবী করিলেন। নরম্যান ম্যাকলিয়ড তখন কুচবিহারেব কমিশনাব। তিনি তদন্ত করিয়া দেখিলেন যে ১৮০৮ সালে বীরেন্দ্রনারায়ণই পিতার একমাত্র উত্তবাধিকাবী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ কুচবিহারেব রাজ পরিবারেব তিন শাখার ("three ruling famiiies") প্রচলিত প্রথা অনুসাবে পিতার সমস্ত সম্পত্তি একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই পাইযা থাকেন। সুতরাং বীরেন্দ্রনারায়ণেব ভ্রাতাদিগের দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহারা পিতাব বৈধ সন্তান নহেন। কিন্তু শিশু নাজিব দেওব সহিত তাঁহাদেব নিকট সম্পর্কের জন্য তাঁহার সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অতএব তিন ভ্রাতার প্রত্যেককে ৪০৲ টাকা করিয়া মাসহাবা দেওয়া হউক। বড়লাট কমিশনারের সিদ্ধান্ত অনুমোদন কবিবাব পব জ্যেষ্ঠ গজেন্দ্রনাবায়ণ এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন, কিন্তু অপব দুই ভ্রাতা তাঁহাদের দাবীর স্বপক্ষে বীরেন্দ্রনারায়ণের সম্পাদিত একখানি একবার-নামা দাখিল করেন। (১৫৭নং পত্র)। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা কবিয়া কমিশনাব এই একরারনামা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস কবিতে পাবেন নাই, লাট সাহেবও আর পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করেন নাই।

বীরেন্দ্রনারায়ণেব পুত্র তত্ত্বনারায়ণেব সহিতও কুচবিহারের রাজ সরকারেব সদ্ভাব ছিল না। এই সময়ও নাজিব দেওব জাযগীবেব মধ্যে রাজাব দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এলাকা নিয়া নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হয। (জেমস মবগানের পত্র, নং ১০২)। শেষে ১৮২০ সালে কমিশনার স্কট সাহেব প্রস্তাব করেন: (১) নাজির দেওর জাযগীরের ভিতর তাঁহার আত্মীযস্বজন, চাষী প্রজা ও অনুচরদিগের মধ্যে যে সকল দেওযানী মামলা হইবে তিনি বা তাঁহাব কর্ম্মচারী তাহার বিচার করিবেন, কিন্তু রাজার দেওযানের নিকট এই সকল মামলার আপীল চলিবে। (২) অন্য সকল দেওয়ানী মামলার বিচার রাজার আদালতে হইবে, কিন্তু নাজির দেওর কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধির মারফতে মামলার ইস্তাহার জারি হইবে এবং ঐ কর্ম্মচারী মামলার পক্ষ বা পক্ষগণকে একদিনের মধ্যে রাজার আদালতে হাজির করিতে বাধ্য থাকিবেন, অন্যথায় রাজার কর্ম্মচারীরা তাহাদের বিরুদ্ধে সাধারণ নিয়মে চলিতে পারিবেন। (৩) ছোট ছোট ফৌজদারী মামলায উভয পক্ষ নাজিব দেওর আত্মীয়স্বজন, চাষী প্রজা বা ভৃত্য হইলে তাহার বিচার

নাজির দেওর কর্ম্মচারী করিতে পারিবেন, দণ্ডের পরিমাণ ৫০৲ টাকা জরিমানা বা একমাস কয়েদের অতিরিক্ত হইবে না। জরিমানার টাকা রাজার তহবিলে যাইবে এবং দণ্ডিত ব্যক্তি রাজার কয়েদখানায় দণ্ডভোগ করিবে। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে রাজার দেওয়ানের নিকট আপীল চলিবে। (৪) সমস্ত গুরুতর অপরাধের বিচার রাজার আদালতে হইবে, কিন্তু নাজির দেওর কর্ম্মচারীর মারফতে সমন জারি হইবে। যদি তিনি এক দিনের মধ্যে পক্ষগণকে আদালতে উপস্থিত না করিতে পারেন তবে রাজার কর্ম্মচারিগণ তাহাদের বিরুদ্ধে সাধারণ বিধি অবলম্বন করিবেন। (৫) জায়গীরের বাসিন্দা মহাজন, সওদাগর ও দোকানদার এবং খাসকোষ নামে পরিচিত (যাহারা বাড়ীর জমির জন্য খাজানা দেয়) প্রজাদিগের বিচার নাজির দেও করিতে পারিবেন না। (৬) নাজির দেওর প্রতিনিধি রাজার প্রদত্ত শাসনের অনুবলে উপরি লিখিত ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। তত্ত্বনারায়ণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার জায়গীরের প্রজাগণ সম্পূর্ণ ভাবে রাজার আদালতের অধীন হইল। স্কট সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, হরেন্দ্রনারায়ণের কুশাসনে তত্ত্বনারায়ণের প্রজাদিগের প্রতি অবিচার হইতে পারে, কিন্তু কুচবিহারের অপর অধিবাসীদিগেরও ত সেই অবস্থা। ("I would, however, by no means wish to insinuate that, with all precautions on his part, Tat Narain will not have frequent cause to complain that his ryots suffer from the injustice or rapacity of the Rajah's judicial officers, but to this I apprehend they must, in common with the rest of the inhabitants of the country, be considered as doomed to submit during the reign of a person, naturally so incompetent to govern as Rajah Harrender Narain, and whose inattention to these affairs and total disregard for the welfare of his people may be so fully indulged without any danger of those consequences, which under other circumstances would be the natural result of such a system of misrule").

১৮২৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর নামশেষ নাজির দেও তত্ত্বনারায়ণের মৃত্যু হইল। এই সময় ইংরাজ সরকার স্থির করিলেন যে তাঁহার উত্তরাধিকারী আর "নাজির দেও" উপাধি ধারণ করিতে পারিবেন না। কুচবিহারের রাজা ইচ্ছা করিলে অপর কাহাকেও নাজির দেওর পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু বলরামপুরের জায়গীর এবং নাজির দেওর মাসিক বৃত্তি হইতে তত্ত্বনারায়ণের বংশধরদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। এইরূপে কুচবিহারের আধুনিক ইতিহাসে বলরামপুর পর্ব্বের উপসংহার হইল। ভূটান বিগ্রহে যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত, ইংরাজের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের ছায়ায় তাহার নিবৃত্তি হইল। বলরামপুরের

একক্রোশী তালুক এখনও সেই বিগত যুগের ব্যর্থ বিবাদের বিষাদময় স্মৃতি বহন করিতেছে।

রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও দেওয়ান দেও জীবেন্দ্রনারায়ণের বিরোধ—

দেওয়ান দেও জীবেন্দ্রনারায়ণ ও রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ একই পিতামহের পৌত্র, সুতরাং অত্যন্ত নিকট জ্ঞাতি। মহীনারায়ণের বংশের প্রথম দেওয়ান দেও সত্যনারায়ণকে রাজদ্রোহের সন্দেহে পদচ্যুত করিয়া রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ আপনার ভ্রাতা খর্গনারায়ণকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। সুতরাং দেওয়ান দেওকে বরখাস্ত করিবার অনতিপ্রাচীন নজীর ছিল। রাজা ধৈর্য্যেন্দ্র ও দেওয়ান দেও সুরেন্দ্রনারায়ণ উভয়েই খর্গনাবায়ণের পুত্র। তৃতীয় দেওয়ান দেও রামনারায়ণও রাজা ধৈর্য্যেন্দ্র কর্ত্তৃক একবার পদচ্যুত হইয়াছিলেন। চতুর্থ দেওয়ান দেও সুরেন্দ্রনারায়ণ ধৈর্য্যেন্দ্রেব অনুগত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভুটানের বন্দীশালায় তিনি রাজার সহচর ছিলেন। রাণী কমতেশ্বরী সুরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি বিরূপ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি খগেন্দ্রনারাযণকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার স্থলে সুরেন্দ্রনারায়ণের শিশু পুত্র জীবেন্দ্রকে নাজির দেও নিযুক্ত করিযাছিলেন। কুচবিহারের সরকারী ইতিহাসে জীবেন্দ্রকে অষ্টম নাজির দেও বলিয়া পরিচয দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ সরকার কখনও এই নিয়োগ স্বীকার করেন নাই, সুতরাং ১৭৯৯ সালে পঞ্চম দেওয়ান দেও নগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুব পর জীবেন্দ্র ভ্রাতাব ত্যক্ত সম্পত্তি ও পদমর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজার পক্ষ হইতে এই সময় দেওযান দেওর পদ তুলিয়া দিয়া তাঁহার পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি খাস করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

১৮০১ সালে বযোপ্রাপ্ত হবেন্দ্রনারাযণ রাজ্য শাসনের ভার পাইবার পরই দেওয়ান দেওর সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ১৮০৬ সালে কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ এই বিবাদে হস্তক্ষেপ কবিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সময় সকাউন্সিল বড়লাট বাহাদুর মন্তব্য করেন যে দেওয়ান দেওর দাবী সম্বন্ধে রাজার বিবেচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং তাঁহার ভবণ পোষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত। ("The Governor General in Council is of opinion that it is, on every principle, *incumbent upon the Rajah to enquire into the claims of the Dewan, and, in any case, to make a suitable provision of his support*".) আমাদের উপলব্ধ কাগজপত্র হইতে ১৮০৬ সালের অভিযোগের বিষয় জানা যায় না। ইংরাজ সবকারের প্রশ্নের উত্তরে হবেন্দ্রনারায়ণ লিখিয়াছিলেন যে দেওয়ান দেওর অভিযোগের বিষয় তিনি কিছুই জানেন না। দেওয়ান দেও নূতন নূতন হাট বসাইয়া তাঁহারই আর্থিক ক্ষতি করিয়াছেন। দেওয়ান দেওর সকল অধিকারই অব্যাহত রহিয়াছে; রাজা তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, দেওয়ান দেওর কোন অধিকারে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়।

১৮০৮ সালে এবং ১৮১২ সালে দেওয়ান দেও ইংরাজ সরকারের নিকট যে আবেদন করেন তাহা হইতে তাঁহার অভিযোগগুলি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

জীবেন্দ্রনারায়ণ রাজবংশের সন্তান, রাজার পিতৃব্য-পুত্র। কুচবিহারের প্রচলিত প্রথা অনুসারে নাজির দেওর ন্যায় তিনিও রাজ্যের অংশীদার। বাঙ্গালা ১১৮০ সালে (১৭৭৩-৭৪) পারলিং সাহেব যখন কুচবিহারের নালবন্দীর পরিমাণ স্থির করিয়াছেন তখন দেওয়ান দেওর নিজস্ব জমিদারী গির্দ পাটছারার রাজস্বের হিসাব পৃথকভাবে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা প্রথম প্রথম তাঁহার দেয় কর ইংরাজ সরকারেই দাখিল করিতেন। কিন্তু খাজানার টাকা তখন দিনাজপুরে পাঠাইতে হইত। কুচবিহার হইতে দিনাজপুর অনেক দূর বলিয়া তিনি অতঃপর রাজার মারফতেই তাঁহার দেয় খাজানা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। এই কারণে তিনি সাধারণ জমিদারের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন না। অথচ কুচবিহারের কাগজপত্রে তাঁহার সম্পত্তির কথা সাধারণ জমিদারীর মত লেখা হইতেছে। পূর্ব্বে রাজা দেওয়ান দেওর নিকট কোন বিষয় জানিতে হইলে তাঁহাকে পত্র লিখিতেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণের নিকট পরোয়ানা পাঠাইতেন। কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে এই প্রাচীন সৌজন্যের অন্যথা করিয়া সাধারণ প্রজার মত দেওয়ান দেওর নিকটও "তলব চিঠি" পাঠান হইয়াছে। রাজা কখনও দেওয়ান দেওর নির্দ্দিষ্ট করের অতিরিক্ত কিছু দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার বিবাহের ব্যয়ের জন্য দেওয়ান দেওর নিকট খাজানার প্রতি টাকায় ৴৫ হিসাবে বাটা চাহিয়াছেন এবং দেওয়ান গুরুপ্রসাদ তাঁহাকে সাধারণ রায়তের মত নিজের নামে তলব দিয়া রাজার জন্য ছাগল, মহিষ প্রভৃতি পার্ব্বণী দাবী করিয়াছেন। তাঁহার বংশে পূর্ব্বে আর কাহারও এরূপ অসম্ভ্রম হয় নাই। দেওয়ান দেও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে রাজা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে আমার মর্য্যাদার লাঘব হইলে তাঁহারও সম্ভ্রমের হানি হয়। প্রথম অভিযোগ—অসৌজন্য।

পূর্ব্বে দেওয়ান দেও নিজের এলাকার মধ্যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিতেন। রাজা যে কেবল তাঁহাকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহা নহে, বিচারের ছলে তাহার প্রজা ও ভৃত্যদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন। রাজার চাপরাশী, ছোটাবরদার ও খিদমতগারেরা দেওয়ান দেওর গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাঁহার দুইজন বরকন্দাজকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে। রাজার আমলারা দেওয়ান দেওর গোলাম ও নফরদিগকে নিজেদের কাজে লাগাইতেছেন, সুতরাং দেওয়ান দেও নিজের প্রয়োজনের সময় নফরদিগকে পান না। দ্বিতীয় অভিযোগ —অত্যাচার।

রাজা তাঁহার আদালতের অপপ্রয়োগ করিয়া বার্ষিক তিন হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং বাকী সম্পত্তিও কাড়িয়া লইবার চেষ্টায় আছেন। কুচবিহারে কাহারও সুবিচার পাইবার আশা নাই। তৃতীয় অভিযোগ—অবিচার।

উপসংহারে দেওয়ান দেও বলিয়াছেন যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের অধিকার

পাইয়া রাজা এমন স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন যে তাঁহার পক্ষে দেওয়ান দেওকে হত্যা করিবার জন্য আততায়ী নিয়োগ কবাও বিচিত্র নহে। পরিশেষে দেওয়ান দেও প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহাকে তাঁহার এলাকার ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের অধিকার দেওয়া হউক, যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে কুচবিহারের কমিশনারের হস্তে বিচারের ভার অর্পণ করা হউক; যদি তাহাও সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে যেন অবিলম্বে জানান হয়, তিনি কুচবিহার ছাড়িয়া গিয়া ইংরাজ রাজত্বে শান্তিতে নিরুপদ্রবে বাস করিবেন। রাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সম্মানের পাত্র, সুতরাং দেওয়ান দেও তাঁহাব সকল অনাচারের কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

এই অভিযোগেব পর দেওযান দেওর উপব যে সকল ছোটখাট অত্যাচাব হইয়াছিল ইংবাজ সবকার তাহাতে দৃকপাত করিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু হরিশ চক্রবর্ত্তীব হত্যার পব (হরেন্দ্রনারাযণের পত্র, নং ১২৫, এবং নবম্যান ম্যাকলিযডের পত্র, নং ১২৯) আব তাঁহারা কুচবিহারেব ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না।

কুচবিহাবেব সরকারী ইতিহাস অনুসাবে হরিশ চক্রবর্ত্তী একজন নগণ্য পুজাবী ব্রাহ্মণ। দেওয়ান দেও তাহাকে আপনার "মুখতিযাব" বা প্রধান কর্ম্মচারী বলিযা পরিচয় দিয়াছেন। যে কারণেই হউক, নগণ্য হরিশ কুচবিহাবের মহামান্য রাজার বিষ দৃষ্টিতে পতিত হইযাছিল। ইহার পূর্ব্বেও হরিশ একবার কারাদণ্ড ভোগ করিযাছিল। সেবার দেওয়ান দেওর দরখাস্ত পাইযা রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট আর্চিবল্ড মণ্টগোমারি অভিযোগের বিষয় তদন্ত করিয়া হরিশকে মুক্তি দেন। ১৮১২ সালে একজন ভুটিযার (?) অভিযোগে আবাব হরিশকে গ্রেপ্তার করা হইল, তাঁহার মনিবেব জামীন গ্রাহ্য হইল না। দেওয়ান দেও লিখিয়াছেন—হরিশেব বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না। সাধারণে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে প্রচলিত আইন অনুসাবে তাহার বিচাব হইবে না। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের দিব্যেব বিধানে তাহার পরীক্ষা হইবে। সুতবাং তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ("It is now, therefore, reported that the Raja wants to examine him by means of a *Pureekha*, which is putting his hand into the fire or into the mouth of a snake, and which must occasion his death.") দেওয়ান দেও কমিশনাব ডিগ্‌বি সাহেবকে জানাইলেন যে ইংরাজ সবকার ইহার কোন বিহিত না করিলে হতভাগ্য হরিশের প্রাণ বক্ষা হইবার উপায় নাই। ডিগ্‌বি সাহেব কুচবিহারের রাজাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম না আসা পর্য্যন্ত যেন দেওয়ান দেওর কর্ম্মচারী হরিশকে কোন দৈহিক শাস্তি না দেওয়া হয়। কিন্তু ডিগবি হরিশের প্রাণ রক্ষা কবিতে পাবিলেন না।

বাঙ্গালা ১২১৯ সালের ২৮শে আশ্বিন হরিশ চক্রবর্ত্তীকে তাহার পুরাতন কারাগৃহ হইতে সহরের বাহিরে বহুদূরে একটি বাংলোয স্থানান্তরিত করা হইল। প্রথমে রূপন সিংহ, ফকির সিংহ সুবাদার, নহর সিংহ সুবাদার প্রভৃতি ইংরাজের প্রজার হস্তে হরিশের পাহারার

ভার ছিল। ২৯শে কার্ত্তিক প্রহরী পরিবর্ত্তন হইল। এবার আসিল খাস কুচবিহারের অধিবাসী খোটা জমাদার ও তাহারই মত ইংরাজের সংস্রবশূন্য ষোল জন সিপাহী। পর দিন ১লা অগ্রহায়ণ হরিশের কারা-বাংলোয় আগুন লাগিল। দেওয়ান দেও ও হরিশের পুত্র অভিযোগ করিলেন, হরিশকে হত্যা করিয়া তাহার শব দগ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। রাজার পক্ষের কথা—দৈবাৎ বাংলোয় আগুন লাগিয়াছিল, দেওয়ান দেওর বরকন্দাজেরা সেই সুযোগে হরিশকে লইয়া গিয়াছে, তদবধি হরিশ অদৃশ্য। দেওয়ান দেও প্রাণের ভয়ে ডিগ্বি সাহেবের নিকট ইংরাজ সরকারের সিপাহী চাহিয়া পাঠাইলেন। ডিগ্বি কুচবিহারে আটজন পিয়াদা পাঠাইয়া দিয়া রাজার কাছে প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিয়া চিঠি লিখিলেন, কোন উত্তর আসিল না। কমিশনার তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অভিমত জানিতে চাহিলেন। কলিকাতা হইতে আদেশ আসিল—হরিশ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিতে হইবে, দেওয়ান দেওর ধন প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, হরেন্দ্রনারায়ণের অনাচার আর উপেক্ষা করা চলে না।

১৮১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জন ডিগ্বি বড়লাটের আদেশে হরিশ চক্রবর্ত্তীর তথাকথিত তিরোধানের তদন্ত করিবার জন্য কুচবিহার গেলেন। এই সময় রাজা অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ডিগ্বি সাহেবকে জানাইলেন যে হরিশকে কারাগার হইতে বার্ড সাহেবের বাংলোয় নেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নিকটস্থ বারুদখানায় আগুন ধরিয়া যায়। প্রহরীরা যখন আগুন নিভাইতে ব্যস্ত ছিল তখন দেওয়ান দেওর অনুচরেরা হরিশকে লইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে তিনি হরিশের পুত্র দেবনাথের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র দাখিল করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে তাহার পিতা নেপালে চলিয়া গিয়াছে। রাজা বলিলেন যে ইহার পর আর তদন্তের কোন দরকার নাই। ডিগ্বি সাহেব এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কয়েকজন সিপাহী ও সুবাদারের নামে সমন বাহির করিয়া রাজাকে তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা কোন সাক্ষীকে হাজির করিলেন না। সুতরাং বড়লাটের আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া ডিগ্বি সাহেব রঙ্গপুরে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় দেওয়ান দেওর প্রহরী স্বরূপ আটজন সিপাহী ও একজন নায়ক রাখিয়া গেলেন। ইহার পরই তিনি খবর পাইলেন যে রাজার হুকুমে দেওয়ান দেওর আর একজন কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার হইয়াছে, দেওয়ান দেওর এক খানি জমি বলপূর্ব্বক দখল করিয়া রাজার দেওয়ান গুরুপ্রসাদ তথায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে, রাজার লোকেরা দেওয়ান দেওর বাড়ীতে অবৈধ প্রবেশ করিয়া ডিগ্বি সাহেবের একজন পিয়াদাকে ভয়ানক প্রহার করিয়াছে, পিয়াদার অপরাধ যে সে পূর্ব্বে একবার রাজার লোকদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়াছিল। রাজার ভয়ে দেওয়ান দেওর কয়েকজন কর্ম্মচারী রঙ্গপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা মনে করিয়াছিল যে কুচবিহারে থাকিলে রাজার আমলারা মিথ্যা অভিযোগে তাহাদিগকে কয়েদ করিবে। ডিগ্বি সাহেব এই সকল কথা বড়লাটকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কলিকাতা হইতে হুকুম আসিল—রাজার

অত্যাচার হইতে দেওয়ান দেওকে রক্ষা করিতেই হইবে, কুচবিহারে ব্রিটিশ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে ডিগ্‌বি সাহেব ফৌজ লইয়া যাইয়া দেওয়ান দেওকে কুচবিহার হইতে লইয়া আসিতে পারেন। দেওয়ান দেও নিবেদন করিলেন যে কোম্পানীর সিপাহীরা যতদিন তাঁহার প্রহরী থাকিবে ততদিন তাঁহার ভয় নাই। কিন্তু তিনি কুচবিহার হইতে চলিয়া গেলে প্রহরীরা সঙ্গে যাইবে। রাজার কোপে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কিছুই রক্ষা পাইবে না।

ডিগ্‌বি সাহেব এই আশঙ্কা অমূলক মনে করেন নাই। দেওয়ান দেও কুচবিহারে রহিলেন কিন্তু কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ এইবার হরেন্দ্রনারায়ণের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কুচবিহারে আবার ইংরাজ কমিশনারের কাছারি বসিল।

নূতন কমিশনার নরম্যান ম্যাকলিয়ড (বাঙ্গালা পত্রের নুরমান ম্যাকলোড) কুচবিহারে আসিবার পূর্ব্বে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি কেবল দেওয়ান দেওর অভিযোগ এবং হরিশ চক্রবর্ত্তীর হত্যার তদন্ত করিতে যান নাই, সুতরাং অচিরে তাঁহার সহিত রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের প্রকাশ্য মনোমালিন্য আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই বিরোধের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেওয়ান দেওর প্রসঙ্গ শেষ করা যাউক।

১৮১৬ সালে আবার দেওয়ান দেও বড়লাটের নিকট তাহার দুরবস্থার কাহিনী নিবেদন করিলেন। রাজার লোকেরা তাঁহাকে গীর্দ পাটছারার অন্তর্গত আঠারকোটার সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে। এই জমি বহুদিন অবধি তাঁহার অধিকারে ছিল। পূর্ব্বের মত এবারও দেওয়ান দেও প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার ও তাঁহার ভৃত্য, পরিজন এবং প্রজাদিগের উপর যেন রাজার ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের এলাকা না থাকে। এ প্রার্থনা মঞ্জুর করা অসম্ভব হইলে তাঁহাকে কোম্পানীর রাজ্যে বাস করিতে দেওয়া হউক এবং তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার কমিশনারের হস্তে অর্পিত হউক। কমিশনার দেওয়ান দেওর প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারেন নাই। সাধারণ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে দেওয়ান দেও প্রকৃত পক্ষে বিবাদীয় জমির মালিক হইলেও তাঁহার অভিযোগ অতিরঞ্জনের দোষ হইতে মুক্ত নহে। কুচ-বিহারের সীমানার মধ্যে কোথাও রাজার আদালতের অধিকার রহিত করাও চলে না। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে নাজির দেওর মত দেওয়ান দেওকেও কোন এক জায়গায় জায়গীর দেওয়া হউক। দেওয়ান দেওর ভৃত্য ও পরিজনদিগের উপর সমন জারি করিতে হইলে কমিশনারকে পূর্ব্বাহ্নে তাহার কারণ জানাইতে হইবে। এই প্রস্তাব বড়-লাটেরও মনঃপুত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কমিশনারও এ বিষয়ে বিবেচনা করিতেছিলেন। কিন্তু ১৮১৯ সালে দেওয়ান দেও জীবেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করিলেন। ইহার পর কমিশনার ডেভিড স্কট দেওয়ান পরিবারকে তাঁহাদের বাসস্থানের নিকট এক ক্রোশ পরিমিত জায়গীর ও মাসিক তিন চারি শত টাকা বৃত্তি দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু

দুই বৎসর পরে যখন শেষ দেওয়ান দেওর শিশু পুত্রেরও মৃত্যু হইল তখন সরকারের পক্ষে আর কিছু করিবার প্রয়োজন রহিল না। জীবেন্দ্রনারায়ণের বিধবা পত্নী রাজার সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। দেওয়ান বংশে আর পুরুষ ছিল না, সাধারণ আইনের হিসাবেও রাজা হরেন্দ্রনারায়ণই তখন জীবেন্দ্রনারায়ণের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কালক্রমে শেষ দেওয়ান দেওর বিধবা পত্নীও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। চতুর্থ দেওয়ান দেও সুরেন্দ্রনারায়ণ নির্ব্বংশ হইলেন, রাজার সহিত বিবাদ করিবার আর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। দেওয়ান দেওর ভূসম্পত্তি রাজার অধিকারভুক্ত হইল।

রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও ম্যাকলিয়ড সাহেবের তদন্ত—

রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ মনে করিতেন যে ১৭৭২ সালের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ সরকার তাঁহার নিকট কেবল নির্দ্দিষ্ট কর পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। নূতন করিয়া কমিশনার নিয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে একান্তই অনধিকারচর্চ্চা। এই জন্য তিনি ম্যাকলিয়ড সাহেবের নিয়োগের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বড়লাট তাঁহার আপত্তি বিবেচনা না করা পর্য্যন্ত ম্যাকলিয়ড সাহেবকে কুচবিহার না আসিয়া রঙ্গপুরে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। হরেন্দ্রনারায়ণের ধারণা ছিল যে করদ হইলেও তিনি স্বাধীন রাজা, ইংরাজের আশ্রিত হইলেও তিনি আপনার রাজ্যের অপ্রতিহত প্রভু। ১৭৭২ সালের সন্ধি অনুসারে তিনি স্বাধীন ও অপ্রতিহত শাসন-ক্ষমতা পাইয়াছিলেন কিনা বিচার করা যাউক।

১৭৭২ সালের সন্ধি রাজার স্বাধীনতার অনুকূল ছিল না। ঐ সন্ধির তৃতীয় ধারা অনুসারে রাজা, তাঁহার রাজ্য শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেই, ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করিতে এবং থানা কুচবিহার সুবে বাঙ্গালার সামিল করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ("That the Raja will acknowledge subjection to the will of the East India Company upon his country being cleared of his enemies and will allow the Cooch Behar country to be annexed to the Province of Bengal.")। ম্যাকলিয়ড সাহেবও তাঁহার চিঠিপত্রে রাজাকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে ইংরাজ সরকার ইচ্ছা করিলে এই ধারা অনুসারে কুচবিহার বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারিতেন কিন্তু রাজার প্রতি অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাহা করেন নাই। ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ যখন দ্বিতীয় বার কুচবিহারের রাজা হন তখন তিনি থানা কুচবিহারের জমিদারী সনন্দ পাইয়াছিলেন। এই সনন্দে কুত্রাপি তাঁহাকে রাজা বলা হয় নাই, সনন্দে তাঁহার যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে বঙ্গদেশের সাধারণ জমিদারদিগের সহিত তাঁহার কোনই প্রভেদ করা হয় নাই। সুতরাং সন্ধির সর্ত্ত অক্ষরশঃ

অনুসরণ করিলে ইংরাজ সরকার অনায়াসে কুচবিহার আপনাদের দখলে আনিয়া রাজাকে সাধারণ জমিদারের পর্য্যায়ে নামাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। পরন্তু হরেন্দ্রনারায়ণের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কুচবিহারে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যখন কমিশনার নিয়োগ করা হইযাছিল তখনও রাজার অধিকার বা পদমর্য্যাদার হানি হয় নাই। ডগলাস, ক্রস ও আমটি তিন কমিশনারই রাজস্ব আদায় হইতে বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্য রাজার নামে রাজার অভিভাবক হিসাবে করিয়াছেন। এমন কি, ১৭৭২ সালের সন্ধির পরও বহু দিন কুচবিহারের টাঁকশাল বন্ধ হয় নাই। ডগলাস সাহেব যখন কমিশনার নিযুক্ত হন তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ইংরাজ সরকার কোন প্রকারে রাজার স্বাধীন ক্ষমতার সঙ্কোচ করিতে চাহেন না, পরন্তু রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই রাজ্য শাসনের সম্পূর্ণ অধিকার পাইবেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৮০১ সালে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কুচবিহারের কমিশনারের পৃথক পদ তুলিয়া দিয়া রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে কমিশনারের কাজ দেওয়া হয়। দুই বৎসর পরে বড়লাট ওয়েলেস্‌লি রাজস্ব ও বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত কয়েকটি নিয়ম কুচবিহারে প্রবর্ত্তন করিতে চাহিযাছিলেন। ঐ বৎসর ফ্রান্সিস পীরার্ড (Francis Pierard) প্রস্তাবিত সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত হন। নামে কমিশনার হইলেও ডগলাস সাহেবের ন্যায় শাসনকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি বড়লাটের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজাকে প্রস্তাবিত সংস্কারের প্রযোজনীয়তা বুঝাইতে গিয়াছিলেন। বড়লাট তখন স্পষ্ট ভাষায় বলিযাছেন যে সন্ধির সর্ত্ত যাহাই হউক কুচবিহারের রাজা এত দিন স্বাধীন রাজার সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিযাছেন। কুচবিহারের রাজস্ব বিধি ও বিচার বিধির সংস্কার রাজা ও রাজ্যের হিতের জন্য যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন রাজার সম্মতি ব্যতিরেকে কিছুই করা হইবে না। পীরার্ড সাহেবের দৌত্য ব্যর্থ হইযাছিল। রাজা ইংরাজ সরকারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় জবরদস্ত বড়লাটও জোর করিয়া কুচবিহারের শাসন সংস্কারের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু ইংরাজ সরকার তাঁহাদের সংস্কার-নীতি একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। দুই বৎসর পরে ১৮০৫ সালে আবার তাঁহারা রাজাকে সংস্কারের প্রযোজনীযতা বুঝাইবার জন্য ফ্রেঞ্চ সাহেবকে (John French) কুচবিহারে পাঠান। এবারও নূতন কমিশনারের নিয়োগপত্রে কুচবিহারের রাজার সহিত ইংরাজ সরকারের রাজনৈতিক সম্বন্ধের প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছিল—রাজা এত দিন স্বাধীন নৃপতির সমস্ত অধিকারই পরিচালনা করিযাছেন, ইংরাজ সরকারকে নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর দিয়াছেন মাত্র। ("By the third Article of the Treaty it is stipulated, that the Rajah shall acknowledge subjection to the English East India Company, upon his country being cleared of his enemies, and shall allow the Cooch Behar country to be annexed to the Province

of Bengal. It does not, however, appear that the British Government in India has ever acted upon the letter of that clause of the treaty. On the contrary, in the different arrangements, adopted for the administration of the country, since the above mentioned period of time, the Rajahs of Cooch Behar have been considered as independent princes, subject only to the payment of the tribute, established by the 4th Article of the above mentioned Treaty".) পীরার্ডের মত ফ্রেঞ্চকেও কমিশনার না বলিয়া দূত বলাই অধিক সঙ্গত। নিয়োগপত্রের নবম প্যারায় বলা হইয়াছে যে রাজস্ব ও বিচার বিধির সংস্কারের প্রস্তাবে রাজার সম্মতি লাভই তাঁহার দৌত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। দুই বৎসরে রাজার মতের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। পীরার্ডের মত ফ্রেঞ্চও কুচবিহার হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কুচবিহারের সন্ধির দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে ইংরাজ সরকার রাজার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতিশ্রুতি ও লর্ড ওয়েলেস্লির সংযম পরিণামে রাজার পক্ষে মঙ্গলকর হয় নাই। হরেন্দ্রনারায়ণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইংরাজ সরকার তাঁহার কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। জন ডিগ্‌বি হরিশ চক্রবর্ত্তীর হত্যার তদন্ত করিতে যাইয়া কুচবিহারের প্রজাগণের উপর সমন জারি করিয়া নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি হরেন্দ্রনারায়ণ বুঝিতেন যে প্রয়োজন হইলে ইংরাজ সরকার তাঁহাদের সার্ব্বভৌম শক্তির প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না তাহা হইলে তিনি ডিগ্‌বির নিষেধ সত্ত্বেও হরিশের প্রাণদণ্ড করিতে সাহসী হইতেন কিনা সন্দেহ। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ডিগ্‌বির নিকট কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করেন নাই, ভাষায় ও ব্যবহারে ডিগ্‌বির অসম্মান করিয়াছেন এবং নরম্যান ম্যাকলিয়ড্‌কে তাঁহার রাজ্যের বাহিরে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু ১৮০৩ ও ১৮০৫ সালে সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ হরেন্দ্রনারায়ণের অবিবেচনা উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮১৩ সালে তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক অনাচারী রাজার ঔদ্ধত্য ইংরাজ সরকার ক্ষমা করিলেন না।

কুচবিহারে পৌছিবার পর ম্যাকলিয়ড রাজাকে যে সকল চিঠি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার ভাষা অযথা রূঢ় বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ম্যাক-লিয়ডের ভাষায় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। লর্ড ওয়েলেস্লি পীরার্ডকে স্মরণ রাখিতে বলিয়াছিলেন যে কুচবিহারের রাজা স্বাধীন নরপতি, তাঁহার মঙ্গলের জন্যও রাজার অনভিপ্রেত কোন সংস্কার করা চলিবে না। আর লর্ড মিণ্টো ম্যাকলিয়ডকে বলিয়াছিলেন যে এতকাল কুচবিহারের শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই বলিয়া আমরা সার্ব্বভৌম শক্তির বৈধ অধিকার আদৌ প্রত্যাহার করি নাই; পরন্তু ১৭৮৯

সালে রাজার অভিভাকত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা কবিয়া, নাজিব দেও ও দেওয়ান দেওর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া আমরা সেই অধিকারের সম্যক ব্যবহার করিযাছি। প্রয়োজন বোধ করিলে আমরা রাজ্যের মঙ্গলার্থে এখনও সেই অধিকারের প্রয়োগ করিতে পারি এবং করিব। তুমি কুচবিহারে পৌছিযাই হরিশ চক্রবর্ত্তীর হত্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবে এবং তদন্তের ফল সরকারে জানাইবে। রাজার অন্যায় আচবণ এবং অযোগ্য মন্ত্রিগণেব কুপরামর্শ গ্রহণের ফলে ভবিষ্যতে তাঁহার যে বিপদ হইতে পারে তাহা ভাল করিযা বুঝাইযা দিবে। রাজা দুষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে দূর করিতে অসম্মত হইলে সবকাবে জানাইবে। বাজার আচরণের প্রতি প্রখর দৃষ্টি বাখিবে, এবং প্রথম তাঁহাকে সদুপদেশ দ্বাবা অসঙ্গত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। যদি তাহাতে ফল না হয় তবে তাঁহার অত্যাচাব ও অনাচারের প্রতিকারার্থ তোমার ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে হইবে। অনেক দিন হইতে কুচবিহাবেব রাজস্ব ও বিচার বিধিব সংস্কারের প্রস্তাব চলিতেছে। তুমি এখন এই সম্বন্ধে রাজার সহিত আলোচনা করিবে না, কোম্পানীব রাজ্যের কোন কোন বিধান কুচবিহাবে প্রযোগ কবা যায় তৎসম্বন্ধে সম্যক বিবেচনা করিয়া সবকারে জানাইবে, পবে সবকার হইতে কমিশনার ও রাজার নিকট পত্র যাইবে। রাজা যদি কমিশনারেব কার্য্য এবং সবকাবেব নূতন নীতিতে উষ্মা প্রকাশ কবেন তবে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে ১৭৭২ সালেব সন্ধি অনুসারে ইংরাজ সবকাব কুচবিহার অধিকার কবিতে পারিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায সেই অধিকার প্রত্যাখান কবিয়াছিলেন, কিন্তু বাজ্যের শুভাশুভের দায়িত্ব প্রত্যাহাব কবেন নাই। সম্প্রতি বাজাব অনাচারে কুচবিহারের যে অমঙ্গল হইতেছে তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত তাঁহাদেব বৈধ ক্ষমতাব প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইযাছে।

কুচবিহারে পৌছিযা ম্যাকলিযড দেখিলেন রাজাব সাক্ষাৎ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তিনি সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকেন। দেওয়ান গুরুপ্রসাদ ও মুন্সী রামপ্রসাদই রাজ্যেব প্রকৃত কর্ত্তা। ম্যাকলিয়ডেব নিয়োগের প্রতিবাদ করিলেও প্রথম সাক্ষাতেব দিন রাজা কমিশনারের প্রতি কোন অসৌজন্য প্রকাশ করেন নাই, ববঞ্চ ডিগ্‌বি সাহেবের সহিত অভদ্র ব্যবহাবেব জন্য দুঃখ প্রকাশ কবিযাছিলেন। রাজা এই সময়ে ম্যাকলিয়ড্‌কে বলিযাছিলেন যে তাঁহাব একজন কর্ম্মচারী তাঁহার অজ্ঞাতে নিমকহারামী কবিয়া ডিগ্‌বি সাহেবের নিকট তাঁহার নামে ঐ চিঠি লিখিয়াছিল। তিনি তাহাকে “সসপেণ্ড” করিয়াছেন এবং আরও গুরুতব শাস্তি দিবেন। বাজা বলিলেন যে তিনি ১৭৭২ সালেব সন্ধির সকল সর্ত্ত বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করিবেন। কমিশনারও তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে ইংরাজ সরকারও ঐ সন্ধির অন্যথা করিতে চাহেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে রাজা গুরুপ্রসাদকেই নিমকহারাম বলিয়া গালি দিয়াছেন, কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুপ্রসাদ তাঁহার ফৌজদারী আদালতের চাকরী হইতে সসপেণ্ড হইয়াছিলেন, সুতরাং গুরুপ্রসাদ ও রাম-প্রসাদকে কুচবিহার হইতে দূর কবা বিশেষ কঠিন হইবে না। কিন্তু তাঁহার এই ভ্রম দূর হইতে বিলম্ব হয় নাই।

গুরুপ্রসাদ রায় মুর্শিদাবাদ জেলার লোক। তাঁহার পিতা রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের আমলে কুচবিহারে চাকরী করিতেন। গুরুপ্রসাদ পনেরো বৎসর বয়সে কুচবিহারে আসেন এবং এই সময় কিছুকাল তরুণ রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গী ও সহচর ছিলেন। রাজ্য শাসনের ভার পাইয়াই হরেন্দ্রনারায়ণ গুরুপ্রসাদকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন কিন্তু কিছুদিন পরে কোন কারণে রাজার সহিত তাঁহার মনান্তর হয় এবং ১৮০৩ সালে গুরুপ্রসাদ কুচবিহার হইতে নির্ব্বাসিত হন। ১৮০৮ সালে গুরুপ্রসাদ আবার কুচবিহারে ফিরিয়া আসেন এবং ফৌজদারী সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার অত্যাচারে কুচ-বিহারের প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়াছিল। তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহারের অশুভ ফল হইতে রঙ্গপুরের লোকেরাও অব্যাহতি পায় নাই (নরম্যান ম্যাকলিয়ডের পত্র, নং ১২৬)। ১৮১১ সালে গুরুপ্রসাদ ফৌজদারী সেরেস্তাদারীর সঙ্গে রাজ্যের দেওয়ানীও পাইলেন। তখন তাঁহার ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ডিগ্‌বি সাহেবের লোকদিগের সাক্ষাতেই তিনি দেওয়ান দেওর জমি জোর করিয়া দখল করিয়াছিলেন, রাজার অজ্ঞাতেই হউক অথবা জ্ঞাতসারেই হউক ডিগ্‌বি সাহেবের নিকট অভদ্র ভাষায় পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সময় গুরুপ্রসাদ নাকি রাজাকে ভরসা দিয়াছিলেন যে হরিশের মৃত্যুর সম্বন্ধে ইংরাজ সরকার আর কিছুই করিবেন না। নরম্যান ম্যাকলিয়ড কুচবিহারের কমিশনার নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই গুরুপ্রসাদ একদিকে তাঁহার নিকট উকিল পাঠাইয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, অপর দিকে রাজাকে আশ্বাস দিতেছিলেন যে কমিশনার নিয়োগের সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা, হরিশ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত বন্ধ করিবার সমস্ত ব্যবস্থা তিনি পূর্ব্বাহ্নেই করিয়া রাখিয়াছেন। শেষে যখন সত্য সত্যই একদিন কমিশনার আসিয়া কুচবিহারে উপস্থিত হইলেন তখন রাজা বিরক্ত হইয়া গুরুপ্রসাদকে ফৌজদারী কাছারির চাকরী হইতে সসপেণ্ড করিলেন কিন্তু সেই সাময়িক অসন্তোষের ফলে তিনি চিরকালের জন্য রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। ১৮১৪ সালে হরেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে গুরুপ্রসাদকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ১৮১৮ সালে তিনি আবার গুরুপ্রসাদকে কুচবিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করিবার জন্য বড়লাটের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে ইংরাজ সরকার তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই।

কুচবিহারের দরবারে গুরুপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুন্সী রামপ্রসাদ। অত্যন্ত হীন বংশে রামপ্রসাদের জন্ম হইয়াছিল। রাজার সন্তোষ সাধনের জন্য রামপ্রসাদ যে কোন কুকার্য্য করিতে পারিতেন। ম্যাকলিয়ড প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে গুরুপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ উভয়েই হরিশ চক্রবর্ত্তীর হত্যার কথা জানিতেন এবং রামপ্রসাদ এই হত্যাকাণ্ডের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার বেশভূষা আচার ব্যবহার দেখিলে তাঁহাকে রাজ সরকারের কোন নগণ্য ভৃত্য বলিয়া মনে হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং রাজাও রামপ্রসাদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হইতেন। স্বার্থের ঐক্য হইলে রামপ্রসাদ যেমন গুরুপ্রসাদের

সহযোগিতা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না তেমনই স্বার্থের সংঘর্ষ হইলে তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। গুরুপ্রসাদের ন্যায় রামপ্রসাদের প্রতিও রাজা হরেন্দ্র নারায়ণের অনুগ্রহ ও বিশ্বাস চিরদিন অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই ম্যাকলিয়ড সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে রামপ্রসাদ যখন হবিশ চক্রবর্ত্তীর হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তখন রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ইংরাজ সরকাবের বিশ্বাসভাজন কুমার শিবেন্দ্র-নারায়ণের জামিনে তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ম্যাকলিয়ড যখন হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ নামক রঙ্গপুর দেওয়ানী আদালতের একজন বিশিষ্ট ব্যবহারাজীব বাজার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল যে ম্যাকলিয়ড সাহেব সূর্য্যনারায়ণের মারফতে রাজার সহিত সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা চালাইবেন। সূর্য্যনারায়ণ অনেক চেষ্টা করিয়াও দ্বিতীয়বাব রাজার সহিত ম্যাকলিয়ডের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। রাজা বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি অসুস্থ, অন্তঃপুরের বাহিবে আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। ইহার উপর আর কথা চলে না। সুতরাং ম্যাকলিয়ড ও সূর্য্যনাবাযণ শ্রীপঞ্চমীব অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা প্রকাশ্যভাবে শ্রীপঞ্চমীব উৎসবে যোগদান করিতেন, এই দিন সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইত, সুতরাং সূর্য্যনারায়ণ ভাবিযাছিলেন যে শ্রীপঞ্চমীর উৎসবের সময় বাজার সহিত তাঁহার কথা কহিবার সুযোগ হইবে, তখন তিনি ম্যাকলিয়ড সাহেবের জন্য একটি দিন ও সময় ঠিক করিতে পারিবেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রভাতে ম্যাকলিয়ড সাহেব সংবাদ পাইলেন যে গুরুপ্রসাদের আদেশে রাজাব লোকেরা সূর্য্যনারায়ণকে ধরিয়া লইযা গিযাছে। ম্যাকলিয়ডের লোকেরা গিয়া সূর্য্যনারাযণকে লইযা আসিল কিন্তু রাজা তাঁহার প্রতিবাদেব কোন উত্তর দিলেন না। গুরুপ্রসাদেব উকিল বামলোচন চাটার্জ্জি আসিয়া কমিশনারকে জানাইলেন যে গুরুপ্রসাদ তাঁহার সহিত সকল বিষয় আলোচনা কবিবার ভাব পাইয়াছেন। রাজাব লোকেরা কমিশনারের পত্রবাহকদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া দিল যে সাহেবের চিঠি পত্র রাজা গুরুপ্রসাদের নিকট পাঠাইতেছেন, তিনিই যাহা হয উত্তব দিবেন। ম্যাকলিয়ড গুরুপ্রসাদের উকিলকে বলিয়া দিলেন যে বাজার পত্র না পাইলে তিনি গুরুপ্রসাদকে তাঁহাব প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে পাবেন না। অনতিবিলম্বে রাজার চিঠি আসিল—তিনি কমিশনারের সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা চালাইবাব জন্য গুরুপ্রসাদকে নিযুক্ত করিয়াছেন, গুরুপ্রসাদ কমিশনার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। কমিশনার বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইলেন—গুরুপ্রসাদকে দূর না করিলে শান্তি ও সুবিচাবের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই নিজের শত্রু। অতিরিক্ত অত্যাচারে তাঁহার শরীব ও মন বিকল হইয়াছে। তিনি যে কখনও ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ করিবেন সে সম্ভাবনা নাই। রাজস্ব ও পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে প্রত্যেক বৎসর কুচবিহারের বহু প্রজা হয় দেশত্যাগ করিতেছে, না হযত দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে।

এদিকে গুরুপ্রসাদ ও রামপ্রসাদের স্পর্দ্ধা রাজার প্রশ্রয় পাইয়া প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিছুদিন পরে রাজা কমিশনারের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার অভিযোগের কোন প্রতিকার হইল না। রাজার নিকট পত্র লিখিয়াও ফল হইল না, তিনি স্পষ্ট লিখিয়া পাঠাইলেন যে (হরিশের পুত্র) দেবনাথের অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। গুরুপ্রসাদ বহুদিনের পুরাতন কর্ম্মচারী, বিনা বিচারে তিনি তাঁহাকে বরখাস্ত করিতে পারেন না। ঠিক এই সময়ই আসামের কুমার ব্রজনাথ সিংহের লোকেরা কুচবিহারে ও রঙ্গপুরে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল। কমিশনার সংবাদ পাইলেন যে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার খাস সিপাহীদিগকে কমিশনারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। ইংরাজ সরকারের অনুমতি অনুসারে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১২০ জন শরীররক্ষী ও রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৫০ জন বরকন্দাজ রাখিয়াছিলেন। ইহারা সাধারণতঃ ইংরাজ রাজ্যের অধিবাসী ও ইংরাজ সরকারের অনুগত ছিল। অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি আরও পাঁচশত সিপাহী ও বরকন্দাজ রাখিয়াছিলেন। ইহারা "খাস সিপাহী" নামে পরিচিত। রাজকার্য্যের জন্য এই সৈন্যদলের কোনই প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং উপরোক্ত সংবাদ পাইয়া কমিশনার রাজার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। এদিকে রামপ্রসাদের আদেশে রাজার পাইকেরা কমিশনারের ভৃত্যের হাত হইতে তাহার ক্রীত কবলা কাড়িয়া লইয়া গেল। রাজা ঢোল সহরত করিয়া বাজারের দোকানীদিগকে জানাইলেন যে কমিশনার সাহেবের বাড়ীর নিকট গেলে ২৫৲ টাকা জরিমানা হইবে। বাজার হইতে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া ক্রমশঃই তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং তিনি সমস্ত অবস্থা আবার কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইলেন।

ইংরাজ সরকার আর চুপ করিয়া রহিলেন না। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণকে বলা হইল যে তুমি যদি অবিলম্বে খাস সিপাহীদিগকে বরখাস্ত না কর, যদি গুরুপ্রসাদ ও রামপ্রসাদকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া না দাও, কমিশনার যে সমস্ত কর্ম্মচারীকে অনুপযুক্ত মনে করেন তাহাদিগকে পদচ্যুত না কর, তবে তোমাকে রাজ্যচ্যুত করা হইবে। ভবিষ্যতে ইংরাজ সরকারের বিনা সম্মতিতে কাহাকেও দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। ("Your conduct, however, has been utterly inconsistent with the duties of subjection and allegiance. You must, consequently, be considered to have violated your engagements, and to have forfeited your rights of territorial sovereignty, by disregarding the conditions under which they were recognised··· · With a view to prevent the recurrence of any acts of gross outrage or oppression, and for this purpose, on the present occasion, to insist on your immediate compliance with the following demands :—

1st. That you discharge your *Khas* Sepoys, and any other description of armed force, which may appear to the Commissioner to be unnecessary for the internal administration of the country.

2nd. That you discharge from your service the Dewan Gooroo Prasad and Moonshee Ram Prasad, and compel them to quit your territory.

3rd. That you dismiss from your service any other officers, whom the Commissioner may point out to you, as being unworthy of employment, from their participation in the late transaction, and

4thly, that the appointment of a Dewan be, in future, considered subject to the approval of the British Government".)

এই পত্রে রাজা হরেন্দ্রনারাযণের সকল ত্রুটি বিচ্যুতির কথা কঠোর ভাষায় লেখা হইয়াছিল। কুচবিহারে ও তাহার আশে পাশে তখন ইংরাজ ফৌজের অভাব ছিল না। কিন্তু এই পত্র পাইবার পূর্ব্বেই তিনি কমিশনারের সমস্ত সর্ত্তে সম্মত হইয়াছিলেন। এমন কি, এবার রাজস্ব ও বিচার বিধির সংস্কারের বিরোধিতা করিতেও তাহার আর সাহস হয় নাই। পূর্ব্বে কথা হইয়াছিল যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় আদালতেই হিন্দু আইন অনুসারে বিচার হইবে, এবারে হুকুম হইল যে দেওয়ানী আদালতে হিন্দু আইন চলিলেও ফৌজদারী মামলার বিচার হইবে মুসলমান আইন অনুসারে। খাস সিপাহীদিগের অনেক বেতন পাওনা ছিল, তাহাদের প্রাপ্য পরিশোধ করিবার মত টাকা তখন রাজার ভাণ্ডারে ছিল না। ম্যাকলিয়ড সাহেব ইংরাজ সরকারের তহবিল হইতে তাহাদের বেতন মিটাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। কর্ম্মচ্যুত সিপাহীদিগকে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে ভবিষ্যতে রাজার চাকরী গ্রহণ করিলে ইংরাজ সরকার তাহাদের বেতনের জন্য দায়ী হইবেন না।

বিনা বলপ্রয়োগে হরেন্দ্রনারায়ণকে তাঁহার সকল প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট কেবল যে ম্যাকলিয়ড সাহেবের কর্ম্মপটুতার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন তাহা নহে, রাজার উপরও তাঁহাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারা যেমন ম্যাকলিয়ডের নিকট প্রশংসাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন তেমনই রাজাকেও সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। ম্যাকলিয়ডের তদন্তে হরিশ চক্রবর্ত্তীর হত্যা সম্পর্কে রামপ্রসাদ যখন দোষী সাব্যস্ত হইয়া গ্রেপ্তার হইলেন তখন স্থির হইল যে কুচবিহারের রাজার আদালতে কুচবিহারের প্রচলিত আইন অনুসারেই তাহার বিচার হইবে। সকলেই জানিত যে রাজার আদালতে বিচার হইলে রামপ্রসাদের অপরাধের কোন দণ্ডই হইবে না, তথাপি ইংরাজ

সরকার তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অন্যথা করেন নাই, অনুতপ্ত রাজার পূর্ব্ব ক্ষমতা ও অধিকার বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। অবশ্য রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত কতকগুলি বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার কমিশনারের হাতে দিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু দুই বৎসর পরে (১৮১৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী) সেক্রেটারী অ্যাডাম (J. Adam) ম্যাকলিয়ড্‌কে লিখিয়াছিলেন যে, ১৮১৪ সালের ১৯শে মার্চ্চ ও ১৪ই তারিখের পত্র হইতে আপনার ধারণা হইয়া থাকিতে পারে যে গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে কুচবিহারের শাসনকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে চাহেন এবং রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কার্য্য রাজার নামে কমিশনারের দ্বারা পরিচালনা করিতে চাহেন, কিন্তু সন্ধির সর্ত্তগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের প্রতীতি হইয়াছে যে রাজা সন্ধি ভঙ্গ না করিলে গভর্ণমেণ্ট উপরোক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন না।

হরেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে গুর্খাদের সহিত সহানুভূতি পোষণের অভিযোগ—

ইতিমধ্যে ম্যাকলিয়ড সাহেব ভ্রমবশতঃ রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতি ভয়ানক একটা অবিচার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কমিশনারের সহিত তাঁহার যতই মনোমালিন্য হইয়া থাকুক হরেন্দ্রনারায়ণ কখনও ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব পোষণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাল্যকাল হইতেই তিনি আপনাকে ইংরাজের আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ১৮১৩ ও ১৮১৪ সালের ঘটনার পর রাজার বুদ্ধি বা বিবেচনার প্রতি ম্যাকলিয়ড সাহেবের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, ঝোঁকের মাথায় খেয়ালী রাজা না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। সুতরাং ম্যাকলিয়ড সাহেব রাজার বিরুদ্ধে যখন যেখানে যে অভিযোগ শুনিতেন তাহাই বিশ্বাস করিতেন। ১৮১৫ সালে তিনি শুনিলেন যে নেপালের গুর্খাদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যোগদান করিবার অভিপ্রায়ে রাজা হরেন্দ্র নারায়ণ বক্‌সা দুয়ারের ভুটিয়া শাসনকর্ত্তার সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন (ম্যাকলিয়ডের পত্র, নং ১৩৬)। কথাটা প্রথম একজন সামান্য পত্রবাহকের নিকট হইতে ম্যাকলিয়ড সাহেবের শ্রুতিগোচর হয়। এই ব্যক্তি নাকি রামসিংহ নামক রাজার একজন বিশ্বস্ত সিপাহীকে চামর্চীর পথে চিঠি লইয়া আসিতে দেখিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে রামসিংহ বরখাস্ত হইয়া ম্যাকলিয়ড সাহেবের নিকট এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় রামসিংহের সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ম্যাকলিয়ড সাহেব তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়াই রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতি কলিকাতার কর্ত্তাদিগের যে বিশেষ ভাল ধারণা ছিল তাহা নহে, কিন্তু ষড়যন্ত্রের সংবাদ শুনিয়াই তাঁহারা ম্যাকলিয়ড সাহেবের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়েন নাই। অভিযোগ গুরুতর, সত্য প্রমাণিত হইলে দণ্ড হইবে সিংহাসনচ্যুতি। ইংরাজ কোম্পানীর

মত পরাক্রান্ত সার্ব্বভৌম শক্তির পক্ষে কুচবিহারের করদ রাজার প্রতি চরম দণ্ড প্রয়োগ করা, তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসন হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা আদৌ কঠিন ছিল না। কিন্তু শক্তির অপপ্রয়োগ করিলে শক্তিমানও সাধারণের সমালোচনা হইতে অব্যাহতি পান না। এই জন্যই ম্যাকলিযড সাহেবের পত্র পাইযা ইংরাজ সরকার হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করেন নাই, তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আরও ভাল করিয়া তদন্ত করিতে বলিয়াছেন। ১৮১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজা যখন ম্যাকলিয়ডের বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকট নালিশ করিযাছিলেন তখন ইংরাজ সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ম্যাকলিয়ড যখন ১৮১৫ সালের এপ্রিল মাসে রাজার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজদ্রোহিতার অভিযোগ করিলেন তখনও ইংরাজ সরকার সহসা রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হইলেন না। ভুটানের সহিত কুচবিহারের রাজার সদ্ভাব ছিল না। রাজ্যের সীমানা লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। ইংরাজের সাহায্য ব্যতিরেকে কুচবিহারের রাজা ভুটিযাদিগের উপদ্রব হইতে আপনার সীমান্ত রক্ষা করিতে পারিতেন না। তথাপি যদি পূর্ব্ববৈর বিস্মৃত হইযা হরেন্দ্রনারায়ণ এই সময় ভুটিয়া ও গুর্খাদিগের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকিতেন তবে তাঁহার অনুকূল সন্ধিক্ষণ পূর্ব্বেই অতীত হইয়া গিয়াছিল। ১৮১৪ সালে গুর্খাযুদ্ধের প্রথম ভাগে ইংরাজ সৈন্য যখন বিপন্ন তখন যদি হরেন্দ্রনারায়ণের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়া থাকে, তবে সেই সঙ্কটের মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইবার পর, ইংরাজের জয় যখন সুনিশ্চিত তখন হরেন্দ্র-নারায়ণ গুর্খাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিবেন কেন? ইহার কোন সদুত্তর ছিল না। কেবল ম্যাকলিযড বা ইংরাজ সরকারের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ রাজা আপনার সর্ব্বনাশ করিবেন কেন? ইংরাজ সরকার মনে করিলেন এরূপ অবস্থায় কুচবিহার দখল করিলে তাঁহাদের প্রকৃত অভিসন্ধি সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। সুতরাং তাঁহারা ম্যাকলিযড সাহেবের নিকট রাজার অপরাধ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ চাহিলেন। অবশ্য রাজার মনে কোনরূপ সন্দেহ না হয় এইরূপ ভাবেই তদন্ত চালাইবার কথা ছিল। ("The Vice-President in Council has received with extreme concern and surprise the information, contained in your despatch of the latter date, (20th April, 1815) regarding the extraordinary proceedings and designs ascribed to the Rajah of Cooch Behar. The Vice-President in Council is naturally slow to believe that the rashness and imbecility of the Rajah's counsels can have led him to adopt measures of the hostile character described in your despatch, and thereby hazard the ruinous consequences, inseparable from a detection of such a flagrant violation of

his engagements with the Honourable Company, and of every principle of faith, honor and gratitude.

3. But under any circumstances, in a case of this nature, the utmost circumspection and caution are indispensably requisite. It must be borne in mind that the charges, in question, point to a consequence not less important than the forfeiture of a dominion·········

4. No evidence, therefore which will admit of question, no accumulation of facts merely suspicious or presumptive can, however strong, be deemed sufficient to warrant the grave and solemn sentence of deposal and you will infer that the circumstances and proceedings, detailed in your despatches, want that degree of substantiation which the occasion demands.

5. The Vice-President in Council highly commends the vigilance, activity and ability which have enabled you to trace the very suspicious facts now communicated to Government, but with reference to the foregoing observations more is yet required, and accordingly the Vice-President in Council desires that as an act of justice to the Rajah, not less than for the satisfaction of the British Government, no pains or exertion may be omitted on your part to ascertain the real truth of circumstances, implicating so seriously the good faith of the Rajah and consequently involving the fate of his principality, but the Vice-President in Council wishes that you should prosecute your enquiry in silence and with the utmost caution and circumspection, avoiding any measure which could alarm the Rajah's mind, or lead him to suppose that you suspected him of treachery".)

এতদিন ম্যাকলিয়ড সাহেব তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা ও সুবিবেচনার জন্য উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সুখ্যাতি পাইয়া আসিতেছিলেন ; এইবার হরেন্দ্রনারায়ণের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার অতিরিক্ত আগ্রহে তিনি সমস্ত সতর্কতা বিসর্জ্জন দিলেন। মনের যে অবস্থায় রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, অরণ্যের বৃক্ষ মাত্রকেই গুপ্ত শত্রুর আশ্রয় স্থান বলিয়া আশঙ্কা হয়, ম্যাকলিয়ড সাহেবের চিত্তের তখন সেই সন্দেহাকুল অবস্থা। বলা বাহুল্য এই অবস্থা সত্যানু-

সন্ধানের অনুকূল নহে। কলিকাতা হইতে পত্রের উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই ম্যাকলিয়ড একটি অবিবেচনার কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের অন্যান্য হিন্দু নরপতিদিগের ন্যায় একাধিক বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার এক শ্যালক করীন্দ্রনাথ এক সময়ে ভুটান সরকারে বক্‌সা দুয়ারের সুবার অধীনে চাকুরী করিতেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার চাকুরী গিয়াছিল, কিন্তু করীন্দ্রনাথের ভরসা ছিল যে দেবরাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পদ ফিরিয়া পাইবেন। ম্যাকলিয়ড সাহেবের নিকট তিনি ভুটানে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে কমিশনার শুনিলেন যে করীন্দ্র ভুটানে যান নাই, রাজার মৃগয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য ঈশ্বরী সিংহ ও নহর সিংহ নামক রাজার দুই জন বিশ্বস্ত অনুচরসহ সীমান্তের নিকট যাইতেছেন। ভুটান সীমান্তের নিকটে মরিচবাড়ী নামক জায়গায় করীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ী ছিল। কিন্তু যে রাজা অন্তঃপুব ছাড়িয়া এক পা নড়িতে চাহেন না তিনি শিকারে যাইবেন, তাহাও আবার সীমান্তের নিকট, এই কথা শুনিয়া ম্যাকলিয়ড সাহেব আর স্থিব থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাব কানে নানারকম খবব আসিতে লাগিল। করীন্দ্র নাকি সীমান্তের নিকট সৈন্য সংগ্রহেব পবোয়ানা পাইয়াছেন। রাজা হরেন্দ্রনারাযণ নাকি মরাঘাট ছাড়িয়া দিয়া ভুটানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ম্যাকলিয়ড সাহেব করীন্দ্রনাথের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য চাপরাসী ও সিপাহী পাঠাইযা দিলেন। একজন চাপরাসী আসিয়া খবব দিল যে করীন্দ্রনাথেব নিকট ভুটান হইতে দুই জন জিনকাফ (পত্রবাহক) দেব রাজাব পরোয়ানা লইয়া আসিযাছে। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপদ পাইযাছেন, সুতরাং শীঘ্রই ভুটান যাইবেন। রাজা যাহাতে কোন অসম সাহসের কাজ না করিতে পারেন সেই জন্য ম্যাকলিয়ড সাহেব এনসাইন পিগটকে (Ensign Pigot) এক দল সিপাহী সহ রাজ-বাড়ীর উত্তর দিকে ভুটানেব রাস্তায় মানসী নদীর তীরে মোতায়েন করিলেন। মরিচবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ম্যাকলিয়ড সাহেবের সিপাহী ও চাপরাসীবা সংবাদ দিল যে তাহারা পথে জন চল্লিশেক লোককে শিকারের সরঞ্জাম সহ ফিরিতে দেখিযাছে। প্রশ্ন করায় তাহারা উত্তর দিয়াছে যে সর্দ্দারেরা তাহাদিগকে ভুটান যাইতে বলিয়াছিল, তাহারা কখনও সে দেশে যায় নাই বলিযা রাজবাড়ীতে ফিবিয়া যাইতেছে। করীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহারা পঁচিশ জনের বেশী সশস্ত্র লোক দেখে নাই। কুচবিহারে ফিরিবার পর ম্যাকলিয়ড সাহেব কবীন্দ্রনাথ, নহর সিংহ ও ঈশ্বরী সিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের উত্তর সাহেবের সন্তোষজনক হয় নাই। পরস্পরের কথায় অনৈক্য ত ছিলই, প্রত্যেকেরই আচরণে আশঙ্কার ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং কমিশনারের মনে আর সন্দেহের লেশমাত্রও রহিল না। তিনি সিদ্ধান্ত কবিলেন, মরাঘাটের পরিবর্ত্তে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সৈন্য সাহায্য পাইবার আশায়ই রাজা দূত স্বরূপ করীন্দ্রনাথকে ভুটানের সীমান্তে পাঠাইয়াছিলেন। ("From the whole of the information above detailed, it has appeared to me that the following conclusion is

evidently and surely deducible that the Rajah of Cooch Behar despatched Kerinder Nauth and his companions for Bhootan in charge of a mission, having for its express object an offer to the Bhooteahs of the resignation of all the lands in Maraghat, and an invitation to them to descend and take immediate possession of those lands, on the condition that they should grant him the aid of a large military force, to assist him in prosecuting the views, which he now unquestionably meditates, of forcibly emancipating his Raj from all dependence upon the English Government".) কাল বিলম্ব না করিয়া নবম্যান ম্যাকলিয়ড করীন্দ্রনাথের সীমান্ত অভিযানের কাহিনী কলিকাতায় রিপোর্ট করিলেন।

এবারে কিন্তু ম্যাকলিয়ডের ভাগ্যে প্রশংসা মিলিল না। পরন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহার অবিবেচনার জন্য মৃদু ভৎসনা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ম্যাকলিয়ডের সন্দেহ তাঁহারা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ("The Vice-President in Council, however, discerns nothing in your reports, to justify the apprehensions which you appear to have entertained".) ম্যাকলিয়ড সাহেব এই তিরস্কারে হতোদ্যম না হইয়া মুন্সী ফজলউল্লা নামক একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে বক্সা দুয়ারের সুবার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মূল চিঠিগুলি হাজির করিতে পারিলে আর রাজার অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। সুতরাং টাকা দিয়া হউক অথবা বিনা মূল্যে হউক বক্সা দুয়ারের সুবার নিকট হইতে মূল চিঠি কয়খানি সংগ্রহ করিয়া আনা চাই। ফজলউল্লার দৌত্য নিষ্ফল হইল। তিনি ভুটানের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দর যাচাই করিলেন, কমিশনার সাহেবের নামে অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিন্তু মূল চিঠি তাঁহারা হাতছাড়া করিতে রাজি হইলেন না। অগত্যা মুন্সী সাহেব কয়েকখানা চিঠির নকল লইয়া ফিরিলেন। আমাদের সংগৃহীত ১৫১, ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ নং পত্র মুন্সী ফজলউল্লার কৃতিত্বের পরিচায়ক। পূর্ব্ব প্রমাণ অপেক্ষা ফজলউল্লার সংগৃহীত নকল চিঠির সাক্ষ্য অধিকতর সন্তোষজনক হইলেও ইংরাজ সরকার ইহার উপর নির্ভর করিয়া কুচবিহারের রাজাকে কোন দণ্ড দিলেন না, বিশেষতঃ এই সময় ভুটানের এক জন জিনকাফ রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট স্কট সাহেবকে বলিয়াছিল যে বক্সা ও চামর্চী দুয়ারের সুবাদ্বয়ের নিকট কুচবিহারের রাজা কোন চিঠি পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া তাহারা জানে না। ("The Zeenkauf has brought no satisfactory answer on the subject of the correspondence stated to have taken place between the Rajah of Cooch Behar and the Soobahs of Chamarchee and Buxdwar, and he states that he could not learn that any letters

had been received.")। এই জন্যই বোধ হয় ১৮১৫ সালের শেষের দিকে বক্সা দুয়ারের শাসনকর্ত্তা কুচবিহারের কমিশনারকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ১৮১৬ সালে ইংরাজ সরকার কুচবিহারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করিলেন। ঐ বৎসরই ম্যাকলিয়ড সাহেব কুচবিহার হইতে চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্থানে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিড স্কট (David Scott) কমিশনার নিযুক্ত হইলেন।

কুচবিহারের সহিত ভুটানের সীমা-সংক্রান্ত বিবাদ—

রঙ্গপুরে ভুটানের জিনকাফের আবির্ভাব নিতান্ত আকস্মিক নহে। অনেক দিন হইতে কুচবিহারের রাজার সহিত মবাঘাটের মালিকী স্বত্ব লইয়া ভুটানের দেবরাজার বিবাদ চলিতেছিল। হরেন্দ্রনাবায়ণের পশ্চাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী না থাকিলে দেবরাজা বোধ হয় জোর করিয়াই বিবাদীয় জায়গা দখল করিয়া লইতেন। কিন্তু ইংরাজ সরকারের সহিত প্রকাশ্যভাবে বিরোধ করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। এই জন্য দেবরাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের পত্র লইয়া রঙ্গপুবে ভুটানের জিনকাফেরা যাতায়াত করিতেছিল। ইহাদেরই এক জনকে সীমান্তের বিরোধ সম্বন্ধে দেবরাজার দাবীর পরিমাণ ভাল করিয়া জানিবার জন্য রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট স্কট সাহেব ভুটানে ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন। এই জিনকাফের সঙ্গেই ম্যাকলিয়ড সাহেব মুন্সী ফজলউল্লাকে বক্সা দুয়ারের শাসনকর্ত্তার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কুচবিহার ও ভুটানের বিবাদ ১৮১৫ অথবা ১৮০৯ সালে আরম্ভ হয় নাই। কাপ্তেন জোন্সের অভিযানের সঙ্গেই ইহার সূত্রপাত। অতএব এই খানে ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ১৭৭৪ সালে ভুটানের দেবরাজার যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার সর্ত্তগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভুটানের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্বন্ধ—

আলোচ্য সন্ধিতে স্থির হয় যে—

১। ভুটিয়াদিগের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া প্রতিবেশীদিগের সহিত শান্তিতে থাকিবার ইচ্ছায় মাননীয় কোম্পানী বাহাদুর কুচবিহারের রাজাব সহিত যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে দেবরাজা যে সকল জায়গার মালিক ছিলেন, অর্থাৎ—পূর্ব্বে চেচাখাতা ও পাগলাহাট এবং পশ্চিমে কিরান্তি, মরাঘাট ও লক্ষিপুর ছাড়িয়া দিবেন।

২। চেচাখাতার কর স্বরূপ দেবরাজা মাননীয় কোম্পানী বাহাদুরকে প্রতি বৎসর পাঁচটি টাঙ্গন ঘোড়া দিবেন। পূর্ব্বে কুচবিহারের রাজাকে উর্দ্ধতন মালিক হিসাবে এই কর দেওয়া হইত।

৩। দেববাজা কুচবিহারের বন্দী রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা দেওয়ান দেওকে ছাড়িয়া দিবেন।

৪। ভুটিয়ারা ব্যবসায়ী, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক বৎসর তাহারা ('their caravan') রঙ্গপুর যাইতে পারিবে।

৫। দেবরাজা কোম্পানীর রাজ্যে উপদ্রব করিবেন না অথবা কোম্পানীর প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবেন না।

৬। যদি কোম্পানীর রাজ্য হইতে কোন প্রজা দেবরাজার রাজ্যে যায় তবে দেবরাজাকে জানাইবা মাত্র তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

৭। যদি কোম্পানীর রাজ্যের কাহারও সহিত ভুটিয়াদিগের অথবা দেবরাজার কোন প্রজার কোন পাওনা সম্বন্ধীয় বা অন্য প্রকারের বিবাদ হয় তবে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে হইবে।

৮। যেহেতু ইংরাজেরা সন্ন্যাসীদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করেন, দেবরাজা তাহাদিগকে উপরোক্ত জায়গাগুলিতে স্থান দিবেন না অথবা তাহার রাজ্যের ভিতর দিয়া কোম্পানীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না। যদি ভুটিয়ারা সন্ন্যাসীদিগকে বাহির করিয়া দিতে না পারে তবে কুচবিহারের ইংরাজ রেসিডেন্টকে খবর দিবে এবং ইংরাজ ফৌজ সন্ন্যাসীদিগের অনুসরণে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রদেশে প্রবেশ করিলে তাহাতে সন্ধিভঙ্গ হইবে না।

৯। যদি মাননীয় কোম্পানী বাহাদুরের প্রয়োজন হয় তবে পাহাড়ের নিম্ন দেশস্থ জঙ্গলে বিনা শুল্কে কাঠ কাটিতে পারিবেন এবং এই জন্য যে লোক পাঠান হইবে ভুটান সরকার তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

১০। উভয় পক্ষের বন্দীদিগকে উভয় পক্ষ মুক্তি দিবেন।

কুচবিহারের সহিত ভুটানের বিবাদ—

বহুদিন হইতেই ব্যবসায় উপলক্ষে ভুটিয়ারা কুচবিহারের পথে রঙ্গপুর যাইত। প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাহারা কুচবিহারের রাজাকে কিছু নজর দিত এবং রাজ সরকার হইতে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় রসদ পত্র পাইত। তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যের জন্য কোন প্রকারের মাশুল বা শুল্ক দাবী করা হইত না। সন্ধির ৪র্থ ধারায় এই ব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় একবার এই প্রাচীন নিয়মের অন্যথা করিয়া ভুটিয়া ব্যবসায়ীদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ সরকারের নিকট অভিযোগ হইবা মাত্র ইহার প্রতিকার হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধির প্রথম ধারা অনুসারে ভুটিয়ারা যে সকল জায়গা পাইয়াছিল তাহা লইয়া দীর্ঘকাল বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছে।

সন্ধির প্রথম ধারা অনুসারে ভুটিয়ারা যে সকল জায়গা পাইয়াছিল তাহার স্বত্ব স্বামিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল। কুচবিহারের পক্ষ হইতে আপত্তি হইল যে ভুটান যুদ্ধের পূর্ব্বে ভুটিয়ারা কুচবিহারের সীমান্তে বহু জায়গা অন্যায়রূপে অধিকার করিয়াছিল, কোন কোন জায়গার জন্য তাহারা কুচবিহারের রাজাকে খাজনা দিত, যুদ্ধ শেষে সেই

সকল জায়গা তাহাদিগকে দেওয়া হইলে ঐ সকল তালুকের বৈধ মালিকদিগের প্রতি অবিচার করা হয়। সুতরাং সন্ধি হইবামাত্রই ভুটিয়ারা উল্লিখিত জায়গাগুলির দখল পায় নাই। অবশেষে দিনাজপুরের কাউন্সিলের উপর এই বিবাদের নিষ্পত্তির ভার দেওয় হয়। ১৭৭৭ সালে তাঁহারা পারলিং সাহেবের হস্তবুদ দেখিয়া স্থির করেন যে চেচাখাত পাগলাহাট, লক্ষিদুয়ার, কিরান্তি এবং মরাঘাট ভুটানের সম্পত্তি। তাঁহারা কুচবিহারের রাজা ও বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানাইলেন। কিন্তু ইহাতেও সীমান্তের বিবাদ শেষ হইল না। কখনও কয়েকটি তালুক, কখনও কয়েকটি স্থান, কখনও বা সন্ধিপত্রে উল্লিখিত জায়গাগুলির সীমানা লইয়া মতান্তর ও মনান্তর চলিয়াছে।

১৭৭৯ সালে দেবরাজের দূত নিরপুব পেগা কলিকাতায় আসিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে জানাইলেন যে বৈকুণ্ঠপুরের দর্পদেও ও কুচবিহারের নাজির দেওর প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার প্রভু তখনও তাঁহার ন্যায্য সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এবারেও দেবরাজার প্রতিনিধি তাঁহার দাবীর পরিমাণ পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই, কতকগুলি গ্রামের নাম, উল্লেখ করিয়া ও গয়রহ (প্রভৃতি) বলিয়া তালিকা শেষ করিয়াছেন। পরে এই গয়রহের সুবিধা লইয়া ভুটিয়ারা তিস্তা নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি ইচ্ছামত দখল করিয়াছে। নাজির দেও ও দর্পদেওর জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভুটানের সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার নির্দ্দেশে ভুটিয়াদিগকে ফালাকাটা ও জল্পেশ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই দুই জায়গায় ভুটিয়াদিগের পূর্ব্বে কোন অধিকার ছিল না। কুচবিহারের রাজার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজা প্রাণনারায়ণ জল্পেশ্বর শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পর কুচবিহারের সহিত বহুদিন পর্য্যন্ত ভুটিয়াদিগের সীমা সম্বন্ধে কোন বিবাদ হয় নাই।

১৭৮৭ সালে ভুটান হইতে নালিশ হয় যে ভোলাহাট ভুটানের প্রজা ভোলা রায়তের সম্পত্তি। রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বোগল সাহেবের তদন্তে ভোলার দাবী ন্যায্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট মূর সাহেব অন্যায় করিয়া ভোলাকে ও তাহার ভূম্যধিকারী ভুটানের দেবরাজাকে বঞ্চিত করিয়া কান্তবাবুকে ভোলাহাটের দখল দিয়াছেন। ৫৫ নং পত্রেও কান্ত বাবুর নামে এইরূপ আর একটি নালিশ আছে। ইংরাজ সরকার ভোলাকেই হাটের প্রকৃত মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বাহিরবন্ধ পরগণার কোন অংশ দেবরাজাকে দিতে সম্মত হন নাই। আমাদের সংগৃহীত দুই খানি পত্রে রাঙ্গামাটির কানুনগো বুলচাঁদ বড়ুয়ার নামেও ভুটানের সম্পত্তি বেদখল করিবার অভিযোগ আছে। কমিশনার ক্রস সাহেব ১৭৯৪ সালে কুচবিহারের পক্ষ হইতে ভলকা তালুক দখল করেন। ১৭৯৯ সালে কমিশনার আমটি সাহেবের তদন্তের ফলে এই তালুকের ৭টি গ্রাম ভুটিয়াদিগকে দেওয়া হয়, বাকী ১১টি কুচবিহারের অধিকারে থাকে। কিন্তু মরাঘাট লইয়া ভুটান ও কুচবিহারের বিবাদ প্রায় দশ বৎসর চলিয়াছিল।

১৭৭৪ সালের সন্ধি অনুসারে ভূটানের দেবরাজা মরাঘাটের মালিক হইয়াছিলেন। মরাঘাট জলপাইগুড়ি হইতে ২৫।২৬ মাইল দূরে। তখন এখানে চাষ আবাদ বা বসতি

বিশেষ ছিল না। ১৭৭৭ সালে দিনাজপুরের কাউন্সিলের বিচারেও ভুটিয়াবাই মরাঘাট পাইয়াছিল। কিন্তু এই সকল তালুকেব সীমানা সম্বন্ধে ইংবাজ সরকারের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভুটানেব দেবরাজাকে ফালাকাটা তালুক দিয়াছিলেন। পরে স্থির হয় যে "নিজ ফালাকাটা" ও "গির্দ ফালাকাটা" নামক দুইটি পৃথক তালুক আছে। ভুটান সরকারকে "নিজ ফালাকাটা" দেওয়া হইযাছে, "গির্দ ফালাকাটা" দেওয়া হয নাই। কুচবিহারের রাজার পক্ষ হইতে বলা হইযাছে যে মবাঘাট নামেও দুইটি বিভিন্ন তালুক আছে। ভুটিয়াদিগের অধিকৃত মবাঘাট, চামর্চী মবাঘাট বা দুয়ার মরাঘাট নামে পরিচিত, অপর তালুকের নাম গির্দ মরাঘাট। গির্দ মবাঘাট প্রকৃতপক্ষে কুচবিহারেব সম্পত্তি, পারলিং সাহেবের হস্তবুদেও এই তালুকের নাম আছে। কিন্তু ভুটিযাবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্রমে ক্রমে এই তালুকে অনধিকাব প্রবেশ করিযাছে।

১৭৯৯ সালে ভলকাব বিবাদ মিটিয়া যাইবার পব ১৮০৮ সাল পর্য্যন্ত ভুটিয়াদিগেব সহিত কুচবিহারের আর কোন গোলযোগ হয় নাই। ১৮০৮ সালে একদল সশস্ত্র ভুটিয়া কুচবিহাবের সীমান্তে উপস্থিত হইল। বাজা হবেন্দ্রনাবাযণ বিপদেব আশঙ্কা কবিযা ইংরাজ সবকারেব নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ভুটিয়াবা কুচবিহাবে প্রবেশ কবিবাব চেষ্টা না কবিলেও সীমান্ত হইতে রাজার প্রজাগণকে ধরিয়া লইযা যাইতে লাগিল। শেষে কাপ্তেন শ্লেসব (Slessor) একদল সিপাহী লইযা কুচবিহারের সীমান্তে উপস্থিত হইলে চামর্চীব সুবা আপোষে বিবাদ মীমাংসা করিতে সম্মত হইলেন।

তখন মরগ্যান সাহেব রঙ্গপুবের কালেক্টর ও কুচবিহারেব কমিশনার। তিনি স্বয়ং মবাঘাটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ভুটানের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় সীমান্তেব বিবাদের মীমাংসা হইল না। মরগ্যানের পরবর্ত্তী কমিশনার জন ডিগ্‌বি কুচবিহারেব উত্তব সীমান্তে উপস্থিত হইয়া দেবরাজার ও চামর্চীর সুবাব প্রতিনিধিগণেব সাক্ষাতে দুই পক্ষেব লোকজনের সাক্ষী গ্রহণ করিলেন। জলপাকা ও দুধুয়া নদীব মধ্যবর্ত্তী তিটিনহাট ও বারোটি গ্রাম কুচবিহারের রাজা দাবী করিতেছিলেন। পাবলিং সাহেবের হস্তবুদ দেখিয়া ডিগ্‌বি সাহেবেব ধারণা হইযাছিল যে এই জায়গাগুলি বাস্তবিকই কুচবিহাবেব সম্পত্তি, পারলিং সাহেবেব হস্তবুদের পর ক্রমে ক্রমে রাজার হস্তচ্যুত হইয়াছে। এই সকল জায়গা অধিকার করিবার জন্য ভুটিয়ারা নরেন্দ্রনাবায়ণ কুমাব নামক কুচবিহারের একজন কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু ভুটানের কর্ত্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন না। ১৮১১ সালে চামর্চীর লোকজনেরা আবার কুচবিহারের সীমান্তে রাজার লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া ২৭ জনকে জখম করিল। ইংরাজ সরকাব আবার কাপ্তেন বার্ডের অধীনে কুচবিহারে ফৌজ পাঠাইলেন। ইংরাজ ফৌজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভুটিয়াদিগের উপদ্রব বন্ধ হইল। ডিগ্‌বি সাহেব আবার আপোষ মীমাংসার জন্য কুচবিহার ও ভুটানের সীমান্তে গেলেন। এবারে দেবরাজার দেওয়ান এবং চামর্চী ও লক্ষিদুয়ারের সুবাদ্বয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডিগ্‌বি সাহেব ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য বিবাদীয় জায়গা উভয় পক্ষের মধ্যে

সমান ভাগ করিয়া দিয়া গিলন্দী নদী সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু এবারও ডিগ্‌বির বিচার ভুটিয়া প্রধানদিগের মনঃপুত হইল না। এদিকে কুচবিহারের রাজা ১৮১২ সালেই বিবাদীয় জায়গাগুলি দখল কবিযাছিলেন। সুতরাং দেবরাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ক্রমাগত বড়লাটের নিকট ডিগ্‌বিব অবিচার সম্বন্ধে পত্র লিখিতে লাগিলেন। শেষে স্কট সাহেব দিনাজপুরের কাউন্সিলের রায় দেখিয়া স্থির করিলেন যে ডিগ্‌বির বিচার বাস্তবিকই ঠিক হয় নাই। কাউন্সিলের রায়ের বিষয় বোধ হয় তিনি ভাল করিযা বিবেচনা করেন নাই। স্কট সাহেবেব তদন্তে প্রকাশ পাইল যে ২৬টি চালা ব্যতীত সমগ্র মবাঘাটই বরাবব ভুটিয়াদিগের অধিকারে ছিল। এই ভাবে দীর্ঘ দশ বৎসর পরে ১৮১৭ সালে মরাঘাটের বিবাদের মীমাংসা হইল। ৩০৮ রাজশকে (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) দেবরাজা কুচবিহারের কমিশনারেব কাছে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে বড়লাটের বিচারে চামর্চীতে (মবাঘাটে) তাঁহাব অধিকার সাব্যস্ত হইবার পব কমিশনার সাহেবেব আদেশে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত আসিযা ভুটানের নির্দ্দিষ্ট সীমানায় "বাঁশগাড়ি" করিয়া দেবরাজাব দূত চিতা তগুকে বিবাদীয জাযগার দখল দিয়া গিযাছেন।

ভুটানে ইংরাজ কর্ম্মচারী কৃষ্ণকান্ত বসু ও রাজা রামমোহন রায়—

যে কৃষ্ণকান্ত মরাঘাটের সীমানায় বাঁশগাড়ি করিতে গিয়াছিলেন তিনি রঙ্গপুরে স্কট সাহেবেব সেরেস্তায় কাজ করিতেন। স্কট সাহেব তাঁহাকে খুব বিশ্বাস করিতেন, এই জন্য ১৮১৫ সালে তাঁহাকে ভুটানের রাজদরবারে পাঠাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভুটানের যে বিবরণ লিখিযাছিলেন তাঁহার মনিব স্কট পরে তাহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। পরবর্ত্তী কালে কাপ্তেন পেম্বার্টন ও স্যার এসলি ইডেন তাঁহাদের রিপোর্টে কৃষ্ণকান্তের ভুটান বৃত্তান্তেব উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার বুদ্ধি ও যোগ্যতার প্রশংসা করিয়াছেন। এখন কিন্তু আমবা কৃষ্ণকান্তের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিযাছি। কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে আর একজন বাঙ্গালী ভুটানে গিয়াছিলেন। তাহার নাম শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রের নিকটই পরিচিত। ১৮১৫ সালের আশ্বিন মাসে লিখিত একখানি পত্রে ভুটানের দেবরাজা রঙ্গপুরেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইতেছেন যে তাঁহার উকিল রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসুর মারফৎ তিনি তাঁহার চিঠি ও উপহার পাইযাছেন (ভুটানের রাজার পত্র, নং ১৪০)। এই রামমোহন রায়ই যে বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি রাজা রামমোহন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের সংগ্রহের আরও তিনখানি পত্রে রামমোহনের নাম আছে এবং রঙ্গপুরের দেওয়ান অথবা ডিগ্‌বির দেওয়ান বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবরাজার পত্রে রামমোহন সম্বন্ধে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। (১) তিনি তাঁহার বন্ধু ও মুরুব্বি জন ডিগ্‌বির সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গপুব ত্যাগ করেন নাই। (২) তাঁহার তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে যে গল্প সাধারণে প্রচলিত আছে তাহা একেবারে অমূলক নহে। ভুটান তখন তিব্বতের অধীনে ছিল। আমাদের সংগ্রহের ১ নং পত্রে দেব-

রাজার দূত নিরপুর পেগা ভুটানকে লাসার রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ভুটানের রাজধানী পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া রামমোহনের তিব্বত যাত্রার কথা প্রচার হওয়া অসম্ভব নহে। দেবরাজার পত্র হইতে দেখা যায় যে রামমোহন ও কৃষ্ণকান্ত রঙ্গপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে যে সকল চিঠিপত্র লইয়া গিয়াছিলেন তাহার একখানি লাসা নগরে চীনের আমবান বা প্রতিনিধিদিগের নিকট পাঠান হইয়াছিল। সুতরাং সেই সূত্রে পরে কখনও রামমোহনের তিব্বত গমন একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে হয়। দেবরাজা তাহার পত্রে দুই জন উকিলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একাধিকবার এমন ভাবে রামমোহনের নাম করিয়াছেন যে রামমোহন যে সত্য সত্যই কৃষ্ণকান্তের সহিত পুনাখ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে স্যার এসলি ইডেন ও কাপ্তেন পেম্বার্টন ১৮১৫ সালের দৌত্য প্রসঙ্গে কেবল কৃষ্ণকান্তেরই নাম করিয়াছেন, রামমোহনের নাম উল্লেখ করেন নাই। এমন কি রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিড স্কটও তাহার ২৬শে সেপ্টেম্বরের (১৮২৫ সাল) পত্রে একাধিক উকিলের কথা লেখেন নাই, মাত্র একজন উকিলের কথা বলিয়াছেন। ("The Deb Rajah mentions in his letter that he had sent passports and people to conduct the Vakeel deputed by me to the capital, but I have not heard of his arrival there, and from the very great delay which he has experienced in obtaining admission into Bhootan (for although furnished with regular passports before he left his place he has been detained two months at the Cheeran pass) there seems to be reason to believe that his progress has been intentionally obstructed.") তবে রামমোহন কি কৃষ্ণকান্তের সহকারী ছিলেন? অসম্ভব নহে। ভুটানের পত্রেই প্রকাশ যে মরাঘাটের সীমান্ত সম্পর্কীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মীমাংসা সম্বন্ধে রামমোহন ওয়াকিবহাল ছিলেন। অথচ ডিগ্‌বি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় তিনিও উত্তর-বঙ্গ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ভুটান ভ্রমণের এই সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই, তাই তিনি হয়ত কৃষ্ণকান্তের সহকারী হিসাবেই ভুটান যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। সরকারী হিসাবে একজন উকিলই ভুটানে গিয়াছিল, সহকারীকে গণনার মধ্যে ধরা হয় নাই। দেবরাজার পত্রে কিন্তু রামমোহনের পরে কৃষ্ণকান্তের নাম করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে। ১৮১৫ সালে ইংরাজ সরকার ভুটানের দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন কেন? স্যার এসলি ইডেন বলিতেছেন যে ভুটান ও কুচবিহারের সীমানা স্থির করিবার জন্য কৃষ্ণকান্ত পুনাখ গিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সীমানার বিবাদ মিটাইবার জন্যই দেবরাজা চিতা তপ্পু ও চিতাটাসি নামক দুই জন জিনকাফ

রঙ্গপুরে পাঠাইয়াছিলেন। ১৮১৫ সালে তাহারা রঙ্গপুরেই ছিল। ইহারা দাবী সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র উপস্থিত করিতে পারে নাই বলিয়া একজনকে আবার ভুটানে ফেরত পাঠান হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে বাঙ্গালা দেশ হইতে সীমানা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ভুটানে উকিল পাঠাইবার অনিবার্য্য প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ভুটান ভ্রমণ তখনকার দিনে নিতান্ত সহজও ছিল না। কৃষ্ণকান্ত ও রামমোহনের পূর্ব্বে মাত্র দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারী—জর্জ্জ বোগল (Bogle) ও কাপ্তেন টার্ণার (Turner)—ভুটানে গিয়াছিলেন। তখনও নেপালে যুদ্ধ শেষ হয় নাই। ভুটিয়ারা রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের ষড়যন্ত্রের কাহিনীর প্রতিবাদ করে নাই। সীমান্তের সমস্যা মিটাইবার ছলে ভুটান অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার খবর লওয়াই কি এই দৌত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল? মনে রাখিতে হইবে যে বোগল তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই, টার্ণার ও কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন ভিন্ন পথে ভুটান গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত ও রামমোহন গোয়ালপাড়া হইতে বিজনি এবং তথা হইতে সিডলি ও চেরাঙ্গের পথে পাচু-মাচু উপত্যকা অতিক্রম করিয়া পুনাখে পৌছেন। পুনাখ ভুটানের শীতকালের রাজধানী। দেবরাজার চিঠিতেই প্রকাশ যে রামমোহন ওখানকার কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া রঙ্গপুরে ফিরিয়াছিলেন। কবে ফিরিয়াছিলেন তাহা এখন আমরা জানি না। তাঁহার যে আবার ভুটানে ফিরিবার প্রয়োজন হইতে পারে সে ইঙ্গিতও দেবরাজার চিঠিতে আছে। ফিরিয়াছিলেন কি না, কবে ফিরিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের জানা নাই। কৃষ্ণকান্ত ভুটানে কত দিন ছিলেন? ইংরাজী ১৮১৮ সালের ১৭ই কার্ত্তিক দেবরাজা কুচবিহারের কমিশনারকে লিখিতেছেন যে কৃষ্ণকান্ত আসিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমানায় বাঁশগাড়ি করিয়া গিয়াছেন। ১৮১৭ সালের ১৪ই জুন বড়লাট মরাঘাট সম্বন্ধে স্কটের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বিবাদীয় জায়গায় দেবরাজাকে দখল দিতে পত্র লেখেন। ("His Lordship in Council has accordingly determined that the lands, comprehended in the local division, denominated Gird Maraghat, with the exception of the 28 Challas, referred to in your letter, the Rajah of Cooch Behar's title to which has not been disputed, shall be restored to the Deb Rajah.") এই তারিখের পূর্ব্বে কৃষ্ণকান্ত অবশ্যই বাঁশগাড়ি করিতে পারেন নাই। তিনি কি এত দিন ভুটানে ছিলেন, না রঙ্গপুরে ফিরিয়া আসিয়া আবার চিতা তগুর সহিত কুচবিহারের উত্তর সীমান্তে গিয়াছিলেন? সঠিক কিছুই বলিবার উপায় নাই। ১৮১৫ সালের শেষের দিকে পুনাখে পৌছিয়া ১৮১৭ সালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভুটানে থাকিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ভুটান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে কয়েক মাসের বেশী লাগিবার কথা নহে। ভুটিয়ারা ইংরাজ দূতকে বৎসরাধিক কাল আপনাদের দেশে থাকিতে দিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। রামমোহন ও কৃষ্ণকান্ত ১৮১৫ সালের শেষ ভাগে ভুটান

গিয়াছিলেন, এইটুকুই নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাহাদের দৌত্যের উদ্দেশ্য, ভুটানে অবস্থিতি কাল প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় রহস্যাবৃত।

মরাঘাটের সীমানা স্থির হইবার পরে আলোচ্য সময়ে কুচবিহারের উত্তর সীমান্তে আর ভুটিয়াদিগের উৎপাত হয় নাই। কিন্তু ১৮১৭ সাল হইতে ঐ অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে। ১৮৩২ সালে বক্সা দুয়ারের সুবার অনুচরেরা আবার সীমান্ত হইতে কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ধরিয়া নিয়াছিল, আবার সীমান্ত সম্বন্ধের তদন্তের প্রয়োজন হইয়াছিল।

আসামে ইংরাজ—

কুচবিহারের সন্ধির বিশ বৎসর পরে ইংরাজ সরকার আসামের রাজার অনুরোধে তাহার রাজ্যে শান্তিরক্ষা ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ফৌজ পাঠাইয়াছিলেন। তখন কলিকাতার বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস, আসামের রাজা গৌরীনাথ সিংহ। একদিকে দরঙ্গের সিংহাসনচ্যুত রাজা কৃষ্ণনারায়ণ বাঙ্গালার বরকন্দাজদিগের সাহায্যে আসামে অশান্তি উৎপাদন করিতেছিলেন, অপরদিকে বিদ্রোহী মোয়ামারিয়াদিগের উৎপাতে আসামের প্রজাগণের ধন ও প্রাণ বিপন্ন হইয়াছিল। ইহার উপর আবার আসামের পাত্র-মন্ত্রিগণের দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুর্ব্বলতায় ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় অরাজকতার অবধি ছিল না। এই ত্রিবিধ সঙ্কটে যখন আহোম রাজ্যের অবসান আসন্ন হইয়া আসিয়াছে তখন অব্যবস্থিত-চিত্ত, মাদকাসক্ত, নৃশংস নরপতি আপনার প্রজাদিগের প্রতিহিংসা হইতে প্রাণ ও সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজের দ্বারস্থ হইলেন।

আহোম রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি—

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আহোম বীর সুখাপা আট জন প্রধান ও নয় হাজার নরনারী ও বালক-বালিকা লইয়া আসামের পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের পরিচয় কেহ জানে না। আহোমদিগের বিশ্বাস, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে একগাছি সুবর্ণ শৃঙ্খল যোগে খুনলুং ও খুনলাই স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। সুখাপা সেই খুনলুংএর বংশধর। অনার্য্য কোচ নরপতিগণ যেমন হিন্দু সভ্যতার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সুখাপার সন্তানেরাও তেমনই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আকর্ষণ প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। কালক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের আচার ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের মতে সুখাপা ইন্দ্রের বংশ সম্ভূত। আহোম রাজবংশ স্বর্গসম্ভব, এই ধারণারই আসামের রাজগণ স্বর্গদেব উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। দেবদেহে কোন কলঙ্ক থাকিতে পারে না, সুতরাং শরীরের কোথাও ক্ষুদ্রতম ক্ষত চিহ্ন থাকিলে সুখাপার বংশধরেরা সিংহাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন। মোগল বাদশাহদের মত আহোম রাজা-

দিগেব সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবাব জন্য জ্ঞাতিবধ করিতে হইত না, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমার-দিগেব অঙ্গহানি করিবাব প্রয়োজন হইত না, দেহের কোথাও অস্ত্র সঞ্চাব করিলেই চলিত। সাধাবণতঃ এই ক্ষত চিহ্ন যাহাতে সকলেব দৃষ্টিগোচব হয় এই জন্য নাক অথবা কানেব অগ্রভাগ চিবিয়া দেওয়া হইত। সুখাপাব বংশধবেরা প্রায় ছয শত বৎসর ব্রহ্মপুত্রেব উপত্যকায বাজত্ব কবিয়াছিলেন। নাগা, আকা, মিবি, ডাফলা, গাবো, কাছাড়ী প্রভৃতি অনার্য্য জাতি তাঁহাদেব সার্ব্বভৌম শক্তি স্বীকার কবিতে বাধ্য হইয়াছিল। হিন্দুস্থানেব মুসলমান বিজেতৃগণও আহোম বাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। শেষে উনবিংশ শতাব্দীব প্রাবম্ভে গৃহকলহে দুর্ব্বল আসাম ব্রহ্মেব পদানত হইল।

সাধারণ হিন্দু রাজবংশেব সহিত আহোম বাজবংশেব উত্তবাধিকাব বিধিব কিছু পার্থক্য ছিল। সুখাপার বংশধব না হইলে কেহ বাজা হইতে পাবিতেন না, কিন্তু পিতাব সিংহাসনে সর্ব্বদা পুত্রেব স্থান হয় নাই। পবলোকগত রাজার পুত্র বর্ত্তমানেও কনিষ্ঠ ভ্রাতারা বাজা হইতে পাবিতেন। স্বর্গদেব রুদ্র সিংহেব মৃত্যুব পব ক্রমান্বয়ে তাঁহাব চাবি পুত্র রাজত্ব কবিযাছিলেন। বাজা নির্ব্বাচনে আসামেব পাত্রগণেব অনেকটা হাত ছিল, এমন কি তাঁহাবা অযোগ্য বাজাকে সিংহাসনচ্যুত কবিবাব অধিকাবও দাবী করিতেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দুইবার (১৩৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ এবং ১৩৮৯ সাল হইতে ১৩৯৭ সাল) বাজা হইবাব উপযুক্ত লোক না পাইযা বড়গোহাঞি ও বুড়াগোহাঞি আপনাদেব দাযিত্বে শাসনকার্য্য পবিচালনা কবিযাছিলেন। অবশ্য প্রতাপ সিংহ বা রুদ্র সিংহেব মত পবাক্রান্ত বাজা কখনও বাজকার্য্যে পাত্রমন্ত্রীব মতামতেব অপেক্ষা রাখেন নাই, আপনাদেব ইচ্ছানুসাবে বাজ্যশাসন কবিযাছেন, কিন্তু প্রচলিত প্রথানুসাবে বাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়ে বাজাকে পবামর্শ দিবাব অধিকাব পাত্রবর্গেব ছিল।

আসামেব পাত্র ও মন্ত্রিগণ সংখ্যায ছিলেন পাঁচ জন—বড়গোহাঞি, বুড়াগোহাঞি ও বড়পাত্রগোহাঞি, পাত্র, এবং বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকন, মন্ত্রী। পদমর্য্যাদায বাজার পবেই তিন জন গোহাঞির স্থান। তাঁহাবা প্রায স্বাধীন ভাবেই আপন আপন প্রদেশ শাসন কবিতেন। তাঁহাদেব পদ পুরুষানুক্রমিক এবং বংশানুক্রমিক। পিতাব পদে পুত্রেব অধিকাবই অগ্রগণ্য ছিল, কিন্তু পুত্র পিতৃপদের একান্ত অযোগ্য হইলে বাজা অপব দুই গোহাঞিব সম্মতিক্রমে ঐ পরিবাবেব কোন যোগ্য ব্যক্তিকে শূন্যপদে নিযুক্ত করিতে পাবিতেন। গুরুতব অপবাধ কবিলে বাজা যে কোন গোহাঞিকে অপব দুইজনেব অনুমোদনে পদচ্যুত করিতে পারিতেন, কিন্তু পাঁচটি প্রাচীন পরিবার ব্যতীত অন্য বংশেব কাহাকেও এই তিনটি পদে নিযুক্ত করিবাব অধিকাব রাজারও ছিল না।

আহোম রাজত্বেব প্রাবম্ভে দুই জনেব অধিক গোহাঞি ছিল না, পরে বড়পাত্র-গোহাঞিব পদ সৃষ্টি হয। শেষে যখন তিন জন প্রধান কর্ম্মচাবীব সাহায্যেও রাজ্যশাসনেব সুব্যবস্থা করা সম্ভব হইল না তখন বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকনেব পদের সৃষ্টি হইল। এই দুইটি পদে উত্তবাধিকারেব নিয়ম স্বীকৃত হয নাই, কিন্তু এই দুইজন মন্ত্রীও দ্বাদশটি নির্দ্দিষ্ট

পরিবার হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। গোহাঞিঃ বংশের কাহাকেও বড়বড়ুয়া বা বড়-ফুকনের পদ দেওয়া হইত না। আসামের পূর্ব্বাঞ্চল (সদিয়া হইতে কৈলাবার পর্য্যন্ত) বড়বড়ুয়ার শাসনাধীন ছিল। অবশ্য এই প্রদেশের মধ্যে যে সকল জায়গার শাসনভার পূর্ব্ব হইতে গোহাঞিদিগকে দেওয়া হইয়াছিল সেখানে বড়বড়ুয়া বা বড়ফুকনের কর্তৃত্ব খাটিত না। বড়ফুকন ছিলেন কৈলাবার হইতে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম-আসামের শাসনকর্ত্তা। এই প্রদেশ রাজধানী হইতে কিছু দূরে অবস্থিত বলিয়া বড়-বড়ুয়া অপেক্ষা বড়ফুকনের কোন কোন বিষয়ে বেশী ক্ষমতা ছিল। রাজা ব্যতীত অপর কেহ শিরশ্ছেদ বা রক্তপাতের দণ্ড দিতে পারিতেন না। তিন গোহাঞিঃ গুরুতর অপরাধের জন্য অপরাধীদিগকে জলে ডুবাইয়া মারিবার আদেশ দিতে পারিতেন। বড়-ফুকনেরও এই ক্ষমতা ছিল।

এতদ্ব্যতীত কয়েকজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। সদিয়া খোয়াগোহাঞিঃ সদিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মোরঙ্গি খোয়াগোহাঞিঃ নাগা সীমান্ত শাসন করিতেন। নওগাঁর অধিকাংশ ও চারদুয়ারের কিয়দংশের শাসনভার সোলাল গোহাঞির হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল। কৈলাবারে তাঁহার শাসনকেন্দ্র ছিল। রাজার দুইজন নিকট আত্মীয়, সাধারণতঃ যুবরাজ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী, টিপাম ও সারিঙ্গ প্রদেশ শাসন করিতেন। তাঁহাদের উপাধি ছিল রাজা। এতদ্ব্যতীত স্বর্গরাজার অধীনে কয়েক জন করদ নৃপতিও ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু পরে আহোম রাজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল করদ রাজ্যের মধ্যে দরঙ্গ, রাণী ও বেলতলার নাম উল্লেখ যোগ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দরঙ্গ ও বেলতলার রাজগণ কুচবিহারের বিখ্যাত বীর শুক্লধ্বজ বা চিলারায়ের বংশধর। দরঙ্গের রাজা কৃষ্ণনারায়ণই আপনার রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বাঙ্গালা দেশ হইতে বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এখানে কয়েকজন ফুকন ও বড়ুয়ার কথা বলা আবশ্যক। পানিফুকন ও ডেকাফুকনের অধীনে যথাক্রমে ছয় ও চারি হাজার পাইক ছিল। ন্যায়খোদা ফুকন ছিলেন রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি। রাজার অনুপস্থিতিতে তিনিই আপীলের মামলার বিচার করিতেন। নৌসালিয়াফুকন রণতরী বহরের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। চোলাধরা-ফুকন ছিলেন রাজার বস্ত্রাগারের ভাণ্ডারী। হিন্দু মন্দিরগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন দেউলিয়াফুকন এবং মন্দিরের পরিচারকেরা ছিল জলভারীফুকনের অধীনে। খারগরিয়া-ফুকন বারুদখানা ও অপরাপর কারখানার দেখাশুনা করিতেন। ভাণ্ডারিয়াবড়ুয়া ছিলেন রাজার কোষাধ্যক্ষ, ডুলিয়াবড়ুয়া শিবিকাধ্যক্ষ, হাতীবড়ুয়া গজাধ্যক্ষ এবং বেজবড়ুয়া রাজ-চিকিৎসক। রাজদূতদিগের উপাধি ছিল কটকী ও বৈরাগী। আমাদের সংগৃহীত পত্রে কয়েকজন কটকী ও বৈরাগীর নাম পাওয়া যাইবে। কাকতীরা লেখক ও দলইগণ জ্যোতিষীর কার্য্য করিতেন।

রাজ্যের অধিকাংশ কৃষিজীবীকেই পাইক বা পদাতিকের কাজ করিতে হইত। চারিজন পাইক লইয়া এক একটি গোত গঠিত হইত। প্রত্যেক গোতের এক জন করিয়া পাইক পালা ক্রমে রাজকার্য্যে উপস্থিত থাকিত, অপর তিন জন তাহার অনুপস্থিতিতে চাষের কায করিত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বা কোন জরুরী প্রয়োজনে প্রত্যেক গোত হইতে একই সময়ে দুই বা তিন জন পাইককেও রাজকার্য্যে ডাকা হইত। আসামের বড় বড় জলাশয় এবং রাস্তা এই সকল পাইকের পরিশ্রমেই খনিত ও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের জন্য আবার পাইকদিগকে কতকগুলি কর্ম্মচারীর অধীনে "খেল" বা দলে বিভাগ করা হইয়াছিল। বিশজন পাইকের নায়কের উপাধি ছিল "বোরা"। একশত পাইকের অধিনায়ক ছিলেন "সাইকিয়া" এবং সহস্র সৈনিকের নেতা "হাজারিকা"। প্রত্যেক "রাজখাওয়া"র অধীনে তিন সহস্র এবং প্রত্যেক "ফুকনের" অধীনে ছয় হাজার পদাতিক থাকিত। পাইকেরা তাহাদের বোরা ও সাইকিয়া নির্ব্বাচন করিতে পারিত। প্রত্যেক পাইক বেতন স্বরূপ দুই "পুরা" বা নয় বিঘা নিষ্কর জমি পাইত। এতদ্ব্যতীত অন্য জমি আবাদ করিলে তাহাদিগকে "পুরা" প্রতি দুই টাকা খাজানা দিতে হইত। বুড়া-গোহাঞি, বড়গোহাঞি ও বড়পাত্রগোহাঞির অধীনে দশ হাজার করিয়া পাইক ছিল। বড়বড়ুয়ার অধীনে চৌদ্দ হাজার পাইক ছিল। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে রাজার কাজে পাঠাইতে হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসামে অরাজকতা—

পাত্র-মন্ত্রিগণের ক্ষমতা যেখানে এত অধিক, কবদ রাজার সংখ্যা যে রাজ্যে এত বেশী, সেখানে রাজার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। রুদ্র সিংহ কঠোর হস্তে রাজ্য শাসন করিতেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র লক্ষ্মী সিংহ ছিলেন বড়বড়ুয়ার হস্তের ক্রীড়নক। বড়বড়ুয়া কীর্ত্তিচন্দ্রের সাহায্যেই তিনি রাজেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর বড়গোহাঞি প্রভৃতি পাত্রমন্ত্রীর প্রতিকুলতা সত্ত্বেও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণের সময় (১৭৬৯ খৃঃ অঃ) তাঁহার বয়স ছিল পঞ্চাশের উর্দ্ধে। রাজকার্য্যের ভার তিনি একরূপ কীর্ত্তিচন্দ্রের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া মোয়ামারিয়াদিগের গুরু ও মোরান-নায়ক নাহর রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বসন্তের ক্ষতে তাঁহার দেহ বিকৃত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই। শেষে রাজা বিদ্রোহীদিগের হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু বিদ্রোহী-দিগের অনাচারে আসামের অভিজাতবর্গ এতদূর উত্যক্ত হইযাছিল যে একদিন অসন্তুষ্ট জনগণ নূতন রাজা ও মন্ত্রিগণকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বন্দী ও নিহত করিল। মোয়া-মারিয়াদিগের গোস্বামীকে নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া বধ করা হইল। লক্ষ্মী সিংহ সিংহাসন পাইলেন, কিন্তু রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল না। দেশে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মচারীর অভাব

ছিল না। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মী সিংহের যখন মৃত্যু হইল তখনও রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় নাই, রাজার লুপ্ত সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির পুনরুদ্ধার হয় নাই।

লক্ষ্মী সিংহের পর রাজা হইলেন যুবরাজ গৌরীনাথ। গৌরীনাথের তখন বয়স মাত্র পনর বৎসর। এই তরুণ বয়সেই তিনি অত্যন্ত হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বালক রাজাও পিতার ন্যায় বড়বড়ুয়ার পরামর্শে চলিতেন। রাজা হইয়া তিনি অন্যান্য রাজকুমারদিগের দেহে অঙ্গোপচারের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার সিংহাসন নিরাপদ হইল না। বড়বড়ুয়ার কুমন্ত্রণায় তিনি বড়গোহাঞি ও তাহার পাঁচ পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া অভিজাতবর্গের অপ্রীতিভাজন হইলেন। মোয়ামারিয়াদিগের প্রতি তিনি জাতক্রোধ ছিলেন, সুতরাং সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। রাজার উৎপীড়ন যখন অসহ্য হইল তখন তাহারা আবার বিদ্রোহী হইল। গৌরীনাথের জীবিতকালে মোয়ামারিয়া বিদ্রোহের শান্তি হয় নাই। এই বিদ্রোহের আগুন ক্রমশঃ আসামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গৌরীনাথের অপরিণামদর্শী মন্ত্রিগণও এই সময় ক্ষুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহ দমনে তৎপর হন নাই। স্বার্থসিদ্ধির আশায় রাজবংশের লোকেরাও বিদ্রোহীদিগের সহযোগিতা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু গৌরীনাথ একাকী তাহার অদূরদর্শিতার দণ্ডভোগ করেন নাই। বাঙ্গালার বরকন্দাজ ও মোয়ামারিয়া উপদ্রবে যে কেবল রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়াছিল তাহা নহে; ধনী-নির্ধন, উত্তম-অধম নির্ব্বিশেষে আসামের সহস্র সহস্র নিরপরাধ প্রজা গৃহহীন অন্নহীন হইয়াছিল, আসামের সমৃদ্ধ রাজ্য এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।

মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ—

মোয়ামারিয়ারা বৈষ্ণব, কিন্তু জীব হত্যায় বা রক্তপাতে তাহাদের আদৌ অরুচি ছিল না। ইহাদের অধিকাংশই অন্ত্যজ শ্রেণীর মৎস্যজীবী, সুতরাং হিংসায় ও হত্যায় অভ্যস্ত, অহিংসার ধর্ম্ম ইহারা একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। লক্ষ্মী সিংহ ও গৌরীনাথ সিংহের রাজত্বকালে মোয়ামারিয়াগণ ধ্বংসের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসামের মহামারী স্বরূপ হইয়াছিল। তাহাদের গোস্বামী বা গুরুরাও শিষ্যদিগকে হত্যা বা লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, বরং গুরুর অপমানের প্রতিকার করিবার জন্য তাহাদিগকে অস্ত্র ধারণেই উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মোয়ামারিয়াদিগের আর যে ত্রুটি থাকুক না কেন, গুরুভক্তির অভাব ছিল না। বৈরনির্য্যাতনেও তাহাদের শৈথিল্য দেখা যায় নাই। গৌরীনাথের সিংহাসনারোহণের দুই বৎসরের মধ্যেই আবার মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। একদল অশিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল নীচ শ্রেণীর লোককে দমন করিবার ক্ষমতা যে রাজার ছিল না তাহা নহে, কিন্তু গৌরীনাথ ও তাহার কুমন্ত্রিগণের দুর্ব্যবহারে রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারী ও অভিজাতবর্গের মধ্যে হয়ত ঐক্য ছিল না, কিন্তু রাজার আচরণ সম্বন্ধে তাঁহাদের আদৌ

মতভেদ হয় নাই। তাঁহারা মোয়ামারিয়া বিদ্রোহের সময় স্ব স্ব কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাজ্যের এমন দুরবস্থা হইয়াছিল। কাপ্তেন ওয়েলস (Captain Welsh) সন্দেহ করিয়াছেন যে বুড়াগোহাঞি পূর্ণানন্দেরও বিদ্রোহাদিগের প্রতি গোপন সহানুভূতি ছিল। কিন্তু মোয়ামারিয়া বিদ্রোহের বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরাজ সরকার আসামে ফৌজ পাঠাইতেন কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালার বরকন্দাজদিগের উপদ্রবের জন্য বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাদিগেরও প্রত্যক্ষ হউক পরোক্ষ হউক, কিছু দায়িত্ব ছিল বলিয়াই লর্ড কর্ণওয়ালিস আসামের অশান্তি দূর করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই বরকন্দাজেরা ছিল দরঙ্গের রাজা কৃষ্ণনারায়ণের অনুচর। অতএব এইখানে বরকন্দাজ উপদ্রবের কারণ আলোচনা করা যাউক।

দরঙ্গরাজের বিদ্রোহ—

গৌরীনাথের ধারণা ছিল যে নির্য্যাতনই শান্তিরক্ষা ও বিদ্রোহ দমনের প্রকৃষ্ট পন্থা; এই জন্য তাহার শিবিরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ দমনের পর তিনি যে কেবল নরনারী, শিশুবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে তাহাদের সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে, কেবল সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অভিজাত শ্রেণীর বহু লোকের প্রতি নৃশংস দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। ফলে আবার মোয়ামারিয়াগণ রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। বিদ্রোহীরা আসামের রাজধানী ঘরগাঁও অধিকার করিয়া রাজপ্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করিল। নিরুপায় গৌরীনাথ গৌহাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই দুঃসময়েও তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইল না। তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দরঙ্গের রাজা হংসনারায়ণকে হত্যা করিলেন। (বিষ্ণুনারায়ণের পত্র, নং ৩৯, ও আসাম রাজার মন্ত্রীদের পত্র, নং ৪০)। কাপ্তেন ওয়েলস্ বলিয়াছেন যে বোধ হয় রাজার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া অথবা তদানীন্তন অরাজকতার সুযোগে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে হংসনারায়ণ গৌরীনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। স্যার এডওয়ার্ড গেট লিখিয়াছেন যে হংসনারায়ণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ সপ্রমাণ হয় নাই, তথাপি গৌরীনাথ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র (৩৯ নং পত্র) বিষ্ণুনারায়ণকে দরঙ্গের রাজত্ব দেন। হংসনারায়ণের পুত্র কৃষ্ণনারায়ণ ইংরাজ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য রঙ্গপুরে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন হরদত্ত চৌধুরী। (ভুটানের পত্রে তাঁহাকে হরদত্ত বড়ুয়া বলা হইয়াছে।) হরদত্ত দরঙ্গের জমিদার এবং রাজা হংসনারায়ণের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু কেবল প্রভুভক্তি বশতঃই তিনি যে গৃহহীন, রাজ্যহীন বালক কৃষ্ণনারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে। গৌরীনাথের প্রতি তাঁহারও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের যথেষ্ট হেতু ছিল। স্বর্গদেব যখন হংসনারায়ণকে হত্যা করেন তখন তাঁহার আদেশে হরদত্তের ভ্রাতা,

পিতৃব্য ও দুই জন ভ্রাতুস্পুত্রও নিহত হইয়াছিলেন। হরদত্ত এবং কৃষ্ণনারায়ণ যখন আসাম আক্রমণের জন্য রঙ্গপুরে বরকন্দাজ নিয়োগ করিতেছিলেন তখন ইংরাজ সরকার তাঁহাদের কার্য্যে কোন প্রকার বাধা প্রদান করেন নাই। রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট লামসডেন (Lumsden) কৃষ্ণনারায়ণের সেনা সংগ্রহের কথা কলিকাতায় জানাইয়াছিলেন, কিন্তু বড়লাট তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনারায়ণ কোন প্রকাবে শান্তি ভঙ্গ না করেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজ সরকারের অপ্রীতিকর কার্য্য করিবার অভিপ্রায কৃষ্ণনারায়ণের ছিল না, বরঞ্চ তিনি ইংবাজের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যাহা হউক, তিনি বাঙ্গালা দেশ হইতে বরকন্দাজ লইয়া দরঙ্গ আক্রমণ করিলেন। বিষ্ণুনারায়ণকে অচিরে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া হরদত্ত ও কৃষ্ণনারায়ণ গৌহাটির অদূরে উপস্থিত হইলেন। গৌরী-নাথ তখন অনন্যোপায় হইয়া বাঙ্গালার বরকন্দাজদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য রুদ্ররাম বড়ুয়াকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। রুদ্ররামের একখানি চিঠিতে গোয়ালপাড়ার বণিক ড্যানিয়েল রৌশ ও জুগীঘোপার ইংরাজ ফৌজের অধ্যক্ষ ফিলিপ ক্রাম্পের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল। রৌশের কথা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাইবে। এইখানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে সমসাময়িক বাঙ্গালা ও ইংবাজী চিঠি হইতে দেখা যায যে কৃষ্ণ-নারায়ণ ও গৌরীনাথ উভয়েই বিভিন্ন সময়ে রৌশ সাহেবেব সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। রৌশ ও রুদ্ররাম বড়ুয়ার ব্যবসায়ঘটিত বিবাদ সম্বন্ধীয় কয়েকখানি চিঠিও আমাদেব সংগ্রহে আছে। তাহার কথাও পরে আলোচিত হইবে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের নীতি—

আসামের পত্র পাইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন যে ইংরাজ সরকারের শৈথিল্যেই আসামে বরকন্দাজ উপদ্রব সম্ভব হইয়াছে, অতএব বরকন্দাজদিগকে দমন করিবার দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। এদিকে বরকন্দাজেরা প্রচার করিতেছিল যে তাহাবা ইংরাজ সরকারের সিপাহী, কোম্পানীব হুকুমেই আসামে লড়াই করিতে আসিয়াছে। বড়লাট আসামের রাজাকে জানাইলেন যে বরকন্দাজদিগের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব কোনই সংস্রব নাই, তিনি তাহাদের অসঙ্গত আচরণের কথা আদৌ অবগত ছিলেন না। রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বরকন্দাজ নায়কদিগের নিকট অগৌণে নিজ নিজ গৃহে ফিরিবার আদেশ পাঠাইলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। সুতরাং বড়লাট স্থির করিলেন যে আসাম হইতে বরকন্দাজদিগকে দূর করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে হইবে। ১৭৯২ সালে বড়লাটের আদেশে কাপ্তেন টমাস ওয়েলস্ ৩৬০ জন সিপাহী লইয়া ব্যারাকপুর হইতে আসাম যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহকারী ছিলেন লেপ্টেনাণ্ট ম্যাকগ্রেগর। আসাম সম্বন্ধে তখন বঙ্গদেশের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোন খবরই রাখিতেন না। সুতরাং এই অজ্ঞাত প্রদেশের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এন্সাইন উডও (Ensign

Wood) কাপ্তেন ওয়েলসের অভিযানের আমীন (Surveyor) নিযুক্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত লেপ্টেন্যান্ট ডিক্, লেপ্টেন্যান্ট উইলিয়মস, লেপ্টেন্যান্ট আরউইন এবং লেপ্টেন্যান্ট ক্রেসওয়েল প্রভৃতি আরও কয়েক জন কর্ম্মচারী ১৭৯২ সালে আসাম অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। বড়লাট কাপ্তেন ওয়েলস্‌কে অভিযানের উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন যে ইংরাজ সরকার আসামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। বরকন্দাজদিগের উপদ্রব নিবারণ করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বিনা রক্তপাতে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। কাপ্তেন ওয়েলসের নিকট হইতে আসামের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত রিপোর্ট পাইবার পর সকাউন্সিল বড়লাট তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবেন।

বরকন্দাজগণের বিবরণ—

কৃষ্ণনারায়ণ বাঙ্গালা দেশ হইতে বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অনুচরেরা বাঙ্গালী বরকন্দাজ নামে পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের জমাদারেরা অনেকেই বাঙ্গালী ছিল না। কাপ্তেন ওয়েলসের পত্রে প্রকাশ যে জমাদার দুর্জ্জন সিং বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসী, ধীরসিং জাতিতে শিখ এবং গায়েব সিং বড় য়া বিজনীর লোক। কৃষ্ণনারায়ণেব দলে এক দল যুদ্ধব্যবসায়ী সন্ন্যাসীও ছিল। সুতরাং রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট যখন ইস্তাহার জাহির করিয়া জানাইলেন যে বরকন্দাজ জমাদারেরা অবিলম্বে ঘরে ফিরিয়া না গেলে তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কয়েদ হইবে, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক হইবে, তখন বিশেষ কোন ফল হয় নাই। বরং কৃষ্ণনারায়ণের রিসালাদার, জমাদার ও বরকন্দাজেরা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিল যে তাহারা বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আসামে আসিয়াছে। তাহারা যখন যাহার নিকট যায় তখন তাহার আদেশ বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করে। কোম্পানীর নামে তাহারা আসামে কোন উপদ্রব করে নাই (৩১ নং পত্র)। রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া দেখিলেন কৃষ্ণনারায়ণের বরকন্দাজদিগের মধ্যে তাঁহার জিলার লোক মাত্র তিন জন। ইহার পর আর সন্দেহ রহিল না যে কেবল ভয় দেখাইয়া এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে না। আসাম হইতে লুণ্ঠনলোভী বরকন্দাজদিগকে দূর করিতে হইলে বল প্রয়োগ করিতে হইবে।

কাপ্তেন ওয়েলসের কার্য্যাবলী—

১৭৯২ সালের ৮ই নভেম্বর কাপ্তেন ওয়েলস গোয়ালপাড়ায় পৌছিলেন। তখন গোয়ালপাড়াই ছিল কোম্পানীর রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্ত। সেখানে সাধারণতঃ কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী থাকিত না, কারণ সে সময়ে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকা গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোয়ালপাড়ার অদূরে জুগীঘোপায় সীমান্তের শান্তিরক্ষার জন্য একদল ফৌজ থাকিত। গোয়ালপাড়ার ওপারে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করিবার

জন্য আসামের রাজার একটি চৌকী ছিল। ইহাই আমাদের পত্রে উল্লিখিত বিখ্যাত কাণ্ডারচৌকী। এখানকার ইজারাদারকে কান্দার বড়ুয়া বলিত। আমাদের পত্রের রুদ্ররাম, চাঁদরাম, পরশুরাম, কমলদেব বা কমলনারায়ণ এই কাণ্ডারচৌকীর ইজারাদার ছিলেন। সুতরাং তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশের সহিত আসামের যে ব্যবসায়,ও বাণিজ্য হইত তাহা কার্য্যতঃ একদিকে এই বড়ুয়াদিগের অপরদিকে গোয়ালপাড়ার লবণের ইজারাদার ড্যানিয়েল রৌশ সাহেবের করতলগত ছিল। রৌশ সাহেবকে সামান্য বণিক মনে করিলে ভুল হইবে। এই অরাজকতার সময় তিনি ফৌজের বাণিজ্য এবং রাজনীতির ব্যবসায়ও করিয়াছিলেন। সে কথা পরে হইবে।

গোয়ালপাড়ায় আসিয়া ওয়েলস সাহেবের আসাম সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষেব নিকট লিখিবার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে পৌছিয়া তিনি খবর পাইলেন যে পূর্ব্ব-আসামে রাজার অধিকার একেবারে লোপ পাইয়াছে, তথায় মোয়ামারিয়াদিগেব একাধিপত্য স্থাপনের আর বিলম্ব নাই, কেবল বুড়াগোহাঞি পুর্ণানন্দ জোরহাটে তাহাদের গতিবোধ করিতেছেন। কৃষ্ণনারায়ণের বরকন্দাজেরা গৌহাটির নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের সর্ব্বত্র নিত্য নূতন বিদ্রোহী নায়কের আবির্ভাব হইতেছে। কয়েক দিন পরে দরঙ্গের উপাধিশেষ রাজা বিষ্ণুনারায়ণ ভগ্নদূতের মত আসিয়া খবর দিলেন যে গৌহাটি যায় যায়, রাজার জীবনও বিপন্ন। সুতরাং ওয়েলস সাহেব আর কালবিলম্ব না করিয়া ব্রহ্মপুত্রে উজান বাহিয়া নৌকাযোগে গৌহাটি যাত্রা করিলেন। ১৯শে নবেম্বব কয়েকখানি ছিপ নৌকার সহিত ওয়েলস সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। ছিপে আসিতেছিলেন স্বয়ং গৌরীনাথ। ওয়েলস সাহেব শুনিলেন একদল মোয়ামারিয়া এক বৈরাগীর নেতৃত্বে গৌহাটি দখল করিয়াছে, গৌরীনাথ কোন ক্রমে প্রাণ লইয়া গোয়ালপাড়ার দিকে পালাইয়া আসিয়াছেন। এই সময় বড়বড়ুয়াও ওয়েলস সাহেবের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন।

অবিলম্বে গৌহাটি আক্রমণ করিবার পরামর্শ স্থির হইল। গৌরীনাথ বলিলেন, এখনও সেখানে তাঁহার দলের বহু লোক আছে। সামন্তরাজদিগের মধ্যে "রাণীর" রাজার সাহায্য তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন। গৌহাটি হইতে চারি ক্রোশ দূবে আসিয়া ওয়েলস সাহেব খবর পাইলেন যে কামাখ্যার পথে গৌহাটি যাইবার একটি রাস্তা আছে, এই রাস্তায় গেলে শত্রুদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করা যাইতে পারে। ২৫শে নবেম্বর একদল সৈন্য লইয়া তিনি স্থলপথে গৌহাটির দিকে যাত্রা করিলেন। বাকী সৈন্য রাজার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বৈরাগীব সৈন্যেরা সেদিন কোন উৎসবে ব্যাপৃত ছিল। শত্রুর আগমন তাহারা সন্দেহও করিতে পারে নাই। পরদিন প্রভাতে এক রকম বিনা রক্তপাতেই গৌহাটি দখল হইল। সায়াহ্নে রাজা গৌরীনাথ মহা সমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন।

কাপ্তেন ওয়েলস বরকন্দাজ উপদ্রব দমন করিতে আসামে আসিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে যথাসম্ভব বিনা রক্তপাতে এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বলিয়াছিলেন।

গৌহাটি অধিকারের পর ওয়েলস দেখিলেন আসামের সমস্যা অত্যন্ত জটিল। বরকন্দাজেরা বিতাড়িত হইলেও আসামে শান্তি স্থাপিত হইবে না। মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ দমন করাও প্রয়োজন। রাজ্যের তিন গোহাঞির কাহারও সহিত রাজার সদ্ভাব নাই। রাজা বড়বড়ুয়া জয়নাথের হাতের পুতুল। বড় ফুকনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নহেন। রাজার নির্য্যাতনেই বিদ্রোহের উৎপত্তি ও বিস্তার হইয়াছে। কিন্তু রাজা পূর্ব্ব নীতি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। ভগ্নস্বাস্থ্য রাজার রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার শক্তি নাই। স্নান-সন্ধ্যায় ও অহিফেন সেবনেই তাঁহার সময়ের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। ওয়েলস পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণনারায়ণকে তাঁহার পিতৃরাজ্য ফিরাইয়া দিয়া পশ্চিম-আসামে শান্তি স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব প্রথমে রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু ওয়েলস রাজাকে বুঝাইলেন যে মাত্র সাড়ে তিন শত সিপাহী লইয়া পশ্চিমে কৃষ্ণনারায়ণের চারি হাজার বরকন্দাজ ও পূর্ব্বদিকে অসংখ্য মোয়ামারিয়া বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নহে। তিনি বড়লাটকেও আসামের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া অতিরিক্ত ফৌজ চাহিয়া পাঠাইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন যে আসামে শান্তি স্থাপন না করিয়া কাপ্তেন ওয়েলসকে ফিরিয়া আসিতে বলা সঙ্গত হইবে না।

কৃষ্ণনারায়ণ নিজে শান্তির বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু বরকন্দাজেরা তাঁহার বেতন-ভোগী হইলেও আজ্ঞাবহ ছিল না। কৃষ্ণনারায়ণ তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে বেতন দিতে পারিতেন না। সামান্য বেতনের ভরসায়ও তাহারা আসামে যায় নাই। বেতন অপেক্ষা লুণ্ঠনলব্ধ অর্থের প্রতিই তাহাদিগের অধিক লোভ ছিল। শান্তি হইলে লুণ্ঠনের সম্ভাবনা লোপ হয় সুতরাং কৃষ্ণনারায়ণের সন্ধি করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বরকন্দাজ-দিগের প্রতিকূলতায় কাপ্তেন ওয়েলসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কৃষ্ণনারায়ণ ও বরকন্দাজ নায়কেরা ওয়েলস সাহেবের পত্র ও পরোয়ানার ভদ্র ভাষায় উত্তর দিলেও কার্য্যতঃ তাহাদের অস্ত্রত্যাগের অভিপ্রায় দেখা গেল না। অগত্যা কাপ্তেন ওয়েলস কৃষ্ণনারায়ণকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজ ফৌজের নিকট পরাজিত হইয়া কৃষ্ণনারায়ণ ও তাঁহার অনুচরেরা ভুটানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে বিজনীর নাজির মহেন্দ্র-নারায়ণও একদল ফৌজ লইয়া আসামে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চক্রান্তে বিজনীর রাজা হরদেবনারায়ণ নিহত হইয়াছিলেন। ইংরাজ সরকারের ভয়ে মহেন্দ্র-নারায়ণও ভুটানে পলায়ন করিয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গালার বরকন্দাজেরা আসামের বাহিরে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশের লোক নিরুপদ্রব হইল না। সুযোগ পাইলেই তাহারা ভুটান হইতে আসিয়া আসামের গ্রামে গ্রামে উৎপাত করিত। এদিকে কুচবিহারের বালক রাজা ও রাজগুরু সর্ব্বানন্দ কৃষ্ণনারায়ণকে ইংরাজ সরকারের সহিত আপোষ করিতে পরামর্শ দিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। ভুটানের সীমান্তের শাসনকর্ত্তৃগণও ইংরাজের সহিত অপ্রীতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বরকন্দাজেরাও ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণনারায়ণকে পরিত্যাগ করিতেছিল।

পরিশেষে ১৭৯৩ সালের মে মাসে কৃষ্ণনারায়ণ ও তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হরদত্ত চৌধুরীর পুত্র চারি শত বরকন্দাজ লইয়া গৌহাটিতে ওয়েলস সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বরকন্দাজদিগকে রঙ্গপুরের সরকারী তহবিল হইতে বেতন পরিশোধ করিয়া বিদায় করা হইল। কৃষ্ণনারায়ণ পিতৃরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। তিনি এই সময় কামরূপের অধিকারও দাবী করিলেন। এক সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কামরূপের রাজা ছিলেন, কিন্তু ওয়েলস সাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে কামরূপের রাজ্যে কৃষ্ণনারায়ণ অপেক্ষা বিষ্ণুনারায়ণ এবং সমুদ্রনারায়ণের প্রবলতর দাবী ছিল। সুতরাং বিষ্ণুনারায়ণকে কামরূপের রাজা করা হইল। ওয়েলস সাহেব যতদিন আসামে ছিলেন ততদিন কৃষ্ণনারায়ণ বিশ্বস্তভাবে তাঁহার ব্যবস্থা মানিয়া চলিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে গৌরীনাথের মঙ্গলের জন্যই কাপ্তেন ওয়েলস তাঁহার ও তাঁহার কুমন্ত্রিগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ওয়েলস আসামে আসিবার অল্পদিন পরেই বড়ফুকন পদচ্যুত হইয়াছিলেন (পত্র নং ৪০)। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে বড়বড়ুয়াকেও স্থানান্তরিত না করিলে রাজ্যের মঙ্গল নাই। ইংরাজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল রাজা ও বিদ্রোহীদিগের মধ্যে মধ্যস্থতা করিয়া আপোষে বিবাদ মিটাইয়া ফেলা, আসামে বিনা রক্তপাতে শান্তি স্থাপন করা। এই জন্য ওয়েলস সাহেব বিদ্রোহীদিগকে পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিবার আশ্বাস দিয়া শান্তির পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সাধারণের ধারণা ছিল যে ইংরাজ ফৌজ আসাম পরিত্যাগ করিলেই রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ পুনরায় নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিবেন। সুতরাং ইংরাজ সরকারের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহাদের শঙ্কা ও সন্দেহ দূর হয় নাই। এদিকে সুযোগ পাইলেই ওয়েলস সাহেবের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বড়বড়ুয়া ও রাজা তাঁহাদের অভ্যস্ত রীতিতে প্রজাদিগকে বিনা অপরাধে অথবা অল্প অপরাধে অমানুষিক ভাবে নির্য্যাতন করিতেছিলেন। কৃষ্ণনারায়ণের দূত ওয়েলস সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া রাজার অনুচরদিগের হস্তে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরাজ সরকারের শান্তির প্রচেষ্টা পদে পদেই ব্যর্থ হইতে ছিল। অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারীরাও ওয়েলস সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইতে ভরসা পাইতেছিলেন না। অতএব তিনি রাজার অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই তাঁহার কুগ্রহ বড়বড়ুয়া ও চোলাধরাফুকনকে পদচ্যুত করিলেন। রাজা প্রথম হইতেই আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অবাধে প্রজাগণের প্রাণদণ্ড করিতে না পারিলে, অঙ্গহানি না করিতে পারিলে রাজত্ব থাকা বা না থাকা সমান। কিন্তু গৌরীনাথ যখন দেখিলেন যে কাপ্তেন ওয়েলসের অনুগ্রহের উপর তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সিংহাসন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে তখন অনন্যোপায় হইয়া বড়বড়ুয়া ও চোলাধরাফুকনের পদচ্যুতি অনুমোদন করিলেন এবং পুরাতন বড়ফুকনের স্থানে নূতন বড়ফুকন নিয়োগ করিলেন। পদচ্যুত বড়বড়ুয়া ও চোলাধরাফুকনকে জুগীঘোপায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইয়া বড়বড়ুয়া জয়নাথ ও চোলাধরাফুকন পূর্ব্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

বড়বড়ুয়ার পুত্র বয়সে বালক হইলেও তাঁহার অনুচরদিগের সাহায্যে নানারূপে ওয়েলস সাহেবের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজ সরকার বাধ্য হইয়া পদচ্যুত মন্ত্রিদ্বয়কে আসাম হইতে দূর করিয়া রঙ্গপুরে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। এখানে তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনরূপ অন্তরায় হয় নাই। আত্মীয় স্বজনের সহিতও তাঁহারা পত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপনাদের অভাব অভিযোগও জানাইতে পারিতেন, নতুবা ওয়েলস সাহেবের বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকট অভিযোগ করা সম্ভব হইত না। (পত্র নং ৪০)।

গৌরীনাথ বুঝিয়াছিলেন যে মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ দমনের পূর্ব্বে ইংরাজ ফৌজ আসাম ছাড়িয়া গেলে তাঁহার সিংহাসন দুই দিনও টিকিবেনা। সুতরাং তিনি কাপ্তেন ওয়েলসকে তাঁহার রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। ওয়েলসও বুঝিয়াছিলেন যে আসামের প্রজা সাধারণের হিতার্থেই ইংরাজ ফৌজ আসামে থাকা প্রয়োজন। রাজা অবশ্য যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাপ্তেন ওয়েলস বুঝিয়াছিলেন যে এত দিনের অরাজকতার পর রাজস্ব সংগ্রহের একটা সুব্যবস্থা না করিলে গৌরীনাথের ইচ্ছা থাকিলেও নিয়মিতরূপে ফৌজের রসদ ও খরচ যোগাইতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি একদিকে যেমন আসামের জনসাধারণ, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও করদ নৃপতিবৃন্দকে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সমবেত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন, তেমনই অপর দিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-আসাম তখনও মোয়ামারিয়াদিগের অধিকারে। কৃষ্ণনারায়ণের সহিত সন্ধি হইবার পর পশ্চিম-আসামে কথঞ্চিৎ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে যুদ্ধের খরচ প্রধানতঃ পশ্চিম আসাম হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে

টাকার প্রয়োজন হইবামাত্র ওয়েলস সাহেবের কাণ্ডারচৌকির কথা মনে পড়িল। এই পথেই বাঙ্গালার লবণ লইয়া মহাজনী নৌকা আসামে প্রবেশ করিত, আবার মুগা সুতা, মুগা ধুতি, হস্তিদন্ত, লাক্ষা ও মাঞ্জিষ্ঠা লইয়া বাঙ্গালা দেশে ফিরিত। যাতায়াতের সময় চৌকির ইজারাদার কাণ্ডারবড়ুয়াদিগকে মাশুলের টাকা দিতে হইত। বড়ুয়ারা ইজারার জন্য বার্ষিক ৯০,০০০৲ টাকা রাজসরকারে দিতেন, কিন্তু রাজার নিজ তহবিলে ২৪,০০০৲ হইতে ২৬,০০০৲ টাকার বেশী পৌঁছিত না। বাকী টাকা বড়বড়ুয়া প্রভৃতি ছোট বড় কর্ম্মচারীরা আত্মসাৎ করিত। ওয়েলস সাহেব স্থির করিলেন যে দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডারচৌকির আয়ও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং চৌকির ইজারা যদি তুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে একদিকে ব্যবসায়ীরা বড়ুয়াদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবে, অপর দিকে চৌকির উপস্বত্ব হইতে ফৌজের ব্যয় নির্ব্বাহ করা চলিবে। ওয়েলস সাহেব হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে রাজাকে ২৬০০০৲ দিবার পরও মাশুল আদায়ের খরচ বাদে ফৌজের

খরচ বাবদ অন্যূন ৬০,০০০৲ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে চালাইবার জন্য কাণ্ডারচৌকির বন্দোবস্ত ইংরাজ সরকারের নিজের হস্তে লইতে হইবে। কুচবিহারের কমিশনারের হস্তে এই কার্য্যের ভার দেওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত বড়ফুকন তাঁহার শাসিত প্রদেশের রাজস্ব হইতে দেড়লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। স্বর্গদেবের প্রয়োজন হইলে করদ রাজারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদাতিক পাঠাইতেন। এই ব্যবস্থায় কোন পক্ষেরই বিশেষ সুবিধা হইত না। কাপ্তেন ওয়েলস প্রস্তাব করিলেন যে অতঃপর যদি করদ রাজা-দিগকে পদাতিক সরবরাহ করিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় করা হয় তবে মোটের উপর স্বর্গদেবের অধিক অর্থাগম হইবে। নূতন সন্ধি অনুসারে দরঙ্গের কৃষ্ণনারায়ণ পদাতিকের পরিবর্ত্তে ৫৮০০০৲ টাকা খাজানা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে লর্ড কর্ণওয়ালিস কাপ্তেন সাহেবের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাণ্ডারচৌকির ইজারাদারগণের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া গোয়ালপাড়ার রৌশ সাহেব আসামের বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নূতন ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

এদিকে ওয়েলস সাহেব করদ রাজা ও রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারীদিগের সহযোগিতা লাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার পক্ষ হইতে লেপ্টেন্যাণ্ট ম্যাকগ্রেগর বুড়াগোহাঞি, বড়গোহাঞি ও সোলালগোহাঞির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিযানের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। জয়নাথ বড়বড়ুয়ার প্ররোচনায় রাজা এই বড়গোহাঞি ও সোলালগোহাঞিকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, কাপ্তেন ওয়েলসের পরামর্শে আবার তাঁহাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া সসম্মানে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিলেন। বড়গোহাঞি ও বুড়াগোহাঞির অনুমোদনে পানিসিলিয়াফুকন বড়বড়ুয়ার পদ পাইলেন। কাপ্তেন ওয়েলস মোয়ামারিয়াদিগের নেতা পীতাম্বরকেও শান্তির প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্র বোধ হয় মোয়ামারিয়া শিবিরে পৌঁছে নাই। তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেলে তাহাদের বিদ্রোহের অপরাধ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা হইবে বলিয়া ওয়েলস সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই কাপ্তেন ওয়েলস মোয়ামারিয়া-দিগকে বিনা যুদ্ধে শান্ত করিবার জন্য এমন উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন যে বুড়া গোহাঞির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জোরহাটের নিকট বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি লেপ্টেন্যাণ্ট ম্যাকগ্রেগরকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সুতরাং তাঁহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। অপর পক্ষে লেপ্টেন্যাণ্ট ম্যাকগ্রেগর মাত্র পঞ্চদশজন সহচর লইয়া সহস্রাধিক মোয়ামারিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরাজ সেনার সহিত যুদ্ধে পীতাম্বরের জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু গৌরীনাথের নৃশংস আচরণে ও কাপুরুষতায় মোয়ামারিয়াগণ তাঁহার প্রতি এরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল যে তাহারা

কাপ্তেন ওয়েলসের শান্তির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না। সুতরাং কাপ্তেন ওয়েলস ক্রমশঃ আসামের প্রাচীন রাজধানী ঘরগাঁও ও রঙ্গপুর দখল করিলেন (মার্চ্চ, ১৭৯৪)। রঙ্গপুর অধিকার করিবার পর কাপ্তেন ওয়েলস প্রকাশ্য দরবারে আসামের অভিজাতবর্গের সাক্ষাতে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখন তিনি ইংরাজ ফৌজ বিদায় দিতে পারিবেন কিনা। রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ উত্তর করিলেন যে ইংরাজ সৈন্য চলিয়া গেলে দেশে আবার অরাজকতা আরম্ভ হইবে। কিন্তু তখনও ওয়েলস সাহেব বেঙ্গমারার মোয়ামারিয়া শিবির আক্রমণ করিলেন না। তিনি আবার রাজাকে দিয়া মোয়ামারিয়াদিগের নিকট পত্র লিখাইলেন। কিন্তু এক মাসের মধ্যেও যখন কোন উত্তর আসিল না তখন ওয়েলস বেঙ্গমারা আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই; রঙ্গপুর হইতে কয়েক মাইল যাইবার পরই ইংরাজ ফৌজ আসাম পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। ১৭৯৩ সালে ডিসেম্বর মাসে স্যার জন শোর বড়লাট হইয়াছিলেন। তিনি আসামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। সুতরাং তিনি কাপ্তেন ওয়েলসকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ১৭৯৪ সালের ১লা জুলাইর মধ্যে ইংরাজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে হুকুম দিলেন। এই আদেশের ফল কি হইবে তাহা কাপ্তেন ওয়েলস ভাল করিয়াই জানিতেন। বড়লাটের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন যে ইংরাজ ফৌজ আসাম হইতে চলিয়া গেলে রাজস্ব, বাণিজ্য, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় কোন ব্যবস্থাই একদিনও টিকিবে না। আসামের রাজা ও অভিজাতবর্গ শোরের আদেশের সংবাদ পাইয়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেব কাতর আবেদনে কোন ফল হইল না। বড়লাটের আদেশ অনুসারে ওয়েলস সসৈন্যে আসাম হইতে চলিয়া গেলেন।

কাপ্তেন ওয়েলসের প্রত্যাবর্ত্তন ও আসামে অরাজকতার পুনরাবির্ভাব—

তাঁহার দেড় বৎসরের পরিশ্রম নিষ্ফল হইল। অচিরে আসামে মাৎস্যন্যায়ের পুনরাবির্ভাব হইল। কামরূপে আবার বরকন্দাজদিগের উপদ্রব আরম্ভ হইল। উহাদের পরে আসিল ডুমডুমিয়া বা ডুন্দিয়া দস্যুদল। মোয়ামারিয়াদিগের ধ্বংসলীলা কখনই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহাদের সঙ্গে খাম্‌টি, নারা, কাছাড়ী প্রভৃতি অনার্য্য জাতি মাংসলুব্ধ খেচরের মত আসামের শবদেহের উপর আপতিত হইল। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মের নির্ম্মম সৈন্যদল অগ্নি ও তরবারি সহযোগে আসামের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্তার করিয়া মহাপ্রলয়ের সূচনা করিল। স্যার জন শোর যদি অসময়ে ওয়েলস সাহেবকে ফিরাইয়া লইয়া না যাইতেন তবে বোধ হয় আসামের নিরপরাধ প্রজাগণকে ত্রিশ বৎসর কাল এত কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না।

কাপ্তেন ওয়েলসের প্রত্যাবর্ত্তনের পর গৌরীনাথ আর রঙ্গপুরে থাকিতে সাহস করিলেন না। তিনি পাত্রমন্ত্রী সহ জোরহাটে বুড়াগোহাঞির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সময় হইতে জোরহাট আসামের রাজধানী হইল। ইংরাজ ফৌজ চলিয়া যাইবার পরই মোয়ামারিয়াগণ আবার নির্ভয়ে রঙ্গপুরের দিকে অগ্রসর হইল। অসভ্য খাম্‌টিগণ সদিয়া অধিকার করিল এবং তাহাদের দলপতি সদিয়া খোয়াগোহাঞি উপাধি ধারণ করিল। বুড়াগোহাঞি কাপ্তেন ওয়েলসের ফৌজের দুইজন দেশীয় কর্ম্মচারীর সাহায্যে কতকগুলি সৈন্য পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়া লইলেন এবং তাহাদের সাহায্যে দেশে শান্তি রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। এই জন্য কেবল রাজা গৌরীনাথকে দোষ দেওয়া যায় না। স্যার এডওয়ার্ড গেটের বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় যে গৌরীনাথ বিনা দোষে বড়ফুকন ও সোলালগোহাঞির প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ধারণা একেবারে ঠিক নহে। তুংখুঙ্গিয়া বুরঞ্জীতে দেখা যায় যে ওয়েলস সাহেবের সুপারিসে যিনি বড়ফুকনের পদ লাভ করিয়াছিলেন তিনি জাতিতে কাছাড়ী, খাঁটি আসামের লোক নহেন। কেবল কাপ্তেন ওয়েলসের অনুরোধে নিজের অনিচ্ছাস্বত্বেও রাজা এক জন বিদেশীকে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া থাকিলেও পরে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চেটিয়া বড়ফুকনকে (কাছাড়ী বড়ফুকনের নাম ছিল চেটিয়া) পাত্রদিগের সহিত একাসনে বসিবার অধিকার দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। চেটিয়া বড়-ফুকনের স্বলিখিত পত্রেই (৫৩ নং পত্র) প্রকাশ যে ইহার প্রতিদানে তিনি গৌরীনাথকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অপর একজন রাজকুমারকে রাজা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কামরূপের রাজা বিষ্ণুনারায়ণও ইংরাজ সরকারের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে এই চেটিয়া বড়ফুকনই তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন, রাজা গৌরীনাথের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। চেটিয়া বড়ফুকন যে হাজারী সিং জমাদারের সাহায্যে গৌহাটীতে নূতন শাসনতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে গৌরীনাথের উৎপীড়ন হইতে প্রজা সাধারণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনায়ই তিনি রাজা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বড়ফুকনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন রাজা তাঁহার মত বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিলে রাজ্যের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক হইত। সুতরাং চেটিয়া বড়ফুকন ও তাঁহার সহযোগীদিগের প্রাণদণ্ড করিয়া গৌরীনাথ যে বিশেষ অন্যায় করিয়াছিলেন একথা জোর করিয়া বলা চলেনা। চেটিয়া বড়ফুকনের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে মনে হয় যে কাপ্তেন ওয়েলস আসামের রাজকর্ম্মচারী নিয়োগে সর্ব্বদা লোকচরিত্রা-ভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইংরাজ সেনার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার সমস্ত ব্যবস্থা পণ্ড হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার একান্ত বিশ্বাসভাজন চেটিয়া বড়ফুকনই যে সেই কুকার্য্যের অগ্রণী হইবেন তাহা হয়ত তিনি ধারণাও করিতে পারেন নাই।

গৌরীনাথের মৃত্যু ও পূর্ণানন্দের আধিপত্য—

১৭৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গৌরীনাথের নৃশংস জীবনের শেষ হইল। বুড়া-গোহাঞি রাজার মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়া বড়বড়ুয়াকে জোরহাটে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বড়বড়ুয়া জোরহাটের রাজপ্রাসাদে বুড়াগোহাঞির ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন। রাজদরবারে পূর্ণানন্দের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। তিনি স্বর্গদেব গদাধর সিংহের বংশধর কিনারামকে রাজা করিলেন। (পত্র নং ১০১)। রাজা হইবার পর কিনারামের নাম হইল কমলেশ্বর সিংহ। রাজেশ্বর সিংহের প্রপৌত্র ব্রজনাথ সিংহ ইংরাজ রাজ্যে চিলমারিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গৌরীনাথের রাণী ব্রজনাথের জন্য ইংরাজ সরকারে সুপারিশ করিয়াছিলেন। ১৮১৪ সালে কুচবিহারে ও রঙ্গপুরে এই ব্রজনাথের পক্ষ হইতেই সৈন্য সংগ্রহের উদ্যম হইয়াছিল। (পত্র নং ১২৭)। নরম্যান ম্যাকলিয়ড ইঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতেন না বলিয়া ইঁহাকে গৌরীনাথের পুত্র বলিয়াছেন।

কমলেশ্বর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি নামে রাজা ছিলেন, প্রকৃত পক্ষে এই সময় বুড়াগোহাঞি পূর্ণানন্দই রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি মোয়ামারিয়াদিগকে দমন করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোয়ামারিয়া নায়ক পীতাম্বর নিহত হইবার পরও দেশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ডাফলা, জৈন্তিয়া, কাছাড়ী প্রভৃতি অর্দ্ধ স্বাধীন ও স্বাধীন জাতির সহিত যোগদান করিয়া তাহারা নূতন নূতন নায়কের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজশক্তির বিরোধিতা করিতে লাগিল। কমলেশ্বর রাজা হইবার দুই বৎসর পরেই পশ্চিম আসামে ডুম্‌ডুমিয়া-দিগের উৎপাত আরম্ভ হয়। আমাদের সংগৃহীত পত্রেও নিয়ামতুল্লা, মৃজা জানবেগ প্রভৃতি কয়েকজন দুন্দিয়া বা ডুম্‌ডুমিয়া সর্দ্দারের উল্লেখ আছে। মূলতঃ বরকন্দাজ ও দুন্দিয়াদিগের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিল না। দুন্দিয়াদিগের মধ্যেও অনেকে ইংরাজ রাজ্যের অধিবাসী ছিল। বরকন্দাজদিগের ন্যায় তাহারাও লুণ্ঠনের লোভে আসামে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তথাকার অরাজকতার সুযোগে স্থানীয় কোন জমিদার বা রাজকর্ম্মচারীর পক্ষাবলম্বন করিয়া অবাধে দস্যুবৃত্তি করিত। দুন্দিয়া সর্দ্দার নিয়ামতুল্লা ব্রজনাথ সিংহের (পদ্মকুমার) পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্‌টনও অন্যতম দুন্দিয়া নায়ক মৃজা জানবেগের নাম শুনিয়াছিলেন। গোয়ালপাড়ার বার্ণার্ড ম্যাককুলমের সহিত মৃজা জানবেগের ও তাহার সহযোগী মাহ্‌মুদ খাঁ সুবাদারের যে পত্রবিনিময় হইয়াছিল তাহাতেই তাহাদের প্রতাপ ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ডুম্‌ডুমিয়ার উৎপাত আরম্ভ হয় কামরূপে। হরদত্ত ও বীরদত্ত নামক দুই ভ্রাতা কতকগুলি কাছাড়ী, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী দুর্ব্বৃত্তের সাহায্যে স্বর্গদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে কুচবিহারের ও বিজনীর রাজাদিগের এই বিদ্রোহে গুপ্ত সহানুভূতি ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থান হইতে বহু দুষ্ট লোক আসিয়া হরদত্ত ও বীরদত্তের দলপুষ্টি করিল। তাহারা উত্তর কামরূপ দখল করিয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে বড়ফুকন কতকগুলি হিন্দুস্থানী সিপাহী সংগ্রহ করিয়া বেলতলা ও ডিমারুয়ার করদ রাজাদিগের সাহায্যে হরদত্ত ও বীরদত্তের পরিচালিত দুন্দিয়া দস্যুদলকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ

করিলেন। এই জন্য তিনি 'প্রতাপবল্লভ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আসামের রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ রাজদ্রোহীদিগের উৎপাতে বিব্রত হইয়া মধ্যে মধ্যে ইংরাজ সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু বন্দুক, বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের সাহায্য তাঁহারা পান নাই।

১৮১০ সালে বসন্ত রোগে কমলেশ্বর সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালক চন্দ্রকান্ত বুড়াগোহাঞির অনুগ্রহে আসামের রাজা হইলেন। এই সময় বড়-ফুকন কালিয়া ভোমরা প্রতাপবল্লভ আসামে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কুচবিহারের মত ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বুড়াগোহাঞি ও অন্যান্য অভিজাতবর্গ এই পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

ব্রহ্মবাহিনী কর্ত্তৃক আসাম আক্রমণ—

চন্দ্রকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই বুড়াগোহাঞির ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। আমাদের সংগ্রহের ১৪০ ক নং পত্রে আসামের রাজা বুড়াগোহাঞির বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন তাহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এই চিঠিতে পূর্ণানন্দের প্রতি রাজার মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, অনভিজ্ঞ তরুণ রাজার ষড়যন্ত্রে বুড়াগোহাঞির কোনও ক্ষতি হয় নাই, তাঁহার ও রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাঁহারই এক আত্মীয়ের জন্য। কালিয়া ভোমরা প্রতাপ-বল্লভের মৃত্যুর পর বদনচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি বড়ফুকনের পদ পাইয়াছিলেন। ইঁহার কন্যার সহিত পূর্ণানন্দের এক পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। বদনচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রগণের উৎপীড়নে প্রজাদিগের মধ্যে এমন অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছিল যে বুড়াগোহাঞি আর বদনচন্দ্রকে প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। কন্যা সতর্ক করিয়া না দিলে বদনচন্দ্র বোধ হয় বৈবাহিকের হস্তে প্রাণ হারাইতেন। তিনি ইংরাজরাজ্যে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এইখানে ব্রহ্মের রাজদূতের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল এবং তাঁহার সঙ্গে বদনচন্দ্র ব্রহ্মের রাজদরবারে গমন করিলেন। ১৮১৬ সালের শেষভাগে বদনচন্দ্রের প্ররোচনায় আট হাজার ব্রহ্মসৈন্য আসামে প্রবেশ করিল। মণিপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণ আক্রমণকারীদিগের সহিত যোগদান করিলেন। এই সঙ্কট সময়ে বুড়া গোহাঞি পূর্ণানন্দের প্রাণবিয়োগ হইল। সাধারণের বিশ্বাস তিনি হীরকচূর্ণ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বুড়াগোহাঞির পদ পাইলেন।

এক বৎসরের মধ্যে জোরহাট দখল করিয়া বদনচন্দ্রকে বড়ফুকনের পদে পুনরধিষ্ঠিত করিয়া ব্রহ্মসৈন্য স্বদেশে ফিরিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত সিংহ পূর্ব্বের ন্যায় রাজা রহিলেন, কিন্তু আসামের দুরদৃষ্ট তখনও দূর হয় নাই। রাজমাতার চক্রান্তে আততায়ীর হস্তে বদনচন্দ্র নিহত হইলেন। এদিকে বুড়াগোহাঞিও চিলমারি হইতে ব্রজনাথ সিংহকে আনিয়া রাজা করিলেন। ব্রজনাথের দেহ ইতিপূর্ব্বেই বিকৃত করা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার পুত্র

পুরন্দর সিংহ রাজা হইলেন। বুড়াগোহাঞি চন্দ্রকান্তকে ধরিয়া তাঁহার কান চিরিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন বিজয় গৌরব সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। বদনচন্দ্রের বন্ধুগণ ব্রহ্মের দরবারে তাঁহার হত্যার সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। ১৮১৯ সালের প্রথম ভাগেই সেনাপতি আলা মিঙ্গি আসামে উপস্থিত হইলেন। পুরন্দর সিংহ চিলমারিতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। অল্প দিন পরে বুড়াগোহাঞিও আসামের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রকান্ত আবার আসামের সিংহাসনে বসিলেন। মনোহর পাঠক জমাদারের ৮ই শ্রাবণ (বাঙ্গালা ১২২৪ সাল) তারিখের পত্রে এই রাষ্ট্রবিপ্লবের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ইহার পর আর বেশী কিছু বলিবার নাই। কিছু দিন পরে চন্দ্রকান্ত সিংহও জোর-হাটে পলায়ন করিলেন। কয়েক বৎসর পুরন্দর সিংহ ও চন্দ্রকান্ত উভয়েই আপনাদের নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে তাঁহারা যেমন ব্রহ্মের সৈন্যদলকে মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিযাছেন অপর দিকে তেমনই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেও বিরত হন নাই। পরাজিত হইলেই পুরন্দর পলায়ন করিতেন ভুটানের দুয়ার প্রদেশে, আর চন্দ্রকান্ত আশ্রয় লইতেন বাঙ্গালা দেশে। ১৮২২ সালে সুপ্রসিদ্ধ মহাবন্দুলা আসামে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর চন্দ্রকান্ত সিংহ ব্রহ্মের কর্ম্মচারিগণের মিথ্যা আশ্বাসে প্রতারিত হইয়া আবার আসামে ফিরিয়া গেলেন। তিনি ভাবিযাছিলেন যে আবার তিনি পূর্ব্বপুরুষের সিংহাসন পাইবেন, কিন্তু তাঁহার স্থান হইল আসামের প্রাচীন রাজধানী রঙ্গপুরের কারাগারে। সুখাপা, জয়ধ্বজ সিংহ ও রুদ্র সিংহের বিস্তীর্ণ রাজ্য ব্রহ্ম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আসামে ইউরোপীয় বণিক—

রাজা ও রাজ্যের কথা শেষ হইল, এখন বণিক ও বাণিজ্যের কথা বলা যাউক। রঙ্গপুরের রাজপ্রাসাদ হইতে এইবার ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া গোয়ালপাড়ার লবণের গোলায় ও হদিরার কাওারচৌকিতে আসিতে হইবে। গোয়ালপাড়া বাঙ্গালা ও আসামের সীমান্তে। এই পথেই বাঙ্গালার পণ্যদ্রব্য আসামে প্রবেশ করিত। আসামের প্রাকৃতিক সম্পদের কথা লোকমুখে বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং ইংরাজ, ফরাসী ও পশ্চিম দেশের অন্যান্য বণিকদিগের দৃষ্টি গোয়ালপাড়ার দিকে আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বেই (১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে) ফরাসী বণিক জিন ব্যাপটিষ্ট সিভালিয়ার (Jean Baptist Chevalier) গোয়ালপাড়ায় কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। শিবরাম শর্ম্মা বৈরাগী নামক একজন আসামী বণিকের নিকট সিভালিয়ারের প্রায় এক লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। পরে সিভালিয়ারের পক্ষ হইতে লাভাল, বেলি ও লিয়ার পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য ১৭৭৮ সালে শিবরামের পুত্র রুদ্ররামকে আটক করিয়াছিলেন। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন যে আসামের ব্যাপারীরা অনেক সময় বাঙ্গালী ও ইংরাজ সওদাগরদিগের

প্রাপ্য টাকা আপোষে পরিশোধ করিতে চাহিত না। এই জন্য ইংরাজ কুঠিয়ালেরা ফৌজ রাখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে সিপাহী লইয়া আসামের রাজার এলাকায় প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক দেনাদারদিগের নিকট হইতে পাওনা আদায় করিয়া লইতেন। কুঠীর সাহেব-দিগেরও নিশান থাকিত, তাঁহাদের সিপাহীদিগের সামরিক উর্দ্দি ছিল, সুতরাং আসামের লোকেরা মনে করিত যে কুঠীর সাহেবেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী, সরকারী ফৌজের সাহায্যেই তাঁহারা পাওনা আদায় করেন। এক হিসাবে কুঠীর সিপাহীদিগকে ১৭৮৯-৯৩ সালের বরকন্দাজদিগের অগ্রদূত বলিলে ভুল হইবে না। ১৭৭৮ সালে লিয়াব যে আসামে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত প্রকাশ্য বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু কোন প্রতিকার হইয়াছিল কি না সন্দেহ। লিয়াবের কার্য্যাকার্য্য বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। আমাদের সংগৃহীত পত্রে তাঁহার নাম নাই, আছে গোয়ালপাড়ার লবণ ব্যবসায়ী রৌশ সাহেবের নাম।

ড্যানিয়েল রৌশ—

ড্যানিয়েল রৌশ কবে কোথা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন সঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে তিনি জাতিতে ছিলেন জার্ম্মাণ, আবার কাহারও কাহারও মতে তিনি ডেনমার্কের লোক। তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে তিনি প্রুশিয়ার বিখ্যাত রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের (Frederick the Great) সেনা বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। মিণ্ডেনের যুদ্ধে তিনি আহত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর গোয়ালপাড়া ও জুগীঘোপায় ব্যবসায় করিয়াছেন, সুতরাং অনুমান ১৭৭০-৭১ সালে তিনি গোয়ালপাড়া অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। ১৭৬৮ সালে তিনি গোয়ালপাড়া নিমক মহলের ইজারা লইয়াছিলেন। কাপ্তেন ওয়েলস লিখিয়াছেন যে কাণ্ডারচৌকীর বড়ুয়াদিগের সাহায্যে রৌশ সাহেব কার্য্যতঃ আসাম-বাঙ্গালার আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আসামে লবণের বাণিজ্য—

গোয়ালপাড়ার বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে হদিরা গ্রামে কাণ্ডারচৌকী। এইখানে আসামের রাজার পক্ষ হইতে দুই জন বড়ুয়া মহাজনদিগের নিকট হইতে আমদানী ও রপ্তানী সকল জিনিষের জন্য মাশুল আদায় করিতেন। মাশুলের হার ছিল সরকারী নিয়ম অনুসারে শতকরা দশ টাকা, কিন্তু বড়ুয়ারা এ বিষয়ে কোন আইন মানিয়া চলিতেন না। যাহার নিকট যাহা ইচ্ছা আদায় করিতেন। তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে কাহারও পক্ষে পণ্যদ্রব্য লইয়া কাণ্ডারচৌকী পার হইয়া যাইবার সাধ্য ছিল না। গৌহাটিতে তাঁহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে নালিশ করিলে কোন ফল হইত না। বড়ুয়ারা সাধারণ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন কাণ্ডারচৌকীর ইজারাদার। ওয়েলস

সাহেবের অভিযানের সময় এই ইজারার জন্য রাজসরকারে বার্ষিক ৯০,০০০৲ টাকা দিতে হইত। বড়ুয়াদের প্রাপ্য যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বুকানন হ্যামিণ্টন যখন আসামের বিবরণ সঙ্কলন করেন তখন দীর্ঘকাল অরাজকতার ফলে ব্যবসায় ও বাণিজ্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল, সুতরাং কাণ্ডারচৌকীর ইজারাদারেরাও ৪৫০০০৲ টাকার বেশী কর দিতেন না। জনষ্টোনের মতে ১৭৯১ সালে রুদ্ররাম, চাঁদরাম ও কৃষ্ণনাথ কাণ্ডারচৌকীর বড়ুয়া বা ইজারাদার ছিলেন। ডাঃ বুকানন হ্যামিণ্টনের আসামের বিবরণে প্রকাশ যে পরে পরশুরাম ও কমল নামক দুই জন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এই চৌকীর ইজারা পাইয়াছিলেন। বুকানন হ্যামিণ্টনের উল্লিখিত কমলই বোধ হয় আমাদের পত্রের কমলদেব বা কমলনারায়ণ। এপারের সহিত ওপারের, কাণ্ডারবড়ুয়াদিগের সহিত রৌশ সাহেবের, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিল, কারণ রৌশ ছিলেন লবণ ব্যবসায়ী, আর কাণ্ডারচৌকীর পথে মহাজনী নৌকায় বাঙ্গালা দেশ হইতে যে সমস্ত জিনিষ চালান হইত তাহার মধ্যে লবণই ছিল পরিমাণে বেশী।

আসামেও সদিয়া প্রদেশে লবণ উৎপন্ন হইত। মোহনঘাট বড়ুয়া নামক একজন কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে লবণের কাজ হইত। বাঁশের চোঙ্গায় সদিয়ার লবণ জোরহাটে আসিত, কিন্তু তাহার পরিমাণ ছিল কম, দামও ছিল অত্যন্ত বেশী। সুতরাং বাঙ্গালার লবণ না হইলে আসামের লোকের চলিত না। নদীয়ার কালী সরকারের পত্রে প্রকাশ যে তিনি বাঙ্গালার লবণের বিনিময়ে আসামের মুগা সুতা ও মুগা ধুতি আনিতেন। ওয়েলস সাহেবও লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট লিখিয়াছেন যে নগদ টাকা অপেক্ষা আসামে লবণ ও অহিফেনের বিনিময়ে রসদ সংগ্রহ করিবার বেশী সুবিধা হইবে। সুতরাং এই লবণের ব্যবসায়ে যে প্রভূত লাভ হইত তাহা বলাই বাহুল্য। বুকানন হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন যে কাণ্ডারচৌকিতে লবণের দাম প্রতি মণ ৫।।০, কিন্তু যাহারা মাশুল ফাঁকি দিয়া গোপনে স্থলপথে লবণ আমদানী করে তাহারা মণ প্রতি ৮৲ টাকা দাম দিয়া থাকে। কাপ্তেন ওয়েলস শুনিয়াছিলেন যে বরকন্দাজ উপদ্রবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে আসামে ১২০,০০০ মণ লবণ রপ্তানী হইত। ওয়েলস সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে লবণের মাশুল হইতেই প্রতিবৎসর ৪০,০০০৲ টাকা আদায় হইতে পারে। কিন্তু বুকানন হ্যামিল্টনের পুস্তক লিখিবার সময় রপ্তানী লবণের পরিমাণ কমিয়া ৩৫,০০০ মণে দাড়াইয়াছিল। যাহা হউক, বাঙ্গালার দ্রব্য ও আসামের পণ্য কিছুই কাণ্ডারবড়ুয়াদিগের বিনা অনুমতিতে তাঁহাদের চৌকির সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না। সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছামত মূল্যে কাণ্ডারচৌকিতেই আমদানী ও রপ্তানী জিনিষের বিক্রয় ও বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতেন। রৌশ সাহেব বড়ুয়াদিগের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের যত লবণ প্রয়োজন হইবে তিনি সরবরাহ করিবেন, পরিবর্ত্তে আসামের রপ্তানী কারবার তাঁহার হাতে যাইবে। এইভাবে আসামের ব্যবসা তাঁহার একচেটিয়া হইল বলা বাহুল্য যে ইহাতে রাজা-প্রজা ও ব্যবসায়ী কাহারও উপকার হয় নাই। ("Mr. Rausb being the principal

merchant at Goalpara entered into an agreement with the Burwas to furnaish them with whatever quantity of salt they might require, and in return for it almost the whole trade of Assam came through their hands to him which was in fact enjoying an exclusive privilege. This monopoly, injurious to the Rajah, prejudicial to trade and oppressive to the inhabitants, must, my Lord, be abolished". *Welsh to Cornwallis*, dated Gauhati, 21st Feb., 1793.) মোয়ামারিয়া ও বরকন্দাজ উপদ্রবের পর আসাম যখন ছারখার হইয়া গিয়াছে তখনও ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টনের হিসাব অনুসারে বাঙ্গালা দেশ হইতে আসামে ২২৮,৩০০৲ টাকার মাল রপ্তানী হইত, আসাম হইতে বাঙ্গালায় ১৩০৯০০৲ টাকার জিনিষ আমদানী হইত। অরাজকতার পূর্ব্বে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ইহার চতুর্গুণ ছিল মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এত বড় ব্যবসায় হাতছাড়া হইতে দিতে কোন বণিকই সম্মত হইতে পারেন না। তাই রৌশ সাহেব বড়ুয়াদিগের ইজারা রদের প্রস্তাব এবং আসামের সহিত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। রুদ্ররাম বড়ুয়ার সহিত তাঁহার বিবাদও এই বাণিজ্য উপলক্ষেই হইয়াছিল।

১৭৮৮ সালে হিউ বেইলী (Hugh Baillie) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে আসামে ব্যবসা করিবার জন্য কতকগুলি সুবিধাজনক অধিকার লাভ করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ড্যানিয়েল রৌশ, টমাস কটন (Thomas Cotton) এবং রবার্ট ব্রাইডি (Robert Brydie) আসামে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা পান। এই পরোয়ানা পাইবার পর রৌশ সাহেব বেইলীর নিকট হইতে পাঁচ টাকা মণ দরে দেড় হাজার মণ লবণ কিনিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ঢাকার কতকগুলি ইউরোপীয় বণিক আসামের লবণ ব্যবসায়ের লাভের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। রৌশ সাহেবের পত্রে প্রকাশ যে ইহারা রুদ্ররাম বড়ুয়ার সহযোগিতা পাইয়াছিলেন এবং সেই জন্য রৌশ সাহেবের নানা প্রকারে লোকসান হইয়াছে। রৌশ সাহেবের নামে যে সকল অবৈধ আচরণের অভিযোগ শুনা যায় তাহা একেবারে অসম্ভব নহে।

রৌশ সাহেবের জবরদস্তি—

লিয়ার প্রভৃতি গোয়ালপারার বণিকদিগের মত রৌশ সাহেবও ফৌজ রাখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে সেই ফৌজের ব্যবহার করিতেন। ১৭৮৮ সালে ও ১৭৯১ সালে তিনি আপনার সিপাহী লইয়া আসামে উৎপাত করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংগ্রহে রুদ্ররাম বড়ুয়ার দুইখানি পত্রে ১৭৯১ সালের উপদ্রবের কথা আছে। রুদ্ররামের দ্বিতীয় পত্রে প্রকাশ যে রৌশ সাহেবের সঙ্গে জুগীঘোপার সরকারী ফৌজের

নায়ক লেপ্টেন্যান্ট ফিলিপ ক্রাম্পের ও (Philip Crump) যোগ ছিল। সরকারী তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছিল যে লেপ্টেন্যান্ট ক্রাম্প কোন প্রকারে রৌশ সাহেবের অবৈধ কার্য্যের সাহায্য করেন নাই। ববকন্দাজদিগেব একজন সুবাদার পূর্ব্বে কোম্পানীব ফৌজে চাকরী করিত বলিয়া আসামীদিগের মনে ভুল ধারণার সঞ্চার হইযাছিল। কৃষ্ণনাবায়ণেব বরকন্দাজদিগেব পত্রেও রৌশ সাহেব তাহাদিগকে রাত্রির অন্ধকাবে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া একটা অভিযোগ ছিল। তাহাদের কথা সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু রৌশ সাহেব যে কেবল লবণ ও মুগা কাপডেব ব্যবসা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। বাজা কৃষ্ণনারায়ণ এন্‌সাইন উডেব (Ensign Thomas Wood) নিকট লিখিযাছেন, পূর্ব্বে আমি রৌশ সাহেবকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কবিতাম, তিনি আমাকে ভরসা দিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিযাছেন। কৃষ্ণনাবায়ণেব সঙ্গে আপোষ কবিবাব জন্য গৌহাটিতে রৌশ সাহেবের ডাক পডিযাছিল। আসামের রাজা বৌশ সাহেবের দ্বাবা বড়লাটকে বরকন্দাজ উপদ্রবের কথা জানাইযাছিলেন। কাপ্তেন ওয়েলস আসামে পৌছিবার পর রৌশ সাহেবই তাঁহার রসদ জোগাইবার দাযিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপব ডুন্দিযা বা ডুম্‌ডুমিয়াদিগেব উপদ্রব আরম্ভ হইলে লবণেব মহাজন ড্যানিযেল রৌশ আসামেব বাজার জন্য হিন্দুস্থানী সিপাহীব আমদানী করিযাছিলেন। বডফুকনের পত্রে (৯২ নং) প্রকাশ; এই জন্য আসাম সবকারের নিকট রৌশ সাহেবের প্রায় দশ হাজাব টাকা পাওনা ছিল। রৌশ সাহেবের মৃত্যুর পর কমললোচন নন্দী যখন তাহার পাওনা আদায় করিবাব জন্য আসামের রাজদরবারে গিয়াছিলেন তখন তিনি ফৌজ ও রসদের দরুণ ২৬০০০৲ টাকাব এক হিসাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। স্যার এডওয়ার্ড গেইট লিখিযাছেন যে ডুম্‌ডুমিযারা রৌশ সাহেবের নৌকা লুট করিযা তাঁহাকে খুন করিয়াছিল (১৭৯৫-৯৬)। আমাদেব একখানি পত্রে দেখা যায় যে আসামের রাজার লোকদের হস্তে রৌশ সাহেবের প্রাণ গিয়াছিল বলিয়া ইংরাজ সরকার সন্দেহ করিতেন, আবাব আসামেব কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে কতকগুলি ফকির তাঁহাকে হত্যা করিযাছিল। এতদ্ব্যতীত দরঙ্গের রাজা কৃষ্ণনারায়ণ রৌশের প্রাণহন্তা বলিয়া একটা জনরব ছিল। আসামেব রাজনৈতিক ব্যাপাবে জড়িত না হইলে বোধ হয় রৌশ সাহেবের অপমৃত্যু হইত না। সকল দিক বিবেচনা করিলে ডুম্‌ডুমিয়াদের হস্তে তাঁহার প্রাণ যাওয়ার কথাই অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই বোধ হয় বার্ণার্ড ম্যাককুলম ডুন্দিয়া সরদার মাহ্‌মুদ খাঁ ও মৃজা জানবেগের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।

রৌশের অংশীদার রবার্ট ব্রাইডি রঙ্গপুরে নীলের ব্যবসায় করিতেন। পরবর্ত্তী কালে নীলকরেরা যেমন সাধারণ লোকের উপর বে-আইনী জুলুম করিয়াছে রৌশ, ব্রাইডি প্রভৃতিও সেইরূপ আইন আদালতের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রয়োজন বোধ করিলেই সাধারণ ব্যাপারীদিগের উপর বল প্রয়োগ করিতেন। রুদ্ররাম বড়ুয়ার উকিল রামমোহন ঘোষ ও নদীয়ার কালী সরকার প্রভৃতির কথা সত্য হইলে রৌশের মত প্রতিপত্তিশালী বণিকের

অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিয়া কোন ফল হইত না। ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য নহে, কারণ তখনও আইনের রাজত্ব ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জিলার কেন্দ্র হইতে দূরে প্রবল জমিদার ও পরাক্রান্ত ইংরাজ বণিকেরা তখন নির্ভয়ে আইন অমান্য করিতে পারিতেন।

রৌশ সাহেবের হিসাবপত্র দলিল দস্তাবেজ একেবারে নিখুঁত ছিল বলিয়া মনে হয় না। আসামের ব্যাপারীরা অনেক সময়ই বলিয়াছে যে দেনার দলিলে জোর করিয়া তাহাদের দস্তখত লওয়া হইয়াছে, তাহারা স্বেচ্ছায় সহি করে নাই। আসামের কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে কমললোচন নন্দী অনেক ক্ষেত্রেই আসল হিসাবপত্র উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সেই অরাজকতার দিনে রাজা, প্রজা, সওদাগর কেহই আইন কানুনের ধার ধারিত না। প্রবল যখন নির্ভয়ে দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করিতে পারে তখনই দেশে প্রকৃত-পক্ষে মাৎস্যন্যায়ের আরম্ভ হয়। রাজা গৌরীনাথ, জয়নাথ বড়বড়ুয়া, মোয়ামারিয়া নায়ক পীতাম্বর, হরদত্ত ও বীরদত্ত, মাহ্‌মুদ খাঁ ও জানবেগ, বিজনীর মহেন্দ্রনারায়ণ, বুড়াগোহাঞি পূর্ণানন্দ, বড়ফুকন বদনচন্দ্র, গোয়ালপাড়ার ড্যানিয়েল রৌশ সকলেই আসামের মাৎস্যন্যায়ের প্রতীক। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও কাপ্তেন ওয়েলস এই অরাজকতার প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। স্যার জন শোর পর-রাজ্যে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই, ফলে ব্রহ্মের আক্রমণে আসামের সর্ব্বনাশ হইল। শেষে প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে ইংরাজ শাসনে আসামে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ্যলোভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কুচবিহার বা আসাম অধিকার করেন নাই। কুচবিহারের নাজির দেও, দেওয়ান দেও এবং আসামের পাত্রমন্ত্রিগণের পত্র পাঠ করিলে সন্দেহ থাকিবে না যে ভারতের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার হইয়াছিল সাধারণের আগ্রহে, প্রজার কল্যাণের নিমিত্ত, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির অনুরোধে।

কাছাড় রাজ্যের ইতিহাস—

যে বিপ্লবে বিশাল আহোম রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল ক্ষুদ্র কাছাড় ও মণিপুরও তাহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে কাছাড়ই মহাভারতের হেরম্বরাজ্য, কাছাড়ের নরপতিগণ মধ্যম পাণ্ডব ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর, আর মণিপুরের রাজার পূর্ব্বপুরুষ বভ্রুবাহন অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার সন্তান। এই প্রবাদ নির্ভরযোগ্য না হইতেও পারে কিন্তু এই প্রতিবেশী রাজ্য দুইটির অধিবাসিগণ যে অনার্য্য জাতির বিভিন্ন শাখার লোক তাহাতে সন্দেহ নাই এবং দুই দেশের রাজ-পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা থাকিলেও জ্ঞাতিসুলভ হিংসা ও বিদ্বেষের অভাবও ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মণিপুরের সিংহাসনচ্যুত নির্ব্বাসিত রাজকুমারেরা যেমন কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তেমনই আশ্রয়দাতার শান্তি ভঙ্গ করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

কবে কাছাড়ীরা তাহাদের অজ্ঞাত আদি নিবাস পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমরা সঠিক জানিনা। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এক সময় তাহারা গৌহাটি পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিয়াছিল। পরে আহোমদিগের অভ্যুদয়ের ফলে ক্রমশঃ কাছাড়ীরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পবিত্যাগ করিয়া দক্ষিণের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় তাহাদের রাজধানী ছিল ডিমাপুরে। কিন্তু আহোম আক্রমণে বিব্রত হইয়া কাছাড়ীরা ডিমাপুব হইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে মাহুর নদীতীরে মাইবঙ্গে রাজধানী স্থানান্তবিত করে। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজ রুদ্রসিংহের বিজয়ী বাহিনী নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করিযা অত্যাচাবের পরাকাষ্ঠা করিযাছিল। সুতরাং আবার রাজধানী পবিবর্ত্তনের প্রযোজন হইল। সোপিট (C. A. Soppitt) সাহেবের মতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মধ্বজচন্দ্র অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা কাত্তিকচন্দ্র খাসপুরে কাছাড়ের রাজধানী স্থাপন করেন। কাত্তিকচন্দ্রের পর রামচন্দ্র, হবিচন্দ্র, লক্ষ্মণচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র ক্রমান্বয়ে কাছাডে রাজত্ব করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে কাছাড়েব শক্তি ও সম্পদ কিছুই ছিলনা। তাঁহারা দুইজনেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বারংবার ইংরাজ সবকারের দ্বারস্থ হইয়াছেন। স্থায়ী সেনাদল নিয়োগের সঙ্গতি তাঁহাদের ছিল না। হস্তী বিক্রয করিযা তাঁহারা তীর্থ পর্য্যটনের ব্যয় নির্ব্বাহ কবিয়াছেন। কাছাড়ের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে তখন হস্তিদন্ত, মোম, বেত ও বাঁশই উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্রনারায়ণের পত্র অনুসারে (পত্র নং ৬৫) শ্রীহট্টের কালেক্টর হেনরী লজ এই সকল স্বচ্ছন্দ বনজাত বস্তুব ব্যবসায়েরও অন্তবায় হইযাছিলেন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত কাছাড় রাজ্যের সম্বন্ধ—

ইংরাজ সবকাবের সহিত কাছাড়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল ১৭৬৩ সালে। ঐ বৎসর কাপ্তেন ভেরেলষ্ট (Verelst) মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্রের সাহায্যকল্পে একদল ফৌজ লইযা চট্টগ্রাম হইতে খাসপুরে পৌছিযাছিলেন। তিনি কাছাড়ের রাজধানীতে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত করেন কিন্তু নানা প্রকারের অসুবিধায আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১৮০৬ সালে ইংবাজ সবকার কিছুদিনের জন্য সামরিক প্রয়োজনে কাপ্তেন ফিসারেব অধীনে একদল সৈন্য কাছাডে মোতায়েন করিয়াছিলেন। কাপ্তেন পেম্বার্টন লিখিযাছেন যে ইহার পর ১৮০৯ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির কোন সম্পর্ক ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ("From this period, until 1809, we have no trace of any further intercourse with this petty state." Pemberton, *The Eastern Frontier of India*, p. 188.) কিন্তু আমাদের সঙ্কলিত পত্র হইতে দেখা যাইবে যে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রনারায়ণ শ্রীহট্টে হেনরী লজের নিকট উকিল পাঠাইয়াছিলেন এবং ইহার পূর্ব্ব হইতেই কাছাড়ের সহিত শ্রীহট্টের ইংরাজ প্রজাদিগের ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। (৬৫ নং পত্র)।

ইংরাজ সরকারের সহিত কাছাড়ের ঘনিষ্ঠতা যখনই আরম্ভ হইয়া থাকুক না কেন তাহার অনেক দিন আগেই বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানেরা কাছাড়ে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং কুচবিহার ও আসামের অনার্য্য নৃপতিদিগের ন্যায় কাছাড়ের রাজাও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে স্থান লাভ করেন। ইংরাজ লেখকদিগেব মতে এই সময়ই ভীম ও হিড়িম্বার পরিণয়ের ফলে কাছাড়ের রাজবংশের উৎপত্তিব কাহিনী প্রচলিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র সরকারী চিঠি পত্রে হেরম্বমণ্ডলের রাজা বলিযা আপনাব পবিচয় দিযাছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র উভযেই নিষ্ঠাবান হিন্দুর ন্যায় তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন (কৃষ্ণচন্দ্রের পত্র নং ১০০, ১০৭, ১০৮, ১০৯; গোবিন্দচন্দ্রেব পত্র নং ১২২)। এই সময়ে তাঁহারা ইংরাজ সরকারের নিকট নানা প্রকাবেব সৌজন্য লাভ করিয়াছিলেন। তীর্থ হইতে ফিরিবাব পথে কৃষ্ণচন্দ্র গবর্ণর জেনারেলেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিযাছিলেন। ১৮০০ সাল হইতেই তাঁহাব রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয। ইংরাজ সবকারেব সাহায্যেই কল্যাণসিংহ সুবাদাবের উপদ্রবেব প্রতিকাব হইয়াছিল। মাহ্‌মুদ রেজার উৎপাতের সময় লর্ড ওযেলেসলী কাছাড়েব রাজার সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পব বহু অনুনয কবিযাও কৃষ্ণচন্দ্র বা গোবিন্দ্রচন্দ্র আর কোম্পানীর সামরিক সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্রেব পত্র (৭৭নং পত্র) এবং উকিল হৃদয়বামের পত্র (নং ১০৬) পড়িলে মনে হয যে একজন ইংবাজ কর্ম্মচারী ও একশত সিপাহী পাইলেই তিনি শত্রুর ভয হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু এই সামান্য সৈন্য সংগ্রহের সাধ্যও তাঁহাব ছিল না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র পবলোকগমন কবেন (১৭৩৬ শকের ৩বা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার)। (গোবিন্দচন্দ্রের পত্র নং ১৩৩)। কৃষ্ণচন্দ্রেব ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্রই কাছাড়ের শেষ রাজা।

গোবিন্দচন্দ্রেব মৃত্যু হইয়াছিল আততায়ীর হস্তে, ঘোড়ার লোভে তিনি সিংহাসন হারাইয়াছিলেন। সেই বহুবাঞ্ছিত তুরঙ্গের মালিক ছিলেন মণিপুরেব বিদ্রোহী রাজভ্রাতা মারজিত। তাঁহার ভ্রাতা মধুচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই কাছাড়ের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গোবিন্দচন্দ্রের ভাগ্যবিপর্য্যযের কালে মণিপুবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-বিধাতা গম্ভীর-সিংহ এবং ভূতপূর্ব্ব রাজা চৌরজিত কাছাড়েব অধিকাংশ অধিকাব করিযাছিলেন। তুলারামের বিদ্রোহে, সেনাপতি গম্ভীরসিংহেব বিশ্বাসঘাতকতায় কাছাড়ের দুর্ভাগ্য নবপতি মণিপুরের গুপ্ত ইঙ্গিতের সূচনা সন্দেহ করিয়াছিলেন। অতএব এখানে মণিপুরেব পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না।

মণিপুর রাজ্যের ইতিহাস—

মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিনা বলিলেই হয। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে আধুনিক মণিপুরীরা তাহাদের নাগা প্রতিবেশীদিগের নিকট

জ্ঞাতি। প্রাচীন কাহিনী অনুসারে মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রিয়তমা সখী ছিলেন নাগকন্যা উলূপী। সুতরাং এ বিষয়ে কবি-কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিশেষ বিরোধ নাই। মণিপুরের আধুনিক ইতিহাসের আরম্ভ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা পানহেইবাব সিংহাসনারোহণের সঙ্গে। পানহেইবা হিন্দু হইলেও গরীব নওয়াজ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি একবার ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া আভার রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আলংপায়ার অভ্যুদয়ের পর মণিপুব বাববার ব্রহ্মের নিকট পবাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। গরীব নওয়াজ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মণিপুরে অরাজকতা আরম্ভ হয়। ব্রহ্মের আক্রমণ ত লাগিয়াই ছিল, তাহার উপর ছিল ভ্রাতৃদ্বন্দ্বজনিত অন্তর্বিপ্লব। গবীব নওযাজের পুত্র-পৌত্রেরা কেহই বেশীদিন শান্তিতে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে গবীব নওয়াজের পৌত্র জয়সিংহ ওরফে ভাগ্যচন্দ্র সিংহ মণিপুবেব রাজা হন। আমাদের সংগ্রহে ভাগ্যচন্দ্রেব একখানি পত্র আছে (পত্র নং ৭৩)। সিংহাসনারোহণ হইতে সিংহাসন ত্যাগ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকাল ৩৪ বৎসরের কম হইবে না। কিন্তু পিতামহের মত তাঁহার ভাগ্যে শান্তি বা বিজয়গৌবব ছিল না। ৩৪ বৎসবের মধ্যে ভাগ্যচন্দ্র ব্রহ্মের উৎপাতে তিন তিনবার রাজ্যত্যাগ করিযা কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ১৭৬২ সালে তাঁহার আমন্ত্রণেই ভেবেলষ্ট সাহেব সৈন্যসহ মণিপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। শেষে ১৭৯৮ সালে বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজত্ব দিয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হন এবং বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয।

ভাগ্যচন্দ্রের পুত্র রবিনোচন্দ্র তিন বৎসরের বেশী রাজত্ব কবিতে পারেন নাই। একদিন সায়াহ্নে ক্রীডাক্ষেত্রে তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মধুচন্দ্রের ষডযন্ত্রে নিহত হইলেন। কিন্তু মধুচন্দ্রও বেশীদিন পাপলব্ধ সিংহাসন স্বীয় অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। ভাগ্যচন্দ্রের প্রত্যেক পুত্রেরই প্রবল রাজ্যলিপ্সা ছিল। মধুচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন তাঁহার ভ্রাতা চৌরজিত। মধুচন্দ্র কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সাহায্যে সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা কবিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চৌরজিতের সৈনিকদিগের হস্তে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। মধুচন্দ্রের মৃত্যুতে চৌরজিতের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল না। ভাগ্যচন্দ্রের আর এক পুত্র মাবজিত চৌরজিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। (গোবিন্দচন্দ্রের পত্র নং ১৪১)। কিন্তু তিনি প্রথমে ভ্রাতার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই।

কাছাড় ও মণিপুর রাজ্যের মধ্যে বিরোধ—

ভাগ্যচন্দ্র ও মধুচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পরাজিত মারজিতও কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে তিনি পোলো খেলায় নিপুণ একটি প্রসিদ্ধ ঘোড়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এই ঘোড়াটির প্রতি রাজভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্রের দৃষ্টি পড়িল। মারজিতের পত্রে প্রকাশ (১৬২ নং পত্র) যে তিনি কাছাড়ের রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে চারিটি

অশ্ব উপহার দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা আরও সাতটি ঘোড়া জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এলেন সাহেব বলেন (B. C. Allen, *Assam District Gazetteers*, Vol. 1, *Cachar*, pp. 25-26) যে গোবিন্দচন্দ্র প্রথমে ন্যায্য মূল্য দিয়া মারজিতের ঘোড়া খরিদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আপোষে যখন ঘোড়া পাওয়া গেল না তখন জোর করিয়া কাড়িয়া লইলেন। ("Charjit and Marjit then fell out, and Marjit was compelled to retire to Cachar, taking with him a hockey pony of quite exceptional excellence. Govind Chandra, the brother of the Cachari Raja, was seized with a strong desire to possess this pony, and when his offers to purchase were refused, took possession of the animal by force, in defiance of the wishes of the owner") এই বিবরণের সহিত মারজিতের অভিযোগের অনৈক্য নাই। বিশেষ একটি ঘোড়ার প্রতি লোভ থাকিলেও জোর করিয়া লইবার সময় হয়ত গোবিন্দচন্দ্র একাধিক ঘোড়া লইয়া গিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ মারজিত বৈরনির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইয়া সমুদ্র পথে ব্রহ্মদেশে গেলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মের রাজার সাহায্যে মণিপুর অধিকার করিলেন। সিংহাসনচ্যুত চৌরজিত ভ্রাতা গম্ভীরসিংহের সঙ্গে কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া মারজিত গোবিন্দচন্দ্রের দুর্ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি কাছাড় আক্রমণ করিলেন।

১৮১২ হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর কাল মণিপুরের শান্তি অব্যাহত ছিল, কিন্তু চৌরজিত সিংহ গোবিন্দচন্দ্রের ভাগ্যে রাহুস্বরূপ হইয়াছিলেন। কি কারণে তাহার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের মনান্তর হয় তাহা আমরা জানি না। গোবিন্দচন্দ্র বলেন যে মারজিতের বিরুদ্ধে কাছাড়ের সাহায্য না পাইয়া চৌরজিত তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। মণিপুরের রাজারা নির্ব্বাসনেও চুপ করিয়া থাকিতেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চৌরজিত ইংরাজ সরকারকে পত্র লিখিয়া (১৩৭ নং) জানাইয়াছিলেন যে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিলেন যে তাঁহারা ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে তিনি নাগা ও কুকি সৈন্য লইয়া ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিবেন। গোবিন্দচন্দ্রের সহিত মনোমালিন্য হইবার পর তিনি জৈন্তিয়া রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া কাছাড়ের সীমান্তে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র শুনিলেন যে জৈন্তিয়া রাজা অগৌণে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। তিনি ভ্রাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ২৫ জন সিপাহী চাহিয়া পাঠাইলেন এবং বড়লাটের নিকট আসন্ন বিপদের কথা লিখিয়া জানাইলেন। ইতিমধ্যে চৌরজিত কয়েকজন কাছাড়ী কর্ম্মচারীর সহিত রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। (গোবিন্দচন্দ্রের পত্র নং ১৬৩)। এই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে তুলারাম ও তাহার পিতা

খাসাডেওর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দচন্দ্র আবার ইংরাজ সরকারের নিকট ২৫ জন সিপাহী প্রার্থনা করিলেন, শেষে লিখিলেন যে তাঁহাব নিকট ২০ জন সিপাহী মোতায়েন করিলেই তিনি বিপদমুক্ত হইতে পারেন। যখন এই প্রার্থনাও মঞ্জুর হইল না তখন তিনি কোম্পানীর সিপাহীর আশা পরিত্যাগ করিয়া একজন "বাজে ইংরাজ" ও কিছু সিপাহী চাহিয়া পাঠাইলেন। ১৬৩ নং পত্রের কেরি সাহেব বোধ হয় "বাজে ইংরাজ" হিসাবে কাছাড়ের রাজ সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র যখন চৌরজিত ও তুলারাম প্রভৃতির চক্রান্তে বিব্রত তখন সহসা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর মারজিত সসৈন্যে কাছাড়ে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ সরকার মণিপুর ও কাছাড়ের বিরোধে নিরপেক্ষ রহিলেন, কেবল আপনাদের সীমান্তের শান্তি রক্ষার জন্য তাঁহারা বদরপুরে কাপ্তেন ডেভিডসনের সহিত একদল ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। মারজিত ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে তাঁহার পিতার সময় হইতে কাছাড়ের রাজা তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছেন। সেইজন্য তিনি গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন, ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। তাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রকে ও তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতাকে নিরস্ত করিয়া কাছাড় শাসনের জন্য ফিরিঙ্গি থানাদার নিযুক্ত করুন। দুর্ব্বল গোবিন্দচন্দ্র আবার লাট সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। "বাজে ইংরাজ" কেরি সাহেব বিপদের কালে কাজে লাগিলেন না। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তিনি মণিপুরীদিগের ভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তখনও গোবিন্দচন্দ্রের ভাগ্যে কিছুদিন রাজত্ব ছিল। মারজিতের অভিযানের সংবাদ পাইয়া চৌরজিত জৈন্তিয়া দেশ হইতে কাছাড়ের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতি গম্ভীরসিংহ কেরির পলায়নে নিরুদ্যম না হইয়া শত্রু সেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মারজিত পরাজিত হইয়া মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু কাছাড়ের দুর্ভাগ্যের অবসান হইল না।

মণিপুরে ব্রহ্মবাহিনী—

ব্রহ্মের সহিত মণিপুরের বংশানুক্রমিক শত্রুতা। নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই মারজিত পুরাতন শত্রুর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিবার পর তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তখন আর ব্রহ্মরাজের আধিপত্য স্বীকার না করিলেও চলে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মারজিত যখন সামন্ত নরপতি হিসাবে ব্রহ্মের রাজ-দরবারে আহুত হইলেন তখন তিনি স্পর্দ্ধাভরে সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। অচিরে বন্যাপ্রবাহের মত ব্রহ্মসৈন্য মণিপুরে প্রবেশ করিল। মারজিত আবার সিংহাসনচ্যুত, গৃহচ্যুত হইয়া কাছাড়ে পলায়ন করিলেন।

কাছাড়রাজ গোবিন্দচন্দ্রের সিংহাসনচ্যুতি—

ইতিমধ্যে তুলারামের পন্থা অনুসরণ করিয়া সেনাপতি গম্ভীরসিংহও চৌরজিতের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। (গোবিন্দচন্দ্রের পত্র নং ১৬৮)। মারজিত ও চৌরজিত

পূর্ব্ব বৈর বিস্মৃত হইয়া "হেরম্বমণ্ডল" বিজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দচন্দ্র প্রাণভয়ে শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সাধের হেরম্বরাজ্য মণিপুরের রাজকুমারদিগেব হস্তগত হইল। গোবিন্দচন্দ্র বড়লাটের নিকট প্রার্থনা করিলেন কাছাড়রাজ্য শ্রীহট্টের সামিল করিয়া ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করা হউক। ১৮২৩ সালে ব্রহ্মের সৈন্য কাছাড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু চৌরজিতের ভ্রাতা মণিপুরের ভবিষ্যৎ অধীশ্বর গম্ভীরসিংহের বীরত্বে তাহাদের আক্রমণে প্রতিহত হইল। এইখানে আমরা কাছাড় ও মণিপুরেব বিবরণ সমাপ্ত করিতে পারিতাম। কিন্তু সেনাপতি তুলারামের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন।

কাছাড়ের বিদ্রোহী প্রজা তুলারামের কাহিনী—

তুলারামের পিতার নাম খাসাডেও (এলেন সাহেব ও কাপ্তেন পেম্বার্টনের মতে কচাদীন Kachadin, মেজর বাটলারের মতে Koheedan—Allen, *Cachar Gazetteer*, p. 32. Pemberton, *The Eastern Frontier of India*, p 190. Butler, *Travels and Adventures in Assam*, p. 17). এই ব্যক্তি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খিদমৎগার ছিল। তাহার পুত্র তুলাবাম গোবিন্দচন্দ্রের আমলে সামান্য চাপরাসীর কাজ করিত। তুলারামের পিতা পার্ব্বত্য প্রদেশে কোন কাজে নিযুক্ত হয়। যে কোন কারণেই হউক ইহার পর সে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের প্রদত্ত তথ্য সত্য হইলে এই বিদ্রোহে খাসাডেওর সহযোগিতা করিয়াছিল সানন্দরাম, রামজয়, ডেমরাডেও প্রভৃতি কাছাড় রাজসরকারের তহশীলদারেরা এবং চৌরজিত ও জৈন্তিয়া রাজার সহানুভূতিতে ইহাদের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল (গোবিন্দচন্দ্রের পত্র নং ১৪৮)। খাসাডেওর প্ররোচনায় ধর্ম্মপুর অঞ্চলের প্রজারা রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং গোয়াবারি নামক স্থান বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইয়াছিল। পরে তুলারামের পিতা রাজকর্ম্মচারীদের চক্রান্তে ধর্ম্মপুরে ধৃত ও নিহত হয়। তুলারাম পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে। কাছাড়ের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও রাজশক্তির দুর্ব্বলতার জন্যই তুলারামের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তি উত্তর-কাছাড়ের পাহাড়ের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তুলারাম ব্রহ্মের আক্রমণকারীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ব্রহ্ম যুদ্ধের পর গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় কাছাড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া তুলারামকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। শেষে ১৮২৯ সালে শান্তির অনুরোধে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের এজেণ্ট ডেভিড স্কট তুলারামের সহিত গোবিন্দচন্দ্রের আপোষ করিয়া দেন। স্কটের ব্যবস্থায় তুলারাম কাছাড়ের একটি বিস্তীর্ণ অংশের আধিপত্য লাভ করিল। ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও উত্তর-কাছাড়ে তুলারামের স্বত্ব স্বামিত্ব স্বীকার করিলেন। ১৮৩০ সালে মণিপুরের রাজা গম্ভীরসিংহের আদেশে অথবা কাছাড়ের রাজদ্রোহী সেনাপতি গম্ভীরসিংহের চক্রান্তে রাজা গোবিন্দচন্দ্র নিহত হন। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তুলারাম কাছাড়ের সিংহাসন দাবী করিয়াছিল। ১৮৪৫ সালে

মেজর (তখন কাপ্তেন) বাটলাব তুলারামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ কঙ্কালসার তুলারাম তখন অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ কুটীরে বাস করিত। তাহার নির্জ্জনবাসের চতুর্দ্দিকে দারিদ্র্যেব স্থস্পষ্ট চিহ্ন ছিল। ("His dwelling was a wretched grass hut situated on the edge of a tank choked with rank weeds, situated in the middle of an extensive and poorly cultivated grass plain. A few straggling huts, inhabited by Cacharees and dependents of Senaputtee, formed all that could be called a village ; a few pigs, fowls, and ducks were wandering about, but there were no signs of comfort around any of the huts ; no garden enclosures ; all appeared poverty-sticken, as well as sickly, in this wilderness of jungle. Toolaram Senaputtee, an infirm old man, was chothed in the meanest cotton garb, and looked more like a skeleton than a living being.") এই মলিন বাস পবিহিত জীর্ণ কুটীরবাসী দবিদ্র ব্যক্তিই দীর্ঘকাল অনায়াসে কাছাডেব রাজশক্তি উপেক্ষা কবিযাছে। ব্রিটিশ সবকাব ইহাকেই প্রায় সামন্ত রাজার সমান মর্য্যাদা দিযাছিলেন। ইহাতে তুলাবামেব প্রতিভার অথবা অসাধাবণ যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না, পাওযা যায় কাছাড়ের বাজার দৈন্য, দৌর্ব্বল্য ও অযোগ্যতার পরিচয়। ১৮৫০ সালে তুলারামেব মৃত্যু হয। ই'বাজ সবকাব তাহাকে মাসিক ৫০৲ বৃত্তি দিতেন।

পূর্ব্ব-ভারতে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা—

ইংবাজেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য কবিতে আসিযা বাহুবলে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, না মাৎস্যন্যায়ে বিব্রত দেশবাসী শান্তিব প্রত্যাশায় স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ শাসন স্বীকার করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা সকলে সকল সময় সকল জায়গায় এক নীতি অনুসরণ করেন নাই ; স্থান, কাল, পাত্র ভেদে তাঁহাদের পররাষ্ট্র নীতিরও পবিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু কুচবিহাব, আসাম, কাছাড ও মণিপুরের ইতিহাস আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকে না যে এতদঞ্চলে প্রজার হিতার্থেই ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল। মারজিত ইংরাজ সরকারকে কাছাড়ে ফিরিঙ্গি থানাদার নিযুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আপনার পৈত্রিক রাজ্য শ্রীহট্টেব সামিল করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্যার জন শোর যখন কাপ্তেন ওয়েলসকে সসৈন্যে আসাম পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন তখন আসামের বুড়া গোহাঞি, বড় গোহাঞি, বড বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য বড়লাটকে সকাতরে অনুনয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ওয়েলস সাহেব ফৌজ সমেত চলিয়া গেলে আমাদের একটি প্রাণী একদিনও বাঁচিবে না। "আমাদের সকলকে অনুগ্রহ করিয়া কাপ্তান ওবালিচ সাহেবকে ফৌজ সমেত থাকিয়া শত্রুদমন করি দেশটা

প্রতুল করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন জদ্যপি এই হুকুম না করে দেশসুদ্ধা সকলকে হুকুম করিয়া পঠাইবেন তোমার নিকট জাইতে তোমাদের সহায়তে দেশসুদ্ধ গোব্রাহ্মণ রক্ষা পাইয়াছি—এখন আমাদের সকল লোককে সত্রুএ নষ্ট করণ উচিত নয়—"। ধর্ম্ম ও সমাজের রক্ষাকর্ত্তা মনে না করিলে আসামের হিন্দুসমাজের অন্যতম নায়ক বড়ফুকন কলিকাতার বড় সাহেবকে "গোব্রাহ্মণপ্রতিপালক" বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। কিন্তু আসামের অভিজাতবর্গের করুণ আবেদনেও স্যার জন শোর তাঁহাদের দেশরক্ষা অথবা দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মের উৎপীড়নে উৎসন্নপ্রায় আসাম রাজ্য উদ্ধার করিবার পরও তাঁহারা পুরন্দর সিংহের সিংহাসন কাড়িয়া লন নাই। গোবিন্দচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কাছাড় হইতে প্রাচীন রাজবংশের অধিকার লোপ হয় নাই। গোবিন্দ-চন্দ্রের মৃত্যুতে যখন হেরম্বমণ্ডলের পুরাতন রাজকুল নির্ব্বংশ হইল তখনই কাছাড় ইংরাজ অধিকারভুক্ত করা হইয়াছে। আসামে কুশাসন দূর করিবার জন্যই ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।

পূর্ব্ব-ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—

আমাদের সঙ্কলিত চিঠিপত্রের অধিকাংশই রাজনীতি সম্পর্কীয়। তথাপি দুই এক-খানি পত্র হইতে বিগত যুগের বিস্মৃত রীতিনীতির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। উত্তর বঙ্গের পল্লীতে এখন আর বোধ হয় আমরা শ্যাম সর্দ্দার শিকারীর সাক্ষাৎ পাইব না। শৃগাল ও শূকর শিকার করিয়া, বন্য মহিষের উৎপাত হইতে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিয়া আজিকার দিনে আর জীবিকা নির্ব্বাহ করা চলেনা। (শ্যাম সর্দ্দার শিকারীর পত্র নং ৬৭)। যে শিকারীরা সেকালে বন্য পশুর উপদ্রব হইতে পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করিবার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল তাহারাই কি পরবর্ত্তীকালে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে, নৈহাটী ও চুঁচুঁড়ায় গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও দস্যুতা করিয়া বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল? বিদেশে বাণিজ্য করিবার যে কি অসুবিধা তাহা নদীয়ার কালী সরকার ও বালেশ্বরের গঙ্গাধর আঢ্যের পত্র হইতে জানা যাইবে। (গঙ্গাধর আঢ্যের পত্র নং ৩৫ ৩৭, এবং কালী সরকারের পত্র নং ৭৯)। গঙ্গাধর মারাঠা কর্ম্মচারীদিগের উৎপীড়নে উদ্বাস্তু হইয়া উইলকিন্সন সাহেবকে লিখিয়াছিল, "হুজুর হইতে এক বিড়া পান হুকুম হয়ত আমী এখান হইতে উঠীয়া যাই।" এখন গৃহলক্ষ্মীদিগের অধরপ্রান্ত হইতেই তাম্বুলরাগ বিলুপ্ত হইয়াছে, পান দিয়া বিদায় করিবার প্রথা আর কি করিয়া টিকিয়া থাকিবে? গঙ্গাধর কেবল পান চাহিয়া আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করে নাই, তাহার লোকসানের একখানি হিসাবও রাখিয়া গিয়াছে। এই হিসাবে চাউল, চুণ, আফিম প্রভৃতি দ্রব্যের তখনকার বাজার দর পাওয়া যাইবে, আর্কটী টাকা ও সিক্কা টাকার বাটার পরিমাণও জানা যাইবে। রাজমিস্ত্রীদের মজুরীর হার অনুমান করা যাইবে রামতনু দাস ও মদন দাসের একরারনামা হইতে। তাহারা ১।৶০ মজুরীতে ১০০ ঘনফুট দেওয়াল গাথিবার করার করিয়াছিল। সাধারণ মিস্ত্রীর মজুরী বোধ হয় ইহা অপেক্ষাও অল্প ছিল।

কিন্তু তখনকার দিনে রাজমিস্ত্রীর লিখিত একরারনামাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, শ্রীদাম ঘোষ নামক একব্যক্তিকে রামতনু দাসের জামীন লওয়া হইয়াছিল।

আনন্দ দত্ত ওঝাকে দেওঘরের "ওঝাগিরি কার্য্যে" নিযুক্ত করিবার জন্য বহু স্বাক্ষরিত আবেদন (৬৬নং) এখনকার দিনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিতে পারে। কিন্তু তখনও ইংরাজ সরকার হিন্দুর দেবস্থান ও মুসলমানের ধর্ম্মস্থানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অস্বীকার করেন নাই। মুসলমান আমলে যেমন তীর্থস্থানে যাত্রীদিগের নিকট হইতে কর আদায় করা হইত ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ভাগেও তেমনই তীর্থযাত্রীদিগের নিকট কর লইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রীহট্টের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রনারায়ণের ন্যায় প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সরকার হইতে বিশেষ পরোয়ানা দিয়া যাত্রীকর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত (কৃষ্ণচন্দ্রের পত্র নং ১০৭ এবং ১০৯)। ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পূজা ও উৎসবাদি যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য সরকারের তত্ত্বাবধানেই অনুষ্ঠিত হইত। শেষে লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে ১৮৪০ সনে গভর্ণমেণ্ট এই অধিকার পরিত্যাগ করেন। এই জন্যই কৃপারাম চক্রবর্ত্তী প্রমুখ হিন্দুবর্গ আনন্দ দত্ত ওঝাকে দেওঘরের শিবমন্দিরের ওঝাগিরিতে বা উপাধ্যায়ের পদে বহাল করিবার জন্য বীরভূমের জিলা জজের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তখন দেওঘর বীরভূম জিলার অধীন ছিল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের যুগে সাধারণ লোকের নানাপ্রকার অসুবিধা হওয়া অনিবার্য্য। আলোচ্য সময়েও ইহার অন্যথা হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্য শাসনের ভার লইয়াও ব্যবসায় বাণিজ্য পরিত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গালার বস্ত্রব্যবসায়ে তাহারা অন্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতা পছন্দ করিতেন না। ওলন্দাজ কোম্পানীর ডিরেক্টর সাহেবের নিকট হরিমোহন শর্ম্মা ১৭৮৬ সালের ৩০শে শ্রাবণ (৩নং পত্র) যে সকল অত্যাচারের অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহা সত্য কিনা বলা যায় না। কিন্তু তখনকার সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে হরিমোহনের অভিযোগ সত্য হউক বা না হউক এরূপ ঘটনা সেকালে অসম্ভব ছিল না। আবার কৃষ্ণপ্রসাদ রায় প্রভৃতি ১২০৯ সালের ১৫ই চৈত্র বড়লাটের নিকট যে দরখাস্ত দিয়াছিল তাহা হইতে দেখা যায় যে পূর্ব্বে যাহারা নিমক মহলের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত হঠাৎ ১২০৮ সালে ঐ কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তাহাদের বৃত্তিলোপের উপক্রম হইয়াছিল। এই সকল লোক অন্য কোন কাজ জানিত না, সুতরাং নিরুপায় হইয়া তাহারা বড়লাটের নিকট আবেদন করিল যে সরকার হইতে দাদন পাইলে তাহারা কোম্পানীর জন্য লবণ উৎপাদন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে। (কৃষ্ণপ্রসাদ রায় প্রভৃতির পত্র নং ৮৪)। এক সময় কাশ্মীরের বণিকেরাও বাঙ্গালার লবণ ক্রয় করিত। এই ব্যবসায় বন্ধ হওয়াতে যে বহু লোকের অসুবিধা হইয়াছিল তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে বাঙ্গালার জমিদারদিগের দেয় রাজস্বের পরিমাণ কিরূপ বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইত অমরাবাদ পরগণার জমিদার এবাদুল্লা খাঁ ও খয়েরন্নেছার পত্র

(পত্র নং ৬০) হইতে তাহা জানা যায়। যে সম্পত্তির জন্য ইহারা ১১৭২ সালে (ইংরাজী ১৭৬৫ সালে) মাত্র চৌদ্দশত (১৪০০৲) টাকা খাজানা দিতেন, ১১৭৩ সালে সেই সম্পত্তির কর দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া ১৪০০০৲ টাকায় নির্দ্দিষ্ট হয়। তারপর প্রত্যেক বৎসর রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া ১১৯৩ সালে ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা খাজানায় এই জমিদারীর বন্দোবস্ত হয়। দশসালা বন্দোবস্তের সময় খাজানার পরিমাণ হ্রাস করা হয় নাই এবং বাঙ্গালা ১২০০ সালে অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অমরাবাদ পরগণার খাজানা ৫০৩৪০।৴০ ধার্য্য হয়। ২৮ বৎসরের মধ্যে ১৪০০৲ হইতে ৫০৩৪০।৴০ খাজানা বৃদ্ধির কথা এখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু অমরাবাদ পরগণার খাজানা যে কোন কারণেই হউক নবাবী আমলে নিতান্তই অল্প ছিল, নতুবা এবাদুল্লা খাঁ ও খয়েরন্নেছা ৩৬ গুণ খাজানা বৃদ্ধির পরও এই জমিদারী পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরও প্রথম প্রথম সকল পরগণার রাজস্ব নির্ভুল রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। শম্ভুচন্দ্র পাল চৌধুরী এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী (সুবিখ্যাত পালিবাবু) এই জন্য নূতন জমিদারী খরিদ করিয়া এক তরফ কুমিরার বাবদ দুইবার খাজানা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (কৃষ্ণচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র পাল চৌধুরীর পত্র নং ৭২) বাঙ্গালার মত প্রকাণ্ড প্রদেশে নূতন রাজস্বনীতি প্রবর্ত্তনের সময় দুই এক জায়গায় এরূপ ভুল ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। নূতন ব্যবস্থায় তহশীলদারেরা ও তালুকদারেরা হয়ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। এই জন্যই দত্তবাড়ীর জগমোহন মজুমদার স্যার জর্জ্জ বার্লোর নিকট ময়মনসিংহের কালেক্টর লেগ্রোস সাহেবের (Legros) বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিলেন (পত্র নং ৯৪)। তখনও বর্ত্তমান কালের ন্যায় আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই জন্যই ডাক বিভাগের হরকরাগণ কাপ্তেন প্লেডেলের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিল (হরকালী মুখোপাধ্যায়ের পত্র নং ১১৯) এবং রাঙ্গামাটির দারোগা দলসিংহের বিরুদ্ধে বেআইনী ভাবে বিজনীর রাজার আইনসঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অভিযোগ হইয়াছিল (১৫৯নং পত্র)।

তারপর এক শতাব্দীর অধিক কাল গত হইয়াছে। এখন আর বরকন্দাজের ভয় নাই, ছুন্দিয়ার উৎপাত নাই, ফৌজের সাহেবেরা আর ডাক হরকরাদের দিয়া শিবিকা বহন করান না (করাইবার প্রয়োজনও হয় না), থানার দারোগাও কাহারও আইনসঙ্গত অধিকারে নির্ভয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ বণিকেরা এখন আর বাঙ্গালার বস্ত্রের বাজার লইয়া মারামারি করেন না, কিন্তু যে বস্ত্রশিল্প বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল তাহাও লোপ পাইয়াছে। যে বাঙ্গালা, যে আসাম, যে কুচবিহার, যে কাছাড়ের চিত্র এই পত্রসঙ্কলনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে সে বাঙ্গালা, সে আসাম, সে কুচবিহার ও সে কাছাড় আর নাই। সে যুগের রাজনীতি, সে যুগের সমস্যা আজ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। সে যুগের কথা এখন আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি।

বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও প্রভাব—

তথাপি সেই বিশৃঙ্খল যুগের কথা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। সেই যুগেই বাঙ্গালা গদ্যের শৈশব কাল আরম্ভ হইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের তখন সৃষ্টি হয় নাই বলিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু তথাপি ভুটান, কুচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ের নরপতিগণ এই ভাষায়ই পরস্পরের সহিত এবং ইংরাজ সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। বাঙ্গালাই যে তখন পূর্ব্বোত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল আমাদের সঙ্কলিত পত্রগুলি পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বাঙ্গালার সেই শৈশব রূপের সঙ্গে বর্ত্তমান রূপের হয়ত অনেক পার্থক্য দেখা যাইবে। তখনও এই প্রাকৃত ভাষা পারশীর প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। প্রয়োজন হইলেই তখন পারশী হইতে শব্দ চয়ন করা হইত, বাঙ্গালা গদ্যে পারশী রচনারীতির অনুকরণ করা হইত। বহু পারশী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে আবার অনেক শব্দের ব্যবহার বহুদিন যাবৎ লোপ পাইয়াছে। "জবরদস্তী" আজও বাঙ্গালা হইতে স্থানচ্যুত হয় নাই, কিন্তু "আজ রাহে জবরদস্তী" বাঙ্গালা গদ্যের রাস্তা হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। "আরজী" আমরা এখনও করি কিন্তু "গুজরাই না"। "হক" কথা বলি, "হক ইনসাফ" প্রার্থনা করি না। "আইন" ও "রেওয়াজ" এখনও বাঙ্গালায় অটল হইয়া রহিয়াছে কিন্তু "মদদ" করা এখন কথায় চলিলেও লেখায় চলে না। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা যে কেবল তাহার পারশী পিরহান পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে, সংস্কৃত উষ্ণীষও ফেলিয়া দিয়াছে। আজিকার দিনে কেহ কোন বাঙ্গালা পত্রের শিরোনামায় "শ্রীদুর্গাচরণারবিন্দ মকরন্দ সদানন্দিত মত্তমধুব্রতায় মানস" অথবা "শ্রীমস্বেনয় সম্মানিত সর্ব্বজন সম্প্রাপ্ত সুযশোরাশিমণ্ডিত কুবলয় নিজকরধৃত শরাসন বিক্ষিপ্ত বিতীক্ষ মার্গগণ খণ্ড খণ্ডীকৃত প্রত্যর্থি ভূপালধিরাগ্রগন্য ধন্যোদারচরিত্র শ্রীবৃহন্নরারাক্ষ বাহাদুর" লিখিলে সুধী ব্যক্তি হয়ত তাহার চিকিৎসার উদ্যোগ করিবেন, বিশেষতঃ সেই "দুর্গাচরণারবিন্দ মকরন্দ মত্তমধুব্রত"টি যখন কলিকাতার বড় সাহেব। বাঙ্গালা বানানের রীতিরও বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এখানে ভাষাতত্ত্বের অবতারণা করিতে চাহি না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাঙ্গালা ভাষা তাহার অসহায় শৈশবেই সমগ্র পূর্ব্ব-ভারতে আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। তখনও কোন গদ্য সাহিত্যরথীর আবির্ভাব হয় নাই, বাঙ্গালার কাব্য তখনও বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, বিজিত বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য বিদেশী রাজার আনুকূল্য লাভ করে নাই, তথাপি কুচবিহার ও মণিপুর, আসাম ও কাছাড়, উড়িষ্যা ও ভুটানে এই ভাষা কেবল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কুচবিহারে রাজকার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইত। ভুটানের দেবরাজা বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ মুন্সী রাখিতেন (এই কর্ম্মচারীকে কায়েতী বলা হইত)। ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও সাধারণতঃ দেশের লোকের সহিত বঙ্গভাষায় পত্রালাপ করিতেন। মফঃস্বলের ফরাসী বণিকও ইংরেজ

যে° মধকেৱাপ সাহেব কলিকাতাতে
এই খবর দিতেছেন খতের যাহা
জনি করিবেন কোম্পানির খত ও
দ্রাপ ও বিল এস্কচেঞ্জ ও বাজেখত
ওগয়রহ খরিদ বিক্রয় কারবেন
ওয়াজিবি দস্তুর মাফিকে কায়মনে
করিবেন বাটীর ঠিকানা নম্বর ২
দুই পুরুসা আদালতের ঘারের
ক্ষিন সড়কে

তজারি আফিষ ৯ এপরিল ১৭৮৬
দি এনউইল ইনত্রস্ আপান দি
কম্পানিষ বানস উইল বি ডিলবাজউ
এট দি তজারি ৱিগিউলের এজ ইট
বি কমন ডিউ.দেট ইজ আন দি
এন উইল রিটারন আফ দিএর ডেট

FORT WILLIAM.

১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দের বাংলা মুদ্রিত অক্ষরের নমুনা

Engraved & Printed at
Sree Saraswaty Press Ltd.,
Calcutta.

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চিঠি লিখিবার সময় কখনও কখনও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। (পত্র নং ৯৫)। অনার্য্য রাজ-দরবারে শাক্ত ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রভাবে বাঙ্গালার বহুল ব্যবহারের সুবিধা হইয়া থাকিলেও যদি এইভাষার কতকগুলি নিজস্ব গুণ না থাকিত তবে ব্রহ্মের সীমান্ত হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত শিষ্ট সমাজে এই ভাষার ব্যবহার হইত কিনা সন্দেহ।

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র—

বাঙ্গালা গদ্যের কথা বলিলেই বাঙ্গালা ছাপাখানার কথা মনে পড়ে। বর্ত্তমান সঙ্কলনে ভারত সরকারের দপ্তরে রক্ষিত ১৮০৯ সালের একখানি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত ফরমের প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ভারত সরকারের মহাফেজখানার পুস্তকালয়ে কলিকাতা গেজেট ১১৪ সংখ্যা হইতে (Vol. V, No 114. May 4, 1786) আছে। এই সংখ্যায় একটি ইংরাজী বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় লিপিতে ছাপা হইয়াছিল। তখনকার দিনে ছাপাখানায় ব্যবহৃত বাঙ্গালা অক্ষর ও ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালায় অনুলিখনের পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতুহল হইতে পারে, এইজন্য ১৭৮৬ সালের কলিকাতা গেজেট (The Calcutta Gazette or Oriental Advertiser) হইতে কয়েকটি বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। এখানে ১১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটির ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় অংশের নকল দিলাম।

Treasury office, the 9th. April, 1786.
The annual interest upon the Company's
Bonds will be discharged at the Trea-
sury regularly as it becomes due , that is on the
annual return of their dates,

F. Mure. *Sub Treas.*

ত্রজরি আফিষ ৯ এপরিল ১৭৮৬
দি এনউইল ইনত্রস্ট আপন দি
কম্পানিস বান্স উইল বি ডিস্চারজেড
এট দি ত্রজরি রিগিউলের এজ ইট
বি কম্‌স্ ডিউ দেট ইজ আন দি
এনউইল রিটারন আফ দি এর ডেট

বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী বিজ্ঞাপন ছাপিবার সার্থকতা কি, বুঝা কঠিন। হয়ত ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই বাঙ্গালা হরফে এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু যে যুগে ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও কাগজের শিরোভাগে শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়া

পত্র আরম্ভ করিতেন সে কালে কি এই বিজ্ঞাপনের বঙ্গানুবাদ করিবার লোক মিলে নাই? ৬ই জুলাই তারিখের গেজেটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটি নীলামের ইস্তাহার কিন্তু ইংরাজী, পারশী ও বাঙ্গালা তিন ভাষায়ই মুদ্রিত হইয়াছিল। জুলাই মাসের গেজেটেই কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালা ছাপাখানার জন্মতারিখ স্থির না হইলেও এই বিজ্ঞাপনগুলি হইতে তখনকার ছাপাখানায় ব্যবহৃত অক্ষর ও বিজ্ঞাপনের ভাষার নমুনা পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গালীর চরিত্র ও কৃতিত্ব—

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রণিধানের যোগ্য। ইংরাজ সরকার কুচবিহার ও ভুটানের সীমান্ত নির্দ্দেশ করিতে পাঠাইয়াছিলেন একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী। ভুটান হইতে ভুটিয়া দূত আসিত, আসাম হইতে কলিকাতায় কখনও কখনও আসামী দূত আসিত। কিন্তু কুচবিহার, কাছাড় এবং দরঙ্গের রাজগণ প্রায় সর্ব্বদাই ইংরাজ সরকারের নিকট বাঙ্গালী উকিল পাঠাইতেন। কুচবিহারের কমিশনার নরম্যান ম্যাকলিয়ড বাঙ্গালী উকিল সূর্য্যনারায়ণ ঘোষের সততার প্রশংসা করিয়াছেন। কুচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ একবার একজন ইউরোপীয় উকিল নিযুক্ত করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু দরঙ্গের রাজার পক্ষ হইতে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কাপ্তেন ওয়েলসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তখনকার দিনের ঘোষ, দত্ত, তলাপাত্র, রায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালী উকিলেরা স্ব স্ব প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিয়াছেন অথবা মনিবের নিমকের অমর্য্যাদা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। সমসাময়িক চিঠিপত্র পড়িলে মনে হয় সেকালের রাজারা এই বাঙ্গালী উকিলদিগের হস্তে নিজ নিজ কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। পরবর্ত্তীকালে লর্ড মেকলে যে বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গালি দিয়াছেন, ইংরাজ রাজত্বের প্রাক্কালে সেই বাঙ্গালীই কিন্তু আসাম, কাছার ও কুচবিহারের নরপতিগণের একান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে যে নবযুগের সূচনা হয় তাহারও অগ্রদূত বাঙ্গালী। বাঙ্গালী কৃষ্ণচন্দ্র ও জয়নারায়ণ ঘোষালই আপনাদের অর্থ ব্যয় করিয়া জাতিবর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দুঃস্থদিগের দুঃখ বিমোচন কল্পে অনাথমণ্ডপের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন (কৃষ্ণচন্দ্র ও জয়নারায়ণ ঘোষালের পত্র নং ১৬৯), কলিকাতার দরিদ্র নাগরিকদিগের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই মহৎ কার্য্যের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন স্বদেশের প্রাচীন অবদান হইতে, পশ্চিমের দৃষ্টান্ত তাঁহারা অনুসরণ করেন নাই। জনসেবার যে আদর্শ তাঁহারা বাঙ্গালা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে সমস্ত ভারত তাহা গ্রহণ করিয়াছে। সেদিন আপনার চরিত্রের মাহাত্ম্যে, হৃদয়ের ঔদার্য্যে বাঙ্গালী ভারতবর্ষে এক অনন্যসাধারণ গৌরবের অধিকারী হইয়াছিল। আজ মধুসূদন, হেম, নবীন বঙ্কিম, শরৎ,

দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্র সেবিত বঙ্গভাষা পূর্ব্ব-ভারতের রাষ্ট্রভাষার গৌরব হইতে কেন বিচ্যুত হইতে বসিয়াছে, আজ আসামে, কাছাড়ে, মণিপুরে, ব্রহ্মে বাঙ্গালী কেন অবাঞ্ছিত, তাহা বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে? রবীন্দ্রনাথের ভাষা কি মরিচমতী, কমতেশ্বরী ও কৃষ্ণচন্দ্রনারায়ণের পত্রের ভাষা অপেক্ষা নির্জীব ও দুর্ব্বল? অশান্তির দিনে, অরাজকতার সময়ে, বিপ্লবের মধ্যে যাহারা কর্ম্মতৎপরতা, সাহস ও সততার পরিচয় দিয়াছিল, শান্তির আবেষ্টনে কি তাহাদের চরিত্রের অবনতি হইয়াছে? কর্ম্মক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে? প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনে এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। তথাপি অতীতের আলেখ্য দেখিলেই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা মনে হয়। বাঙ্গালা গদ্যের অতীত ও বর্ত্তমান রূপের তুলনা করিলে তাহার ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ভাবপ্রবণ, স্বপ্নবিলাসী, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎও কি সাফল্যে ও সার্থকতার সম্পদে ও সংযমে, নিষ্ঠায় ও ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় ও সামর্থ্যে, সুন্দর, মহান ও ভাস্বর হইবে? সাহিত্যের স্বপ্ন কি জাতীয় ইতিহাসে সত্য হইবে? ভাষার শক্তি কি জাতীয় জীবনেও সঞ্চারিত হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সাধনার উপর নির্ভর করে। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক কেবল অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন

(১)

পূর্ব্বে বাঙ্গালাতে ও লাশাব মলুকে বহুত তেজাবত হইত হিন্দু মোশলমান লোক তেজারত জন্ত্বে জাইত আশীত তেজাবত কবিত কথ দিন হইল লাডাই ভিডাই কারণ মহাজন লোক জাতাযাতে মশ্‌কীল হইযাছে শ্রীশ্রীদেবধঙ্গলামাঃ বিস্পেছে সহিত শ্রীযুত ৺কম্পনি সঙ্গে মোনের সহিত দোস্তী হইযাছে সেমতে দোতবফা লিখাপডা হইয়াছে জে দেববাজ হিন্দু মোশলমান লোক আশীতে জাইতে তেজাবতী করিতে কোন আটক করিবেন না তাহারা চন্দন নিল গুগুল সাবব পান সুপারি নিতে পাবিবেক না এঙ্গবাজ ফেরঙ্গী মহাজন লোক উপরে জাইতে না পাবে বাঙ্গালাতে ভোটান্তেব জে লোক ঘোডা ও গয়রহ আনিযা খবিদ ফরক্ত করিবেক তাহাব হাশীল মাযুল দোতবপী নাহী এ দফাতে আমিহ্‌ করার লিখিয়া দিতেছি এহিমত আমলে আশীবেক কোন মতে তফাওত হবেক না ইতি সন ২৬৯ দুই সও উনশত্তরি মোতাবেক সন ১১৮৫ পচাসী বাঙ্গালা তাবিখ ৯ নও পৌষ মো: কৈলকাত্তা—

---

(২)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ :—

সহায় ।—

গরিব পরওর সলামত

আমার ও আমার বড় ভ্রাতা হরিশ্চন্দ্র রাএর ৺ঠাকুর সেবার দেবোত্তব ও পেটভাতা এ সকল লাখেরাজ জমিন চাকলে বোদা ও গয়রহ মতালকে জিম্বে থানে বেহার আছে তাহাতে সন ১১৯০ বাঙ্গলাতে আজরাহে জবরদস্তী সর্ব্বানন্দ অধিকারি থানে বেহারের মহারাণীর উসিলাতে আপনে ও অন্তদ্বারায় আমারদিগেক বেদখল করিয়া মোতসরফ হয় এ জন্যে হুজুরে আরজী গুজরাইয়াছিলাওঁ তাহাতে সন ১৭৮৮ ইসবিতে আমারদিগের

আবজীতে করমবকশি ফরমাইয়া মেস্তর মেরসর সাহেব ও মেস্তর যুবিট সাহেব নামে তজবিজে হুকুম হইয়াছিল হুজুরের হুকুমমতে সাহেব মউযুফ মোকদ্দমা তজবিজ করিয়া হুজুরে রেপোট করিয়াছেন আমি তজবিজের ওক্তে সাহেব মউযুফ নিকট আপন হকের ইসরাত পহুছাইয়াছি তত্রাচ অদ্যাবধি আপন হকেক পহুছিতেছিনা জদ্যপী রেপোট দ্রষ্টী করাতে হুজুরে কোন বিষয় শোভা গুজরে তবে গোলামপর সওাল হইলে অখন আপন হক বুঝাইতে পারি খোদাওন্দ সেলামত বাজে জমির পর এক্তিয়ার হকদারের আর ইলাকা সরকার দৌলৎমদার হইতে বাদ্ধ সওায় সরকারের হুকুম কাহার সাধ্য বাজেআপ্তের নাই হুজুরের আইন রেবাজ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে জমিদার কীম্বা অন্য কেহ এ জমিনে দখিল হইতে পারেনা গোলাম জোনমবলিদার ৺ঠাকুরসেবা এবং খোরাপোসে আজেজ্ঞ একারণ উমেদওার জে সাহেব মউযুফে এ মোকদ্দমার রেপেট মুলাহেজা ফরমাইয়া ইনসাফ হুকুম হয় জে গোলাম আপন হকে পহুছে ইহা জোনাবে আরজ করিল ইতি— তে ১৬ আশাঢ়—

(পারশী শীল)

রামচন্দ

আরজী
ফিদবি
শ্রীশ্যামচন্দ্র রায়

(৩)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।—

সাল ১১৯৩।—

নকল

ইং ১৭৮৬।—

মহামহিম শ্রীযুক্ত দ্রোক্তর সাহেব

বরাবরেষু—

শ্রীহরিমোহন ঠাকুর

ব শ্রীজয়কৃষ্ণ ঠাকুর

শ্রীহরিমোহন বাবুর আরজ—

শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানিতে আড়ঙ্গ বিরভুমের গঞ্জে খরিদের দাদনী আমি লইয়া টাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছী আপরেল মাহাতে এবং মোকাম মজকুরের গোমোস্তা কাপড খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানী হইয়াছে এবং হইতেছিল দাস্ত কথক ২ তইয়ার হইয়াছে এবং মবলক কাপড় ধোবার হাতে দাশতর কারণ বহিয়াছে তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে ধোবালোককে ধরিয়া লইয়া গেলো আমার তরফ গোমস্তা ও পেয়াদা জাইয়া সাহেব মজকুরকে জাহির করিলো তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক এবং কহিলেক পুনরায় তোমরা আইয়াছ সাজাই দিব আমাব কমবেষ ৪০০০ চারি হাজাব থান কাপড় ধোবার ঘাটে ভিজিয়া দাস্ত বেগর পচিতে লাগিল ইহা সেওয়ায় কোরা কাপড় কাচীতে তইয়ার অতএব আরজ ইহার তদারক মেহেরবাণী কবিয়া করিতে হুকুম হয় আমার কাপড় জে সকল ধোবালোক দাস্ত করিতেছিল ইহাবা যুদামত ওলান্দাজর কোম্পানির ও আর ২ মহাজনের লোকেব কাপড় ধোলাই করে এবং এখন তাহারা আমার কাজ করিতে খুশী আছে এবং আমার মবলক টাকা তাহারদিগের নিকট বাকী আছে—

২ দফা— মোং চন্দ্রকোনা ও রাধানগর ও হরিপাল ধন্যাখালী ও গয়রহ আড়ঙ্গ আমী এবং কোম্পানির আর ২ মহাজন কারিওাটর করিয়াছী এবং মোকাম মজুকার মবলক টাকা ৩।৪ সোনের পর্ত্তন জাত করা গীয়াছে—মে ওয়াল সাহেব জবরদস্তী করিয়া তাতি লোককে কাপড় বুনিতে দেয় না মুচলকা লইয়াছেক সেওয়ায় ইঙ্গরেজের কোম্পানি আর কোন মহাজনের কাপড় বুনিতে পারিবে না ইহাত তাতী লোক আমাদিগের কাপড় বুনিতে রাজ জদি ছাপীয়া আমাদিগের কাপড় কেহ বোনে তাহা ছেনাইয়া লন এবং মারপিট করেন ইহাত আমাদিগের কর্ম্মবন্ধ হইয়াছে—জাহাতে কাজ চলে এমন তদারক করিতে হুকুম হয়—পুর্ব্বে এই সকল দৌরাত্তী কারণ মহাজনান আরজি দিয়াছিল তাহার জবাব মেলে নাই অতএব আরজ সাহেব আমাদিগের মালিক জাহাতে ত্বরায় আড়ঙ্গ খোলাসা হয় এমত করিতে হুকুম হয়। ইতি—১২ আগস্ত ১৭৮৬।— ৩০ শ্রাবণ—

———

(৪)

মহর
শ্রীশ্রীহরেন্দ্র
নারায়ণ ভূপ

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভূজবল প্রতাপতাপিত শক্রু সমূহ পূজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসির খাষ হুজুর যুলতানন ও ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ানঃ আজিমঃ সান সিপাহ্ ছালার আফুয়াজ বাদসাহি ও কম্পেনি কেসওরে হিন্দোস্থান গৌরনর জনরল চারলছ লারড কারনওালছ বাহাদোর বিশমসমরাজ টববি কুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

৺শ্রীশ্রীশিবঃ—
শরণং—

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভূজবল প্রতাপতাপিত সত্র‚সমূহ পূজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসির খাস হুজুর সুলতাননও ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজীমঃ সান সিপাহ ছালার আফুআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওরে হিন্দোস্থান গৌবনর জনরল চারলছ লারড কারণওালছ বাহাদোর বিশমসমরাজৈবরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু সাহেবের প্রতাপে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ কলিকাতা আগমন হইয়াছে ইহাতে সর্ব্বার্থে রাজ্যের মঙ্গল আমার আওহাল সমস্ত শ্রীজগন্নাথ তলাপাত্র ও শ্রীসৃষ্টীধর রায় উকীল হুজুরে আরজ করিবেক হুজুরের খাতির দারি পাইলে সরফরাজ হই ইহা আরজ করিল ইতি সন ২৭৭ সকাবতে— ২২ কার্ত্তিক—

---

(৫)

শ্রীশ্রীশিব রামঃ—

শরণং—

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভূজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পূজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশির খাষ হুজুর ষলতান না ও ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজীমঃ সান সিপাহছালার আফুআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওবে হিন্দোস্থান গৌরনব জনবল চারলছ লারড কারনওালছ বাহাদোব বিশম সমবাজটবরিকুল করিকুম্ভ বিদাবণ কেশবিবব মহোগ্রপ্রতাপেষু সাহেবের প্রতাপে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ কলিকাতা আগমন হইআছে ইহাতে সর্ব্বার্থে রাজ্যের মঙ্গল আমার আওহাল সমস্ত শ্রীজগন্নাথ তলাপাত্র ও শ্রীসৃষ্টিধব বায় উকিল হুজুরে আরজ করিবেক হুজুরেব খাতিবদাবি পাইলে সবফরাজ হই ইং। আরজ করিল ইতি ২৭৭ সকাবতে ২২ কাত্তিক

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভূজবল প্রতাপ তাপিত সত্রু সমুহ পূজিতাখিল বাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসিব খাষ হুজুব শুলতানন ও ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিযানঃ আজিমঃ সান সিপাহছালার আফুআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওবে হিন্দোস্থান গৌবনব জনরল চারলছ লারড কারনওালছ বাহাদোর বিশম সমবাজৈবিকুল করি কুম্ভ বিদাবণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু

মহারাণী
শ্রীশ্রী কমতেশ্বরী
রাজমাতা

---

(৬)
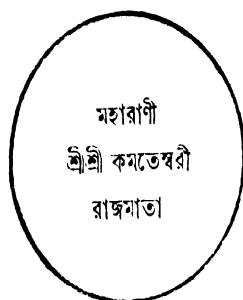
শ্রীশ্রীত্রৈলোক্য—
নাথ স্বরণং—

স্বস্তি সকল মঙ্গলৈক নিলয় মহামহিম
শ্রীযুত গৌরনরঃ জানবেলঃ মেস্তর চারলয
ইয়ারল কারণওয়ালিষ বড় সাহেব বাহাদুর
প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

সরকার বেহার ইস্তক পাহাড ভোটান্ত নাগাএদ রঙ্গপুর ঘোড়ঘাট তক আমাদিগের পুরুসানুক্রমের শ্রীশ্রী৺সদাসিবের দত্ত সাসন ভৌম তিন হিশ্বাতে আদ্যোপান্ত দখল হইয়া আসিতেছে কখন বাদসাহিতে দখল ছিল না পরে আমাদিগের ঘরফুট হইয়া রঙ্গপুর ঘোড়াঘাট ও গয়রহ বাদসাহিতে দখল হইল আমরা বেহার বলরামপুরে ছিলাম তাহাতে ধজেন্দ্র নারায়ণ রাজা আপন জেষ্ট ভ্রাতাকে খানখা কাটীয়াছিল এ কারণ ভূটিয়ার স্থানে কএদ রহিল আমার ছাওাল শ্রীমান নাজির দেও খগেন্দ্র নারায়ণ রাজেন্দ্র নারায়ণকে রাজা করিল তাহার পর রাজেন্দ্র নাবায়ণ বাজার পরলোক হইলে পর কএদি রাজার পুত্র ধরেন্দ্র নারায়ণকে আমার ছাওাল রাজা করিলেন ইহাতে ভূটীয়ারা কহিল কত্রদি রাজার পুত্র রাজার উপযুক্ত নহে তুমি রাজা হও অথবা অন্য কাহাকো রাজা করহ তাহা আমাব ছাওাল মনজুর করিল না একারণ সন ১১৭৯ সালে ভূটীয়ার সহিত কাজিয়া হইয়া আমার ছাওাল ৺কোমপানির সরণাগত হইয়া সবকার বেহার কোমপানির দখল দেলাইয়া উতপন্নের নিস্পী কোমপানিতে নালবন্দী কবুল করিয়া কউলনামা আদি লেখাপড়া আপন নামে না করিয়া ধরেন্দ্র নারায়ণকে আমার ছাওাল রাজা করিয়াছিল তাহা ভোটেরা মঞ্জুর করে না একারণ রাজার কাইমাএে রাজাব নামে কৰিয়া শ্রীযুত মেস্তর পরলিঙ্গ সাহেব সহিত কোমপানির ফৌজ লইয়া ভোটীয়াকে নিরস্ত করিল আমাব পুরুষানুক্রমের কিয়ার বহাল থাকিল বেহার মোকামে পরলেঙ্গ সাহেব মজকুর তিন তরফের কাগজ ও আমলা একত্র করিয়া ৺গবনর কৌউচলের হুকুম মতে খড়ো পোষ জাহার জে ছিল তাহা মজুরা দিয়া নালবন্ধীর বন্দোবস্ত করিল রাজা ধরেন্দ্র নারায়ণকে আমার ছাওাল ভোটীয়ার স্থান হইতে খালাস করিয়া লইল রাজা বেহার পুহুছিয়া পাগল হইল কতেক দিবস পরে ধরেন্দ্র নারায়ণের পরলোক হইল ততপরে আমার ছাওাল পাগল রাজাকে রাজা করিয়া কোমপানিতে জে নালবন্দী কবুল করিয়াছিল তাহা হিশ্বারুই সরবরাহ করিয়া আপন ২ ভৌমে কায়েম রহিলাম এহিমতে শ্রীযুত মেস্তর পরলিঙ্গ সাহেব মজকুর ও শ্রীযুত মেস্তর লম্প'ট সাহেব ও শ্রীযুত মেস্তর হাডুট সাহেব ও শ্রীযুত মেস্তর বুগল সাহেব ও শ্রীযুত মেস্তর গোডলাট সাহেব লাগাদী সন ১১৯০ সাল তক জে জে জেলাদার সাহেবান লোক আসিয়াছে তাহারা একেকজন সাজোয়াল সরকার মজকুরে পাঠাইয়া নালবন্দীর টাকা তিন তরফে বুজিয়া লইয়াছে আমরাও আপন

ফরাখরি মতে ছিলাম মেস্তর হাডুট সাহেবের আমলে শ্রীসর্ব্বানন্দ গোসাঞী পাগল রাজার রানির সহিত ইর্ত্তফাক করিয়া রাজার হিশ্বাতে দৌরাত্ত্ব আরম্ভ করিল এ কারণ আমার ছাওাল সাহেব মজকুরকে সংবাদ লিখিল সাহেব মজকুর গোসাঞী মজকুরের স্থানে মুচলিকা লইল বেহারে জাইবেক না এবং মামলিয়ত করিবেক না পরে মেস্তর পরলিঙ্গ সাহেবের দোসরা আমলে গোসাঞী মজকুর সাহেবের মরজি করিয়া বেহার গেল আমরা আপন ২ হিশ্বাতে কাএম ছিলাম সন ১১৯১ সালে মেস্তর মৌর সাহেব জেলা রঙ্গপুর পুহুঁছিলে পর গোসাঞী মজকুর সাহেবের সহিত কারসাজী করিয়া আমার ভূম সরকার বেহারের হিশ্বা ও বোদা ও গয়রহ তিন চাকলা যখন রঙ্গপুর বাদসাহিতে দখল হইল তখন অবধি আমার বেসরাকতি জমীদারি এবং কোমপানিতে জে খোরপোষ মজুরা পাইয়াছিলাম সমস্ত দখল করিয়া লইল এবং আমার বাটী ঘড় মাল আমোর্ত্তাল লুটতরাজ করিয়া লইল আমার গোমস্তা শ্রীসামচন্দ্র রায় তাহাকে কএদ রাখিয়া তাহার বাটী ঘড় লুটতরাজ করিল এবং আমার বাড়িতে সাহেবের তরফ সিফাই আপন তরফ দুই তিন সও লোক পাঠাইয়া বাটী ঘিরিয়া আমার ছাওালকে কত্রদ করিবার উদ্ধত এ কারণ গরঃনর কৌউচলে নালিষ জাইতেছিল দসরোজের পথ হইতে সাহেবের তরফ সিফাই ও গোসাঞের তরফ মবলখা লোক জাইয়া আমার ছাওালকে ধরিয়া জিলা রঙ্গপুর আনিয়া সাহেব মজকুর গোসাঞের জিম্বা করিয়া দিল গোসাঞী মজকুর বেহারে আনিয়া তিন চারি সও লোক মধ্যে বেহুরুমত করিয়া কএদ করিয়া কোথা রাখিল কী করিল তাহার অন্বেসন পাই না আমার তরফ রাইয়ত আমলা লোক সকলকে লুটতরাজ করিয়া আমার মলুক খানে খারাপ করিল আমি তিন সন হইল নালিষবন্দ আমার ইনসাফ কেহো করে না গোসাঞী মজকুর আমার ভূম ও মাল আমোর্ত্তাল আপন দস্ত করিয়া জরদার হইয়াছে তাহার জরবাজি মতে জিলা মজকুরে জে জে সাহেব লোক আশীতেছেন তাহাদিগের স্থানে গোসাঞী মজকুর সরফরাজ আমার তরফ রাইয়ত জন কেহ জিলার সাহেবের নিকট নালিষ গেলে গোসাঞের জিম্বা করিয়া দেন গোসাঞী মজকুর পাচ সাত জনা উকিল কলিকাতার দরবারে রাখিয়াছে তাহারা সর্ব্বত্রে কারসাজী করিয়া ফিরিতেছে গোরঃনর কৌউচলের হুকুম মতে তাহা নবাব মজফর জঙ্গ বাহাদুরজীউ আমার গোমস্তা শ্যামচন্দ্র রায় মজকুরকে কএদ হইতে তলব দিয়া লইয়া জাইয়া তজবিজ করিয়া খালাষ দিলেন রায় মজকুর কলিকাতা পুহুঁছিয়া সাত মাস তক নালিষবন্দ কেহ শুনিল না মতে আজিজ হইয়া উঠিয়া আইল আমার তরফের জে দুই একটী উকিল আছে তিন সন অবধি আরজী দাখিল করিতেছে গোসাঞের উকিলের কারসাজী মতে কেহো ইনসাপ করে না আমি সগোষ্ঠী সহিত অন্বের আজিজ ৺কোমপানি বাহাদুরের সরণাগত হইয়া আমার জে আহোওাল হইয়াছে ইহাতে পাহাড়তলী জত রাজ রাজোরা আছে আমার আহোয়াল দেখিয়া আর কেহো কোমপানি বাহাদুরের সরণাগত হইবে না সাহেব বিলাতের উমদা বাদসা ঘড়ানা ৺সাহেবকে হিন্দুস্থানের বাদসা করিয়া পাঠাইয়াছেন সাহেবের আগমনে সর্ব্বত্রে ইনসাফের নকসা পুহুঁছিয়াছে আমার স্বহায় সম্পত্তী সেওায় সাহেব অন্য কেহো নাঞী আমার সিকস্ত

আহোয়ালের পর নেকনজর রাখিয়া আমাকে সাবেক মতে আপন মিরাসে কাএম করিতে হুকুম হইবেক আমার তরফ শ্রীবৈদ্যনাথ উকিল তথাত আছে আমার আহোয়াল হুজুরে সমস্ত আরজ করিবে মেহেরবানী পুর্ব্বক ·হক ইনসাফ হুকুম হইবেক তিন সন অবধি আমার বাটী ঘর রাহা ঘাট সর্ব্বত্রে চৌকি লিখন লিখিয়া অন্যত্রে পাঠান সাধ্য নাই অতি সঙ্গপনে সাহেবের হুজুরে আরজ পত্র লিখিলাম পুহুছে এমত ভরসা নাই যদি পুহুছে তবে মেহেরবাণী পুর্ব্বক জবাব হুকুম হইবেক গোচর করিল ইতী সন ২৭৭ সাল তারিখ ২ পোষ

---

(৭)

শ্রীশ্রীশিবঃ
শরণং

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পূজিতাখিল রাযে্শ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাস হুজুর শুলতানন ওইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজিমঃ-সান শীফাহছালার আফ্রুআজ বাদশাহি ও কম্পনী কেসওরে হিন্দোস্থান গৌরনর জনরল চারলছ লাট করনওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরীজন করীকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্রপ্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলৎ জ্যাদা সর্ব্বক্ষন ৺দ্বারাতে কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপন আহওাল উকিলেরা হুজুরে আরজী দাখিল করিয়াছে তাহাতে গোচর আছে আমি ৺কুম্পানীর ছায়া লইয়াছি হরযুবতে আরামে থাকীব তাহাতে নমক হারাম লোকে নানাবিধ তছদি দিয়াছে অখন মিথ্যা ২ তুফান করিয়া ফিরে শ্রীযুত মেন্তমোর সাহেব তজবিজ করিয়া বোয়দাদ করিয়াছেন তাহা নজর করিয়া আমার ইলাকা তাহারদিগের পাস জে ঠহরিয়াছে তাহা পাই জেমত ২ নমকহারামি করিয়াছে তাহার মত সাজাত পহুচে উকিলেরা হাজির আছে জখন জে বিশয় আরজ করে তাহার ইনশাফ হুকুম হবেক ইহা আরজ করিল ইতি তাং—২৪ মাঘ

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভূজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পূজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাস হুজুর শুলতানন ও ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েনবুনিয়ান আজিমঃছান শীফাহছালার আফ্রুআজ বাদশাহি ও কম্পনী কেশওরে হিন্দোস্থান গৌরনর জনরল চারলছ লাট করনওালছ বাহাদোর বিশম শমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্রপ্রতাপেষু

(৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ
শরণং

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্ক মণ্ডল নিজ ভূজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পুজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুব গুলতানন ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েণ বুনিয়ান আজীমঃ-সান শীফাহছালার আফুআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওরে হিন্দোস্থান গৌরনব জনরল চারলছ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম শমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদাবণ কেসরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—সাহেবের দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনা করি জাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ আরজ বেহারের ৺মহারাজা আদ্যোপান্তে আমার সেবক স্বর্গি ৺মহারাজা বর্ত্তমান থাকীতে অবধী আমাকে মুলুকের খবরগিবি ও মাল গুজারের সরববাহের সকল দফার মোক্তিআরি করিআছেন তদবধী রাজ্যের প্রজার খববগিবী ও মালগুজারের সববরাহ করিতেছি শ্রীশ্রীমহারাণি রাজমাতা ও শ্রীশ্রীমহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভুপ আপন এতবার জন্যে অখনো আমাকে সকল দফার মেক্তিআর করিআছেন উম্মেদওার হুজুরের খাতির দারি পাইলে খাতিরজমাতে মুলুকের খবরগিরি ও মালগুজারেব সরববাহ করি উকীলেরা হুজুরে হাজির আছে জখন জে বিশয় আরজ করে তাহার ইনসাফ হুকুম হবেক ইহা আরজ করিল ইতি ২১১ সকাবতে ১১ ফাল্গুণ—

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভূজবল প্রতাপতাপিত সত্রুসমুহ পুজীতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর গুলতাননও ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েণ বুনিআন আজীমঃসান শীফাহছালার আফুআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওবে হিন্দেস্থান গবনর জনরল চারলছ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

———

(৯)

শ্রীশ্রীশিবঃ

শরণং

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রুসমুহ পুজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুব ষুলতাননও ইঙ্গীলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজীমঃসান শীফাহছালার আফুআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওরে হিন্দোস্থান গৌরনর জনরল চারলছ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেসরিবব মহোগ্রপ্রতাপেষু—সাহেবের দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনা করি জাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ সাহেবের অনুগ্রহপত্র পাইয়া পবম আল্হাদীত হইলাম সরকাব বেহাবের নালবন্ধী ও চাকলে বোদা ও গয়বহের মালগুজারির সরবরাহ করিতেছি তাহাতে ত্রোটী জাবেক না ৺কুম্পানির ছাযা লইআছি আমার আয়োহাল বিস্তারিত উকীলেরা আরজীদি দাখিল করিআছে তাহাতে আবজী নজর করিয়া নমকহারাম লোকের পাষ জে ইলাকা পাই ও তাহারা তকশীরবমোজীম সাজায়তে পহুছে এমত হুকুম হবেক আমার গুরু শ্রীযুত ৺গোস্বামীজীউকে বিশ্বাষপ্রজুক্ত বাবা স্বর্গী ৺মহারাজা থাকীতে অবধী মুলুকের খবরগীরি ও মালগুজারের সরববাহ কারণ সকল দফার মোক্তিআর করিয়া দিআছেন আমিহ্ অখন তাঁহাকে সকল দফারে মোক্তিআর করিয়া দিআছি তাঁহাকে হুযুরের খাতিরদারি হুকুম হবেক জে খাতিরজমাতে মুলুকের খবরগীরি ও মালগুজারির সরবরাহ দেন উকীলেরা হুজুবে হাজীব আছে জখন জে বিশয় আরজ করে আমারপর নেকনজব রাখিয়া ইনসাফ হুকুম হবেক সাহেব মালিক উম্মেদ রাখি খাতিরদারি লিখিযা সরফরাজ রাখিবেন ইহা আরজ গোচরিল ইতি ২৭৭ ষকাবতে—১১ ফাল্গুনস্য

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপীত সত্রূসমুহ পুজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খায হুজুর শুলতাননও ইঙ্গলীস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজীমঃসান শীফাহছালার আফুআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওরে হিন্দোস্থান গরনর জনরল চারলছ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

(১০)

শ্রীশ্রীশিবঃ
শরণং

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপীত সত্রু সমুহ পূজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুব শুলতানন ও ইঙ্গলিস্থান জব্দযেণ বুনিযান আজীমসান শীফাহ ছালার আফুআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওবে হিন্দোস্থান গৌরনর জনরল চারলছ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈবিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেসরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু— সাহেবের দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনা কবি জাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ সাহেবের অনুগ্রহপত্র পাইআ পরম আল্বাদীত হইলাম মুলুকের খবরগিবি করিয়া সরকার বেহারের নালবন্দী ও চাকলে বোদা ও গয়বহেব মালগুজারীব সরবরাহ করিতেছি তাহাতে ত্রোটী জাবেক না ৺কুম্পানীর ছাযা লইআছি নমকহাবাম লোকে নানাজাতি পিড়া দিয়াছিল অখনহ নানা তুফান কবিয়া ফীবে উকীলেবা হুজুবে আবজী দিআছে তাহাতে গোচর আছেন শ্রীশ্রীবাবা মাহারাজা বালক জাহাতে আবামে থাকে নমক হারাম লোক পাষ জে ইলাকা ঠহবিআছে তাহা পাই এবং তকশীববমোজীম তাহাবা সাজাতে পহুছে এমত হুকুম হবেক আমার গুরু শ্রীযুত ৺গোস্বামীজিউকে[১] বিশ্বাষ প্রজুক্ত স্বৰ্গি ৺মহারাজা থাকীতে অবধী মুলুকের খববগিবি ও মালগুজাবের সবববাহ কারণ মোক্তিআর করিয়া দিআছেন বাবামহারাজা ও আমিহ অখন তাহাবপর সকল দফাব মোক্তিআর দিআছি তাহাকে হুজুরের খাতিরদারি হুকুম হবেক জে খাতিরজমা রাখিয়া মুলুকের খবরগীরি ও মাল গুজারীর সরবরাহ দেন শ্রীজগন্নাথ তলাপাত্র উকীল ও শ্রীসৃষ্টীধব রায় ও শ্রীজানকীরাম উকীল হুজুরে হাজির আছে জখন জে বিশয় আরজ কবে তাহাব ইনসাফ হুকুম হবেক ইহা আরজ করিল ইতি ২৭৭ সকাবতে— ১১ ফাল্গুণস্য—

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্ক মণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রসমুহ পূজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজুর ষুলতাননও ইঙ্গলিস্থান জব্দযেণ বুনিয়ান আজীমঃ- সান শীফাহছালার আফুআজ বাদসাহিও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনবল চারলছ লাট করণ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবব মহোগ্র প্রতাপেষু—

শ্রীশ্রীম
তী কমতে
শ্বরী দেবী

(১) সর্ব্বানন্দ।

(১১)

শ্রীশ্রীত্রৈলোক্য—
নাথ স্মরণং—

স্বস্তি সকল মঙ্গলৈক নিলয় মহামহিম শ্রীযুত গৌরনর জানরেল চারলেস লাড় করনওালিস বড় সাহেব বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—আশুদসার গরদিস পত্রে কাহাতক লিখিব—শ্রীসর্ব্বানন্দ গোসাঞি আমাদিগের ঘরে ২ বিভেদ বন্ধাইয়া আমারে ভুম হইতে বেদস্ত করিয়া লুট তারাজ করিয়া খানে ওয়রান করিল আমি চাইর সন হইলো নালিসমন্দ আমার ইনসাফ কেহ করে না সন ১১৯৩ সালে শ্রীযুত মেস্ত্র মেখড়োর সাহেব জিলা রঙ্গপুর পহুচীয়া বাবা শ্রীমান বিরেন্দ্রনারান জুবরাজকে তলব দিয়া লইয়া জাইয়া বৎস্বরাবদি রাখিল গোসাঞির কারসাজি মতে ইনসাফ না করিয়া বিদাএ হওনের কালে হুকুম করিল তুমি রাজার সহিত মিলওবে— তোমার ইনসাফ হইবেক সে মতে আমরা রাজার সহিত মিলিলাম রাজা সপরিবারে আমার বাড়িতে আইলেন ৺ধম্ম দরিমান করিয়া আমরা ঘরে ২ একতা হইলাম রাজা জীলার সাহেবকে পুন ২ আরজ লিখিল আমরা ঘরে ২ একতা হইলাম গোসাঞির সহিত আমার মামলিয়তের কোন বিসএ নাহি আমারদিগের আপন ২ মাল গুজারির সরবরাহ আমরা করিব আমীহ সাহেবকে পুন ২ লিখিলাম আমরা ৺কুম্পানি বাহাদুরের সরণাগত দস্তবস্তা হাজির আছি গোসাঞির কথামতে আমাকে খানে ওয়রান করা উচিত নহে এবং রাজা সম্পকিত আপনকারদিগের হুজুর বিস্তারিত লিখিআছিলাম তাহাতে গোচর থাকিবেক জীলার সাহেব মজকুর আমারদিগের আরজ না যুনিঞা গোসাঞির কারসাজিমতে আমার পর কপীতান আদী ফৌজ এবং গোসাঞির তরফ মবলগ ফৌজ হামরাও পঠাইলেন কপীতান মজকুর আমার বাড়ি মোকামে পহুচিআ চৌতরফি ঘিরাও করিল করিআ রসদ আদী বন্ধ করিল তাহাতে সওাল করিলাম আমী ৺কুম্পানি বাহাদুরের খএরখা দস্তবস্তা হাজির আছি আমাকে কি কারণ খানে ওয়রান কর তাহাতে কাপিতান মজকুর কহিল তুমি রাজার সপরিবারে বেহার পাঠাও তোমার সাবেক বদস্তুর জেমত ধারা ভুমের হিস্তা আদি আছে তাই বহাল থাকিল তাহাই আমি কবুল করিলাম পরে কাপীতান মজকুর আমার বাড়ি মোকামে আসিআ ৺ধম্ম দরিমন করিআ করার করিলেন আমিহ ধম্মদরিমান করিলাম পরদিবস প্রাতে রাজা বেহার মোকামে জাইবেন এহি ধার্য্যা হইল ইতিমধ্যে রাত্রিজোগে কাপীতান মজকুর বলে ফৌজ সমেত আমার বাড়িতে চড়াও করিআ বাড় খাড়া করিআ এতবার গাফএর করিয়া আমার তরফ মবলগ লোক মারিআ বাড়ীর মধ্যে জাইয়া আমারদিগের কাহাক ২ মারিল তার ঠীকানা নাহি বাবা শ্রীমান নাজিরদেওর ছাওাল দুইটী ছিল তাহার গোলেন্দাজিতে মারা পড়িল কি আছে তাহার অন্যাসন পাইনা আমাকে এবং আমার ছাওাল শ্রীমান ভগবস্ত নারায়ণ কুঙর সহিতে বেহুরমত করিআ পহরাতে কয়দ করিআ আনিলেন গোসাঞির তরফ

লোকে বাড়ির ঘর খুদিআ মাল আমওাল লুট তারাজ করিল আমারদিগেক রঙ্গপুব মোকামে আনিঞা পহরাতে কয়দ করিআ রাখিআছেন আমার ছাওালকে বেড়ি দিআ রাখিআছেন ৺কুম্পানি বাহাদুরের সরণাগত লইআ আমী আওলাদ বুনিআদ সমেত থানে ওয়রান হইলাম ৺নওাব জাফরালী খাঁ বাহাদুর ৺কম্পানিতে মুলুক দখল দেলাইআ তাহার আওলাদ বুনিআদ সমেত কুম্পানি বাহাদুর কাইম রাখিআছেন এবং আর ২ জে লোক কুম্পানি বাহাদুরের সরণাগত লইআছে তাঁহারা সকলে কাইম আছে আমার ছাওাল শ্রীমান নাজির-দেও খগেন্দ্র নারায়ণ কুম্পানি বাহাদুরের সরণাগত হইআ থানে বেহাব কুম্পানিতে দখল দেলাইআ আমার এহি দসা হইল সাহেব মুলুকের মালিক ধর্ম্মদিষ্টি করিআ আমারদিগেকে সকল সমেত হুজুর তলব করিআ ইনসাফ সিগ্র করিতে হুকুম-হবেক জদিস্যাৎ আমার হকে জলদ তদারক না করেন তবে আপনে ৺স্তানে পাকড়া জাইবেন আমাকে আর ফজিয়ত বরদাস্ত হএনা আমার প্রাণ জাওার উর্দ্দত আমার তরফ শ্রীবৈদ্যনাথ উকীল সাহেবেব হুজুর হাজির আছে জবানিতে আমার আহআল আরজ করিবেক মেহেরবানগী করিতে হুকুম হবেক গোচরিল ইতি। ২১৮ সকাবতে ৪ অগ্রায়ণ।

সস্তি সকল মঙ্গলৈকনিলয় মহামহিম শ্রীযুত গোবনর জানরেল চারলেস লাড় করণ-ওালিস বড় সাহেব বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—

---

(১২)

শ্রীশ্রীসিব—

শরণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজ বল প্রাতাপ-তাপিত সত্রু সমূহ পুজিতাখিল রাযোশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখায হুজুর স্যুলাতানন গোলেস্তাজব্দেন ও বুনিয়ান আজিমঃসান সেফাহছালার আফোয়াজ বাদসাহি ও কুম্পানী কিসোরে হিন্দুস্থান গবনর জনরেল চারলছ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরীকূল করিকুম্ভ বিদারন কেশরীবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—। সাহেবের দৌলত জ্যাদা হামেশা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপন আহওাল উকিলেরদিগের পূর্ব্ব আরজীতে গোচর হইয়াছেন নমকহারাম লোকে জেমত করিয়াছে তাহা কাহাতক লিখিব শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ কুমর ও তাহার খুড়ি শ্রীমরিচমতী ও তাহার পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ কুমব ও তাহার ভ্রাতা শ্রীভগবন্তনারায়ণ কুমর ও গয়রহ শ্রীবৈকুণ্ঠনারায়ণ কুমর সহিত থসলহত করিয়া পরগনে খুল্বা ও পরগনে ভিতরবন্ধ ও পরগনে গয়বাড়ীর শ্রীগনেষগীর সন্যাসীআদি ও বরকন্দাজ খুল্বা মোকামে জমাইত করিয়া আমার দেহুড়িত শ্রীগোলাপশীংহ শুবেদার এক কুম্পানীর সিফাহি সমেত ছিল ৩২ জৈষ্ঠ বেহার রাজবাটীতে চড়াও করিয়া আমাকে ও শ্রীশ্রীমাতা মহারানীকে পাকুড়িয়া জথাসর্ব্বস্ব লুটীয়া লইল যুবেদার মোখালিফ সহিত কারসাজি করিয়া মোজাহিম নহিল শ্রীশ্রীমাতা মহারানী ৺কুম্পানীর দোহাই দিয়া লড়িতে কহিলেন যুভেদার লড়িল না মদ্দইর লোকে অন্দরে একজনা স্ত্রিলোকেক গুলী মারিল ও হাথীর মাহুতকে কাটীল তাহা দেখিয়া বাজে লোক জে ছিল ভাগিল তদপরে মাতা মহারানীকে সন্যাশী আদী ফৌজে ঘেরাও করিয়া পয়দলে বলরামপুর ছয়ক্রোষ খগেন্দ্রনারায়ন কুমরের বাটীতে লইয়া জাইয়া আমাকে ও মাতা মহারাণীকে সন্যাশীর ঘেরাওত রাখিয়া নানামত দুঃখ পিডা দিয়া আমার ও মাতা মহারানীর মোহর ছিনাইয়া লইয়া আপন মতলব মতে লিখন পড়ন লিখিয়া মোহর করিয়া লইয়াছে এবং কতক লিখনে আমার ও মাতা মহারানীর দস্তখত করিয়া লইয়াছে এবং সাদা কাগজে দস্তখত ও মোহর অনেক করিয়া লইয়াছে কেবল কণ্ঠাগত প্রান হইয়া রহিয়াছিলাম পরে আমার গুরু শ্রীযুত ৺গোশ্বামি জীউ[১] ৺স্বর্গীয় মহারাজ বর্ত্তমান থাকিতে অবধি বিশ্বাষ প্রজুক্ত রাজত্তের মোক্তেয়ারী করিতেছেন তিনি জেলার শ্রীযুত মেস্তর মেঘডোর ষাহেবের নিকট এ সকল হকিকত জাহেরে করাত তিনী হুজুর ইতলা করিলে পর এবং উকিলেরদিগের দরখাস্ত মতে জেলার সাহেবের নামে হুকুম আসীয়াছিল সেমতে ৺কুম্পানীর ফৌজ পঠাইয়া অনেক তদারক করিয়া মোখালেপের হাত হইতে খালাশ করিয়াচেন সেমতে বেহারের বাটীতে পহুচিয়াছি জে হালেতে পড়িয়াছিলাম তাহাতে সাহেবের মেহেরবানী জোগে ও জেলার সাহেবের জতোচিত তদারক মতে অব্যাহতি হওাত পুনঃজন্ম হইল খগেন্দ্রনারায়ণ কুঙর ও তাহার পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ কুমর আদি

(১) সর্ব্বানন্দ।

পলাইয়াছে তাহার খুড়ি মরীচমতী ও ভগবন্তঃ নারায়ণ কুঙর ও গনেষগীর সন্যাশী ও গয়রহ পাকড়া আশীয়াছে এবং বৈকুণ্ঠনারায়ন কুমর পহরাতে আছে জিলার সাহেবের নামে হুকুম আইসে ইহারদিগের উপযুক্ত সাজা হয় খগেন্দ্রনারায়ণ কুমর ও তাহার পুত্র বীবেন্দ্রনারায়ণ কুমর জেখানে জাইয়া থাকে পাকুড়িয়া আনিঞা তাহারদিগের সাজা হয় ও কয়েদ থাকে আমার জে সকল লুটীয়া লইআছে তাহা দেলাইয়া দেন তাহারদিগেক না ধরিলে তাহারা অবস্য পুনশ্চ দাগা করিবেক তাহারা জাবৎ পাকড়া না পড়িয়াছে তাবৎ প্রানভয় সর্ব্বদা ভিত আছি কখন কি হয় বোলা যায় না অতয়েব অনুগ্রহ পূর্ব্বকে জেলার সাহেবেক লিখিতে হুকুম হবেক জে তদারক করিয়া পাকড়েন নতুবা কোনমতেও শোয়াশ মিটে না গোলাপ সীংহ যুবেদার কয়েদ ছিল তাহাকে শ্রীযুত কাপত্যান ডক্কীনসেন কলিকাতা লইয়া জাইতে নিসেধ করিলাম যে যুবেদার মজকুর জে মত তকসীর করিয়াছে ইহাতে তাহার সাজা সরে জমিনে হয় তাহা না মানিঞা শুবেদারকে খানখা সঙ্গে লইয়া গেলেন সাহেব মালিক শুবেদারকে জেলার সাহেবের নিকট পঠাইতে হুকুম হবেক তিনি তজবিজ করিয়া তাহার উপযুক্ত সাজা সর জামিনে দেন কখনো এমত নমকহারামি কেহ না করে সে নমকহারাম তাহাকে দূর করিয়া অন্য যুবেদার রাখিয়াছি আর আমারদিগেক কাবুত রাখিয়া বলরামপুর মোকামে জে সকল লিখন পড়ন আমারদিগের মোহর ও দস্তাবিজে ও সাদা কাগজে মোহর করিয়া লইয়াছে সে সকল লিখন পড়ন মদ্দইর তরফ লোকে দরপেষ-করে তাহা মঞ্জুর নহে সেমতে আমার ও মাতা মহারানীর নামের জদিদ মোহর করিলাম ৺কুম্পানীর আশ্রয় লইয়াছি সাহেবের মেহেরবানী ও মদদে প্রান রক্ষা পাইলাম জেমতে স্থির থাকী ও সর্ব্বার্থে রক্ষা পাই তাহা করিতেছেন এবং করিতে অবধান হবেক আমার উকিলেরা তথাত হাজির আছে সমস্ত আহওাল আরজ করিবেক তাহাতে গৌর অবধান হবেক ইতি—২৫ অগ্রহায়ন

স্বস্তিঃ প্রাতরূদীয় মানার্ক মণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপ তাপিত সত্র সমূহ পূজিতাখিল রায়েশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খায-হুজুর শুলতানন গোলেস্তা জুব্দেন ও বুনিয়ান আজ্জিমঃ সাঃন সেফাহছালার আফোয়াজ বাদশাহি ও কুম্পানী কিশোরে হিন্দুস্থান গবনর জনরেল চারলছ লাট করণওালছ বাহাদোর বিসম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্র প্রতাপেষু—

(১৩)

শ্রীশ্রীশিব রামঃ

শরণং—

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পুজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তা জব্দয়েন ও বুনিআন আজিমঃ সান শীফাহছালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পানি কেসোরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলস লাট কবণওালছ বাহাদোর বিসম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোপ্রতাপেষু—সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা সতত কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপন আওহাল উকিলেরদিগের পুর্ব্ব আরজিতে গোচর হইআছেন নমকহারাম লোক জেমত ২ করিআছে তাহা কাহাতক লিখিব শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ কুঙর ও তাহার খুড়ি শ্রীমরিচমতি ও তাহার পুত্র শ্রীবিরেন্দ্র নারায়ণ কুঙর ও তাহার ভ্রাতা শ্রীভগবন্ত নারায়ণ কুঙর ও গয়রহ শ্রীবৈকুণ্ঠ নারায়ণ কুঙর সহিত মসলত করিয়া পরগনে খুল্বা ও পরগনে ভিতরবন্ধ ও পরগণে গয়বাড়ির শ্রীগনেসগির সন্যাশী আদি ও ববকন্দাজ খুল্বা মোকামে জমাইত করিয়া আমার দেহুড়িতে শ্রীগোপাল শীংহ শুভেদার এক কম্পানী সিফাহি সমেত ছিল ৩২ জৈষ্ঠ বেহারের রাজবাড়িতে চড়াও করিয়া আমাকে ও শ্রীশ্রীবাবা মহারাজাকে পাকুড়িয়া জথা সর্ব্বস্ব লুটীয়া লইল শুভেদার মোখালিফের সঙ্গে কারসাজি করিয়া মোজাহিম নহিল আমি ৺কুম্পানির দোহাই দিয়া লড়িতে কহিলাম শুভেদার লড়িলনা মুদ্দইর লোকে অন্ধরে একজনা স্ত্রীলোকেক গুলি মারিল ও হাথির মাহুতকে কাটীল তাহা দেখিয়া বাজে লোক জে ছিল ভাগীল তদপরে আমাকে সন্যাশী আদি ফৌজে ঘেরাও করিয়া পয়দলে বলরামপুর ছয় ক্রোষ খগেন্দ্রনারায়ণ কুঙরের বাটীতে লইয়া জাইয়া আমাকে ও বাবা মহারাজাকে সন্যাশীর ঘেরাওত রাখিয়া নানামত দুঃখ পিড়া দিআ আমার ও বাবা মহারাজার মোহর ছিনায়া লইয়া আপন মতলব মতে লিখন পড়ন লিখিয়া মহর করিয়া লইআছে এবং কত ২ লিখনে আমার ও বাবা মহারাজার দস্তখত করিয়া ও মোহর করিয়া লইআছে এবং সাদা কাগজে মোহর ও দস্তখত করিয়া অনেক লইআছে কেবল কণ্ঠাগত প্রান হইয়া রহিআছিলাম পরে আমার গুরু শ্রীযুত ৺গোশ্বামি জিউ ৺সগ্‌গি মহারাজা বর্ত্তমান থাকীতে অবধী বিশ্বাষ প্রজুক্ত রাজত্তের মোক্তিআরি করিতেছেন তিনি জিলার শ্রীযুত মেস্ত্র মেঘডোর সাহেবের নিকট এ সকল হকিকত জাহের করাত তিনি হুজুর এতালা করিলে পর এবং উকিলেরদিগের দরখাস্ত মতে জিলার সাহেবের নামে হুকুম আশীআছিল সেমতে ৺কুম্পানির ফৌজ পাঠাইয়া অনেক তদারক করিয়া মখালিপের হাত হইতে খালাষ করিআছেন সেমতে বেহারের রাজবাড়িতে পহুঁছিআছি জেহালেত পড়িআছিলাম তাহাতে সাহেবের মেহেরবানি জোগে ও জিলার সাহেবের জথোচিত তদারক মতে অব্যাহতি হাওাতে পুনর্জন্ম হইল খগেন্দ্র নারায়ন কুঙর ও তাহার পুত্র বিরেন্দ্রনারায়ন কুঙর আদি পালাইআছে তাহার খুড়ি

মরিচমতি ও ভগবন্ত নারায়ণ কুঙর ও গনেসগীর সন্যাশী ও গযবহ পাকড়া আশীআছে এবং বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুঙর পহরাতে আছে জিলার সাহেবের নামে হুকুম আইসে তাহার-দিগের উপযুক্ত সাজায় হয় খগেন্দ্র নারায়ণ কুঙর ও তাহার পুত্র বিরেন্দ্র নারায়ণ কুঙর জেখানে জাইয়া থাকেন পাকুড়িআ আনিয়া তাহারদিগের সাজা হয় ও কয়েদ থাকে আমার জে সকল লুটীয়া লইআছে তাহা দেলাইয়া দেন তাহারদিগেক না ধরিলে তাহারা পুনশ্চ অবশ্য দাগা করিবেক তাহারা জাবত পাকড়া না পড়িআছে তাবৎ প্রাণভয় সর্বদা ভিত আছি কখন কি হয় বোলা জায় না অতএব অনুগ্রহ পুর্বক জিলা সাহেবেক লিখিতে হুকুম হবেক জে তদারক করিয়া পাকডেন নতুবা কোন মতেও শোযাস মিটে না গোলাপ সীংহ শুভেদার কত্রদ ছিল তাহাকে শ্রীযুত কাপীতান ডক্টীনসেন কলিকাতা লইআ জাইতে নিসেধ করিলাম জে শুভেদার মজকুর যে মত তকশীর করিআছে ইহাতে তাহার সাজা সরে-জমিনে হয় তাহা না মানিঞা সুভেদারেক খামখা সঙ্গে লইআ গেলেন সাহেবে মালিক শুভেদারকে জিলার সাহেবের নিকট পাঠাইতে হুকুম হবেক তিনি তজবিজ করিয়া সরে-জমিনে তাহার উপযুক্ত সাজা দেন কখন কেহ জেন এমত নমকহারামি না করে সে নমক-হারাম তাহাকে দুর করিয়া অন্য শুভেদার রাখিআছি আর আমারদিগেক কাবুত রাখিয়া বলরামপুর মোকামে জে সকল লিখন পড়ন আমারদিগের মোহর ও দস্তাবিজে ও সাদা কাগজে মোহর করিয়া লইআছে সে যকল লিখন পড়ন মত্তইর তরফ লোকে দরপেষ করে তাহা মঞ্জুর নহে সেমতে আমার ও রাবা মহারাজার নামের দরি মোহর করিলাম ৺কুমপানির আশ্রয় লইআছি সাহেবের মেহেরবানি ও মদদে প্রান রক্ষা পাইলাম জেমতে স্থির থাকি ও সর্বার্থে রক্ষা পাই তাহা করিতেছেন এবং করিতে অবধান হবেক আমার উকীলেরা তথাত হাজির আছে সমস্ত আওহাল আরজ করিবেক তাহাতে গৌর অবধান হবেক ইতি ......২৫ অগ্রহায়ণ—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্র, সমুহ পূজিতাখিল রায়েশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তা জব্দেন ও বুনিয়ান আজিমঃ-সান সিপাহছালার আফোয়াজ বাদসাহি ও কম্পানী কেশোরে হিন্দুস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওালছ বাহাদোর বিসম সমরাট বৈরীকুল করীকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

শ্রীশ্রীম
তী রাজমা
তা মহারাণী
কমতেশ্ব
রী দেবী

(১৪)

৭ শ্রীশ্রীশিবরামঃ
শরণং

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্ক মণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পূজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জব্দযেণ আজীমঃসান সেপাহসালার আফোআজ বাদসাহিও কুম্পেনী কেশওবে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চাবলষ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদাবণ কেশরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু—সাহেবের দৌলত জ্যাদা সতত কামনা করি জাহাতে অত্রানন্দবিশেষঃ নমকবহরাম শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণ কুঙর বারহা জেমত জেমত মুশীবতে শ্রীশ্রীবাবা মহারাজাকে ও আমাকে ও আমলাহায় পব পহুচাইয়াছে তাহা জেলার সাহেবেব নিকট বিস্তাবিত জাহের করিআছি এবং হুজুরেও নিবেদন লিখিআছি একবার সন ১১৯০ নব্বৈ সালে বাবা মহারাজা শ্রীশ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ রাজা হইলে পর কুঙর মজকুব শ্যামচন্দ্র রায় সহিত পবামর্ষ করিয়া আমারদিগের গুরু শ্রীযুত৺সর্ব্বানন্দ গোশ্বামিজীউ ও আমলাহায়কে সিদ্দত ও পুবশাঁষ পায় জিঞ্জীর কবিয়া আপনে জবরদস্তী রাজা হইআ আপন নামে শীক্কা জারি করিযা বাবা মহারাজা ও আমারদিগের প্রান মারিতে উদ্দত ছিল খোবাক বেতিরেক অন্ধরের জনকএক স্ত্রীলোক মরিআছে শীঘ্র ৺কুম্পানির মদদ পহুছাতে আমারদিগেব সকলের প্রাণরক্ষা সেবাব হইআছে চারি পাচ দিবশ মদদ পহুছার দের হইলে আমারদিগের প্রাণ বাচিত না মদদ পহুছামাত্র কুঙর মজকুর পলাইয়া বলরামপুর গেল পরে শ্রিযুত মেস্তর মোর সাহেব জিল্বে রঙ্গপুব পহুছিয়া কোলনামা দরিআপ্ত করিয়া বড় কৌশলে সকল সমাচার লিখিলেন এবং কৌশলেব হুকুম মতে আমারদিগেক খাতিরদারি লিখিলেন এবং ৺গোশ্বামিজীউ ও আমলাকে খালাষ করিয়া সরকারের তরফ শ্রীদেওান গঙ্গাপ্রসাদকে বেহার মোকাম সরেজমিতে কুঙর মজকুরের লুটতারাজ ও জুলুম তজবিজ করিতে পঠাইলেন দেওান মজকুর সরেজমিত পহুছিয়া কুঙর মজকুর মুকাবিলা হাজিরান মজলিসে কুঙর মজকুরের জুলুম ও প্রজা লুটতারাজ সকল তকঃশীর ইসবাত হইল কুঙর মজকুবেক শ্রীকাপীতান ডক্বীনসেনের তরফ শীফাইর পহরাতে বেহারের গুদাম কাচারিত রাখিয়াছিলেন আমি কুঙর মজকুরেক নাজিরি মনসব হইতে তগীর করিয়া শ্রীজীবেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে নাজিরি মনসবে মোকরর করিলাম কথক দিবস পরে কুঙর মজকুর পলাইযা রাঙ্গামাটীর কানুনগো বুলচন্দ্র বড়ুআর জায়গাতে তাহার সহিত ইতফাকে থাকীয়া আপনার গায়েব জাহির করিয়া হুজুরে নালিষ করিয়াছিল তাহার পর দুই বৎসর পরে গনেসগির আদি সন্যাশীয়ান ও বরকন্দাজান জমাইত করিয়া আমার চাকর শ্রীগোলাপ

শীংহ শুবেদার সহিত কারসাজি পুর্ব্বক দাগা কবিয়া বেহারেব রাজবাড়ী চড়াও কবিয়া জথা সর্ব্বস্ব লুটতারাজ করিয়া আমাকে ও বাবা মহাবাজাকে পাকুড়িআ জে অবস্থাতে বলরামপুরে লইয়া গিআছে তাহা জেল্লাব সাহেব ও শ্রীকাপীতান বাটন সাহেবেক সকল জাহের আছে বলরামপুরে জে দুর্গতি করিআছে প্রান মাবাব বক্রী মাত্র ছিল জেল্লাব সাহেব এতক পয়রবি ও তদারক না কবিলে নমকহাবামেব হাতে বাবা মহাবাজাব প্রাণ ও আমাব প্রাণ কদাচ বাঁচিতনা চাকর হইয়া সাহেবেশীক্কার রাজাব পব এমত সবাবতি দফাত করিতেছে জখন জে মহারাজার আমলে জে মনসবদাব নমকহাবামি কিম্বা সবাবতি কবিআছে তখন সেহি মহারাজা তাহাব তকঃশীব মাফিক সাজা কবিআছেন সে অবধী ৺কুম্পানিতে অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়া কৌল করার হইযা ৺কুম্পানিব আশ্রয় লইআছি সেহি অবধী ৺কুম্পানি আমাব মদদ ও মেহেরবানগী ও পয়রবি কবিযা মুদ্দইকে সাজা দিয়া নিকালিযা দিবেন এমত খাতিরজমা আছে খগেন্দ্রনাবায়ণ কুঙব কোনতু (?) সে (?) কুঙব মজকুব পুনশ্চ পিতাপুত্রক (?) পোস হইয়া নিকটাবৃত্তি থাকিয়া নানা ফেতবত করিয়া ফিবিতেছে জে জে লোক আমাব পব দৌরাত্য করিআছে সে সকল লোক বঙ্গপুবে কএদ আছে তাহাবদিগেক মাফিক তকঃশীব সাজা হয় কুঙর মজকুবরা পিতাপুত্রে পাকড়া আশীযা বিহিত প্রতিকাব হবেক এমত উম্মেদে ছিলাম তাহাতে হুজুব হইতে কুঙব মজকুবেব নামে ইস্তাহাবনামা দিতে জিলাব সাহেবেব নামে হুকুম আশীআছে সে মতে জেল্লাব সাহেব ইস্তাহাবনামা দিযাছেন যে তুমি জতো তকঃশীর করিআছ তাহা সকল তোমাকে মাফ হইল তুমি ছয়ে মাসেব মেআদে খালিসাতে কিম্বা জিলার সাহেবেব নিকট হাজির হও জদি এ মেআদে হাজিব না হও তবে তোমাব তকঃশীর মাফ হবেক না এহি শুনিঞা অধীক প্রান ভয় হইল সর্ব্বস্ব লুটীযা লইলেক এবং বাবা মহারাজা ও আমার প্রাণ বধীতেছিল ও ৺কুম্পানীব ফৌজেব সহিত লড়াই কবিল এমত ২ তকঃশীব মাপ হইল ইহাতে সে বড়ই পবশ্রয় পাইল অখন কুঙব মজকুব মনে করিবেক জদি এতো তকঃশীব আমার মাফ হইল তবে মহারাজা ও মহারাণীকে মারিলে সেহ তকঃশীর আমাব মাফ হবেক অখন সে বাবা মহাবাজাব ও আমাব প্রান মারিতে কোন সঙ্কামাত্র করিবেক না আমি তাহার দাগা ও ডাকাতির ডব কবিতাম না জদি বাবা মহাবাজা শীধু না হইতেন তবে তাহাব মুরাদ কী ছিল বাবা মহাবাজা বালক সেমতে সর্ব্বদা ভযমান থাকি সাহেব সকলিরে মালিক যাহাতে বাবা মহাবাজা ও আমাব প্রান বাঁচে এবং আমলাহায় ও প্রজাদী নির্ভয় হয় আমি বাবা মহারাজাকে লইযা খাতিরজমাত মুলুকেব খববগিরি ও আবাদবশত ও নালবন্ধী মালগুজারের সরবরাহ করি এমত কবিতে হুকুম হইবেক ইতি ২৭৮ ষক (ব—২৭ মাঘ—

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রূসমুহ পুজিতাশীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জব্বয়েন আজিমঃসান সেপাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কুম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর

জনরেল চারলষ লাড করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

(১৫)

শ্রীশ্রীশিবঃ
শরনং

স্বস্তি প্রাতরূদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পূজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জব্দয়েন আজিমঃসান শেপাহছালার আফোয়াজ বাদসাহিও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল। চারলষ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপন আওহাল পুর্ব্বপত্রে সমস্ত আরজ লিখিআছি এবং উকীলেরা আরজ করিআছে তাহাতে গোচর আছে আকরোট জে পঠাই পহুছিবেক আমার উকীলেরা হুজুরে হাজির আছে জখন জে বিশয় আরজ করে তাহাতে গৌর করিতেছেন এবং করিতে অবধান হবেক ইহা আরজ গোচরিল ইতি ২৭৮—৬ মাঘস্য—

স্বস্তি প্রাতরূদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পূজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও বুনিআন জব্দয়েণ আজিমঃসান শেপাহছালার আফোয়াজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট ঐরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেসরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

(১৬)

শ্রীশ্রীশিবঃ শরণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভূজবল প্রতাপতাপিত শত্রু সমূহ পূজীতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জব্দয়েন আজিমঃসান শেফাহছালার আফোআজ বাহসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম শমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—সাহেবের দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ শ্রীকাপীতান ডক্কীনসেন ও শ্রীগোলাপ সিংহ শুবেদারের গতিকে নমকহারামের হাতে ৺শ্রীশ্রীমাতা মহারানীর ও আমার জে দুর্দ্দশা ঘটীয়াছিল তাহা হুজুরে জাহের আছে এবং নমকহারামেরা রাজবাটী লুটতারাজ করিয়া সর্ব্বস্ব লইআ প্রান মারিতেছিল হুজুরের হুকুম মতে ৺কুম্পানীর ফৌজ মদদ পহুছিয়া আমারদিগকে নমকহারামেরদিগের হাতে খালাষ করিয়া প্রান রক্ষা করিআছেন আর সয়লাবিতে মলুক ধোতা হইয়া নানা অপ্রতুল অতএব আমি কাপীতান মজকুরকে কোনমতে রাজী নহি এবং মলুক ধোতা হওাতে নালবন্দী মালগুজারীর সরবরা করজে দামে করিতেছি কাপীতানের দরমাহির সরবরাহ কোথা হইতে দিব সম্প্রতিক হেফাজত জন্যে এক শুবেদার ও কএকজন শীফাহি সমেত রাজ বাটীতে আছে জখন আর দরকার হয় দরখাস্ত আরজ লিখিব তাহার মতে গৌর হুকুম হবেক আর কাপীতান মজকুরের কিঞ্চীৎ করজার কারোবার এখানে সরবরাহকারেরদিগের সহিত করিয়াছিলেন তাহা সোদবাদে ৺কুম্পানির হুকুমনামার ষুদ ষুরত হিসাবে মবলগ টাকা ফাজিল লইআছে আর কাপীতান মজকুরের জে জে গতিক তাহা পত্রে কতক আরজ লিখিব শ্রীস্থষ্টীধর রায় ও শ্রীজানকী রাম সরকার উকীল হুজুরে হাজির আছে তাহারা সমস্ত আরজ করিবেক তাহাতে গৌর হুকুম হবেক আমি ৺কুম্পানীর সায়াগীর ইহা আরজ করিল ইতি ২৭৮ সকাবতে—২৮ ফালগুন

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয় মানার্কমণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমূহ পুজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জব্দয়েন অজিমঃসান সেফাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভবিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

(১৭)

শ্রীশ্রীশিবরামঃ—

শরণং—

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পুজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজুর স্থলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জন্ধয়েণ আজীমঃসান শেফাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম শমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্র প্রতাপেষু—সাহেবের দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ শ্রীকাপীতান ডক্টীনসেন ও শ্রীগোপাল শীংহ শুবেদারের গতিকে নমকহারামের হাতে শ্রীশ্রীবাবা মহারাজার ও আমার জে দুর্দ্দসা ঘটীয়াছিল তাহা হুজুরে জাহের আছে এবং নমকহারামেরা রাজবাটী লুটতারাজ করিয়া সর্বস্ব লইয়া প্রান মারীতেছিল হুজুরের হুকুম মতে ৺কুম্পানীর ফৌজ মদদ পহুছিয়া আমারদিগকে নমকহারামেরদিগের হাতে খালাষ করিয়া প্রাণরক্ষা করিআছেন আর সয়লাবিতে মুলুক ধৌতা হইয়া নানা অপ্রতুল অতএব আমি কাপীতান মজকুরেক কোনমতে রাজি নহি এবং মুলুকধৌতা হওাতে নালবন্ধী মাল-গুজারীর সরবরাহ করজে দামে করিতেছি কাপীতানেব দরমাহির সরববাহ কোথা হইতে দিব সম্প্রতিক হেফাজত জন্যে এক শুবেদার কএকজন সেফাহি সমেত রাজবাটীতে আছে জখন আর দরকার হয় দরখাস্ত আরজ লিখিব তাহার মতে গৌর হুকুম হবেক আর কাপীতান মজকুরের কিঞ্চিৎ করজার কারোবার এখানে সরবরাহকারেরদিগেব সহিত করিযাছিলেন তাহা সোদবাদে ৺কুম্পানীর হুকুমনামার শুদষুরত হিসাবে মবলগ টাকা ফাজীল লইআছে আর কাপীতান মজকুবের জে জে গতিক তাহা পত্রে কতেক লিখিব শ্রীস্থষ্টীধর রায় ও শ্রীজানকী বাম সরকার উকীল হুজুরে হাজির আছে তাহারা সমস্ত আরজ করিবেক তাহাতে গৌর হুকুম হবেক আমি ৺কুম্পানীর সায়াগীর ইহা নিবেদন ইতি সন ২৭৮ সকাবতে—২৮ ফালগুন

স্বস্তিঃ প্রাত্তরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পূজীতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসীরখাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জব্দয়েন আজিমঃসান সেফাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওয়ালছ বাহাদোর বিসম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রেপ্রতাপেষু—

শ্রীশ্রীমতী
রাজমাতা
মহারাণী
কমতেশ্বরী
দেবী

(১৮)

শ্রীশ্রীশিবঃ—

শরণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমূহ পূজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজুব শুলতান ইঙ্গলিস্থানল ও বুনিয়ান জব্দয়েন আজিমঃসান শীপাহিসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওয়ালিস বাহাদোর বিশম সমবাট বৈরীকুল কবিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবরেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ ও কপিতন ডঙ্কীসেন সাহেবকে হুজুব দরখাস্ত করিয়া বেহারে শ্রীশ্রীমতি মাতা মহাবানীর ও আমার নিথাবানি কারণ রাথা গিয়াছিলো তাহাতে তিনি বেহারে না থাকিয়া বঙ্গপুরে থাকেন জখন নমকহারাম শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণের ফৌজের জমাইতের খবর শুনিঞা বেস্থ হইয়া কপীতনেক বেহারে আশীতে লিখিলাম তাহাতে করজা টাকা না পাইলে বেহারে আশীবেক না এমত কহিলেন পরে শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ গোশ্বামিজিউ ও আমলা লোক জাইয়া নানামত কহিলেন জে এসময় করজার ওজর কবিয়া বেহাব না জাএ। বহুত বেমনাশীব তাহাতে জবাব দিলেন টাকা না পাইলে কদাচ বেহার জাইব না তাহার পায আমলার মারফতে সরকারে সন ১১৯১ সনের ইস্তক কার্ত্তিক লাগাদ চৈত্র ১৪৯০১ চৌদ্দ হাজার নএস ও এক টাকা করজ লওা গিয়াছিল তমঃষুকে শুদ দরমাহা ফিসদ এক টাকা ও আলাহিদা একরার ফিসদ দরমাহা সাত টাকা একুনে ফিসদ দবমাহা আট টাকা লিখাইয়া লইয়াছে তাহাতে সন ১১৯২ সনের চৈত্র লাগায়দ ২০৯৯৬ বিশ হাজাব নএসএ ছিয়ানব্বৈ টাকা দেওা গিয়াছে তত্রাচ করজার ওজব কবিয়া বেহার আইলেন না নাচারিপর ৭০০০ সাত হাজার টাকা গোশ্বামিজিউ দিলেন একুনে সন ১১৯৪ সনের জৈষ্ঠ লাগাদ ২৭৯৯৬ সাতাইষ হাজার নএসএ ছিয়ানব্বৈ টাকা দেওয়া গেল উপরান্ত শ্রীরাধাচরণ সাহার নামে ২২৯৬৩৷৷০ বাইস হাজার নএসএ সাড়েতিরশট্টি টাকা তমঃষুকএ টীপ ২৪২৫ চব্বিষ সএ পচিশ টাকা একুনে ২৫৩৮৮৷৷০ পচিস হাজার তিনসএ সাড়ে অষ্টাশী টাকার লিখাইয়া লইলেক তাহা ও লাচারিপর লিখিয়া দেওা গেল সাবেক তমঃশুক ফের দিলেন না এ সকল লিখাইয়া লইয়া বেহার রাহি হইলেন ইহার পূর্ব্ব শ্রীশ্রীমাতা মহারানিকে ও আমাকে নমকহারামের লোকে পাকুড়িয়া নানাবিধ পিড়া দিয়া সর্ব্বস্য লুটীয়া বলরামপুর লইয়া গেল কপীতন কিমত উরদি দিআছিল ইহাতে শুবেদার মোজাহিম নহিল কপীতনের গতিকে ও শুবেদারের দাগাতে আমারদিগের পর এ মশীবত গুজরিআছে গোলাবসীংহ শুবেদার মোজাহিম হইলে তবে কি সাধ্য ছিল জে নমকহারাম মজকুরের লোকে লইয়া জায় এ সকল গতিকে কপীতনেক কদাচ বিশ্বাস হএনা এবং নাহক দরমাহা দেওা এমতে কপীতনেক পূর্ব্বে জবাব দিআছি কপীতনেক রাজি নহি আপন খাতির জমার কারণ

রঙ্গপুরের জিলার সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিয়া বিরগীটের কএকজন শীপাহি সমেত শ্রীলপটন কটবর সাহেবেক আনাইয়া মাতা মহারানি ও আমার নিখাবানি জন্যে আমার এখানকার সোভাশীংহ শুভেদার ও শীপাহি তাহার উরদির সামিল করিয়া দেওা গিয়াছিল অখন কপীতন বেহারে পহুছিয়া সোভাসিংহ শুবেদারকে কএদ করিয়া গোলাবশীংহের সামিলে জে লোকে দাগা করিআছিল তাহাকে জামাইতদার করিয়া আমার এখানকার শীপাহিকে আপন কামানে রাখিআছে কহে ৺হুজুরের হুকুম আমার কামান বেহারে আছে জিলার সাহেব লিখিআছেন আদালততক তাহার কামান থাকিবেক ইহাতে বড়ই সঙ্কর্ত্তিত হইলাম জদি আদালত হওাতক কপীতনের কামান থাকিল হুজুরের হুকুম তবে জবতক কপীতনের এখানে থাকা হএ বেহার কাচারি মোকামে জেখানে কপীতন আছেন সেহিখানে শীপাহি সমেত থাকেন রাজ বাড়িতে বিরগীটের শীপাহি নিখাবান থাকে সাহেব মালিক জাহাতে মাতা মহারানি ও আমি আরামে থাকি এমত হুকুম হবেক কপীতন বেহারে থাকাতে কোনমতে প্রতুল নাহি তাহার বদলী আর একজন লপটন তইনাত হুকুম হএ আমি ৺কুম্পানির ছায়া লইআছি কপীতন বেহার থাকাতে খাতির জমা হএ না অতএব তাহাকে নিতান্ত রাজী নহি ইহা আরজ করিল ইতি ২৭৯ যকাবতে —— ২৪ আষাড়

স্বস্তিঃ প্রাতরুদিয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজ বল প্রতাপতাপিত সত্র্ সমূহ পুজিতাশীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাস হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও ইঙ্গলিস্থান বুনিয়ান জদ্দে আজিমঃ সান সেপাহ সালার আফোআজ বাদাসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চরলষ লাট করণওালিষ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

———

(১৯)

শ্রীশ্রীশিবরাম ঃ—

শরণং—

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজ বল প্রতাপতাপিত সত্রু সমূহ পূজিতাশীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখায হুজুর ষুলতানল ইঙ্গলিস্তানন ও বুনিয়ান জব্দয়েন আজিমঃসান শীপাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওবে হিন্দোস্থান গবনব জেনারেল চারলষ লাট করণওয়ালিষ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবরো মহোগ্রপ্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ শ্রীকপীতন ডক্কীসেন সাহেবকে হুজুরে দবখাস্ত করিয়া বেহাবে শ্রীশ্রীবাবা মহারাজ ও আমার নিথাহবানি কারণ রাখা গিয়াছিলো তাহাতে তিনি বেহাবে না থাকিয়া রঙ্গপুরে থাকেন জখন নমকহারাম শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণের ফৌজের জমাইতের খবর ষুনিয়া বেস্থ হইয়া কপীতনেক বেহারে আশীতে লিখিলাম তাহাতে করজা টাকা না পাইলে বেহারে আশীবেক না এমত কহিলেন পরে শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ গোশ্বামীজীউ ও আমলা লোক জাইয়া নানামত কহিলেন জে এ সময় করজার ওজর করিয়া বেহাব না জাওা বহুত বেমনাশীব তাহাতে জবাব দিলেন টাকা না পাইলে কদাচ বেহাব জাইবনা তাঁহাব পাষ আমলা মারফত সরকারে সন ১১৯১ সনের ইস্তক কার্ত্তিক লাগাদ চৈত্র ১৪৯০১ চৌদ্দ হাজার নএসও এক টাকা করজ লওা গিয়াছিল তমঃষুকে ষুদ দরমাহা ফিসদ এক টাকা ও আলাহিদা একরার ফিসদ দরমাহা সাত টাকা একুনে ফিসদ আট টাকা লিখিয়া লইআছে তাহাতে সন ১১৯২ সনের চৈত্র লাগাদ ২০৯৯৬ বিশ হাজার নএসও ছিয়ানব্বৈ টাকা দেওাগিআছে তত্রাচ করজার ওজর করিয়া বেহাব আইলেন না নাচারিপর ৭০০০ সাত হাজার টাকা গোশ্বামিজিউ দিলেন একুনে সন ১১৯৪ সনেব জৈষ্ঠ লাগাদ ২৭৯৯৬ সাতাইস হাজার নএসএ ছিয়ানব্বৈ টাকা দেএাগেল উপবাস্ত শ্রীবাধাচরণ সাহার নামে ২২৯৬৩৷৷০ বাইস হাজার নএসও সাড়ে তেরষট্ট টাকা তমঃষুকেএ টীপ ২৪২৫ চব্বিস সএ পচিস টাকা একুনে ২৫৩৮৮৷৷০ পচিস হাজার তিনসএ সাড়ে অষ্টাশী টাকার লিখাই লইলেক তাহাও নাচারিপর লিখিয়া দেওা গেল সাবেক তমঃষুক দিলেন না এ সকল লিখা পড়া করিয়া লইয়া বেহার রাহি হইলেন ইহার পুর্ব্ব বাবা মহারাজাকে ও আমাকে নমকহারামের লোকে পাকুড়িয়া নানাবিধ পিড়া দিয়া সর্ব্বস্ব লুটীয়া বলরামপুর লইয়া গেল কপীতনে কিমত উরদি দিয়াছিল ইহাতে শুবেদার মোজাহিম নহিল কপীতনের গতিকে ও শুবেদারের দাগাতে আমারদিগের পরএ মূশীবত গুজরীআছে গোলাবশীংহ শুবেদার মজাহিম হইলে তবে কি সাধ্য ছিল জে নমকহারাম মজকুরের লোকে লইয়া জায় এ সকল গতিকে কপীতনেক কদাচ বিশ্বাষ হএনা এবং নাহক দরমাহা দেওা এমতে কপীতনেক পুর্ব্বে জবাব দিআছি কপীতনেক রাজি নহি আপন খাতির জমার কারণ জিলার সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিয়া রিরমীটের

কএকজন শীপাহি সমেত শ্রীলপটন কটবর সাহেবেক আনাইয়া বাবা মহারাজার ও আমার নিখাবনির জন্যে আমার এখানকার শ্রীসোভাশীংহ শুবেদার ও শীপাহি তাহার উরদির সামিল করিয়া দেওা গিয়াছিল অখন কপীতন বেহারে পহুচিয়া সোভাশীংহ শুবেদারকে কএদ করিয়া গোলাবশীংহের সামিলে জে লোক দাগা করিয়াছিল তাহাকে জামাইতদার করিয়া আমার এখানকার শীপাইকে আপন কামানে রাখিআছেক কহে ৺হুজুরের হুকুম আমার কামান বেহারে আছে এমত জীলার সাহেব লিখিআছেন আদালততক তাহার কামান থাকিবেক ইহাতে বড়ই সঙ্কাস্তিত হইলাম জদি আদালত হওাতক কপীতনের কামান থাকে হুজুরের হুকুম তবে জব্‌তক কপীতনের এথাতে থাকা হএ শীপাহি সমেত বেহার কাচারি মোকামে জেখানে কপীতন আছেন সেহিখানে শীপাই সমেত থাকে রাজবাটীতে বিরগীটের শীপাহি নিখাবান থাকে সাহেব মালিক জাহাতে বাবামহারাজাকে লইয়া আরামে থাকি এমত হুকুম হবেক কপীতন বেহার থাকাতে কোনমতে প্রতুল নাহি তাঁহার বদলী একজন লপটন তএনাত হুকুম হএ আমি ৺কুম্পানীর ছায়া লইআছি কপীতন বেহার থাকাতে খাতির জমা হএ না অতএব তাহাকে নিতান্ত রাজি নহি ইহা আরেজ করিল ইতি ২৭৯ সকাবতে ———— ২৪ আশাড়স্য—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রু সমূহ পুজীতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজুর সুলতানল গোলেস্তান ও ইঙ্গলিস্থান ও বুনিয়ান জুব্দে আজিমঃসান সেপাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওালিষ বাহাদোর বিশম শমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

---

(২০)

শ্রীশ্রীশিব :—

শরণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানর্কমণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপতাপীত সত্রু সমূহ পুজীতাখিল রার্য্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজুর শুলতানল ইঙ্গলিস্থানল ও বুনিয়ান জব্দে আজিমঃসান

সীফাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পানি কেসওরে হিন্দোস্থান গবনব জনরেল চারলষ লাট করনওালস বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্র-প্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপন আওহাল সকল বেওরা পুর্ব্ব ২ লিখিআছি তাহাতে গোচর আছে শ্রীযুত মেস্তর মেসর সাহেব ও শ্রীযুত মেস্তর ষবিট সাহেব নাজির খগেন্দ্রনারয়ণ সহিত জে কাজিয়া তজবিজ করিতে আশীআছেন হুজুরের হুকুমমতে জে ২ কাগজ পত্র ইসবাত করার তলব করিআছিলেন তাহা হাজির করিয়াদিআছি খগেন্দ্রনারায়ণ চাকর নহে হিস্যাদার বলিয়া দবখাস্ত করিয়াছিল তাহার চাকুরি ইসবাত ও নমকহারামি ও জুলমী করিয়া আমাকে ও শ্রীশ্রীমাতামহারানিকে তসদি দিয়া প্রান মারার উপস্থীত হইয়াছিল সকল দফা ইসবাত করিয়া দিয়াছি এবং সাহেব লোককে আপন আওহাল সকল সাক্ষাতকার কহিআছি তাহাতে গোচব হইয়া কাগজ পত্র সমেত শ্রীযুত মেঃ মেসর সাহেব হুজুর গিয়াছেন নাজীর মজকুরের তকঃশীর মাফ পরোআনা আইসাত সঙ্কোচিত আছি তাহারা জেমত ২ নমকহারামি করিয়াছে সেমতে তাহাকে তগীর করিয়াছি রায্যের রেওাজ মতে সাজা নহিলে আমি মাতা মহারানিকে লইয়া রায্যেত তিষ্ঠাতার নাজির আমারদিগের রার্য্যও প্রানও জাইতের গ্রাহক অধীক কী লিখিব বিস্তারিত উকীল্গেরা আরজ করিবেক আমি ৺কুম্পানীব ছাযা লইআছি সাহেব আমার মালিক জাহাতে মাতা মহারানি সমেথ সুস্থীর থাকী এমত হুকুম হবেক ইহা গোচবিল ইতি ২৭৯ সকাবতে মতাবেক সন ১১৯৫ সাল বাঙ্গালাতে ১২ অগ্রহায়ণ

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপীত সত্রু সমুহ পুজিতাখিল রায্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসিরখাস হুজুব ষলতানল ইঙ্গলিস্থানল ও বুনিয়ান জঙ্গে আজিমঃ-সান সিপাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পানি কেশওরে হিন্দুস্থান গবনর জনরেল চারলস লাট করণওালিষ বাহাদুর বিসম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

(২১)

শ্রীশ্রীসিবরামঃ—

সরনং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপীত সত্রু সমুহ পূজিতাখিল রাযোস্বর মহামহিম শ্রীযুত মসিরখায হুজুর শুলতানল ইঙ্গুলিস্থানল ও বুনিয়ান জব্দে আজিমঃসান সিপাহসালার আফোয়াজ বাদসাহী ও কম্পানি কিসোওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলস্ লাট করণওালস বাহাদুর বিসম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেসরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিসেষঃ আপন আহোওাল সকল বেওরা পূর্ব্ব ২ লিখিয়াছি তাহাতে গোচর আছে শ্রীযুত মেস্তর মেসর সাহেব ও শ্রীযুত মেঃ ষবিট সাহেব নাজির খগেন্দ্রনারায়ণ সহিত জে কাজিয়া তজবিজ করিতে আশীয়াছেন হুজুরের হুকুমমতে জে ২ কাগজ পত্র ইসবাত করার তলব করিয়াছিলেন তাহা হাজিব করিয়া দিয়াছি খগেন্দ্রনারায়ণ চাকর নহে হিস্যাদার বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাব চাকুরি ইসবাত ও নমকহারামী ও জুলুমী করিয়া আমাকে ও শ্রীশ্রীবাবা মহারাজাকে তসদি দিয়া প্রাণ মারার উপস্থিত হইযাছীল সকল দফাই ইসবাত করিয়া দিয়াছি এবং সাহেব লোককে আপন আহোওাল সকল সাক্ষাতকার কহিয়াছী তাহাতে গোচর হইয়া কাগজ পত্র সমেত শ্রীযুত মেসর সাহেব হুজুব গিয়াছেন নাজির মজকুরেব তকসির মাফ পরওানা আইসাত সঙ্কোচিত আছী তাহারা জেমত ২ নমকহারামি করিয়াছে সে মতে তাহাকে তগির করিয়াছী রার্য্যের রেওাজ মতে সাজা নহিলে আমী বাবা মহারাজাকে লইয়া রার্য্যেত তিষ্ঠাভার নাজির আমারদিগের রায্য ও প্রান ও জাইতের গ্রাহক অধিক কি লিখিব বিস্তারিত উকিলেরা আরজ করিবেক আমি ৺কুম্পানির ছায়া লইয়াছী সাহেব আমার মালিক জাহাতে বাবা মহারাজাক লইয়া শুস্থির থাকি এমত হুকুম হবেক ইহা গোচরিল ইতি সন ১১৯৫ ১২ অগ্রায়ন।
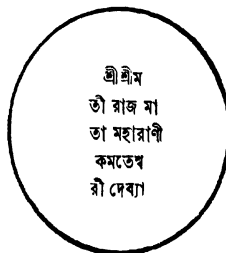
স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপীত সত্রু সমুহ পূজীতাখীল রার্য্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজুর শুলতানল ইঙ্গুলিস্থানল ও বুনিয়ান জব্বেন আজিমঃসান শীপাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পানী কেসওরে হিন্দোস্থান গবনর

জনরেল চারলষ লাট করণওালিস বাহাদোর বিশম সমবাট বৈরীকুল করিকুম্ভ বিদাবণ কেশরীবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

---

(২২)

শ্রীশ্রীত্রৈলোক্য—

নাথঃ শরণং—

৭ স্বস্তি—। সকল মঙ্গলৈক নিলয় মহামহিম শ্রীযুত গবণব জানবেল লাড ওয়ারল কারণওালিশ বড় সাহেব বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু আপনকাব মঙ্গল সদা বাঞ্চা করী তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ আমার আহওাল সকল পুর্ব্ব পত্রে আবজ লিখিয়াছি সাহেবের হুজুবে রোশন হইয়া থাকিবেক শ্রীযুত মেস্ত্র মের্শর সাহেব শ্রীযুত মেস্ত্র সোপট সাহেব দুই জনাকে আমার মামলিয়ত তজবিজ করিতে পঠাইয়া ছিলেন এবং আমাকে হুকুম আসীয়াছিল সাহেবের দিগের নিকট হাজির হইয়া আপন মামলিয়তেব ইশবাত কবাইলে আপন হককে পহুচিব মাফীক হুকুম সাহেবেরদিগেব নিকট আমার মিরিয়াশ জমীদারী আদিব ইশবাত সাহিদী ও দস্তাবিজ কাগজ পত্রে গুজরাইয়াছি সে সকল কাগজ সমেত মেস্ত্র মেশব সাহেব হুজুরে গীয়াছে সাহেব মলুকের মালিক অনুগ্রহপূর্ব্বক রোয়দাদ কাগজ দ্রষ্টী করিয়া আমাকে সাবেকমতে আপন আপন মিবীয়াশে কাইম কবিতে অবধান হইবেক আম ৺কুম্পানী বাহাদুরের স্মরণগত দস্তবস্তা হাজির আছি আমার স্বহায সম্পত্য সাহেব বিনা আর কেহ নাহি মথালিফে আমাকে বে৺বুনিয়াদ করিয়াছে সাহেবের মেহববার্নগীতে আপন ৺বুনিয়াদে কাইম হইব এমত ওম্মেদ হইয়াছে আমাকে কাইম কবিলে সাহেবেব পুণ্য প্রতিষ্ঠা মলুক মলুক হইবেক আমী খানে হাএবান হইয়াছি ইত্য অবধানে জা উচিত করিতে হুকুম হইবেক ইহা গোচরিল ইতি সন ২১৯—১৯ অগ্রায়ান—

স্বস্তি সকল মঙ্গলৈক নিলয় মহামহিম শ্রীযুত গবনব জানরেল লাড এয়ারল কারণ-ওালিশ বড় সাহেব বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—

৭ স্বস্তি—। সকল মঙ্গলৈক নিলয় মহামহিম শ্রীযুত গবনর জানরেল লাড ওয়ারল কারণওালিশ বড় সাহেব বাহাদুর প্রবলপ্রতাপেষু—

---

(২৩)

শ্রীশ্রীত্রৈলোক্য—

নাথঃ স্বরণং—

৭ স্বস্তিঃ সকল মঙ্গলালৈক নিলয়ঃ মশীরখাষ হুজুর ছোলতানল গোলেস্তান জোব্দেন ওবতান আজীমঃসান ছিপেহছালার আফোয়াজ বাদসাহী ও কম্পীনি কেশোয়রে হিন্দোস্তান গবনর জানরেল কৌছিল শ্রীযুত লাড করণওয়ালিষ বাহাদুর সত্নদার চরিতেষু অত্র-কুশল আপনার কুশল সদাচাহী বিশেসঃ আমী ভুটীয়াকে নিরস্ত করিয়া ৺কুম্পানির সরনাগত হইয়া আপন ভুমেতে কুম্পানির দখল দেওাইয়া নালবন্দীর বন্দবস্ত করিয়া নালবন্দীর সরবরাহ মাফিক হিস্যারসদ সনবরসন দিতেছিলাম সন ১১৯১ সনে জীলে রঙ্গপুরের মেঃ মোরসাহেব সহীত কারসাজী করিয়া রাজা হরেন্দ্র নারায়নের তরফ শ্রীসর্ব্বানন্দ আমার বেহারের নওআনা দষ বট হিস্যা ও কুম্পানির মজরাই আন্দরান দেবোর্ত্তর আদী তালুকাত ও আমার বোদা গয়রহ তিন চাকলার জমিদারী আপন দখল করিয়া আমার বাড়ি লুটীয়া বির্ত্তবেসাত ও কাগজাত গয়রহ নিয়া আমারে ও নাজীর দেওকে ও যুবরাজকে নানা প্রকার নালাএক অভ্রম করিয়াছিল সে কারন আমার উকিল কলিকাতা তিন বৎসর জাবত নালিষ করিল কিন্তু ইনসাফ হইল না জীলার মেঃ মেকডুল সাহেব ঠাইহ নালিষ করিলাম সর্ব্বানন্দ মজকুরের কারসাজীমতে তিনিহ কিছু ইনসাফ করিলেক না আমী খোরোপোষ বিনা আজীজ হইলাম তৎপর মেকডুল সাহেবের হুকুম মতে আপোসে রাজা সহীত মিলমিলাত করিয়া আমার বাড়ীতে সকলে একতা হইয়া রহিয়াছিলাম তাহাতে সর্ব্বানন্দ মজকুর খিলাফ ইজাহার করিয়া মেকডুল সাহেব সহীত কারসাজী করিয়া সরকারের ফৌজ ও তাহার আপন নিজের গয়াষ সরদার আদী ফৌজ আমার বাড়িতে পাঠাইয়া রাজাকে ওড়াইয়া নিল আমার মবলগ লোক কতল খুন করিয়া আমার বাড়িলুটীয়া বিত্যবেসাত নিল আমারে ময়মতালিকান পহরাতে কএদ করিয়া রঙ্গপুরে রাখে পরে আমার বাড়িঘর খুদীয়া মবলগহা মাল আমোয়াল উঠাইয়া নেয় এই সকল দৌরাত্য সর্ব্বানন্দ মজকুর করিল আমি কুম্পানির সরনাগত হইয়া এই হাল হইল যে কুম্পানি বাহাদুরের আমলে কোন রাজা এবং জমিদার পর এমত হয় নাই-অগু ১৭ সতর মাষ জাবত আমী স্ত্রিলোক হইয়া পহরাতে কএদ আছী আমার মবলগ লোক নবাব আদালতের ফাটকেতে কএদ করিয়া তছদিয়া দিয়া প্রানে মারিল কথক কএদে আছে সাহেব মুলুকের মালিক কএদের তছদিয়া আর আমার বরদাস্ত হয় না।—আমার তরফ উকিল শ্রীরামকৃষ্ণ মজুমদারকে হুজুরে পাঠাইতেছি এহার আরজ শুনিয়া গৌর ফরমাইবেন

উকিল মজকুর জে আমার তরফ আরজী দাখীল কবিরেক তাহাব ইনসাফ ফরামাইতে হুকুম হবেক ইতি সন ১১৯৫ তারিখ—১১ অগ্রায়ন—

স্বস্তিঃ সকল মঙ্গলালৈকনিলয়ঃ মশীর খাষ হুজুর ছোলতানল গোলেস্তান জোব্দেন ও বতান আজিমঃসান ছিপেহছালার আফোযাজ বাদসাহী ও কম্পীনি কেসোয়বে হিন্দোস্তান গবনর জানরেল কৌছিল শ্রীযুত লাট করণওযালিস বাহাদুর সদুদাব চবিতেষু—

---

(২৪)

শ্রীশ্রীসিব—

সরণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরূদীয়মানার্ক মণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপিত সত্রূ সমুহ পুজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহি শ্রীযুত মসির খাষ হুজুর ষলতানল্ ইঙ্গ্লিস্থানল ও বুনিয়ান জব্দে আজিমঃ-সান সিপাহসালার আফোয়াজ বাদসাহী ও কম্পানি কিসোওবে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলস লাট করণওালিস বাহাদুর বিসম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেসরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলতজ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপন আহোওাল পুর্ব্ব ২ আরজ লিখিয়াছি তাহাতে গোচর আছে আমী ৺কুম্পানীর ছায়াগির। তাহাতে আমার বেহারের চেচাখাতার মালগুজারি ভোটে করিতেছিল তাহা এদানিক দেএনা তদসেওায় ভলকা ও গয়রহ মহাল ভোটীয়াবদের রাজার তরফ লোকে দখল করে এবং আমার পুরুসানুক্রমের ৺শ্রীশ্রী জল্পীষ আমার ঠাকুর আমার সেবা তাহা ভোটে দখল করিয়া লয় তাহারা ভোট সেবার কি জানে ইহাতে আমার পর জুলুমির হর্দ্দ সাহেব মেহেরবানগি করিয়া শ্রীযুত মেস্তর গুবিট সাহেবেব নামে হুকুম হএ তজবিজ করিয়া আমাকে দখল দেওান বিস্তারিত উকিলেরা হুজুরে আরজ করিবেক তাহাতে গৌর হুকুম হবেক ইহা আরজ করিল ইতি সন ২১৯ শকাবে—২০ চৈত্র।

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপীত সত্র সমুহ পুজিতাখিল রায়েশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসিবখাস হুজুর সুলতানত ইঙ্গলিস্থানল ও বুনিয়ান জব্দে আজিমঃসান সিপাহসালাব আফোওাজ বাদসাহি ও কুম্পানি কিসোওর হিন্দোস্থান গবনব জনরেল চারলস লাট করণওালিয বাহাদুর বিসম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেসরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

---

(২৩)

শ্রীশ্রীসিবরাম :—

সবণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপীত সত্র্ সমুহ পুজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসিরখাষ হুজুব শুলতানত ইঙ্গুলিস্থান ও বুনিয়ান জব্দে আজিমঃসান সিপাহ্সালার আফোয়াজ বাদসাহী ও কুমপানি কিসোবে হিন্দোস্থান গবনব জনরেল চারলষ লাট করণওালিষ বাহাদুর বিসম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ব বিদারণ কেসরিবর মহোগ্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জেয়াদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপন আহোওাল পুর্ব্ব ২ আরজ লিখিয়াছী তাহাতে গোচর আছে আমী ৺কুম্পানিব ছায়াগীর তাহাতে বেহারের চেঁচোখাতার মালগুজারি ভোটে করিতেছীল তাহা এদানীক দেয়না তদ সেওায় ভলকাও গয়রহ মহাল ভোটীয়ারদের রাজার তরফ লোকে দখল করে এবং স্বর্গি মহারাজারদিগের পুরুসানুক্রমের শ্রীশ্রী ৺জল্পিষ ঠাকুরের সেবা তাহা ভোটে দখল করিয়াছে তাহারা ভোট সেবার কি জানে ইহাতে বাবা মহারাজার পরও আমার পব জুলুমির হদ্দ সাহেব মেহেরবানগি করিয়া শ্রীযুত মেস্তর গুবিট সাহেব নামে হুকুম হয় তজবিজ করিয়া দখল দেওান বিস্তারিক উকিলেরা হুজুরে আরজ করিবেক তাহাতে গৌর হুকুম হবেক ইহা আরজ করিল ইতি সন ২১৯ সকা তারিখ—২০ চৈত্র।

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয় মানার্ক মণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপতাপীত সক্র সমুহ পুজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসীর খাস হুজুব শুলতানত ইঙ্গিলিস্থানল ও বুনিয়ান জব্দেন আজীমঃসান সিফাহ সালার আফোআজ বাদসাহী ও কুম্পানী কিসোওবে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলস লাট করণওয়ালিস বাহাদুব বিসম সম্বাট বৈবিকুল করিকুম্ব বিদাবণ কেসরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু—

---

(২৬)

শ্রীশ্রীশিব :—

শরণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজ বল প্রতাপতাপিত সত্রু সমুহ পুজিতাখীল বাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখায হুজুব শুলতানল গোলেস্তানন ও বুনিআন জুব্দয়েন আজিমঃসান শীপাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওবে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওয়ালিষ বাহাদোর বিশম সমবাট ঐবিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আত্মবিবরণ পূর্ব্ব ২ আরজ পত্রে এবং শ্রীযুত মেস্তব মেসব সাহেব ও শ্রীযুত মেস্তর গুবিট সাহেব দ্বারায় সমস্ত গোচব হইআছে অপর-মত্তাসান মোখালিপান জেব থাকে ও আমরা আরামে থাকি একাবণ আমাবদিগেব গুরু শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ গোশ্বামিজিউর সলাহতরদুতে ৺কুম্পানিব আশ্রয় লও। অবধী ৺হুজুর হইতে হুরযুরত গৌব ফরমাইতেছেন পরে আমার সরকারে খেদমতে নাজিবি মনসবে শ্রীনাজিব খগেন্দ্র নারায়ণ নাজির ছিল ৺বাবা মহারাজার ৺প্রাপ্তী হইলে নাজির মজকুব নানান প্রকাব দফাত নমকহাবামি করিয়া শ্রীশ্রী৺মাতা মহারানির ও আমার প্রাণের গ্রাহক হইয়াছিল গুরু গোস্বামিজিউ জিলাদার সাহেবপায তামাম জুলুম জাহের করিয়া তাহাব দ্বাবায ও উকিলে মারফত ৺গবনর সাহেবের হুজুরে আরজ পহুঁছাইলে হুজুবের নেকনজরে হুকুম বমোজিম জিলার সাহেব নিকট গোশ্বামিজিউর তরদুতে আমাদের প্রাণরক্ষা হইআছে পবে সরকার বেহাবেব নালবন্দীর গুরু অবধী স্বর্গি ৺মহারাজা বিশ্বাস প্রজুক্ত গুরু গোশ্বামি জিউকে রাজত্তের মামলিয়তের ও

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপীত সত্র সমূহ পুজিতাখিল রায়েশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসিবখাস হুজুর সুলতানত ইঙ্গলিস্থানল ও বুনিয়ান জন্ধে আজিমঃসান সিপাহসালাব আফোওাজ বাদসাহি ও কুম্পানি কিসোওর হিন্দোস্থান গবনব জনরেল চারলস লাট করণওালিয বাহাদুর বিসম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেসরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

---

(২৩)

শ্রীশ্রীসিবরাম ঃ—

সবণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপীত সত্র, সমূহ পুজিতাখিল রাজেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মসিরথাষ হুজুব শুলতানত ইঙ্গুলিস্থান ও বুনিয়ান জব্দে আজিমঃসান সিপাহসালার আফোয়াজ বাদসাহী ও কুমপানি কিসোবে হিন্দোস্থান গবনব জনরেল চারলষ লাট করণওালিষ বাহাদুর বিসম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ব বিদারণ কেসরিবর মহোগ্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জেয়াদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ আপন আহোওাল পুর্ব্বে ২ আরজ লিখিয়াছী তাহাতে গোচর আছে আমী ৺কুম্পানিব ছায়াগীর তাহাতে বেহারের চেঁচোখাতার মালগুজারি ভোটে করিতেছীল তাহা এদানীক দেয়না তদ সেওায় ভলকাও গয়রহ মহাল ভোটীয়ারদের রাজার তরফ লোকে দখল করে এবং স্বর্গি মহারাজারদিগের পুরুসানুক্রমের শ্রীশ্রী ৺জল্পিষ ঠাকুরের সেবা তাহা ভোটে দখল করিয়াছে তাহারা ভোট সেবার কি জানে ইহাতে বাবা মহারাজার পরও আমার পব জুলুমির হদ্দ সাহেব মেহেরবানগি করিয়া শ্রীযুত মেস্তর শুবিট সাহেব নামে হুকুম হয় তজবিজ করিয়া দখল দেওান বিস্তারিক উকিলেরা হুজুরে আরজ করিবেক তাহাতে গৌর হুকুম হবেক ইহা আরজ করিল ইতি সন ২১৯ সকা তারিখ—২০ চৈত্র।

গুবিট সাহেবের দ্বারায় সমস্ত গোচর হইআছে অপব মত্তাসান মোখালিপান জেব থাকে ও আমরা আরামে থাকি একারণ আমারদিগের গুরু শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ গোশ্বামিজিউব সলাহ ও তরদুতে ৺কুমপানির আশ্রয় লওা অবধী ৺হুজুব হইতে হরগুবত গৌর ফরমাইতেছেন পরে আমার সরকারে খেদমতে নাজিরি মনসবে শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ নাজিব ছিল ৺মহারাজার ৺প্রাপ্তী হইলে নাজির মজকুর নানান প্রকার দফাত নমকহাবামি কবিযা শ্রীশ্রীবাবা মহারাজার ও আমার প্রাণের গাহক হইয়াছিল গুরু গোস্বামিজিউ জিলাদাব সাহেব পায তামাম জুলুম জাহের করিয়া তাহার দ্বারায় ও উকিল মাবফত ৺গবনর সাহেবের হুজুরে আবজ পহুছাইলে হুজুরের নেকনজরে হুকুম বমোজীম জিলাব সাহেব নিকট গোস্বামিজীউব তবদুতে আমাদিগেব প্রাণরক্ষা হইআছে পরে সরকাব বেহাবের নালবন্দীর শুরু অবদী স্বগি ৺মহাবাজা বিশ্বাস প্রযুক্ত গুরুগোশ্বামি জিউকে রাজত্তেব মামলিয়তেব নালবন্দী মালগুজাবির মোক্তেআবি ভার দিয়াছেন সেমতে তদরূপ আমরাহ বাবা মহাবাজাব মামলিয়তেব জ্ঞান হওা পর্য্যন্ত ভার দিআছি গোস্বামিজিউ বিশ্বাসী এবং খএবথা এসকল কথা সাক্ষাতে সাহেবানদিগকে কহিআছি ইহা গোচর হইয়া থাকিবেক নালবন্দী মালগুজারীর সরববাহ দামে দরিমে সনবরসন হইতেছে আমি ছায়াগির ৺গবনব সাহেব মুলুকের মালিক সর্ব্বার্থে সাহেবের ভরোসায় বাবা মহারাজাকে লইয়া স্থিব আছি সম্প্রতিক আরজ দরখাস্ত বাবা মহারাজার পর নেকনজর রাখিয়া সর্ব্ববিধে গৌর ফরমাইবেন এবং গুরুগোস্বামিজিউর নামে তছল্বী নামা এক পরোআনা এমত হুকুম হএ জে স্বগি ৺মহারাজা বর্ত্তমানে জেমত মোক্তেআরি ভার দিয়াছেন এবং আমরাহ সেহিমত ভার দিআছি খাতির জমাতে সরকার বেহারের নালবন্দী মালগুজারির সরবরাহ জেমত করিতেছ সেহিমত করিবা আবাদ তরদূত করিতেছ কবিবা ইহা গোচরিল ইতি ২৮০ সকাবতে—২৪ বৈশাখ

স্বস্তি প্রাতঃরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপিত সত্রসমূহ পূজিতাশীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখায হুজুব ষুলতানল গোলেস্তানন ও বুনিয়ান জব্দয়েন আজিমঃসান সীপাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওবে হিন্দোস্থান গবনব জনরেল চারলষ লাট করণওালীষ বাহাদোর বিশম সমবাট ঐরীকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্র প্রতাপেষু——

(২৮)

শ্রীশ্রীশিবরাম ঃ

শরণং—

স্বস্তি সকল মঙ্গলৈক নীলয় মহামহিম শ্রীযুত সাহেবান কৌশল মহানুভাবচরীত্রেষু আপনকারদিগের মঙ্গলোন্নতি কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ ২৯ জৈষ্ঠের শ্রীযুত ৺গবনর সাহেবের পরওয়ানাব নকল পাইয়া সমস্ত জ্ঞাতা হইলাম শ্রীশ্রীবাবা মহারাজাব রাজত্ত বেহার ও চাকলেবোদা ও পুর্ব্বভাগ ও পাটগ্রামের ভালো নিমিত্যে ৺গবনব বাহাদুব সাহেব সকল ভার লইয়া শ্রীযুত মেস্তবসাট সাহেবকে জিলাদার রায্যের মামলিয়তের মোক্তিআর মোকরর করিআছেন সাহেব মৌসুফ মুলুক উষুল তহশীল ও আবাদ করিয়া বেহারের জে নালবন্ধী ও চাকলাহায় মজকুরের খাজনা দাখিল করিয়া জে থাকিবেক তাহাতে নাজীব শ্রীখগেন্দ্র-নারায়ণকে দবমাহা পাচসও টাকা দিবেন আব সেওায় সরঞ্জামি ও বাবা মহারাজার কারখানা-জাতের খরচা দিয়া জে বাঁচিবেক হুজুরের হুকুমের অপেক্ষা আমানত বাখিবেন এহি হুকুম লিখা আছে সাহেব আমার মালিক সাহেব আমার মালিক সাহেবের অনুগ্রহ ও তদারকে আমার ও বাবা মহাবাজার নাজির নমকহারামদিগেব দস্ত হইতে খালাষ পাইয়া প্রাণরক্ষা হইয়াছে আমাব ও বাবা মহাবাজার হেফাজত জন্যে মায় শীফাহি এক লপটন সাহেব তইনাত আছেন ইহাতে অশেষরূপ খাতির জমায আমি কামাল যুকুরগুজার আছি আমার ও বাবা মহারাজার মরজি মাফিক রাজ্যের মামলিযত হয কাহারো সাধ্য নহে জে খোদ গরজী হইয়া কোন কার্য্য করে আমি বিশ্বাসী ও দর্দ্দমন্ধলোক জবানি ৺কুম্পানী বাহাদুরের নেকনামি ও নেক আদালত যুনিয়া বাবা মহাবাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভুপ পঞ্চবষিয় বালকেক লইয়া আমি সর্ব্বার্থে ভালো ও হুবমতের বিদ্ধি নজরে কএক সন হইল আত্ম সেৎসাতে ৺কুম্পানী বাহাদুরেব আশ্রয় লইয়া তোড়াবন্দী যুরতে নালবন্দী ও মালগুজারীর সরবরাহ দাম ২ বেবাক নাগাইদ সন ১১৯৫ সাল বাঙ্গলা কবিতেছি সাহেবলোক আহদনামা বহাল রাখিয়া কখনো মুলুকে দস্তআন্দাজ হএন নাহি এখন পরওয়ানাতে হুকুম দরজ আছে আমার ও বাবা মহারাজার ও রার্য্যের মঙ্গলার্থে সাহেব মৌযুফ আশীযা মুলুক দখল করিয়া উষুল তহশীল আদি করিবেন বাবা মহাবাজা গজশীকার রাজা কখনো হিন্দোস্থানের পাতসাহাতের মোতা-বিয়ত করেন নাই আপন মুলুকের পাতসাহি করেন অখন কোনরূপেই দখল করুন মুলুক বেএক্তিআর হওয়াতে নিজ বাজ্যে ও ভোটান্তআদি বাহের মুলুকে আমার ও বাবা মহারাজার ইহার অধীক আর কি বেহুরমতি আছে পুর্ব্ব পঞ্চ বষিয় বালক লইয়া আশ্রয লইআছি তখন অবধি ৺কুম্পানী বাহাদুরে আমার একতিয়াবে মুলুক রাখিয়া নালবন্ধী ও মালগুজারির সরবরাহ লইআছেন অখন শ্রীশ্রী বাবা হরেন্দ্র নারায়ণ ভুপের দশ বৎসর বএক্রম আমিহ বর্ত্তমান আছি ইহাতে বাবা মহারাজার বএক্রমের অল্প অধীকের তাতপর্য্য কি অতএব মুলুক বেএক্তিআর হইলে আমার সমুহ লাঘবতা হয় সাহেব ধর্ম্মস্বরূপ আমার ও বাবা মহা-রাজার ও রার্য্যের মালীক হএন আমি সায়াগীর জাহাতে মওাশী মর্য্যাদা আর উষুল তহশীল

আদি একতিয়ার পুর্ব্বক পুর্ব্ববৎ তোড়াবন্ধী যুরত নালবন্ধী ও মালগুজারী বহাল থাকে অনুগ্রহ পুর্ব্বক এমত নেক আদালত ও গৌর হুকুম হবেক রঙ্গপুর জীলা মধ্যে অনেক জমিদারের স্ত্রীলোক ও বালক জমিদার তাহারা আপন একতিয়ারে আপন ২ জমিদারি রাখিয়া মালগুজারি করিতেছে আমার বর্ত্তমানে এমত হওাতে অন্য ২ জমিদার হইতেও বাবা মহারাজা জঘন্য হইতেছেন এ বড় সরমের কথা এ রাজ্যের বেওাজমতে জিবনমৃতা ন্যায় হইতেছি সাহেব ধর্ম্ম অবতার আমি নিতান্ত স্বরণাগত আমার ও বাবা মহারাজার হুরমত দেওানেওার মালিক সাহেবেরা সায়াগীর প্রতি নেকনজর রাখিয়া অনুগ্রহ পুর্ব্বক হুরমত রক্ষার্থে আমার ও বাবা মহারাজার আরজ কবুল হুকুম হবেক শ্রীজানকীরাম সরকার উকীল হুজুরে হাজির আছে জে আরজ করে গৌর ফরমাইতে হুকুম হবেক ইহা গোচরিল ইতি ২৮০ সকাবতে—১৮ আশাড

স্বস্তি সকল মঙ্গলৈক নীলয় মহামহিম শ্রীযুত সাহেবান কৌশল মহানুভাব চরীত্রেষু—

শ্রীশ্রীম
তী রাজমা
তা মহারাণী
কমতেশ্ব
রী দেব্যা

---

(২৯)

শ্রীরুদ্ররাম বড়ুয়া
ও শ্রী রাম মোহন ঘোষ
সাকীনে আসাম
মোং কাণ্ডারচৌকী
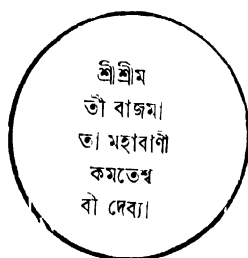
শ্রীশ্রীরাম :—

৺ইয়াদদাস্ত ও দরখাস্ত শ্রীরুদ্র রাম বড়ুয়া—

সাকীনে আসাম মোকাম কাণ্ডার চকী সন ১১৯৭ সাল বাঙ্গলা শ্রীযুত কম্পানির হুকুম নামা দিয়াছেন রাজে সদাগর লোক নিমক ও গয়রহ জিনিস আপন ২ রাজি রকবত মতে কাণ্ডার চকীতে খরিদ ফরোক্ত করিবেক তাহাতে শ্রীযুত মেঃ দানিয়ান রোস সাহেব খামাখা আমার সহিত এক বৎসরের নিমক ও গয়রহ জিনিসাত খরিদ ফরোক্তের সাট্টা

করিতে চাহিয়াছিল তাহাতে সাহেব মজুকুর সহিতে কাজ করিতে আমার রাজার হুকুম নাহি মতে আমি রাজি হইলাম না পরে সাহেব মজকুর সন ১১৯৭ সনের মাহে চৈত্র লোক সরমঞ্জাম করিয়া আসামের মৌদ্ধে সাতরোজের পথ অবদি জাইয়া আমার মহারাজার সহিত লড়াই করিয়া বহুত ২ লোক মারিয়া লুটতারাজ করিয়া আনিয়াছে এবং জমিদাব দুই রাজাব পাকড়া করিয়া আনিয়াছে এবং আমাকেও পাকুরীয়া পোনর বোজ পাবাতে কয়েদ রাখিয়া নিমক ও গয়রহ জিনিসাত খরিদ ফবোক্ত সাহেব মজুকুব পাষ সেওায আব কাহার সহিত কাজ করিলে নিমক ও গয়রহ জিনিশ বিক্রীর মনাফা আমি দিব এমত কাগজ দস্তখত করায়া নিয়াছে সাহেব মজকুব সহিত কাজ করিতে আমার মহারাজার হুকুম নাহি অতএব ওমেদার সাহেব মজুকর নিমক ও গয়রহ জিনিসাত খবিদ ফবোক্তের জে সাট্টা দস্তখত করায়া নিয়াছে তাহা আমাকে ফের দেন কম্পনির হুকুমনামামতে আমাব খুসিমাফীক খোস রাজিতে অন্য ২ সদাগর সহিত কাজ করি ইহাতে সাহেব মজকুব আমাব উপরে জোর জুলুম পোউছাইতে না পাবে এমত হুকুম হয় ইতি সন ১১৯৮ সাল বাঙ্গলাতে ৪ জৈষ্ঠ

---

(৩০)

শ্রীশ্রীরাম

৺মহামহিম মহিমা শ্রীযুত বড় সাহেবজিউ—

সাহেবের খয়ের খুবি হামেসা শ্রীশ্রী৺দরগাতে বাঞ্চা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ পবং পূর্ব্বে শ্রীযুত মেঃ বোস সাহেবের নামে শ্রীযুত সগিদেবর আরজ দিয়া নালিস কবিয়াছিলাম তাহাতে রঙ্গপুবের বড় সাহেবের পাষ তজবিজ সপরদ করিয়াছিলেন তাহাতে সাহেবের মেহেরবানি মতে অদ্য যাবদ আমাদের তজবিজ আসীয়া করিবেন না, সে আখেজ পুনবাওঃ মাহে পৌষ রোস সাহেব ও শ্রীযুত মেঃ ফেলিপক্রাম্পো লেপটেন সাহেব সতর আটার সও বরকন্দাজ ও কম্পানির শ্রীমন্দির খা শুবেদার গয়রহ পঞ্চাষ সাইট জন সীপাই ও মএ সরঞ্জাম সমন্বিত আমার মুলুকে চড়ায় করিয়া লোটতরাজ করিতেছিলো তাহাতে আমার মুলুকের লস্কর আসীয়া ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিল কম্পানির লোক জানিয়া ছাড়িয়া দেয়া গিয়াছে কম্পানির সহিত আমার সর্গদেব রাজার নিতান্ত একতা কাহার হুকুম মতে এ সকল দৌরাত্য হয় বুজীতে পারেন না খতে আমাদের রঙ্গপুর তহেনাত করিলেন জদি এ সকল কথা কম্পানির হুকুম না থাকে তবে সাহেব ইহার তজবিজ করিবেন এবং আমাদেক সাফ জবাব লিখীবেন তাহার বিহিত করা জাবেক এ সকল দফা ও সাবেক নালিসের হক তজবিজ করিতে রঙ্গপুরের সাহেবেক হুকুম লিখীবেন আমাদের হক

তজবিজ হয় নএ আমারা হুজুর পউছিতে হেকুম লিখীবেন পউচিয়া সবিশেষ মালুম কবাইব সাহেব এ মুলুকের মালিক জাহাতে উভয়ত ভাল হয় তাহা করিবেন সাহেবেব খয়েব ফীদ লিখীয়া খুসী করিবেন ইতি সন ১১৯৩ সাল তা—৯ মাঘ—

মোকাম—কাণ্ডাব চউকী।

সকল মঙ্গলালয় মহামহিম মহিমা শ্রীযুত বড সাহেব জিউ মহামহিমেষু—

মোঃ—কলিকাতা—

The Rt. Honble Char. Earl Cornwallis.
Governor General ; Fort William.

---

(৩১)

শ্রীশ্রীদুর্গা—

শ্রীশ্রী৺কুম্পানিতে—

দবঙ্গ কামরূপের শ্রীযুত কৃষ্ণনাবাযণ মহাবাজাব বেসালদারান ও জমাদাবান ও ববগন্ধাজান ও গযরহের সেলাম বহুত ২ আরজক্কাদৌ শ্রীশ্রী৺বড সাহেবেব বোলবালা দৌলাত জেয়াদা হামেসা ৺দরগাহে মোনাজাত কবিতেছী তাহাতেই আমাদিগেব প্রাণগতিক খএব বিশেষ সাহেব আমাদিগেকে জে পবয়ানা লিখিযাছেন তাহা সিব তাজ কবিয়া মালুম কবিলাম লিখিয়াছেন ৺কুম্পানিব নাম জাহের করিয়া আসাম মুলুক লুটতবাজ কবিতেছ কাবণ কি এমন খেলাপ জাহের করিয়া থাকহ ৺কুম্পানিতে তকসির ওাব হইবা এবং সাজা হইবেক এমত হুকুম ফরমাইয়াছেন আমরা মহাবাজাব চাকর অন্য ২ মুলুক হইতে আসিয়া তাহাব নিকট চাকুরি করিয়া যাপন ও পরিজনাদিব প্রতিপালন করিতেছী আমাদিগেব নিমকের সরিয়ত এহি জখন জাহার চাকুবি কবি তখন তাহারি হুকুম মতে কার্য্য কবি ৺কুম্পানিব নাম করিয়া আসাম মুলুক লুটতরাজ করি নাহি এক সবকারে চাকুরি কবিয়া অন্য সরকাবের নাম কবার বিসয় কি ৺কুম্পানিব নাম জাহেব কবিয়া আসাম মুলুক লুটতরাজ করিয়া থাকি অবশ্য সাজাতে পৌহাছিব মেঃ দানিএল বোস সাহেব এ মোকামে আসিযা আমাদিগেব দবমাহাতে হরক্যত কবিতেছে বাজাকে লিখিযাছে তুমি রেশালদাবান ও জমাদারান ও বরগন্ধাজান লোকেব দরমাহা দিবানা আমি তাহাদিগে খুব সাজা দিব আমাকে ৺কুম্পানির হুকুম আসিয়াছে বোস সাহেব এই মত লিখিয়া আমাদিগের দবমাহা মাটী করিলেক আমরা তাহার কিছু এলেকা রাখিনা মহারাজাকে ফৌজ সমেত আপন নিকট আদ ক্রোস তফাতে উত্তরে ছাওনি করিয়া দিনেক দুই তিন দিবস রাত্রে ডাকামারিতে আইল আমরা সকলে হুসিয়ারিতে ছিলাম একাবণ মারিতে পারিলেক না পর দিবস হাজার দুই আসাম ও আপনার চাকর সিফাই পাচ ছয় সও সমেত দুই প্রহবের সময় আসিয়া চড়াও কবিলেক আমরা কেহ স্নান করি কেহ খাইতে বসিয়াছিলাম এইকালে আসিয়া পৌছছিল স্নান ভোজন ত্যাগ করিয়া সকলে তৈয়ার হইয়া সমুখে খাড়া হইয়া কহিলাম তুমি

ফিরিঙ্গি হইয়া আমাদিগের সহিত খামখা লড়িতে আইলে কেন তাহা না যুনিয়া তোপ মারিতে লাগীল ইহাতে আমাদিগের মবলগা লোক মারা পড়িল পরে আমরাও ৺কামিক্ষা স্বরণ করিয়া দুই এক দেহড মারাতে সকল আসাম ভগন হইল সেই সঙ্গে সাহেবের সিফাই লোক ভগন হইল ৺সাহেব মুলুকের মালিক আমরা গরিব রাইয়ত ইহা জনাবে আরজ করিলাম ইতি সন ১১৯৯ সাল তারিখ—৬ শ্রাবন—

মহামহিম মহিমা সাগর—

শ্রীযুত মেঃ গবনর জনেরেল বাহাদুর জনাব

বরাবরেষু,

রপ্ত মোকাম কলিকাতা—

---

(৩২)

শ্রীশ্রীশিবরাম

শরণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপতাপীত সক্র সমুহ পুজিতাখিল রার্য্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তানন ও বুনিয়ানঃ জব্দয়েন আজিমসান সেপাহ সালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলস লাট করণওালীস বাহাদোর বিসম সমরাট ঐরিকুল করিকুম্ভ বিদাবণ কেসরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দ বিসেষঃ মান্দরাজ হইতে জয়ি হইয়া কলিকাতা শুভাগমন করিয়াছেন এ শুসংবাদে পরমাপ্যাইত হইলাম ৺ সর্ব্বত্র জয়ি করিতেছেন করিবেন অপর এথাকার সমাচার সমস্ত গোচর আছে আমার তরফ শ্রীজানকীরাম সরকার উকীল পুর্ব্বাবধি হুজুরে হাজির আছে ও শ্রীরাধাকান্তরায উকীলকেও পঠাইয়াছি ইহাবা হুজুরে হাজির থাকীয়া জখন জে আরজ করে তাহাতে গৌর অবধান হবেক আমী সাহেবের দৌলতখাই আশ্রিত অতএব অনুগ্রহ প্রকাস পুর্ব্বক মঙ্গলাদি সমান্বিত জওাবে পারিতোশ করিতে হুকুম হবেক ইহা গোচরিল মিতি সকা ২৮৩। তারিখ—২ ভাদ্রষ্য।

স্বস্তিঃ প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপীত সক্র সমুহ পুঞ্জীতাখিল বার্য্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরখাষ হুজব শুলতানল গোলেস্তানন ও বুনিয়ানঃ জব্দয়েন আজিমঃসান সেপাহ্ সালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওবে হিন্দোস্থান গবনব জনরেল চারলস লাট করণওালীশ বাহাদোব বিসম সমবাট ঐবিকুল কবিকুম্ভ বিদারণ কেসরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু—

শ্রীশ্রীম
তী রাজমা
তা মহারানী
কমতেশ্ব
রী দেব্যা

---

(৩৩)

৺ শ্রীশ্রীশিব

সন ১১৯৯

৺ মহামহিম শ্রীযুত কলীকাতার বড সাহেব

বরাবরেষু—

আরজ নিবেদন শ্রীযুত দেবরাজার জমী আছিল ভোটেব মুলুক এহা জানিবেন এখন সেই জমী শ্রীযুত বুলচন্দ্র বড়ুয়া আমার সেই জমী খামকা জোর করিআ আমল করেন তবে আমী কতবার বাবণ করিলাম তাহা ষুনিলেন নাই অতেব আমী সাহেবের নিকট নালিষবন্ধ হইলাম ইঃ সন ১৭৯৪ সালের বাঃ সন ১১৯৮ সাল আমার ঠাঞি হইতে জমী জোর করিয়া নিএাচেন আর আমি আমল করিতাম তাহাতে নদী ভাঙ্গিয়া আমার জায়গা চাপিআ পডিআছে সেই জমী আমার খামকা আমল করে তবে আমী কহিলাম জে তোমার জমী দেবরাজাব তালুক বাশকুড়ি গ্রামের দক্ষিণভাগ জোর করিয়া আপন হুকুমে খান এহাতে শ্রীযুত রঙ্গপুরের সাহেবের হুকুমে সেই জমি হুকুম মতে লন এহাতে আমবা কহিলাম জে এই জমী আমবা পুর্ব্বাপর ভোগ করিতেছি এখন আপনি আমার জমী খামকা জোর করিআ আমল করেন এহাতে সেই বুলচন্দ্র বারণ ষুনিল নাঞি এখন আমি সাহেবের কাছে নালিষবন্দ হইলাম আমার সেই জমী সাহেব আমল দখল জেন পাই এমত হুকুম করিআ দেন সাহেব ধর্ম্ম অবতার এহা না করিলে আমরা আমল পাই নাই অতেব লিখি সাহেব রোঙ্গপুরের সাহেবকে

লিখন হুকুম হয় আমার জমী যেন আমাকে দিলাইআ দেন ঃ এহা বহু ২ আমার আরজ এহাতে না করেন তবে উপরে খোদায় আছে নিবেদনিঞা এহা বুঝিআ আমার জমি দেলাইয়া দেন হুকুম জেন হয় সাহেব ধম্ম অবতার আমার এই আরজ সাহেবের কাছে ইতি— সন ১১৯৯ সাল তারিখ ১৫ আশ্বিন—যুক্রবার—

শ্রীশ্রীদুর্গা—

প্রণুনাঞা—

পুনশ্চ নিবেদন বড় সাহেব রঙ্গপূরের সাহেবের নিকট আসিয়া নালিস করিলাম তাহাতেই সাহেব হুকুম করিলেন জে সরকার হইতে এক সবকার আমিন লইয়া জায়া সেই জমি তজবিজ করহ জে জে জমি তোমার কী বুলচন্দ্র বড়ুয়ার তাহাতে আমার আমিন লইয়া সবজমিন পৌছিআছে আমিন মজকুর সেই জমিতে তজবিজ করিবেন সেইখানকার গ্রামবাসি লোকজনকে তলপ করিয়া আনিলেন আনিয়া তাহাদিগেরকে কহিলেন যে গঙ্গা-জল তাম্বা তুলসি হাতে কবিয়া বল জে এ জমি পূর্ব্বে ছিল কার তাহাতে তাহারা কহিলেন জে এ জমি পূর্ব্বে হইতে জানি জে এ জমিন দেবরাজার বটে ইহা আমরা সক্ষ্যা বলিলাম ইহার সয় আমরা জানি নাই বুলচন্দ্র বড়ুয়ার জমি আছে কী নাই আছে তাহা আমরা বলিতে পারিলাম নাই অতএব সেই আমিন আসিআ সাহেবকে কহিলেন জে আমি জমি তজবিজ করিলাম জে জে জমি দেবরাজার ঠাওরে তাহা যুনিয়া সাহেব কহিলেন জে আজী আপন বাসয় জায় অদ্য বুলচন্দ্র বড়ুয়াকে আনিয়া তোমার জমি তোমাকে আমল দেলাইয়া দিব ইহা যুনিয়া আমরা বাসাকে গেলাম আর দুই রোজ বাদ সাহেবের নিকট আসিয়া দরখাস্ত দিলাম তাহাতে সাহেব হুকুম করিলেন আমার এখানে সে দরখাস্ত হইবেক নাঞি আমি লিখন দিতেছি তাহাই লইআ জায় সেখানে তোমাদিগের তজবিজ করিয়া আমল দেলাইআ দিবেন ইহাতে আমরা সেই সাহেবের নিকটে গেলাম সাহেব ডিক্কন সাহেব

কহিলেন জে তোমার জমি দেলাইয়া দিব ইহা যুনি সাহেব কহিলেন জে আমাদিগেরকে পাঁচ সাত রোজ বাদ আসিবে ইহাতে পাঁচসাত রোজ বাদ আমরা গেলাম ইহার মধ্যে আমাদিগের অদৃষ্টক্রমেতে সাহেব তহাগিব হইআছেন ইহা আবজ নিবেদন করিলাম ইতি—তাং ১৫ আশ্বিন

---

(৩৪)

৺শ্রীশ্রীহরি :—

সহায়—

Memorandum delivered by the Deb Rajah's Vakil.

No 404.

মহামহিম শ্রীযুত বড সাহেব বরাবরেষু

30/9/1792.

আরজ নিবেদন শ্রীযুত বুধ নারায়ণ বাজাব ছাআল এহা আমরা জানি পুর্ব্বপব এহাব বাপ রাজা আছিল এখন তাহারি ঘরে এব দাসির ছাআল ছিল সেই এখন বাজা হইতে চাহে অতেব দুইজনাতে বিরদ হইতেছে এখন সাহেব ধর্ম্ম অবতার হক হিসাব কবিআ সেই রাজত্তি দুয়ের কাহার তাহা তজবিজ কবিআ এক পবআনা সাহেব পাঠাইতে হুকুম জেন হয সাহেব ধর্ম্ম অবতার আর আরজ সকল প্রজাগণ কেহ এহারে মানে কেহ ওহাবে মানে এইরূপ হইতেছে এহার হিসাব সাহেবের কাছে এহা আরজ করিলাম ইতি সন ১১৯৯ সাল তাং ১৫ আশ্বিন।

---

(৩৫)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী :—

সহায়—

মহামহিম শ্রীযুত মেঃ উল্যাম উল্কীনসন বড় সাহেব—কুটীবন্দর বালেশ্বর প্রবল প্রতাপেষু—

আরজ নিবেদন শ্রীগঙ্গাধর আড্য কস্য জবাব পত্রমিদং কার্জঞ্চঃ আগে ৪ আশ্বীনে শ্রীযুত বড় সাহেব আমাকে হুকুম করিলেন মোঃ কলিকাতার হুজুরে শ্রীযুত নবাব রাজারাম পণ্ডীত তোমার নামে এক আরজী দিয়াছেন মোঃ বালেশ্বরের ফৌজদার শ্রীযুত ভবানী দাষ চৌধরির গোমস্তার ১৫০০০৲ হাজার টাকা তোমার পাষ আছে তুমি শ্রীযুত সাহেবের হিমতে

ও জবরদস্তী করিয়া চৌধরি মজুকুরকে টাকা দেহ না এ বিসএর জবাবকারণ আমাকে হুজুর হইতে হুকুম আশীআছে তুমি চৌধরি মজুকুরের গোমস্তার কীরূপ টাকা রাখহ তাহার জবাব দেহ অতেব আরজ আমী চৌধরি মজুকুরের লওাজীমার কীছু এলাক্কা রাখি না জদি তাহার কোনো গোমস্তার টাকা আমার পাযে আছে তাহার গোমস্তার নাম লিখিয়া দেউন গোমস্তা মজুকুর আমার সহিত মোকাবিলা করিয়া সাব্যস্ত করিয়া দেউন আমার উপর খামখা জবরদস্তী ও ফজা-অত করিয়া জে সকল টাকা চৌধরি মজুকুর তগু করিয়া লইয়াছেন তাহার কুনাবিনের হকীকত ১৫ ভাদ্রের আরজীতে হুজুরে জাহের করিয়াছী তাহা হুজুরে রোশন আছে সেই সকল বেতরেক আমী দোষরা কিছু জানীনা আর আমার পায যে সকল রকম জবরদস্তী করিয়া লইয়াছেন তাহার এক ফর্দ্দ হুজুরে দাখিল করিয়াছী তাহা কদমে জাহের আছে ইহা আরজ করিলাম ইতি—তারিখ—৪ আশ্বীন।

---

(৩৬)

৭শ্রীশ্রীহরিঃ—

সরণং সহায়—

কোম্পানি মহামহিম শ্রীযুত মেঃ উল্যাম উলকীনসন—

বড় সাহেব কুটী বন্দর বালেশ্বর প্রবল প্রতাপেষু—

আরজ নিবেদন শ্রীগঙ্গাধর আড্য আগে এ কারণ হুজুরে আরজ করি কমবেষ পঞ্চাষ সাটী বছর হইল শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নিসানের নিচে বসোবাষ করি মারহাট্টার মুলুকে জখন জে কাজ্য কথ করি তাহার জেহাশীল মহষুল হয় তাহা বুঝাইয়া দী আমাদ্দের উপর মারহাট্টার কখনো কোনো বিসয় জোর জুলম থাকেনা এবং করিতে পারেন না এখন শ্রীযুত ভবানি দায চৌধরির ভাগীনা শ্রীযুত মোতিরাম বাবু মোকাম বালেশ্বরের আমীনী কমবেষ এক বচ্ছর হইল করিলেন ঞীহার জায়গায় জখন জে কাজ্য করি তাহার জে হাশীল মহষুল হয় তাহা বুঝাইয়া দী তাহার সরকারের কিছু এলাক্কা রাখীনা পরে মাহ পৌসে আমার এক বাসন চালু বোঝাই করিয়া তাহার হুকুম বমোজীম সফর পাঠাই তাহার জে রোষম দস্তর ছীল তাহা বুঝাইয়া দিলাম সে বাসন রাহি হইয়া গেলে আমাকে কহিলেন তুমি কাহার হুকুমে পাঠাইলে আমী তোমার পায গুনাগার লইবো তখন আমী কহিলাম তোমার হুকুমে পাঠাইয়াছী তুমি বারণ করিতে আমী না পাঠাইতাম একথা কিছু মানিলেন না নাহাক আমার উপর খাষবরদার মহশীন দিয়া খামোখা জবরদস্তী করিয়া ৭৫০৲ সাড়ে সাত সএ টাকা লইলেন এ বিসয় পূর্ব্বে হুজুরে এতলা করিআছী তাহার পর মোকাম নলকুনিতে এক গোলা চাউলের ছীল এবং আর এক গোলায় কীছু ধান্য ছীল তাহাতে শ্রীযুত সাহেব কীছু আমার পায চালু খরিদ করিয়াছিলেন আমার নিজের কীছু ছীল ফৌজদার মজুকুর অজরাহ

জবরদস্তী ২৫ বৈসাখে গোলা ভাঙ্গীয়া চালু লইলেন এবং ধান্য লইলেন এ বিসয় কারণ আমী হুজুরে নালিষবন্দ হইলাম তাহার কএক দিবস পরে শ্রীযুত সাহেব হুকুম করিলেন শ্রীযুত ভবানি দাষ চৌধরি এখানকে আসীতেছেন তিহো পোউছীলে তোমার জে কীছু হয় তাহা পাইবে তাহার পর চৌধরি মজকুর এখানে পোউছীলেন পোউছিলে পর শ্রীযুত সাহেবের তরফের উকীল আর আমী তাহার নিকট এ বিসয় কারণ গেলাম গীয়া এসকল তাহাকে কহিলাম কহিবাতে গোলাতে জে কীছু চালু থোড়া ছীল তাহা নিকাস করিয়া দিলেন জে চালু ও ধান্য সরকারে লইযাছীলেন তাহার টাকা দিতেছী এইরূপ কএক রোজ টাল মটাল করিলেন টাকা দিলেন না তাহার পর নাহক আমার উপর দাওা করিয়া শ্রীযুত সাহেবের হুজুরে কহিয়া পাঠাইলেন শ্রীযুত মুরার পণ্ডীতের ৫০০০০৲ পঞ্চাস হাজার টাকা আর শ্রীযুত নানা কেসোবায বাঃ ১০০০০৲ দস হাজার টাকা পাইবো এ বিসয় শ্রীযুত সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমী কহিলাম শ্রীযুত পণ্ডীতের আমার পাস কীছু নাএী জাহা ছীল তাহা দীআছী তবে এীহো দাওা করিতেছেন আমার কোনো দস্তাবিজ থাকে রাখি করিয়া টাকা লউন আর শ্রীযুত নানা কোসোবায় বাবুদ আমার পাস কমবেস দস হাজার টাকা ছীল জখন চৌধরির কাজে বাজায ছীলেন শ্রীযুত রানেশ্বর মণ্ডলকে হিসাব সোধ দিতে লিখিয়া দিযাছীলেন তাহাকে দিয়াছী আর শ্রীলোকনাথ জমাদার বাবুদ ৭৬৩৲ টাকা আমার পাস ছীল এ টাকা জখন শ্রীযুত মোতিরাম বাবু ফৌজদার তলব করিলেন রশীদ লইযা হুজুরে জাহির করিয়া টাকা দিয়াছী আর আমী কাহারো কীছু এলাকা রাখিনা সাহেব মালিক আমার পাষ কাহারো থাকে তজবিজ করিয়া দেয়াইআ দেন তাহাতে শ্রীযুত সাহেব হুকুম করিলেন আমী চৌধরিকে রোবরো কহিআছী এবং কহিযা পাঠাইতেছী তাহার জে এলাক্কা আছে আমার পাষ যর্দ্দ করিয়া পাঠাউন আমী তজবিজ করির তাহার কীছু ঠাহরে দেয়াইয়া দিবো নাঠাহরে তেহো নাহাক নিতে পারিবেন না শ্রীযুত সাহেবের একথাতে আমাকে বহুত খাতিরজমা হইল তাহার পর এ সকল বিসয় বারাহা চৌধরির নিকট শ্রীযুত সাহেব কহিয়া পাঠাইলেন তাহা না মানিয়া চৌধরি মজকুর রোজ বর রোজ আমার উপর জে-আদা দফা যুক করিলেন আমার বাকসালে জাহাজের কাজের চুন জাহা না ভরাছীল আপনার তরফের খাষবরদার পাঠাইয়া জবর দস্তী ১২ শ্রাবণে চুন হইযা গেলেন এ বিসয় হুজুরে জাহির আছে তাহার পর আমাকে ধরিয়া খামোখা টাকা লইবার কারণ ২৭ রোজে মোকাম বারোবাটীর চৌতরফা খাষবরদার ও বরকন্দাজ দিয়া বন্দ করিলেন জে তাকাত তসদ্দী ২৯ তারিখতক গুজরিল তাহা রোষণ আছে ৩০ রোজে আমী নেহাৎ সক্তী দেখিয়া হুজুরে জাহির করিতে গেলাম ইতিমদ্ধে চৌধরি মজকুরের তরফ হতিআরবন্ধ ফৌজ আসীয়া আমার ঘর ঘেরিয়া পর ছাত টপায়া চিজবস্ত খানেখারাব করিয়া আমার লোক লওাজিমাকে মার পূরশীষ করিয়া ঘর জরদ করিয়া চৌকী রাখিলেন ইহার সাচ ২ খবর কদমে রোসন আছে তাহার পর আমাকে বাটীতে না পাইয়া শ্রীযুত মোতিরাম বাবু বলে হাতিআরবন্ধ ফৌজ সমেত আসীয়া শ্রীযুত বাহাদুরের কুটী হইতে দস্তদরাজী বেআবরু করিয়া আমাকে

জেরূপ হুজুর হইতে লইয়া গেলেন তাহা সকল রোসনা আছে আমী লিখিয়া কি জানাইব সকল সাক্ষ্যাতে দেখীয়াছেন তাহার পর আমাকে লইয়া গীয়া জেতাকাত চসম-নামাই করিলেন চৌধরি মজকুর তাহা আমী কাহাতক জানাইব তাহার পর কহিলেন আমাকে ২৫০০০৲ পচিষ হাজার টাকা দেহ আমী কহিলাম কোথা পাইব আমার ঘর দ্বার সকল হাজীর আছে এইরূপ জথোচিত কহিলাম তাহা কীছু ষুনিলেন না পুনশ্চ বেআবরুর ডৌল করিলেন আমী নাচার তাহার তরফের শ্রীবামানন্দ নামে এক লোক আমাকে মপসলে লইয়া কহিলেন এখনকার সময় কি দেখিতেছ দস হাজার টাকা জদি তুমি কবুল কর তবে আমী নিকাষ করিয়া দিতেছী নহিলে আবো ফজীঅত হবে আর টাকা দিবে আর তোমাকে শ্রীযুত সাহেবের হুজুব হইতে এরূপ করিয়া লইয়া আশীআছেন টাকা না লইয়া হরচন্দ ছাড়িবেন না অতেব নেহাত ৪৬০০৲ চারি হাজাব ছয সএ টাকা আমার পাষ লইলেন শ্রীবানেশ্বব মণ্ডলেব মারফতে দষ রোজের মেআদে দাখীলা দিয়া খালাষ হইয়া আইলাম তাহার পব মেয়াদ বাদে মণ্ডলকে টাকা দাখিল কবিয়া দিলাম অতেব নাহক আমার উপর এই ২ রূপ জুলম আমী আর এ প্রদেসে তিষ্টীতে পারিনা সাহেব আমার খামিদ হুজুর হইতে এক বিডা পান হুকুম হয়ত আমী এখান হইতে উঠীয়া জাই এতদার্থে আরজ করিলাম ইতি সন ১১৯৯ সাল তারিখ ১৫ ভাদ্র—

A true copy.
William Wilkinson,
Resident.

(৩৭)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী
সহায়

শ্রীভবানী দাষ চৌধরি ফউজদার চকলে বন্দব বালেস্বর শ্রীযুত কুম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুর চাকলা মজকুরের মোকাম বারবাটীর মাহাজন শ্রীগঙ্গাধর আঢ্য হইতে জে সকল রকম ও টাকা জবরদস্তী করিয়া তগু করিয়া লইয়াছেন তাহার হিসাবের ফর্দ্দ সন ১১৯৯ সাল—চার নিকাশী দফার দেনা—

১ মাঘ—		আড়কাটকে করানী করিয়া দেন,	
কৃষ্ণচরণ মণ্ডল মাঃ—		বাদবাট্টা—	২৩।৶০
আরকাট—	৬০০৲	করাশী—	৭২৬৷৷৴০
নাভদাষ তাতি মাঃ—		ও গোপিচরণ ভেয়্যা বাট্টার শোদে দিয়া	
আড়কাট—	১৫০৲	আইলেন নগদ ও পাগরাঙ্গাই ষুদ্ধা	২৩।৶০
মোট	৭৫০৲	করাশী—	৭৫০৲

দফে—

নাভদাষ মারফত

মহেল্বা জমাদারকে— ১৫৲

বরকতুর্ব্বা জমাদারকে— ২৲

বগুরু জাযুশকে— ২৲

মঙ্গলি খাঁ পেয়াদাকে মোঃ পলতাজিয়াব চাকর ওাল্বা করিতে জাইতে দেন—৭৲

করাশী— ৭৭৬৲

মাহ জেষ্টীতে নলকুনির গোদাম হৈতে নেন চালু সাফ রকম—

৮৪৲ ৮ চোরাশী পৌটী আট গৌনী ফী গৌনী—

।২॥৵০ হিঃ—৫৩২ দা লোক

দঃ ৬ সেরহিঃ শীকো ধান্য ১৩৩২৲

১৪৲ ৬ পৌটী—

দং ৪ গৌণী হিঃ—শীককা— ৭১॥০

শীককা ১৪০৩॥০

—১৪০৩॥০

আদত ২১৭৯॥০

জের খরচ আদত— ২১৭৯॥০

মাহ আশাড়ে নলকুনি হৈতে চাল আনীতে নিত্যানন্দ ভগরাকে—

এক দফা করাশী— ৫৲

দফে— ২৲

চাল ঘৃতদীঃ— ১৲

করাশী— ৮৲

বাকসাল হৈতে নেন কলি ও মোটা চুন ছোট বড়

১১ জাহানাকে—

৬০৲ মোন

কাত করাশী— ১৭॥০

করাশী— ২৫॥০

২৫॥০

৩০ শ্রাবণ—

সশধর দাস ও ববকন্দাজ ও মাহল্বা জমাদাব ও বক্তার শীংহ কতোআল যুদ্ধা রোজ ভাত্তা নেন—

কজি— ৪১৮৵০

আড়কাট— ৯৲

পান তামাকুদীঃ

কজি— ৩।৶০

মিতাই দফাব নেয

আত— ৩॥০

হবিশীংহ জমাদাবকে

হা ছাড্ড কবণ— ৩৲

ছাড্ড করনকে— ॥০

কজে— ৪৫।০

কজে— ১১।৵০

দফে ২৭।৵০

মহেল্বার তরফের মঙ্গলি থাকে

আফীম

৵০ ছটাক— ৸০

কজে ৩৲ সের— ৸০

চালবাং ৬ সেব— ॥৵০

১৸৵০

১৸৵০

২৯৶০

আদত— ২২৩৪৶০

জের খবচ আদত— ২২৩৪৶০

১৫ই ভাদ্র

এক দাখিলা বানেশ্বর মণ্ডলের দোকান হৈতে দী তাহার শোদে মণ্ডলকে দী—

কবাশী— ৪৫০০৲

রামানন্দকে

করাশী— ১০০৲

করাশী ৪৬০০৲

৪৬০০৲ জায়—

জগদীষ রায়কে আর— ১০৲
গদীএ লবনের মহশীনবা
ভার্ত্তাদে আজায়
চন্দন শীংহ খাসবরদার দীঃ—
আর— ১৲
কজ্জে— ১১৷০
ফুরুজ্ঞার রমজানী পেঃ কে
এই দফার ভাত্তা
চালবাং আর ১৲
কজ্জি— ৪৸০

কজ্জি ১৬৲ ২৲
কজ্জি— ৪৲

করাশী— ৬৲
৬৲

আদত— ৬৮৫০৶০

শীককা— ১৪০৩৷৷০
করাশী— ৫৪০১৷৷০
আড়কাট— ৪৫ ৶০

আদত— ৬৮৫০৶০

এহিঃ শ্রীগঙ্গাধব আথ্যরা
সহি
তারিখ—১৫ ভাদ্র—

(৫৮)

শ্রীরাম—

সহি শ্রীবিকারা কামাখ্যা
শ্রীচন্দ্ৰরাম কাণ্ডার বড়ুয়া
শ্রীকৃষ্ণনাথ গোসাঞি
শ্রীরুদ্ররাম দেব ঘরিয়া বড়ুয়া

৺মহার্মহিম মাহমা শ্রীযুত গবনর জানেলের বাহাদুর সাহেব সুচরিতেষু লেখঞ্চ কার্য্যঞ্চ আগে সমাচার এহি আমার রাজ্যের ৺৺দেব মহারাজার জে হকিকত তাহা পুর্ব্বে লেখিয়া জানাইআচে তাহার সমাচার অদ্য অবধি কিছু পাইলাম না সম্প্রতি জমিদার রাজার বেটা কৃষ্ণ নারাণ ও হর দত্ত চৌধরি এই দুই জনে ৺৺মহারাজার সহিত চালা করিব বুলিয়া চৌগাত সামহা দিয়া উপবাশ করিয়া ৺৺মহারাজার হুকুম লৈয়া কৃষ্ণ নারাণ ও হরদত্ত গুয়াহাটি আসিয়া ৺৺মহারাজার সেবা করিবেক লোকজন কেহো সঙ্গে আনিবেক না পূর্ব্বে

জমিদারি চৌধরি জে মতে সিল তাহা থাকিবেক ৺৺মহাবাজার সহাই হইআ প্রান পরিশ্রম করিবেক এমত চসম করিআচিল সম্প্রতি বরকন্দাজ ও অতিত লোক লৈয়া ৺৺মহাবাজার কিম্বা মোকাম গুয়াহিটির চারি তরফ ঘিরিআচে কিম্বার উওপারে জে জে লোক চিল তাহার লুটতরাজ করিয়া লৈয়াআচে আর পানি ফুকনের বারি থাকিয়া দুই চারি লোক খুন করিয়াচে গুয়াহাটিতে ৺৺মহারাজার প্রাণ বাচে কিনা বাচে এমত করিআচে আমরা গুয়াহাটির কানগো মোকাম চৌকিতে পৌচিআচে চৌকির কাহার বড়ুয়া দুয়রিয়া বড়ুয়া কানগো সহিত একত্র হৈয়া জমাইতেচে ৺৺মহারাজার পাত্রমন্ত্রিব হুকুম আচে জাহাতে ৺৺কুম্পানির মদতি হৈয়া আসাম রাজ্যের ৺৺ মহারাজার প্রাণ বাচে তাহা করিতে হুকুম হৈবেক এই সকল বিসই পূর্ব্বে ৺৺মহারাজা জনাইআচে আসাম মুলুক রাখিলে ধর্ম্ম জস পাইবা কিমধিকং ইতি সন ১৭৯২ তারিখ ২৬ আশ্বিন—

মহা মহিম মহিমা শ্রীযুত গবনর জানেবেল
বাহাদুর সাহেব সুচরিতেসু লেখনং—

———

(৩৯)

Bisen Narain, the nominal Rajah of Darrang

No. 104

15/2/1793

মহামহিম মহিমসাগর গঙ্গাজল নিরমল পবিত্র কলেবর গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক শ্রীযুত গবনর কৌসল বড় সাহেবর প্রতি প্রার্থনা নিবেদনঞ্চঃ পূর্ব্বক জানাইতেছি দরঙ্গের ধর্ম্মরাজা শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ জানাইতেছে পূর্ব্বে আমি [ ] পুত্র শ্রীবিসসিঙ্গি তাহার পুত্র শ্রীনরনারায়ণ ও শ্রীছিলারায় দুই ভাই নরনারায়ণ বিহারের পাট করিতেছেন আর ছিলারায় দরঙ্গের পাট করিতেছেন তাহার পুত্র শ্রীরঘুদেব তাহার পুত্র শ্রীবলি নারায়ণ তাহার পুত্র শ্রীমহিন্দ্র

নারায়ণ তাহার পুত্র শ্রীচন্দ্র নারায়ণ ইহার দুই ভাই বড় পুত্র শ্রীসুর্জ্জ নারায়ণ ছোট পুত্র শ্রীইন্দ্র নারায়ণ চন্দ্রনারায়ণের মির্ত্তু হইলে বড় পুত্র সুর্জ্জনারায়ণ রাজা হইল পাঁচ বস্তর রাজা হইতে নবাব মনষুর খাঁ আসিয়া রাজা সুর্জনারায়ণকে ধরিয়া লইয়া ঢাকা গেল তাহার ছোট ভাই ইন্দ্রনারায়ণ রাজা হইল কীছুদিন ব্যয়াজে সুর্জ্জনারায়ন ঢাকা হইতে আইল আসীয়া তাহাব মিত্তু হইল কীছুদিন গউনে ইন্দ্রনারায়ণের মিত্তু হইল তাহাব পুত্র শ্রীমোদনারায়ণ রাজা হইলেন ঞিহার কাল হইলে সুর্জনারায়ণের পুত্র শ্রীধিরনারায়ণ রাজা হইল ঞিয়ার মৃত্যু হইলে পরে শ্রীদুর্ল্লভ নারায়ণ রাজা হইল ইহার মির্ত্তু হইলে পরে ধির নারায়ণের পুত্র শ্রীকীর্ত্তি নারায়ণ রাজা হইল ইহার মিত্তু হইলে পরে দুর্ল্লভ নারায়ণের পুত্র শ্রীহংস নারায়ণ রাজা হইল কীছুকাল গউনে জখন শ্রী৺সর্গদেব রঙ্গপুর হইতে ভাগীয়া গোহাটী মোকামে আইল সেইকালে হংসনারায়ণ ৺সর্গদেবের সহিত বিগাড় করিয়া রণ করিলেন তাহার পব সর্গদেব ধরিয়া আনিয়া [ ] দিয়া মারিলেক পরে কির্ত্তনারায়ণের পুত্র শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ রাজা হইল ইহার ভাতিজা হংস নারায়ণের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ছাওয়াল দেওয়ান হরদর্ত্তের বাঙ্গাল বরকনদাজ আনিয়া রাজা বিষ্ণু নাবায়ণের ঘরবাটী লুট করিযা পোড়াইয়া আর মলুক লুট করিয়া বিস্তর লোকের গরদান মাবিযা এবং চক্ষু খুলিয়া মারিয়া খারাপ করিয়াছে পরে বিষ্ণু নারায়ন গোয়ালপাড়া মোকামে মে রোস সাহেবের নিকট গীয়া নালিশ করিয়া শ্রীযুত কোম্পানীর ঠাঞি জানাইতেছে এবং শ্রীযুত কাপীতেন সাহেবকে পাইয়া তাহার নিকট নালিস করিতেছি ফের শ্রীযুত কাপীতেন সাহেবের [গোচর] করিয়া দরঙ্গ মোকামে লইয়া বাঙ্গাল বরকন্দাজ বর করিয়া আপনার মোকামে বসীয়া আছি [অপর] গবনর কৌসল বড় সাহেবের নিকট আরাধন এবং প্রার্থনা করিতেছি শ্রীযুত মেহরবানগী করিয়া শ্রী৺ সর্গদেবকে লেখেন আমার জন্য আমার এ মুলুক মেহের [বানগী ও] অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাল করেন এবং এ মুলুক আমাকে দেন এই প্রার্থনা শ্রীযুত ৺কোম্পানি গবনর কৌশল বড় সাহেবের নিকট করিতেছি শ্রী৺সর্গদেব আর আমার ভাই হংস নারায়ণকে মারিয়াছে এবং বহুত রাইয়তকে মারিয়াছে এখন এখন আমার মুলুকের রাইযত সমতে হাজার ২ সেলাম ও প্রার্থনা করিতেছি কোনরূপে শ্রীযুত কোম্পানির অনুগ্রহতে হবে আমার এই যে বিষ্ণু রাজা রাজ শ্রীযুত কোম্পানির অনুগ্রহতে জেন সুখে থাকী এ আসাম মলুকের কাহারো তজবিজ নাই বড় দুর্খ দেয় আর আমী শ্রীশ্রীখোদাকে জেরূপ ভাবনা করি এখন শ্রীযুত কোম্পানি গবনর বড় সাহেবকে সেইরূপ ভাবনা করিয়াছি তোমার অনুগ্রহতে আমার সকল ভাল হইবেক ইহা আরজ করিলাম ইতি সন ১৭৯৩ সাল—বাঙ্গাল সন ১১৯৯ সাল—তারিখ ২০সে—

স্বাঃ শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ রাজা—

দরঙ্গ।

———

(৪০)

৭ শ্রীশ্রীরাম

শ্রী শ্রী কামাখ্যা
সহায় শ্রী যুত চিকিৎ
ফুকন ?? শতবর্ষ
তোলাবরা ফুকনস্য

শ্রী শ্রী কামাখ্যা
সহায় সাহ মরক
চি· গোসাঞ্চ শ্রী
দুউ বড ভউ বড বডচি
শ্রী বরচ্য
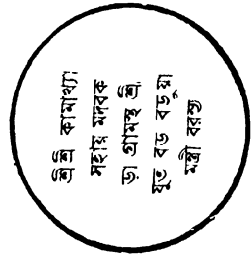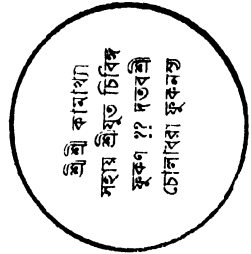
ওাজবরণ হকীকত নামা পূর্ব্বে ৺দেওর ময়ামারিয়ার ও পুত্র কারণ গুয়াহাটী মোকামে আশীলেন কিছুদিন থাকীয়া ৺দেও জমিদাবি· দবঙ্গ রাজা কৃষ্ণ নারায়ণেব পীতা ৺দেওর সহিত লরাই করিল ৺দেও সেলডাই গাফ করিয়া ওজাইয়া নওগায মোকামে গেলেন পরে তাহার বেটা কৃষ্ণ নারায়ণে ববকন্দাজ সীফাই আনিঞা ৺দরঙ্গ ও কামরূপ খারাপ করিবেক সেহি সমাইতে ৺দেও নওগায় মোকামে ছিলেন ওএখানের এক ডাকু বৈরাগী বলিয়া আসীয়া নওগায় মোকামের কারা ঘিরিয়া ধরিল ৺দেও সে মোকাম ছাড়ীয়া গুয়াহাটী মোকামে আসীলেন সে মোকামে ও কৃষ্ণ নারায়ণেব ববকন্দাজ ও সিফাই সহিতে শুত্র করিতেছিল এহি সকল কাযের নিরিক্তে ৺দেও কৈলকার্ত্তাব বড় সাহেব ঠাই প্রিতী পূর্ব্বক এক লিখন লিখিলেন এক পলোটোন সিফাই ও কপীতান সহিতে দিয়া পটাবেন তোমার খোষ নাম রহিবেক তোমার আমাব দোস্তালি আর কতঃ থাকীবেক এহি লিখন পত্র পাই বড় সাহেবে ও পূর্ব্বপর বুঝি ৺দেও ও দয়গরি পায় না এমন অবস্থা হুইয়াছে এমতে আমী গাক্রায় ভজি হয়ো আর অনেক দিনতকঃ দোস্তালি থাকীবেক ধম্ম হবেক ইহা বুঝি বড় সাহেবেও প্রিতী পুর্ব্বক এক·লিখন লিখি ৺ দেওর ঠাই এক পলোটোন সিফাই কাপীত্তান সহিতে পঠায়া দিলেন পত্রেতে এহি লিখিযাছিলেন ৺ দেওর হুকুম মোয়াফীক কম্ম করিবেক বিনা হুকুমে কোন কম্ম না করিবেক ৺দেওক তক্তত বসাইলে ৺ দেও জখন খুশীমতে বিদায় দেয় তখন আসীবেক কপ্তান সাহেবে জবানিতে ইহাই কহিলেক পাছে কীছুদিন থাকীয়া গুয়াহাটী মোকামের বড়ফুকনেরে ধরিয়া কএদ করিল সেহি ফুকনের কাচে থাকী তগীর করি ৺ দেওর হুকুম রদ করিয়া এক বড় ফুকন বহাল করিয়া দিল কীছুদিন থাকীয়া ৺দেও রানি মোকাম গেলে পাছে ৺দেওর সঙ্গের থাকীয়া ওঝাকে ধরিয়া

য়ানিঞা কএদ করিল সাহেব সঙ্গে চোলাধরা কুঙ্গরেক ৺দেওর খুয়া গীয়াছিলেন পাছে তাহার কএদ করিল বলে তোমরা ৺দেওক আনিয়া দেয় যদি আনিয়া না দেও তবে দুয়েকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিব এহি কথা ৺দেও শুনিঞা গুয়াহাটী মোকামে আসিলেন পাছে ৺দেওকে কএদ করিল এক কুম্পানি সীফাই দিয়া ৺দেওর সঙ্গে খেজমতে একসও তেরো জোন মনিষ্য দিল আর সকলেকে জাইতে মানা করিল আর সেহি সএতে আমারদিগের তগীর করিল কাপ্তান সাহেবে একখানি লিখন আনিঞা দুইকে দেখাইলে বলে তোমরা দুইয়ে এ লিখাতে সহি করিয়া দেও সাহেবে জে লিখিয়াছে আমারদিগের মঞ্জুর এহি বলে তবে তোমাদিগের কএদ ছোটাই পাছে আমরা অসাধ্যে পরীয়া সেহি লিখনে দস্তখত করিয়া দিলাও সেহি লিখনে কপতান সাহেবে লিখিয়াছিল ৺দেওর নিকট তোমরা জাইতে পাবানা আর লিখা পত্র দিতে পাবানা কোন মনিষ্যক পঠাইতে পাবা তোমারদিগের দুইয়ের জে বিশএ আছে তাহার কারবার করিতে পারিবানা তোমারদিগের বাড়িতে চুপ করিয়া বশীযা থাক আমী আর গুয়াহাটা মোকামে থাকীয়া কোন ঠাই জাও আমাকে কহিয়া জাইবা যদি এহি কথা সকল একটাও সাবুদ পাওা জায় ৫০০০০ পঞ্চাষ হাজার টাকা গুণাগার দিতে হবেক পাছে এহি বলিয়া আমাবদিগের দুইয়ের জামীন ওভায়েত দুইয়েক নিঞা ছাড়িয়া দিলেক তাহার পরে দশমাষ পর্জ্যন্ত আমরা বাড়ীতে বশীয়াছিলাও এখন আমারদিগেক ধরিয়া রংপুরে পাঠাইয়া দিয়াছে কী নিমিত্ত (?) কিছু জানিনা আর কীছু দিনের পর কামরূপ দেব ৺দেওর আমল সেহি কামরূপ ৺দেওর আমল ছাড়িয়া সতোন্তর এক জোনাকে দিয়াছে ৺দেওর আসাম মুলুকের পুর্ব্বাপর জে নিবন্ধ তাহাকে উঠায়া লওন নিবন্ধ করিয়াছে ৺দেওর জে ২ জাগাতে পাওনের স্থান ছিল সেই সেই স্থানের ৺দেওর লোকজোন তগীর করিয়া সাহেবেব তরফের লোকজোন দিয়া সকল তহশীল করিয়া লইতেছে আর সেহি সাহেবে এক লিখন লিখীয়া ৺দেওর ঠাই লইয়া গেলো বলে এহি লিখনে ৺দেওর মহর করিয়া দেউক এহি বলিয়া ধরিলেক শেহি লিখনে লিখীয়াছিল কাপীতান সাহেবেক আমী বাখীলাও ষহর দেশ নিষকণ্টোক করি জায়াত নিষকণ্টোক করিয়া না দেয় তাবত পযন্ত সাহেবো রাখীব এহি বলিয়া লিখায়াছীল কাপীতান সাহেব জত দুস্ক দিয়াছে শোহি কষ্টে ৺দেও এহি রূপে লিখন দিতে মনস্ত নহে পাছে কাপীতানে জোর করিয়া টাকস্বালের মহর আনিঞা শেহি পত্রে মহর করিয়া লইয়া বড় সাহেবের ঠাই পাঠাইয়া দিল আর কাপীতান জে ২ মনস্ত কাম করিবার চাহে ৺দেওক কহে জদি সে কাম ৺দেওর মনস্ত ৺দেও কায জদি মনস্ত না হায় না করেন না করিলে পর ৺দেওর রশত বন্ধ কায় প্রাণ (?) ঠাকুর সেবা করিতে দেয় না দরওজা বন্ধো করে ৺দেও কষ্টো পাইয়া পাছে জে করি বলে শেহিমত করেন এহিরূপে সকল কাম জবরদস্তী করিয়া করেন ৺দেওর হুকুমে কোন কাজ্য না করে ৺দেওর ভালো হবে আর মুলুকের ভালো হবে এহি জন্বে ৺দেও বড় সাহেবের ঠাই লিখন পঠাইয়া দিলেন বড় সাহেব এহি জন্বে সিফাই সমেত কাপীতান সাহেবেক পঠাইয়া দিলেন শে কাপীতান ৺দেওর কোনো কিছুই করিলোনা

জে ২ লোক ৺দেওকে তলোওার বান্ধীয়াছী শেহি লোকেরে ভালো করিয়াছে আব আপনার ঠাই উকীল পঠাইতে ৺দেওর মনস্ত হইয়াছে এহি সকল বিপাকে উকীল পঠাইতে পারেন না এহিরূপে অনেক ২ বদ পরামৃষ কাম করিয়াছে বিস্তারিত কতো লিখিব অতোএব ৺দেও উদযগী কিপার (?) আপনের পশে ৺দেওব বিভ্রট কারণ আপনেক আশ্রা করিলেন জদি আপনার এরূপ করিতে মনস্ত হইল এহি ধর্ম্ম হয় আমী ইহাতে কী বলীব ৺দেওর নশীবে জে হইল জদি আপনার এরূপ করিবার হুকুম নাহি আপনাব মেহরবান আছে এ কাপীতানকে বদিলি করিয়া দোশবা কাপীতান দিতে হুকুম হয় ৺দেওর হুকুম মতে কার্য্য করিবেক বিনা হুকুমে কোন না করিবেক আর আমারদিগের কএযাদ হইতে খালাষ পাইয়া আপন মুলুকে জাবো এহি সকল হুকুম করিতে আজ্ঞা হবেক আপনি এহি সকল হুকুম না করিলে এহি কাপ্তান ৺দেওর মুলকে থাকীতে হইলে জে পুরারো মহামাবিয়া সেহি থাকীলে ভালো এহি আরজ করিলাম আব শ্রীকৃষ্ণকান্ত ·বাটোজ্যাব সহিত আমাদিগেব দুই জোন তাম্বলি এবং ৺দেওর বড় বরাকে পঠাই ইহাবদিগের জবানিতে জ্ঞাতো হইযা জে বিহিত হয় হুকুম হবেক ইতি—১৫ পৌষ

সন্তী সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত মেস্তর সের সোর গবনর বাহাদুর কলিকাতাব বড সাহেব—

শ্রীশ্রী কামাখ্যা
সহায় মদবক
ড়া গ্রামস্থ শ্রী
যুত বড় বড়ুয়া
মন্ত্রী বরস্য

শ্রীশ্রী কামাখ্যা
সহায় শ্রীযুত চিরিঙ্গ
ফুকণ ?? দতবশ্রী
চোলাধরা ফুকনস্য

---
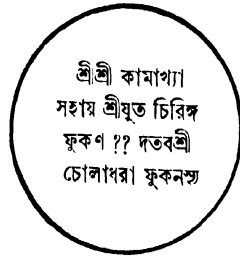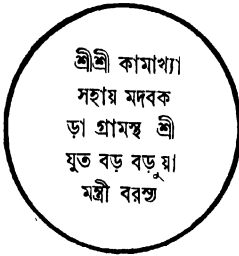
(৪১)

শ্রীবাম :—

শ্রীশ্রীসর্গদেব—

স্বস্তি শ্রীপ্রভাকর কর প্রতাপ ব্যাপ্ত সকল ভূমণ্ডল জাচক মনোবথ পুরক কল্পপাদক মহামহিম গুণ-ধাম সুচারু চরিত শ্রীশ্রীগবনের কৌশল জেনরেল বাহাদুর বৃহন্নরারাক্ষেষু প্রীতি-পূর্ব্বিকা লিপিরিয়ং বিরজিততরাং ভবদ্ভাবুকমনবরত শ্রীশ্রী৺স্থানে সমিহামহে তদত্রাস্মাকং ভাবুকমব্যাহত—

বিশেষ সমাচার এহি শ্রীযুত বুঢ়া গোহাঞি শ্রীবড় গোহাঞি শ্রীবড় পাত্র গোহাঞি শ্রীবড় বড়ুবা সকলরো এই নিবেদন—তোমাদের কৃপাতে কাপ্তান ওবালিচ চাহাবে

অনেক কাজিয়া মিটাই সকল পাত্র মন্ত্রিকে একত্র করিয়া ৺ও সমেত রঙ্গপুর দিয়া আছে মোরামরিয়া শক্র তিন দিনর তাফাওতে বেঙ্গমরা মোকামে আছে তা হেতে আচিয়া অনেক লোক নষ্ট করিয়াআছে তাহাকে দমন করি দেশটা প্রতুল করিবার নিমিত্তে দুইবার তোমার ঠাই লেখিআছে আমার দুরাদৃষ্টতে তাহার জবাব কিচু পাইল না খামখা কাপ্তান ওবালিচ চাহাবকে ফৌজ সমেত উঠি জাইতে হুকুম করিয়াআছেন তোমার ফৌজ এখন হইতে উঠি গৈলে আমাদের একটি প্রাণিও একদিনো একটি প্রাণি রক্ষা পরিব না অতএব আমাদের সকলকে অনুগ্রহ করিয়া কাপ্তান ওবালিচ সাহবেকে ফৌজ সমেত থাকিয়া শক্র দমন করি দেশটা প্রতুল করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন জদ্যপি এই হুকুম না করে দেশসুদ্ধা সকলকে হুকুম করিয়া পঠাইবেন তোমার নিকট জাইতে তোমাদের সহায়তে দেশসুদ্ধ গোব্রাহ্মণ রক্ষা পাইয়াছি—এখন আমাদের সকল লোককে সক্রএ নষ্ট করণ উচিত নয়— আমি সকলেই এইরূপ নিবেদন করিয়াছে আপনার জে উচিত তাহা করিবেন কিমধিকং সন ১৭১৬ সাল জৈষ্ঠ—তারিখ—৪

---

(৪২)

শ্রীরাম :—

শ্রীশ্রীসর্ব্ব দেব

৺ স্বস্তি শ্রীমন্নিখিল গুণগ্রাম বিশ্রামধাম সকল সন্নীতি সমাশ্রয়ণ সমুপার্জ্জিত যশস্মারদ সুধাকর বিকাশিহৃতাশেষ সম্মান সকৈরব কোবক প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড ধৃতকোদণ্ড খণ্ড খণ্ডী-হৃতাশেষ বিপক্ষ স্বার্থ শ্রীগবনের জেনরেল বাহাদুর বৃহন্নরারাক্ষেমু বৃতান্ত বাঞ্ছিকা লিপিরিয়ং— তত্রাদারণববতং ভবদ্ভব্যমব্যাহতং ৺র স্থানে প্রার্থয়াম স্তেনৈবাস্মাকমপি ভাবুকং— পরং সমাচার এহি আপনাদের ইস্তহার নামা পত্র পায়া সকল সমাচার জ্ঞাত হৈলাম আমাদের মলুকের ৺ পাত্র মন্ত্রি গরিব কাঙ্গালি সকল লোক সমেত জে মত পূর্ব্বক বন্দবস্ত সুধারা হয় তেমন অনুগ্রহ করিয়া লেখিয়াচেন বুজিলাম যে আপনার নিতান্ত ইচ্ছা আপনের কৃপাতে সকলো একস্থান একমতি হৈয়া কাপ্তান সাহেব সহিত ৺রকে লৈয়া কেবল রঙ্গপুর মাত্র পায়াচি ৺র এবং আমাদের অনেক পুস্তানের দৌলত জেচিল সকল লুটিয়া নিয়া তিন রোজর পথে বেঙ্গমরা গ্রামেতে আরামে আচে সে শক্র নজিকে থাকিতে রঙ্গপুর মোকামে কিমতে থাকিবেক সম্প্রতি বাচিন্দা লোককে দিন ২ লুটতরাজ করি কাটিয়া মারিয়াআচে সে শক্রকে কাপ্তান চাহেবে মিলাইবার কারণ অনেক পুরুসার্থ করিলে তথাচ কোনোরুপেতে কদাচ মঞ্জুর হৈল না মে মোরামরিয়াকে দুর করিতে কাপ্তান চাহেবে কতলোক দিয়াচিল সেদিন আপনাদের লিখন পঁহুছিল কাপ্তান চাহেব ওবালিচাক ফৌজ সমেত উঠিজাইতে যে হুকুম পত্র পায়া ফৌজ ফিরায়া আনিল আমাদের সকল লোকে সে হুকুম সুনিয়া ভাবিত

হৈআচি—সে শক্র নজিকে থাকিতে ৺র আমি পাত্র মন্ত্রি বাচিন্দা লোক সকলো অস্থিব হইল—এখনো আপনে অনুগ্রহ করিয়া পুনশ্চ কাপ্তান চাহেবকে লিপিবেন রঙ্গপুব হৈতে যে মোরামরিয়া দুর হৈআচে তাহাকে দুর করিয়া দুই তিনি মাসেব মধ্যে কাপ্তান চাহেবকে চিফাই সমেত জাইতে হুকুম দিবেক আব পুনব বর্কন্দাজ লোকে আসিয়া কামরূপেতে কাজিয়া করিতেচি ইহাকো মিটাইতে হুকুম করিবেক আব কাপ্তান চাহেব এখান হৈতে গেলে পর আমাদের দেশটা পূর্ব্ববত বন্দবস্ত স্থিব যাবত না হয় তাবত একজন সর্দ্দাব লোক সহিত দুই তিনি কম্পানি লোক থাকিতে হুকুম করিবেন আব এখানকার ৺র সহিত আপনাদের দোস্তিবাহ চন্দ্র দিবাকর পর্য্যন্তে নেকনাম থাকে তাহা বড চোট সকল লোকের বাঞ্চা এহি আরজি করিলাম আপনার গতায়াতে মঙ্গলাদি সম্বাদ লিখিযা পবিতোস করিবেন আর মজুন্দার বড়ুবা শ্রীবিকারাম—১ ও বড কটকি শ্রীভোলানাথ—১ শ্রীশিব—১ ৭ খামিন্দ বৈবাগি শ্রীতনুস্যাম ১ শ্রীবলোরাম—এহি ৫ পাঞ্চ লোকেব মুখজবানিতে সকল সমাচার জ্ঞাত হৈবা ৺ সহিত আম্রা পাত্র মন্ত্রি রায়তলোক যেরুপ বক্ষা পারি—তাহা করিবেন—কিমধিক বিজ্ঞ বৃন্দ চুড়ামনি দ্বিতি শক্ ১৭১৬ তেবিখ ১৬ বৈশাখস্য—

স্বস্তি শ্রীমন্নিখিল গুণগ্রাম বিশ্রামধাম সকল সন্নীতি সমাশ্রযণ সমুপার্জ্জিতযশঃ সাবদ সুধাকর বিকাশীকৃতাশেষ সন্মানসকৈরব কোবক প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড ধৃত কোদণ্ড খণ্ড খণ্ডী-কৃতাশেষ বিপক্ষ সার্থ শ্রীগবনের জেনবেল বাহাদুব বৃহন্নবারাবাক্ষেষু—

———

(৪৩)

শ্রীশ্রীরাম—

সিদ্ধিদেব ঈশ্বর (?)

৺ স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় মহামহিম মহিমা সাগর সঙ্গম গঙ্গাজল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর গোব্রাহ্মন প্রতিপালক সকল গুনালঙ্কৃত শ্রীযুত কলিকাত্তার বড়সাহেব সুচারুচ্ছরিত্রেষ্—

আসাম দেসের শ্রীজুত্ বড় ফুকনের সেলাম বহুত ২ আবজঞ্চ আগে শ্রীজুত বড় সাহেবের বোলবালা দৌলত জিয়াদা ৺দ্বারাই প্রার্থনা কবিতেছি তাহাতে অত্র কুশল বিসেস সমাচার এহি আমার দেসের সকল সমাচার শ্রীশ্রী ৺৺ পত্রে লেখিআ বিকামজিন্দার ও ভোলাই কটকি ও সিব কটকি ও গাইরহ মারফত পঠাইতেছেন তাহাতে সকল সমাচার বিদিত হৈবেক আমার দেসের ৺৺ সম্বলিত অনেক ২ দুষ্ট কুমন্ত্রি ও দুষ্টলোক সকল মিলিয়া রাইয়োর খারাপি করিযাছে এখন সাহেব লোক নেক নজরে শ্রীযুত কাপ্তান সাহেবকে সিপাহি সম্বলিত পঠাইআছেন ইহাতে কাপ্তান সাহেবের মজবুতিতে ও পনাতে অনেক সত্রু নষ্ট হৈযা রাজ্যখান ভাল হৈবার নমুদ হৈয়াছে আমাকে কাপ্তান সাহেব ও আমার ৺৺স্বগ্‌গি মাহারাজা অনুগ্রহ করিয়া এবং আমার কার্য্য ভাল পায়া ইস্তক কলিয়াবর লাগাইত বঙ্গলা সরহদ মানাস নদীতক্ আমাকে মুক্তারি বড়ফুকন করিয়া দিয়াছেন রায়োর পুর্ব্বাপর দস্তর বড়ফুকন এআঞ্চলের মালিক সেই দস্তর মতে আমাকে মকবব করিযা দিআছেন এআঞ্চলের কাজকর্ম্ম ও ৺৺স্বগ্‌গি মহারাজাব ভাল জে মতে হই তাহা আমাকে করিতে হই কি জানি কোনো লোকে কোনো বদ কথা বদ কর্ম্ম কবে তাহা নেকিবদিতে আমাকে পায় এ কাবণ আবজ আমার ৺৺স্বগ্‌গিদেব জে জে লোক সাহেবের নিকট পঠাইতেছেন কি জানি ইহাবা কোনো বদ কথা সাহেবের স্থানে কহিয়া কাজ বিগাবে এজন্যে আমার এতবারি লোক গুঞাঁপো-রানিবরা ও নজরখাঁকে ইহার দিগের সম্বলিত পঠাইতেছি সাহেবের নিকট জে কথাবার্ত্তা আমার লোক সম্বলিত আরজ করিবেক তাহাতে গৌর ফরমাইবেন য়েকেলা কেহো কোন কথা কহে তাহা সুনিবেন না আমার আরজের মুদ্দা এই আমারাইজ্যে অধিক সিপাহি আসিলে রাইজ্য নষ্ট হবেক এক পল্টন সিপাহি ও কাপ্তান সাহেব গড়গাঞঁ ও রঙ্গপুর থাকিলে বস হবেক আর গুয়াহাটিতে পাছ ছই কুম্পানি সিপাহি থাকিলে বঃ মজবুতিতে মলুক সাসিত ও আমোলচয়ণ হৈতে পারে ইহার সেবাই আর দর্কার নাই আগে জে জে সাহেব লোক আমার মলুকে আসিয়াচেন ইহারা আমার দেসের রিত বেবহার বুজিআছেন ইহার দিগের বদলি করিবেন না এই সকল কথা আমার নিচের রাজা ও জমিদারাণ ও গাইরহ সকলে একত্র হৈয়া পরামরস করিয়া এই আরজ লেখিলাম সাহেব ধর্ম্ম অবতার অনেক ২ রাইয্য রক্ষা করিয়াচেন করিতেচি আমার ৺৺স্বগ্‌গি মহারাজার ভাঙ্গা

রায্য খান পুনছ থির করিলে সাহেবের প্রবল প্রতাপেব নেকনাম আমাব বাইয্য ছির কাল থাকিবে আর সাহেবের হুকুম আসিয়াছেন কাপ্তান সাহেবকে সিপাহি সম্বলিত উঠিআ জাইতে বুজি কোনো হারামজাদা লোক কোনোবদ কথা সাহেবেব নিকট জাহিব কবিআ থাকিবেক একারণ তাবদিগের তলপ করিযাছেন আমি স্থনিয়াছি জইনাথ বড বড়ুয়া ও চোলাধবা ফুকন ও গাইরহ ইহারদিগের স্থানে ৺৺স্বগ্‌গি মাহারাজাব মোহব থাকে ইহাবা কোন খবব লেখিয়া রাজাব মোহব করিয়া পঠাইআচে কিন্তু আমাব ৺৺স্বগ্‌গি মাহাবাজা সে লেগন ওবাকিপ নাহই এবং আমারা পাত্রমন্ত্রি ও কেহো জানিনা সে লেখা মিথা জে সকল লোক এমত লেখা পাঠায়া মলুকের খাবাপি কবে সাহেব তদারক কবিয়া তাহাবদিগেব সাজা করিতে মর্যি হবেক সিপাহি লোকে এ মলুক হইতে উঠিয়া গেলে আমাব মলুক নিহাইত নষ্ট হৈল মেহেরবানি করিয়া আমার মলুক জেমতে রক্ষা পবে তাহা কবিতে মর্যি হবেক আমাব মলুকে নগদ মালগুজারি প্রায় ছিল না এগন ৺৺কম্পানিব তবফ চিপাহিব খবচ দিতে হবেক একারণ বছব সাল ১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাচ হাজাব টাকা আমি আমাবে খেষই তলব (?) মাল গুজারি কবুল করিযাচি ইহাতে আমাব মলুকেব অনেক লোক আমাব সক্র হইবেক আমি নিতান্ত চিত্তে সাহেব লোকেব সবনাগত হৈয়া আশ্রয় লৈয়াচি আমাকে বক্ষা করিতে হবেক আমি জগনকার জে সমাচার হই সাহেবেব স্থানে লেখিযা পদাইব আমার বিসই কাপ্তান সাহেবকে লেখিবেন মেহের্ব্বানি কাবন আমাব সঙ্গে তইনাত ১২ বাব সিপাহি ১ এক হেরাণদাব থাকে এমত্ত হুকুম কাপ্তান সাহেবকে লেখিতে মর্যি হবেক ইতি তাড়ি——৭—— আসাব।

জাই পত্রচিন্ন ৺৺স্বগ্‌গিদেবব তরফ মাবফত বিকামজিন্দাব বাজা মোহাবি টাকা ২০০০ দুই হাজাব মোহব সোনা ৪০ চল্লিচটা দেড্ডাক পখি ১৩ তেবটা হাতিদাত ১০ দচটা পাটব ধুতি ৪ চাবিখান হাতিদাতেব দিস্তেবওযালা ২০ বিসখান বাগলেজি ভোট ১০ দসখান মকমল ১ একখান চোঞ্চর ৮ আটো পৌছিবেক ইতি—

শ্রীবাম—

শ্রীজুত বড়ফু ৺ আজ্ঞা।—

৭৺গুঞা পোরানিবড়া ও নজপগা শাবধানে জানি বি তহতব লগতজি সন্দেসপত্র দিচিলো সি নৌকাবুরি হবাল এতেকে সেই লেগাব দবে সন্দেশ পত্রাদি নকৈ লেখা পত্র কড়ি বড় সাহেবানে ডাকর হাতত দিপঠা ইনো তহতক জি দবে সিফাই বুঝাই দিচো সেই দরে সাহেবত কৈকড়ি জেনেরূপে কাপ্তানচাহেব ইঠাই থাকিব তাকে আচরি বি— ইতি তাড়ি— ৭ —আসার।

৭৵শ্রীজুত বড় ফুকনের তরফ পত্রচিন্ন

সবুজ গোমচেঙ্গ—	— ১ একথান
চফেদ পাটকাপব—	— ৪ চারিখান
জবদ পাটকাপর—	— ৪ খান
আসামীয়া চুরি—	—১২ বাড়খান
সর্ব্বাঙ্গ কস্তুরি—	— ১ টা
সেত চামর—	— ৪ টা
কালা চামব—	— ৪ টা
	৭ দফা।

---

(৪৪)

শ্রীশ্রীহরি—

৭৵শ্রীযুত বড় ফুকণস্য—

শেলাম বহুত ২ আবজঞ্চ আগে শ্রীযুত বড শাহাবের বোলবালা [দৌলত ?] জ্যাদা ৵দ্বারায় প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্র কুশল বিশেষ সমাচার এহি আমার মলুকের হকিকত পূর্ব্ব ২ পত্রে লেখিয়াচি তাহাতে জ্ঞাতো হৈয়া থাকিবেন শ্রীযুত কাপ্তান সাহেব আমার মলুক হইতে উঠিয়া জায়াতে অনেকরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হৈআচে বিনা ৵কুম্পানির তরফ সিফাই না থাকিলে রায্য রক্ষা পাই না অতএব লিখি মেহেরবানগি করিআ শ্রীযুত মে বুরূস সাহেবকে হুকুম লিখিবেন তিনি সুকেদ হৈয়া শিফাই দীয়া আমার ৵দেবের রায্য রক্ষা করেন এ বিশয় মনজোগ করিয়া সিগ্র ২ হুকুম পটাইয়া আমাব রাজ্য রক্ষা করিবেন তবে শাহেবেব জে খরচান্ত হৈয়াচে ও হইবেক তাহার আঞ্জাম দেওা জাইবেক এবং ৵কুম্পানির প্রবল প্রতাপের নেকনাম আমার রায্য চীরকাল থাকিবেক রূদ্ররাম বড়ুয়া এখানকার দরবারের ওাকিয়াহাল একারণ তাহাকে পাঠান জাইতেছে বিস্তারিত আরজ করিবেক তাহাতে গৌর করিবেন ইহা আরজ হয়—সন ১৭১৬ তাং——২৬ শ্রাবণ।

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় মহামহিম মহিমা সাগব গঙ্গাজল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর গোব্রাহমণ প্রতিপালক অশেষ গুনালঙ্কত শ্রীযুত কলিকাতার বড় সাহেব

শুচারু চরিতেষু

---

(৪৫)

শ্রীহরি—

স্বস্তি প্রচণ্ড কোদণ্ড খণ্ডিকৃতাবাতিসেস নিখিল দিগান্ত বিলাসম্ববহরচন্দ্র হিণ্ডি-বপিণ্ড কাশসঙ্কাস কীর্ত্তিমণ্ডলাগার করুণাবরুণাগার দয়ালয়াচার বিচার সার সন্তোস হৃত্যাসেস লোক গাম্ভির্য্য ধের্য্য মর্য্যদা সাব বিসার্য্য চাতুর্য্যাগাব সম্রাটবরেষু—

শ্রীশ্রী৺৺ স্বর্গ নারায়ণদেব শ্রীমত্ শ্রীগৌরীনাথ সিংহ নৃপস্য লিপিরিয়ং—বিরাজ উত্তরা

৭৺শ্রীশ্রী৺৺ঈশ্বর ঈশ্বরির স্থানে সদা সর্ব্বদা তোমার কুশল বাঞ্চিতেছি বিসেস কাপ্তান সাহেব আমার মুলুক হৈতে উঠিয়া জারাতে নানামত আমার রায্যের বিভ্রাট উপস্থিত হৈয়াচে একারণ লিখা বিনা ৺কুম্পানির সিফাই এখানে না থাকিলে রাজ্য রখ্যা পায় না অতএব লিখি শ্রীযুত মিস্তর বুরূস সাহেবকে হুকুম লিখিবেন তিনি সিফাই সম্বলিত আমাব মলুকে আসিয়া স্থির রাখেন তবেই আমার রায্যখান রখ্যা হই সিগ্র ২ মনোজোগ করিয়া সাহেবেক হুকুম লিখিবেন রুদ্ররাম বড়ুয়াকে পাঠাইতেচি বিস্তারিত জ্ঞাত করিবেক তাহাতে মনোজোগ করিয়া আমার রাজ্যখান রখ্যা করেন তবেই কুম্পানি ৺র জে খরচ হৈয়াচে হবেক তাহাব কিনারা হয় ৺আসীষে রাজ্য স্থির থাকে আধিক কি লিখিব জাতাযাতে কুশল লিখিয়াপ্যাইত করিবেন—ইতি সন ১৭১৬ শক তাং ২৬ শ্রাবণ।
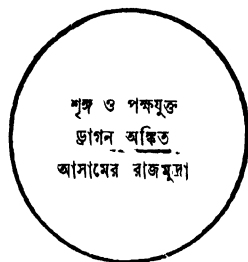
স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক অসেস গুনালঙ্কত গঙ্গাজল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর শ্রীযুত কলিকাতার বড় সাহেব যুচারু চরিতেষু—

---

(৪৬)

শ্রীহরিঃ—

সরণং—

নকলমতাবকে আশল মোকাবিলা—

শ্রীপ্রতাপনারান ঘোষ সিরিস্তাদার—

৭৴শ্রীযুত বড় ফুকণশ্চ—

সেলাম মালুমঞ্চ আগে সাহেবের খযেরখুবি ৺দরগাতে মনাজিমত করি তাহাতে যএ খযের বিসেষঃ শুনিতে পাই কলিকাতার শ্রীযুত বড সাহেবের হুকুম আপনেক আসিয়াছে আপনি মফেদি থাকিয়া সিফাই দিয়া আমার শ্রীশ্রী৺৺র দেবর রায্য রক্ষা করিবেন অতএব লিখি এখানে অনেক উতপাত উপস্থিত জদি কলিকাতার হুকুম পাইযা থাকেন তবে পত্র পাট আমার মুলুকে আসিয়া রায্য রক্ষা জেমত হয় তাহা করিবেন আর ৺কুম্পানির জে খরচান্ত হৈয়াছে ও হইবেক তাহার আঞ্জাম দিতে পারিব রাজ্য রক্ষা না করিলে দেশের বধ হওযার পাপ লাগিবেক এবং ৺কুম্পানির জে খরচান্ত হইয়াছে তাহা কোথা হৈতে আঞ্জাম হৈবেক ইহা বিবেচনা করিয়া নেকনজরে আমার ৺৺দেবের রায্য রক্ষা করিয়া ৺কুম্পানির পাওনার ঠিকানা করিবেন রুদ্ররাম বড়ুয়া এখানকার সমস্ত ওয়াকিফহাল কারণ তাহাকে পঠান গিয়াছে বিস্তারিত জ্ঞাতো করিবেন তাহাতে মনযোগ করিবেন জাতায়াতে খয়রিফিয়ত লিখিবেন ইতি সন ১১৯৬ তাং—২৬ শ্রাবণ—

শ্রীদুর্গা

নকলমতাবকে আশল্ল মোকাবিলা

শ্রীপ্রতাপনারায়ন ঘোষ সিরিস্তাদার

আশলেত তারিখ কাটীয়াছে

এমত মালুম হয় ইতি।

স্বস্তি শ্রীপ্রচণ্ড কোদণ্ড খণ্ডিকৃতারাতিসেস নিখিল দিগান্ত বিলাস স্মরহর চন্দ্র হিণ্ডিরূপিণ্ড কাশ সঙ্কাস কিৰ্ত্তি মণ্ডলাগার করুণাবরুনিগার দয়াল আচার বিচার সার সন্তোষ গুণ্যাসেষ লোক গাম্ভির্য্য ধৈর্য্যমর্য্যদা সার বিসার্য্য চাতুর্য্যাগার সম্রাটবরেষু শ্রীশ্রী৺৺সর্গ নারায়ণ দেব শ্রীমৎশ্রীগৌরিনাথ সিংহ নৃপস্য লীপিরিয়ং বিরাজওতরা

৭৴শ্রীশ্রী৺৺ঈশ্বর ইশ্বরির স্থানে তোমার কুশল বাঞ্ছিতেছি বিশেষঃ যুনিলাম কলিকাতা হইতে শ্রীযুত বড় সাহেবের হুকুম তোমার নামে আসিয়াছে জে সিফাই দিয়া আমার মলুকের জাহাতে ভাল হই তাহাই করিতে অতএব লিখি কাপ্তান সাহেব জারাতে রাজ্য অস্থির হৈয়াচে সেমতে লিখি সিগ্র ২ সিফাই সম্বলিত আমার মলুকে পহুচিয়া জাহাতে আমার এবং আমার দেষের রক্ষা হই তাহাই করিতে হৈবেক তাগিদ ২ পৌছিবেন রুদ্ররাম বড়ুয়াকে

পাঠাইয়াছি বিস্তারিত জ্ঞাতো করিবেক তাহাতে মনজোগ কবিয়া সিগ্র এখানে পৌচিয়া রাজ্য রক্ষার বিহিত করিবেন তবেই ৺কুম্পানির জে খবচান্ত হৈয়াছে হৈবেক তাহাব কিনারা হয় এবং সাহেব লোকের নেকনামি আমার বাজ্যে চিবকাল থাকে জ্ঞাতাআতে কুসলাদি লিখিবেন ইতি সন ১১১৬ তাং ২৩ শ্রাবণ।

---

(৪৭)

৺শ্রীহরি—

সহায—

মহামহিম শ্রীযুত বড়োসাহেব—

ববাববেষু—

সগর্গদেব মহাবাজাব উকিলেব বহুত ২ আরজ নিবেদন জর্দ্দপী সিপাই দিতে হুকুম না হয লড়াহেব সবমজাম তিনশত বন্দুক সঙ্গীন সমেত জোরবান(?) বারুদ ও গুলি চাব মোন ও পাথর দুই মোন ও তোসদান দুইসও ও গায়রহ এইরূপ তোমাব দীর্গের মেহব বানগি হইলে জে মুল্লুক বক্ষে হয় এবং তোমাবদীর্গেব নেকনাম হয—

---

(৪৮)

৭শ্রীশ্রীবাম—

সবণ—

Rajah Bishen Narain

No 518

5. 11. 1794.

শ্রীশ্রীরাজ [বিষ্ণ] স্থ: নারায়ণ

শ্রীশ্রীসরকাব—

কামরূপ মতালকের শ্রীবাজা বিষ্ণুনাবায়ণ—

দবখাস্ত আবজ নিবেদন আমার বাসনা ছিল জে শ্রীশ্রী৺কোম্পানিব আশ্রীত হইয়া থাকী রার্য্যঃ ভেষ্ট হইয়া নিতান্ত বিপদে পড়িয়া সবণাপর্ন্ন হইয়াছি আমাব দুরাদেষ্টক্রমে আশ্রয় পাইলাম না বিনা লোক সরঞ্জামে আপন মুলুকে জাইতে হইলে মুর্দ্দইর হাথে প্রাণ বক্ষাই ভার অতয়েব আরজ অনুগ্রহ কবিয়া আমাকে এক রাহাদা[রি পরওনা হুকুম] হয় জে বাঙ্গালা হইতে লওয়াজীমত লোক কিছু তৈনাত বাখিয়া সঙ্গে লইয়া আপন মুলুকে জাই ইহাতে মেহের বানগী না করিলে আমাব অন্য উপায় নাহি ইহা আবজ করিলাম ইতি— তাং ২২ কার্ত্তিক ইং সন ১৭৯৪ সাল বাঙ্গলা ১২০১ সাল ই—৫ নবম্বর—

(৪৯)

৭শ্রীশ্রীরাম—

সবন—

Rajah Bishen Narain,

No. 536.

25. 11. 1794

শ্রীশ্রী রাজা বিষেণ নারায়ণ

শ্রীশ্রী সবকার—

কামরুপ মতালকের শ্রীরাজা বিষ্ণু নারায়ণ—

দরখাস্ত আমি রার্য্য ভেষ্ট হইযা শ্রীযুং কম্পানি বাহদুরের শ্বরণাপন্ন হইযাছি বিনা কম্পানি বাহাদুরের অনুগ্রেহে আমার আর উপাই নাই আমারদিগের রাজেশ্বব শ্রীশ্রী৺ সর্গদেব তাহাব কোন বদিয়ত আমা প্রিতি ছিল না তাহার ঘবের নিমক হারাম চাকর বড ফুকন নিরঅপরাধে শ্রীশ্রী৺সর্গদেবের নিকট আমায় মির্থা বদনাম জাহির করিয়া ৺সর্গদেবের বিনা আজ্ঞায় ফুকন মজকুর আমার রাজ্য লইযাছে সেই বড ফুকন এগন ৺সর্গদেবেব ও রাজ্যেব পব জেমত দৌবাত্তি করিতেছে তাহা সর্গদেবেব আরজিতে জোনাবে বিদিত হইয়াছে এগন বড ফুকনকে দমন করিবার নিমির্ত্তে শ্রীশ্রী৺ সর্গদেব কম্পানি বাহাদুরের অনুগ্রহ আকিঞ্চিত অতএব আরজ হুজুর হইতে আমার নিমির্ত্তে এক চিটি সর্গদেবকে জাইয়া তাহার জবাব সম্বলিত আমাব খাতিরদারি আইসে জে বড ফুকন দমন হইলে আমি আপন রাজ্জ পাই আর সর্গদেবেব উকিল জে এখানে আছে তাহারা আমার সহিত মিলিতে চাহে হেকুম হয় হুজুবে দুই জনাতে মেলাইয়া দেয়ান এবং জে একবাবে মিল হয় সেই একরার উভএব দস্ত-খতি হজুরের দপ্তবে থাকে এহা হইলেই আমি জেমত কম্পানি বাহাদুরের শ্বরণাপন্ন হইয়াছিলাম তাহাব আমাব প্রিতি অনুগ্রহ প্রকাষ হয় ইতি—

তাং— ১২ অগ্রহায়ণ ইং ২৪ নবম্বর— বাঃ সন ১২০১

সাল— ইঃ সন ১৭৯৪ সাল

———

(৫০)

৭শ্রীশ্রীরামঃ—

শরণং –

শ্রীশ্রী৺বাজা বিষ্ণু নাবায়ণ কৈচে—

শ্রীশ্রী৺সর্গদেবেব উকিল শ্রী বিষ্ণুবাম শর্ম্মা ও শ্রী হবদেব শর্ম্মাঃ ও শ্রী দেওনাথ শর্ম্মাঃ। ইহার সহিত আমার মেল জোল হইল শ্রীশ্রী৺সর্গদেব সহিত আমাব কোন কেজিয়া নাই পুর্ব্বাপর আমাদিগের দরঙ্গ কামরূপ ছিল এখন শ্রীশ্রী৺সর্গদেব দিযাছে ঘুচায নাই চেটিযা বড়ফুকণ ববকন্দাজ আনি জোব করিয়া লইযাছে সাবেক মালগুজাবি কবি শ্রীশ্রী৺সর্গদেবেব তাবে থাকিব এই কবাবে একবাব নামা লিখিয়া দিলাম ইতি—তাং —২৫ অগ্রহাযণ বাঃ সন ১২০১ সাল ইঃ ১৭৯৪ সাল ৮ দিশম্বব

শ্রীশ্রী বাজা বিষ্ণুং নাবায়ণ

(৫১)

শ্রীশ্রীবাম—

সবণ—

শ্রীশ্রী৺সর্গদেবেব উকিল

ও শ্রীহবদেব

শ্রী দেওনাথ শর্ম্মণ এ সকল কৈচে শ্রীযুং বাজা বিষ্ণু নাবাযণ সহিত আমাদিগেব মেল হইল শ্রীশ্রী৺সর্গদেব ইহাদিগেব পূর্ব্বেব দবঙ্গ কামরূপ দিযাছি চেটিয়া বড় ফুকন ববকন্দাজ আনি জোর করি রাজাব স্থানে হইতে লইআছে এখন শ্রীশ্রী৺সর্গদেব ছাডায নাই পূর্ব্বপব মাল গুজারি জে মাফিক ছিল সেই মাফিক মালগুজারি শোধাই পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে ভোগ করিবেন ইহাতে কোন অন্নথা নাই এই করাবে শ্রীশ্রী৺সর্গদেবের আজ্ঞা প্রমান একরার নামা লিখিয়া দিলাম ইতি—বাঙ্গলা সন ১২০১ সাল ২৬ অগ্রহায়ণ ইং ১৭৯৪ সাল ৯ দিসম্বব।

শ্রীশ্রীসর্গদেবেব উকিল
শ্রীশ্রীহবদেব
শ্রীশ্রীদেবনাথ

(৫২)

৭সস্তি অবিরত বিতরন জনিত জসোরাশি বিরাজিতাসেষ ভূমণ্ডলাখণ্ডল কীর্ত্তিসুধাকর শ্রীশ্রীযুত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ মহোদার চরিতেষু শ্রীহট্টাধিকারিণঃ পরম সগৌরব বিজ্ঞাপনঞ্চ পর সমাচার এই তুমাব উকিল আসিয়াছিল তাতে সবিশেষ জ্ঞাত হৈয়াছি উহাকে বিদায় করিয়াছি জানিবা এখন আমাব উকিল আসিতেছে সকল বাচনিক জ্ঞাত হৈয়া জখন জে বিশয় হয উহার যোগে কহিবা আর নাঙ্গাতির জন্যে পুর্ব্ব পত্রে লেখিছিলাম নাঙ্গাতি তরদুদ কবিয়া জল হৈলে সিগ্র পাঠাইয়া দিবা কিমধিকং বিজ্ঞবরেষ্যেতি—

সকাব্দা ১৭১৬ মাহে ১৮ বৈশাখ—

নানাগুণালঙ্কত শ্রীশ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ মহোদাব চবিতেষু দেযমিতি—

হেন্‌বী লজ্ (পাবশী)

---
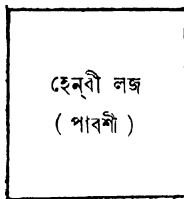
(৫৩)

শ্রীশ্রীদুর্গা—

সহায়—

শ্রীশ্রীরাজেশ্বর সিংহ

৵৭স্বস্তি সকল গুনালঙ্কত পারাবার গভীব গঙ্গাজল নীর্ম্মল পবিত্র কলেবর গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক শ্রীযুত বড়াসাহেব জীউ সালাম বহুত ২ আরজঞ্চ আদৌ তোমার রাজোন্নতি হামেসা ৵৮দরগাতে প্রার্থনা করিতেসি তাহাতে অত্রানন্দ পরং বিশেশ সমাচার এহি তোমার আশ্রয়তে আসাম দেশখান কিছু প্রতুল হইবার উপযুক্ত হৈল ইতি মধ্যাত কয়েক দুষ্ট লোক কার্য্য বিগবাইবার কারণ তোমার পাচ অন্য মত নালিস করিল ইহাতে তুমিহ বরই খাপা জাইল আমিহ শ্রীবড়গোহাই ও শ্রীসলার গোহাই ও শ্রীবড় বড়ুয়া আমি প্রত্যক্ষগত সকল পাত্র মন্ত্রি ও জমিদারিরাজা এবং গরিব রায়ত সুদ্ধা সকল একবাক্য

হৈয়া যে যে দুষ্ট মন্ত্রি সকলকে তাগির করিয়া সেসে বাওরা শ্রীযুত রাজাকে বদলায়া পূর্ব্ব শ্রীযুত রাজার পঁরিনাতি একজনাক গুরাহাটাতে রাজা করিআচি ইহাতে সেসাদর রাজ্জের দোষ নি (?) বুঢা গোহাই চিফাই আনিবার জন্যে তোমার সেখানে বেজিয়াকটকি পাঠায়আচে তোমা সে কথাতে এতবার না কর তবে বায়ত স্বদ্ধা এদেশ রক্ষা হবে এবং তোমার জস ধর্ম রহিবে এ নালিস বুঝিয়া বেজিয়া কটকি ও বিজা ইহাদেক তাগির করিবে জে রুদ্ররাম বড়ুয়া বেহার আচে তাসঙ্গে চিফাই দিবার হুকুম করিবে ইহা আরজ করিলাম সে পাগল রাজা থাকিলে পর দেশ খারাপ হৈল এবং মোরামরিয়াও না লয় তুমি এ রাজতে আমার উপর মেহেরবানি রাখ বাওরা রাজাব কথা না স্থন তবে দেশ রক্ষা জাই কি হেতু এ রাজাকে এড়িলাম বিনা দোশে আম্‌ার দেশেব তিনি চাবি কুরি উমরাও মারিবে কাটি দিবে পিস্তি মারিবে আগুন জলাইবে আর সকলেব কাজ বিগারিচে ব্রাঁহ্‌মন মারিআচে আর কৃষ্ণনারান রাজার বাপকে কুনাবায়া মারিআচে আর জত ২ কথএে সমস্তাব রাজ রক্ষা না পবে এ জন্যে বদল করিলাম ইহা আরজ করিলাম ইতি সন ১৭১৬ তাঃ ১৫ই আগ্রায়ন পত্রচিন রেস্মিলড়া ১ থান

---

(৩৪)

৺শ্রীরাম :—

৭স্বস্তি বিপক্ষ পক্ষ বারণ দারণ পঞ্চাননশেমেতঙ্গজ কর্ণতালাস্ফাল পবণনর্ত্তিত স্থধুনী হিণ্ডির হিমপণ্ডরযশঃ পঙ্কর নীতিসাস্ত্র বিশারদ বৃহন্নরারাক্ষেষু হার্দ্দাভিব্যহনং (?) পত্রমিদং বিশেষঃ আপনে যে পত্র দিয়াচিলা তাহাতে সবিশেষ জ্ঞাত হইলাম যে সওদাগর লোকের বিষয় লিখিয়াচেন তাহারা আমার মুলুকেতে খরিদ বিক্রি করিতেচে এবং যদি কর্য্যপত্র কোনো লোকের হাতে দিয়া থাকে তাহা আমার এখানে জাহের করে নাহি এমত আমার এখানে জাহের করে আবস্তক তাহার আদালত ইনসাব হবে আর লিখিআছেন এ মুলুকের লোক হত্তে নানান রুপে দুখ ও ব্যমহ পাইতেচে ইহার আমা এখানে মালুম নাহি দরখাস্তি হইলে তাহার ইনসাব আবশ্য হবে অতএব আপন ২ রাজিতে খরিদ বিক্রি করে তাহাতে কাহাকে আনিয়া আদালত করিব উভয় মুলুকের সওদাগর লোক জতায়ত করে এবং স্থলুক থাকে ইহাতে উভই মুলুকের সিরিস্তা ভালো হয়ে সওদাগর মযকুররো জখন যে জাহির করিবেক তাহার আদালত ইনসাব কই যে হবেক তাহা দেলায়া দেওয়ান জাবেক কিমাধিকং—শক ১৭১৬ তারিখ—১৫ মাঘস্য।

---

(৫৫)

৭শ্রীশ্রীরাম—

১ দফা

শ্রীযুত দেবরাজার তরফ—

শ্রীজীনকাব ফুরপা ও শ্রীজীনকাব হুনথার দুইজনার আরজ নিবেদন পূর্ব্ব শ্রীযুত কুমপানি ও দেবরাজা দুই তরফে লড়াই হইয়াছে তাহাতে সকল জমি কুমপানির আমল হইয়াছেন পরে শ্রীযুত মেঃ বোগল সাহেব ভোটান্ত মুলুকে গেলেন সাহেব মজুকু মুলুক মজুকুরে গেলে পর সলা হইল সাহেব মজুকুরের এ মুলুক আশীবার কালে বুড়াগুবা সাহেবের সঙ্গে কলিকাতা আইল এখানে আইলে শ্রীযুত গৌবনর হিষ্টিন সাহবের সহিত সক্ষ্যাত করিলে পর শ্রীযুত হিষ্টিন সাহেব ও শ্রীযুত বোগল সাহেব দুইজনায় দেবরাজার সকল জমির বন্দবস্ত করিয়া দিলে বোগল সাহেব রঙ্গপুর জাইয়া সরহর্দ্ধ বন্ধি করিয়া রাজা মজুকুরের আমল দখল করিয়া দিলেন সেই অবধি বরাবর অবাদে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিল গত সন মোজা (?) বারকা গ্রামের তহশীলদার ভোটয্যাকে বেহারের আমলা জবরদস্তি করিয়া উঠাইয়া দিলেন ঐ জমির খাজানা বেহারের আমলা তহশীল করে এখন বেহারের মতালুক হইয়াছে—

২ দফা—

শ্রীযুত গৌবনর লাট কারণওয়ালিষ বাহাদুরের—

হুজুরে জে জে নালিষ করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে গুমারহাটী গ্রাম মতালুক বেহার ইং নাগাদে দেবরাজার ভোগছিল তাহাকে দখল না দিয়া শ্রীবুলচন্দ বড়ুয়া জোর করিয়া ভোগ করে ও গুমারকৈমারি গ্রাম পূর্ব্বে বড়ুয়া মজুকুরের দখল ছিল পরে শ্রীযুত লাট সাহেবের হুকুম মত দেবরাজা ঐ জায়গায় বাষ গাড়িয়াছে তথাচ বড়ুয়া মজুকুর দখল করে সকলে পাঁচগ্রাম তাহার তিন গ্রাম আমরা দখল পাইয়াছি ২ গ্রাম বড়ুয়া মজুকুর দখল করে জখন কুমপানিব হুকুম প্রমান সরহর্দ্ধের হইল তখন বড়ুয়া মজুকুর এই সকল জায়গা দেবরাজার দখল কহিহিল এখন সরারতি করিয়া আপনি দখল করে—

৩ দফা—

মতালুক রঙ্গপুর

ভোটহাটের কিছু জমি নদি পূরাটে আবাদ হইয়াছে সে জমি আদ্যপান্ত আমারদিগের আমল দখল ছিল .এক্ষেণে ৺কান্তবাবু দখল করে এই তিন দফার পরওানা জীলাদার সাহেবদিগের নামে হুকুম হয় আর এই সকল দফার এক সনন্দ কুমপানি হইতে দেবরাজার নামে দেন এই সকল দফার সনন্দ শ্রীযুত বোগল সাহেবের মারফত পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম সে সনন্দ মজুকুর পুনাখার কিম্বা জলাতে জলিয়া গিয়াছে সাহে[ব] মুলুকের মালিক দেবরাজা মজুকুরের হক দেলাইয়া দিতে হুকুম হয় ইহা আরজ করিলাম ইতি—

(৫৬)

শ্রীশ্রীরাম—

সহায়—
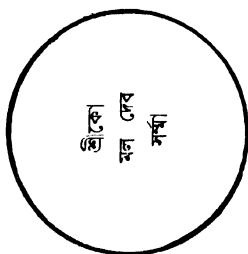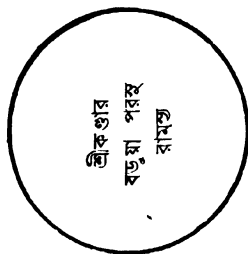
৺সরকারে দরখাস্ত

সর্গদেব—

৭লিখিতং শ্রীকমল দ্বারিয়া তথার্ত্ত শ্রীপরস্থরাম কাণ্ডার বড়ুয়া—আরজ এহি আমার বাজ্যের অপ্রত্তুল কারণ শ্রীশ্রী৺শ্রীকাপিতান ডোগল সাহেবেক চাকর রাখিআছিলেন জে লাগাদ চাকর ছিলো তাহার মাহিনা দিয়া রোখসাদ দেয়া গীয়াছে এখন আপন খোদি কবিয়া শ্রীরাজা বলিদ নারায়ণ সহিত কামরূপ চড়াও করিয়া লুটতরাজ করিতেছে ইহাতে নিতান্ত পরগনা গেল এখানে মিথা সোরত করিয়াছি ৺কোম্পানির হুকুম রাখি অতএব আরজ সাহেব মজকুরকে আনাইয়া আমার ৺দেবর রাজ্য সাপ করিয়া দেন এবং এমত কাজ দুই জনে করাইবেন ইতি———১ দফা———

* * * সাওয়ালে আপন দস্তখতে ৺কোমপানির মোহর দিয়া বাঙ্গালি মাহাজনে লবণ ও আসামের লাহা আদি আমোদ রপ্তি করায় তাহাতে আমার তরপ লোকজনে আটক করিলে সাপাই পাটাইয়া দবরদস্তি করিয়া জীনিষ খালাস করায়া লইয়া জায় এমত হইলে আমার চৌকী গেল আমার রাজ্যে লাহাও মুগাধুতি জীনিষ হয় তাহার হাছিল পাই না পরআনায় লেখে.৺ কোম্পানির সরর্দ্দের খরিদ বিক্রি করিবেক সে লেখা ৺ কোম্পানির মোলুকে লাহা আদি পয়দা হয় না অতএব এমত হুকুম হয় আমার রাজ্জের পরদা জীনিষের ·মাষুল পাই সাহেব মালিক কখনো এমত দস্তুর ছিলো না সাবেক দস্তুর চাহি আমার মোলুকের জীনিষ অন্তো লোকে দবরদস্তি করিয়ানা লোইতে পারে এমত পরয়ানা দেন—ইতি তাং ১৫ই চৈত্র।

(৫৭)

শ্রীশ্রীঈশ্বর—

শরণং—

Executed before me
this 11th day of May 1796.
T. Brooke
Judge

শ্রীশ্যামচরণ চক্রবর্ত্তী।

মহা মহিম শ্রীযুত জজ সাহেব জেলা বিরভূম

বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীশ্যামচরণ চক্রবর্ত্তী

কস্য একবার পত্রমিদং কার্জ্যঞ্চ আগে শ্রীযুত মেস্তর ক্লাএব সাহেব সাহেবান কৌচলেব হুকুম মতে শ্রীযুত মেস্তর ফিটসবাই সাহেব ও শ্রীযুত মেস্তর আরনেষ্ট সাহেবের মকদ্দমার ।— জবানবন্দী কেলক্টর সাহেবের নিকটে দিয়াছি সে জবানবন্দি শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট কসম করিয়া কহিবার জন্যে ।—আসিয়াছে এই উপস্থিত মকদ্দমার যে কিছু আমার স্থানে আদালতে জিজ্ঞাসা হইবেক তাহার উত্তর আপন ধর্ম্মতো প্রকৃত প্রস্তাবে দিব যথার্থ ব্যতিরেক অন্য মত কহিব না যদি কিছু মির্থা কহি তবে আপন ৺ ঈশ্বরের দ্বারায় পতিত হইব ইতি সন ১৭৯৬ সাল । ১১ মাই

---

(৫৮)

শ্রীশ্রীদুর্গা—

সরণং—

Executed befor me
this 11th May 1796.
Tho Brooke.
Judge

মহা মহিম শ্রীযুত জজ সাহেব জেলা বিরভূম

বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীমোহন প্রসাদ—

কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে মে ক্রৌবাইব সাহেব সাহেবান কৌচলের হুকুম মতে শ্রীযুত ফিটসরাই সাহেব ও শ্রীযুত আরনেষ্ট সাহেবের মকর্দ্দমার জবানবন্দি কেলকটুর সাহেবের নিকট দিয়াছি সে জবানবন্দি শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট কসম করিয়া কহিবার

জন্যা আসিয়াছি এই উপস্থিত মকৰ্দ্দমার যে কিছু আমার স্থানে আদালত জিজ্ঞাসা হইবেক তাহার উত্তর আপন ধর্ম্মত প্রকোত প্রস্থাবে দিব জথার্থ ব্যতিরেক অন্য মত কহিব না যদি কিছ মির্থা কহি তবে আপন ঈশ্বরের দ্বারায় পতিত হইব ইতি সন ১৭৯৬ সাল ১১ মাই—

---

(৫৯)

শ্রীহরিঃ—

শরণম্—

৭ স্বস্তি শ্রীমস্বেনয় সম্মানিত সর্ব্বজন সমপ্রাপ্ত স্থযশোরাসিমণ্ডিত কুবলয় নিজকরধৃত সরাসন বিক্ষিপ্ত বিতীক্ষ মার্গগন খণ্ডখণ্ডীকৃত প্রত্যর্থি ভূপালধিরাগ্রগন্য ধন্যোদারচরিত্র শ্রীবৃহম্নরারাক্ষ বাহাদুরেষু লিপিরিয়ং বিরাজত্তুতবাম অত্রাস্মাকং ভৰ্ব্যমব্যাহতং তত্রভাবুকং সমীহামহে পরং সমাচারাঃ আপনে যে পত্র পঠায়াছিলেন সে পহুচিল পত্রার্থ সবিশেষ জ্ঞাত হৈয়া পরমানন্দ পায়াচি তাহাতে সওদাগরিকাম নিরুপদ্রবে প্রবর্ত্তাইবার কাবণ যে লিখিয়াচি সে আত্রারো অত্যন্ত মনস্থ আচে আমি প্রজাসমেত অন্য ২ দিগের প্রজালোক সহিত তেজরিতের কারবার স্থধারাই চলাইবার কারণ অনেক পুরুসার্থ করিয়াচি তথাচ দেশ অপ্রতুলের কারণ এখন করিতে পারি না এবং আপোনাদের মেহেরর্বানগিতে দেশের কিঞ্চিত হেঙ্গাম দূর হৈতে আর আর কিঞ্চিত দায়া হৈলে পূর্ব্ববত হৈতে পারে আর রোস চাহেবের বাকি টাকা সঁওদাগরি লোক সকলের হাথে য়াচে বলি যে লেখিয়াচেন তাহা আমি মালুম পাই না সে রোস চাহেবের হিচাব দেখায়া তজবিজ করি লৈতে হবেক আত্রাও দেবাইতে হবেক শ্রীবারনন্দ মেকর্লুম চাহেবকে যে রোস চাহেবর বদলি গোবালপার মোকামে পাঠায়াচেন তাহা স্থনি পরমাপ্যাইত হৈয়াচি পূর্ব্ববত সওদাগরিকাম জে মতে হবে তে মত চলাইতে হুকুম দিবেক তেবে সে সকল কার্য্য সোভিতা হবেক কিমাধিকং বিজ্ঞবরেষ্বিতি—সন ১৭১৮ তাং ১২ আষাঢ়।

স্বস্তি শ্রীমস্বেনয় সম্মানিত সর্ব্বজন সম্প্রাপ্ত স্থযশোরাসিমণ্ডিত কুবলয় নিজকরধৃত সরাসন বিক্ষিপ্ত বিতীক্ষমার্গ গগন খণ্ডখণ্ডীকৃত প্রত্যর্থি ভূপালধিরাগ্রগণ্য ধন্যোদারচরিত্র শ্রীবৃহম্নরারাক্ষ বাহাদুরেষু—

শ্রীহরিঃ—

শরণম্—

৶৭ ক্রোড় পত্রেতে জ্ঞাঁত হবেক শ্রীমজিন্দার ও বৈরাগি শ্রীদেবনাথ সর্ম্মা ও শ্রীতনুস্যাম দাস ইহা সকলের মার্ফত পত্র সন্দেস দিয়া আপোনাদের নিকট পাঠায়াচি যে মনস্থ করি লেখিয়াচি তাহা মনস্থ সিদ্ধি করি জলদি পাঠাইতে হবেক—ইতি—

(৬০)

দরখাস্ত শ্রীএবাদুল্বা খাঁ জমিদার ও শ্রীখএর নিছা জমিদার পরগণে অমরাবাদ গরিব পরওবর সেলামত আমারদিগের আরজ এই পরগণায় হস্তদায় আবাদি লাগাদ সন ১১৭২ সাল ১৪০০ সিকর্কা মালগুজারি করিয়াছি আমলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সন ১১৭৩ সাল ১২৬০০ সিককা একুনে ১৪০০০ সিককা সন ১১৭৪ সাল ইজাফা ১১০০০ সিককা একুনে ২৫০০০ সিককা সন ১১৭৫ সাল ইজাকা ৪০০০ সিককা একুনে ২৯০০০ সিককা সন ১১৭৬ সাল ইজাফা ৩০০০ সিককা একুনে ৩২০০০ সিককা সন ১১৭৭ সাল ইজাফা ১১২৭।৴ সিককা একুনে ৩৩১২৭।৴ সিককা সন ১১৭৯ সাল ইজাফা ৩০০০।০ সিককা একুনে ৩৬১২৭॥৴ সিককা সন ১১৮০ সাল ইজাফা ১৪৬০ সিককা একুনে ৩৭৫৭৭॥৴ সিককা সন ১১৮১ সাল ইজাফা ১৪৫০ সিককা একুনে ৩৯০২৭॥৴ সিককা সন ১১৮২ সাল ইজাফা ১৪৫০ সিককা একুনে ৪০৪৭৭॥৴০ সিককা সন ১১৮৩ সাল ইজাফা ১৫২৩।৴ সিককা একুনে ৪২০০১ সিককা সন ১১৮৪ সাল কমি ২৯৭১।৴ সিককা বাকী ৩৯০২৯॥৴ সিককা সন ১১৮৮ সাল ইজাফা বাবাদ কমি উদয় সন ১১৮৪ সালের ২৯৭১।৴০ সিককা বেসি ইজাফা ৭৯৯৯ সিককা একুনে ইজাফা ১০৯৭০।৴ সিককা এক জাইতে মবলগে ৫০০০০ সিককা ইস্তক সন ১১৭৩ সাল লাগাদ সন ১১৯৩ সাল মর্দ্দত ২৪ চর্ব্বিস বৎসর সনবরসন ইজাফা দরইজাফা হইয়া মবলগ মজকুর এই ষুরতে খোদ বন্দবস্তে মালগুজারির সরবরাহ দিয়াছি সন ১১৯৭ সাল দস সনা বন্দবস্তের সময় শ্রীযুত মে জনবুলুর সাহেব সাবেক তাহত মত ঐ ৫০০০০ সিককা খোদ বন্দবস্তের সরবরাহ লইয়াছেন সন-১১৯৮ সালে আমার দিগের তালুকদারের সহিত মনাকসার নালিসে সাজওয়াল দিয়া গুদাস্তা শ্রেস্তামত তহসিল করিয়া জমিদারি আখরাজাত ও গরর্ঝামি(?) গয়রহ কিছু দেএ নহে সন ১১৯৯ সাল শ্রীযুত মে মেগবর সাহেবকে রামসঙ্কর মিত্রী দেওয়ানে নাহক আখেজ করিয়া বেমোনাছিব বুঝাইয়া কেবলরাম মুখোপাধ্যায়কে সাজওয়াল দিয়া ও রামকান্ত ঘোষকে আমিন দিয়া পওনা খাস হস্তবুদ করিয়া চরচ করিয়াছিল চরচার আমিন গয়রহ মবলগাএ খরচ করাইয়াছে তালুক বতালুক চরচ করিয়া ইজাফা করিতে না পারিয়া গোড়জ মাত্র ১৫ তোলা তলপ করিয়া তালুবারান হইতে গুদাস্তা পত্রস্তা ওয়াসিলতে হইতে জেয়াদা

তহসিল করিতে চাহিল তাহা হইল না পরে ১২০০ সালে শ্রীযুত মে কার্ষ্টর সাহেবে সাবেক তাহুত ৫০০০০ সিককা ও বাজেআপ্তী কারগাইআনেব রূস্তমত ৬৪৮ সিককা একুনে ৫০৬৪৮ সিককা মিনা হাট সায়রহাএ ৫৫৮৷৷৵ সিককা বাকী ৫০০৮৯৷৵ সিককা ও বাজেআপ্ত বাবদে হাটসায়রহাএ ৫৫৮৷৷৵ ই ২৫১৷৶ সিককা একুনে ৫০৩৪০৬৴ সিককার উপর খোদ বন্দবস্ত করিয়া দিলেন সন মজুকুরের তাং মাহ ভাদ্র বমজিম কিস্তীবন্দি মাল-গুজারির সরবরাহ দিলাম পরে সাহেব বদলি হইয়া শ্রীযুত মে তামস পারসাহেব মকরর হইয়া আসিলেন পুনরাত্র সেই রাম সঙ্কর মিত্র সাহেবের দেওয়ান হইল দেওয়ান মজুকুর সাবেক আখেজের উপর সাহেব জিলাকে বেজায় বেমোনাছি বুঝাইয়া খোদ বন্দবস্ত তুড়িয়া সিবচরণ বষুকে সাজওয়াল দিয়া পরগনা মজুকুর খাস করিল পবে শ্রীভবানন্দ ও গয়রহ অনেক তালুকদারে সাহেবের স্থানে নালিস করিল সাহেব জিলার দেওয়ান মজুকুরের বেমোনাছিব বুঝাইল এবং দেওআন তালুকদারেরদিগকে মাইর পিট করিলেন অতএব··· হইয়া আছি সন মজকুরের খাস তহসিলে তাহুতের জেযাদা উষুল হইল না তাহাতেও আমরা সাবেক বন্দবস্ত কবুল করিলাম কালেকটর সাহেব পাস নালিস করিলাম বোবা-টর গবনের বাহাদুরের হুকুম নাই জাহার কাম নাই তাহার পরগনাএ বেসী হএ এ সকল নালিশে গৌর না করিয়া সাহেব মজকুর বোবাটর হুকুম আসিয়াছে বলিয়া বেশী মবলগা তলপ করিয়া তৌল বন্দরও লিখাইয়া তালুকদারান গএরহ পাস তাহুত চাহিলেন কহিলেন তোমরা তাহুত না দেও আমী ইজারা দিয়া বেসী লইব পরে তালুকদারও গএরহ বাজে ২ লোককে ইজারা দিয়া আমারদিগকে বেওতন করিয়াছেন অতএব উমেদওয়ার হুকুম হএ আমার জিলার সাবেক বন্দবস্ত পঞ্চাস হাজার টাকা বহাল হএ এই দস্তখাত বোবাট রিপট করিয়া আমারদিগকে বজাএ করিতে হুকুম হএ ইতি সন ১২০৩ তাং— ১৮ ভাদ্র—

---

(৬১)

৭শ্রীশ্রীরাম

বাঙ্গালার শ্রীযুত নাকালাম সাহেব যনাবে আরজ

মোকাম— গোয়াল পাড়া—

৭ফরমারবদার—

শ্রীমামুদ খাঁ ও শ্রীত্রেঙ্গা জান বেগ সেলাম হাজার ২ গোচক্কাদোঃ সাহেবের বোলবালা হামেশা শ্রীশ্রীযুত খোদারর দরগাত মনাজাত করিতেছি তাহাতে অত্র খএর বাদ আরজ পরং সাহেবের পত্র পাই সকল বেওরা গ্যাতো হইলাম লিখিয়াছেন জৈষ্ঠ্য (?) কীস্থি

পহুছিল কতেক পহুছিলা অতএব সাহেবের নিকট আমরা এগারো কিস্তি লইআছিলাও তাহার দশ কিস্থি মোকাম মজুকুরেত পহুছিয়া তাহার পরে রোজ ফৌজদারের হরকরার জিম্বা করিয়া দীয়াছি কেবল এক কীস্থি আমার এখানে আছে তাহাও সাহেবের লোকের জিম্বা করিয়া দীলাও লোকের পাষ বুঝিয়া লবেন দশ কীস্থি ফৌজদারের হরকরা পাষ বুঝিয়া লবেন আর শ্রীযুত রামনারায়ন ও শ্রীবিজএ কটকী আশীয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাত করিয়াছেন সাহেবের পাওনা রুশ সাহেবের বাবদ টাকা এহি সমএ ভালে হইয়াছে কটকী ও রামনারায়ন মজুকুর সাহেবের পাষ মদদগারি লোক চাহিবেক আপনেহ টাকা বন্ধায়া কএদ করিবেন জে নাগাদে টাকা না দেন শে নাগাদ খোলাশ না দিবেন হবগীঞ্জ (?) খালাষ দীবেন না আমরা দুইজন আর শ্রীযুত কনক সীংহ [ ] বাহাদুর এহি তিন সাহেবের সাহেব তিন জনকে জে-মত ২ হুকুম করিবেন তাহার মত হুকুম বাজাইব আশাম জানাইতে হুকুম করেন জানাইতে পারি আর সাহেব মদদগারি করিয়া লোক রাখাইআদেএন ইহা জে দিবস শুনিব আমারা তিন জন সাতসও নক্‌দি সমেত ধনতোলা মোকামে আছি জে রাস্থা দীয়া জাবেক সেহি রাস্তাতে আমারা দেখিব ইহা অবস্য ২ দেখীব সাহেবের আমাদিগের পর হাথের * * রাখিবেন এ চীটীর জওাব সাহেবে লিখীতে হুকুম হবেক জে চীটী লেখীয়াছেন তাহাতে * * ছাব কিছুই নাঞ সাহেব লোকের মুখ জবানিতে গ্যাতো হৈয়া * * * চীটি জওাব লিখনে কিঞ্চিত ছাব করিয়া দিবেন।

---

(৬২)

৭শ্রীরামঃ

যুপ্রতিষ্টীত শ্রীযুত মাহার্থ্যদ খাঁ শুবেদার তথা শ্রীযুত মেজ্রা জানে বেগ ষুবেদার সত (?) চরিত্রেষু · ···

তোমাদের মঙ্গল চাহি বিশেষঃ পরং সমাচার এই তোমাদের পত্র পাইআ সমাচার গ্যাত হইলাম নৌকা সকল পৌছিআছে আমার সরকার তোমাকে পত্র লিখিআছেন নৌকার বিসএ তাহা আমি জানি না অল্প বিসএ একারণ. আমাকে জানাইআ লেখে নাই তুমি হামেসা আমার চিটিতে সই ইংরেজি এবং মোহর পাইবা তুমি লিখিআছ রাম নারায়ন এবং কটকি এবং মজুমদারকে কএদ করিতে আমাকে এমত হুকুম কোম্পানির নাই আমি তাহাদিগে কথা দিআ ৺রোস সাহেবের হিসাব রফা করিতে আনাইআছি ইহাতে আমার কথার অর্থথ কদাচ হবেক না আর লিখিআছ আমি তাহাদিগে লোক

দিআ মদদ করিব ইহা তোমরা কদাচ এতবার কবিবা। আমাব কাছে লোক নাই এবং আমি কদাচ এমত করিব না তাহারা টাকা চাহ আমি আসাম লোককে পাচ টাকার এতবার করি না এবং করিব না মেঃ বোস সাহেব আসামের পিছে দৌলত এবং জান খোআইআছে আমি কদাচ করিব না আমি দেখিতেছি আমাব তেজাবেত কাজ কাম সকল খেতি হইতেছে আর তুমি জে জে বাজার গপ্প ষুনিতেছ আমাব নামে সে সকল মিথ্যা জানিবেন আমি বিনা গবনব জান'বল বাহাদুবের হুকুম বেতবেক কিছু কবিতে পারি না ইহা আরজং (৮ মিতে বাং ১২০৩। ১২ কাত্তিক ২৫ অক্টবর।

ষুপ্রিতিষ্টীত শ্রীযুত মাহমদ খাঁ ষুবেদার তথা শ্রীযুত মেৱজা জানে বেগ ষুবেদাব সত চবিত্রেষু।

---

(৬৩)

৺৭ শ্রীরামঃ —

শ্রী রাম দেব
শ্রী স্বর্গ
দেব
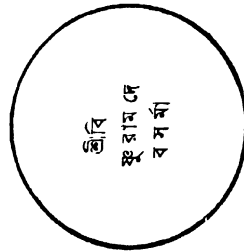
শ্রীবিষেশ্বর দেবশর্ম্মা
শ্রীহরিদাস বৈরাগি

হকিকত শ্রীবিষেশ্বর কটকি আমি শ্রীশ্রী৺স্বর্গদেবের চিটী শ্রীযুত গবনব জানরেল বাহাদুরের নামে লইআ মোকাম জোড়হাট হইতে কাণ্ডাব চৌকী পৌছিআ গোআলপাড়াব মাটিতে আসিআ তহকিক খবর মালুম কবিলাম ৺কোম্পানিব সবহর্দ্দে ধনতলা মোকামে কনকসিং রেসালদার ও মামুদ খাঁ পাঠান ও মেৱজা জানবেগ ও জগনগিবি মহন্ত ও গএরহ এই সকল লোক ৺কোম্পানির রাইয়ত ইহারা মবলগাহ ফৌজ জমইয়ত করিআ আসাম মুলুকে লুটতরাজ করিবার জর্ন্নে কোমব বান্ধিআছে ইহাতে ৺কোম্পানির তরফ কেহ মুজাহিম হএনা অতএব আরজ মেহেরবানগি করিআ হুকুম হএ এই ঢুন্ধিআ লোক আমার মুলুকে জাইতে না পারে জদি ইহারা আমার সরহর্দ্দে গিআ লুটতরাজ আরম্ভ করে তাহার মত হুকুম হএ জে প্রকারে বাহির করিতে পারি তাহারা কোম্পানিব রাইয়ত ঢুন্ধিআ হইআছে বিনা গবনর বাহাদুরের মনজোগ নহিলে বাহির করা জাএনা ইহা আরজ করিলাম মিতি সন ১২০৩। ১৫ কাত্তিক।

---

(৬৪)

৭ শ্রীশ্রীসিবঃ—

স্বরণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদিয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপিত সক্রসমূহ পুজিতাখিল রাজ্যেস্বর মহামহিম শ্রীযুত মেস্তর ছবজান শোব বড়লট গৌবনব জনবল বাহাদুর বড় সাহেব-জিউ মহানুভাব চরিত্রেষু সাহেবের দৌলত জেয়াদা কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ কুম্পানি বাহাদুরের আশ্রয় লইযা হরযুবতে আরামে আছি নয়া নারানি টাকশাল কএকশাল জাবত বন্ধ হইয়া টাকা নরমা হইয়া খরাব হইয়াছে সেমতে রাইয়তলোকে মহাজনানলোকে খরিদ ফরোক্তে আজিজ ও পবেসানসেমতেপূর্ব্বে টাকশাল জারিকারণ হুযুর লিখিয়াছিলাও সে সময় কোন গতিকে এ বিশয় স্থকিত ছিল এমতে পুনশ্চ টাকশাল জাবি হওনেব কারণ আপনকার হাল বেবিন বোবতে দরখাস্ত করি টাকশাল বন্ধ হইয়া টাকা নরম হইয়া চলে না এবং মোটে নারানি টাকা কম হইয়াছে নয়াটাকামুহ বনানেতে ৎজা লোকের সর্দাইনা তছদি ও ভোটান্ত ও গয়রহ চৌতরফ পাহাডের মুলুকে খরিদ ফরোক্ত বন্ধ আমিহ কুম্পানি বাহাদুরের আশ্রয় লইয়াছি আপন তরকিক অধিক হওয়ার কারণ নতুন টাকা বনাতে আমার রাজত্তের মরাতবা ২৮৭ দুইশও শপ্তাষী বৎসরের মামুল দস্তুর কাএম থাকে এবং কুম্পানি বাহাদুরের আমার পর মেহেরবানি তামাম আলমে বিদিত আছে টাকশাল পুনশ্চ জারি হুকুম হইলে আমার পর মেহেরবানি অধিক প্রকাষ হয় প্রজালোক সুস্থিব থাকে মালগুজারির আঞ্জাম হয় অধিক কি লিখিব গোচরিল ইতি ২৮৭ দুইশও সপ্তাশী শকা মোতাবকে সন ১২০৩ এক হাজারদুইশও তিন শাল বঙ্গলা তারিখ ২৬ ছাবিসা ভাদ্র।

স্বস্তিঃ প্রাতরুদিয়মানার্কমণ্ডল নিজভূজবল প্রতাপতাপিত সক্রসমূহ পুজিতাখিল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মেস্তব ছরজান শোর বরলট গৌবনর জনরল বাহাদুর বড়সাহেব জিউ মহানুভাব চরিত্রেষু।

(৮৫)

শ্রীমদ্রাধামোহন—
রাধৌ বিজয়েতাং—

৭সস্তি শ্রীমদ্ভবানীশ পদ পাথোরুহ নিঃসরন মকরন্দবৃন্দপানানন্দিত মনোমৈলিন্দান-বরত দ্রবিণ বিতরিত কৃতার্থী কতার্থীজন বুধজন কমল প্রকাসাদিসে শ্রীশ্রীযুৎ কলিকাতাধি-কারিণঃ সম্ভ মহদ্দ্গুনাবলি বিলক্ষতেষু ভবতো ভাবুকাদিকমীহমানস্য মমাত্রাপি ভব্যং বৃত্তান্ত স্তাবদেষঃ সমাচার তুমার কুম্পিনীব আমল লাগাওৎ শ্রীহট্টব নবাব মিস্তর সামনর ও মিং ঠিকিরি ও মিং হালন ও মিং নেঙ্গি ও মিং ওঁন নবাবাবধি প্রীতিপূর্ব্বক চলিয়াছে এখন মিং লাজনবারের আমল তিনবৎসর জে গরনিকু তাহা পত্রে কাহাতগ লিখিয়া জানাইব খামখা টাকা জিনিষ পাঠাইয়াছেন কুরুক করিয়া দণ্ড ও মোম ভিটি ও ঘাসবাস বেত সমস্ত তাহাকে খরিদ করিয়া দিতাম আর কাজ এঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি বেহ খরিদ করিতে না পারে আমার মুলুক জঙ্গল পাহাড় বাস ঘাস বিক্রি করিয়া রাইয়ত লোকে পরবিসয় আমি এ সকল বেপাব কুরুক করিয়া তাহাকে দিলে বাঙ্গাল লোক কি করিয়া বাচিবেক এই কারণ আখাজ্জ করেন ছিপাই দিয়া রাস্তাঘাট বন্ধক করিয়া রাখেন আমার মুলুকের লোক তুমার মুলুকে জাইতে পাবে না তোমার মুল [কের লোক] আমার মুলুকে আসিতে না পারে এই বিসয়ে গরিব লোকের নালিস নিমিত্যে আমার উঁকিল শ্রীখুসালরাম দত্তকে পত্র দিয়া তুমার নিকট পাঠাইতেছি তুমি বাঙ্গালার মালিক মেহেরবানি করিয়া এমৎ হুখুমনমা দেও অহিবা [আমার মুলুক হইতে] তুমার মুলুক জাইতে এবং তুমার মুলুক হইতে আমার মুলুক আসিতে বেপার তিজারৎ করিতে পারে এবং মদ্দেসীয় লোকে কলিকাত্তাতে জিনিসপত্র লইয়া জাতায়াতে কেও বালাদাস্থি আটক ইত্যাদি বিসয়ে করিতে না পারে এমৎ হুখুমনমা পত্রী দেওআবেন আর বিশেষ কি লিখিবাম যৎকিঞ্চিৎ সন্দেশ হস্থির দন্ত ২ গোট দিতেছি তাহা স্বিকার করিবেন কিমাধকং বিজ্ঞবরেষ্বিতি শকাব্দাঃ ১৭১৮ তেরিক ১২ শ্রাবনস্য লিপিরিতি—

(৬৬)

শ্রীদুর্গাসহায়—

বৈদ্যনাথ—

মহামহিম শ্রীযুত জজসাহেব বরাবরেষু—

জীলে বিরভোম—

৺৭ নিজ দেওঘরের দরখাস্ত নিবেদন শ্রীক্রেপারাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীসেবারাম টপতি ও শ্রীসতঞ্চির ঝা ও শ্রীমনোরথ ঝা ও শ্রীসনাথ ঝা ও শ্রীরামনারায়ণ ঝা ও শ্রীরূপরাম ঝা ও উমানাথ ঝা ও শ্রীহরসিং পাডে ও শ্রীমনছা ঝা খত্তারে ও শ্রীবঙ্ক ঝা ও শ্রীহরিবাম চৌধুরি ও শ্রীদলপত ঝা ও শ্রীসিবদত্ত ঝা ও শ্রীরামভগত ও শ্রীছুটন ঠাকুর ও শ্রীমানিক ঝা ও শ্রীহরসিং মিশ্র ও শ্রীগনেস মিশ্র ও শ্রীচমরু চাং ও শ্রীছকু ঝা ও শ্রীবেনি চাং ও শ্রীগজাধর যুকুন ও শ্রীজ্যতি ঝা ও শ্রীভবানি ঠাকুর ও শ্রীদলু মিশ্র ও শ্রীছোটন ঝা ও শ্রীসেবা ঝা ও শ্রীমনি চাং ও শ্রীপলট ঝা ও শ্রীকার্ত্তিক ঝা ও শ্রীনিলাম্বর ঝা ও শ্রীপুরেন্দর ঠাকুর ও শ্রীসহদেব মিশ্র ও শ্রীআনন্দ ঝা ও শ্রীচামাহের দত্ত ঝা ও শ্রীমলু ঝা খত্তার ও শ্রীকৃষ্ণা চৌধুরি ও শ্রীদত্ত ঠাকুর ও শ্রীভোলা ঝা ও শ্রীধরনি ঝা ও শ্রীকুঞ্জ ঝা করমহে ও শ্রীযুডি ঝা ও শ্রীনহুমান মিশ্র ও শ্রীমনোরথ ঠাকুর ও শ্রীভোলা ঝা ও শ্রীছুদু ঝা ও শ্রীতেজা পাড়ে ও শ্রীসঙ্কর মিশ্র ও শ্রীকেসও রায়ে ও শ্রীভৈরব ঝা ও শ্রীছকু মিশ্র ও শ্রীছবুড়ি ছরেউয়ার ও শ্রী ছিরি মিশ্র ও শ্রীবিসনদত ছড়েওআর ও শ্রীমনোরথী ঝা ও শ্রীআসারাম ঝা ও শ্রীভাও মিশ্র ও শ্রীমনি ঝা ও শ্রীকালি ঝা ও শ্রীমহিনাথ ঝা ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীজমাহির মিশ্র আগে শ্রীশ্রী৺ ঠাকুরের ওঝাগিরি কার্য্যের রাম দত্ত ঝা ছিলেন তাহার ৺প্রাপ্তি হইলে হযুরের হুকুম মত ঝামত ওঝার (?) পুত্র শ্রীযুত আনন্দদত্ত ওঝা সকুল কার্য্যে খবর গিরি যুন্দর মত করিতেছেন কিন্তু ওঝাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত না হওআতে শ্রীশ্রী৺ ঠাকুরের সেবার অনেক কার্য্য আটক হইতেছেক তাহাতে যাত্রিক লোকের মনের খেদ হয়ে সংপ্রতিক ফালগুন মাসের সিবরাত্রির ব্রত নিবট হইতেছে নানা দেসের লোক দরসনে আসিবেক ইহার মৈদ্ধে ওঝাগিরি কার্য্য নিযুক্ত হইলে বড় ভালো হয়ে শ্রীযুত আনন্দদত্ত ঝা সর্ব্বপ্রকারের এ কার্য্যের যোগ্য এবং ইহার পিতা ও পিতামোহ ও প্রপিতামোহ পূর্ব্ব ওঝাগিরি কার্য্য করিআছেন এমতে আমারদিগের সকলের বাসনা জে ইনি ওঝাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হয়ন অতএব আরজ শ্রীযুত সাহেব আমারদিগের উপর মেহেরবানগি করিয়া এ দরখাস্ত মঞ্জুব করেন শ্রীযুত গবনর জানরেল নওয়াপ সাহেবের নিকট পাঠাইতে হুকুম হয়ে ইহা আরজ করিলাম ইতি— সন ১২০৩ সাল বেতেরিখ— ৭ মাঘ—

---

(৬৭)

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—
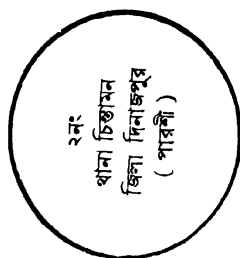
শ্রীষ্যাম সর্দ্দার সিকারি প্রতি বেদানন্দ আগে থানা চিন্তামন কাছাবি ফৌজদারি মোতালকে জিলা দিনাজপুর থানা মজকুরের কাছারিতে তোমার দরখাস্ত দাখিল হইল সে কারন তোমাকে হুকুম দেওা গেল থানা মজকুবের গ্রদ্দ পবগনে নিমাহবাটী ও পরগনে ফুলবাটি ও পরগনে ষুলতানপুর ও গয়বহ ইহাব মর্দ্ধে বসত কবিয়া জঙ্গলা জানওার ষুওার ও গেদর ও গয়েরহ্ মারিয়া গুজরান করহ্ জঙ্গলা মহিষ খেদাইয়া রাইয়তের জিবাত রক্ষা করিবা কাহার কিছু লোকসান করিব না হাট বাজার করিব ইহাতে কেহ বেজাব মজাহিম হয় থানাতে খবর দিবে তদারক হইবেক ইতি সন ১২০৩ সাল তারিখ ১৪ ভাদ্র।

---

(৬৮)

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ—

মহামহিম শ্রীযুত গবনর জনবেল—

কুম্পানি বাহাদুর ববাবরেষু—
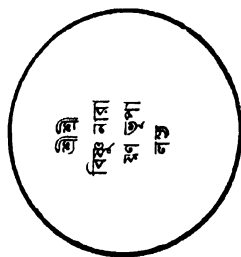
আরজ দাস্ত দাদখা শ্রীযুত বিষ্ণু নারায়ন মহারাজা সবকার কামরূপ—

দরখাস্ত পত্রমিদং সন ১২০৪ সালাব্দে লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে সরকার মজকুর আমার আদ্যপান্ত পুরুস পুস্তানের জমিদারি ছিল কিছু কাল ব্যাজে আসামের শ্রীশ্রী৺ স্বর্গীদেও মহারাজা আমার পর আজরোষ জবরদস্তী করিয়া মালগুজারি লইয়াছে কিছুদিন পর স্বর্গীদেও রাজার তরফ বড়ফুকন জমিদারি হইতে আমাকে বেদখল করিয়াছেন এবং

আসামের উপর ডুন্দীয়া লোকের দৌরাত্ম্যে হওাতে স্বর্গীদেও রাজা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নিকট নালিস করিয়া শ্রীযুত কাং ওয়ালিস সাহেবকে পলটন সহিত আপন মদতকারণ আনিয়াছেন সাহেব মৌশুফের নিকট আমি আপন জমিদারির কারন দরখাস্ত কবিলাম সাহেবের তজবিজ বোয় আমার জমিদারি সাবুদ হইয়া আমাকে দখল দেওাইয়া ছিলেন কমবেস দুই বৎসর আমার দখল কারেজ ছিল এবং মালগুজারির সরবরাহ দিয়াছি পরে সাহেব মৌশুফ আসাম মোকাম হইতে গেলে পর ফুকন মজকুর কথগুলি ডুন্দীয়া ফৌজ জমাইত করিবা আমাকে রায্য হইতে বেদখল করিয়া দিয়াছে তাহাতে স্বর্গীদেও রাজার হুকুম মানে নাহি এ কারণ আমি বোরড জাইয়া নালিস করিয়াছিলাম স্বর্গীদেও রাজার তরফ উকিল সেখানে ছিল উকিল মজকুর সওাল করিল স্বর্গিদেও রাজা বেদখল করে নাহি বড়ফুকন মজকুর ডুন্ধীমামি করিয়া বেদখল করিয়াছে এবং স্বর্গীদেও মহারাজাকে আমলে আনে নাহি উভয়ের জওাব সওাল স্তুনিয়া বোরড়ের সাহেব লোক স্বর্গীদেও মহারাজার উকিলের সহিত আমার মিল মিলাট কবিয়া দিয়া কহিলেন ইহাকে জমিদারিতে কায়েম করিবা পরে আমি আপন রায্যে পহুঁছিলে পর ঐ স্বগিদেও মহারাজাব এবং ঐ বড়ফুকনের দুইযেরি মৃত্তু হইল পরে শ্রীশ্রীযুত নতুন স্বর্গীদেও মহারাজা হইল তাহার তরফ নতুন বড়ফুকন হইল ইহারা বোরডের সাহেব লোকের কৌল করার মানিলনা সেই অবধি আমি রায্য ছাড়া হইয়া অন্য ২ রায্যে যিরিতেছী আমার ত্তারস্ত পরিজন লোক কেহ আসামের নতুন বড়ফুকন মজকুর কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে অখন আমি ৺কুম্পানি বাহাদুরের আশ্রয় লইলাম মেহেরবানগী করিয়া আমাকে রায্যে কায়েম করিয়া আমার জমিদারি জিলা কোচবেহারের সামিল রাখেন জিলা মজকুরের সাহেবের নিকট বরওাক্ত রুযু থাকিয়া আপন জমিদারির নালবন্দী সালিআনা মালগুজারি ১৫০০০০ এক লাক পঞ্চাস হাজার টাকা নয়া নারানি মাফিক কিস্তবন্দী দাখিল করিব এ কারণ ওম্মেদওার ৫ পাচকোম্পানি সিফাহি জিলা মজকুরের সাহেবের তইনাত হুকুম হএ জে আমার মুলুক দখল দেলাইয়া দেন ইহা আরজ করিলাম ইতি—তারিখ ৮ মাহে কার্ত্তীক সনসদর

ইসাদ—

শ্রীদলসীংহ

সাকিন দরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণদেব

সাকিন তথা

(৬৯)

বন্দে ফরমাবরদার শ্রীযুত ন্যামতনন্দ

সেলাম বহুত ২ আরজঞ্চাদৌ শ্রীশ্রী৺সাহেবের বোলবোলা দৌলাত জেয়াদা শ্রীশ্রী৺ দরগাতে মোনাজাত করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ। পূর্ব্বে দুই তিন দফা আবর্জী করিয়াছিলাম তাহাতে আমার দসাক্রেমে জবাব কিছু পাই নাই এবং হবেক দফায় খেজালত মতে হুজুর পৌছিতে পারি নাই এখন সকল খেজালত মেটাইয়া আপন ঘরে ছিলাম ইতিমধ্যে শ্রীশ্রী৺মহারাজা আমার এখানে আসীয়া নিতান্তরূপে গ্রেপ্তার করিয়া ধরিয়াছেন জে তুমি সিফাই লইয়া আমাকে রাজ্যে লইয়া চলহ নতুবা আমি নিতান্তরূপে নষ্ট হই এইরূপ প্রকার আমাকে কহিতেছেন অতএব সাহেব জেলার হাকিম আমি বিনে হুকুমে জাইতে পারি না মেহেরবানগী করিয়া একখানি রাহাদারি পরওনা দিলে আমি জাইতে পারি নতুবা কোন ২ লোক বিনে রাহাদারিতে জাইতে উর্দ্দত য়াছে তাহাতে সাহেবের কিছু গুন দিবেক না। আমি আগে সাহেব পাস আরজ করিয়াছি আমারা কচবর্চা সব তওয়াক্কা আপানর রাখি জেমতে খাদসের আটা দিয়া পরবরিষ করিতে হুকুম হবেক হুকুম হয় জোনার নিকট পৌছিবো ইহা জোনাবে আরজ ইতি তাং ২২ মাঘ—

---

(৭০)

৭শ্রীশ্রীরামঃ—

বন্দেফরমাবরদার

শ্রীমহীন্দ্র নারায়ণস্ত

সলামবন্দগী আরজঞ্চাগে ৺সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা ৺স্থানে মোনাজাত করিতেছী তাহাতে তাবে হুকুমের খএর বিসেষঞ্চ পরওানা পাইয়া সিরতাজে জ্ঞাতা হইলাম লিখিয়াছেন সাহেবের পহুছা খবরের পরওানা ওখানে রাঙ্গামাটীর খাজনার চিঠি লইয়া জে লোক আসীয়াছিল তাহাকে আমি বেদখল করিয়াছি এমত খবর সাহেবের জোনাবে গোচর হইয়াছে ৺কম্পানির খাজনার তলবিয়া লোকেক আমি গরিব জমিদার হইয়া বেদখল করিব ইহা আমার যুগ্যতা কী নাহক বদনাম জাহের হয়াছে দুই তিন সন জাবদ দুন্দীয়া লোকে নাহক ২ কাজিয়া করিয়া পরগনা লুটতরাজ ও জ্বালাওতন করিয়া একবার কি সিকস্থ করিয়াছে এমতেই মালগুজারির বরক্ত সরবরাহ করিতে পারি নাহী সাহেবে থানাতে পহুছিয়াছেন ইহাতে বড় খাতির জমা আমার হইল এখন সকল দুন্দীয়া নিরস্ত হইবেক খাজনার তরদ্দুদে আছী একিকস্তি সম্বলিত জনৈক লোক পঠাইব সিফাই পরওানা সম্বলিত

আসীয়াছিল। তাহাকে বিদায় করিলাম জবানিত সকল জোনাবে রোসন হইবেক সাহেব মালিক আমি গরিব জমিদার হরিয়ক দফাতেই গৌর করিবেন ইহা জোনাবে আরজ করিল ইতি তারিখ ১ মাঘ—

আরজদাস্তরখে দয়তে শ্রীযুত ৺কপীতন সাহেব খোদাওন্দ সলামত

---

(৭১)

শ্রীশ্রীহরি:—
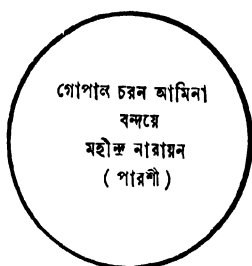
নামসরণং—

৭সস্তি সকল মঙ্গলৈক নিলয় শ্রীযুত রিচার্ড আমিজটী সাহেবজীউ সহৃদার চরিত্রেস্থ অত্রকুশল আপনকার মঙ্গল সদা বাঞ্চা কবি বিশেষ: আমার বেহারের হিস্যা ॥৵২॥ নওয়ানা দশবট ও অন্দরান ও দেবত্তর ও গয়রহ ও আমার নিজ জমিদারি বেসরাগতি চাকলে বোদা ও চাকলে পাঠগ্রাম ও চাকলে পুরুবভাগ ও গয়রহ মেস্তর মিসর সাহেব ও মেস্তর যুপীট সাহেব তজবিজ করিয়া আমার হক সাবুদ করিয়াছেন পরে মেস্তর ডগলিষ সাহেব আর মেস্তর লমসডিন সাহেব আমলে আমার হক্কের তজবিজ হইয়াছিল তাহার অদ্যাবধি আমাকে হক মিলিলোনা আমাকে মেহরবানগী করিয়া আমার হিস্যা ও গয়রহ দেলাইয়াছেন মথালিপের কারসাজিতে দখল পাইতেছিনা এ কারণ দরখাস্ত করিতেছী জে সাহেব মেহরবানি করিয়া আমার জমিদারির উপর সাহেবান মজকুর তজবিজ করিযা জে রিপোর্ট হইয়াছিল সে সকল কাগজের নকল কলিকাতার গবনব সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছেন জে আমার হক মিলে আর জে সকল সাহেব এখানে আসীয়াছেন সকলের নিকট দরখাস্ত করিয়াছি জবাব পাই নাই এ কারণ সাহেবকে এতো তজদি দিতেছী ইতি সন ২৮৮ তাং ১৬ মাঘ

---

(৭২)

শ্রীরাম—

সহায়—

শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী
শ্রী সম্ভুচন্দ্র পাল চৌধুরী

মহামহিম শ্রীযুত জজসাহেব আদালত—

দেওয়ানি জিলা জসহর ও গয়রহ বরাবরেষু।—

দরখাস্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী ও শ্রীসম্ভুচন্দ্র পাল চৌধুরী পরগনে দাতিয়া ও গয়রহর নিলামী খরিদী জমীদার আমারদিগের আরজ এই পরগনে ইষফপুর ও গয়রহের সাবেক জমীদারের মালগুজারির বাকীর কারণ পরগনে দাতিয়াদিগর জে কয়েক পরগনা সন ১২০৩ সালে লাটবন্দী হইয়া বোরোডের আর কাগজ চালান হইয়া মাহাপৌষে নিলামের এস্তাহার দিয়াছিলেন তাহাতে পরগনে দাতিয়ার সদর মালগুজারি তাহুত ররার্দ্ধে ২৭৫৮০/১৩॥ টাকা লেখা যায় এবং মসহরা সরঞ্জামী বলিয়া ৭৩৪৬৲ টাকা লেখেন সেই কাগজ মাতর্ব্বর জানিয়া আপনারদিগের কেফাইত বুজিয়া ৫৪৫০০৲ টাকা পন দিয়া পরগনা মজকুর ১ মাঘে খরিদ করিয়া হুজুরের বয়নামা পাইয়া জিলার কাছারি জারি করিয়া জেলা মজকুরের কালেকট্টর শ্রীযুত উলটীন সাহেবের নিকট লাটবন্দীর কাগজ মুবাতে তাহুত লিখিয়া দিয়া পরগনা মজকুরের দখলি পরআনা পাইয়া সন ১২০৩ সালের লাগাদ চৈত্রের বাকী খাজনা দাখিল করিয়া জমাজমী সমজীবার কারণ সাহেব মৌষুফের নিকট দরখাস্ত করিয়া ঐ লাটবন্দীর কাগজের নকল সেরেস্থা হইতে লইয়া মফস্বল সমতীতে দেখিলাম ১৬ নর্ম্বরে তরফ কুমিরা কীতাবত শ্রীপীর্ত্থন মিত্র ১১৫৮৵১০ জমা লেখেন পরে ২৩ নর্ম্বরে কীতাবত ঐ জন তরফ কুমিরা ঐ এগারোসও আটার্ন্ব টাকা আড়াই আনা জমা লেখেন পরগনা মজকুরে এক তরফ কুমিরা সেওয়ায় দোসরা তরফ কুমিরা নাই ইহাতেই দোকর জমা বুজিয়া সাহেব মৌষুফের নিকট দরখাস্ত করিলে সেরেস্তার কাগজ দরিআপ্ত করিয়া দোকর জমা জানিয়া হুকুম করিলেন তোমরা এ দোকর জমা তাহুতে মিনাহ পাইবা তদবদী সে দোকর জমা তাহুতে মিনাহ না দিয়া ঐ দোকর জমার বাকির কারণ আমারদীগের জমিদারির অন্য গ্রাম সাহেব মৌষুফ লাটবন্দী করিয়াছেন আমরা লাটবন্দীর নর্ম্বর বিলী গ্রামহা না পাইলে বদপেটী দোকর জমার মালগুজারি কোথা হইতে করিব শ্রীযুত সাহেব আদালতের মালিক হুকুম হয় আমার দিগের এই দরখাস্ত সন ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দষ আইনের ৪৬ ধারার হুকুম মত কৌশলি সাহেব লোকের হুজুরে রেপট করেন তাহাতে হুজুর হইতে জেমত হুকুম আইসে সেইমত আমলে আনিয়া হক ইনছাফ করেণ আমরা গরিব তালুকদার নাহক দোকর বদপেটী জমার দায় মারা না পড়ি ইহা আরজ করিল—ইতি

সন ১২০৪ তাং—২৫ ফাল্গুন।

———

(৭৩)

৭ শ্রীমোহনরামো

জয়তি

গঙ্গা—৫

অনুপেক্ষনীয় শ্রীভাগ্যচন্দ্র সিংহস্য—

বিনয়পূর্ব্বক সেলাম নিবেদনঞ্চ। আগে শ্রীযুত লাড সাহেবের উমর দৌল জেয়াদা ৺করিতেছেন তাহাতে অত্র মঙ্গল পরং নিজরাজ্য মনিপুর হইতে আমি মো মুরসিদাবাদে ৺স্নান করিতে আসিয়া অন্তকরণ হইল আমার স্নান কারণ ৺তিরে এক বা তৈয়ার করাই এবং সওদাগরিকারণ বড় হাতির দাঁত ও মোম আর আর হরেক জিনি নিজ রাজ্য হইতে মোকাম মুরাসিদাবাদে পঠাই কথক জমিন না হইলে বাটী কিমতে হ মরজি হইলে মুরসিদাবাদের কলেকটব সাহেব নামে এক চিটী আমার উকিলকে হুকু হইলে অনেক মেহরবানগী আমার মুক্তিয়ার উকিল শ্রীরাস বিহার দাসকে নিকট পঠাই জে বিষয় রোবরো আরজ করিবে তাহাতে গৌব মেহরবানগী ফরমাইলে আমা প্রীতি অনুগ্রহ প্রকাশ আমার উকিল মজকুরকে সবফরাজ করিয়া ত্বরায় বিদায় হুকুম হইলে বহুত মেহরবানগী লাড সাহেবের দৌলত জেয়াদার খএবাফিয়ত লিখিয়া খুসী করিতে হুকু হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম ইতি মোঃ মুরসিদাবাদ সন ১২০৫ সাল তারিখ ২ শ্রাবন—

মহামহিম শ্রীযুং লার্ড মারনিংটন সাহেব
গবনর জানবেল বাহাদুব দৌর্দ্দণ্ড প্রতাপেষু
মোঃ— কলিকাতা

(৭৪)

শ্রীরাম :—

স্বর্গদেব

৺৭স্বস্তি প্রচণ্ড দৌর্দ্দণ্ড খণ্ডিতাশেষ বৈরিবৃন্দ বিক্রমাক্রান্তাখিল ভূপালকুলাদিত্য-প্রভশরদিন্দুকররাজি বিরাজিত কীর্ত্তিমণ্ডলানেক সদ্গুনাবতংস বিভূষিত দিখিলাসিনী কন্দর্কাম সংকাশ মুর্ত্তি শ্রীযুত বড় চাহেব মহোদার চরিতেষু—স্বার্ত্তাভিলসিত জ্ঞাঁপন পত্রমিদং বিরাজতাং অস্মিন্নস্মদীয় ভাবিকমব্যাহতং মদীয়ভাবুক সমীহামহে—অত্রানন্দ বিসেস সমাচার এহি আপনাদের মেহের্ব্বানগীতে শ্রীশ্রী৺৺র শমেত দেশ সুদ্ধা সকলেই রক্ষা পায়াছি আপনাদের চেষ্টাতে গুবাহাটার ভাটি অঞ্চলের দুন্দিয়া নিবারণ হৈয়াছে সম্প্রতি পুর্ব্বদেস হৈতে নারার লোকজন আসিয়া দেসের যত উপদ্রব করিয়াচে অতএব শ্রীশ্রী৺৺র পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হৈয়া ৫০০ পাচ সওঁ নবা বন্দুক বমে চরমজান শমেত দিতে হৈলে ইখানের দেসস্ত লোকজন রক্ষা পাবা জাই আওর শ্রীশ্রী৺৺র পত্রেতে জে জে বিসই লেখিয়াছে তাহাওঁ কৃপা করিয়া করিবেন আপনাদের ব্যতিরেক কোনো কার্য্যতে অন্যের উপকার পাই নাই এবং আমাদেরো অন্য ভারসার স্থান নাই ইহা বুজি আপনেওঁ আমাদের সকল কার্য্য চেষ্টা করিয়া ভাল করিয়াচেন আর এইক্ষন শুনিয়াছি আমাদের দুন্দিয়া নিয়ামত-উলা ইখানের গোলাম একজনকে কারচাজি করিয়া পদোকৌঞর নাম দিয়া আপনের স্থানে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে জিজ্ঞাঁসা করি আপনে জেরূপ উপযুক্ত বিহিত করিয়াচেন ইহাতেই আমাদের দেসসুদ্ধা সকলেই মহাও হর্ষ পায়াছি পরন্তেও জেরূপে কৃপা অবলোকন থাকিবেন ইহা জানাইতেছি—কিমধিকং বিজ্ঞবরেষ্বিতি— সন ১৭২০ তারি[খ] ৬ ভাদ্রস্য।

[প্রচ]ণ্ড দৌর্দ্দণ্ড খণ্ডিতাশেষ বৈরিবৃন্দ বিক্রমাস্তাখিল ভূপালকুলাদিত্য প্রভশরদিন্দুকর-রাজি বিরাজিত [কীর্ত্তিমণ্ডলানেক] সদ্গুনাবতংস বিভূষিত দিখিলাসিনী কন্দর্কাম সঙ্কাশ মুর্ত্তি শ্রীযুত বড় সাহেব মহোদার চরিতেষু।

(৭৫)

শ্রীরাম :—

শরণং

স্বগর্গীদেবে

৺৭স্বস্তি সকল গুনগ্রাম বিশ্রামধাম শশধরকররাজি বিরাজিত যশোরাশি প্রকসিতাশেষ দিঘণ্ডল জুলনাস্ত্রপারীন্দ্র পরাক্রমাক্রান্ত বৈরিবারণ নয়গুনাকৃষ্ট নিঃশেষ-ভূপাল কুল শ্রীবড় চাহেব মহাশয়েষু—মনসিশয়াভি ব্যঞ্জন পত্র মিদং বিরোচতাং অত্রাস্মাকং মঙ্গলোন্নতিরব্যাহতা ভবদীয় ভবিকং শ্রীশ্রী৺স্থানে সম্প্রার্থয়ামঃ পরংসমাচার এহি আপনাদের নিকট আমারদিগের বিস্তারিত হকিকত বার ২ জনাইয়াছি সে নিমিত্তেই মেহের্ব্বানগী করি কোচ বেহারের শাহেবের পর হুকুম হইযাছে তামস ডারা কাপ্তান ও এক কুম্পানি ছিফাই আসিয়া গুবালপাড়া জুগিঘোপাতে যত ডুন্দিয়াছিল সকলকে নিবারণ করিয়াছে এবং সেই কাপতান ছিফাই সদত চাবেক মতে থানা করি মোকাম জুগিঘোপাতে থাকিবার মেহের্ব্বানগি পূর্ব্বক জে হুকুম দিয়াছিলেন তা হৈতেই গুবাহাটার ভাটি অঞ্চলের ডুন্দিয়া নিবারণ হৈয়াছি সম্প্রতি স্থনিয়াছি সে তারা কাপতান পুরা হৈয়াছে পুনশ্চ আম্রাকে দায়ারাখি এক কাপতান সেখানে থাকিতে পাটাইবার হুকুম হবেন আর পহিলে মেহের্ব্বানগী করি শ্রীযুত বড় সাহেবে ৺কুম্পানির ঘরের বন্দুক বারুদ বমে ছরমজান শমেত জে দিয়াছিলেন সে হৈতেই আমাদের বহুত উপকার হৈয়াচে কিন্তু অনেক লেঢাই হোবাতে বন্দুক অত্যন্ত রনা হৈয়াছে বারুদো খরচ হৈয়াছে এবং আর ২ কার্য্যের জন্যে আপনাদের নিকট শ্রীমেকলুম শাহেবের সঙ্গে আমাদের শ্রীগোপীনাথ কটকি ও শ্রীগোবিন্দরাম বৈরাগিব মার্ফত এক পত্র লেখি পাঠায়াছিলাম তাহাতে জ্ঞাত হৈয়া কার্য্য কবিয়াচিলেন বন্দুক বারুদের কাম জে বাকিয়াচে তাহাও আপনে মেহের্ব্বানগী করি হাচিল কবিবাব কারণ জনাইয়াছি সম্প্রতি পূর্ব্বদেস হৈতে নারার দেসের অনেক লোকজন আসিয়া আমাদের সত্রু মায়ামরিয়া শহিত সংম্বলিত হৈয়া দেসে অনেক উৎপাত জন্মাইয়াছি আমাবে৷ দোস্মনি অনেক প্রকার করিয়া রাজ্য মন্ত খারাপ করিতেছি অতএব পূর্ব্বমতে আপনে মনযোগ করিলে এই সকলকে প্রবোধ দিবার কারণ এবং বাহির করিবার জন্য মেহের্ব্বানগী পূর্ব্বক ৫০০ পাচসও নঞা বন্দূক বমে চরমজান সমেত দিতে হৈলে আমার রাজ্য উজান ভাটী সকল স্থির হবে আপনের কৃপাতে নিরউদবেগ রাজত্ব করি দেষ সুদ্ধা সকলেই অনেক কাল যসোবৃদ্ধি সংস্মরিবে বন্দুক বারুদের জে মুল্য হবে তাহার করার করি হিচাব দিবে আমি গুবাল-পারাই দেবাজাবে আওঁর এইক্ষণ স্থনিয়াচি আমাদের ডুন্দিয়া নিয়ামত্তুলা ভাগি গিয়া ইখানের গোলাম একজনকে কারচাজি করিয়া রাজকুমর বলিয়া তাহার চাথে লিয়া আপনের নিকট ফরিয়াদ করিয়াচিলেন এহিবাত স্থনি আমাদের উকিলেরা আপনের স্থানে [ ] করিয়াচি সে বাত বুজিবার কারণ কোচবেহারের সাহেবের ঠাঁয়ো তলাচ করি এবং

আমাদের দোস্মন বুজি সে দোজনকে জিয়লখানাতে বেরিলগা হৈয়াচে তা স্থনি অত্যন্ত দুস্ক পায়াছি পদোনাম বলি জেটার কহিয়াছে সেটাই অনেক লোক জমা করিয়া দেসের ভিতব আসিয়া বহু লোককে উপদ্রও করিয়া ভাগি গিয়া ভাটি গিয়াচিল ইতিমধ্যে নীয়ামতুল্লা ঢুন্দিয়া হৈয়া ফৌজ জমা করিয়া মোকাম জুগিঘোপা গুবালপারা এবং আমাদের কাণ্ডার-চৌকি ইহাতে লুটতরাজ করিয়া আগ জ্বলাইলেক তাহাতে আমাদেব দ্বারিয়া শ্রীলখমীনারায়ণ ব্রহ্মচারির অনেক টাকা লুটি নিয়াচে এবং বহু টাকার চিজো খাবাপ করিয়াচে অতএব আপনে ভালরুপে তজবিজ করিলে ইহা সকল মালুম হবেন জে টাকা লুটিনিয়াচে সে টাকাকে পাবা জাই যদ্বা সে দোজনকে আমার ঠাই দিতে হই ইহারা এক প্রকার আপনের মনজোগ হৈলেই আমাদের শকল কার্য্য হাচিল হই আব আম্রার কালপ্রাপ্তি হোবা ৵৵র ঘরের খদমতগারি দুই জন স্ত্রী তকচির করিয়া ভাগি গিয়াচে তাহাব একজন ধবা হৈয়াচে একজন মোকাম চিলমাবি থাকিবার স্থনিয়াছি তাহাতে বহু অকার্য্য হৈতে পারে অতেব আপনে মেহের্ব্বানগী করিয়া ইথানে পাঠাইতে হৈলে বহুত সন্তোষ পাবা জাই কিঞ্চিৎ পত্রচিহ্ন পাঠাইতেছি পহুচিবেক বাকি সমাছার উকিল মুখ জবানে জ্ঞাত হৈয়া এ সকল কার্য্য হাচিল করিয়া উকিল মজকুরেক তরাই বিদাই দিতে হৈলে দেস স্থদ্ধা সকলেই রক্ষা পাবা জাই কিমধিকং বিজ্ঞবরেষ্বিতি সন ১৭২০ তারিখ ৬ ভাদ্রস্য

স্বস্তি সকল গুণগ্রাম বিশ্রামধাম শশধরকররাজি বিরাজিত জশোরাসি প্রকা [সিতাসেষ] দিঙ্মণ্ডল জুলনাস্ত্রপারীন্দ্র পরাক্রমাক্রান্ত বৈরিবারণ নয় গুনাকৃষ্ট নিঃশেষ ভুপালকু [ ]

---

(৭৬)

[স্বস্তি] সকল মঙ্গলৈকনীলয়—

শ্রীযুত মেস্তর রিচারড আমটি সাহেবজিউ সহৃদার চরিত্রেষু আপনকার মঙ্গল কামনাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ আমার সরকারে সাবেক বন্দুক জে সকল আছে সে নেহায়ত

খরাব হইয়াছে এমতে লিখি আপনে হুজুরে লিখিয়া দেড়সও পাথরক [লা] বন্দুক নতুন ময় সঙ্গিন ও তোসদান ও মার্ত্তুল ও [...] দুই পিপা বারুত আর একসও কুরতি মনযোগ [করিয়া পাঠাইতে হুকুম হবেক] ইতি সন ২৯০ শকা[বতে]

---

(৭৭)

৭শ্রীদুর্গা

৭সস্তি শ্রীদুর্গাচরনারবিন্দ মকরন্দ সনানন্দীত মত্ত মধুব্রতায় মানস শ্রীশ্রীযুক্ত কৈলকাত্তাধীকারিন সদুদার চরিতেষু ভবতো বাহু [?] কহিয়মানস্য মমপি সাময়ইকং কুশলং বিসেস আমি আপনার প্রিত প্রনয়র কারণ পূর্ব্বে ২ পত্র পাঠাইআছি তাহাতে সমাচার মালুম হৈআ থাকিব আর আমার উকিল শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাষ মুনসির পত্র দ্বারাতে আপনার হুজুরের সাহেব লোকর মেহেরবানি আছে হেন জানীআ অনেক হরিষ হৈলাম মাত্র মৈদ্ধে কথাকার মগন (?) ও কল্যান সিংহ শুবেদার কারশাজী করিআ বাজে ২ নিমকহারাম লুক লৈআ অনাহত আমার রার্জ্জ্য লুটতারাজ করিছেন এহাতে আপনাকে মুরমি জানীআ প্রকৃত তজবিজর কারণ জাহির করা গেছে অতয়েব আপনারার মেহেরবানির সব্ব উর্ত্তর দেস্থ আমার অনেক রার্জ্জ্য ও পাট আছে তথাচ আপনারার নিকট থাকী মাত্র বেসিতে পাই তিপুরাও জেন্তাপুরের ও মনিপুরের বাজে ২ লুকে দুসমনী ভাব রাখেন এই সকল কাজিআ হৈতে উহারাও বোঝিআছে সাহেবানর সহিত আমার মিলাপ নাই এহাতে আমি আপনাকে মুরমি জানীআ লেখীতেছি আমার উকিলর দরখাস্থমত এক পরানা ও ২০০ দুই সত জনা সিফাই সরকার হৈতে দিবেন আমী আপনা তাবে একান্ত থাকীব আপনার সরকারের সত দুই সত জনা লোক আমার ইখানে থাকীলে কথন কেওরের সহিত কিছু কাজীআ না হৈব আপনে মুরমি বিসেষ কী লেখীব ইতি সন ১২০৬ সাল বাঙ্গলা— ১৫ চৈত্র

পত্রমেতৎ শ্রীশ্রীযুক্ত কৈলকত্যা বড়সাহেব গোহরনর সাহেবর স্থানে দেনা

---

(৭৮)

শ্রীশ্রীসিবঃ—

সরণং—

ইয়াদদাস্ত দরখাস্ত মতালিব সবকার কোচবেহার
বাবত সন ১২০৭ সাল বাঙ্গালা তারিখ ১২ বৈসাখ

সন ১৭৮৯ ইঙ্গরেজী তাবিখ ৪ চোঁথা জুলাই মতাবকে সন ১১৯৬ সাল তারিখ ২৩ আসাড় শ্রীযুত লাড করনওয়ালিস বড়সাহেব বাহাদুরের পত্রের নকল শ্রীরাস বিহারি সরকার উকিল স্থানে আছে সংক্ষেপে জ্ঞাত কাবন নিবেদন করিতেছি লিখিয়াছিলেন জে তুমি নিতান্ত জানিবে তোমার কার্য্যের কুসল ও মলুকের আবাদ কারন আমি আপন এক্তারে রাখিয়া সন ১৭৭২ ইঙ্গবেজীর আহদনামাতে জে মোকবর হইয়াছে তাহা সেত্তায় কোন দফায় নালবন্দী জেয়াদা এবং তোমার হর্কেকব অকার্য্য বাক্বারাখিনা তোমাব মলুকেব মঙ্গল ও রক্ষাব চেষ্টা মলুকের মামিলিয়ত জখন অজ্ঞান ও খোদগরজ লোকের হাতে পড়ে তখন অমঙ্গল ও খাবাবি প্রকাস হয় আমাব এই চেষ্টা জখন তুমি জ্ঞানবান ও কার্য্যোপযুক্ত হইবে রার্য্যের কার্য্য প্রিওজন তোমাকে সোপবদ করিয়া দিব অতেব [...] আমি যুন্দর জ্ঞানবান আমার বএক্রম বিস বৎসর হইল [রার্য্যের ?] কার্য্যে প্রিওজন যুন্দর মতে বুঝিয়াছি সেমতে আমার অন্তকরনে রোজবরোজ দরদ হইতেছে জে কারপরদাজ ও খোদগরজ লোকেব অত্যাচারে আমার বার্য্য ফেরার হইতেছে আগামি নালবন্দীর সরবরাহ করিয়া আপন রার্য্যে কাএম থাকি এমত বুঝি না আমি শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কুম্পানি বাহাতুবের আশ্রয় আপন রার্য্যের মঙ্গল কারণ লইয়াছি অতেব নিবেদন লাড বড়োসাহেব বাহাদুর মহস্থফের পত্রের নকল মুলাহিজা করিয়া মেহরবানগী পুরবক বদস্তুর সাবেক আমাকে হুকুম হয় জিলা রঙ্গপুবের কলেক্টব সাহেবেব নিকট নালবন্দীব সরবরাহ করিয়া আপন রার্য্যে কায়েম থাকি ইতি—

মাজুল নাজির শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ কুমর হুজুবের হুকুম মওাফিক দবমাহা পাঁচসও টাকা পাইতেছে এদানিক সন ১২০৪ সন হইতে মালগুজারির মবলগ জায়গা দখল করিয়াছে এ কাবণ ওম্মেদোয়ার জে সন ১২০৩ সাল লাগাএত শ্রীযুত মেঃ ইসমিট সাহেব জে জায়গা তহসিল করিয়াছেন আমার নামে এক পবওানা হুকুম হয় জে মওাফিক তহসিল মেঃ ইসমিট সাহেব আমলে আনিয়া সরকারের নাল [বন্দীর সরব] রাহ কবি ইতি

তালুক ভলকা ও গয়রহ আমার রাজত্তের ভূম আমার চাকর ভৈরব নারায়ন কুমর শুভাদের জায়গীর ছিল তাহাতে দেবরাজার তরফ বুড়াশুভা সন ২৭১ সকায় কবুলিয়ত ও কিস্তীবন্দী লিখিয়া দিয়া সন ২৭২ সনে খাজানা ও ভেটি ও গয়রহ দাখিল করিয়াছে তাহাব চালান ও কবুলিয়ত ও কিস্তিবন্দী হাজীর আছে কএক সন খাজনা দেয় না এ কারণ

রঙ্গপুরের কেলকটর শ্রীযুত মে লিমসডিন সাবেব বুড়াগুভাকে পরওানা লিখিয়া ছিলেন জে মওাফিক কবুলিয়ত খাজনা দিবা শুভা মজকুর পরওানা আমলে না আনিয়া সরারতি করিল সেমতে আমার খাস তহসিল হইয়াছে অখন কমিসনর শ্রীযুত মে রিচারড আমর্টি সাহেব কহিলেন জে তালুক ভলকা ও গয়রহ ভুটিয়াকে দখল দেলাইতে হুজুরের হুকুম আসিয়াছে এ কারণ ওম্মেদোযার জে এ মোকদ্দমাব মিছিলের কাগজ হুজুরে তলব দিয়া মোলাহিজা ফরমাযা ইনসাফ হুকুম হয় ইতি—

---

(৭৯)

৺৭শ্রীরামঃ

শ্রীকালি সরকার
সাং—সিমলের মাস্তিপুর(?)

মহামহিম মহিমাসাগব শ্রীযুত মেরকুইষ উইলেষলি
নবাব গবনর জানরেল ইন কৌনসেল সাহেব বরাবরেষু—

দরখাস্ত শ্রীকালি সরকার সাকিনে সিমলা পরগনে শান্তিপুব জেলা নদিয়া গরিব পরওর সেলামত আমার আরজ এই মোকাম গোয়ালপাড়ার শ্রীযুত মেঃ বরনের্ড মেকালম সাহেবের কুঠিতে আমি লবনের পাইকারি করি লবন কর্জ্জ লইয়া আসামে বিক্রি করিয়া জিনিষ বদলাই ও নগদ জে আমদানি করি তাহা মেকালম সাহেবের কুঠিতে দেই আমার মেয়াদ খিলাফ হওাতে সাহেব আমার ঠাই জামিন তলব করিলেন আমি আপন খুসিতে শ্রীযুত কমলনারায়ণ বড়ুয়াকে জামিন দিয়া মেকালম সাহেবের কুঠীর লবণ লইয়া আসাম গিয়াছিলাম আসামে লবণ বিক্রি করিয়া বদলাই জিনিষ মুগাধুতি মুগাযুতা হাতির দাঁত কড়ি এই সকল লইয়া আসমের চৌকি কাণ্ডারে বোঝাই নৌকা সমেত পৌছিলাম ১৫ আশ্বিন চারিদণ্ড বেলা থাকিতে আসাম সরহর্দ্দে নৌকা রাখিয়া আমি এবং মেঃ মেকালম সাহেবের তরফ লোক জামিনদার বড়ুয়াকে খবর দিলাম বড়ুয়া সাহেবের লোককে কহিলেন তোমরা কল্য প্রাতে জিনিষ ওজন লইবা সাহেবের লোক বোঝাই নৌকাব নিকট রহিল সেই রাত্রে দুই প্রহরের সময় মোঃ জুগিঘোপার মেঃ রাবর্ট ব্রেডি সাহেবের তরফ মেঃ উলেম টকর সাহেব এক পানসি নৌকা সমেত কারতিওালা সিপাই মত্র সঙ্গিন তোসদান পাথরকলা বন্দুক এবং সাহেব মজকুর নিজে বন্দুক কিরিচ কেরাবিন লইয়া আসাম তালুকের সরহর্দ্দে আসিয়া জবরদস্তি নৌকার রসি কাটিয়া সিপাই আমার বোঝাই নৌকার পর উঠাইয়া দিয়া আসাম সরহর্দ্দ হইতে নৌকা খুলিয়া কোম্পানির সরহর্দ্দে জুগিঘোপাতে আনিলেক মেঃ মেকলম সাহেবের লোকে কোম্পানি বাহাদুরের দোহাই দিলেক এবং বড়ুয়ার লোকে ৺সর্গদেব মহারাজার দোহাই দিলেক তাহা যুনিলেক না তাহাদিগে গুলি মারিলেক এবং কিরিচ

খুলিয়া কাটিতে গেলো বন্দুক ফএর করাতে সকল লোক ভয়প্রযুক্ত পলাইল আমি নৌকাতে ছিলাম টকর সাহেবকে কহিলাম জে জবরদস্তি কেন কর আমি বড়ুয়াকে খবর দেই তাহাতে সাহেব মজকুর কিরিচ লইয়া আমাকে কাটিতে উঠিলেক এবং আমাব নৌকাতে সিপাই নেখাবান দিয়া টকর সাহেব আপন ঘরে গেলেন পর দিবষ প্রাতককালে আপন লোক দিয়া জিনিষ ও নগদ আপন গোলাতে উঠাইয়া নিলেন আমি মেঃ মেকালম সাহেবের দেনা সেওায় ব্রাডি সাহেব কিম্বা টকর সাহেবের দেনা রাখিনা তাহাব সহিত কোন কারবার নাই এ বিসয় আমার জাবিনদার বড়ুয়াকে মেঃ মেকালম সাহেবের ঘরে জাবিন দিয়া দাইক করিআছি এ কারণ জাবিনদার বড়ুয়া জেলা রঙ্গপুরের জজ সাহেবেব নিকট দবখাস্ত কবি আছেন তাহাতে কিছু হইল না জজ সাহেব ইংরেজ লোকেব পর নালিষ করাতে কম মনজোগ করেন কোর্ট আপিলেতে সাহেব লোকের পব নালিষ করাতে এবং জে ২ সাহেব কোম্পানির কাজ রাখেন তাহাদের খাতির রাখিয়া নালিষ লওাতে তার্চ্ছল্য কবেন আমি গরিব কোন উপায় নাই টকর সাহেবের সহিত এ মকর্দ্দমা ষুপরেম কোর্টে কবি এমত জোত্র নাই সাহেব মালিক মেঃ টকর সাহেবকে ইহাব তলব দিয়া আমি গরিবের পর নেকনজর ফরমাইয়া হক ইনসাফ করিতে হুকুম হয় ইহা আবজ মিতি—সন ১২০৯ বাঙ্গলা— ৯ জৈষ্ঠী সন ১৮০২ ইংরেজি ২২ মাই—

---

(৮০)

৭ শ্রীহরিঃ শরণং—

৺৭স্বস্তি প্রবলভুজবলনির্ম্মথিতাহিতসাগরসমুত্থিতকীর্ত্তিসুধাকবশ্রীশ্রীযুক্ত কৈলকাত্তাধি-কারিণ মহোদার চরিত্রেষু ভবং কারুন্যং সদৈব চিন্ত তেনামস্মৎ সাময়িকং কুশলং বিশেষস্বেতাবান আপনার ১৮ শ্রাবনের প্রসর্ন্ত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হৈলাম আপনে লিখিআছেন আমার লোকের গিলা গুজারি কোনমতে সাব্যস্থ হইল না ইহাতে বুজা জায় প্রকীর্ত্তমতে আপনার হুজুরে জাহির হৈল না অতএব আমার উকিল শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাশকে আপনার হুজুরে পাঠাইতেছি আপনে মেহেরবানি করিয়া এখান রাহাদারি আমার উকিলর পাস দিবেন রাহাদারি বিশয় আমার উকিলর দর্খাস্থমতে জ্ঞাপন হবেন আর যৎ কিঞ্চিৎ নজর ছুট দাতআল হস্থি ১ এক গোট ও গোবয ১ এক গোট দিতেছি অনুগ্রহ করিবেক এই মাফিকর নজর আপনার জজ্ঞ না হয় লুটেতে সমস্থ হস্থি গিয়াআছেন আপনেহ জ্ঞাত আছেন ইহাতে মনে অসন্তস না হবেন আর বিশেষ কি লিখিবাম কিমধিকং বিজ্ঞবরেষ্বিতি শক ১৭২২ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুনস্য—লিপি—রিতি

৺৭ পত্রমেতৎ শ্রীশ্রীযুক্ত কালকাত্তাধিকারিণ নবাব গোরণর বাহাদুর সাহেবর স্থানে দেয়মিতি—

———

(৮১)

শ্রীরামঃ—

৺৭স্বস্তি শ্রী বিশ্রামস্থিতিনিদান কমনীয় যশোরাশি বিরাজিতেষ্ট প্রেরিত কার্য্যাত্মসাত কৃত শ্রীশ্রীবড়সাহেব বাহাদুরেষু লিপিরিয়ং প্ররিচিতেতরাং অত্রাস্মাকং ভদ্রং যুস্মদ শ্রেয়শং লিপ্সামহে পরং সমাচার এহি আমাদের শ্রীগৌরী কটকি ও শ্রীতমুস্তাম বৈরাগীর মাফত ১২০৬ সালের মাহ বৈসাখের ১৯ তারিখে আপনাদের শ্রীযুত আলরড কালার্ক বড়সাহেব বাহাদুরের নামে যে পত্র পাটায়াছিল ২৫ শ্রাবণ ইথানে পহুচিল সে সকল হকিকত মালুম হৈয়া অন্যত্ত খোচাইয়াছি ইথানের উকিল দোদফা পত্রসন্দেশ দিয়া পাটায়াচিলাম বন্দুক বারুদের জন্য তাহার মার্ফত আপনে লিখিয়াচিলেন বন্দুক বারুদ দরখাস্ত স্বিকার হবা জাই না কি কারণ সেথানের উকিলেরা মুখ জবানেওঁ এবং পত্রেও জ্ঞাত হৈয়া মোকাম গোয়ালপাড়া ও জুগিঘোপাতে ছিপাই সর্দ্দার সহিত মোকরর হৈয়াচে সেই লোক ঢুন্দিয়া লোকদিগে আপনকার মুলুকে লুটতারাজ বারণ করিয়াচে ইহা স্থনি যথোচিত সন্তোস হৈয়াচিলাম তা হৈতে ঢুন্দিয়া ৩ তিনি বৎসর বারণ হৈয়াছিল সম্প্রতি ঢুন্দিয়া ভোটের সিমানা আসিয়া দুই একগ্রাম বস্তি লুটতারাজ করিতেছে সে জাহওঁক এইক্ষন মায়ামরিয়া সত্রুর পরাভবেত (?) রক্ষা পায়া জাই না পহিলেওঁ আপনের শ্রীযুত বড় সাহেব বাহাদুরে মেহের্ব্বানগী করিয়া শ্রীকাপিতান ওবালিচাক চিফাই সমেত দিয়া জেষ্ট পিত্রিকে সত্রু মধ্য হৈতে রক্ষা করিয়াচিলেন পশ্চাত দোখেপি বন্দুক বারুদ দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াচেন সে হৈতেই ইথানের সত্রুকে দমন করিয়া দেশ কিঞ্চিত প্রতুলতা করিয়া স্থীরতা পায়াচিলাম সে বন্দুকে বার ২ লেঢ়িতে (?) পুরনা হৈয়াছিল এবং বারুদো সাবসেষ থালি হৈল ইতি-ধ্যেম পূর্ব্বসত্রু মায়ামরিয়া যে চিল সে সকল দুষ্টমন্ত্রণা করিয়া উজান মোকাম বেঙ্গমরাতে

ও ভাটি জয়ন্তা কাচারি সরহদ্দের ভিতর জমা হৈয়া আমাদের মুলুকে গ্রাম বস্তি আগ জলায়া লুটতারাজ করি খারাপ করিয়াছিল তা মধ্যে সে পুরনা বন্দুক সহিত ৫ পাচ কুম্পানি ছিফাই সে সত্রুকে লেঢ়িবার জন্য পাঠায়াছিলাম ইতিমধ্যে সে সত্রুএ ফন্দ করি জঙ্গল ভিতর সোমায়া সকল ছিফাইকে মারিয়া আর বন্দুক যে ছিল সকল নিয়া গেল তাহার কিঞ্চিতো পাইল না অতেব পাত্র মন্ত্রি সহিত দেশস্থ প্রজা দেসে রক্ষা করণ আপন বিনা উপাই দেখিতে না এবং অন্য জনে আপদুদ্ধারণ করিতেও পারে না অতএব পূর্ব্বে যেরূপ মেহের্ব্বানগী করি· রক্ষিত করিয়াচিলেন সম্প্রতিও সে মাফিকে আমার পর দায়া দৃষ্টি রাখি ৮০০ আটসও নওা বন্দুক সরমজান সহিত দো কুম্পানি চিপাই এক সরদার সমেত ইখানে পাঠাইলে দেশসুদ্ধা সকলেই রক্ষা পাবা জাই ইষ্টজন আর্ত্ত হৈলে বিপদকালে ইষ্টজনকে উত্তোলন করিলে এবং না করিলে জে হয় আপন চিত্তে সমস্ত জ্ঞাঁত আচেন যেরূপ এদেসে রক্ষা পাবা জাই আপনাদেরো চিরকাল ইখানে নেকনাম রহে তাহা চেষ্টিত আবস্য ২ করিবেন পত্র চিহ্ন পাঠাইতেছি পহুচিবেক বাকি সমাচার এখানে মনসবদার শ্রীখঙ্গিয়া ফুকন ও শ্রীবরকটকি-রামদেব সর্ম্মা শ্রীবিরদেব সর্ম্মা ও শ্রীগোবিন্দরাম বৈরাগী ও শ্রীতনুস্যাম বৈরাগী ও শ্রীবালীবাম বৈরাগী ইহা সকলের মুখ জবানিতে সকল সমাচার জ্ঞাত হৈয়া যে বিহিত তাহা আবস্য করিবেক গতায়াতে খেরাফিয়ত লিখিয়া পরিতোষ করিবেক কিমধিকমিতি সন—১৭২৪ তাং—৮ আষাঢ়স্য—

শ্রীরামঃ

৺৭ ক্রোড়পত্রমিদং
আপন্নিমিত্ত পাঠাইতেচি
পহুচিবেক—
সোনের চুলা নালি পাইরাবান্ধুনি
এরেরুপের আসামি—

বর ঝরা	১টা
দাতেরপাটি	১
বাদকচ	১
পোস্তসার	২
বর দাত	২ জোর
বদলা পারিএার আচলত	
গুণাকটা চাদির	১
মাচুর পারিএার আচলত	
গুণাকটা চাদির	১

রেস্মি ধুতি	৪ খান
রেস্মি ফুলান মহরি	২
বেস্মি ফুলান আরকাপরা	২
২০ হতিয়া ধল মুগার থান	২
ধল মুগার ধুতি	৪
সুকা (?) চামর	৪টা
সোনের স্থচিত্রার ময়ূরের পাখির	
বাদকচ	১
রূপের স্থচিত্রার ময়ূরের	
পাখির বাদকচ	১
অগুরু কাষ্ঠ	১০ সের
ডাত্তড়াই পাখি	৪টা

স্বস্তি শ্রীবিশ্রামস্থিতিনিদান কমনীয যশোরাশি বিরাজিতেষ্ট প্রেরিত কার্য্যাত্মসাত ক্কত শ্রীশ্রীবড়শাহেব বাহাদুরেষু—

নকল করা গেল

(৮২)

শ্রীরাম ঃ—

স্বর্গদেব

৺৭স্বস্তি শ্রী সকল গুণাধাব মহামহিম মাহাত্ম প্রদ্যোতিতাস্তস্বরণ আশ্রিতেষ্টানুগ্রাহক শ্রীশ্রীবড় সাহেব বাহাদুরেষু পত্রিকেয়ং প্রকাসতেতরাম অত্রাস্মাকং ক্ষেমং যুস্মদ ভব্যং সমীহামহে বিশেষ সামাচার এহি আমাদের শ্রীগৌরী কটকি ও শ্রীতনুস্যাম বৈবাগীর মার্ফত শ্রীযুত আলরড় কালার্ক বড সাহেব বাহাদুবের মোহরে শ্রীযুত বচুল সাহেবে যে পত্র পাঠায়াচিলেন তাহা পহুচিল সকল সমাচার জ্ঞাঁত হৈয়া পরমাপ্যায়িত হৈযাছি পূর্ব্বে আপনে মেহের্ব্বানগী করিয়া বন্ধুক বারুদ যে দিয়াছিল সে হৈতেই সক্রুকে দমন করি কিঞ্চিত দেশ প্রতুল হৈয়াছিল তথাচ সে বন্দুক বাব ২ লেঢ়িতে (?) পুবণা হৈয়াছিল এবং বারুদো ন্যুনতা হৈল আর সামগ্রি অল্প হেঙ্গাম হৈযাচিল বহুত এতন্নিমিত্ত নওা বন্দুক বাকদ পাইবার জন্য আপানব ঠাই দোবার পত্র সন্দেস সহিত কটকি বৈবাগী পাটাযাছিলাম আপনে কিঞ্চিত মেহের্ব্বানগী করিবার কারণ তাহাতে আপনে লেখিযাছেন এইক্ষণ বন্দুক বারুদ দিবার ভাব রাখা গেল তথাচ তোমার দরখাস্ত স্বীকার না করাতে চিত্তে খেদ হৈল না কি কাবণ মোকাম জুগিঘোপা ও গুয়ালপাড়াত সিফাই সরদার মকরর করিযাছি সেই লোক ডুন্দিয়া লোক দিগে আপনকার মলুকের লুটতারাজ বারণ করিয়াচে আপনেও আবস্য জ্ঞাঁত হৈয়া থাকিবেন আপনের পত্রে জ্ঞাঁত হৈয়া মঞ্জুর হৈয়াচিলাম ৩ তিন বৎসব আপনেব মেহের্ব্বানগীতে ডুন্দিয়াওঁ উপদ্রব করে নাই সম্প্রতি ভোটের সিমা নাই ডুন্দিয়া আসিযা ডুই এক গ্রামবস্তি আগ জলাইয়াচে সে জাহওক সম্প্রতি বাকি মায়ামরিয়া জাগায ২ যে আচিল সকল একত্র হৈয়া উজান মোকাম বেঙ্গমরা ও ভাটিজয়ন্তা কাচারির সবহদ্দেব ভিতর জমা হৈয়া আমাদেব মুলুকে গ্রামবস্তি লুটতরাজ করিয়া আগ জলায়াছিল ইতিমধ্যে আমাদের চিফাই সবদাব যে ছিল তাহাকে দমন করিবার জন্য পাটায়াছিলাম আমাদের কমবক্ত দ্বাবা মাযামবিয়া ফন্দ করি জঙ্গল ভিতর রহিয়াছিল ৫ পাচ কুম্পানি চিফাই সেখানে গিযা মাবা পবিল বন্দুক বাকদ যে ছিল সকল হানি পাইল তাহার একটা বন্দুক একজারা বারুদো পাইল না অতেব মেহের্ব্বানগী করিতে না হৈলে দেশসুদ্ধা সকলেই কিরূপ রক্ষা পাবা জাবেক আপন ব্যতিরেক আমাদের ভারসাএয়ের অন্য স্থান নাই এবং অন্যে রাখিতেও পাবে না অতএব বার ২ দরখাস্ত করিতেছি আপনের কৃপা দৃষ্টিতে ৮ বৎসব ধর্ম্মযশস্বী স্ববণ কবিয়া এদেসে রহিয়াছি সম্প্রতি এ দুর্দ্দৈব প্রযুক্তে কাল স্বরূপ সক্রুমুখে পরিয়াছি ইহাতে কৃপা কটাক্ষ করি ৮০০ আটসও নওা বন্দুক সরমজান সহিত এবং সে সঙ্গে ২ দো কুম্পানি চিফাই এক সরদার সমেত পাটাইলে আপনের কৃপাতে শ্রীশ্রী৺সমেত দেশস্থ সকলেই রক্ষা পাবা জাই পূর্ব্বরক্ষিত ইষ্টজন আর্ত্তা হৈলে তাহাকে উত্তোলন করিলে জে হয় এবং না করিলে যে হয় অপনের চিত্ত সমস্ত

জ্ঞাঁত আচেন যদিস্যাত আপনে ইহাতে মনজোগ না করেন আমাকে নির্ভয় স্থান কোথা দেই সেই স্থানে রহিবার হুকুম দিবেন কিঞ্চিত পত্রচিহ্ন পাঠাইতেছি পহুচিবেক বাকি সমাচার ইখানের মনসবদার শ্রীখঙ্গিয়া ফুকন ও শ্রীবড়কটকি রামদেব সর্ম্মা শ্রীবির সর্ম্মা ও শ্রীগোবিন্দ রাম খামিন্দ ও শ্রীতমুস্যাম খামিন্দ ও শ্রীবালীরাম দাস ইহা সকলের মুখ জবানিএ সকল আহোবালা সমজিয়া যে বিহিত তাহা আবস্য করিবেন গতায়াতে নীজ মঙ্গলাদি লিখিয়া পরিতোষ করিবেন কিমাধিকমিতি সন—১৭২৪—তাং—৮ আসাঢ়

শ্রীরাম

৮৭ ক্রোড় পত্রমিদং

আপন্নিমিত্ত পটাইতেছি

পহুচিবেক—

দাতের বাদকচ	১
পোস্তার	২
বরদাত	২ জোর
রেস্মি ধুতি	২ খান
২০ হতিয়া ধল মুগার থান	২
মুগার ধুতি	২
ডাক্তডাই পাখী	২

•

স্বস্তি শ্রী সকল গুণাধার মহামহিম মাহাত্ম প্রদ্যোতিতাস্তস্করণ আশ্রিতেষ্টান্ন গ্রাহক শ্রীশ্রীবড়সাহেব বাহাদুরেষু—

(৮৩)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য

চরণ ভরসা মাত্র

শ্রী গো বি ন্দ
চরন পরায়ণ স
ত্বি কৈ(ত?) নোদ্ভব
শ্রী প্রতা(প?)বল্লভ চ?)
বড় (?) ফুককনস্য
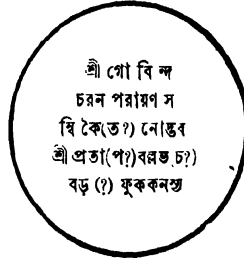
স্বর্গদেব কমলেস্বর সীংহ

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় গঙ্গাজল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক শ্রীল শ্রীযুত লাড মারনিংটন গবনর বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু সাহেবের খয়েব খুবি ৺দরগায় মোনাজাত করিতেছি তাহার অত্র খয়ের বিশেষঃ আমার মুলুকের শ্রীশ্রী৺৺মহারাজার চিটী ও শ্রীযুত বুড়া গোসাঞি ডাঙ্গরিয়ার চিটী সম্বলিত (?) শ্রীযুত খঙ্গিয়া ফুকন ও শ্রীরাম কটকী ও শ্রীমধ্যবত্তা (?) ও গয়রহ জাইতেছে বিস্তারিত পত্রে এবং ইহার দীগের জবানিতে জ্ঞাতো হইয়া জেরূপে মহারাজার রার্জ্যের গরিব প্রজালোক রক্ষা হইয়া সাহেবের নেকনাম চিরকাল আমার মুলুকে থাকে এমত মনোজোগ করিতে মরজী হবেক আমার এথানকার তরফ শ্রীরাম বড়ুয়া ও শ্রীচাদরাম বড়ুয়া ফুকনের হামরাও জাইতেছে ইহার দীগের মারফত পত্র চিহ্ন পাঠাই পৌছিবেক আমরা হরষুরতে সাহেব লোকের ভরসা বাখি জেয়াদা কী লিখিয়া জানাইব জাতায়তে খয়েরাফিয়ত লিখিয়া খুসী রাখিবেন ইতি সন ১২০৯ সাল বাঙ্গলা তাং—৩০ শ্রাবণ

পত্রচিহ্ন—

সোনালী গমচেলী	২ থান
হাতিদাত	২ জোড়
পাটের চুড়িয়া	৫ পাচ থান
	৯ তিন দফা
জীনিষ মাজ	
সেত চামর	৮ আটটা
	৪ চারি দফা বা সতেরো খান ইতি—

স্বস্তী সকল মঙ্গলালয় গঙ্গাজল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক শ্রীল শ্রীযুত লাড মারনিংটন গবনর বাহাদুর

প্রবলপ্রতাপেষু—

মোঃ ——— কলিকাতা ———

---

(৮৪)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী

স্বহায—

মহামহিম শ্রীযুত গবনর জানরেল বাহাদুর।—

সাহেবান প্রবল প্রতাপেষু।—

দরখাস্ত শ্রীবেপারিযান ও মলঙ্গীযান ও তাফালিজান ও মাহেন্দারাণ ও গয়রহ জেলা রায়মঙ্গল মধ্যে মোঃ জয়নগরের নেমকমহলের তাফালের আরজ এই আমরা এন্তমরার মোকাম মজুকুরের নেমক মহলের কার্য্য করিয়া জে মুনফা পাইয়াছী তাহা দিয়া আপন ২ গোরগোষ্ঠী পরবিষ হইয়াছী মহল মজুকুরের পূর্ব্বে দস্তর ছিল সওদাগরী আমলে আমরা আপন ২ নিজ পুঁজি এবং অন্য ২ মহাজণ হইতে টাকা লইয়া নেমক পোক্তান করিয়া আপন এক্তাবে আমদানী রপ্তানী করিয়াছী ৺কোম্পানীর খাজানা ফিস ও মোন নেমকে ৩০ ত্রিষটাকা হিসাবে সাহবোন্দর সামিল সরকারে মালগুজারী করিয়াছী তাহার পর বাঙ্গলা সন ১১৮৭ সালে মহল মজুকুর শ্রীযুত ৺কোম্পানী খাস সওদা করিয়া মেস্তর উট সাহেবকে জেলা মজুকুরের কাজে নিজ্‌ক্ত করিয়াছিলেণ আমরাও সাহেব নিকট হাজির হইয়া আপন ২ খুশিতে নেমকের সওযাদা করিয়া তাফালের দাদনী লইযা নেমক পোক্তান করিয়া সরকারে দাখিল করিয়াছী তাহাতে জে মুনফা পাইয়াছী তাহা দিয়া আপন ২ গোরগুষ্ঠী পররিষ পাইয়াছী সাহেব মজুকুরের পরে মেস্ত্র সাইমণ হিউট সাহেব নিকট সেইমত কাজের সরবরাহ দিয়াছী তাহার পর মেস্ত্র জোজেপ চাম্পান সাহেব নিকট সেইমত সরবরাহ দিয়াছী তাহার পর মেস্ত্র জান মেকীঞ্জী সাহেব নিকট সেইমত সরবরাহ দিয়াছী তাহার পর চব্বিষ পরগণার জেলাদার মেস্ত্র রিচার্ড গুডলেড সাহেবের জিম্মা সামিল জিলা মজুকুরের কাজ হইল তাহাতে সাহেব মজুকুর হামেষা চব্বিষ পরগণার কাজে মোকেদ থাকীতেন এ জেলার তালাপী হইতোছে না ইহাতে জিলা মজকুরের কাজ অনেক কম তরদ্দুদ হইতো তাহার পরে সন ১২০৮ সালে মেস্ত্র এডমেণ্ড পীটশ মিডিলটীন সাহেব কাজে মোকরর হইয়া হুজুরের হুকুম মতো এ জিলায় কায্য করেন নহে তাহাতে আমরা গরিব লোক অর্ত্ত(?) অভাবে মারা যাইতেছী আমরা

ইস্তমরার তাফালের কাজ সেওয়ায় আর কোনো কাজ করী নহে এবং জানিনা খোরক পোষাকে নাচার হইয়া মারা জাইতেছী আমারদিগের এমত তওয়াদ (?) নাই জে রাহা খরচ ও বাষা খরচ করিয়া জোনাবের নিকট হাজির হইয়া আপন ২ আহোয়াল আরজ করী অতএব নেহাইত নাচার হইয়া ডাকে আরজি করিলাম সাহেবান কওসল মল্ কেব মালিক আমার-দিগের চারি পাঁচ হাজার লোকের জান বাচানের জন্যে আমারদিগেব দরখাস্ত মোলাহেজা করিয়া জেলা মজকুরের কাজ হয়ে এমত হুকুম ফরমাইবেন জে সরকার হইতে মাহাফিক আইন সরকার হইতে দাদনী হয়ে আমরা দাদনী লইয়া নেমক পোক্তান করিয়া সরকারে দাখিল করী তাহাতে জে মুনফা পাই তাহা দিয়া আপন ২ গোবগুষ্টী পররিষ হই জদী এই বন্দবস্ত শ্রীশ্রী৺সাহেবানের মরজী না হয়ে তবে পূর্ব্বে জে মত সদাগরী আমলে জেমত দস্তব ছিল অন্য ২ মহাজন হইতে টাকা লইয়া নেমক পোক্তান কবিয়া আমদানী বপ্তানী দেই ফি সও মোন নেমকে কেলেকটুরীতে ৩০ ত্রিষ তঙ্কা সিক্কা মাল গুজার দেই হুকুম হযে নতুবা হুকুম হয়ে অন্য (?) মহাজন হইতে টাকা লইয়া নেমক পোক্তান করিয়া সবকাবে দাখিল কবী নেমকের দাম পার্ক্কা সওদায় ফি সও মোন ২০০ দুই সও টাকা সির্ক্কা পাই তাহাতেও নিলামের দরে সরকারে বিস্তর মুনফা আছে তাহাতে মহাজনেব দায় আদায় করিয়া জে মুনফা পাই তাহা দিয়া আপন ২ গোরগোষ্টী পবরিষ হইয়া সাহেবানকে দোযা কবী এই তিন বকম কাজের বন্দবস্তের দরখাস্ত করিলাম জে রকম সাহেবান কউসলের হুকুম হয়ে সেইমত বন্দবস্ত মঞ্জুব করিয়া কাজের হুকুম ফরমাইবেন তবে আমরা গরিব লোক জান বাচাইয়া বজায় থাকীয়া সাহেবানকে দোয়া করী জদী আমাবদিগেব অভাগ্য ক্রমে সাহেবানেবা এক রকম হুকুম না করেন তবে মারা জাইব ইহার আজাপ সাহেবানেরদিগেব পর হইবেক কেননা শ্রীশ্রী৺ আমারদিগের জান বাচানের রাহা এই মহলেব এস্তমরার রাখিয়াছেন সাহেবান এ মহলের কাজের এক বকম হুকুম না হইলে আমরা গরিব সকল মরা জাইব মহলের বন্দবস্তের হুকুম হইলে সরকারে মুনফাও আছে এবং আমারদিগের সকল গবিবের জান বাচানের রাহা হযে চারি পাঁচ হাজার লোকের জান মান বাচানে সাহেবানদিগের জতেষ্ট পূর্ন্ন হইবেক অতএব হুকুম ফরমাইবেন সেই হুকুম তওয়াজ করিয়া জান মান বাচাইব ইহা জোনাবে আবজ করিলাম ইতি বাঙ্গলা সন ১২০৯ সাল ১৫ চৈত্র।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রায়	শ্রীভোলানাথ রায	শ্রীপদ্মলোচন দত্ত
শ্রীভগবান রায়	শ্রীকালাচাদ কর	শ্রীগৌরিনাথ দত্ত
শ্রীহরেকৃষ্ণ রায়	শ্রীরামকানাই রায়	শ্রীগোরাচাদ ঘোষ
শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়	শ্রীহরিরাম দত্ত	শ্রীনরনারায়ন ঘোষ
শ্রীরামজয় দাস	শ্রীবিষ্টনাথ রায়	শ্রীবিবনারাযন সাধু
শ্রীপ্রানকৃষ্ণ দাস	শ্রীহরেকৃষ্ণ রায়	শ্রীবিজয়েমাণিক্য দত্ত
শ্রীরামগতী দাস	শ্রীরামশঙ্কর দাস	শ্রীরামহরি দাস
শ্রীবৈরভ চন্দ্র দাস	শ্রীজগোমোহন গোস্বাই	শ্রীরামচন্দ্র দাস

রামসঙ্কর দাস

শ্রীপ্রানকৃষ্ণ গোস্বাই	শ্রীরতনকৃষ্ণ রায়	শ্রীফকিরচাদ রায়
শ্রীঘনেশ্যাম দাস	শ্রীসম্ভুচন্দ্র বসু	শ্রীতিলক চন্দ্র রায়
শ্রীরামগৌরি দাস	শ্রীরাজীবলোচন দাস	শ্রীরামমানীক্য দত্ত
শ্রীবৈদ্যনাথ চন্দ্র	শ্রীভবানিপ্রসাদ রায়	শ্রীরাম গোপাল দাস
শ্রীরামনরসিংহ দাস	শ্রীরামজয় দাস	শ্রীরামমানীক্য দাস
শ্রীকাশীনাথ রায়	শ্রীরামগতি দত্ত	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস
শ্রীসামধর রায়	শ্রীনন্দকান্ত দাস	শ্রীরাম সঙ্কর রায়
শ্রীমন্ত বাগ	শ্রীরামচন্দ্র দত্ত	শ্রীসিবনারায়ন রায়
কৃষ্ণপ্রসাদ দাস	কেবলকৃষ্ণ দত্ত	নিলকণ্ঠ বাগ

---

(৮৩)

শ্রীরামঃ

৺৭ ষস্তি সকল মঙ্গলালয শ্রীযুত জেমিচ ওবার্ডচওঁবার্থ জজ সাহেব পরমোদার চরিত্রেষু লেখনমিদং প্রয়োজনঞ্চাদৌ তব মঙ্গল শ্রী৺ স্থানে সদা চাহি পরং সমাচার এহি রুদ্ররাম বড়ুবার ভাই শ্রীমায়ারাম আমার টাই কহিআচে পুর্ব্বে মেং বোস সাহেবের নামে দুই আর্জি নামা গবনর জান্দ্রেল বহাদুরের স্থানে দিয়াচিল সেই আর্জি শ্রীজান লমচডিন সাহেবের পাষ আদালতের জন্যে পাটায়াচিল্ল সে কালীন তাহার কি সম্বাঁদাইল আমার টাই লেখি পাটাইব রুদ্ররামেব ভাই শ্রীমায়ারামকে পাটাইয়াচি—কিমধিকমিতি সন ১৭২৬ তাং ২৭ ভাদ্র—

সস্তি সকল মঙ্গলালয শ্রীযুত জেমিচ ওঁবার্ডওবার্থ সাহেব পরমোদার চরিত্রেষু।

---

(৮৬)

শ্রীরামঃ

৺৭ স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত জেমিচ ওঁবারডচওঁবার্থ জজ্ সাহেব পরমোদার চরিত্রেষু লেখনমিদং প্রয়োজনঞ্চাদৌ পরং সমাচার এহি রুদ্ররাম বড়ুবার তরফ শ্রীরাম মোহন ঘোষ উকিল মেঃ জান লমচডিন সাহেবের আমলে ৺ মেং রোস সাহেবের নামে কলিকত্তাই গবনর কৌচলে নালিচ করে সেই আর্জি হুজুর হৈতে শ্রীযুত মেং জান লমচডিন সাহেবের নিকট চপারাদ হয় রুদ্ররাম বড়ুবা মেং ৺ রোস সাহেবের নামে নালিচ করনের বিসয় মনকির হরনের জবানবন্দি শ্রীকমল ভূঞা বরকাকতি বিষ্ণুরাম কটকি ইহাদের সাখি কাজির মোহর শহিত অচেল কাগজ শ্রীযুত মেং জান লমচডিন সাহেবের সিরিস্তাই আচে শ্রীযুত মেং জান লমচডিন সাহেবের দস্তখতি নকল চাহেব মজকুরের হাথে চিল সম্প্রতি গবনর জান্ত্রেল বাহাদুরের তরফ ৺ মেং রোস সাহেবের লহনা উছুলের মুকতিয়ার হৈয়া শ্রীকমল লোচন নন্দি আসিআচে শ্রীযুত মেং জান লমচডিন সাহেবের দস্তখতি নকল আমাকে দেখাইয়াচেন আমি সেই সকল আপনার নিকট পাটাই ইহার আচল কাকত দৃষ্টি করিয়া ইহার বিস্তারিত আমাকে লেখিয়া এবং এই নকল আমাকে ফের পাটাইবা শ্রীকমললোচন নন্দিকে দিতে হবেক কিমধিকমিতি—সন ১৭২৬ (?) তাং ২৭ ভাদ্রস্য—

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত জেমিচ ওঁবার্ডচ ওঁবার্থ জজ্ সাহেব পরমোদার চত্রেষু—

(৮৭)

৺৭শ্রীশ্রীদুর্গাঃ

সহায়ঃ—
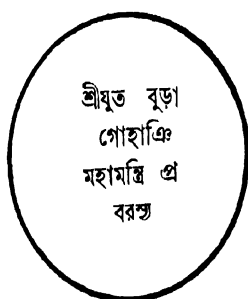
৺৭স্বস্তী সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত মেঃ ওয়াডিসওয়ার্থ জজ সাহেব সদুদার চরিত্রেষু ॥ সাহেবের খয়েবাফিয়ৎ হামেশা ৺ দবগাতে মনাজাত করিতেছী জাহাতে অত্র খয়ের বিশেষঃ। অনেক দিবস সাহেবের খয়েরাফিয়ৎ খবর পাই না মনস্ত জাতাআতে মেরবানগীর দ্বারায সাহেবের খয়েরাফিয়ৎ লিখিয়া খুশী রাখিবেন শ্রীশ্রী৺৺দেবের সন্দেশ পত্রচিহ্ন সহিত বড সাহেবেক লিখন লিখিযাছেন এবং সাহেবেক লিখন লিখিয়াছেন পত্র সহিত শ্রীমায়াবাম বড়ুয়াক ও শ্রীবিরূচরণ বৈরাগীক সাহেবের নিকট পঠাইতেছী ইহারা সাহেবের নিকট বিস্তারিত জ্ঞাতা করাইবেক এবং হিসাব পঠান জাইতেছে হিসাব দিষ্টী করিযা হক তজবিজে পরিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে সংবাদ লিখিবেন এ বিসয় সাহেব মেববানগী করিয়া ঝটীত শেষ করিয়া দিয়া বড়ুয়াকে পটাইবেন জাতাআতে সাহেবেব খয়েরাফিয়ৎ লিখিয়া খুশী কবিবেন ইতি সন ১২১১ সাল বাঙ্গলা তারিখ—১ কার্ত্তিক——

স্বস্তী সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত মেঃ ওয়াডিসওযার্থ

জজ সাহেব সদুদার চরিত্রেষু

মোকাম—— ———রংপুর———————

পত্র সন্দেশ হাতির দাঁত ২ দুইটা
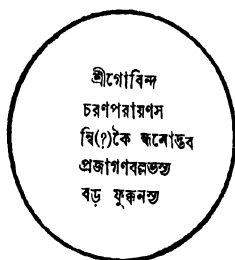
———

(৮৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

বমহর কাজী

বএকরার কোমল ভূঞা
ও বড়কাগতী
ও বিষ্ণুরাম কটকী

৺সবকাবে—

ইসাদী
শ্রীবুলচন্দ্র
কানুনগো

শ্রী রুদ্ররাম বড়ুয়া
শ্রী রামমোহন ঘোষ
ইতি

No. 7.

দরখাস্ত শ্রীরামমোহন ঘোশস্য গবিব পবওর শেলামত আবজ এহী আমাব মওককল আশাম তাহার সহীত মেং রোষ শাহেবেব কাজীয়া সাহেব মজকুব ৺মহাবাজার রার্য্যেব লোকের অনেক ২ বদীয়ত করিয়াছেন এ কাবণ কলিকাতা হুজুর নালীষ হুজুবের হুকুম হইয়াছে সাহেব শরেজমীতে জাইয়া তজবিজ করিবেন এমত খবর আমার মনিবের স্থানে আছে তাহাতে মে বোষ সাহেব রুদ্ররাম বড়ুয়াকে বহুত ধুমধাম করিয়া সীফাই মহসীল(?) দিয়া কহে জে তুমী রাজীনামা লিখিয়া দেও অন্য অন্যের কথা মতে নালীষ করিয়াছীলা রাজীনামা না লিখিয়া দিলে রোজ ২ কাজীয়া কচাযণ হঙ্গামা করিতেছেন আসাম আদালতে নালীষ আচে তত্রাপী বালাদস্তী করিতেছে সাহেব জেলাব মালীক তজবিজ সোপর্দ্দ সাহেবেক জে লাগাএদ তজবিজ না হয় কাণ্ডার চৌকীতে শ্রীরুদ্রবাম বড়ুয়ার নিঘাবান ৫ পাচজন শীফাহী তয়নাত থাকে কেহ জোর জুলুম করিতে না পাবে শীফাইর খবচ পত্র আমী দিব ইহা আরজ করিল ইতি—১৬ অগ্রহায়ণ

No. 8.

শ্রীকোমল ভূঞা—১ শ্রীবড়কাগতী ১ শ্রীকাণ্ডার কটকী ১ এহী তিন ধর্ম্ম মাহে আঘোনের ১৬ দিন গতে শ্রীরুদ্ররাম বড়ুয়া কৈছে বোলে চহী ৬ আঘোনেব এই আরজী পত্র আমী দীয়া নাই এবং রামমোহণ ঘোসকে লিখি নাই এহী আবজী রামমোহণ ঘোষ দীয়াছে বেগর আমার হুকুম ইতি তাং—১৬ অগ্রহায়ণ

No. 9.

ইসাদী শ্রীকোমল ভূঞা—শ্রীবড়কাগতী ইচাদী—শ্রীবিষ্ণুরাম কটকী ইচাদ—

২৬ অগ্রাণ লিখিত শ্রীরামমোহণ ঘোষ ইহাব জওাব এহী আমার মওককল শ্রীরুদ্র-রাম বড়ুয়া তাহার ১০ দসহী কাত্তিকের এক লিখন একইষা কার্ত্তিক পাইলাম আমার মওককলের ও চান্দরাম বড়ুয়ার বমহরের লিখনের বয়ান—শ্রীযুত রামমোহণ ঘোষ সদাশএষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদো ঘোষ জীউর মোহন্বতি(?) শ্রীশ্রী৺ স্থানে করিতেছী তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঞ্চ পূর্ব্বপত্রে সকল বিসই লিখিয়াছী এখন শ্রীযুত মে রোষ সাহেব আসীয়া আমী সহীত মিলজোল করিয়া ফরিয়াদী এরিলো পূর্ব্বেয়ো অন্য অন্যের কথামতে হে করিলো এমত লিখা এখনে আমাদেক লিখি দিবার কহিলে আমীহ সেকথা না করিলাম ইতি তাং ১০ কার্ত্তিক

পুনশ্চ লিখিবো সে শিতারাম তোতারাম সহীতে বহুত ধমকদী কারসাজী করিয়াছে একরূপে জদী রক্ষা না পাও লিপা পত্র জদী লিখি দেও সকলে মিথা রক্ষ্যা না পাওাতে কী করিম দেশে বিদেশে তোমার ভরেসা রাখি রক্ষা না পাও হেন দেখ ইতি

No. 10.

দোশরা লিখনের বয়াণ—পরম শুভাসীব বচনিয় শ্রীযুত রামমোহন ঘোষজা সদচরিত্রেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চী বিশেষঞ্চ পূর্ব্ব পত্রে শকল লেখিয়াছী সম্প্রতি শ্রীবিষ্ণু-রাম আসীয়া পহুছিল ৺সর্গীদেবের নামে এক পত্র আসীয়াছে মৌখিক কহিচে রঙ্গপুরের শাহেব প্রাই রোষ সাহেবের হইয়াছে সেই সাহেবের নামে হুকুম হইয়াছে একথা যুনি বড় ভাবিত কদাচ ভাল তজবিজ হই তথাকার রঙ্গপুরের সাহেবের নামে জে সকল লিখন পড়ন আসীয়াছে কথার মত প্রতি বুঝীয়া আসীতে কাগুার বড়ুয়া বিষ্ণুরামকে বড় সাহেবের লেখন সমেত তাহাকে পঠাইলাম তোতারাম সীতারাম রোষ সাহেবের অ(?)নাথর পুস্য-পুত্রর মত হইচে তাদের দীয়া আমার উপর অনেক ধুম ধাম কাজিয়া কচকচী লাগাবার লাগীছে শকল জানিয়া গীয়াছ ইহার তজবিজ এবং রোষ সাহেবের বলোদস্তী করিতে না পারে আর কী হবে এই তাকাতে হৈল না অতএব জাতে ২ শীঘ্র ২ যুদারা হই তাহা করিবা অধিক কী কব অতি বিপক্ষে পড়ীয়াছী বিবেচনা মতে জাতে সীগ্র ২ ভাল হই তাহা করিবা ইতি তাং ১৩ কার্ত্তিক।

No 11.

তেসরা লিখনের বয়াণ—শুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুত রামমোহণ ঘোষজা কল্যানবরেষু—

পরম শুভাসীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনাঞ্চাদো ঘোষজীওর মোহন্বতি বাঞ্চা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঞ্চ তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাতা হইলাম আমার তৈইনাতী পাচজন সীফাহী এক চাপরাস রাহী হইয়াছে শুনীয়া বড় খুসী হইলাম ইহা জাতে অতি শীগ্র ২ পহুছে তাহা করিবা আমার হাতে রাজীনামা লওার কারণ বহুত ২ ধুম কফর ফর্দ্দে ফিকীর (?) এবং দীনাও (?) তথাচ অন্ত লাগাএদ পারে নাহী তুমী ইহার অতি সীগ্র উপাই না করিলে রাজীনামা নাদীয়া বাচী না কী হবে কোন কথাতে আমার নকরি কার্য্য করিবা আর তোতারাম লোক সওগাতের লইআ ১৮ তারিখে দরঙ্গ কুচ করিয়া বিজনীর পথে গেল পটে রোষ সাহেবের ইজারাতে গেলো বাজেলোক দেখাই কাপীতাণ সহীত কথা হৈআ কতজন সীফাই পাঠাইআছে ফিরাইয়া আনীতে মিথ্যা হবে এমত ধারা জদী হৈল তোমা

আমার জত শ্রম পুরশোর্থ ব্রথা হইল অধিক কি লিখিব তুমি সকল জ্ঞাত আছে বিবেচনা মতে জাতে ২ সীগ্রে ২ প্রতুল করিতে পার আনেক অন্দরের সহীত ইংরেজ একজনের সমেত সরিকী কাজ এখানে করিব তাথে আমি অতি তুষ্ঠ তিনজনে মিলিয়া আমারে গ্রাশে করি খাবে এমন হইযাছে কীরূপে হই রক্ষা কর আমী নিতান্ত তোমাব জানিবা ইতি—
২৩ কার্ত্তিক—

No 12.

এহী তিন লিখন ক্রমে ২ পাইযা সাহেবের হুজুরে আমার. মওক্কলের লিখন সমেত ৫ অগাণে আরজ করিলাম এবং চিটী দেখাইলাম তাহাতে সাহেব ফরমাইলেন তোমাকে তোমাব মওক্কলে চীটী লেখিয়াছে ও চীটী শুনার আমারি দবকার নাই তোমার ইহাতে হকীকত হয তাহার দরখাস্ত লিখীযা আণ সাহেবেব হুকুম মতে ৬ অগ্রহায়ণে দরখাস্ত দাখীল করিলাম তাহার নকল মে রোষ সাহেবের পাব পঠাইযাছিলেন রোব সাহেব আমার দরখাস্তের নিচে লেখাইআছে শ্রীকোমল ভুঞা—১ শ্রীবড়কাগতী—১ শ্রীকাণ্ডার কটকী—১ এহী তিন ধর্ম্ম মানে আঘোনের ১৬ দীন গতে আমার মওক্কল জবাব কহীআছে ৬ অগ্রানেব এহী আরজী আমী দিয়া নাই এবং শ্রীরামমোহণ ঘোষকে লিখী নাই এহী আরজী রাম মোহণ ঘোস দীয়াছে আমার বেগব হুকুম ইহার ইসাদ কানুনগোএ কাজীবমহরে সাহেবের হুজুর রোষ সাহেব পটায়াছে—

No 13.

ইহার উত্তর এহী—আমার মওক্কলের বমহরের তিন চীটী দিযা ৺সাহেবের হুজুর প্রমান দীলাম ইহাতে আমার দরখাস্তে কুটাকী রোষ সাহেবের কারসাজী ও জবরদস্তী ৺সাহেবের জনাবে মালুম হবেক বোস সাহেব এ মলুকের তেজারতের বড সাহেব থানার সাজাওল ও কাজী ও কানুনগো ও জমীদারাণ ও মহাজনান ও গয়রহ তাবে হুকুম জাহাকে জে হুকুম করে তাহারা না করিআ বাচে না তাহা জদী না হয তবে কী যুনা কথার পর কাজী কানুনগো পাইদী (?) হয় এ বড় বেমোনাসীব সাহেব দবিখাস্ত করিলে মালুম হবেক আর শ্রীশ্রীসর্গীদেব হুজুর কলিকাতা নালিষ তজবিজ সোপর্দ্দ সাহেবেক আমার মওককলের পাষ রোশ সাহেবের কারসাজী জবরদস্তীতে রাজী নামা লেখাইআ লইতে চাহে আমার মওককলের মোকর্দ্দমায় তজবিজের মালীক সাহেব জাবত তজবিজ না হয় হুজরের পাচজন সীফাই কাণ্ডার চৌকীতে তয়নাত থাকে কেহ জোর জুলুম করিতে না পারে সীফাইর খরচ আমার মওককল দীবেক সাহেব আদালতের মালিক জেমত মরজী ইহা জোনাবে আরজ করিল ইতি তাং—
২৬ অগ্রান—

হুকুম হৈল সীপাহি(?)
তয়নাত বেহারে বড়ুয়ার
দিগের পর কেহ বেজার করিতে
না পারে—১৪ দীসেম্বর—

(৮৯)

শ্রীরাম

৺১ সস্তি সকল মঙ্গলালয নানা গুনালঙ্কৃত শ্রীযুত জিমিচ ওঁবার্ডচ ওঁবার্থ জজ সাহেব পরমোদার চরিত্রেষু সৌহার্দ্দি পূর্ব্বক লেখনমিদং প্রয়োজনঞ্চ আগে এখানকার কুসল আপনার কুসল মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ স্থানে মনাজাত করিতেচি পরং সমাচার এহি মে ৺রোস সাহেবের বাকি টাকার জন্যে মেং মেকালম সাহেবের মাত্তবর লোক শ্রীকমললোচন নন্দিকে সমস্ত হিসাব কিতাপ কাগজ পত্র ও দস্তাবেজ জাহা আবষ্যক চিল ৺ রোষ সাহেবের পাওঁনা সাব্যস্থ কারন আসাম মলুকে রয়ানা হৈল এমত শ্রীযুত বড় সাহেব বাহাদুরের পত্রে লেখিয়াচিল এখানে তজবিজের মধ্যে নন্দি মজকুর তাহার হিচাব কিতাপ কাগজ পত্র ও দস্তাবিজ কিছু দিল না কিন্তু তাহার নকল দেখাযাচিল তাহাতে আসামি লোক মঞ্জুর হয় না অতএব এহি দাবা এখানে রফা করিতে ভার এ কারণ আপনাকে লেখিতেছি জদিস্যাত সে মকোর্দ্দমার রফা না হয় আপনের নিকট সমস্ত বিস্তারিত পশ্চাত লেখিয়া পাঠাইব আপনে যে বিহিত তাহার মত করিবেন আর শ্রীমাযারাম বড়ুযাকে ওঁ শ্রীশামোরামকে এহি দোজনের সঙ্গে শ্রীবিরোচন খামিন্দাক্ য়াপনের পায পাটায়াচি তাহার হিচাব কিতাব দৃষ্টি করিযা তাহাকে গৌর করিবেক আর পূর্ব্বে মেং ময়ূব সাহেবের আমলে ও মেং ওলিয়ম ডোর সাহেব মেং দানিয়াল রোস সাহেব এহি তিনজনে কারচাজি করিয়া লালা অমরসিংহের টাকার দাওঁা করিয়া শ্রীচান্দরাম কাওাব বড়ুয়াকে ও শ্রীবঞ্চুরাম কাকতি আপন মুলুকে পাচ চই মাহিনা কয়েদ রাখি বিনা তজবিজে জোর করি ৪০০০১ চালিষ হাজার এক টাকাব টিপ লৈয়া কযাদ রাখিযাচিল পশ্চাত রুদ্ররাম বড়ুবা সে মোকোদ্দমার মক্তার হৈয়া সে দোজনাকে খালাচ করি ৪০০০১ চালিষ হাজার এক টাকার টিপ ৺রোস সাহেবে লেখাই লৈযা সেহি দফা শেষ করিল এইক্ষণ আমি বুজা গেল সম্প্রতি শ্রীকমললোচন নন্দির মার্ফত এক ফারাগতি কাগজ কাননগুইর ও লালা অমরসিংহেব ও বুলচন্দ বড়ুবার চহি রঙ্গপুরের বড সাহেবের মোহর সমেত পায়াচি তাহাতে লেখিয়াচে চারি সও টাকা লৈয়া লালা অমরসিংহের কাজিয়া সেষ করি ফরাগতি দিল সেহি ফরাগতি শ্রীকমললোচন নন্দির হস্তে মজবুত আচে আমাকে দেইনা আপনে সেহি ফরাগতি কাগজ নন্দি মজকুরের হাথের পারা মাগায়া দৃষ্টি করিলে তাহাতে জেরূপ আচে আপনে বুজিবেক এহিরূপে আমাকে দফা ২ সকল কার্য্যতে জেরূপ অন্যাই করিয়াচে তাহাওঁ বুজিবেক অতএব সে দফার আপনের মনজোগ হৈলে সেহি ৪০০০১ চালিষ হাজার এক টাকাও আমি পায়া জাই ইহা আপনে জ্ঞাত কারন লেখিলাম কিঞ্চিত পত্রচিহ্ন হস্তি দন্ত ১ জোর জানবর ডেওডাই ২ পাঠাইতেচি পহুচিবেক বিস্তারিত সকল সমাচার শ্রীমায়ারাম বড়ুয়া ও শ্রীষামোরাম ও শ্রীবিরোচন বৈরাগীর প্রমুখাত জ্ঞাত হৈয়া জে বিহিত তাহা করিবেন কিমধিকং বিজ্ঞবরেশ্বিতি সন ১৭২৬ তাং ৫ আশ্বিন।

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয শ্রীযুত জেমিচ ওঁবার্ডচ ওবার্থ জঙ্গ সাহেব পরামাদাব চবিত্রেষু—

———

(৯০)

শ্রীশ্রীরামঃ

বুড়াগোসাঞ

সস্তি শ্রী সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত জানরল জহজ সাহেব সাহেবের খয়ের খবী দৌলত জিয়াদা হামেষা ৺দরগাতে মনাজাত করিতেছী তাহাতে অত্র খযেব বিসেস আবজ এহী শ্রীযুত লক্ষীনারায়ণ ব্রর্ম্মচারী রূট সাহেব ও শ্রীযুত ব্রাডী সাহেব সহিত সাট্টা কবিয়া তেজারতি কাজ করিয়াছিলো কয়েক মাশ পর সাহেব-পাষ বিদায হইয়া ব্রর্ম্মচারী মজকুব জোরহাট গেলেন ইতিমধ্যে সাহেব মৃত্যু হইলেন আমি আমার দেসের অপ্রতুল মতে ৺কম্পানি বাহাদুরের জায়গা চন্দরিয়া গ্রামে ছিলাম পর ব্রাডি সাহেব বোট সাহেবের কাজেব মক্কার হইয়া গোয়াল-পাড়ার কুটীতে আসীলেক পর আমাকে প্যাদা দিয়া আনাইয়া ব্রর্ম্মচারীর নামে একটা কর্জ্জা হিসাব দেখাইয়া আমাকে বলিলেক ইহাতে দস্তখত কবহ আমী বলিলাম ব্রর্ম্মচারির সহীত কাজ কর্ম্ম দেনা পাওনা হিসাব আমী ওাকীব নই এ হিসাবে আমি দস্তখত করিব না আমি কাহার সহিত কাজ কর্ম্ম করি নাহী আমী হালিয়া হিসাব কীতাব কীহো বুজি না তথাচহ তাহা না মানিয়া তিন প্রহর নাগাদ আমাকে কয়েদ রাখিয়া অনেক লোকের সাক্ষ্যাত জবরদস্তী করিয়া কর্জ্জা হিসাবের বকলম দস্তখত করাইয়া লইলেক সেহা কর্জ্জা হিসাব এখন শ্রী কমল লোচন নন্দী ৺দেওতার পাষ দেখাইয়া আমার পাষ টাকা চাহে আমী জবাব দিলাম জে ব্রর্ম্মচারী মজকুর বর্ত্তমান হিসাব কীতাব করিয়া দেনা পাওনা নেয় দেও ব্রর্ম্মচারী মজকুরে বলেন জে ওাজবী হিসাব করহ দেনা হয দিব পাওনা হয় পাইবো তাহা নন্দী মজকুর মানেন না হিসাব কীতাব তোমী জানহ ব্রাডি সাহেব জানেন আমী কীছো জানিনা তোমী হিসাবে দস্তখত করিয়াছ টাকা দেও ব্রাডি সাহেব ও ব্রহ্মচারী ও রাধানাথ কবিরাজ বর্ত্তমান আছেন হিসাব কীতাব করিয়া আপন ২ দেনা পাওনা নিতে দিতে হয় তাহা না মানিয়া

আমার পর আগে তকহ পেচ রাখিয়া নাহাক আমাকে পেরাসনি দিতেছে সাহেব আদালতের মালিক তজবিজ করিয়া আমার কর্জ্জা দস্তখতি হিসাব ব্রাডি সাহেবের পাষ হইতে ফেরতা করিয়া দেওাইতে হুকুম হইবেক ইহা আরজ করিলো ইতি—৯ কার্ত্তিক

সস্তি শ্রী সকলমঙ্গলালয়
শ্রীযুত জানরল জজ সাহেব
মেহেরবানেষু
মোকাম——রংপুর

---

(৯১)

৭ শ্রীশ্রীরামঃ

৺৭ সকলমঙ্গলালয় সর্ব্বোপমাজোগ্য—

শ্রীশ্রীযুত জজ সাহেব সত্বদার চরিত্রেষু সাহেবের খয়ের খুবি হামেশা মনাজীমত করিতেছী অত্র খয়ের পবং শ্রীযুত লক্ষীনারায়ণ ব্রর্ম্মচারি রোস সাহেব সহীত কারবার ছিল সাহেব পাষ রোকশদ হইয়া ব্রর্ম্মচারি মজকুর জোড়হাট গেলে ইতিমধ্যে রোশ সাহেবের মারা খবর পাইয়া এদেশেব অপ্রতুলে শ্রীপরস্থরাম শর্ম্মা চন্দরিয়া গ্রামে ছিল তাহার সহিত কোন সাহেব লোকেব কোন মহাজন লোকের পুর্ব্বের দেওা নেওা নাই যুনিয়াছিল শ্রীযুত মে ব্রাটী সাহেব ও শ্রীরাধানাথ কবিরাজ ধরিয়া নিয়া রোস সাঁহেবের হিসাবে দস্তখত করাইয়া লইয়াছে ইহার অনেক গাইক আছে এমত কইছে এখন সেই হিসাব দেখাইয়া টাকা চাহে ব্রর্ম্মচারি মজকুরকে জীজ্ঞাসা করাত জওাব দিল আমার হিসাবে সর্ম্মা মজকুর সহি করিলে আমার মঞ্জুরা নহে আমার সহিত হিসাব মোকাবিলা করিলে পাওানা হএ দেব আমার পাওানা হএ আমী পাইব অতএব সাহেবের নিকট সর্ম্মা মজকুরের লোক জাইতেছে সাহেব মুলুকের মালিক কোন রার্য্যের দস্তাবেজে জবরদস্তী অন্যের হিসাবে যুনিয়া হাত সহি

করাইয়া টাকা চাহে ইহার হকঃ তজবিজ করিয়া সীগ্র ইনফসল করিয়া সর্ম্মা মজকুরেব দস্তখতি হিসাব ফিরাইয়া দিতে মরজী হবেক ব্রর্ম্মচাবি মজকুর আছে হিসাবে পাবার লাগা হএ লইব না পাএ না লইব এহা জ্ঞাত করিলাম ইতি—তাং—২৫ আশ্বীন—

স্বস্তি শ্রীসকলমঙ্গলালয় সর্ব্বোপমাজোগ্য—
শ্রীযুত ওাজবন জজ সাহেব সহৃদারচরিত্রেষু—
মোঃ——————রঙ্গপুর——————

শ্রীগোবিন্দ
চরণ পরায়ন স
ন্ধিকৈন্ধনোদ্ভব
শ্রীপ্রতাপ বল্লভ শ্রী(?)
জুত ফুককনস্য

———
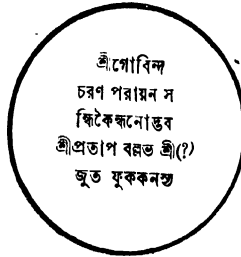
(৯২)

শ্রীশ্রীদুর্গা

স্বহায—

স্বস্তী সকলমঙ্গলালয় গঙ্গাজলনির্ম্মল
পবিত্রকলেবর গোব্রাহ্মণপ্রতিপালকবব
শ্রীল শ্রীযুত নবাব গবনর জানেরেল মারকেস
ওালিষলি বাহাদুর সহৃদারচবিত্রেষু—

গবনর জানরেল বাহাদুরের খয়ের খুবি ৺দরগায় মনাজীমত করিতেছী তাহাতে অত্র খয়ের বিশেষ শ্রীযুত খঙ্গীয়া ফুকন ও শ্রীকমললোচন নন্দী মারফত পত্র পাইয়া জ্ঞাতো হইয়াছি ৺মেঃ রোস সাহেবের লহনা আদায় কারণ নন্দী মজকুরকে পাঠাইয়াছিলেন নন্দী মস্তর সাহেবের চিটী পত্র সমেত খঙ্গীয়া ফুকন সর্ম্মলিত শ্রীশ্রী৺৺ ও শ্রীযুত বুড়া গোসাঞী ডাঙ্গুরিয়ার নিকট পৌছিয়া চিঠি পত্র দাখিল করিয়া তথাকার চিটী পত্রের জবাব লইয়া হুজুর জাইতেছেন জবাবপত্রে ও প্রমুখাতে বিস্তারিতৈ বিদীত হবেক আমার এ মোকামের মোতালকে সরকারি হিসাবে সন ১৭১৭ শকে ৺রোষ সাহেব আমার মুলুকে দুন্দিয়া নিবারণ কারণ চেতসীং রেশালদার গয়রহকে আনিয়া ছিলেন তাহাতে সাহেবের তহবিলের

মবলগ ১০০৩২।৴৯ দশ হাজার বত্রীষ টাকা পাচানা নও গণ্ডা খরচ হইয়াছিল সে টাকা বমজীমা হিসাব নন্দী মজকুরকে নারানি টাকা বুঝিয়া দিলাম জাতাআতে খএরাফীয়ত লিখায়া খুষী রাখিবেন ইতি সন ১২১১ সাল বাঙ্গালা তাং ১৩ পৌষ ইং ২৫ দীসার্ম্বর

স্বস্তী সকলমঙ্গলালয় গঙ্গাজলানির্ম্মল
পবিত্রকলেবব গোব্রাহ্মণপ্রতিপালকবর
শ্রীল শ্রীযুত নবাব গবনর জানেরেল মারকেস
ওালিষলি বাহাদুর সদুদারচরিত্রেষু—

শ্রীগোবিন্দ
চরণ পরায়ণ স
ষ্কিকৈন্ধনোদ্ভব
(ছিন্ন)

---
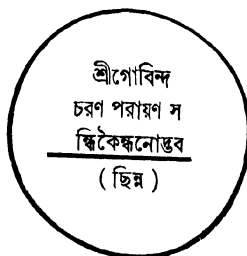
(৯৩)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—

স্বস্তি শ্রীমত সকলমঙ্গলালয় সন্নিতিরমণীপরিবষ্টিতকলেবর কর্পূরপুরকিত্তিপুর শ্রীযুত বড়সাহেব বাহাদুরেস্থ। লিপিরিয়ং বিলসতুত্তরাং অত্রাস্বাকং ভব্যমব্যাহতং তত্র ভাবুকং সমিহামহে পরং সমাচার এই ৬ অগ্রহাযনের পত্র শ্রীকমললোচন নন্দীর মারফত পাইয়া সবিশেষ জ্ঞাতো হইলাম আপনে অনুগ্রহ প্রকাষ করিয়া আমাব দরখাস্ত বমোজিম বন্দুক বারুদ গয়রহ কমল মছকুরের মারফত পাঠাইয়াছিলেন তাহা বেবাক পৌছিল এ বিসয়ে নিতান্ত সন্তোষ হইলাম এমত অনুগ্রহ বার ২ করিতেছেন এবং করিবেন আপনাদের স্বহাযতে সত্রু সকলকে দমন করিতেছি কিন্তু আমার দরখাস্তে পূর্ব্বমত নতুন বন্দুকের জিকির ছিল সম্প্রতিক জে বন্দুক দিয়াছেন অনেক দিবস গুদামে ছিল কিম্বা লড়াইর পর এ বন্দুক আমদানি হওয়াতে পুরানা বোধ হইল এ সকল দিব্য মরাম্মত করার লোক আমার দেষে কম আছে নতুন হইলে অনেক কাল কার্য্য করিতে পারে তথাচ জে দিয়াছেন সেই ভালো না থাকিলে আপনাকে পুনুর্ব্বার জনাইতে হইবেক আপনেও মেহরবানগী দিষ্টী করিয়া সময় ২ চেষ্টা করি রাখিলে দেষে রক্ষ্যা পাইতে পারি আর বন্দুকের টাকার জিম্মা ৺বরনেড মেকালম সাহেব করিয়াছিলেন আমার তরফ শ্রীখঙ্গিয়া ফুকন রসীদ লিখিয়া

দিয়াছিল সেই বেবাক টাকা গুয়াহাটী মোকামে পৌছাতে শ্রীকমললোচন নন্দীর হাতে দিয়া ফুকন মজকুর আপন রসীদ খালাষ কবিয়া লইয়াছেন জ্ঞাতো কাবণ লিখিলাম আব ৺বোস সাহেবের বাকী টাকা পাওনা জে আছে তাহাও উস্থলেব কাবণ তাহাব হিসাব কিতাব সহিত এইক্ষণ মাতবর লোক কমললোচন নন্দী রওানা হইযাছে এমত লিখিযাছেন এখানে তজবিজেতে সে হিসাব কিতাব আসল কাগজ চাহিলাম সবিশেষ দেখাইল না কিন্তু দুই একখান টিপ তমঃষুক দস্তখতি হিসাব ও নকল বলিযা এবং ইঙ্গরেজী হিসাব দেখাইযাছে তাহা আমি মঞ্জুর করি কিন্তু দেনদাবী লোকে অনেক ওজব কবে অতহেও টাকা দেওনের নিস্পত্তি হইল না আপনেও মেহরবানগী কবি বারম্বাব লিখিযাছেন ৺ বোষ সাহেবের পাওনা টাকা সে হিসাব কিতাব কমল মজকুর সহিত অক্যত্রা হইয়া দিষ্টী করি তাহাতে প্রকত-প্রস্থাপ ওাজিবি তহকিক হয় তাহা দেত্তাইবেন অতএব কবাতে বাকী টাকাব নিবোপণ হইল না আমারদেরে দেষ জেরুপ উজাব হইযাছিল আপনাতে বার ২ জানাইযাছি আমাব এখান কার যে সকল পত্র গিয়াছে ইস্তক শুরু নাগাদী সকল পত্র আপনে জে লিখিযাছেন আম্রা জে লিখিয়াছি বেবাক দিষ্টী করিবেন ৺ বোষ সাহেবেব টাকা দেনাব বিসয়ে এবং দেষের আহওাল সকল পত্রে লিখিয়াছি আপনাব দযা দিষ্টীতে দেষ কিঞ্চীত স্থিরতা পাইযাছে জে আসামী কএকজন পাইযাছি তাহাকে কমললোচন নন্দীর হামরাও মোকাম গোযালপাড়া পাঠাইতেছি আপনে ক্রপা করি হুজুরেব তজবিজ করিবার হুকুম দেন তবে তাহারা বাকী টাকার দেনা হইলে হক নাহক বুঝিয়া নিস্পত্তি হইতে পারে আর এখানে সবকারি বাবে ফৌজের মাহিনা আদাযে এবং আমিন লোকেরদিগের রসদ পৌছাওনা কারণ পাওনা বুলি জে লিখিয়াছেন এবং ৺ রোস সাহেবকে খুনকরা লুট করার বিসয় পহিলে রোস সাহেব মোকাম কাণ্ডারচৌকিতে হিন্দবি সন ১৭১৩ সাকের চৈত্রমাসে সিপাহির জনাজাতে দরমাহার লেখা আমাদের লোকে আপনে লেখায়া জে মাফিকে দিযাছিল সে দস্তুরে টাকা দিয়াছিল জত্যপী কিঞ্চিত বাকী ঠাওরে দিতে পারে আমাবদের লোকে জে হিসাব আমার সরকারে সেই সেপাহির মহিনার ফদ্দি দেয় তাহাতে ছয় হাজার টাকা সাহেবের বাকী লিখে কিন্তু সে জে ফদ্দি দেয় তাহাতে সাহেবেব দস্তখত করিয়া লএ নাই আমার লোকে সন ১৭৯৬ সালে মে মেকালম সাহেবের নিকট হইতে হিসাবের নকল আনে তাহাতে আঠার হাজার টাকা সাহেবের বাকী পাওনা এইক্ষণে কমল মজকুর ইংরেজী ১৭৯২ আখেরি ১৭৯৩ আরম্ভ মাঘ লাগায়ত এক নতুন বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী হিসাব মেকাল সাহেবের দস্তখতি দেখাইয়া ছাব্বিষ হাজার টাকা বাকী করে সেই লেখা মানিতে পারি না কারণ এই সেকালে ৺কোম্পানীর সরকার হইতে পলটন সমেত ওালীষ কাপতান এখানে ছিল অন্য সিপাহীর দরকার নাহি জে পুরাণা দুই এক বরকন্দাজ সিপাহি ছিল তাহাকো কাপতান মজকুরে বয়েদ করি খেদিয়াছিল সে সময় রোস্ সাহেবো মোকামে ছিল সে রোস সাহেব নতুন জে প্রকার দরমাহা লিখিয়াছিল এখনকার রোল ? দেখি জাহা বিহিত তাহার হুকুম কমল

নন্দীকে দিবেন পুর্ব্বের দরমাহাতে এবং এখানকার দরমাহাতে অনেক তফাএত হইয়াছে ইহাতে নিরপোন করিতে পারিলাম না এবং হিসাবি টাকার সুদ দিতে হইবেক না হইবেক জানি না আর আমিনদিগের পাষ পাওনার জে দস্থাবেজ দেখাইয়াছে তাহার বাকী জে হয় বেবাক দিতে আমি হুকুম করিয়াছি আর কমল মজকুর মুখজবাণী জে ২ দাওার ফর্দ্দ করিয়া দেখাইয়াছে বোস সাহেব বর্ত্তমান কালের পুর্ব্ব দুই তিন বার মোকাম গোয়াহাটী আসিয়াছিল সে কালিনো এ সম্বাদ করিল না এবং হুজুরের পত্রে বেওরা লেখে নাঞী ইহাতে ভাবিত হইয়া আপনার নিকট জানাইতেছি জে উচিত তাহার মত হুকুম দিবেন আর রোস সাহেব মজকুব আপনাদিগের এক আমিন লোকের হাতে মারা পড়িয়াছে এমন জে লিখিয়াছেন হইতে পারে কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসাতে দরঙ্গের রাজার হুকুম মাফিকে মারা পড়ে নাই আমাদের লোকের বাধা মানা না মানিয়া আপন ফৌজ ছাড়িয়া খুসী মতে খুস্‌কী গিয়া জমাওত অতিথের হাতে মারা পড়িআছে জানিবেন জগীখোপায় কাপতান ও সিফাই কারপুর তৈনাত হওাতে কমল নন্দীর সঙ্গে তৈনাত জে ছয়জন সিফাই ছিল হুজুরের তরফ সে সিপাই কাপ্তানের হুকুম জলদ ভাটীয়া গেল এ কারণ কমল নন্দীও বিদায় হইয়া জাইতেছে আপনার প্রকত বিচার হইলে সকল বুঝিবেন কিমাধিকং বিজ্ঞাবরেস্বতি সন ১৭২৬—তাং ১৯ কার্ত্তিক—

৯৪

৭ শ্রীশ্রীরাম—

মহামহিম শ্রীযুত সেবজার্জ হিলেরো বেরলো বেবনেট জানরেল কৌসল বরাবরেষু—

শ্রীজগমোহন মজুমদার

আরজি শ্রীজগমোহন মজুমদার খারিজা তালুকদার দত্তবাডিদিগর পরগণে পুখরিয়া মতালকে জিলা ময়মনসিংহ আরজ এই বোরডের সাহেবানের হুকুম প্রমাণ মজকুরি তালুকদারাণের খাজানা তহশীল করার জন্যে জিলা মজকুরের পরগণা ২ এক একজন তহশীলদার মোকরর হইয়া খাজানা তহশীল হইতেছীল সেই সকল তহশীলদারের বরাওর্দ্দ দরমাহি সালিআনা ১৩৬৮০ টাকা সরকারে মজরা আছে তাহাতে জিলা মজকুরের কালেকটর মেস্তর লিগ্রোষ সাহেব বোরডের বিন হুকুমের অই সকল

তহশীলদার বরতরফ করিয়া হুজুরে সকল পরগনার মজকুরি তালুকদারানের খাজানা তহশীল জন্যে একজন তহশীলদার রাখিয়াছেন ময় আমলা তাহার বরাওর্দ্দ দরমাহি সালিআনা ৩০(ছিন্ন)০ টাকা দেন বাকী ১০৬৮০ টাকা নিজে নেন এহি মতে ইপ্তদায় সন ১২০৯ সাল নাগাএত সন ১২১২ সালের কিস্ত অগ্রহায়ণ ৩৯১৬০ উনচল্লিস হাজার একসও সাইট টাকা সাবেক তহসীলদাব সকলের নামে খরচ লিখিয়া তছরুফ করিয়াছেন বোরডের কাগজ দৃষ্টী করিলেই জনাবে মালুম হইবেক কালেকটর সাহেব মজকুর অই জে মবলগ মজকুর তছরুফ করিয়াছেন আমি ইহাব সাবুদ জিলা মজকুরের তালুকদারান ও জমিদারান ও কালেকটরী আমলা দিযা দিতে হাজিব আছী আমি এহী খবর হুজুরে ইত্তলা করিলাম সাহেব মলুকেব মালিক ইশ্বরতুল্য খোসনাম দেসবিখ্যাত খোদাওন্দের জনাবের ছায়া বিনা আর দাড়াবার স্থান নাহি আমি এক মজকুরী তালুকদার আমার বাড়ি জিলার কাচারি হইতে দুই তিন বোজ তফাওত সদবে খাজানা দাখিল করাতে এই খরচাতে পায়মাল ও পেবেসানির হদ্দ হইতেছী এবং সরকারের মরলগহা লোকসান হইতেছে অতএব উম্মেদওাব জনেক সাহেবের নামে আনি হুকুম হয় জে মফস্বল আমাব স্থানে সাবুদ লইয়া তজবিজ করিয়া হুজুবে ইত্তলা দেন ইহা জনাবে আবজ করিলাম ইতি

———

৯৫

শ্রীশ্রীদুর্গা—

সহায—

মহামহীম জেলা নদিয়াব

শ্রীযুত জজ সাহেব ববাবরেষু

দরখাস্ত নিমতলার কুটীর শ্রীমসে জিগেল সাহেবের আরজ নিবেদন শ্রী মসে অরেথ সাহেব নিমতলার কুটীতে আছেন অদ্য তিন বোজ হইল বড় বেআরাম হইযাছেন কথা কহিতে পারেন না অতএব আরাম হইতে মোঃ চন্দননগর জাইতে হয় সাহেবের বেগর হুকুমে জাইতে পারেন না অতএব মেহেরবানগী করিযা সাহেব মজকুরকে চন্দননগর জাইবার হুকুম দিতে হুকুম হইবেক আমি বুঝি মসে অবেথ এগানে থাকিলে বেতাহুতে মারা পড়েন আমী তোমাকে খবর দিতেছী ইহার জেমত হুকুম হয় ইহা আরজ করিলাম ইতি সন ১৮০৬ সাল তারিখ ২৯ মার্চ্চস্য—

———

৯৬

শ্রীশ্রীত্রৈলোক্য

নাথঃ শরণং—

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয় মহামহিম প্রবলপ্রতাপ শ্রীযুত নবাব গবনর জরনেল বাহাদুরপ্রবলপ্রতাপেষু—

আপনকার মঙ্গল সদা সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি জাহাতে অত্রানন্দ বিসেষঃ আত্মগতিক দফাত ২ আপনকার হুজুরে শ্রীযুত মেস্তর মনগমরি কমিসনর সাহেব মারফত লিখিয়াছি তাহাতে গোচর হইয়াছে বেহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ আমার পর জে মত ২ দৈবার্ত্ত বদিগত করিয়া আমাকে খানে অএবান করিয়াছে তাহা দফা ২ আপনকার হুজুরে লিখিয়া জ্ঞাতো করাইয়াছি সেমতে আমাকে ৺কুম্পানি বাহাদুরের সরনাগতো জানিয়া গবনর বাহাদুর আমার হকেক মেহেরবানগী করিয়া আমার খোরাকি পাচ সও টাকা জাহা লাট কবণওয়ালিস সাবেক গবনর বেহারের খাজানাতে মোকরর করিয়াছিলেন তাহা বেহারের কমিশনর সাহেব বরখাস্ত হওয়াতে পাইতেছিলাম না তাহা আপনকার মেহেব বানগীতে হাল কমিসনর সাহেবের মারফত মলতবী বাকি ও হাল মাস ২ পাইতেছি এবং সন ১১৯৮ সন বাঙ্গালাতে মেস্তর ডগলিস সাহেবের মারফত সাবেক লাট গবনর সাহেবের হুকুম মতে জে পরওানা পাইয়াছিলাম তাহার নকল হাল কমিসনর সাহেবের দস্তখত করাইয়া আপন আরজীতে আপনকার হুজুরে পঠায়াছী জে ২ হুকুম হইযাছে তাহার মদ্ধে গ্রেদবলরামপুর দুই ক্রোষ আমার দখলে থাকিবেক তাহাতে জে কিঞ্চীত আমার দখলে ছিল তাহাও রাজা আদালত ফৌজদারি পাওা মাত্র দখল করিয়া লইয়াছিল অখন গবনর বাহাদুরের মেহেরবানগী মতে হাল কমিসনর সাহেবের মারফত হুকুম হইয়াছে আমার সাবেক হুকুম বমজিম দখল দেলাইতে সেমতে কমিসনর সাহেব আমাকে গ্রেদবলরামপুরের দুই ক্রোস দখল দেলাইলেন আমিহ দখল পাইয়া গবনর বাহাদুরের খয়ের খাই এবং দৌলত জ্যাদা হামেসা ৺স্ববিস্থানে প্রার্থনা করিতেছি অখন আমাকে খাতির জমা হইতেছে জে কম্পানি বাহাদুরের সরনাগতো জানীয়া গবনর বাহাদুর অনুগ্রহ প্রকাশীয়া আপন হিস্যার মুয়াসে মলুকে কাইম করিবেন কিন্তু কমিসনর সাহেব আমাকে গ্রেদবলরামপুর দুই ক্রোস দখল দেলাইয়া হুজরে এতলা দিয়া কাইমি পরওানা দিতে কহিলেন সেমতে উর্ম্মেদ্বার কমিশনর সাহেবের এতলার আমার ঐ গ্রেদবলরামপুরের দুই ক্রোশী দখলির কাইমি হুকুম সিগ্র দিতে অবধান হবেক অপর উমেদার জে সকল জমী কমীসনর সাহেব দখল দিলেন তাহার মদ্ধে অর্দ্ধেক ধোতা জঙ্গল বাকী অর্দ্ধেক তাহার মদ্ধে পুর্ব্ব দক্ষিণ কোনে পোয়া ক্রোস অর্দ্ধক্রোস এই শুরতে দুই ক্রোষ পর্য্যন্ত জিলা রঙ্গপুরের পরগনে বাহেরবন্দের চাকলে গয়েবাটীর সরহদ্দ আরজে আছে তাহার মদ্ধে রাজার নিজ হিস্যার কথোক দেহা পড়িয়াছে এবং এক আনার হিস্যাদার দেওান দেওর কএক খান দেহা পড়িয়াছে এবং অন্য ২ ও

বাজগুষ্টীদীগেব বাজে জমি সামিল হৈয়াছে বাকী জমী যে আছে নেহাইত নালাএক তাহাব ফি বিস দুই টাকা আড়াই টাকা সালীয়ানা মালগুজারি পাইব ইহাতে আমার গুজরান ও নিজ পরিজনের অন্দরের খরচ কোন গুরতে হয়েনা কেবল আমাব হালুয়া গোলামগাড়ান এবং খেদমতগারান ও ঘোড়া হাতি উট ইহাব সহিস মাহুত আদির জিবকা কীছু হইল বেহার মলুকের দস্তুর পাহাড়তলিহাযে আমার সলতনতেব জতো লোকজন ও পবিবাব নাগাএদ দেবরাজা ভূটীযা আদি কাহার নাহী এবং হিন্দুস্থান মুলুকের দস্তব মতে কুম্পানি বাহাদুরের হুজুরে জাহেব য়াছে জখন লোক আপন মুয়াস মলুকে তবক্কিতে কাইম থাকে তাহাতে আপন ২ পবিবাব ও লওাজিমার সন্তলতের লোক জন জে আশ্রীত থাকে সেহি ব্যক্তি তাহারদিগের প্রতিপালন করে আমি আপন হিস্যা আদি সবকাব নিজ বেহাব মুলুক ও বোদা গয়রহ তিন চাকলা নিজ জমীদারিতে কাইম ছিলাম সেই ইস্তক পুরুসানুক্রমেব জে সকল লোক আমাব সলতনতের সামিল আছে তাহারদিগেক প্রতিপালন না করিলে তাহারা সকল আমাকে ছাড়িয়া কোথা জাবেক অতএব আরজ জে সকল জমি দখল পাইলাম তাহাতে রাজার হিস্যাব ও দেওান দেওর হিস্যার এরং রাজগুষ্টীরদিগের জে বাজে জমি আমার গ্রেদ বলরামপুব দোকোণীর সামীল আসীয়াছে তাহার এযোজ আমাব হিস্যা নও আনা দস বটের মলুকের মদ্ধে দেলাইতে হুকুম হয এ সকল জমি কমিসনব সাহেব সাক্ষাত দেখিলেন তিনিহ আপনকার হুজুরে লিখিবেন তাহাতে গোচর হবেন আমার পরিজনের অন্দরের খরচের অন্দরান সাইট হাজার টাকার জায়েগা ছিল তাহা সন ১১৮০ সন কুমপানি বাহাদুর মজুরা দিয়া দিযা এবং বাজা দেওান দেও ইহাবদিগের অন্দরান দেবত্তর মজুরা দিযা সর্ম্মেক বেহাবেব তিন হিস্যা হিস্যাওারি নালবন্দি করিয়াছেন আমাব অন্দরান রাজা মজকুর আমাব হিস্যা মলুকের সামিল দখল করিয়া লইয়াছে গবণর বাহাদুর মালিক জ্ঞাতো কারন লিখিলাম এবং আমার সাবেক দেবর্ত্তর বারো হাজার টাকার জায়গা কুম্পানি বাহাদুরেব মজবাই তাহাও রাজা মজকুব লইয়াছে সেরফ গ্রেদ রামপুব আওাসেব হাবিলিব ৺ সেবার ও চণ্ডী ঠাকুরাণীর ধামের দেবর্ত্তর গ্রেদ রামপুর গয়রহ দখল পাইলাম অপব আরজ ডগলিস সাহেবের মারফত সাবেক গবণর লাট করণওালিস সাহেবের হুকুম মতে জে পরওানা পাইযাছি তাহাব নকল হুজুরে পাটায়াছি তাহাতে রোসন হইযা আমার বেহারের হিস্যা ॥৴২॥ নওয়ানা দস বটের মুলুক মায় অন্দরান দেবর্ত্তর আমাকে দখল দেলাইতে হুকুম হবেক জেতক আমাব হিস্যা নওয়ানা দস বটের মলুক ও অন্দরান আদি আমাব দখলে না হয সেতক আমার হিস্যা আদিতে কুম্পানি বাহাদুরের আদালত জারি হয়ে আমার হিস্যা মুলুক কুম্পানিতে তহসিল হইয়া মিনাহা হিস্যা কুম্পানি বাহাদুব বাকী মনাফা আমী পাই এবং আমাব সিবস্তা ও নামের মহর আমার মুলুকে জারি হয গবনর মুলুকের মালিক আমি কম্পানি বাহাদুরেব সরনাগতো ইহাতে আমার মলুক আদি রাজার দস্তে থাকাতে আমার হকেক নিহাইত বেজায় সরণাগতো জানিয়া আম্বকে আপন হকেক সিগ্র পৌহুছাইতে হুকুম হবেক অপর সন

১১৯৮ সন বাঙ্গা[লা] ৩১ মাহে আসাড় আমার বেহারের হিস্যা আদির হুজুরের হুকুম মতে শ্রীযুত মেস্তর কমিসনর ডগলিস সাহেবের মারফতে জে পরওানা পাঠায়াছিলাম তাহার আসল বমজিম নকল হুজুরে পঠাইতে হাল কমিসনব সাহেবের নামে হুকুম আসীয়াছে সে মতে সাহেব আমার স্থানে পুনরায় পরওানা তলব করিলেন আসল বমজিম নকল হুজুরের পাঠাইতেছি ৺গবনর বাহাদুর ধর্ম্ম অবতার আমাকে সরণাগতো জানিয়া মাফীক পরওানা আপন মুয়াস মলুকে কাইম করিতে হাল কমিসনর সাহেবের নামে হুকুম দিতে অবধান হবেক অপর আমার নাএব দেওান শ্রীবৈদ্যনাথ সড়ঙ্গীর দেবর্ত্তর-জমী আমার হিস্যার মলুকের রাজা জবরদস্তী ইম সন ভাদ্র মাসে দখল করিয়াছে এ কারণ পুর্ব্বেই ৺ গবনব বাহাদুরের হুজুরে লিখিয়াছীলাম অখণ লেখিতেছি কমিসনার সাহেবের নামে হুকুম আইসে জে রাজা মজকুর আমার নাএব দেওানের দেবর্ত্তর আদির এলাকাতে না জায় এবং আমাব চাকবাণ আমলার পর হুকুম জারি না করে আমার মতালকে গবনর বাহাদুবের একক্তায় ? এবং ছয়জন সিফাই আমর নিখাবানির হুকুম হয় তাহার দরমাহা আমী দিব এমত মেহেরবানগী আমার প্রতি করিতে অবধান হবেক ইহা গোচবিল ইতি সন ২৯৭ সকা মতাবকে সন ১২১৩ সাল বাঙ্গলা তারিখ ২৮ মাঘ

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয় মহামহিম প্রবলপ্রতাপ শ্রীযুত নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর প্রবলপ্রতাপেষু।—

(৯৭)

শ্রীশ্রীরাম—

শরণং—

মহামহিম শ্রীযুত মেঃ—সাহেব

বরাববেষু

শ্রীরামতনু দাষ
সাং ধনীপুর
* নিসানি সই
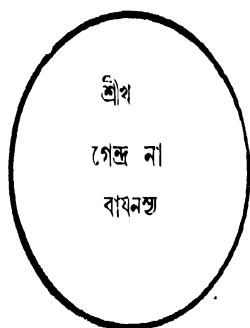
লিখিতং শ্রীছিদাম ঘোষ এই কবুলতীর শ্রীবামতনু দাসের আমী জামিন বহিলাম এহি কাজে কোন খড়চা করেন আমী নিজে হইতে কাজ আদায় করিয়া দিবো এই করারে জামিন পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি ১৪ আগোষ্ট শ্রীছিদাম ঘোষ সাং ধনিপুর

লিখিতং শ্রীরামতনু দাষকস্য—

কবুলতী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমী মোঃ চুচুড়ার কুটীর দক্ষিণদিগেব ও পশ্চিমদিগের পাটকিলি পাচীলের দেওাল গাথিবাব কারণ ফুবান চুক্তী লইলাম ইহাব চুক্তী লম্বা ১০০ ফুট উচ ১ ফুট চৌড়া ভিত ১ ফুট ইহাব দাম কি ঐ রকম মিলে ১।৶০ হিসাবে পাইবো ইহার ইট মসলা সবকাব হইতে পাইবো সাহেবেব পছন্দ মাফিক জেমন সাবেক আছে সেই মাফিক কাজ করিবো দেওাল আজ লাগাদী ২॥০ মাহাব মৰ্দ্ধে তৈযাব করিয়া দিবো টাকা আঞ্জাম মাফিক পাইব তাহার রসিদ (হন্দা ?) দিব বাজে কোন খড়চা কবিবো না জদী কোন খড়চা করি তবে ইহার মজুরি বাজেআপ্ত কবিবেন এই করারে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সক ১৮০৭ সাল তাং ১৪ আগোষ্ট

ইসাদী—

শ্রীসদারাম বায	শ্রীমদন দাষ	শ্রীবামতনু দাষ
সাং চুচুরা	সাং চুচুবা	সাং ধনিপুব
* নিসানি সই	* নিসানি সই	* নিসানি সই

লিখিতং শ্রীরামতনু দাষকস্য—

রসিদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চঃ আগে আমী মোঃ চুচুড়ার কুটীর দেওাল গাথিবার কারণে এই কবুলতির মৰ্দ্ধে সিকী ? ১৩০৲ একশত ত্রিষ টাকা শ্রীযুত দেওান রঘুনাথ বাবুর তহবিল হইতে দাদন লইলাম লইয়া রশিদ লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৮০৭ সাল তাং ১৪ আগোষ্ট

৮৭ শ্রীশ্রীরাম—

সরণং—

শ্রীমদন দাষ
সাং চুচুড়া
নিসানি সই

মহামহিম শ্রীযুত মেঃ সাহেব

বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীমদন দাষ মেস্ত্রীকস্য

কবুলতী পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চঃ আগে আমী মোঃ চুচুড়ার কুটীর উত্তরদিগের পাটকিলি পাচিলের দেওাল গাথিবার কারন ফুরান চুক্তী লইলাম ইহার চুক্তী লম্বা ১০০ ফুট উচ ১ ফুট চৌড়া ভিত ১ ফুট ইহার দাম ফি ঐরকম মিলে ১।৶০ এক টাকা সাত আনার হিসাবে পাইবো ইহার ইট মসলা সরকার হইতে পাইবো সাহেবের পছন্দ মাফিক জেমন সাবেক আছে সেই মাফিক কাজ করিবো দেওাল আজ লাগাদী ২ দুই মাহার মদ্ধে তৈয়ার করিয়া দিবো টাকা আঞ্জাম মাফিক পাইবো তাহার রসিদ (হন্দা ?) দিবো বাজে কোন খড়চা করিবোনা জদী কোন খড়চা করি তবে ইহার মজুরি বাজেআপ্ত করিবেন এই করারে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৮০৭ সাল তাং ২৮ আগোষ্ট—

ইসাদী		শ্রীমদন দাষ
শ্রীছিদাম ঘোষ	শ্রীরামতনু দাষ	সাং চুচুড়া
সাং ধনিপুর	সাং ধনিপুর	নিসানি সই
নিশানি	নিসানি	

লিখিতং শ্রীমদন দাষ মেস্ত্রীকস্য

রসিদ পত্রমিদং কার্য্যনাঞ্চঃ আগে আমী মোঃ চুচুড়ার কুটীর দেওাল গাথিবার কারন এই কবুলতীর মর্দ্ধে সিক্কী (?) ৬০৲ সাটী টাকা শ্রীযুত রঘুনাথ বাবুর তহবিল হইতে দাদন পাইলাম পাইয়া রসিদ লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৮০৭ সাল তাং ২৮ আগোষ্ট—

(৯৮)

নং ৯৭৬ Government Custom House.

At the 28th of Jany. 1808.

Collector of the Govt. Customs

এই রওয়ানা গোরা সিংহকে দেওয়া যাইতেছে

বাবত চিন্যাছাতা ও গয়রহ—

আমদ কলিকাতা— রপ্ত মোঃ লাহোর

বতারিখ ২৮ জানুয়ারী মাস সন ১৮০৮ সাল ইং মোতাবেক সন ১২১৪ সাল ১৬ মাঘ মাষুল ফি শত মাফী ফিস মোকাম কলিকাতার পঞ্চোত্তরার তহবিলদারের রোজনামায় দাখিল হইলো এই রওয়ানার তারিখ মজকুর অবধি কেবল এক বৎসর কার্য্যে আসিবেক এই মুদ্দতের মধ্যে মষুল পঞ্চোত্তরা আবওাব রাহাদাবী ও গয়বহ আদায়ের জন্যে কেহ মালে মজাহিম না হইয়া ছাড়িয়া দিবে ইতি—

চিন্যাছাতা	৩টা—	৬৲
চন্দনি পাখা	২টা—	১৷৹
দফে	১টা—	১৷৹
দুরবিন	১টা—	২৷৹
চীন দোয়াত	১টা—	৷৹
চীন কলমদান	১টা—	৷৹
		১২৷৹
ফি— ? ?		৷৹

(৯৯)

৭ শ্রীশ্রীসিবজী

সরণং—

স্বস্তীঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয়

শ্রীযুত মেস্তর জান মনকটন সাহেবজিউ

সহৃদারচরিতেষু। আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিসেষঃ আমার সরকারের চাকর সিফাহিয়ান লোক জে আছে তাহারদিগের পাথরকলা বন্দুক আদি এক রকম কমিসনর সাহেব আনাইয়া দিয়াছীলেন তাহা পুরানা হইয়া সিকস্ত হইয়াছে সেমতে

পাথরকলা বন্দুক ও গয়রহের দরকার আছে তাহার ফর্দ্দ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরির মারফত পঠান জাইতেছে আপনে আমার কদিম মেহেরবান মেহেরবানি পুর্ব্বক শ্রীযুত নওাব গবনর জনরেল বাহাদুরকে এত্তল্বা দিয়া এক কেতা রাহাদারি করিয়া দিবেন জে ফরাগত খাতিরে এথাত পহুঁছে সতত নিজ মঙ্গলাক্ষনে সন্তোস করিবেন ইতি— সন ২৯৯ শকা ২৫ আশ্বিন

শ্রীশ্রীরাম

সরণং

ইয়াদাস্ত জায় জিনিষ খবিদ
মোকাম কলিকাতা সরকার বেহার
সন ১২১৫ সাল বাঙ্গলা তারিখ ২৫ আশ্বিন

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
সিং চৌধুরি
মোক্তার সরকার কোচবেহার

আসামী	জিনিশ
পাথরকলা বন্দুক	
ময়দোওযান—	১০৫ একসও পাচ
সঙ্গিন ময় মিয়ান	
ও দোওয়ান—	১০০ একসও
তোসদান ময় দোওযান—	১০০ একসও
মারতৌল—	১০০ একসও
মাঝরি—	১০০ একসও
সুজন—	১০০ একসও
কুটি—	১০০ একসও
চিনের সিকারি বারুদ—	।।০ আদ মোন
পাথবকলা বন্দুকের ইংরেজী বারুদ—	২০/ বিসমোন
পাথরকলা বন্দুকের পাথুরি—	১০০০ এক হাজার
পীতলিয়া তম্বুর	১ একটা
বাসুরি—	১ একটা
তুরূক সওয়াব	
চারি জনের লওয়াজিমা পোষাক—	১ দফা
	১৩ তের দফা

জের— ১৩ দফা

দরাজ

সুবাদারি	১	জমাদারি	৩
হাওয়ালদারি	৮	আমলদারি	৯
সিফাহিয়ান	১৫০	খালাসি	২
বাকওয়ালা	২	তম্বুরওয়ালা	১

একুনে— ১৭৬ একসও ছেয়াত্তরি দফা

১৪ চৌদ্দ দফা
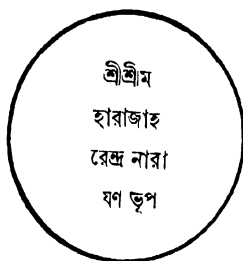
স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয় শ্রীযুত জান মনকটন সাহেবজিউ সহৃদারচরিতেষু—

(১০০)

৺শ্রীদুর্গা।

৺৭ গুণগণরঞ্জনমগুনভূষিতকৃতিগণভাবিতভাবুকবাসিবিবাজিতযশআমলিনীকৃত সারদপার্ব্বণ-শশধরকরবরনিকর শ্রীল শ্রীযুক্ত কলীকাত্তাধীশ্বর গবণর বাহাতুব মহামহোগ্রপ্রতাপেষু। পবমপ্রীতিপূর্ব্বকবেদনমিদং পরাঞ্চৈতে সমাচারাঃ পূর্ব্বে আপনাতে জ্ঞাপন আছে তীর্থাদি প্রদর্শন কালীন আপনার সহিত মুলাগং কবিবার এই বিসয় যাত্রা করিয়া মোকাম দুদপাতলিতে রহিয়াছি অথ বর্ষাপ্রযুক্ত কতেক মাস থাকা হৈল অতএব আগ্যে ৮ আষ্ট গোট হস্তি শ্রীহৃদয়রাম দেব এবং শ্রীমাণিক্যরাম দেবর সমভ্যারে রয়ানা করিতেছি

ইচ্ছা থাকে তবে আমিহ্ পশ্চাৎ পহুছিম জ্ঞাপন করিলাম কিমধিকং বিজ্ঞবরেষ্বিতি গগণানলমৈক্র (?) মিত শকাব্দীয় ফাল্গুণস্যাষ্টবিংশতিদিনজাতেয়ং লিবিঃ ॥—

৺৭ বিবাদার্ন্নবনিমগ্নস্থখসন্তারক শ্রীল শ্রীযুত কলিকাতাধীশ্বর গবণব বাহাদুর মহা কারুনিক কীর্ত্তিগ্রামবিবাজিতেষু ॥

(১০১)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা—

চরণ সহায—

স্বস্তি গুণীগণনীয়প্রচণ্ডপ্রতাপতপনতাপিতাশেষবিপক্ষকীর্ত্তিরাশীনিশাকর শ্রীযুত লাড গিলবরট মিণ্ট গবনর জানবেল বৃহত নবাব বাহাদুরাক্ষেষু কামাভিরঞ্জনপত্রমিদং বিবাজতেতমাং অত্রাস্মাকং কায়িকভবামব্যাহতং ভবন্মঙ্গলং সমিহামহে দরখাস্ত মুসম্মাত রাণী কমলেশ্বরী জওজে গৌরীনাথ সিংহ সর্গদেব মুতফা মুলুকে আসাম আরজ এই আমাব মুলুকেতে সম্প্রতিক জে অনির্ব্বচনীয় আহোওাল তাহা লিখিয়া জানাইতেছি সন ১১৯৮ সাল বাঙ্গলা আমার স্বামী রাজা থাকীতে আমার মুলুকের প্রজালোক ঢুন্দিয়ামী করিয়া রাজাকে তক্তছাড়া করিয়াছিল ইহাতে রাজা পলাইয়া আইশেন সেই সময় রাজার ভাই ভাতিজা বংস লোক জে ছিল তাহারা কে কোথায় পলাইয়া জায় কাহাবো খবর কেহ ওাকীব নহে আমার স্বামী মোকাম গুআহাটী পৌছিয়া মেঃ দানিএল রোস সাহেবের দ্বারায় মোকাম কলিকাতার মেঃ আলেকজন্দ্র কালবিন সাহেবের মারফতে গবনর কৌচলে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর লাড করণওালিসকে আপন মোহর দস্তখতে চিটী লিখিযাছিলেন জে আমি সংপ্রতিক এই আপদগ্রস্ত হইয়াছি আপনে বাঙ্গলা মুলুকের মালিক আমাকে অনুগ্রহ করিয়া কথকগুলিন সিফাই মদদ দিয়া আমার শত্রু পরাজয় করিয়া মুলুক আমল দেওাইয়া দেন তাহাতে কোম্পানী সরকারের জে খরচ পত্র হইবেক তাহা আমী দিব সেই পত্র পাইয়া গবনর জানরেল বাহাদুর আমার স্বামীকে অনুগ্রহ করিয়া করিয়া কাপ্তান ওএলস সাহেবকে ১১ কোম্পানী সিফাই

সমেত আমার মুলুকে তয়নাত করিয়া রাজ্য আমল দেওাইয়া দেন পুনরায় আমাব মুলুকে সর্ব্বদা উতপাত উপস্থিত হয় তাহার খববদারী কারণ আমার স্বামী রাজাকে মেহেরবানগী করিয়া সরকার কোম্পানী হইতে বন্দুক সরঞ্জাম ও গয়রহ কএক দফা দেওান সেই সকল বন্দুক সবঞ্জাম আমার মুলুকের উজির একজন বনামে বুঢা গোহাঞী আপন এক্ত্যারে রাখিয়া আপন ভাইকে ফৌজের সরদার করিযা খোদ জববদস্ত হইযা কাবসাজিতে আমাব স্বামী বাজাকে নষ্ট করিয়া মুলুক আপন দখলে আনীযা আপন মতলবে আমার স্বস্থবের খুড়ার এক দাশী পুত্র ছিল তাহার প্রপৌত্র কিনারাম নামে একজন তাহাকে বুঢা গোহাঞী আনাইয়া রাজার সন্তান বুলিয়া রাজা কমলেশ্বর সিংহ নাম দিয়া মুলুক আপুনি ভোগ করিতেছে রাজা কেবল নাম মাত্রে বাজা হওা আমার দেশের সাস্ত্রমত পুর্ব্বাপর বেবস্থা অভিসেক আদী কিছুই হয নাই টাকসাল আমার স্বামীব নামেতেই অদ্যাবধি চলিতেছে আমার বংসের সন্তান প্রকৃত ওারীশ জে সকল লোক তাহারা মুলুক দখল পাইলে আমার স্বামী সর্গদেব মহারাজকে নষ্ট করাব জন্যে বুঢা গোহাঞীকে অবশ্য ধরিবেক এই ভয় প্রজুক্ত হকদার সকলকে বেদখল করিয়া কিনারামকে বাজা নাম দিয়াছে আমার দেশে অন্যায় অধর্ম্ম কখনো ছিল না এই বুঢা গোহাঞী উজিব হইয়া অবধী দেশের অক্ষাত এবং সকলী অন্যায অধর্ম্ম বেবহার করিতেছে ১ দফা রাজাব হকদার সর্গদেবের আপন বংস জাহাবা আছে তাহারদিগেক বেদখল কবে ২ দফা আমাব স্বামীর সর্ব্বপ্রকারে সহায় ৵ কোম্পানী বাহাদুব জাহা হইতে বেদখল মুলুক দখল পাইয়াছিলাম তাহার সরকারের ফৌজের খরচপত্র বাবদ দেনা টাকা আদায় কবে নাহি এবং কাপ্তান ওএলশ সাহেব আমার মুলুকের খবরদারী বহুত কবেন তাহার মিথ্যা বদনাম এই সরকারে ঐ মন্ত্রি জাহের করে ৵ কোম্পানীর দেনা আদায় কারণ টাকা মুলুক হইতে তহশীল করিয়া লইআছে এবং সর্গদেবের জাবদীয় দৌলত আশবাব আপনি তছরুপ করে ৩ দফা মেঃ রোশ সাহেব আমার মুলুকের মঙ্গলানুধ্যাই এবং রাজাব দোস্ত ছিলেন তাহাব তেজারত সম্পর্ক্য কারবারের পাওনা আমার মুলুকে আছে আর রাজা গুআহাটী আশাতে রাজাব হুকুমমত গুআহাটী সাহেব জান তাহাতে দরঙ্গী রাজাব দ্বারায লুটা জান পরে এক দফা দরঙ্গী রাজার সহিত আমার রাজত্বের অনঐক্যতা হইয়াছিল তাহার সলুক কাবণ সাহেবকে ভার দেয়া জায় সাহেব সলুক করিতে দরঙ্গ জান তাহাতে মারা পরেন এমত জে আমার রাজ্যের উপকারী ব্যেক্তি তাহার পাওনা বিলাইতের তদারক কাবন হুজুর হইতে তিন চারি দফা পরোওানা সমেত শ্রীকমললোচন নন্দী জান তাহার তদারক না করিয়া হুজুরেব হুকুম তাচ্ছল্য করিয়া সাহেবের দেনা দেওায় নাহি মপর্খলে দরঙ্গের রাজা প্রজাকে ধমকাইয়া রোশ সাহেবের লুঠতরাজ বুলিয়া মবলগ টাকা তহশীল করিয়া লয় এমত স্থনিয়াছি ৪ দফা কমলেশ্বর সিংহকে রাজা নাম দিয়া আমার স্বামীর আমলের জত কারবারী লোক ছিল কম বেশ পাঁচ হাজার লোক ঐ মন্ত্রি এক মাস মধ্যে গরদান মারে ৫ দফা আমার স্বামীব প্রধান চাকর মোকাম কোননগরের রামনারায়ণ সোম দেওান ছিল তাহার মবলগহায় টাকা

সরকারে এবং মুলুকে পাওনা ছিল তাহা না দেওাইয়া দলিল দস্তাবিজাত কাগজ পত্র জবরদস্তিতে ঐ মন্ত্রি ছিনাইয়া লয় এই প্রকারে আর ২ চাকর লোক ও মহাজন লোক অনেকেরি অন্যায় করিয়া মুলুক হইতে নিকালিয়া দিয়াছে এবং প্রজা লোকের পর দৌরাত্য অবিচারের সিমাহ নাই তাহারা প্রাণের ভয়প্রজুক্ত কোন কথা কোনখানে জাহের করিতে পারে না এই সকল অধর্ম্মে প্রায় রার্জ্য উজার হইয়াছে যে অবশীষ্ট আছে তাহারদিগের আকাঙ্ক্ষা আমার বংশের সন্তান রাজা হইলে স্থির থাকে দেশ সুর্দ্ধা সকলেরি এই প্রার্থনা সেওায় ঐ মন্ত্রি আমী বাঙ্গলা মুলুকে আশীয়াছি আমার সন্তান নাই আমার বংসের জে কেহ আছে তাহারা স্থানান্তরে থাকাতে প্রকাশ ছিল না কারণ ৺কোম্পানী সরকারে আপন খোরপোষ নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়াছিলাম তাহাতে সরকার হইতে জেলা রঙ্গপুরেব কালেক্টরের উপব খোরপোসের বরার্দ্দ করিযা দিয়াছেন তদবধী চিলমারী মোকামে আছি পরে আমার স্বস্থবের জ্যেষ্ঠ ভাই রাজেশ্বর সিংহ পুর্ব্ব সর্গদেব ছিলেন তাহার প্রধান প্রপৌত্র শ্রীব্রজনাথ সিংহ কোঙর ঐ মন্ত্রির ভয়প্রজুক্ত আপন স্ত্রীপুত্র সমেত মনিপুব ও কাচার দেশ হইয়া জঙ্গলা পথে আসীয়া আমার নিকট পৌছিয়াছে ইহাবাই আমার মুলুকের প্রকৃত হকদার আমারদিগেব সহায় সম্পত্য কোম্পানী বাহাদুর হকদারেব হক দেওাইতে এবং সরণাগতপ্রতি সানুকুলতা হওা সর্ব্ব প্রকারে ক্ষেমতা সেওায় কোম্পানী বাহাদুর আর কাহারো সামর্থ নহে এ কথা সর্ব্বত্রে প্রকাশ আছে একারণ উমেদওার মনজোগ পূর্ব্বক আমার মুলুকের বদীয়ত দমন করিতে এই হকদার ব্রজনাথ সিংহ কোঙর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কবিযা কিঞ্চিত মদদ দিতে হুকুম হয় ইহাতে জে খরচপত্র হয় এবং পুর্ব্বের জে দেনা কোম্পানী সরকারের তাহা বেবাক কোঙর মজকুর আদায় করিবেক এবং চিরকাল কোম্পানী বাহাদুবেব আজ্ঞাবাহক থাকীবেক এবং কোম্পানী বাহাদুরের নেকনামিতে চিরকাল পরববিশ পাইবেক ইহা আরজ ইতি সন ১২১৬ সাল বাঙ্গালা তারিখ— ১১আশাড—

স্বস্তি গুনিগণগনণীয়প্রচণ্ডপ্রতাপতপনতাপিতাশেষবিপক্ষকীর্ত্তিরাশিনিশাকর শ্রীযুত লাড গিলবরট মিণ্টু গবনর জানরেল বৃহত নবাব বাহাদুরাক্ষেষু—

(১০২)

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয়প্রবলপ্রতাপ—

শ্রীশ্রীমহারাজা হরেন্দ্রনারাযণ ভূপ বাহাদুব মহাবলপরাক্রমেষু আপনকাব মঙ্গল বাশনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ শ্রীযুত বিরেন্দ্রনারাযণ কুঙবের পত্রে জানা গেল জে আপনকার তরফ লোকে কুঙব মজকুরের শ্রীভগীখাডাধরাকে জমিনের দাওা কবিয়া পাকড়া করিয়া মাইরপিট করিযা কয়েদ করিযাছে শেমতে আপনকাকে লিখা জায় জদি নিজ বেহারেব মোতালকের জমিনের দাওাতে পাকডা কবিযা থাকে তবে আদালতের মোতালক হইতে পাবে আদালতের দস্তবমত তাহার জামিন লইয়া খাডাধবা মজকুবকে ছাড়িযা দিবেন জদিস্যাত বলরামপুরেব এককুসিব গ্রর্দ্দেব মধ্যেব জমিন হয তবে শে জমিনের আপনকাব আদালতের সহিত কিছু এলাকা নাহি তবে উচিত যে পত্র পহুছা মাত্র খাডাধবা মজকুবকে ছাডিযা দিবেন আব রাইযত ও প্রজাকে খানখা পাকডা কবিয়া মাইবপিট করা আদালতে দস্তব নহে জদিস্যাত কোন প্রজাব পব কোন জমিজিবাতেব মোকর্দ্দমা ঠাওবে তবে আদালতের চিঠি দেখাইলে শে বেক্তী হাজির হইতে পাবে নাহক কাহাকো মাইরপিট করা কোনমতে উচিত নহে গতাআতে নিজ মঙ্গলাদি লিখিযা সন্তুষ্ট করিবেন ইতি সন ১৮০৯ ইঙ্গরেজি তাবিখ ২৭ জুলাই মতাবক সন ১২১৬ সাল বাঙ্গলা তাং—১৫ আশাড—

শ্রীশ্রীসিবঃ

সবণং—

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয শ্রীযুত মেস্তব জিমিশ মাবগীন সাহেবজিউ সদ্ভাবচরিত্রেষু।

আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ সন হালের ১৫ আশাঢ়েব আপনকার পত্র পাইযা সমাচার জ্ঞাতা হইলাম—শ্রীবিরেন্দ্র কুঙব আপনকাকে লিখিযাছে জে তাহাব শ্রীভগীখাড়াধরাকে আমার সরকারেব লোকে জমিনের দাওা করিযা পাকডা কবিযা কয়েদ কবিয়াছে সেমতে লিখিয়াছেন জে নিজ বেহাবেব জমিনের দাওাতে যদি পাকডা কবিয়া থাকে তবে আদালতের মোতালক হইতে পাবে তবে আদালতের দস্তব মত জামিনি লইয়া খাড়াধরা মজকুরকে ছাড়িয়া দিবেন আর জদিস্যাত বলরামপুবেব এরক্রোশীর গ্রের্দ্দের মধ্যের জমিন হয় তবে আপনকাব আদালত সহিত এলাকা নাহি ইহার কি আশয় গ্রর্দ্দ বলরামপুর নিজ বেহারের বাহিরা মহাল নহে নিজ বেহারের নালবন্দীর মহাল বলরামপুরের একক্রোশীর উপস্বয়ে মাজুল নাজির কুঙব মোতফার খোরোপোষ নিমিত্তো

নিযুক্ত হইয়াছে এমত প্রকার আমার সরকারের অন্য ২ চাকর ও কুঙর লোকের আছে ইহাতে মাজুল নাজির মোতফার একক্রোশীর আদালত কি প্রকারে নিজ বেহারের বহিঃর্ভূত হইতে পারে সাকিন ভলকার শ্রীরামসঙ্কর সর্ম্মার ব্রম্মোত্তর জমিনের খাজানা ২৪ চর্ব্বিষ টাকা শ্রীভগীথাড়াধরা ও শ্রীরাজমোহন দাশ ও শ্রীঅযুধ্যারাম নিয়াছীল সেমতে সর্ম্মা মজকুর মবলগ মজকুরের দাবি করিয়া আদালতে নালিষ করিয়াছিল আদালতের দস্তুরমত চিটী সরকারে খাষ পদাতির হাওালাতে জারি হইয়াছিল সর্ম্মা মজকুব চিটির আশামীআনের মধ্যে ভগীথাড়াধরাকে খাশ পদাতিকে দেখাইয়া দেওাতে খাশ পদাতি মাফিক জাবেতা চিটী জারি করাতে ভগী মজকুর খাষ পদাতির পাষ হাজির হইয়া হযুরে পহুছিয়া জামিনি দাখিল করিতে পারে নাহি এ কারণী দিবস তিন চারিক খাষ পদাতির হাওালাতে ছিল আপনকার পত্র পহুছার পুর্ব্ব খাষ পদাতির পাশ ভগী মজকুর হাত জামিন দিয়া আপন বাড়িতে গীয়াছে পরে ভগী মজকুব ২৩ আশাড আদালতে হাজিব হইয়াছিল তাহাতে জেমত সওাল হইয়াছিল তাহাতে জেমত জওাব দিযাছে তাহার নকল পঠাই দিষ্টী করিবেন কুঙর মজকুর জে লিখিয়াছে তাহা প্রকৃত অপ্রকৃত জ্ঞাতা হইবেন বাকি দুই আশামি গরহাজির হইয়াছে আদালত নেক ইনসাফের কারণ তাহাতে বদিয়তের বিসয় কি আছে আর জখন আমার নাবালগী ওক্তে কমিশনর সাহেব লোক ছিলেন তথনহ মাজুল কুঙর মোতোফাব লওাহেকান লোকের নামে জখন জে নালিষ করিতো তখন নিজ বেহারের আদালতে আমার মোহবে চিঠী জারি হইয়া কমিসনর সাহেব লোক তজবিজ করিতেছিলেন কমিসনর উঠিয়া যাওয়াতে আদালত ফৌজদাবি আমার এথাত আইসার সাপক্ষ পর্যন্ত মোকাম রঙ্গপুরে সাহেবান লোক নিজ বেহারের আদালত করিয়াছেন তাহাতেও কুঙর মোতফার লওাহেকান লোকের নামে জখন জে নালিষ করিয়াছে তাহাতেও আমার মোহরে চিটী জারি করিয়া নিজ বেহাবের আমার আদালতের সামিল তজবিজ করিয়াছেন পরে জখন আদালত ও ফৌজদারি আমার এথাত আশীয়াছে জদি শ্রীযুত নওাব গবনর জনবেল বাহাদুরেব এমত হুকুম থাকিতো জে গ্রর্দ্দি বলরামপুরের আদালত ও ফৌজদারি নিজ বেহারের সামিল নহে তবে আদা[ল]ত ফৌজদারিব বিশএ শ্রীযুত মনগামরি সাহেব আমাকে জে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে মন্দরজ থাকিতো এবং সাহেব মৌশুফ সন ১২১৩ সনে কুঙর মোতফার খোরোপোশেব বাবত একক্রোশী জমিনের বিসয় আমাকে জে পত্র লিখিযাছিলেন তাহাতেও আদালত ও ফৌজদারি গ্রর্দ্দি বলরামপুরের একক্রোশীর মধ্যে না থাকাব কিছু দবজ নাহি এদানিক জদি বলরামপুরের একক্রোশীর মধ্যে নিজ বেহারের আদালতের সামিল না থাকার কোন হুকুম আপনকার নামে আশীয়া থাকে তবে মেহেরবানগী পূর্ব্বক ঐ হুকুমের নকল আমার এথাতে পঠাইবেন তাহা জ্ঞাতো হইয়া তাহার প্রতুলের বিসয় আপনকার পরামৃষ মতে চেষ্টা পাইতে পারি আর সন ১৮০৭ ইঙ্গরেজির ১৫ মাহে আপরেল শ্রীযুত মেস্তর চারজ ডজবল সকটুর সাহেব মনগামরি সাহেবের নামে হুকুম লিখিয়াছেন জে গ্রর্দ্দি বলরামপুর একক্রোশী জমিন কুঙর মোতফা খোরোপোষ নিমিত্যে

পাইবেক তাহাতে মনগামবি সাহেব মৌশুফ গর্দ্দ বলবামপুবের এক‌ক্রোশীর মধ্যে আমার আদালত ফৌজদারি না হবেক এমত জেকেব কিছু নাহি জ্ঞাত। কাবন লিখিলাম আর সতত নিজ মঙ্গলাক্ষণে সন্তোষ করিবেন ইতি সন ৩০০ সকা তারিং—১০ শ্রাবণ—

শ্রীশ্রীদুর্গা—

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয়প্রবলপ্রতাপ

শ্রীশ্রীমহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর মহাবলপবাক্রমেষু আপনকাব মঙ্গল বাশনাতে অত্রানন্দ বিষেষঃ ১০ শ্রাবণেব আপনকাব পত্র ১৩ তাবিখ পাইয়া সমাচাব জ্ঞাত হইলাম এ সকল মনাকসার বিশয় হযুবে বেপট করা গীযাছে হযুরেব জেমত হুকুম পহুচে তাহার মত পশ্চাত লিখা জাবেক গতাযাতে নিজ মঙ্গলাদি লিখিয়া সন্তুষ্ট করিবেন ইতি সন ১৮০৯ ইঙ্গরেজি তারিখ ২৭ জুলাই মতাবক সন ১২১৬ সাল বাঙ্গলা তাং ১৩ শ্রাবণ—

---

(১০৩)

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা—

সহায—

শ্রী ব্রজনাথ সীংহ কুঙর
মলুকে আসাম

দরখাস্ত শ্রীব্রজনাথ সীংহ কুঙব মলুকে আসাম আবজ এই আমাব পৈত্রিক মলুক কারসাজীতে শ্রী বুড়া গোসাঞী উজির দখল কবিয়া ভোগ কবিতেছে আমবা বাজ সন্তান মলুক হাতছাড়া হওাতে অন্নবস্ত্রে আজীজ হইয়া মলুক দব মলুক ফিবিতেছী আমাব দীগের মলুকে স্থাপিত করিবার আকাঙ্খাতে কীছু সীফাই মদদ কাবণ আমাবদীগেব কত্রি শ্রীযুতা রানি কমলেশ্ববি আমারদীগেব সবেত্তার আহয়াল লিখিয়া গবনব কওসলে আবজী করিয়াছিলেন তাহাতে সাহেব লোককে সমস্ত রৌসন হইয়াও কওসলে মরজী হইল না ইহাতে নিতান্ত নাচার হইলাম আমবা হাজাবহায় লোক অন্নবস্ত্র বিনে প্রেসান ফার্ক্কা দর ফার্ক্কা বিতিতেছে (?) বিনে আপন মলুক না গেলে প্রান বাচিবার কোন বাহা নাই এজন্যে দেসে জাইবার মনস্ত কবিয়া আবজ জানাইতেছী আমরা রাজ সন্তান বিনে লোকজন হামরাও না লইয়া জাইতে পারিনে দেশে থাকাতে সওারি সিকারে গেলেও হাজারহায় লোক সঙ্গে চলে সাহেব লোকেব হযবতে বাঙ্গলা মলুকে হাতিয়ারবন্দ লোক বিন হুকুমে কেহ লইয়া জাইতে পারে না অতএব আরজ আমার সরকাবের কদিম চাকর সীফাই লোক জেলে ঢাকা ও নসিরাবাদ ও রঙ্গপূর অঞ্চলে জাহারা আছে তাহারা আপন

খুশীতে আমার সঙ্গে জাইতে রাজী আছে কমবেস পাচ সাত সও হাতিয়ারবন্দ লোক ইহারদীগেক সঙ্গে লইয়া জাইতে পারিলে আমারদীগের হাজারহায় লোকের প্রাণ রক্ষা হয় সাহেব লোক মেহেরবানগী নজরে আমাকে এক রাহাদারি দীতে হুকুম হয় আমার কদিম চাকর জাহারা আপন খুশীতে আমাব সঙ্গে মায় হাতিয়ার সরমঞ্জাম সহিত জায় তাহাতে কেহ মজাহিম না হয় ইহা আরজ করিলাম ইতি সন ১২১৬ সাল বাঙ্গলা—তারিখ —১৬ ভাদ্র—

স্বস্তি গুনিগনগনীযপ্রচণ্ডপ্রতাপতপনতাপীতাশেষবিপক্ষকীৰ্ত্তিবাশিনিসাকর শ্রীযুত নবাব হনরবিল জান লমসডিন সাহেব বাহাদুব কায়েম মোকাম শ্রীযুত নবাব লাড মিণ্ট গবনর জানেরেল ব্রহদ নবাব বাহাদুরাক্ষেষু কামাভিরঞ্জন পত্রমিদং বিরাজীতেতমাং অত্রাস্মাকং কায়িকভব্যমব্যাহতং ভবন্মঙ্গলং সমীসামহে—

শ্রীমদ্রাধাগরুড়ধ্বজপৎ সরসীরুহোপাসিত সুধাপী য়মান শ্রীল শ্রীব্রজনাথ সিং হ দেবালস মধুকরস্য

---

(১০৪)

শ্রীশ্রীধৰ্ম্মাজিউ

সরণং—

৭ সস্তিঃ শ্রীযুত কলিখাতার লবাব সাহেব জিউত স্বচরিতেস্থ বিসেস য়াপনার পত্রচিহ্ন সমেত পত্র পাএয়া জ্ঞাত হইলাও তাহাতে য়ামার তরফ মরাঘাট মজকুরের সিম বিসএ শ্রীযুত রঙ্গপুরের সাহেবকে হুকুম করিয়াছ সেমতে য়ামার হুজুরের একজন উকিল মরাঘাট মজকুরে পঠা গেলো মাফিক য়াপনার তরফ রঙ্গপুরের সাহেবকে এহি চান্দের পছিসা তারিকে মরাঘাট মোকামে পঠাবেন সেমতে মরাঘাট পহুছিয়া য়ামার উকিল সহিত পুৰ্ব্ব সিমত সিম করিবেক য়ল্প কথাত তোমাত য়ামাত বিবদ কি আছে ইহাতে জ্ঞাত হএয়া

অর্ন্নমত না করিবা আপনার নিজ মঙ্গলাদি শতং লিখিবেন ইতি মোকাম টাসিসজন মাহে বেসাগ চান্দেরঙে সন ৩০০ সাল—১২ তারীক

• কোক: পত্র পত্রছির্ণ লাল দেবাঙ্গং এক থান পঠান জাএ লহিবেন ইতি

৭ স্বস্থিঃ শ্রীযুত কলিখাতাব নবাব জিউত পত্র পহুছিব
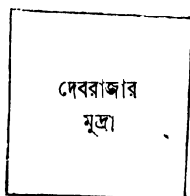
দেবরাজার
মুদ্রা

—— ——

(১০৩)

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

শরণং—

শ্রীযুত৺বোমডীম ছোট
সাহেবের পাযত

৭ আজ্ঞাকারি শ্রী চামচীর যুভাদারের শতশশ্র কৌটী ২ সেভা দণ্ডবত পাযত আদ্দাশ—

পায়ের কর্পোত আমার প্রাণগতিক ভালএ আছি আমার দ্বাব মরাঘাট সীম শরহদ বসথো এ বছবর নানা কাজীঞা লাগাইয়াছে তাহারে তজবিজ কবিতে রঙ্গপুরেব শ্রীযুত৺ বেরেষু সাহেবক হুকুম করা গেছে সে তজবিজ কবিতে সাহেব আশীয়া পহুচান আমাব কাহিলা কারণ জাইতে না পারিয়া শ্রীশ্রীদেবরাজার ওখনে ও শ্রীযুত৺পেলা সাহেবেব ওখনে আমার ভাজকো ও দরর্গা মাতবব চারি জনকে সরেজমী তজবিজ করিতে সাহেবের সাক্ষাতে পঠাইয়াছি রঙ্গপুরের সাহেব সহিত তজবিজ হৈল অতএব পূর্ব্ব সীম জবধকা নদীর উতর পার আমার দখল দখীন পার বেহারেব দখল জরধকা নদীর পুবে ধাপুরিবান্দা নদী শে ধাপুরিবান্দা নদীর উতর পাব ভেরূকাগাও খলাইগাম ও মোরঙ্গা চামচীর তলা আমার দখল দখলে পাব টেঙ্গেনামারি খেতিব সামীল বেহারেব দখল এহিমতে পূর্ব্ব হৈতে দখল করিতেছি এবং রায়তের দুই এক কীতা জমীনত কাজীঞা হৈয়াছিল তাহার তজবিজ করিতে বেহারের তরফ নরিন্দ্রদেব কৌঙর ও শোভারাম ঘোষ আগা চামচীব

শুতা দেবরাজার নবেজুঞা (?) মপশলের মাতবর কর্ম্মচারি এ সকল সহিত সরেজমী তজবিজ করিয়া শীম হৈয়াছে ভেরুকগা খলাইগাম মোরঙ্গা চামরচীর তলা টেঙ্গেনা মারি খেজরি সামীল বেহারের দখল এহিমতে নরিন্দ্রদেব কোঙর ও শেভারাম ঘোষ সহিত লিখীত পরিত রাজীনামা হৈয়াছিল শেহি সীম মতে অখন দখল করিতেছি সে সীমের লেখার নকল সাহেবের লয়া গেল তিন শন হৈতে এ বছরর লালা আমার রায়তক তুন্দমী করিআ ধান কাটে লুটতারাজ করে জোর করিয়া খাজানা তহশীল করিয়া লএ গরু বাছুর লুটতারাজ করিয়া লএ শে শকল রায়তক সাহেবে গঙ্গাজল দীয়া জীঙ্গাসা করিআ তাহার জবানবন্দ সাহেবে লয়া গেল লালা জোর করিয়া আমার ভোট পাইকর হেন খারাপ করিয়াছে তাহার গাওাকে গঙ্গাজল দীয়া তজবিজ করিল তাহার জবানবন্দ লয়া গেল বেহারের দখলের রায়ত কএক ঘর আমার রায়ত মর্দ্দিত আছে তাহার আমরা কোন অন্যাএ করি নাঞী দিন তুনীঞাব মালীক বিস্তারিত পায়ত কী লিখীবো ইহা পায়ত আর্দ্ধাষ ইতি সন ৩০০ সাল তারিখ ১ আশীন—

গোলা খাএআ ভোট মরা যায় চাতুওা পই ছাচু পই তামাস্থ পই চাসাডু পই তুবা পই মরা যায় গোলা খাএ আর বংতি আর বায় (?) শ্রীছবিনা পাইক শ্রীগোলাডুপ পই এবং সাতজন তার পাচ জন মরীছে দুই জন জীতা আছে—

পত্রচীন্য দেবাঙ্গ ১০ দশ [ ] পঠাই পায়ত পহুচীবেক ইতি—

---

(১০৬)

শ্রীহরি

মহামহিম শ্রীযুত গবনর জন্দরেল সাহেব

বরাবরেষু—

কাছাড়ের রাজা শ্রীমহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের উকিল শ্রীরিদয়রাম দেব আরোজ নিবেদন সংপ্রতি এক কীতা পরোয়ানা মহাবাজার হুজুর হইতে এ গোলামের নামে পৌছিয়াছে এই মজকুর জে এহার পূর্ব্বক এক কীতা নিবেদন পত্র শ্রীযুত গবনর জন্দরেল সাহেবের হুজুব লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম জে সিলটের জজ সাহেবের নামে হুকুম হয় আমার সঙ্গে ১০০ এক সও জোন সিপই হামরাহ শীলটের সরহর্দ্দ হইতে কলিকতা তক থাকে আর্দ্দবদি তাহার জবাব পাইলাম নাই আমি এখানে শ্রীযুত গবনর জন্দরল সাহেবের অনুগ্রহর আসাতে বসীয়া রহিয়াছি এ কারণ তোমাকে লেখা জাইতেছে জদি নজোর সমায় গতি ও প্রবাসের উক্তে এক্ষ্যান শ্রীযুত গবনের জন্দরেল সাহেবের হুজুর হইতে সিপই ও হেতেরবন্দ লোক ৩০ জোন আমার জান মানের নেগাহাবানির কারণ শ্রীযুত

জজসাহেব মৌষুফের নামে হুকুম হয় এমত আরোজ নিবেদন করিয়া সিগ্রহ এতলা করহ আমার বহুত খরচআস্তোর আব ঠাকুরদ্দিগের দরসন ও সাহেবানের সক্ষ্যাত না হউনের বড়ই খেইদ হইতেছে খোদাওন্দ অতেব নিবেদন শ্রীমহারাজা মৌষুফ নিতান্ত কোমপানি বাহাদুরের খএরখাহা এ কারণ জজ সাহেব মৌষুফেব নামে এই মোত হুকুমেব ওম্মেদওয়ার জে হেতেরবন্দ ও সীপই লোক শ্রীমহারাজাব নিগাহাবানির কারণ কলিকতা তক সঙ্গে থাকে এহা আবোজ নিবেদন কবিলাম ইতি ২৮ অগ্রাহায়ণ ১২১৬ সাল

---

(১০৭)

শ্রীহরি—

অশেষগুণাঢ্যধীনতত্ত্বাবধারণপূর্ব্বক বাদিপ্রতিবাদিবিবোধভঞ্জনাশেষদুষ্টদমনপূর্ব্বকআত্মীয়-ভূখণ্ডাবস্থিতপ্রজাসংরক্ষক শ্রীল শ্রীযুত গবণর বাহাধুব বড়সাহেব প্রচণ্ডশৌর্য্যবর্য্যেষু সমাবেদনমদঃ। আপনে অনুগ্রহ করিয়া মাপি পরআনা পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাইয়া স্বচ্ছন্দ মতে গয়া শ্রাদ্ধ করিয়া কাশীতে যাইতেছি ৺ দর্শন পব আপনার নিকট আসিব আর আমার উকিল শ্রীহৃদয়বাম দেবের বাচনিক জ্ঞাত হবেন অনুগ্রহ কবিবেন বিশেষ কি গোচর করিব ইতি জ্যৈষ্ঠস্য অষ্টাবিংশতি দিনজেয়ং লিবিরিতি ॥

অসাধারণসদগুণগণৈকনিকেতনদিগ্বিদেশাবস্থিতপ্রজাপালক নিজকুলকমলকমলবন্ধু শ্রীল শ্রী গবনর বাহাধুর বড়সাহেবর রেম্বিদং

---

(১০৮)

শ্রীদুর্গা

স্বীযাশেষশাস্ত্রাধ্যয়ননৈপুন্যায়াসাসাধারণসংসাবব্যাপারসম্পাদনানুকূলক্রিয়াদিজনিত যশো-রাকাসুধাধামপ্রকাশীকৃতাশেষদিঙ্মণ্ডল শ্রীল শ্রীযুত গবনব বাহাধুর বড়সাহেবাসাধাবণ শৌর্য্যবীর্য্যেষু সমাবেদনমদঃ। আপনে মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কৈলকাতা পহুছিয়াছেন ইহা স্থনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি পর আমার উকিল শ্রীহৃদয়রাম দেবকে পত্র দিয়া আপনার নিকট পাঠাইযাছি পহুছিয়া থাকিবেক আমি গয়া হৈতে ১৯ আসাঢ় কাশীতে পহুছিআছি ইহাতে অনেক দিবস হয় যে খর্চ্চ সঙ্গে আসিয়াছিল তাহা খর্চ্চ হৈযা গেল প্রযুক্ত এক কিত্তা দরখাস্ত উকিলের মারফত বমহরে পাঠাইতেছি অনুগ্রহ করিয়া মঞ্জুর করিলে এপানকাব ক্রিয়া সমস্ত কবিযা শীঘ্র আপনার নিকট পহুচিতে পারি আপনে ব্যাতিরেকে এতদ্দেশে ভবসা নাই বিশেষ কি গোচর কবিব ইতি আষাঢ়স্য চতুর্থ দিনজেয়° লিবিঃ।

অশেষশৌর্য্যাদিগুণগণজানতযশোবিষদীকৃতশাবদপার্ব্বণশশধরকববরনিকর শ্রীল শ্রীযুত গবনব বাহাধুব বড়সাহেবাপাবমহিমস্বিদং।

---

(১০৯)

শ্রীহরি

পুরাকৃতাসাধারণকর্ম্মগণজন্যাপূর্ব্বজন্মাহুতমস্বীয়ানির্ব্বচনীয়াতুলবিভবশৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমাদি-জন্যনির্ম্মলযশোরাজমানক্ষিতিপতিবব শ্রীল শ্রীযুত গবনর বাহাধুর বড়সাহেব প্রচণ্ড-প্রতাপাদিত্যেষু সমাবেদনমদঃ স্থনিয়াছি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তীর্থে আসিবার রাহাদারি পরআনার কারণ চিঠি সহকারে লোক আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহাতে নিকট গোচর করিতেছি আমি ভাদ্র মাসের শেষে আপনার নিকট আসিব অনুগ্রহ

করিয়া আমাব সঙ্গে রাহাদারি পরআনা দেন তবে ভাল হয আর পূর্ব্বেব চিঠিতে নিজ বিষয় গোচর করিয়াছি অন্য বিশেষ কি গোচর করিব অনুগ্রহ করিবেন কিমধিকেনেতি শ্রাবণস্য দ্বাদশ দিনজেয়ং লিবিরিতি—বিশেষঃ।

অনববতপরিস্পন্দমানধ্বজচামরাদিসন্দোলনানন্দনিকেতনাব্যাহতাজ্ঞ শ্রীল শ্রীগবনব বাহাধুর বড়সাহেব মহন্মহিমস্বিদং—
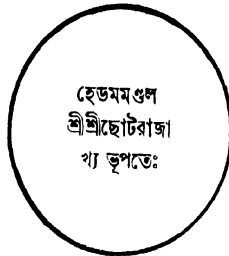
(১১০)

৭শ্রীদুর্গা

৭ দ্বিষপ্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডখণ্ডখণ্ডীকৃতকৃতাগঃ শান্তীকৃতসগর্ব্বনির্গর্ব্বীকৃত সভ্যসমদীকৃত সুহৃন্মনোরথসংপূর্ণীকৃত সন্ততদ্রবিনবিতরণ পৌরস্তকসঞ্জাত তিরস্কৃতনিৰ্জ্জিতদিনকর নিশাকব সৌদামিনীশোভাকরজলধরকীর্ত্তিপ্রদীপপ্রকাশীকৃতদিঙ্মণ্ডল শ্রীশ্রীযুক্ত গবনব জানেরেল জংবাহাদুর প্রচণ্ডপ্রতাপ সমর্য্যাদেষু

পরম প্রমোদ পৌরস্তক প্রবেদনমদঃ। শ্রীশ্রীমতা' ভব্যমনুদিনমনুপলং সমীহ মানস্য সমীহমানন্দকরং শস্তং সংবর্ত্ততেতরাং। পবং বিশেষস্তেতাবান্ শ্রীতীর্থসন্দর্শন ও শ্রীশ্রীযুক্ত ভবৎসন্দর্শন বাসনাতে রাহাদারি পরানা জন্য নিকট দবখাস্তেতে আপনকার মেহের-বানিতে রাহাদারি পরাণা প্রাপ্ত হৈতে সোদারাগ্রজ শ্রীযুক্ত হৈডম্বেশ্বর তীর্থসন্দর্শন ও শ্রীশ্রীযুক্ত

ভবৎসন্দর্শন বাসনাতে সন ১২১৬ সাল বাঙ্গালা আগ্রহায়নিকের ২২ তারিকে মত্রাজ্য হৈতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং সর্ব্বাংশে আপনকার মেহেরবানি ভরসাতে আমিহ স্বরাজ্যকার্য্যে আছি মদ্‌ভ্রাতার তীর্থ ও শ্রীশ্রীযুক্ত ভবৎসন্দর্শন বাসনা সম্পন্ন পাই যেই প্রকারে ত্বরিত মঙ্গলক্রমে স্বদেশাগমন হয় তাহা মনোযোগ করিবেন এবং জাহাতে মচ্চিত্ত তীর্থসন্দর্শন শ্রীশ্রীযুক্ত ভবৎসন্দর্শন বাসনা জনিতা হৈয়াছে তাহা শ্রীহট্টাবধি সাহেবানে আছবাব সহকারে মোকাম মোকাম ২৫ পচিস জনা ছিপাই সঙ্গে দিয়া পহছাইতে ও প্রমীট ও পঞ্চতরায কোন মোকামে আটক না করিতে মেহেরবানি পূর্ব্বক একখানি রাহাদারি পরানার হুখুমের অনুমতি হবেক্ আপনকার নজর ১ এক হস্তি শ্রীহট্টাধিকারি শ্রীযুত জজ সাহেবের ঐখানে দাখিল করি পহছাইবেক কিমধিকমিতি সন ১২১৭ সাল বাঙ্গালা— বতারিক ৫ বৈশাখ—

সসঙ্গবারণবিদারণপঞ্চানন সিংহসংহননদৈন্যপাবকসন্তাপিতার্থাসারসংসিক্তসম্ভব কীর্ত্তি-সন্দীপিত দিঙ্মণ্ডল শ্রীশ্রীযুক্ত গবনর জানেরেল জংবাহাদুর মহামহোগ্র প্রতাপ-বরেণ্যাস্তিকেষু—

---

(১১১)

শ্রীশ্রীহরিহরদেব

সরণং

৭ স্বস্তিঃ স মহরাজরাজেশ্বর পুর্ব্বএ সমস্কারা

শ্রীযুত কলিখাতার বড় নবাববাহাদুরজিউ সচরিতেষু সবিনএ সমাচার তব মঙ্গলানতি অত্র কুশল সর্ব্বদাএ ৺স্বর দ্বারে বাঞ্চা তাহাতে য়তয়ব আপনকার পত্র শ্রীযুত রংঙ্গপুরের সাহেবের দ্বারাএ পায়া বিবরণ ওাকিপ মালুম হইলাম লিখিয়াছেন শ্রীমহতরাম ডাকু জাএয়া তোমার সরহদে আছে তাহাকে পাখরা করায়া দিবেন সেমতে আমারদিগের আমালাকে দিয়া তলাস করিলাম মহতরাম ডাকু বলিয়া

নাহি নিরবিলা তলাস তজবিজে ওদিগকার য়াসিবাব এক মহতরাম ঠাহরিয়াছে সেই মহত হইতে পাএ অতেব জদিসাত ডাকাইত হএ তবে তাহাক দেসত রাখা বিসএ নাহি তজবিজ জানিঞা জাহান সাস্তি করিবাব লাগে সাবেক তসকিল ঠাহরিলে জিউ মারিবার লাগে অতেব তোমার দিগকার ফউজ লোক আসিয়া পাখবা করিলে আরো ২ আমার জঙ্গলিয়া লোক বাএয়ত দহসবন্দ হয়া জাবেক সে মাহাফিক রঙ্গপুবের তরফ লোকোকে এখানে আসিতে হুকুম করিয়াছি সে রঙ্গপুরের তরফ লোক রাস্থা হিমসরদি কারণ আসিতে পাবিল না রঙ্গপুরেব তবফ তোমাব লোক জদি আসিল হএ তবে তোমার লোক সাক্ষাতে মহতবামকে পাখবাএয়া আনায়া আচ্ছামত সাজা করিলাম হএ তোমার লোক দেখিল হএ তাহা তোমাব লোক আসিতে পারিল না সেমতে ফিরিয়া জাইতেছে আপনাক লিখি মহতরাম জদি ডাকাইত হএ তবে সে হারামখুরি হইলে আমারো হারামখুরি তাহাক তাহাক বাখা বিসএ নাহি তাহাক পাখরায়া আনায়া আচ্ছামতে সাজা করিমো মারা গেলে দোস নাহি এমত সাজা করিম বাখিমোনা তোমার আমার এখে কথা আমার এখানের হাডাখুরি লোক তোমার সরহদ গেইলে আমাবায় আপনাক লিখিলে য়াপনেও তাহাক পাখবিয়া সাজা দিবাব পাএন আমরাও তোমার জাগার হারাম হইলে তাহাক খামাখা রাখিবা না তাহার সাজা করিতেছি সে বিসএ আপনে কিছু মনে অর্ন্যমত করা না জাবেক সতৎ আপন মঙ্গল আদি লিখিয়া পবিতুষ্ট করাইবেন বিবরণ ইতি সন ৩০১ সাল বিতারিখ ৪ মার্গ—

৭ স্বস্তিঃ সবিনএ কলিখাতার শ্রীযুত নবাব বাহাদুর বাজবাজেশ্বরদবর্দ্ধকন (?) সবিনএ সচরিতেসু পত্র পহুচিবেক ইতি।
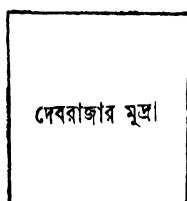
দেবরাজার মুদ্রা

———

(১১২)

শ্রীহরিঃ

মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীযুক্ত মিস্তর হোটু জন্দ্রেল বাহাধুর কাইম মুকাম নবাব জন্দ্রেল গবনর বাহাধুর বরাবরেষু

শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণ বাহাদুর

আবজদাস্ত শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ বাহাধুর মুকাম হেডয় আমি দেশে যাইতে শ্রীহট্টের পূর্ব্ব রাস্তাতে ভয় যথেষ্ট আছে অতএব দরখাস্ত করি শ্রীহট্টের যজ্‌ সাহেবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া একখানা হুকুম পরআনা দিবেন ২৫ আদম্মি সিপাই দিয়া আমাকে মুকাম খাসপুর পৌছাহিয়া দিবেন আপনে মহেন্দ্রতুল্য অনুগ্রহ করিলে অনায়াসে আমার দরখাস্ত সকল পূর্ত্ত হইতে পারে বিশেষ কি গোচর করিব ইতি ১২০।১৭ সাল বাঙ্গালা মাহে ১১ চৈত্র—

শ্রীদুর্গা জয়তি

মহামহিম শ্রীযুক্ত জন্দ্রেল হোট সাহেব বাহাধুব কাইম মোকাম নবাব গবনব জন্দ্রেল বাহাধুর বরাবরেষু

শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর

আরজদাস্ত শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাবায়ণ বাহাধুর মুলুক হেডয আপনে অনুগ্রহ করিয়া তীর্থাদি দর্শন করাইয়াছেন এবং আপনকাব সহিত সাক্ষাৎ করিলাম আপনার পূর্ত্তরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ দেখিযা পরম হর্শাপন্ন হৈলাম শ্রীযুক্ত কম্পানী বাহাধুরের এমত অনবছিন্ন সদাকাল আমা প্রতি অনুগ্রহ থাকে এবং আমিহ ৺স্থানে সদাকাল প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত কম্পানী বাহাধুরের মহোন্নতি অধিকার বর্দ্ধমান হন আমাদের স্বচ্ছন্দ নির্ব্বিঘ্নরূপে তীর্থাদি করিতে পারি অপর শ্রীযুক্ত গবনর লাট মারেনটিন বড় সাহেবের আমলে আগা মামদ রজা মোগলে আমার মুলুকে চড়াই করিয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত কম্পানী বাহাধুরে আমার মুলুক আমাকে বক্সিস করিয়াছেন তাতে আমার রাজ্যের চতুর্দ্দিগে অন্য ২ রাজা সকল মক্র আছেন অল্প মুলুক তদ্বিষয় সিপাহি রাখিলে নিজ খর্চ্চ পুসে নাই [অতএব] হুজুরে আরজ করি অনুগ্রহ করিয়া জিলে শ্রীহট্টের জজ সাহেবের প্রতি এক কিতা পরওআনার হুকুম হবেক মুখালিপ যে জখন আমার রাজ্যে চড়াই করে

তখন মদৎ দিয়া আমাকে রক্ষা কবিবেন এহাতে সিপাহিআনের মায খর্চ্চ যা হৌক তাহা আমি পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত কম্পানী বাহাধুরেব সরকারে দাখিল কবিব তাপব জিলে শ্রীহট্টেব মেস্তর উলেস সাহেবর আমলে জরিপ কবিতে জিলে জসরের বাসিন্দা মুলুকচন্দ দত্ত কারসাজি করিয়া ৭৪ চৌসত্তইর কুলফা জমিন নম্বব দাখিল কবিয়া দিযাছে সে জমিনেব বিসয় বতাবিক ২৪ মাহি সন ১৮০৭ সালে মাতাবিক বাঙ্গালা ১২ জৈষ্ঠি সন ১২১৪ সালে আমাব উকিল শ্রীসাগরায দত্ত শ্রীহৃদযবাম দেবেব যোগে চিঠি ও দবখাস্ত পাঠাইযাছিলাম এহাতে কিছুহি হুকুম পাই নাহি অদ্য আমি হুজুরে সাক্ষাৎ আসিযাছি আমাব জে মূলুক শ্রীযুক্ত কম্পানী বাহাধুবেব অনুগ্রহ কাবিয়া দাতব্য করিযাছেন বাকি অল্প মিরাস অনুগ্রহ করিয়া দিলে পাই তবে আপনকাব নিকট আমাব সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় আপনে আস্নমদ্রান্ত পৃথিবীপতি—তাপব অন্য দেশে জাবাব আমাব আচবার গএর প্রমীট পঞ্চোত্তরা মাস্তুল মাপ এবং সঙ্গেব পুবানা চাকব বিদেশি কানাই মিশ্র ও গুমান সিংহ গএর ২৫ পচিস সিপাহি আমাব দেশে যাইতে জিলে শ্রীহট্টেব যজ সাহেবে ও থানা মোতালুকে না বোকে এমত অনুগ্রহ কবিয়া এক কিত্তা পরআনা হুকুম হবেক আর আমাব দেশে নামিলে সঙ্গেস্থয়াবিব কাবণে ৫০ পঞ্চাস গোট পাথরপালা বন্দুক এবং সিকারি ৫ বন্দুক বমায পুসাগ সহিত খবিদ করিযা নিবাব হুকুম হইলে দেশে নিতে পারি এবং আমি দেশে পৌছিলে আমাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশ্যাদি তীর্থে আসিবার বাসনা আছে অনুগ্রহ কবিযা আমাকে যেমত বাহাদাবি পবওআনা দিয়াছিলেন সেইমত এক কিত্তা রাহাদাবি পবওয়ানা আমাব ঠাই অনুগ্রহ কবিয়া দিলে তিনি কাশ্যাদি তীর্থে আসিতে পাবেন আব পুরুসানুক্রমে আমার ২ ভাইবন্দব সহিত যে মত পাবাএ চলিযা আসিতেছে অন্যায সেই সাবেক বদস্থব মত চলে অন্যমত হইতে না পাবে এমত অনুগ্রহ কবিযা একখানা হুকুম পবআনা দিবেন আমি আপনাব শবনাপন্ন আমাব যাতে ভাল হয় এমত অনুগ্রহ বাখিবেন বিশেস কি গোচব কবিব ইতি সন ১৭০।৩২ সাল মাহে ৬ চৈত্র—

---

(১১৩)

শ্রীশ্রীদুর্গাএ

সবণং

৭ স্বস্তিঃ সকলামঙ্গলালএ মোহামহিম মহিমাবব নিম্মলগঙ্গাজল কলিখাতাব শ্রীযুত বড় লম্বার সাহেবজিউ সুচরিতেসু তোমারদিগেব কুশল মঙ্গল সদা ইশ্বর দ্বারাএ বাঞ্ছা রাখিতেছি তাহাতে যত্রানন্দ বিসেস তোমাদিগের শ্রীশ্রীকম্পিনি বাহাদুর য়ামার এদিগের শ্রীশ্রীদেবধর্ম্মা রাজ এবং দোহপাটে একাত্র মাফিকে পুর্ব্ব হইতে সকল বার্য্যে

সিমসরহর্দ্ধ করিছে সেহি সিমসবহর্দ্ধে সকল রার্য্যে যাছে তাহাত যামার এদিগের চামরচি দ্বারের মরাঘাট দ্বারের সিম শ্রীশ্রী বেহারের রাজার শ্রীরঘুবর লালা তিন বস্বর হৈতে কাজিয়া লাগায়াছে তাহাক য়ামি জানি না ইমসল জানিতে য়ামার লোক পঠায়াছি সেহি লোকের তজবিজ মতে জানিলও পূর্ব্ব সিম বিরিজ (?) করিয়া রঘুবর লালা য়ামার জমিনের য়নেক গিরিয়ামল করিয়া লহিছে কারণ বেহারের রাজার পাস য়ামার লোক পঠায়াছি তাহাত বেহারের রাজা য়ামার লোক মারফত কহে জে য়ামী তোমার মাটী য়ামল করি নাহি কলিখাতার নবাব সাহেব ভাঙ্গামাল্ণি হৈতে সিম রাখিয়া বাহাল র্স্তাকা হুকুম দিয়াছে সেহি ভাঙ্গামাল্ণি হৈতে য়ামর্ল্ল করিবো তবে ভাঙ্গামালি হৈতে বেহারের তল হইলে য়ামার মরাঘাট তালুক মবলগ বেহারের রাজাক দিছেন কারণ য়াপনাত লেখি পুর্ব্বে বাহাদুর সাহেব এবং হুজুরের জিনকাপ সিম করিছে সেহি সিমত সিম করিবার লাগে তাহার সনর্দ্দস্তাকা সহিত এবং বেহাবিয়া রাজাক এক হুকুম সহিত এক জন ভাল চাএয়া চাপরাসি বেহাব পাঠাবেন সেহি চাপবাসি সহিত হুজুরের জিনকাপ পঠায়া সিম করা জাবেক তাহাত ডিগির সনদ সহিত চাপবাসি না পাঠাবেন তবে সিম না হওাতে বেহারের বাজা সহিত কাজিয়া হবেক তথন য়ল্প বিসএ দেবধম্মা কাম্পিনি বাহাদুর মন নরানড়ি হৈলে বেহারিয়া সহিত বড লরাই হইবেক ইহাকে জ্ঞাত হএয়া ইহার জবাব রাইত বেডাত রংপুবের সাহেবের দ্বাবায পচাবেন এতবাত্র (?) জ্ঞাত কবিলাও ইতি মোকাম পাবো গ্রামেব কিম্র্ব্ব। সন ৩০২ সাল মাহে যাসার পাছ চান্দেব ৯ রোজ—

পারোপেন্‌লোর মুদ্রা

---
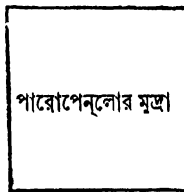
(১১৪)

শ্রীহরি

অশেষগুনৈকনিকেতন নিতান্তকান্তহৈমখণ্ডানন্তশান্তশুদ্ধান্তঃকরণ তরুণকরুণসপত্ন-তমোরুণকিরণচামরধ্বজপতাকারাজিরাজনিঃসীমরম্যহিরণ্ময়হৈর্ম্ম্যাতুলবিচিত্রপর্য্যঙ্কসষেশায়িত(?) সুখসন্তানোদায়ুধদ্বৌবারিকবীথাস মৃতাশেষ (?) প্রাজতোষনিদাননির্জ্জিতাখিলভূপালা-ব্যহতাজ্ঞ ভব্যাস্পদ শ্রীল শ্রীগবনর বাহাধুর বড়সাহেবাপূর্ব্বকীর্ত্তি সন্তানকোদারচরিত্র

সুধীবরবরেষু সম্বেদনমদঃ। আমার রাজ্য রক্ষার্থ নিজে সিপাহি রাখিতে খরচ পুষে না প্রযুক্ত হুজুরে যাইয়া দরখাস্ত দিয়াছিলাম তাহাতে আমা প্রতি অনুগ্রহ হৈল না আমাব বাজ্য অল্প আপনে বাৎসা পৃথিবীমণ্ডলাধিপতি আপনাকে কি দিয়া সন্তোষ করিব কিন্তু সালবরসাল ৫ পাচ হস্তি শ্রীযুত কমপানী বাহাধুরের সরকারে ছকাত দাখিল করিব অনুগ্রহ করিয়া জিলে শ্রীহট্টের যজ মেজেষ্টর সাহেবর প্রতি হুকুম হয় জখন ২ আমার রাজ্যে শত্রু আসিয়া চড়াই করে তখন সিপাহি দিযা আমার রাজ্য সংবক্ষণ করেণ এমত এক কিত্তা পরআনা আমাব উকিল মজকুরেব দ্বাবায় অনুগ্রহ করিয়া দেন তবে সুখে কাল জাপন করিতে পারি ইহাতে শ্রীযুতের যশ প্রতিষ্টা থাকিয়া জায আমি আপনাব নিতান্ত ভরসা রাখি আমা প্রতি অনুগ্রহ রাখিবেন বিশেষ কি গোচব, কবিব ইতি সন ১২০।১৮ সাল বাঙ্গেলা মাহে—১১ পৌষ ইতি—বিশেষঃ

অসাধারনৈকান্তকান্তরত্নমণিগুনালঙ্কতোজ্জলাঙ্গ চতুরঙ্গবলাঙ্গসুদ্ধঙ্গ প্রাজাক্ষৈণ্য তমঃ-সহস্রকিবণাবলীমগুলাখগুলাপাবমহিম শ্রীল শ্রীগবনর বাহাধুর বডসাহেববরেষু

———

(১১৩)

শ্রীহরি :—

৺৭ বাদিপ্রতিবাদিবিবাদভঞ্জন স্বপ্রজাপ্রতিপালন স্বাংমীযভূরক্ষণভূকোষদণ্ড গ্রহণদেশদেশান্তরনিয়োজিতজজকালেক্টরাক্ষভূরিভূভূপালসমূহ শ্রীযুত দপ্তরখানার বড়সাহেব সুরিবর মহামহোগ্রপ্রতাপেষু পরমপ্রীতিপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পরন্ত সমাচার পূর্ব্বেহি আপনাব সাক্ষাৎ বলিআ আসিআছিলাম দেসেতে আসিআ শ্রীযুত কম্পানি বাহাদূরের টাকা পাঠাইতাম তাতে রাস্তাতে পিড়িত হৈযা মকাম ঢাকাতে আসিআ চাইর মাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করাইলাম তথাচ পিড়া দূর না হৈল এবং এখন পয্যন্ত পিড়িত আছি জ্ঞাত হবেন আর শ্রীযুত কমপানি বাহাত্বরের টাকা শ্রীহৃদয়রাম উকিলকে দিআ কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত

পাঠাইম আপনে সর্ব্বার্থে ভরসা অনুগ্র করিআ ক্ষমা মষকুর করিবেন বিশেষ ইতি সন ১১৩৪ সাল মাহে ১৬ শ্রাবণ—

৺৭ পত্রমেতৎ রিপুসানাহস্থহনাক্তি(?) তন্নাসাবাকানিসাকরকবপ্রকাশীকৃতদিঙমণ্ডল শ্রীযুত দপ্তবখানার বডসাহেব স্থবিদবরেস্থ

———

(১১৬)

৭ শ্রীশ্রীহরেরামঃ

সরণং

সাস্তঃ সকলমঙ্গলালএ প্রতাপভদ্র শ্রীযুত কলিখাতার বড় নবাব সাহেবজিউ পচরিতেস্থ আপন মঙ্গল য়ত্র কুসল তাহাতে য়তেব বিসেস অনেক দিন য়বদি য়াপনকারদিগেব তৎমঙ্গল যাদি না পাইয়া ভাবিদ আছি তাহাতে বিসেস ৺শ্বর কৃপাতে আপনেও কুসলে থাকিতে পাএন আমারায় দেবধহ্মা হএয়া কুসলে আছি বিসেস আর সন তোমার সেখানকার লামা গুরুলোক শ্রীযুত পাছুরি সাহেব হাচা জাবাব চাহে বুলিয়া রঙ্গপুরের শ্রীযুত কলেকটের সাহেব ও পেলোর দ্বারে লিখিআছে সেমতে তোমার লোক বুলিয়া আমরা পেলোক হুকুম করিয়া ভাল মতে তদারত করিয়া খাবার খোরাকি এবং রাহাখরচ নগদ ঘোরালোক সহিত হাচা চালান করা গৈইছে এখন হাচা হৈতে ভালে ২ ফিরিয়া আসিয়া রঙ্গপুর দিয়া তোমার সেখানে জাইতেছে এখানেয় পেলোক হুকুম করিয়া খোরাগ আদি দিয়া এবং রাহাখরচা দিয়া জামা ঘোরা এসকল দিয়া নগদ আমার লোক সহিত পঠান জাএ ভালে ২ পহুচিবেক তাহাতে য়তেব বিসেস পূর্ব্ব হৈতে চামচির জাগা একখানি আমার আছিল তাহার তদারত চামচির স্থবা পূর্ব্ব হৈতে রাখা গেইছে তাহাত পালঙ্গ সাহেব আসিয়া দেস চরায় করিবার কালে শ্রীশ্রীবেহারের রাজা চামচির মাটিক লিখন করিয়া লইছে হেন বিসএ আগা দেবরাজা আমার তরফ উখিল ববাম্বরা লোপ পেগাকে সেখানে কলিখাতা পঠায়া আরজি করিয়াছে

সেমতে আগা নবাব সাহেব আমার জমিন মাটি হক জানিয়া আমার জিমা দিয়াছে জরধকা নদি সিমসরহদ কবিয়া ডিগিরি লেখনপরি দিয়াছে সেই য়মুরূপ দোসরা নকল ডিগিবি এথানে কলিগাতাত রাথিছে সেই কাল হৈতে আমাব জাগা জমিন আমল দখল করিতে আছি কোন কাজিয়া নাহি তাহাতে চামচিব ডিগিবি ঘব পোরাত পোবা গেলো হেন কারণ বেহারের রাজা আগা পালঙ্গ সাহেবেব ছাপ লেখা বঙ্গপুরের সাহেবক দেখায় বঙ্গপুরের ছাপ লেখা লএয়া আমার চামচির মাটি বেহাবেব বাজা পেনিয়া (?) লইল তবে আমার জাগা আমী কারিয়া লইতে পাবি তবে পূর্ব্ব হইতে দেবধন্মা আব কাম্পনি বাহাদুর দমে দোস্থ ছিল সে দোস্থিব বিসএ আমি তোমার রঙ্গপুরের কলেকটের সাহেবকে লিখিআছি সেমতে রঙ্গপুরের সাহেব দেওন সহিত সবেজমিন আসিয়া দেখিল রাএয়তক জিজ্ঞাসিয়া জানিল জরধকা নদি হৈতে আমাব হএ আমাব দেওান লখিন্দাবের সুবাকে পঠাইছি আমাব ডিগিরি না হয়াতে রঙ্গপুরের সাহেব ও দেওান বলিয়া গেইল জে দেবরাজার উখিল একজন কলিগাতা পঠাবেন ডিগিবিয়া দেওা জাবেক কাজিয়া না হবেক সেমতে আমার হুজুরেব উখিল শ্রীরামনাথ কাএতক পাদুরি সাহেব সহিত সেখানে সাক্ষাত পঠা জাএ সাক্ষাত পহুচিলে জবানিত গৌব করিয়া ডিগিবিথানি ভাল করিযা দেওা জাবেক হরেক বির্দ্ধে তদারত করিবেন সতং আপন মঙ্গলআদি লিগিবেন মনে অর্ন্যমত কবা না জাবেক ইতি সন ৩০৩ সকা মাহে বৈসাগ ইতি—

৭ পত্রচিন দেবাঙ্গ একথান পাখারা কমলি একথান লাল গোছ একথান কালা গোচ একথান সপেদ বড় মালা একটা পহুচাবেক সকল মোব উগিল জবানিত গৌর কবা জাবেক ইতি।

৭ স্বস্তিঃ সমহ কলিগাতার বর নবাব সাহেবের পাস পহুচিবেক ইতি

দেবরাজার মুদ্রা

———

(১১৭)

৭ শ্রীশ্রীহরেরামঃ
সরণং

দেবরাজার মুদ্রা
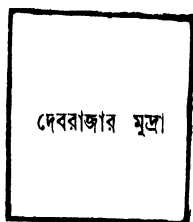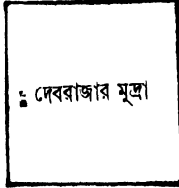
পত্রটীন কমলী পহুচীবেক
চামটী একখানা

৭ সস্তিঃ কলিখাতার শ্রীযুত মুনসী বাহাদুর যুচরিতেষু

সমাচার আপন কুসল অত্রা কুশল সদাএ চাহি বিসেষ পূর্ব্ব হৈতে আমার মরাঘাটে জমীন একখানা আছিল তাহা আগা পালঙ্গ সাহেব আসীবার সময়এ সিমানা বিসএ কাজীয়া হএা আমার তরফ উখিল লোপ পেগা বুড়া যুতাকে সেখানে কলীখাতা পঠায়া শ্রীযুত নবাবজীউত আরজ করীয়া জরধকা নদী হৈতে আমার হক জানীয়া সিমানা চহি করিয়াআছে তাহার প্রচান এখন আছে তাহাত সেই জরধকা নদি সিমানা মতে ডিগীরী ছাপ দেযা দিআছে দৈবে সে ডিগীরি ঘর পোরাতে পোরা জাএআছে তবে সে ডিগীরি না হওাতে কাজীয়া অনেক হৈতেছে হেন সে ডিগীরি বিসএ আমার শ্রীরামনাথ কাএতী উখিল পঠাই আপনে সেখানকার কম্মচারি হরেক দফাত বেনা আমার উখিল জবানিতে জানায়া গৌর করিয়া নবাব সাহেবক সমজাএয়া আমার ডিগীরিখানা করায়া আমার উখিল মারফত পঠাবেন হরেক দফাতে আমার উখিলের মেসারা করিবেন আমার কাজ সুপরীস করাযা পঠাবেন সতৎ তোমার খরাতী হৈবেক আপন মঙ্গলআদি লিখীয়া পরীতুষ্ট করাইবেন অর্ন্থা না জানীবেন ইতী সক ৩০৩।——মাহে বৈশাখ—— —

৭ শ্রীশ্রীহরেরাম
সরণং

দেবরাজ্জার মুদ্রা

পত্রটিন কমলি পহুচিবেক ইতি
চামচা ১ খান

৭ সাস্তঃ শ্রীযুত কলিখাতার দেওানজীউ যুচরিতেষু—
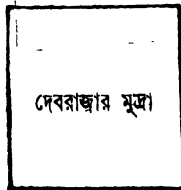
সমাচার আপন মঙ্গল অত্রা কুসল সদাএ চাহি তাহাতে অতেব বিশেষ আমার

তরফ মরাঘাটের জমীন একখানা আছিল তাহা পালঙ্গ সাহেব আসিবার কালে একবাব সিমানা সরহদ্দ বিসএ কাজীয়া হএা এখানকাব উখিল লোপ পেগা বুড়া মৃত্যাকে কলীখাতা সেখানে পঠায়া জরধকা নদী হৈতে সিমসরহদ হএাছে সর্ব্ব প্রচান আছে সে সকল রঙ্গপুরের শ্রীযুত কলেকটের সাহেব শ্রীযুত রামমহন দেওান সাক্ষাতে জানা আছে তবে তাহার ডিগিরীখানা দৈবে ঘর পোরাতে পোরা গেইল ইহাতে অনেক কাজীয়া হবেক হেন বিসএ শ্রীযুত কলিখাতার নবাব সাহেবক ডিগাবি বিসএ লিখীআছি আপনে সেখানকাব কর্ম্মচারী আমার পত্রে বেহরা জানীযা নবাব সাহেবক সমজায়া জমীনের ডিগীরিখানা করায়া আমার উখিল মারফত দএা কবায়া দেএাবেন আমাব শ্রীরামনাথ কাএত উখিল জবানীতে জানায়া গৌর করা জাবেক হরেক দফাতে আমার উখিলের আরজী ত্তদারত করিবেন সতৎ আপন মঙ্গলআদী লেখায়া পরীতুষ্ট করাইবেন অন্যমত না কবিবেন ইতি সক ৩০৩ মাহে বৈশাখ——

---

(১১৮)

৮৭ শ্রীদুর্গা—

৮৭ বাদিপ্রতিবাদিবিরোদভঞ্জনসত্রু মর্দ্দনস্বপ্রজাপ্রতিপালনস্বাৎত্মীয় ভূবঙ্গণভূকোদণ্ডগ্রহণদেশদেশান্তরনিয়োজিতজজকলেক্টবাখ্যভূবিভূপালসমূহ শ্রীশ্রীযুত কলিকাত্তাদীশ্বর গবণর বাহাদুর বড়সাহেব প্রচণ্ডসৌর্যাগাম্ভির্য্যোদার্য্যগুণান্বিতস্বহৃদ্ববববমহামহোগ্রপ্রতাপ মদেকসদয়েষু। পরম প্রীতিপুর্ব্বক বিজ্ঞাপন পবন্তু সমাচাবা:। সম্প্রতীশ্বরীছাক্রমে মোকাম্ শ্রীহট্ট ১১ কাত্তিকে পহুছিয়াছি জ্ঞাপন হবে। অপর ছিপাহিব বিষয যে পবানা আনিয়াছিলাম্ তাহা জজ সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলাম এহাতে কাহ্নাই মিশ্র ও গোমান সিংহকে না ছাডেন এহার বযান এহি আমী আসিবাব সময হুকুম মতে ১৪ জনা ছিপাহি আমার সঙ্গে আনিযাছিলাম কিন্তু ডিক সাহেবব আমলেব হুকুম ছিল এহাতে মার্গিন সাহেব একটিন্ জজ ছিলা তিনী না ছাডিলেন জএলখানাতে কএদ রাখিয়াছিলা তৎপর ছাড়িয়া দিলেন পশ্চাৎ মোকাম গযাতে আমার ইখনে কাহ্নাই মিশ্র ও গোমান সিংহ গিয়াছিলেন এবঞ্চ ডিক সাহেবর আমলে কাহ্নাই মিশ্র ও গোমান সিংহ নাম কাটাইয়া সাহেবর দস্তাবিজ লইয়া আমার ইখানে চাকব হৈয়াছিলা অতএব পুরাণা চাকর প্রযুক্ত কাহ্নাই মিশ্র ও গোমান সিংহ গয়রহ ২৫ জনার রাহাধারী পরানা পাইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম অন্য ১৪ জনা কএদী সামিল প্রযুক্ত না ছাড়েন অতএব লিখি কাহ্নাই মিশ্র ও গোমান সিঙ্গকে সঙ্গে নিতে পুনরায় ১ কিত্তা পরান আমার উকীল দ্বাবা মেহেরবাণী করিয়া পাঠাইতে অনুমতি করিবেন আপনার মেহেরবাণীতে সমস্ত চিত্তবাসনা

সম্পূর্ণতা পাইয়াছে আপনে আশ্রয় যাহাতে আপনার নামের মহিমা রক্ষা পাএ তদনুসাবে মেহেরবাণী করিবেন অপর অদ্য পর্য্যন্ত শরীর পীড়িত নানাবিধ চিকিৎসা হইতেছে জ্ঞাপন হবে অপর মলুকচন্দ্র দত্তের বালাদস্তী জমী তহকীতেব হুকুম কালেক্টর সাহেবব প্রতি পাঠাইয়াছিলেন অতএব উহান ইথান দরখাস্ত করিলাম স্বরজমীতে জাইয়া স্বরহদ্দ তহকিৎ করিয়া সদরে রিপট্ করিবার তাহাতে তিনী সরজমীতে না যান্ অতএব লিখি সরজমীতে যাইয়া স্বরহদ্দ তহকীৎ করিবার হুখুম মেহেরবাণীতে পাঠাবেন কিমধিকমিতি শক ১৭৩৩ সাল মাহে—১৯ কার্ত্তিক—রোজ—রবি—বার—।

বৈরিবারণবিদারণপঞ্চানন শ্রীশ্রীযুত কলিকাত্তাদীশ্বর গবণর বাহাদুর বড়সাহেব মহামহোগ্রপ্রতাপ প্রচণ্ডসৌর্য্যগাম্ভির্য্যৌদার্য্যগুণান্বিতেষু—

---

(১১৯)

শ্রীশ্রীদুর্গা

সরণং

মহামহিম শ্রীযুত জান হাল পোস্টমেস্টর জানেবেল সাহেব বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—

শ্রীহরকালি মুখোপাধ্যায়
সরবরাহকার

তরফ বানারশ রোডের সরবরাহকাব—

শ্রীহরকালি মুখোপাধ্যায়ের আরজ নিবেদন সন ১৮১২ সালের ৩১ দীজেম্বরের হুকুম-নামা পরওয়ানা পাইয়া সীরপব করিআ সরফরাজ হইলাম এবং চৌকী বিস্টুপুরে হাজির হইয়া আড্ডাদারের আরজির নকল দরিআপ্ত করিয়া তদারক করিলাম মোঃ কটক হইতে এক পলটন তরফ এলাহবাদ জাইতেছেন তাহাতেই ২৬ দীজেম্বর মোঃ বিস্টুপুর পৌছেন

২৭ রোজ সন্ধের সময় এক সেপাহি আড্ডা পাটান আড্ডাদারের তলব কবেন তাহাতেই আড্ডাদার মজকুর কাঃ পেলেইডিল সাহেবের নিকট হাজির হইলেন এবং সাহেব মৌষুপ আড্ডাদাবকে হুকুম করিলেন জে বার জনা বেহারা আমাকে দেহ তাহাব পব আড্ডাদাব জবাব দীলেন আমাকে হুজুরের কোন হুকুম নাই এবং বাত্র হইআছে কীপ্রকাব বেহাবা আনজাম করিব এই কথা যুনিআ সাহেব মৌষুপ খাপা হইলেন আর একজন সেপাহি মৌসিন দীআ কোতে কএদ রাখিলেন আর কহিলেন জাবতক এ বেহাবা না দীবেক তাবতক কএদ রাখহ এইমতে আড্ডাদাবকে কএদ রাখিয়াছিলেন তাহাব পব হবকবা লোক যুনিলেক জে বেহারা কারণ আড্ডাদারকে কএদ বাখিআছেন হরকবা লোক ঐ বাত্র বিস্তর তলাশ করিআ বার জনা বেহারা আনিলেক এবং তিন জনা হরকবা বাব জনা বেহারাকে লইয়া সাহেবেব নিকট গেল তাহাতেই বেহাবাদীগের লইলেন আব ঐ তিন জনা হরকরাকে গ্রফতার করিলেন তাহাতেই উহাবা কহিলেক আমবা কোম্পানীব হরকবা তাহা সাহেব না যুনিআ পোনর জন লোক লইআ গীআছিলেন য়ম্ভ দুই বোজ হইল মোঃ বাকুড়া হইতে তিন জনা হরকরাকে ছাড়িআছেন আর ছয়জন বেহাবাকে ছাড়িআ দীআছেন আব লোককে কথা লইয়া গীআছেন তাহা জানিনা এইমত সাহেব মৌষুপ বিস্তর দাগা করিআছে ইহা খোদাওন্দেব মবারক জনাবে আরজ কবিলাম ইতি সন ১৮১৩ সাল তারিখ ১ জানেওয়াবি—

---

(১২০)

৭ শ্রীদুর্গা

বৈরিবারণবিদারণপঞ্চানন শ্রীশ্রীযুক্ত গবনর বাহাদুব বড়সাহেব প্রচণ্ডপ্রতাপ সৌর্য্যগাম্ভির্য্যোদার্য্যগুনাকরসুহৃদ্বরববমহামহোদয যসোমলিনীকৃতসারদেন্দুকরনিকবেষু। পবম-প্রীতিপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনং পরন্তু সমাচাবাঃ পূর্ব্বে যৎকালীন আপনাব নিকট মোঃ কলিকাত্তা গিয়াছিলাম তৎকালীন সত্র ভীতি নিবারনার্থ দবখাস্ত কবিয়াছিলাম সময বিশেষে আপনার সরনাপন্ন হইলে আপনার সবকাবেব সিপাইযান কতেকজনা লোক পাইয়া সত্র ভীতি দূর করিবার তাহাতে খুলাসামতে হুখুম হইল না সমপ্রতি কুনো একদিগে সত্র ভীতি সম্ভাবিত অতএব লিখি সত্র ভয় নিবাবনার্থ আপনার সবনাগত হইয়াছিলাম এহাতে কুনো একপ্রকার মেহেরবানী না করিলে সবনাগতবক্ষণ ব্যাঘাত হয় আপনে বাঙ্গালার বাৎসা বটেন আপনে হইতে সরনাগত রক্ষা হয় না এইমত বিষয় নয় অতএব যথা বিহিত হুখুম দিবেন ১ দফা সত্র ভীতি নিবারনার্থ ৫০০ পাচ শত গোট পাথরথালা বন্দুক নবীন মোঃ কলিকাত্তা হইতে আমাব লোকে খরি [দ] করিয়া আনিতে যদিস্যাৎ হুখুম দেন

তবেও কতেক প্রত্যুপকার সম্ভাবনা অতএব মেহেরবাণীপূর্ব্বক এই বিষয় হুখুম দিবেন অপর আপনাব আশ্রিত হইয়া আপনাব অসেষ ভরসা রাখি তাহাতে যেমত বিহিত অনুগ্রহ কবিবেন ইতি সক ১৭৩৪ সাল ১৫ পৌষ

৺৭ যশোরাশিপ্রকাসীকৃতাসামণ্ডল কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীযুত জান মিণ্টিন সাহেব মহোগ্রপ্রতাপান্বিতেষ্—পত্রমিদং—

---

(১২১)

৺৭ শ্রীদুর্গা

৺৭ বৌববারণবিদারণপঞ্চানন কলিকাত্তাস্থ শ্রীশ্রীযুত জান মিণ্টিন সাহেব মহোগ্রপ্রতাপসুহৃদ্বরাগ্রগন্যেষু পরমপ্রীতিপূর্ব্বক জ্ঞাপনমেতং পরং বিশেষ স্থেতাবান্ আপনকার মেহেরবানিতে আমারদের তীর্থ জাওনেব এক কিত্তা রাহাদারি পরআনা মৎসোদরাগ্রজ শ্রীযুত ৺ দ্বারা পাইয়া পরমাপ্যায়িত হৈয়া যাত্রা করিয়া শ্রীহট্ট জিল্বাতে আসিয়া পহোছিয়াছি কিন্তু রাহাদারি পরআনাতে গয়াঘাটের মাফি লিখা জায় নহি অতএব মেহেরবানি করি এক কিত্তা মাফি চিঠী করাইযা দিতে অনুমতি হবেক অপর শ্রীশ্রীযুত গবনর ষংবাহাদুরাদি সাহেবানের নজর ২০ বিশ গোট হস্তি কলিকাত্তাতে রআনা করা গেল তীর্থ ৺ সন্দর্শন পব আপনকাব সহিত ও শ্রীশ্রীযুতে ৺র সহিত সাক্ষাৎ করি স্বদেশাগমন বাঞ্ছা করি গোচব করিলাম বিশেষ আপনাকে সর্ব্বার্থে ভরসা করিয়াছি অপর আমারদের লোক শ্রীসুনারাম শর্ম্মাকে নিকট পাঠাই বাজে ২ দফাতে উহার দরখাস্থ মতে মেহেরবানি পূর্ব্বক প্রতুল করিতে অনুমতি হবেক আপন নিমিত্ত নজর ২ গোট দন্ত প্রেরণা করা গেল স্বীকারাবধারাণ কবিবেক কিমধিকমিতি সন ১৭৩৪ সাল বাং বতারিক·········৫·········পৌষ—

---

(১২২)

শ্রীহরি :—

৮৭ বৈরিবারণবিদারণপঞ্চানন কলিকাত্তাস্থ শ্রীশ্রীযুক্ত দপ্তরখানা বড়সাহেব মহোগ্রপ্রতাপেষু প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। পরং সমাচারঃ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মদ্‌ভ্রাতার যোগে আপনার মেহেরবানিতে শ্রীযুত গবনর বাহাদুরের রাহাদারি পরয়ানা প্রাপ্ত হৈয়া নির্ব্বিঘ্নে কাশ্যাদি তীর্থ সন্দর্শন করিলাম পূর্ব্বে মদ্দেশ হৈতে যাত্রা করি মোকাম শ্রীহট্ট আসি শ্রীযুত গবনর ও আপনে ও সাহেবানকে জাইয়া সাক্ষাৎ করণের আকাঙ্ক্ষাতে সাহেবানের নজরের জন্যে কতেক হস্তি মোকাম কলিকাত্তাতে আপনকার জাহির পূর্ব্বক রাখাইয়াছিলাম তীর্থসন্দর্শন পর তথাযে জাইয়া আপনাদি সাহেবানের সহিৎ সাক্ষাৎ করি নজর দেওআ জাবার ছিল তাহাতে ইস্থানে দেবব্যাপারাদিতে খর্চ্চান্তপ্রযুক্ত জায়নের ক্রুটি কারণ আপনে মুরুব্বি মেহেরবানি পূর্ব্বক মং ২৫০০০ পচিস হাজার টাকা কর্জ্জ দেওাইতে শ্রীশ্রীযুক্ত নিকট ও আপনকার নিকটহ লিখিলাম কোন উত্তর না লিখিলেন পর আমারদের উকিলের চিঠিতে জানা গেল নবীন গবনর বাহাদুর কলিকাণ্ডায়ে আসিছেন অতএব আপনাকে সর্ব্বার্থে ভরসা করি ঐ কর্জ্জ বিষয় এক চিঠি পাঠাই মেহেরবানি করি মবলগ ২৫০০০ পচিস হাজার টাকা কর্জ্জ মকসুদাবাদের শ্রীযুত কিলেক্টর সাহেবের নামে হুণ্ডি করি দিতে অনুমতি হবেক তবে আমি জাইয়া আপনকার সহিৎ সাক্ষাৎ করি নজর দাখিল করি দেশে জাইয়া আপন টাকা আবশ্যক পরিশোদ করিব এহাতে যদ্যপি অনুগ্রহ না করেন তবে খর্চ্চের ক্রুটি বিষয়ে আপন নিকট পহুছিতে না পারিলাম শ্রীশ্রীযুক্তের [নিমিত্ত] নজর দাতআল ১ হস্তি কুনকি ১ হস্তি এই দুই হস্তি আপন নিমিত্ত দাতআল একহস্তি আমারদের উকিলে দাখিল করিব অনুগ্রহ করিবেন বাকি কতেক হস্তি আসিয়া মকসুদাবাদে বিক্রী হৈতে মেহেরবানি করি এক কিত্তা রাহাদারি পরয়ানা দিতে অনুমতি হবেক কিমধিকেনেতি—কার্ত্তিকস্য ১৫ দিনজেয়

৮৭ পত্রমিদশেষ সংকীর্ত্তিজন্যযশোদীপপ্রকাশীকৃতভূমণ্ডল কলিকাত্তাস্থ শ্রীশ্রীযুক্ত দপ্‌থরখানার বড়সাহেব মহোগ্রপ্রতাপেষু দেয়ং।

(১২৩)
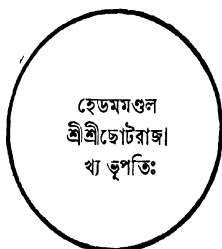
শ্রীরাম :—

ইশ্বর ইশ্বরী—

৺৭ শ্রীমন্নিখিলগুণাগারমহারাজাধিরাজেন্দ্র শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ সর্গদেবে যে ফাচ্ছিপত্র শ্রীযুত নৌবাব মস্ততাব মানিওলকার আচরফ আমরা লার্ড মিণ্টৌ বড়সাহেব বাহাদুরকে লেখিয়াচিলে তাহার বাঙ্গালা তরজামা এই তারিখ ৪ পৌষ সন ১৭৩৫। আপনে হর্দ্দৌ চাপরাচির মার্ফত কাল্ঁা বরাদর কমলেশ্বর সিংহ সর্গদেবের নামে রোস সাহেব মবহুম মবলগ ও রাজিরি টাকা এবং বাকি টাকার মকোদ্দমার জন্যে বাঙ্গালা সন ১২১৯ শাল মাহ ফাল্গুন ১৬ ইঙ্গরেজি সন ১৮১৩ শাল মাহ ফেব্বরবরি ২৬ তারিখে চর জার্ঘ্য হেলরো বারলৌ বারনট শাহেব বাহাদুরের নকল সহিত যে পত্র লেখিয়াচিল তাহা পায়া সকল সমাচার জ্ঞাত হৈয়া পরমাপ্যায়িত হৈযাচি শ্রীযুত নৌবাব চর জার্ঘ্য হেলরো বারলৌ বারনট শাহেব বাহাদুরকে ইখান হৈতে পুর্ব্বে রোস শাহেবের মবলগ টাকার সকল মকোদ্দমা কমললোচন নন্দির মার্ফত লেখিয়াচিলাম সে পত্র নিদর্ষণ হৈয়া দলিলের দ্বারাই হক তজবিজে যে লোকতে হক পাবনা ঠাহরে তাহা লইব অদ্যাবধি ১০ বসের হৈল তথাচ কোনো স্থাণে তজবিজ হৈল না আর যে শ্রীযুত নৌবাব শাহেব মৌছুফের পত্রের জবাবেতে সন ১৮০৭ শালের মাই মাহাতে মতাবিক সন ১২১৪ বাঙ্গলা বৈসাখ মাহেতে এখানে পহুচিল বিস্তর খেদান্বিত হৈয়া জ্ঞাত হৈলাম আপনে এ মকোদ্দমাতে মনজোগ না করিয়া উল্টা ৺ শাহেব মজকুরের হক ও রাজিরিতে জাহা পুর্ব্বে কবুল মঞ্জুর কবিয়াচিলেন এখন আপত্য উপস্থিত করিয়াচেন এমত যে লেখিয়াচেন নন্দি মজকুরে যে ২ লোকতে দাবাঁ করিয়াচিল তাহার যে লোক বর্ত্তমান চিল সে সকলে অনেক ওঁজর করাতে খতের তজবিজ করাইতে লেখিয়াচিলাম তাহাওঁ অদ্যাবধি হৈল না কিন্তু রোস শাহেবের যে লোকতে দাবাঁ ঠাহরিল তাহাকে—পহিলা জিম্মা করিয়া নন্দি মজকুরের হামরাহে দিয়াচিল আর চেতচিঙ্গের দফার হিচাব কিতাব দস্তাবেজ যে পরিসত্য হৈল সকল নন্দি মজকুরের মার্ফত উছুল করিয়া পাঠায়াচি শ্রীযুত মারকুইচ ওঁললজলি বরশাহেবের পত্রে বোধ হৈবেক তথাচ এইক্ষণ রোস শাহেব মজকুরের দাবা তাহার টরনিদিগে বেবাক সকল দাবাঁর বাবুদি মবলগ ৫০০০০ পঞ্চাষ হাজার টাকা সিত্রে জিলে রঙ্গপুরের কেলেক্টর শাহেবের নিকট পহুচান যে লেখিয়াচেন তাহাতে বর খেদান্বিত হৈয়াছি পুর্ব্বীয় শাহেবলোক সকলের মেহেরর্ব্বানগীতে এ দেষ রক্ষা পায়াচি তথাচ সাবষেস্ হেঙ্গাম ফচাদ বারণ হয় নাই অতেব আপনে চাবেক শাহেব লোকের দোস্তি মেহের্ব্বানগী নজর করিলে দেষশুদ্ধা সমেত রক্ষা পাবা জাই কিন্তু এ দেশের রোস শাহেবের দাবাঁর লোক সে কালিন যে বর্ত্তমান চিল দেষ বিভ্রাটতে মৌত হৈয়াচে যে দো এক জন বাকি আচিল দেসান্তরী হৈয়াচে যে কয়েক জন আছে কাঙ্গাল দরিদ্র প্রযুক্ত পঞ্চাষ হাজার টাকার বিসয়েত পচিচ টাকার জোত্র নাই ইহা পরস্পর স্থনিতে

পাই আর মোকাম দরঙ্গে রোস শাহেবের বদিয়তের বিসয় যে লেখিয়াচেন যে ড়ুন্দিয়া সন্যাসি লোকে খারাপ করিয়াচিল সে লোক গুবাহাটি কিলা সহিতে লুটতারাজ করিয়া লিয়া গিয়াছে এ বিসয় শাহেব লোক সকলে জানা আচেন অধিক কি জ্ঞাত করাইব কিন্তু শ্রীশ্রী৺৺র কৃপাতে আপনাদের পূর্ব্বীয় শাহেব সকলে যে আবতরি অইরানি এ দেষ মখালিফের দখল হৈতে কিঞ্চিত বেহতরী হৈয়াচে ইহার বয়ানের হদ্দ করিতে পারি না তথাচ আমার দুর্দ্দশাতে সাবষেশ সুপ্রতুল হয় নাই সম্প্রতি পূর্ব্ব অঞ্চলে এবং উত্তরে ও নারা খামতি মায়ামরিয়া ডাফলা লেঢ়াই করিতেচি আব বেজিনির চরহদ্দে মচম্মি মানিক রাই সমেত ড়ুন্দিয়া গয়রহ জমাইত হৈয়া আর ২ কামরূপের তিনচার পরগনা এবং চৌকী কাণ্ঢার খুনখারাপ লুটতারাজ করিয়া অইরান করিয়াচে পূর্ব্বেওঁ হরেক ছুরতে মেহের্ব্বানগী করিয়া দেসে আমাকে রক্ষা করিয়াচেন এবং সর্ব্বত্রে সাহায্যজোগে সেষ জঞ্জাল দূর করিবে এমত মনোনীত আচে সম্প্রতি কদিমি দোস্তি গৌর করিয়া আফিচের শাহেবলোককে ড়ুন্দিয়ার জঞ্জাল নিবারন করিতে হুকুম দিবেক কিন্তু শাহেব ব্যঁতিরেক আমার ভারসাএয়ের স্থান কোন স্থানে নাই যেরূপে সুভিতা হবে তাহা কবিবেন ইতি—

---

(১২৪)

শ্রীদুর্গা

প্রচণ্ডপ্রতাপত্রস্তীকৃতভূরিভূমীন্দ্রগণবৈরিবারণবিদাবণপঞ্চানন কলিকাত্তাঅধিপ শ্রীশ্রীযুক্ত গবনর বাহাদুর বড়সাহেব সৌর্য্যগাম্ভির্য্যৌদার্য্যগুনাকরসুহৃদবরবরেষু পরমপ্রীতিপূর্ব্বক-বিজ্ঞাপনমদঃ পরন্তু সবিশেষ সমাচারাঃ সম্প্রতি আপনার নিকট শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত শ্রীহৃদয়রাম দেব দ্বয়কে উকীল পাঠাইতেছি আমার অনুমতিক্রমে যখন ২ যে যে বিষয় দরখাস্ত করিবেক তাহা নিকট গোচর হবে অপর পূর্ব্বে আপনার নিকট যৎকালীন মোং কলিকাত্তা গিয়াছিলাম তৎকালে দরখাস্ত করিয়াছিলাম জিলা শ্রীহট্টর পরগনে চাপঘাট মোঃ ভাঙ্গার মলুকচন্দ দত্তে আমার সহরহদ্দের ১ এক কিত্তা জমী বালাদস্তি করিয়া কাবিজ তছরূপ করিয়াছে এহার তজবীজ হইবার তাহাতে জিলা শ্রীহট্টের কালেক্টর সাহেবর নামে হুখুম হইয়াছিল সরজমীতে আসিয়া তহকিত করিয়া আপনার নিকট বিপট করিবার তাহাতে কালেক্টর সাহেব নিকট ক্রমে ২ পত্র সহকারে উকীল পাঠান গেল তিনী পত্রোত্তর লিখেন এই বিষয় সদরে রিপট পাঠাইয়াছেন তাহাতে হুখুম আইসে সরজমীতে আসিয়া তহকিত করিবা অতএব এই বিষয় পুনশ্চ লিখি যাহাতে অবিলম্বে তজবীজ হয় তদনুসারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক হুখুম করিবেন এই বিষয় লোকে ব্যক্ত হইল আপনার নিকট নিজে যাইয়া দরখাস্ত করাতেও কিচুহি তজবিজ হইল না তাহা অত্যেন্ত লজ্জা বিষয় হইল বিসেষ কি লিখিব—

আপনার নিমিত্তে নজর গজদন্তনির্ম্মিত পিড়ী ১ খানা এবং টুপী ১ গোট পাখা ১ আপনার শ্রীশ্রীযুক্ত বিবী সাহেবর নজর গজদন্তনির্ম্মিত সন্দুকচাহা ১ গোট .ও টুপী ১ গোট পাঠাইতেছি স্বীকারানুমতি হবে কিমধিকমিতি শক ১৭৩৫ সাল মাহে ৫ কার্ত্তিক—

---

(১২৫)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

প্রতুলকর্ত্তা

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয় শ্রীযুত মেস্তর নুরমান মেকলৌড় সাহেবজীউ সদ্গুদার-চরিত্রেষু আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ সন ১২২০ সালের ১৬ মাঘের মরকুমা আপনকার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাতো হইলাম লিখিয়াছেন জে দেবনাথ মর্দ্দাইর পীতা হরিস চক্রবর্ত্তির খুনের মোকর্দ্দমার তজবিজ করার কারণ সাবেক কমীসনর সাহেবেক সদরের হুকুম ছিল তখন তজবিজ হয় নাহি ঐ মোকর্দ্দমা সদরের হুকুম মতে আপনে তজবিজ করিবেন এ প্রজুক্ত ইসিমনবিসি দ্রষ্টি করিয়া তাহার মদ্ধে শ্রীফকীর সিংহ যুভেদার ও শ্রীবেচু সিংহ যুভেদার ও শ্রীনোহর সিংহ যুভেদার ও শ্রীরূপন সিংহ রিসালাদার ও শ্রীকোথা জমাদাব সাক্ষিআন ও মোকর্দ্দমা মজুকুর তজবিজ কালিন জনেক মোকক্তারকার মায় মোকক্তারনামা হাজির থাকা জরূর জানিয়া পঠাইতে লিখিয়াছেন অতএব দেবনাথ মর্দ্দই কাহার নামে তাহার পীতার খুনের দাবি কি প্রকারে রাখে তাহা জ্ঞাতো নহি এবং সাবেক কমিসনর সাহেব দেবনাথ মর্দ্দাইর পীতার খুনের মকর্দ্দমার বিসয় কখনো আমাকে লিখেন নাই ও ঐ মর্দ্দইর মোকর্দ্দমার তজবিজ বিসয় সদরের হুকুম তাঁহার নামে ছিল তাহাতে তজবিজ তখন হয় নাই তাহাও জ্ঞাতো নহি দেবনাথ মর্দ্দাই তাহার পীতার খুনের দাবি কাহার পর করিয়াছে তাহার খোলাসা জানিতে পারিলাম না ঐ বিষয়ের কৌফিয়ত খোলাসা জানিতে পারিলে অথবা খোলাসা আপনে লিখিলে সাক্ষিআনকে ও মোকক্তারকার পঠান অপীক্ষা ছিল না আর দেবনাথ মর্দ্দইর পীতার খুনের তজবিজ সদরের হুকুম মতাবেক আপনে করিবেন একারণ ফকীর সিংহ যুভেদার ও গয়রহ সাক্ষিআনকে ও মোকক্তারনামা সমেত মোকক্তারকার তজবিজ কালিন হাজির থাকা জরূর জানিবা জনেক মোক্তার পাঠাইতে লিখিয়াছেন দেবনাথ মর্দ্দইর পীতার খুনের আরজী অথবা দরখাস্ত গুজরাইয়া থাকে তবে তাহার নকল আর এ বিসয়ের তজবিজের হুকুম সদরের জে আছে তাহার নকল অর্থাৎ আমার ওয়াকিফ হওার কারণ মেহেরবানগী প্রকাষ পুর্ব্বক পাঠাইতে অবধান হবেক জ্ঞাতো হইয়া ফকীর সীংহ ও গায়রহ সাক্ষিআনকে ও মোক্তার পঠাইবার

অপীক্ষা কিছু হবেক না আপনে আমার মেহেরবান মেহেরবানি প্রকায পূর্ব্বক সতত নিজ মঙ্গলাক্ষানে সন্তোসিবেন জ্ঞাপনমিতি সন ৩০৪ সকা মতাবক সন ১২২০ সাল তারিখ ১৯ মাহ মাঘ—

---

(১২৬)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৌকনিলয়প্রবলপ্রতাব শ্রীশ্রীমহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর মহাবলপরাক্রমেষু আপনকার মঙ্গল বাসনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ। পূর্ব্ব শ্রীগুরুপ্রসাদ দেওানের বিশয় আপনকাকে দফা (২ ?) লেখা গীয়াছে জে দেওান মজকুর অনেক ২ মন্দ কায্য করিয়াছে এবং আপনকার সহিত শ্রীযুত কোমপানি বাহাদুরের সরকারের জে দোস্তি আছে তাহাতেও খললআন্দাজ হইয়াছে আপনেও আমার সহিত সাক্ষাত কালিন ঐরূপ কহিয়াছেন এবং দেওান মজকুর তোমার নিমকহারামী করিয়া খললআন্দাজ হইয়াছে তাহার একরার করিয়াছেন উপরান্ত ছাপানো জাইতেছে জে দেওান মজকুরের অনেকরূপ জুলুম ও বদিয়ত কোচবেহারের বাসেন্দা ও রেয়ানপর এবং মামলাকারক লোকদিগের প্রতিও হআতে মলুক অএরান হইয়া আপনকার বদনামী হইতেছে তত্রাচ কোনমতেই গুরুপ্রসাদ মজকুরের বিশয় আপনে তদারক করিলেন না দেওান মজকুর সাবেক বদস্তুর আপন কার্য্য বহাল আছে ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইলো অতএব আহদনামায় ত্রিতিয় দফাতে লেখা আছে জে মলুক কোচবেহার যুতে বাঙ্গলার সামীল হইবেক কৌযুলের সাহেবান আলিয়ানে দোস্তের রেয়াএত করায় অন্য ২ জেলার দস্তুরমত বাঙ্গালার সামীল না করিয়া এহিমত আপন জীম্বা রাখিবেন জে নেককার্য্য যাহাতে মহারাজার অর্থাত আপনকার নেকনামী হয় তাহার পরামরস দীতে থাকীবেন তদরূপেই পূর্ব্বাবধি বরাবর আমলে আশীতেছে এবং সাবেক কমিসনর সাহেবলোক ঐ দস্তুরমত আপনকার বেহতরি ও নেকনামী করিতে নিজুক্ত ছিলেন এক্ষন আমীহ শ্রীযুক্ত নওাব গবনর জান্দরেল বাহাদুরের হুকুমমতে এহি মুলুকের কমীসনরি কায্যে মকরর হইয়া আশীয়াছি আর আমাকে সদরের হুকুম আছে জে আপনকার সরকারের কায্যের দুরস্তীর বিসয় জে উচীত পরামরস হয় দীব আর আপনকার সরকারের আমলাহায় মর্দ্ধে জে কেহ নালাএক ও মন্দকারক হয় তাহাকে তফাওত করিবার কারণ আপনকাকে কহিব যদিস্বাত আপনে গ্রায্য না করেন ততখনাত কৌসলে এতেলা দীব মতাবেক দস্তুর কদিম ও আমাকে জে একতিয়ার হাশীল আছে তদ অনুসারে আপনকাকে লিখি জে গুরুপ্রসাদ মজকুরের জুলুমে ও বদিয়তে সমস্ত

লোক হয়রান ও প্রেসান আছে ও আপনকার সহিত জে গবনর বাহাদুরের দোস্তি কাএম আছে তাহারো খললআন্দাজ হইয়াছে অতএব আমার এহিপত্র পহুছা মাত্র আপনে গুরুপ্রসাদ মজুকুরকে ফৌজদারি ও দেওানি ও গয়রহ কায্য হইতে মাজুল করিয়া আপন সরকার হইতে দুর করিয়া দীবেন ইহাতে উভয় পক্ষের আহদনামার কাএমী বিশয় জানিবেন জদিস্বাত এ পরামরস আপনকাকে গ্রায্য না হয় তবে আহদনামার কৌলের [অন্যথা] আপন তরফ হইতে করিতেছেন এমত জানিবেন এহি দুই বিসযের মর্দ্ধে আপনকাকে জে কীছু মঞ্জুর হয় তাহার জওাব আমাকে লিখিবেন জদ্দিস্যাত গুরুপ্রসাদ মজকুর আপনকার সরকারের কায্য হইতে মাজুল ও তফাওত হয় তবে সরকার বাহাদুরের [তুষ্টির (?)] বিশয় এবং আপনকারও বেহতরি জানিবেন নতুবা এ বিসয়ের সেহিমত অন্য ২ বিশয়ের জে প্রকারে এতেলা করা গীয়াছে এতেলা শ্রীযুত নওাব গবনর জান্দরেল বাহাদুরের হুজুরে করিতে হইবেক নওাব মহুষুফ কৌষুলের বিবচনারদ্বারায় জে হুকুম করিবেন তাহার মত আমলে আশীবেক আপনে আমার মেহেরবান এমতে জ্ঞাতো কারণ লিখিলাম আর অবকাষ মতে সিগ্র আপনকার সহিত সাক্ষাত হইলেই আমার সন্তষ্টর বিসয় জাতাআতে নিজমঙ্গলাক্ষনে সন্তোষ করিবেন ইতি সন ১৮১৪ সাল ইং তারিখ ৩ ফিবরওারে মোতাবেক সন ১২২০ সাল বাঙ্গালা তা ২২ মাঘ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলোকনিলয় শ্রীযুত মেস্তব নুরমান মেকলৌড় সাহেবজিউ সহৃদারচরিত্রেষু। আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ। সন ১২২০ সালের ২২ মাঘের মরকুমা আপনকার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম আমার দেওান শ্রীভাইয়া গুরুপ্রসাদ রাএের বিসয় লিখিয়াছেন দেওান মজকুরের কৌফিয়ত পুর্ব্ব আপনকাকে লিখিয়াছি তাহাতে জ্ঞাত আছেন বেকষুর দেওান মজুকুর কি প্রকারে তফাওত হইতে পারে আমার সরকারের দস্তর আছে বেকষুর বেতজবিজ কোন চাকর তফাওত হইতে পারেনা এবং শ্রীযুত কম্পানি বাহাদুরের সরকারের এমত দস্তর নহে যে কোন চাকর বেকষুর তফাওত হয় দেওান মজকুর আমার সরকারের কদিম চাকর এবং অনেক কায্যের বেহতরি ও রাফাহিয়ত করিয়াছে ও করিতেছে আপনকার লিখনানুসারে জানিলাম আমার দেওানকে জওাব দেওার অভিপ্রায় ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না দেওয়ান মশুবের কি তকসির এবং আপনে ঐ তকসিরের কি তজবিজ করিয়াছেন তাহার খোলাসা কীছু লিখেন নাই ও ২৭ মাঘ আপনকার সহিত সাক্ষাৎ হওাতে দেওান মজকুরকে তফাওত করার বিসয় জে মত আপনে কহিয়া ছিলেন তাহাতে দেওান মজকুরের কষুরের বিষয় আপনকাকে জিজ্ঞাসা করাতেও কীছু কহেন নাই অতএব বেকষুর বেতজবিজ আমার সরকারের চাকর তফাওত করা দস্তর নহে

এবং শ্রীযুত কম্পানি বাহাদুরের সরকারের ও জাবতা নহে জে বেকষুর বেতজবিজ কোন চাকর তফাওত হয় অতএব দেওয়ানের কষুরের তজবিজ বিসয় আমার তরফ সাক্ষাৎকার আপনকাকে কহিয়াছি তাহাতে জ্ঞাতো আছেন আপনে আমার মেহেরবান সতত মঙ্গলাক্ষনে সন্তোষ করিবেন জ্ঞাপনমিতি সন ৩০৪ সকা মতাবক সন ১২২০ সাল বাঙ্গালা তারেখ—২৯ মাহ মাঘ—

---

(১২৭)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৌকনিলয়প্রবলপ্রতাপ—

শ্রীশ্রী মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুর মহাবলপরাক্রমেষু।—

আপনকার মঙ্গল বাসনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ'। মালুম হইলো জে শ্রীবৈজনাথ কুঙরের চাকর দুইজন ভেটাগুড়ি মোকামে শ্রীবৌকুণ্ট কুঙর ওরফে চালুখাও। সাহেবের জয়গাতে আপনকার আওাসের নিকট থাকিয়া আসাম জাওার কারণ লো[া]কদিগেক চাকর রাখিতেছে আপনকার সরকারের এলাকাদার শ্রীরঘু বকসি ও শ্রীগোপাল সিংহ ঐ কার্য্যের সরিক আছে অতএব আপনকার সহিত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের জে আহদ ও দোস্তি আছে তাহার মত আপনকাকে উচীত নহে যে সরকার বাহাদুরের তরফ সাহেব লোকের বিনা অভিপ্রায় সেপাহিলোক আপনকার রাজগীর মলুক হইতে অন্য মলুকে জায় অথবা আপনে কোন অন্য মলুকের মালিকের মদদ করেন জদিস্যাত এথা হইতে ফৌজ অন্য মলুকে জায় তবে তাহার বদলাতে দুসরা তরফ হইতেও নিজুক্ত হইতে পারে পরে তাহাদিগেক দুর করাতে এ সরকারের কেলষ্ট হওার বিসয় উপরান্ত ঐহি সিপাহিলোক জে বৈজনাথ কোঙরের অভিপ্রায় মতে জমা হইতেছে ও তাহাকে আসামের তরফ ফৌজকসি করা মঞ্জুর অতএব আসামের রাজার সহিত এই সরকারের জে দোস্তির ছিলছেলা দুরস্ত আছে ও আপনকার মলুকের মত জে মলুক কোম্পানি বাহাদুরের জের ছায়াতে আছে তাহার মলুকে এমত লোকের মদদ করা প্রকত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের সহিত দুসমনাগীর বিশয় সেমতে লিখি আপনি খুব তদারক করিবেন জে এখন হইতে আপনকার মলুকের সেপাহিলোক ঐ তরফ জাইতে না পারে সতত মঙ্গলাক্ষনে সন্তুষ্ট করিবেন ইতি সন ১৮১৪ সাল ইঙ্গরাজী তারিখ ২২ মারচ মোতাবক সন ১২২০ সাল বাঙ্গলা তারিখ—১০ চৌত্র—

---

(১২৮)

শ্রীশ্রীসিব

শরণং

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলোকানিলয় শ্রীযুত মেস্তর নুরমান মেকলোড় সাহেবজিউ সহৃদারচরিত্রেষু।—আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ। ১০ চৈত্রের মরকুমা পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম লিখিয়াছেন শ্রীবৈজনাথ কোঙরের চাকর দুইজন ভেটাগুড়ি মোকামে থাকিয়া আনামে জাওার কারণ লোক চাকর রাখিতেছে আমার সরকারের শ্রীরঘুনাথ বকসী ও শ্রীগোপাল সিংহ ঐ কায্যের সরিক আছে। অতএব আপনকার পত্র পাইবা মাত্র ইহার তদারক করাতে মালুম হইলো জে শ্রীরঘুনাথ বকসি করিব এক মাষ ৺ গঙ্গাবগাহন নিমিত্যে গীয়াছে এখানে নাই শ্রীগোপল সিংহের জবানবন্দি করাতে জানা গেল জে সিংহ মজকুর ঐ বিষয়ের কিছু জানে না ইহারা দুইজনে ঐ মাজাবার সরিক এমত জানা গেল না এমত মাজারার সরিক জানিতে পারিলে ইহার বিহিত প্রিতিকার হওার বিশয রঘুনাথ বকসি ও গোপাল সিংহ ইহারা আমাব সরকারের চাকর ইহারা ঐ মাজারার কি প্রকাব সরিক আপনে তাহার খোলাসা লিখিলে জদি ইহারা সরিক হয় এমত সাব্যস্ত হইলে বিহিত প্রতিকার করা জাবেক আর এই বিসয়ের বিহিত তদারক করাতে জানা গেল জে শ্রীবৈজনাথ কোঙরের তরফ শ্রীযুবংস চক্রবর্ত্তি কোঙর মজকুরের পত্র সমেত শ্রীআলেপ সিংহ কুমেদানের নিকট আসিয়াছিল কুমেদান মজকুর মোকাম বঙ্গপুরের শ্রীযুত কেন্টওব সাহেবেব দেওয়ান শ্রীরামমোহন রায়ের পায আছে ঐ কুমেদান মজকুর হাতিয়ারবন্দ লোক চাকর রাখার কারণ যুবংস মজকুরকে পাঠাইয়াছে যুবংস মজকুর কুমেদান মজকুরের পাঠান মতে চাকর রাখার কথা জারি করাতে উমেদার চারি পাচ জনা লোক তাহার পায গিয়াছিল তাহারদিগের হাতিয়ারআদি নাই এবং চাকর মকরর হয় নাই যুবংস চক্রবত্তি মজকুর দিগের জবানবন্দিতে এমত জানা গেল অতএব যুবংস মজকুর ও ঐ উমেদার চারি পাচ জনা লোকেক য়েথান হইতে নেকালিয়া দেওা গেল ও হাতিয়ারবন্দ লোক আমার রাজগীতে জমাএত হইতে না পারে তাহার হুকুম দেওা গেল জে জদি এখানে হাতিয়ারবন্দ লোক জমাএত হয় পাকড়া হইয়া সাজায় পহুছিবেক আপনকার জ্ঞাত কারণ লিখিলাম আমার সরকারের কোন লওাহেক লোক এমত বিসয়ের সরিক হওা ও আমার এখান হইতে অন্য কাহারু মদদ দেওা কোন প্রকারে সম্ভাব নহে ও আপনেও এমত গ্রাহ্য করিবেন না সতত মঙ্গলাক্ষনে সন্তোষ করিবেন জ্ঞাপনমিতি সন ৩০৪ সকা মোতাবেক সন ১২২০ সাল বাঙ্গলা তারিখ ১৭ মাহে চৈত্র—

———

(১২৯)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

পারসির পত্রের তরজমা—

বিসেষ'। আমি জখন হইতে এ মোকামে আসিয়াছি তদবধি আপনকার ও আমার সহিত জে সকল কায্যেব বিসয় লিখিত পড়িত ও কথবকথন হইয়াছিল তাহার রোএদাদের সমস্ত কাগজাত শ্রীযুত নওাব গবনর জান্দরেল বাহাদুরের হুজুরে কৌসলের এজলাসে দরপেষ হইয়াছে ও আপনকার জে সকল রাইয়ত লোকের প্রতি হইয়াছে ও আপনে আপন অন্তকরণে কম্পানি বাহাদুরের সরকারের সহিত জেমত আসচয্য বিসয় ঠাহরিয়াছেন তাহার মতে আপনে ও আপনকার কায্যকারক আমলা লোক আমার সহিত ও সাবেক কমিসনর সাহেবের সহিত ঐ প্রকার করিয়াছেন আর আপনকার হইতে কএক রকম কায্য কএক দফা প্রকাষ হওা মতে আমাকে সরকার হইতে কমিসনরি কায্যে নিযুক্ত হওার সবব হইয়াছে নওা[ব] মৌষুফ ঐ সকল বিসয়ের অনেক প্রকার গৌর ও বিবেচনা করাতে জে আসল হকিয়ত ও হকুক দিগর [ছিন্ন] আছে তাহার সহিত মোকাবেলা করিয়া কৌসলের ইজলাসে জেমত আজ্ঞা করিয়াছে [ছিন্ন] আপনকাকে লিখিতেছি আপনকাকে উচীত জে এমত হুকুম বিনে ওজর আমলে আনিবেন তাহার মজুমন এহি সরকারের আসল এলাকার ও ফরমারানির একক্তিয়ার এ মলুকের পর জে প্রকার আছে আর ইহার সববে জে তোমাকে করা উচীত ছিল তাহার বরখেলাপ জাহের হইয়া গবনর জান্দরেল বাহাদুরের বিবচনাতে এহিমত হইলো জে এ মলুকের পেষকস সরকারে দাখিল হইতেছে এ সরকারের তদারক ও ছায়াআন্দাজি না হইলে আপনকার রাজগী কোন প্রকারে কাএম থাকিতে পারে না ইহাতে আপনকাকে উচিত ছিল জে আপনে অতি নিয়াজ ও আরজমন্দি ও আদব কাএদাতে এই সরকারে ও সরকারের কায্যকারক সাহেব লোকের সহিত করিতেন এবং জে সকল লোক এ সরকারের এলাকাদার হন তাহারদিগেব সহিত এমত করিতেন জে তাহারদিগেক কোন বিসয় কেলষ্ট না হয় কিন্তু আপনে জে প্রকার সাবেক কমিসনর সাহেব ও এদানিক আমার সহিত করিয়াছেন ইহাতে জানা গেল জে আপনে আপন অন্তকরণ হইতে খেলাপ প্রকাষ করিয়াছেন নাজের দেওর জে মসহারা প্রকর্ত্ত হওা জরুর ছিল তাহা হইতে কমী মকরর হইয়াছে তত্রাচ আদায় হয় না এবং জে জমী তাহার কারণ মকরর হইয়াছে তাহা দখল করিয়া নেয়ার কএক দফা আপনে মনস্ত করিয়াছিলেন আর দেওান দেওর জে সকল জমিন মকরর আছে তাহার পর দস্তআন্দাজ হইয়া জুলুমের রওাদার হইয়াছেন এবং হরেস চক্রবত্তি নামে একজন তাহার এলাকাদার ছিল সোভা বড় হইয়াছে জে সেহ আপনকার আমলা লোকের তদবিরে মারা পড়িয়াছে তাহার তজবিজের বিসয়ে জখন সরকারের এরাদা হইলো তখন আপনে তাহার তজবিজ না হওার রওাদার হইলেন আর আমি সরকারের তরফ হইতে এখানে

আছে আমার সহিত কএক দফাতে জেমত ২ ব্যেত্থবি করিয়াছেন তাহাতে এ সরকারের অমর্য্যতার বিসয় জ্ঞান হইয়াছে অতএব জে আহদনামা আপনকার সহিত সরকারের মর্য্যতার বিসয় আছে তাহার মজমনের অনেক বরখেলাপ হইয়া কৌলকরারের মত জে আপনকাকে করা উচীত ছিল তাহার বরখেলাপ করিলে জে জে বদলা হয় তাহা আপনকাকে লিখিতেছি সরকারের ও রাজা মতওফার সহিত জে আহদনামা আছে তাহার ৩ তিসিরা দফাতে সাফ মালুম হয় জে মলুক কোচবেহার বাঙ্গলার সামিল হামেসা কোম্পানির সরকারের সাহেবলোকের একত্তিয়ারে থাকিবেক ও আপনকার পীতা মতওফা আপন খুসিতে কবুল করিয়াছেন জে এ সরকারের হামেসা তাবেদার ও ফরমাবরদারিতে থাকিবেন আর ৫ পাচ দফাতে লেখা আছে জে এ মলুকের জমার নিম্পী সরকারের নালবন্দিতে দাখিল হইবেক ও নিম্পি তোমার জিম্বা থাকিবেক এহি সরতে জে তুমি সরকারের এতায়ত ও ফরমাবরদারিতে থাকিবো রাজা মতওফার কৌলকরারে মাহাফিক কোম্পানি বাহাদুরের তরফ সাহেবলোককে জে হুকুমতের একক্তিয়ার হাসিল আছে তাহা অন্তবধি ছুটে নাই ও জখন সন ১৭৮৯ সাল ১৩ মাই [ছিন্ন] সাহেবলোক এ মলুক বাঙ্গলার সামিল করা মোকুফ করিয়া তোমার একত্তিয়ার দিয়াছেন তখনহ [ছিন্ন] জে হকিয়ত এ সবকারে হাসিল আছে তাহা হামেসা বাহাল বরকরার থাকিবেক আর কোরট আফ ডরেকটুরের সাহেব লোক নিম্পী জমা আপনকার জিম্বা থাকিবেক তাহা এহি সরতে মনঞ্জুর করিয়াছেন জে তুমি হামেসা ফরমাবরদারিতে থাকিবা তাহার মতে আহদনামার আসল মজমন ও কৌলকরারের মাহাফিক আর২ জে ২ মতলব কৌসলের সাহেব লোক ও কোরট আপ ডেরেক্টরের সাহেবলোক দরিআপ্ত করিয়া নিকলাইয়াছেন তাহার মতে ঐ সরকারের তাবেদারি করা তোমাকে বড় উচিত ইহার বরখেলাপ করিলে তোমার উপর হইতে ছায়া— আন্দাজ উঠান জায় এমত বদলা নহে তোমার তসরূপে নিম্পি জমা জে আছে তাহা সরকারে জপ্ত করিয়া লওা উচীত শ্রীযুত নওাব মৌষুফ আজ্ঞা করিয়াছেন জে উপরকার লিখিত কৈফিয়তের অনুসারে আর হাল কমিসনর সাহেবের সহিত তুমি ও তোমার আমলা লোক জে প্রকার করিয়াছে সে সকল ফরমাবরদারি ও তাবেদারি তোমাকে জে উচীত ছিল তাহা সমস্ত বরখেলাপ মালুম হইয়াছে অতএব নিম্পী জমা এ মলুকের তোমাকে এহি সরতে দেওা গীয়াছিল জে তুমি তাবেদারিতে কাএম থাকীবা এহিক্ষণ এই উচীত জে তোমার স্থানে সমস্ত [মলুক] লওা জায় ঐ কথা বুঝিবার উপযুক্ত জে মন্দ ক্রিয়া করিলে [ছিন্ন] লোকের পরামরসমতে এমত কায্য করিলে এহি ফল হয় কিন্তু সাহেবলোক [ছিন্ন] প্রিকিতি অনুগ্রহ ও দয়া জেমত আছে তাহাতে আশ্রিতোকে সাধ্যক্রমে ধংস করেন না [ছিন্ন] দস্তগিরি করেন তাহাতে কোন প্রকারে ছাড়েন না এহিক্ষণ এহি এরাদাতে তোমার [ছিন্ন] মলুক লইলেন না জে তুমি হামেসা এ নস্তুন মেহেরবানি ও দয়া জ্ঞান করিয়া হামেসা যুকুর [ছিন্ন] চাহিত হইবা শ্রীযুত নওাব মৌষুফের অন্তকরণে দানত ও এনছাফ বহুত আর সরকারের সানসওকতে কোন প্রকারে নেম না লাগে এমত চাহিত

আছেন সেমতে বিবচনা করিলেন জে এ প্রকার তদবির করেন জে তাহার এ দুই ভারি মতলব হাসিল হয় অতএব শ্রীগুরুপ্রসাদ ও শ্রীরামপ্রসাদ মুনসির কএক সবব প্রথম বদনামির মযুরি দিতিয় কমিসনর সাহেবের সহিত ব্যোত্থবি করার সরাকত্তি অর্থাত সে ব্যোত্থবি সরকারের সহিত হইয়াছে ত্রিতীয় হরেস চক্রবত্তির খুনের রাজদারির সববে হুকুম নাতক করিয়াছেন জে গুরুপ্রসাদ ও রামপ্রসাদকে অতি সিগ্র মাজুল করিয়া ৺কোচ বেহারের মলুক হইতে বাহির করিয়া দিবেন জাতে অতি সিগ্র এ হুকুম আমলে আইসে তাহার মত করিবেন কিন্তু এক হপ্তার বেসি মহলত না হয় আর এ মুলুক সরকারের জের ছায়াতে আছে সরকারের বিনে মেহেরবানিতে মমকীন নাহি জে বরকরার থাকে ইহাতে এ মলুকের পর জদির্স্যাত কোন প্রকারে জুলুম হয় তাহা তদারক না করিলে ঐ জুলুম সরকারের জানিব হওার বিশয় এমতে জরুর হইলো জে এ দুইজন মাজুল হইলে পর আপনকার দেওান জে হয় সে কৌষুলের সাহেব লোকের মনজুরিতে মকরর হইবেক পরে শ্রীযুত নওাব গবনর বাহাদুরেব হুকুম মতে পূব্ব ২ তোমাকে লেখা জাইতেছে জে তুমী এ নাগাএদ জে প্রকার তোমা হইতে জাহের হইয়াছে সে সমস্ত উপরকার লিখিত মাজারার বহুত ২ বরখেলাপ তাহার বদলে জে ২ হুকুম উপযুক্ত ছিল তাহা দয়া করিয়া সাদের করেন নাহি জদি আএন্দা ঐ মত বরখেলাফি জাহের হয় তবে বিনা সোবা ও সক্কে সক্ত হুকুম জারি হইবেক এ পত্রের জওাব জদির্স্যাত গুরুপ্রসাদ ও রামপ্রসাদের পরামরসমতে লিখিবেন তবে নওাব মহুষুফের নাফরমানির সবব জ্ঞান হইয়া ঐ পত্র না মঞ্জুর হইয়া ওয়াপোষ হইবেক ইতি সন ১৮১৪ সাল ইঙ্গরাজী তারিখ ৬ আফরেল মোতাবক সন ১২২০ সাল তারিখ— ২৫ চৈত্র—

---

(১৩০)

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—

পারসির পত্রের তরজমা—

বিশেষ'। আপনকার পীতা ও শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের সহিত জে আহদনামা আছে তাহার ৮ আট দফাতে লেখা আছে জে জদির্স্যাত রাজা অর্থাত আপনকাকে মলুকের হেফাজত ও মোখালেফের দফা করার কারণ ফৌজের দরকার হয় এ সরকার হইতে তয়নাত হইবেক তাহার মতে জখন আপনকাকে দরকার হইয়াছে ততখনাত মদদ দেওা গীয়াছে ও আএন্দা দেওা জাবেক এ মতে শ্রীযুত নওাব মস্তুতাব মাআলাআলকাব গবনর জানরেল বাহাদুর দাম একবালহু আপনকাকে ফৌজ রাখার দরকার না জানিয়া হুকুম করিয়াছেন জে সেওায় সেফাহিআন সাবেক অর্থাত কোম্পানি

সোভা সিংহ্ ও রেসালা রূপন সিংহ্ আর হাতিয়ারবন্দ লোক অর্থাত খাষ কোম্পানি ও গায়রহ্ জে সকল লোক আপনকার চাকর আছে তাহাদিগকে বরতরফ করিবেন সে মতে লিখিতেছি খাষ কোম্পানি ও গায়রহ্ জে সকল সেপাহি আপনকার পাষ হাজির আছে দুই রোজ মর্দ্ধে তাহাদিগেক বরতরফ করিবেন আর জে সেপাহি লোক তহ্সিলের [ছিন্ন] আছে তাহারদিগের বদলিতে সোভা সিংহ্ ও রূপন সিংহের জানিব লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে আপন নিকট অতি সিগ্র আনাইয়া বরতরফ করিয়া সে সকল সেপাহি লোক এবং তাহারদিগের সকল সরদার সমেত আমার নিকট পাঠাইবেন জে সকল লোক কোম্পানি বাহাদুরের মুলুকের বাসেন্দা হয় তাহারদিগেক রঙ্গপুরের তরফ জাওার হুকুম দেওয়া জায় ও জাহারা এ মলুকের বাসেন্দা হয় তাহাদিগেক মোনসাই নদী পার জাওার হুকুম দেওা জায় আপনকাকে পুন্ব ২ লিখিতেছি জে এ হুকুম আমলে আনিতে কদাচ দের না করিবেন ইতি সন ১৮১৪ ইঙ্গরাজী তারিখ—১৬ আপরেল—মোতাবক সন ১২২১ সাল তাং ৫ বৈশাখ—

---

(১৩১)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

প্রতুলকর্ত্তা

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলোকনিলয় শ্রীযুত মেস্তর মুরমান মেকলোড় সাহেবজিউ সতুদার—চরিত্রেষু আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ'। সন ১২২১ সালের ১৫ বৈশাখ আপনকার সহিত আমার সাক্ষ্যাত হওাতে সাক্ষ্যাত কালিন আমার মলুক অবতর হওার ও তাহা দুরস্তির কথা জেমত ২ কহিয়াছিলেন তাহা আমি দরিআপ্ত করিলাম সে সকল কথা আমাকে ভাল জ্ঞান হইল অতএব মলুকের বেহ্তরি ও আমার প্রতি শ্রীযুত নওাব গবনর জানরেল বাহাদুরের জদি কোন সোভা হইয়া থাকে তাহা না থাকাব কারণ আপনকাকে লিখিতেছি জে আপনে আমার তরফ নওাব মৌষুফকে লিখিবেন জে আদালত দেওানি ও আদালত ফৌজদারির আদল ও ইনসাফ জরুর জাহাতে রাইয়ত লোকের আমালিয়ত ও করারিয়ত হইয়া মলুকের আবাদানি সংসন্দরূপ তহ্সিল হয় এ প্রকার কানুন মকরর করেন আর ঐ কানুন এই প্রকার হয় জে আমার মলুক ও আমার মলুকের আদালত ষুবে বাঙ্গলার সামিল না হয় এবং আদালত ও ইনসাফের ও কানুন এ প্রকার দারা হয় জে কোম্পানি বাহাদুরের রক্ষিত আমার মরাতবাত ও সান বাহাল থাকে আর জে কানুন ও কাএদা মোকরর হয় তাহা আমার পর ও আমার আওলাদ পর ও আমার মহলের পর না হয় আর সরকারের তরফ এক্জন কমিসনর সাহেব এথাতে থাকীয়া তাঁহার মারফতে ঐ কাএদা ষুরতে আমার নামে ও আমার মোহরে মলুকের রেওাজ ও সাস্ত্র অনুসারে আদালত দেওানি ও আদালত ফৌজদারির কায্যের আঞ্জাম হয় আমার ৺ দর্প্ত গজসিককার রাজত্য

আমি সেৎসাতে কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রয়ে লইয়াছি শ্রীযুত নওাব গবনর জানরেল বাহাদুর ও সাহেবান সদর ও সাহেবান জিলা হরষুরতে আমার সান ও রাজগীর মোরাতেবাত বহাল রাখিয়াছেন আপনেও জথেষ্ট মেহেরবানি প্রকাষ করিয়া আসিতেছেন এবং প্রকাষ রাখিবেন আর আমার মলুকের মহাছেল অল্প আমার সগল লোক সহিত আমার খরচে ওফা করে না এমতে কমীসনর সাহেবের মসাহেরা আমি দিতে পারিব না আদালত দেওানি ও আদালত ফৌজদারি ও ফুলিসের আমার দরমাহা আমার সরকার হইতে দিব আর সাহেব কমীসনর আদালতের কায্যে অখন হইতে আঞ্জাম করেন আপনে আমার মেহেরবান সতৎ মঙ্গলাক্ষণে সন্তেষ রাখিবেন জ্ঞাপনমিতি সন ৩০৫ সকা ৩০ বৈশাখ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

প্রভুকর্ত্তা

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৌকনিলয় শ্রীযুত মেস্তর মুরমান মেকলোড় সাহেবজীউ সদুদার-চরিত্রেষু। আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ। আপনকার চৌকীপহরা ও মরাঘাট ও জেহেলখার হেফাজাত কারণ পঞ্চাষ জন সিপাহি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের তরফ মোকরর করিতে আবধান হবেক ঐ সিপাহি লোকের দরমাহা আমার সরকার হইতে পাইবেক আপনে আমার মেহেরবান সতৎ নিজমঙ্গলাক্ষনে সন্তোষ রাখিবেন জ্ঞাপনমীতি সন ৩০৫ সকা তাং ৩১ বৈশাখ—

---

(১৩২)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয় শ্রীযুত মেস্তর মুরমান মেকলোড সাহেবজীউ সদুদার-চরিত্রেষু। আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিশেষ'। আমার গজসিকর্কার রাজত্যের হোরমত ও প্রধান অংস আদালত ফৌজদারি ও আদালত দেওানি ও জরব নারানি টাকা এই হোরমত ও অংস বাহাল থাকার নিমিত্যে এবং দুসমন লোকের হাতে বাচাইসের কারণ রোজ বরোজ সর্ব্বাংসে তরকীর নিমিত্ত সেৎসাধিন আমার পীতা ও আমার জেষ্ঠ ভ্রাতা ধরেন্দ্রনারায়ন মহারাজা কুম্পানি ইংরেজ বাহাদুরের ছায়া নিয়াছেন এবং আপন রাজগীর নালবন্দি কবুল করিয়াছেন তদবধি কুম্পানি ইংরেজ বাহাদুর ঐ কৌলকরার পর মন্দ নজর রাখিয়া জতেষ্ট মেহেরবানি করিয়া আসীতেছেন ইস্তক যুরু আর এ নাগাএদ কোন বিসয়ের তিলার্দ্ধ বেতিক্রম সেখান হইতে কী এখান হইতে হয় নাহি এবং হবেক না আর সেখান হইতে অন্যথা জে হবেক না ইহা পূর্ব্বাবধি একিন জানা আছে এবং শ্রীযুত গবনর বাহাদুর আমাকে হুজুরের পত্রাপত্র দ্বারায় ও মেহেরবানি দ্বারায় আর ওখান হইতে অথবা আমা হইতে অন্যর্থা কোনরূপে হবেক না তাহার কারণ এই জে তাঁহার ছায়াতে আমী

বাকারাগতে ও বাহুরমতে ও বাখুনীতে দিন গুজরান করিতেছি আদালতে ফৌজদারি ও আদালতে দেওানি পূর্ব্ব আপনকাকে সপর্দ্দ করিয়াছি এবং আদালত ও ফৌজদারি বিশয় নতুন একতারা অর্থাত আইন বতওয় জে চাহিয়াছিলাম তাহাতে সাস্ত্রসর্মত আদালত ফৌজদারির আইন কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে তয়ার হয় না ২৭ জৈষ্ট আপনকার সহিত সাক্ষাত হওাতে আপনকার বাচনিতে ঐ কথা জানা গীয়াছে অতএব সাস্ত্র অনুসারে এ পয্যন্ত আমার রাজগীর আদালত ফৌজদারের কায্য পীজীরা পাইতেছিল পূর্ব্ব ৩০ বৈশাখের পত্রে জে সকল লিখিআছি তাহা সকল বাহাল রাখিয়া ফৌজদারির আইন কৌন্সলান সাহেবান লোকের বুদ্ধি অনুসারে এক মত আইন তয়ার করেন জে যুবে বাঙ্গলার আইনের সামীল আইন না হয় আর সতৎ মঙ্গলাক্ষনে সন্তোস করিবেন ইতি সন ৩০৫ শক তারিখ ৮ আশাড়—

---

(১৩৩)

শ্রীদুর্গা

প্রচণ্ডপ্রতাপখর্ব্বীকৃতাখর্ব্বারাতিগণবৈরিবারণবিদারণপ্রমত্তপঞ্চানন শ্রীশ্রীযুত নবাব গবনর জানরেল বংবাহাদুর বড়সাহেবাসেষ ভূপালসন্দোহশরণাগতসংরক্ষণজনিত-যশোমলিনীকৃতশারদেন্দুকরনিকরেষু সাময়িক বিজ্ঞাপনং পরন্তু সমাচারাঃ আমারদিগের অতিসয় দিন সামান্য ক্রমে মদগ্রজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ন মহারাজা ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে শোকান্তর পতিত হইয়াছি অপরঞ্চ পূর্ব্বানুসারিক রাজরীতিক্রমে মন্ত্রিবর্গ বিবেচনা পূর্ব্বক স্বরাজ্য শাসন ব্যাপার নিযুক্ত হইয়াছি এহার সবিশেষ অশৌচানন্তর রাজত্বাভিষেকোত্তর বিস্তারিত প্রকারে গোচর করিব অন্যঞ্চ মদভ্রাতৃ মহারাজা আপনার আশ্রিত্ব হইয়াছিলেন আপনেহ তদনুসারিক যথোচিৎ মেহেরবানী করিয়াছেন অন্য সময় মদগ্রজ মহারাজানবস্থিতে অনাশ্রয়ী হইয়াছি আপনার অনুগ্রহমাত্র ভরসা অতএব পূর্ব্বানুসারে যথোচিত অনুগ্রহ স্নেহ বাসনা করিবেন কিমধিকমতি শক ১৭৩৬ সাল ৫ কার্ত্তিক—

প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনর জানরেল জংবাবাহাদুর বড়সাহেব দেশদেশান্তরনিয়োজিত জজ সাহেব কালেকটর সাহেব নিকরেষু।

১৩৪ নং পত্রের আলোকচিত্র

Engraved & Printed at
Sree Saraswaty Press Ltd.,
Calcutta.

(১৩৪)

শ্রীশ্রীহরি:

সরণং—

৭ স্বস্তি প্রাতরুদ্রিয়মানদিনমনিমণ্ডলনিজভুজপ্রতাপতাপীতসত্রু সমুহপুজিতালিখনং কৈল্যকাতার ৺স্বর শ্রীশ্রীগবরনর জানেরেল বাহাদুরজিঃ বিসমসমরে প্রচণ্ডপ্রতাপেসুঃ বিসেস্যঃ য়ামি দরিপাটত বসীয়া দেবরাজা হইয়া চামর্চ্চির দুয়ারের ভুমের সিমানা সরহদ্দের বিসএ আমার এখানের নজরান সোয়াগতে সহিতে য়াপনকাকে পত্র লিখিতে মোনস্থ ছিলো তাহাতে য়ামার ভোটাস্ত মলুকের তজবিজ য়াদিতে বেস্থ হইয়া আপনার নিকট পত্র লিখিতে পারি নাহিঃ ইতি মধ্য সন ১২২১। সালের মাহে ১৫ অগ্রহানের পত্র ২৩ পৌষ আপনের এক পত্র পাইয়া বহুত য়ানন্দ হইলাঙ। পত্রের বিবরন সবিসেষঃ জ্ঞাত হইলাঙ আপনকার সরকারে ভুমের উপর নেপালের ফৌজ উপদ্রহ করে এজন্তে য়াপনে নেপাল সহিতে লড়াইর মোনস্ত করিয়াছে সে য়তি ভালো নেপাল সহিতে আমার কোন দরকার নাহিঃ এবং নেপালের ফৌজ আমার ভোটাস্তের রাস্তা হইয়া আপুনির মলুকে চড়াও করিবেক এ কারণ নেপালের ফৌজক য়াটক করিতে লিখিয়াছেন সম্প্রতি ফৌজ আমার সরহর্দ্ধে য়াইসে নাই জদিস্যাত দৈবে নেপালের ফৌজ য়াসীয়া আমার সীমানাতে পহুচে তবে তাহার খবর জানীঞা আপনকার নিকট পত্র লিখা জাবেক এবং আমার সরকারের ফৌজ দালিমকোট ও চামর্চ্চির ঘাটের উপর জমা হইয়াছে য়েরূপ আপনাকে মালুম হইয়াছে তবে য়ামার ফৌজ কোনো মোকামে জমা হএ নাই একথা মিথ্যা চামর্চ্চির দ্বারের শুভাকে তগির করিয়া আমার সরকারের একজন জিনকাপ জন কএক ভোট মানুস সহিতে শুভা বদল থানাদার করিয়া চামর্চ্চির আপন সীমানাতে রাখিয়াছি এহি সেওাএ কোনো কথা নাই পুর্ব্বে য়ামার এথাহুনে বুড়া শুভাকে কৈল্যকাতা পাঠাও৷ আমার ভোটাস্ত মলুকের সিমানা সরহর্দ্ধ আপুনী করিয়া দেওাইছেন শেহি সরহর্দ্ধ মাহাফিকে কথক কাল প্রযন্ত ভোগ করি ইতি মধ্য বেহারের রাজা মিথ্যা সীমানার তহমত দিয়া জবরদস্তি করিয়া চামর্চ্চির দ্বারের সিমানা রদ করিয়া আমার সরহর্দ্দের ওনেক ভূম লইয়াছে পূর্ব্বের সিমানা সরহর্দ্দের নক্সা কাগজ আপুনির সরকারে থাকিতে পাএ সেহি কাগজ সহিতে জনেক সাহেবলোক পাঠায়া চামর্চ্চির সিমানা তজবিজ করিয়া আমার মাটী য়ামাকে দেলাইতে অনুগ্রহ হৈতে পাএ শ্রীশ্রীকম্পানী বাহাদুর ও শ্রীশ্রীদেবধর্ম্মা সহিতে কদিম চুস্তি এক বিসএ এক ওয়াস্তাঃ সেহি অনুরূপে এখোনো সরবরাহ চলিতেছে: ইহাতে কখনো কোন বিসএ ত্র‍ুটী হএ নাই হবেক না কদিম চুস্তিতে আপনে নজর রাখীয়া আমার ভুমের তজবিজের কারণ মোনোজোগ করিয়া জনেক সাহেবলোককে অতি সিগ্রহ পাঠাইতে হবেক জে সরেজমীন দিষ্টি করিয়া আমার ভূম আমাকে দেলাএ এরূপ য়নুগ্র হবেক নেপালের ফৌজ সহিতে আপনকার সরকারের ফৌজ লড়াই করিবার বিসএ জমা হইয়াছে তাহাতে আমি

নিসদ্ধে হইলাও সমপ্রতিক সোওাগাত নজরান পাঠাইলাও না এহি পত্রের জবাব পহুচামাত্রে আমার লোক মারফতে নজরান সহাগাত য়াদি নিকট পাঠান জাবেক তাহাতে মোনে কোনো অন্য মত নহিবেন আপনকার মঙ্গল আদি লিখিয়া পরিসাস্ত করাবেন ইতি সন ৩০৫ তাং ২৫ যৌষ্ঠ

৭ ক্রোড়ঞ্চ নজর পত্রচীহ্ন দেবাঙ্গ ১ এক খান পঠাই পহুচিবেক ইতী—
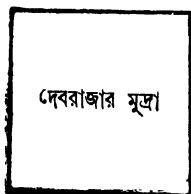
দেবরাজার মুদ্রা

৭ স্বস্তিঃ প্রাতরুদ্রিয়মানদিনমনিমণ্ডলনিজভুজপ্রতাপতাপীতাসত্রুসমুহপুজিতালিখনং কৈল্যাকাতার৺স্বর শ্রীশ্রী গবরনর জানেরেল বাহাদুরজীঃ বিসমসমরে প্রচণ্ডপ্রতাপেষু ঃ—

———

(১৩৩)

৺৭ শ্রীশ্রীহরি—

সরণং—

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয়প্রচণ্ডপ্রতাপ এলাকে রঙ্গপুরের শ্রীযুত বড়সাহেব মহোগ্রপ্রতাপেষু আপনকার মঙ্গলবাসনাতেই অত্রানন্দ পরং আপনের এক পত্র ১৬ পৌশের পত্র পত্রচিহ্ন কিমখাপ সহিতে শ্রীবলিতনারান রাজার মাং ২০ ফালগুনে পাইয়া সমস্ত বেহরা জ্ঞাতা হইলাম শ্রীযুত একটিঙ্গ গবরনর জানেরল বাহাদুর তোমাকে লিখিয়াছে জে তোমার সরকারের জনেক মশ্‌তাকিন লোক আমার এখানে পাঠাবার বিসয় এবং গোরখা সহিত কম্পানী বাহাদুর লড়াই আরম্ভ হইয়াছে তাহার হেতু কারণ ও সকল অন্য ২ বিশয় জাহাতে দুই পৈক্ষে ভালো হয় সে সমস্ত বিবরণ আর জে সকল দুষ্টা লোকের কথার কিছু ঠিকানা নাহি এহি সকল বেহরা তোমার পত্রে মালুম হইয়া বহুত খুশী হইলাম তবে পূর্ব্বহনে কম্পানি বাহাদুর ও ধর্ম্মা রাজা সহিত কদিম দুস্তি দুগ্ধে জলে জেমত একাত্রে মিশ্র হয় এহি প্রায় দুস্তি কখনো কোনো বিশয় ত্রুটী হয় নাহি হবেক না তবে বলিতনারান রাজার পত্রে মালুম হইলাও জে গোরোখা রাজা আমার পাষ ফৌজ বিশয় লিখিয়াছে এমত কথা তোমার পাশ ইয়াছে এমত বিজিনীর রাজার পত্রে জানিলাও তবে এ সকল কথা ঝুটা চিরত্তকাল

হনে গোরখা রাজার দেশত্র আমার দুই তিন খান তালুক আছে তাহাতে শ্রীশ্রীকালিঞ্জা শিম্বুর মোট একটা ছিলো শেহি মোট ভাঙ্গীয়াছে শেহি মোট বনাইতে গতো সনে আমার লোক পঠাইয়াছি সেহি মোটের চুড়া বনাইতে বহুত শোনারূপা লাগে সেহি সোনারূপা পঠাবার কারন গোরোখা রাজা দালিমকোটেব দুওাবের রাস্তা দিয়া এই রকম লিখীয়াছে এহি শেওায় আর কোন কথার এলাকা নাহি তবে চামচ্চির মাটী আগা বুড়া সুভাকে কৈল্যকাতা পঠায়া তখনে মাটি তজবিজ কবিয়া সিমানা করিয়া তখনে সিমানাব কাঠা আনীয়াছে সে কাঠা ডিগরি আমার এখানে আছে এবং ডিগীরিব নকল কৈল্যকাতায আছে শেহী ডিগীরি মাহাফিকে চামর্চ্চীব দুয়াবের মাটি আমাকে দেলাবেন তাহাতে অন্য মত না করিবা তবে রাহাদারি বিশয় লিখিযাছেন রাহাদারি পঠাই আপনেব মশ্তাকিন জনেক লোক অতি শীঘ্রহ পঠাইবেন আপনের লোক এখানে পহুচীলে তোমার সেখানেব সমস্ত বিবরণ যুনিতে পারি আমার সমস্ত বিবরণ তাহাকে কহিতে পাবি জে সকল বির্দ্ধে যুপ্রতুল্য হয় আপনার মঙ্গলআদি লিখীযা পরিশান্ত করাইবেন ইতি সন ৩০৫ সাল তাং—২১ ফালগুন

---

(১৩৬)

শ্রীশ্রীরাম

শরণং—

স্বস্তীঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয়প্রবলপ্রতাপ শ্রীযুত দেববাজ সাহেব মহাবলপরাক্রমেষু আপনকার মঙ্গল বাসনাতেই অত্র মঙ্গল বিশেষ আপনকার সহিত শ্রীযুত সবকাব কম্পানী বাহাতুরের জেমত তুস্তী ও পীরিতের দস্তুর ও দাড়া আছে তাহাতে জ্ঞান হয় না জে দোস্তীব দাড়া বন্দ হওার কোনো মতে আপনকাব মনস্ত হয কিন্তু এদানীক যুনা গেল জে চামবচিব তুয়ার ও লক্ষ্মীতুয়ার হইতে কথোক ভূঠীযা হাতীযাববন্দ আসীযা মরাঘাটেব তরফেব নিকট সরহদ্দে জমাএত হইয়াছে এমতে সেই তরফের বাইয়তলোক নাদান ভযাতুর হইযা পলাতকা হইতেছে। আমাকে খুব জানা আছে জে সবকারেব হেমাএতী ও পানাব রাইয়ত লোকের পর কোনমতে খলল না হয় এমত আপনকাব মনস্ত আছে ও ভূঠীয়া লোক জে জমাএত হইয়াছে তাহাও আপনকাব অজ্ঞাতসার হইবেক কিন্তু ভূঠীযা লোক জমা হওাতে মরাঘাট ও গয়রহর বাইয়তলোক জাহাবা সরকারের পানা ও আশ্রাতে আছে। ভয়াতুব হইয়া হএরান ও পরেসান হইতেছে জদিস্বাত আমার সরকারে একথা মালুম হয় তবে আশ্চয্য বোদ হইয়া আপনকার দোস্তীর অন্যথা জ্ঞান হইতে পাবে এমতে আমী দোস্তীর রাহে আপনকাকে লিখিতেছী জে আপনে ভূঠীয়ালোকেক নিসেদ করিবেন জে তাহারা মরাঘাট ও গয়রহর সরহদ্দের নিকট জমা না হয় রাইযতলোক চেএনে থাকে এবং আপনকার সহিত জে সরকারের দোস্তী আছে তাহাতেও তিলার্দ্ধ তফাওত না হয় আর জাতায়াতে নিজমঙ্গলাদী লিখিয়া সন্তোষ করিবেন ইতি সন ১৮১৫ সাল ইঙ্গবেজী তাবিখ ৪ মাই মতাবক সন ১২২২ সাল তারিখ—২৩ মাই বেসাক—

(১৩৭)

শ্রীহরি

৭৺ স্বস্তি শ্রেষ্ঠবৃন্দারকাদিনিকুরমরবন্দিত শ্রীমন্নিজেষ্টদেবভজনপরায়ন শ্রীশ্রীযুত কলকটা বরসাহেবর শৌর্য্যধৈর্য্যাদিগুণগনালঙ্কৃতবপুঃ মহামহিমসাগর পরমপ্রচণ্ড-প্রতাপেষু নিবেদন পূর্ব্বক প্রেষিত চৈত্রস্য রুদ্রদিনজেয়ং পত্রী গ্রাহনীয়া পরং সমাচারঃ শ্রীযুত্‌ পিতৃদেব মহারাজা বর্ত্তমানাবধি মোঁস্বৃ রাজার সঙ্গে বিরোধ গত চলে ৺ঈশ্বর কৃপাতে আমাদের নৃপাভিষেকের পশ্চাৎ সেইরাজা ধর্ম্মের নিমিত্তে সন্ধি করিতে পত্র সমেত ভদ্রলোক পাঠাইতেছি আঁমিও ধর্ম দেখিয়া মানিলাম তদবধি প্রীতিমত চলিযাছি পঞ্চত্রিংশদধিক সপ্তদশ শাকেতে শ্রীযুত কল্কাটা ববসাহেবর আমাকে মিলিতে চাই ইখমিবধ (?) পত্র সমভ্যারি মদীয় শ্রীখুড়া ভদ্র সিংহকে পাঠাইলাম আমিও তদনুরূপ করিতে ৫ পাচ দিন মুকামেতে আসিয়া রহিয়াছেন সে সমইতে পেগু লোক আসিয়াছে সেই খবর শুনিয়া পুনশ্চ দেশেতে আমিও গেলাম ৺ঈশ্বর ইচ্ছাতে আমাদেব মন্দানুক্রমেন দেশ ভগ্ন হৈয়া পুনশ্চ হেডম্ব দেশেতে আসিয়া রহিয়াছেন তত্রচ শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর ভাই হেডম্বেশ্বব সঙ্গে শ্রীবরসাহেবর মিলিয়া পেগু সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জৈন্যে যে যে পরামর্শ করিয়াছেন সেহ কালক্রমে সর্গপ্রাপ্তি হৈয়াছে অতএব আমিও পুনশ্চ দেশে যাঞা সে উদ্যম করিতে চাই অতএব লিখি আপনকাব যদি আমারদিগে যথচিত প্রীতি থাকে তবে যতকিঞ্চিৎ সাহার্য্য কবি দিবেন আর বিশেষ সেই দেশেতে আপনকার মনস্ত থাকেন একত্র হৈয়া যুদ্ধ করিলে বর বিশেষ হই আইতে যাইতে নাগা কুকিতে আমিও যথাশক্তি সহাজ্য করি দিব শ্রীবলরাম সিংহের প্রমুখাৎ বিশেষ বৃতান্ত জ্ঞাত করিবেন কিমধিকং বিজ্ঞবরেষু সন ১৭৩৬ তারিক ৯ চৈত্রস্য লিপিরিয়ং—

৭৺ স্বস্তি সততাভীষ্টদৈবতচরণদ্বন্দ্ববিভাবনবিমলীকৃতান্তঃকরণ শ্রীশ্রীযুত কল্কটাবর-সাহেবর মহামহিমসাগর শৌর্য্যাদিগুনোপেত মহাপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু প্রেষিত পত্রীয়ং—

---

(১৩৮)

৭৺ শ্রীশ্রীমাহাদেব

সরণ—

স্বস্তীঃ সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত মেগলোট সাহেজিও—স্থচরিতেষু অত্র কুসল আপনকার কুসল সতৎ ৺ দ্বারায় কামনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিসেষঃ আপনকার ২২ আসাড়ের পত্রচিহ্ন দুরবিন একটা বুটাদার চেওলি সহিত পত্র পাইয়া বেওরা জানা গেল সকল কথা আপনকার লোক জবানিতে জানিলাম লিখা গিয়াছে তবে জবানিতে এবং আপনকার পত্রে সকল জানিলাম সে কথা লিখিবার জুয়ানা তোমি আমার সখি সেমতে

লিখি কোন খানে পষ্ট করিবার না লাগে সে কথা এহি এহি সন মাঘমাসে জখন আমী চেচা-খাতাত ছিলাম এক লোক মাহারাজার একটা পত্র লইয়া আসিয়া ছিল তাহাতে লিখা ছিল জে আমার শ্রীশ্রীদেব ৶ রাজা তাহার আস্রয়ে দেয় তবে মাহারাজা থাকীতে পারে তারপর মলুকের বন্দবস্ত বিসয় জে হয় ভালো হইবে আর জবানি জ্ঞাতা হবার লাগে পরে সেহি লোক কহিল দিনহাটার সাহেব কলিকাতা জাইয়াছে আর নযপালের কাটাকাটিতে ফৌজ মারা পড়িয়াছে এখানে ফৌজ নাই অথন মাহারাজার মদদ করিলে মলুক হাত লাগিবার পারে তবে আমী কহিলাম শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের শ্রীশ্রীদেব ৶ রাজার দোস্ত হয় তাহার সহিত আমাকে কাটাকাটী করিবার না লাগে এহি জওাব পাইয়া লোক গিয়াছে সে পত্র আমার পায নাই থাকীলে আসল কিম্বা নকল তুলিয়া পাঠাইতাম সকল জবানিতে জানিবেন ইহা জ্ঞাতা ইতি সন ৩০৬ সখা—২৭ শ্রাবন—

---

(১৩৯)

শ্রীশ্রীরামঃ

শরণং

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয়প্রচণ্ডপ্রতাপ রঙ্গপুরের শ্রীযুত বড়সাহেব মোহগ্র-প্রতাপেষু। আপনের মঙ্গল কামনাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ। আপনের ২০ আশাড়ের এক পত্র জিনকাপ মারফতে পত্রচিন্ন গকুলনাথী একথান কাপড সহিত ১২ ভাদ্র পাইয়া সমস্ত বেহরা জ্ঞাতা হইলাম চামরচির মাটীর বেহারা আগা দেবরাজা সকলের আমলে তজবিজ খোলাশা হয নাই তবে কৈল্যকাতার শ্রীশ্রীনবাব গবনর জানবেল বাহাদুর ও আপনে শ্রীশ্রীকম্পানী বাহাদুরের খিদমত করেন লোক রাযত সকল আনন্দে আছে এখানে আমিহ শ্রীশ্রীদেবধর্ম্মার খিজমত কবুল নাকাবলেহ লোক রাযতের মুক তজবিজ করি এ কারণ ধর্ম্মারাজা ও গেলো (?) সকল ও সাহেব সকল মিলিয়া আমাক ভাল দেখিয়া রাজপাটে বশাইয়াছে তোমার আমার মোনের তুস্তি ইহাতে আপনেহ খুশী আমিহ খুশী তোমার আমার কুশলে থাকিলে কোন কথা নাই তবে কৈল্যকাতার নবাব সহিত চক্ষু না দেখা নওা তুস্তি করিতে কারণ চামরচির মাটির দফাতে এক পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার জওাব এক পত্র আমাকে লিখিয়াছে সেহী পত্রের বেহারা চামরচির মাটীর খোলাসা করিয়া দিতে আপনেক মাদার হইয়াছে এবং আমার এখানোহনে জনেক মাতবর লোক পঠাইতে লিখিয়াছে এ কারণ শ্রীচিথেতেণ্ডুক পাঠাইযাছী আপনেহো দরি রঙ্গপুর মোকামে আশীয়াছেন কারণ এ সকল বৃত্তান্ত আপনাকে দরিআপ্ত নাহী আমার এথাহনে সিমানা সবহদ্দের নকশা ডিগরি পঠাইতে লিখিয়াছেন মর্দ্দতে সিমানা সবহদ্দ নদিজল সবহদ্দ করিয়া দিয়াছেন শে শকলের নকসা ডিগরি তোমার ঠাহী আছে সেহী সকল কাগজ দৃষ্ট করিয়া চামর-চির মাটীর খোলাশা করিয়া দিবেন পর কীঞ্চিত মাটীর খোলাসা না হওয়ার বিশয় নহে

। তবে আমার পুনখার কীল্লা দুই রকম অগ্নীদাহন হইয়াছীল পূর্ব্বে ধর্ম্মারাজা রহিবার আমলে এখানের লওাজীমাত খরচপত্রের সামগ্রী সকল লাগে তাহাকে বাহির ভাণ্ডাবে রাখিয়া আব ২ আমাব মলুকের সিমানার কাগজ ও ডিগরি গয়রহ সকল এক ভাণ্ডারে রাখিয়াছে তবে সে সকলের তদারক করিতে ৺মহাকালের জীম্মা করিয়াছে বার শন বাদে একদিন সে ভাণ্ডারে দরজা খোলা জায় তবে সপ্রতিক বার শন পুরে নাহী কারণ দুয়ার খুলিতে পারি না এ কারণ শিমানার ডিগবি নকসা পঠাইতে পারিলাম না তবে আপনে ভাল করিলে সেথানের নকসা ডিগরি দৃষ্ট পূর্ব্বেব করিয়া ধর্ম্ম মাহাফীক চামরচির সিমানা করিয়া দেলাইবেন তাহাতে আমার কোন অন্যমত নাই তবে সেখানে নকশা ডিগরিব একখান নকল করিযা পঠাইবেন তবে জদি বেহারের রাজাব নাহক মিথ্যা কথা লইয়া জদিস্থাৎ সিমানাব খোলাসা না কবেন তবে আমার মাটীব কমি নাই কীন্তুক এ সকল কথা কলিকাতাব নবাব গবনর জানবেল বাহাদুরের নিকট দরিযাপ্ত হইলে অবস্য খোলাশা হইবেক তবে জদি খোলাশা না করেন তবে আমাব জীনকাপ দুইজনাক এখানে তাগীদ ফিরিয়া পঠাইবেন এদানিক হাল আমিহ বড় কথা হইলে ও ছোট কথা হইলেও আমি কীছু কহিব না চামবচিব মাটীর এতদিনে জানি জে বেহাবেব রাজায নটখটী করিযাছে তবে মাটীর বেহরা আগা কলিকাতাব নবাবতক মালুম হৈয়াছে আপনেহ জ্ঞাত হইলেন ইহাতে খোলাশা হইবেন সকল বেহরা জীনকাপ জবানিতে জ্ঞাতা হইবেন তোমার উকীল চিবাঙ্গদুয়ারে পহুছিযাছে আমাব ইখানে মালুম হইযা তাহাকে আনিতে বাহাদাবি পঠাইযাছী রাস্তাপথে তন্দাবি করিযা আমাব এখানে আনিবেক তিনী পহুছিলে তাহাব বেহবা পশ্চাৎ লিখীব গতায়াত আপনেব মঙ্গলাদী লিখীযা সান্ত করাইবেন ইতি সন ৩০৫ সকা তাং—১৩ ভাদ্র মোঃ কাশীগঞ্জ—

দেবরাজার ভূটীয়া অক্ষরে দস্তখতাছে তাহা পড়া গেল না—

ক্রোর বিশেষ চামরচি মাটীর খোলাসা জানিয়া পশ্চাৎ চিতাটণ্ডুর ও চিতাটাসীব কৈলাকাতা এখানেব সওগাত সমেত পত্র সহিত পঠানের মোনস্ত আছে জ্ঞাত কাবণ লিখিলাম পত্রচিন্ন হলিদিয়া রকমের ১ মালা পঠাই পহুছিবেক ইতি—

নকল মোতাবক আশল মোকাবিলা শ্রীরামপ্রসাদ দাসস্য।

৭শ্রীশ্রীরাম

সরণং—

(সহি) শ্রীচিতাতণ্ডু জিনকাপ
শ্রীচিতাটাশী জিনকাপ

দরখাস্ত শ্রীচিতাতণ্ডু জিনকাপ ও শ্রীচিতাটাশী জিনকাপ তরফ শ্রীশ্রী৺দেব মহাবাজ ভোটান্ত গরিব পরওর সেলামত আর্দ্দাষঃ এহী মরাঘাটে পূর্ব্ব সাহেবান লোক জে

সিমানা সরহর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন সেহী ডিগরির নকল সেবেস্তাতে আপনকাব আছে তাহা দেখিয়া আমার পাষঃ সিমানা সরহর্দ্দে মরাঘাট আমাব দেববাজার আর্দ্যপাস্তে দখলি ভোগের তাহার সাক্ষীর জবানবন্ধী করিয়া লইয়া কৈলকাতা শ্রীযুত ৺গবনর জান্দবেল বাহাদুরের হুজুরে এতলা দেন। ইহা আবজ করিলাম ইতি—৭ আশ্বীন সন ১২২২ সাল—

এই সকল পুরানা লোক ইহাদের তলব দিয়া জবানবন্ধী করিলে সকল কথা সাহেব জানিবেন ইতি—

পানালু মনিক
সাং মবাঘাট—১
কালুরাম গাবুব
সাং তথা—১
তেতুষ (?) কারকুন
সাং তথা—১
ভোগদেব কায়েত
সাং তথা—১
গজো মণিক
সাং তথা—১
হরদো মণিক
সাং তথা—১
বড়হীয়া মণিক
সাং তথা—১
ছুয়াপাও মণিক
সাং তথা—১
সন্তরা কায়েত
সাং তথা—১

৯

মাছু আমিন
সাং ভোটহাট—১
ইডা (?) সাহা
সাং তথা—১
নেহালবশ মীঞা
সাং তথা—১
গতীবশ মীঞা
সাং তথা—১
মঙ্গলু আমীন
সাং তথা—১
ভোবানন্দ সবকাব
সাং তথা—১
লালু সবকাব
সাং তথা—১
বামেশ্বববশ মীঞা
সাং তথা—১
খটেমা (?) নবতম
সাং তথা—১
গোপালচন্দ গাবুব
সাং তথা—১
ভগী মহত
সাং তথা—১

১১

কমলাপতী ঠাকুব
সাং ভোটহাট—১
মযাবাম ছুতার
সাং তথা—১
ভোব সবকাব
সাং তথা—১
বামচন্দ্র সবকাব
সাং তথা—১
তুন্দী মহত
সাং তথা—১
জগসীংহ মহত
সাং তথা—১
ছবিনা টাডাই
সাং তথা—১
নখীআ টাডাই
সাং তথা—১
হবদেব দফাদাব
সাং তথা—১
দনিদাশ
সাং মএনাগুরী

১০
৯
১১

৩০

নকল মোতাবক
আশল মোকাবিলা
শ্রীরামপ্রসাদ দাশস্য

আরজা মোলাহেজা হৈআ হুকুম হৈল জিনকাপ দুই জনকে জওাব লিখহ জে কোন শন কোন সাহেবের আমলের ফএছালা রাজী আছে এখানে সন ১৮০৯ সাল ইং ডিগবি সাহেব কেলেক্টর কমীশনর কোচবেহারের ফএছলা কী আর কোন আমলের ফএছলা মাফীক তোমরা মরাঘাট দখল চাহ্ ইহার খোলাসা লিখীবা তবে তহকীক শেরেস্তা করিআ জে মোনাসীব হয় করা জাবেক ইতি ২২ শেতমবর সন ১৮১৫ ইং মোঃ তারিখ ৭ আশ্বীন সন ১২২২ সাল—

নকল মোতাবক

আশল মোকাবলা

শ্রীরামপ্রসাদ দাশগু

(Signed) D. Scott

Magistrate.

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ :—

শ্রীচিতাটণ্ডু জিনকাপ

শ্রীচিতাটাশী জিনকাপ।

৺৭ আরজ শ্রীচিতাটণ্ডু জিনকাপ ও শ্রীচিতাটাসি জিনকাপ তরফ শ্রীশ্রী৺দেব মহারাজ বাহাদুব মলুকে ভোটান্ত গবিব পবওব সেলামত আমারদিগের আর্দ্ধাষঃ এহী আমার জে আরজী সাহেব পাস কবিয়াছিলাম তাহার জবাব লিখিয়াছেন জে কোন সন কোন সাহেবের আমলের মরাঘাটের ডিগিরিতে আমরা রাজী আছি তাহার সন ও সাহেবের নাম লিখিতে কারণ লিখিয়াছেন ইহার জবাব এহী পূর্ব্ব জখন কোচবেহারের রাজা আমারদিগের দেবরাজ সহীত কাজীয়া হইযা কোম্পানি বাহাদুর সহীত মিলিয়াছিল তাহার পর কোচবেহারের সাবেক রাজা ও নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ সহীত মরাঘাট ও পরগণে বৈকুণ্টপুরের সাবেক রায়কত সাহত জলপেসশ্বর ও গয়রহ কাজীয়া আমার দেবরাজার তবফ বুড়া শুবা কৈলকাতা গীয়াছিল তাহাতে কৌসল হইতে দুই তিন সাহেব মরাঘাট আশায়া নদিজল সিমানা করিয়া ও জলপেসশ্বর ও গয়রহ আমার দেবরাজকে দখল দেওাইয়া ডিগিরী ও নকসা সাহেবলোক এক নকল দেবরাজকে দিয়াছেন এক নকল সিরস্তাতে আছে তাহার সন ও মাষ ও তারিখ মনে নাই সন ১১৮৬ বাঙ্গালা হবেক কি তাহার পুর্ব্ব দুই তিন সন হবেক ইহা আমারদের মনে নাই পরলেঙ্গ সাহেব ও বোগল সাহেব কি আর কোন সাহেব ডিগীরি করিয়াছেন নাম মনে নাই শে পুর্ব্ব ডিগীরিতে রাজী আছি তদপর বেহারের রাজা জে ছএ সাত বৎসর হইলো রঙ্গপুরের কেলেকট্রের

ডিগবী সাহেবে ও তাহার দেওান রামমোহন রায় ও মুনসি হেমতুল্যা সহীত কারসাজী করিয়া নটখটী করিযা আমরা হাজীব ছিলাম না এবং উকীল হাজীব না থাকাতে তরফকসি করিয়া জে মিছা ডিগাবি কবিযাছে তাহা আমারদিগেব দেববাজ বাজী নয জদি তাহাতে রাজী হইলে পুন ২ আপনকাব নিকট ও কৈলকাতাতে শ্রীযুত গবনব জানরেল বাহাদুরের হুজুরে কি কাবণ দেবরাজ পত্র লিখিবেন ও আমাবদেক পাঠাইবেন আমবা সন ১৮০৯ সাল ডিগবি সাহেবেব ডিগিবি বাজী নহী ইহা আবজ কবিলাম ইতি ৮ আশীন সন ১২২২ সাল বাঙ্গালা

নকল মোতাবক
আশল মোকাবিলা
শ্রীরামপ্রসাদ দাশস্য

৭শ্রীশ্রীদুর্গা—

সরণং—

সস্তী সকলমঙ্গলৈকনিলয়প্রবলপ্রতাব শ্রীশ্রীদেব মহারাজা বাহাদুব মহাবল—পরাক্রমেষু আপনকার মঙ্গল কামনাতে অত্র মঙ্গল বিশেষং। ২৩ চৈত্রেব পত্র ১২ জৈষ্ট চিতাটণ্ডু ও চিতাটাশী দুইজন জিনকাফ মাবফত মএ পত্রচির্ন্যা পাইয়া অত্যান্ত আনন্দ হৈলাম শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর সহীত শ্রীযুত দেবধর্ম্মার জেমত দুস্তী পুর্ব্বাপব আছে তাহাতে এক শেওায় দুই নহে অপব মবাঘাটেব বিশয ও বঙ্গধামালির ঘাটেব ও মহীষ ও ঘোবা ও গযবহর বিশয় লিখীআছেন তাহাতে কোম্পানী বাহাদুরের এলাকাতে রঙ্গধামালির ও মহীষ ও ঘোড়া ও গয়রহর তদাবক কারণ দাবগা নামে হুকুম ও চাপরাশ পঠাইআচী তথা হৈতে তাহার খোলাসা হৈআ পহুচীলে আদালত মত জে হুকুম হয় দেওা জাইবেক আর মরাঘাটের তকরারি জমিন বেহারের মহারাজাব নিজ এলাকা কোম্পানী বাহাদুরের নহে তত্রাচ আমরা কাজীয়া বফা কারণ জিনকাপ মজকুরদিগেক কহীলাম জে মরাঘাটেব তকরারি জমিনের দলিলাত কাগজাত তোমারদেব পাস কী আছে আন তাহা মোলাহেজা করিআ সদরে শ্রীযুত গবনর জান্দরেল বাহাদুবের হুজুরে এতলা দেই তাহাতে জিনকাপ মজকুরেরা কহীল কোন দলিলাত এখানে নাই একজন জাইআ হুজুর হৈতে জে ২ দলিলাত থাকে তাহা আনী এমতে একজন জিনকাপ নিকট জাইতেছে মরাঘাটের তকরাবি জমিন আপনকাব ভোটান্তের এলাকা কী দলিলাত কাগজ পত্র শুরত আপনে দাবি করেন তাহা জিনকাপ মারফত সিগ্র পঠাইবেন তাহা মোলাহেজা করিয়া সদরে গবনর জান্দরেল বাহাদুরের হুজুরে এতলা দিয়া জে হয় পবে লিখীব আর মরাঘাটের তকবারি জমিনেব সরহর্দ্দ কোনতক কোন সীমানা তাহার ঠীকানা জিনকাপকে কহীয়া দিবেন জে শে আমার

এখানে সবেওার সিমানা সরহর্দ্দের রওানা করে আর ২ অনেক কথা জিনকাপকে কহীলাম শে জবানি আরজ করিবেক তাহাতে গৌর করিবেন আর আপনে জবদ ও শোবক বনাত দোরখা কাবণ লিখীয়াছিলেন তাহা পাওা জায় না জদি পাওা জায তবে পশ্চাৎ পঠাইব সেহা শোরখ দোরোখা বানাত আমাব উকীলান মারফত পাঠাইআছী গতআতে আপনকার মঙ্গল লিখীয়া সন্তোসীবেন তা—৩ জুলাই সন ১৮১৫ ইং তাং ২০ আশাড় সন ১২২২ সাল বাঙ্গলা—

নকল মোতাবক

আশল মোকাবিলা

শ্রীরামপ্রসাদ দাশস্য—

পত্রচিহ্ন একখান গস্তুল মাহী পাঠাই জরি

Sd/ D. Scott ·
Magistrate

---

(১৪০)

৭শ্রীশ্রীহরি—

স্বরনং—

৭ স্বস্তীঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয়প্রচণ্ডপ্রতাব বঙ্গপুরের শ্রীযুত বড়সাহেব মহোগ্র—প্রতাবেষু আপনকার মঙ্গল কামনাতেই অত্রানন্দ বিসেষঃ আপনের ২ আসাড়েব পত্রচিন্য দোরোখা বানাত ৫ পাচ জামা ও দুরবিন ১ একটা সহিত আপনেব তরফ উকিল শ্রীরামমোহন রাএ ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত বস্থর মাঃ পাইয়া বহুত খুসি হইলাও বাএ ও বস্থ মৌষুফের জবানিতে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাতো হইলাও চিন্যের তরফ দুইজন আম্বা মোকাম লাসাতে থাকে তাহারাক এক খত লিখিয়াছেন সে খত লাসাতে রওানা কবা গেল তাহারদিগেব জওাব আসিলে পশ্চাত পঠান জাবেক আপনের তরফ বাএ ও বস্থ মশতুর এখানে আরজ করিল জে দুইজনের মধ্য এক জনেক এথাতে রহিতে হুকুম করিয়াছে একজন এখানের সমস্ত বিস্তারিত ওয়াকিফহাল হইয়া আপনের নিকট জাহের করিতে চাহিল এ জন্যে রাএ মৌষুবেক আমার এথাকার সমস্ত বিবরণ সাক্ষাতকার কহিয়া বলিয়া নিকট পঠান জাএ রাএ মৌষুফের জবানিতে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাতো হবেন তবে চামরচির দুওারের মাটী ও রঙ্গধামালির ঘাট তিস্তা নদির মাঝিয়ালি পুর্ব্বহনে আমার সরকারের আমল ও দখলের মাটী হএ তাহার মালগুজারির টাকা দিয়া এখানে দেবতা পুজা হইতেছিল তবে সে জাগা কএক সন অবধি বেহারের রাজা ও বৈকণ্ঠপুরের রায়কত এহি দুইজনে ফৌজকসি করিয়া আমার মাটী ছিনিঞা লইয়াছে কারণ কৈল্যকাতার শ্রীশ্রীগবনর জানরেল বাহাদুরের নিকট এক খত লিখিয়াছিলাও তাহাতে সেখান হনে মাটী দেলাইতে আপনের নামে মাদার হইয়াছে এ বিসএ আমার তরফ উকিল নিকট পঠাইয়াছি তবে অখনতক

আমার মাটীর খোলাসা হইল না অতএব লিখি জদি খুক্ষ তজবিজ করেন তবে রঙ্গধামালির ঘাটের ইসাদ সিলিকাটা মহাজন লোক আপনার দেসেতে য়াছে তাহারদিগেক তলব দিয়া হুকুম করিবেন তাহারদিগের সাক্ষী মওাফিক কাহার ঘাট ঠাহরে তাহা মালুম হবেক চামরচির মাটীর রেয়ানদিগেক পাট্টা ও দাখিলা তলব দিয়া তজবিজ করিলে কাহার মাটী ঠাহরে তাহাক জ্ঞাতো হবেন চামরচির মাটীর দক্ষিণে জরধকা নদির কিনারে জুমকার ঘাট আছে সেহি ঘাট দিয়া তোমার দেসের মহাজন লোকে রাঙ্গা ও বাজে জিনিস লইয়া আমদরপ্ত করিয়াছে তাহার খাজানা পূর্ব্বহনে আমার সরকারে দাখিল করিয়াছে সেই সকল মহাজন লোকেক তলব দিয়া হুকুম করিবেন তাহারদিগের সাক্ষী মওাফিকে কাহার আমল দখলের মাটী ঠাহরে তাহাক জ্ঞাতো হইতে পারেন নতুবা সরেজমিনে আসিয়া তজবিজ করেন তবে তাহার মতে খত লিখিবেন আমার এথাহনে জনেক মাতবর লোক পঠান জাবেক মুকাবিলা তজবিজ জানিঞা আমার মাটীর কএক সনের খাজানা সহিত মাটী আমার আমলে করিয়া দেলাবেন কদিম দুস্তীর দিগে নজর রাখিয়া অতি সিগ্র মাটীর খোলাসা করিয়া দিবেন ও বেহারের রাজা ও রায়কত মৌখুফের মিথ্যা কথা জদি বার করেন তবে খোলাসা জওাব লিখিবেন পূর্ব্বে জানিয়াছিলাও জে বেহারের রাজা রায়কতে কাজিয়া করে তবে এখন জানা গেলো আপনের সরকারে খাজানা দাখিল করে তবে আমার মাটীর কমি নাই ইহাতে আমার অন্য মত কি য়াছে তবে আমার উকিলক এথানে পঠাইবেন সতৎ আপনের মঙ্গলআদি লিখিবেন ইতি সন ৩০৬ সাল তারিখ—২১। আশ্বীন—

নিচে ভোট অক্ষরে দস্তখত আছে

নকল মোঃ আসল

মোকাবিলা

শ্রীরামপ্রসাদ দাশস্য

ক্রোরঙ্ক বিশেষং রায় ও বখু জবানিত জেমত সুনিলাম গোরখার সহীত জে প্রকারে লড়াইর যুদ্ধ ইহাতে মালুম হইলাম গোরখা হর ২ যুদ্ধতে গোরখা তোমারদিগের পর জুলুম বদিয়ত করিয়াছে জদি এহী লড়াইর বিসয় জদি গোরখা অন্য ২ কোনো প্রকারে আমার এথানে লিখে তবে তাহার কখনো গৌউর হবেক না আপনের সহীত কদিম দুস্তী বহাল থাকিলে গোরোখা কী করিতে পারে আর আপনে জদি সরেজমিনে আসীতে না পারেন তবে আমার মাটীর খোলাশা করিয়া দিয়া শ্রীরামমোহন রায়কে পুনরাএ এথানে পাঠাইবেন শ্রীরামপ্রশাদ বাশীকে হুকুম করিলাম তিনি আমারদিগের কথাকথন কহীবেক তাহাতে গৌর হবেক সাবেক দুস্তী নজর রাখায়া হর ২ যুদ্ধতে অনুগ্রহ মর্য্যাতা রাখীবেন ইতি শন ৩০৬—

(১৪০ ক)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

স্ববণং—

শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ
• সর্গদেব:বকলম শ্রী বদনচন্দ্র বড়ফুকন বর: বা

স্বস্তী সকলমঙ্গলৈকনিলয শ্রীযুত রঙ্গপুরের জজসাহেব প্রবলপ্রতাপেষু।—আপনকার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ করিতেছেন তাহাতে অত্রানন্দ বিসেষঃ। আসাম মলুকেব * * * * পুরুষানুক্রমে আমারদিগের ৺ঈশ্বরদত্ত সমপ্রতিক নেমকহারাম চাকরের বেএতফাকে প্রানসঙ্কটে পড়িয়া কুম্পানি বাহাদুরের আশ্রয করিয়া আত্মবিবরন লিখিতেছি জে বুড়া গোসাঞী নাম একজন আমাব সবকারে চাকর রাজত্তের সাসনের মন্ত্রী সে নিমকহারাম বব লালচে নিমকেব হক না রাখিয়া আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ (?) করিয়া জাহাতে তাহাব একাল পরকাল নষ্ট হয় বেওফাই করিয়াছে ও করিতেছে তাহার বিস্তারিত পত্র বাহুল্য কিঞ্চীত এহি জে পূর্ব্ব আমার পিতা রাজা চারঙ্গ ও পিতৃজেষ্ট রাজা গৌরিনাথ সিংহেকে ঔসধ বুলে বিষ পান কবাইয়া নষ্ট করিযাছে পরে আমার জেষ্ট ভ্রাতা কমলেশ্বর সিংহ জখন বলগিযত্তে পহুছিয়া রাযাসাসন করাব উদ্দত হইলে দৈবাত তাহার বসন্ত রোগ হৈলো তখন ঐ নিমকহারাম ঐসরি প্রলেপ ছলে সরিরে বিস লেপন করিয়া নষ্ট করিল একথা আমার দেস বিখ্যাত আছে অখন আমার প্রানের পব পহুছিয়াছে ক্রতা[ন্ত] এহি জে বৈকণ্টবাসি রাজা গৌরিনাথ সিংহের মৃত্ত পরে আমরা দুই ভাই অল্প বএস অর্থাৎ নাবালকক্রমে সেনার কত্তর্ত্ত ঐ বুড়া গোসাঞীতে ছিল তাহাতে গোসাঞী মজকুর সে সকল সেনা আপন করিযা সয়ং সবল হৈয়া ঐ বৈকণ্টবাসির মৃত্তু পর অবধি আমার সরকারের প্রধান ২ আন্দাজ এক হাজার লোক জাহারা কার্য্যকারক ও আমাব হিতার্থে ছিল এবং ঐ বুড়া গোসাঞীর অন্যায আচরনে প্রতিবন্ধক হইতো ক্রমষ তাহারদিগেক নষ্ট করিলেক আমার অবস্থা গতো সন হইতে এতক কবিয়াছে জে আমার সলাকারক ও পরিচারক লোকদিগেক নানাছলে নষ্ট করিয়া আপন পক্ষের লোক আমার পরিচার্য্য কার্য্যে ও নেগাদাস্তী কারণ নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা আমার প্রান নষ্ট করার চেষ্টাতে আছে অখন আমার বএস বিষ বৎসর উত্তর্ণ হৈয়াছে এবং রাজত্তে কায়েম আছি তত্রাশ্চ কিছু হুকুমত ও আপন মলুক এক্তিয়ার করিতে পারিনা ও রাজত্তের মহর বুড়া গোসাঞী আপন দস্তে লইয়াছে কুম্পানি বাহাদুরের দস্তগীরির স্থক্ষ্যাতি বিখ্যাত আছে পূর্ব্ব একবার বৈকণ্টবাসী রাজা গৌরিনাথ সিংহ সত্র সঙ্কটে পড়িয়া লাড করন-

ওালিস বাহাদুরকে এতালা দিয়াছিলেন তাহাতে ঐ লাড মৌসুফ অনুগ্রহপূর্ব্বক কাফতান ওালিস সাহেবকে সন্যসমেত আমার রায্য পাঠাইয়া সে সত্রু সঙ্কটে উর্দ্ধার করিয়া রায্য কাযেম করিয়াছিলেন সে উপকার সরনে অদ্যাবধি আয়েসানমন্দ আছি সম্প্রতিক আমি নিমকহারাম চাকরের হাতে নাচার হৈয়া কুম্পানি বাহাদুরেব ছায়া লইযা লিখিতেছি জদি কুম্পানী বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ছয় সাত কুম্পানী সিফাই কাফতান সমেত আমার মলুকে পাঠাইয়া ঐ নিমক-হারামকে কাবেজ আনিঞা রায্য আমার এক্তিয়ারে দেন তবে সেহি নিমকহারামের হাতে হইতে প্রান রক্ষা··· * * * পূর্ব্বপুরুসের দস্তবমত আপন মলুকে কায়েম হৈতে পারি ঐ নিমকহারাম * * * হওা পর্য্যন্ত কুম্পানী বাহাদুবেব সরকাবে ফৌজ খরচা জে হৈবেক সরকারের হিসাব [ম]তে তাহা নগদ দিব মোনাসীব মত হেপাজাতের লোক জে রাখিবেন সেহি সরতে আপন স্বেংছাপুপুক একরার করিতেছি জে ১৫০০০০ দেড় লক্ষ্য টাকা আপন মলুকের খাজানা সহি নাবানী ববোক্ত নালবন্দী সনবসন কুম্পানী বাহাদুরের সবকারে দিব উষুল ও তহসীল আদালত ফৌজদারি সাবেক বদস্তব আমার এক্তীয়ারে থাকিবেক আমার মলুকের কগুারচৌকিতে খরিদ বিক্রীব মাশুল সদাগব লোকেব সাস্থে(?)জে সুরত লওা জাইতেছে তাহাতে কম্পানী বাহাদুরের রায়ত অর্থাৎ সদাগব লোকে বেজায় জুলুম জ্ঞান কবে সেমতে লিখিতেছি জে কাফতান ওালীষ সাহেব ও মেস্তব বুরুম সাহেব জে কদব মাষুল চৌকী মজকুরে মোকরর কবিযাছিলেন তাহাই বহাল কবিব অথবা কুম্পানী বাহাদুবের তরফ লোক ও আমাব তরফ লোক একতা হৈয়া জে নিরিখ উভয় পক্ষে বেহতরিতে মোকরর করিবেক তাহাই মঞ্জুব মেহেরবাণী করিয়া সিগ্র আমাকে এ আপদ হৈতে মুক্ত করিবেন প্রার্থনা এহি জে কুম্পানী বাহাদুবেব ফৌজ আইসা এ দুষ্টকে কাবেজ করা পর্য্যন্ত এ পত্রের ক্রতান্ত পষ্ট না হয় ইতি সন ১২২২ বারো সএ বাইস সাল বাঙ্গলা তারিখ—২৮ কার্ত্তীকস্য

শ্রীরাম

শ্রীশ্রী৺ দেবইশ্বরে কৈচে—

শ্রীবরফুকনক প্রতি মোব জি বিপন্তি হৈচে বহুখ্যে ফুকনর্ণেকেই আচো বুড়া গোহাঞে ক্রমে ক্রমে সকলকো মারিলে আমারো প্রান রক্ষাব উপাই নে দেখো এতেকে ফুকন-র্ণের্কে বো জদি আমাত আশা আচে ফুকনে এইপত্র দেখিতে বুড়া গোহাঞিক দমন করি মোক দৃঢ়ে করি রাখিব পারিব ফুকন সিগ্রে আহক জদি এই প্রকাবে আহিব নোবারে ফুকন ভটিয়াই গেই রঙ্গপুরর কলিকতার শ্রীযুত বরচাহাবত সরনাগত হৈই রাজদ্রোহি বুড়া গোহাঞির কথা চাহাবত জনাবি র্গেই গোরিনাথ সিহং ৺ দেবক পিতৃ চারিঙ্গিয়া দেবতাক ককাই রজা দেবক জেনের্কে বিছ দি মারিচে সম্প্রতি ফুকনবরবা নালিগিরা জিবোর মারিচে আরো মঞি মনপোরা লোকক খেদি বুঢ়া গোহাঞির পেটের মানুহ লগতদি মোক দিন রাত্রি রাখি থাকে মেহের কেইটা ও হাত কৈল লের্গে এয়েষে মোর সরির রক্ষা কিরূপে পরিব

পেহিব পুতেক দেখিছে ফুকনর্ণেৰ্কেই জে সকলো কথা লেখি আজি করি সিত্রে গৈই চাহাবর ঠাইত দি সরনাগত হবি গৈই আত চাহাবলোকে অবশ্যক অনুগ্রহ করিব চইসাত কুম্পানি কাপ্তানে পটং সহিতে লেই সিত্রে আহিব জি খরচ হই দিবর্ণে কবুল করিবি এই দরত জদি চাহাবে স্বচিন হই বসরেকত এক লক্ষে দিবর্ণে লেখি দিবি এই প্রকারতো জদি নো বোলে ডের লাক্ষ দিবর্ণে লেখি দিবি তেওঁ সক্রক নাষ্ট করিব পরার্কেহে আহবি জদি আমার সরির রক্ষা ন পরা শুনে আমার কোবর এটা জি ভাটীত আছের্গে সেইটিকে আনি সক্রক নষ্ট করি দেশখান রক্ষা করিবি এই কথা জ়দি বুঢ়া গোহাঞএ জানিব লাগিল রাজবধ গুরুবধ স্ত্রীবধ ফুকনের গাত লাগিব ইতি তাং ২৯ মাশ ভাদ্রে—

নকল মোতাবক আশল মোকাবিলা শ্রীরামপ্রসাদ দাস—

---

(১৪১)

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা—

বৈবিবারণবিদারণপ্রচণ্ডপঞ্চানামিতপ্রচণ্ডযশোনিকুরথমলিনীকৃতশারদপার্ব্বণ শশধর-করবরনিকর শ্রীশ্রীযুত নবাব গবনর জানরেল যংবাহাদুর বড়সাহেব মহাকারুনিক-সরনাগতপ্রতিপালক মদেকান্তাশ্রয় সুহৃদ্বরাগ্রগণ্য সুহৃদ্বরোত্তমেষু পরমপ্রীতিবাসনা-পূর্ব্বক নিবেদনং পরন্ত সমাচারাঃ পূর্ব্বে মণিপুরেশ্বর শ্রীযুত চোরজীত সিংহ রাজা আপন ভ্রাতার সঙ্গে বিরোধক্রমে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমার রাজ্যে আসিয়া আমার নিকট দরখাস্ত দিয়াছিলেন আমী অনুবল দিবার তিনী পুনরায যাইয়া মণিপুর রাজ্যে চড়াহি করিবার তাহাতে উভ দিগে সমান সসম্পর্ক প্রযুক্ত অনুবল দেওয়া গেল না এই বিষয় আমাতে অপরিতোষিত হইযা জয়ন্তীপুরে রাজা নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে একতা পাইয়া আমার সঙ্গে বিবাদ কবিতে উদ্যোগ করিয়াছেন সম্প্রতি জয়ন্তীপুরের রাজা আমার রাজ্যের পরগনে কালাইন মৌজে তেরাপুর আমার পুরুষানুক্রমে কাবিজ মিরাস সাণ্ডাদেও যাইয়া বলিয়াছেন এই পর্য্যন্ত তিনী দখল করিবেন তাহা আমল করিবার সয্য সন্ধান করিতেছেন অবশ্য আমার রাজ্যে চড়াহি করিবেন এই বিষয় লিখি পূর্ব্বে মদগ্রজ মহারাজা আপনার নিকট দরখাস্ত দিয়াছিলা আমার রাজ্যে অন্য বিরুদ্ধ লোকে আসিয়া চড়াহি করিতে মেহেরবাণী করিয়া মদত দিবার তাহাতে অনুগ্রহ বাসনাতে জিল' শ্রীহট্টের জজ সাহেবর প্রতি হুখুম হইয়াছিল সময়ানুসারে শিপাহিলোক দিয়া মদত করিবার সিপাহিয়ানেব তলপ আমার নিজ হইতে দিবার এই বিষয় সম্প্রতি জজ সাহেবর নিকট ২৫ পচিস জনা শিপাহিলোক পাঠাইবার লিখিতেছি তাহাতে কিম্বা না দেন কিম্বা আপনার নিকট বিপোর্ট করেন এই বিষয় লিখি আপনে মুরব্বী আমী আপনাতে শরনাগত আশ্রিত বটি অনুগ্রহ বাসনাপুর্ব্বক অবশ্য ২ ২৫ পচিস জনা শিপাহিলোক আমার নিকট

পাঠাইতে জিলা শ্রীহট্টের জজ সাহেবর প্রতি হুখুম হবে এই বিষয় আপনাবদিগের অখণ্ডপ্রতাপানুগ্রহ আমাতে ব্যক্ত হইলে আমারদিগের বিরুদ্ধ লোক নিরস্ত হবে আপনার অনুগ্রহ মাত্র ভরসা বিশেষ কি লিখিব অবশিষ্ঠ সমাচার কালীদাস বন্ধোপাধ্যায ও সুকদেব রামদাসের বাচনিকক্রমে গোচর হবে কিমাধিকং—মহামহোগ্রপ্রতাপ সুহৃদ্বরোত্তম মদেকান্তাশ্রয়েষু শক ১৭৩৭ সাল বতারিখ—মাহে ১৭ কার্ত্তিক—

৺৭ প্রচণ্ডপ্রতাপসৌর্য্যমর্য্যাদারঞ্জিত মহামহীন্দ্র মহিমার্ণব (?) দেশদেশান্তরীয়াগিত-নৃপসন্দোহসরনাগতপ্রতিপালক শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনর জানরেল যংবাহাদুর বড়সাহেব মদেকান্তাশ্রয়নিকটে

---

(১৪২)

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীযুত একচকরা কাজিকে সেলাম বাদ খএব চাহি আমী কৈলকাতা হৈতে ফীরিয়া আসীয়াছি তাহা তোমার জমাদার লোক সীপাহি সহিত আমার নিকট পঠাইয়াছেন ইহাতে খুসী হৈলাম জমাদার ও সীপাইরদীগেব বাহাখরচ তুই সও পঞ্চাষ টাকা দীয়া রোকসোদ করিয়া দীলাম আর পঞ্চাষ বন্দুক সরমজান সহিত পঠাই পহচিবেক আপনকাব কারণ এক পত্রচিন্ন বণাত পঠাই লইবেন আর রাজাসাহেবের কারণ দোরোখা পাচ গজ বনাত পঠাই সেহ রাজাসাহেবের পাষ পহচিবেক ৩০ মোন রসদ পঠাই লইবেন আর সিলিগুড়ি মোকামে পহচিলে সকল সমাচার কহিব ও শুনিব ইতি ৪ পৌস সন ১২২১ সন তেতুলিয়া—

শ্রীশ্রীদুর্গা—

স্বস্তি সব্বউপমাজোগ রাজ তর্কি সামথ ধর্ম্মখরির শ্রীযুত মেজর সাহেবের সেলাম বাদ খএর আছি আমী কৈলকাতা হৈয়া ফেরিয়া আসীয়াছি আপনার চীঠী ও পত্রচিন কাঞ্চা লেপচা মারফত পহছিয়াছেন ইহাতে বহুত খুসী হইলাম আর জমাদার ও উকীল

সকল আমার পাষ পহুচিল তাহারাক ৫০ পঞ্চাষ বন্দুক সরমজাম সহিত জমাদার লোকক জির্ম্যা করিয়া দেওা গেল কাজি একচকরা পাষ পহুচিবেক আর ৩০ ত্রিষ মোন চাউল কাজির পাষ পঠাই তাহা পহুচিবেক আর রাহাখরচ ২৫০৲ দুই সও পঞ্চাষ টাকা জমাদার ও সীপাহিদীগেক দীলাম সিলিগুড়ি মোকামে কাজি একচকরা পহুচিলে দোনলী বন্দুক আপনকার কারণ দেওা জাবেক আর দোরখা এক বনাত কাঞ্চা লেপচা মারফত পঠাই পহুচিবেক কাজি মোলাকাত হৈব পরে পশ্চাত ইহার সমাচার লিখা জাবেক ইতি ৪ পৌস সন ১২২১ সন তেতুলিয়া—

---

(১৪৩)

শ্রীশ্রীজগন্মোহন

সবর্ণং—

স্বস্তিঃ প্রাতরুদিযমানার্কমণ্ডলনিজভুজবলপ্রবলপ্রতাপসত্রু সমুহপুজিতাখিলরাযেশ্বর-মহামহিম শ্রীযুক্ত মসিরখাস ছোলতান এঙ্গেলেস্তান জোব্দেযেন ও বুঁনিয়ান আজিমংসান নবাব মোস্তাব মালাআলকাব নবাব গৌবনর জানরেল লাড ময়রা বাহাদুব ছেপেহছালার আফোওাজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেসওরে হেন্দ বিসমসমরাটঐরিকুল করিকুম্ভবিদারণকেসরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু সাহেবের বোলবালা দৌলত জ্যাদা হামেসা কামনাতেই অত্রানন্দবিশেষঃ সন ১২১২ সাল বাঙ্গলা কৌষুলের হুকুম মতাবক ৺মহারাজা কোচবেহারের আদালত ও ফৌজদাবি কার্য্য আপন এক্ত্যাবে পাওাতে তৎকালীন আমি মওাসীয়োক্তের আদালতেব দাডার মতে এবং মহারাজা আদালত পাইয়া আমার পর অন্যায় করিবেক এই আন্দেসাতে কৌষুলে এক কিতা মতারজনামা দাখিল করিয়াছিলাম তাহাতে খোলাসা হুকুম রঙ্গপুরের কেলকটর সাহেব মারফত লিখিয়াছেন ইস্তমরার হইতে মহারাজার সরকারে আমার জেমত ২ ইর্য্যত ও হোরমত ও মর্ত্তবাত্ত নিজ এলাকা জায়গাজমিন ও গযরহ মহারাজা মৌষুপ বজাঞে রাখিবেন এ সকল বিসয় অন্যায় আচরণ করিতে পারিবেক না সাহেব কালেটওর আমাকে এবং মহারাজা মৌষুপেকে হুকুম ষুনাইয়া দিয়াছেন পরে মহারাজা মৌষুপ আদালত আপন এক্ত্যারে পাইয়া ঐ আদালতের হিমাকতিতে হুজুরের হুকুম আমলে না য়ানিঞা আমার এলাকার আদ্যোপান্তের দখল ভোগের জায়গাজমিন ক্রমে ২ জবরদস্তিতে দখল করিয়া আপন এক্ত্যারে লইতে লাগীলেন তদসেওায় আমার মর্য্যাদার পর নানামতে হরকত আনিতে ষুরু করিলেন এই সকল মোকদ্দমাতে কমিসনব সাহেবলোক নিকট নালিষ দরপেশের কারণ উপস্থীত হওাতে তাহার ষুরাক পাইয়া ফৌজদারি আদালতের বাহেনাতে আমার মোক্তার চাকর হবেষ চক্রবর্ত্তীকে কএদ করিয়া নানামত তসদিয়া উপস্থিত করিলেন নাচার

হইয়া ঐ সকল জমিনহায় জবরদস্তিতে সত্তা এবং মিথ্যা ফবেব মোকদ্দমাতে মোক্তার হরেষ চক্রবর্ত্তীকে কয়েদ রাখা এবং আমাক মর্য্যাদার পর এবং আমাব তরফ গের্দ্ধ পাট-ছাড়ার জায়গাজমিন আদির পর জাহা হরকত করিয়াছেন সেই সকল বিসয় দফাওারি জিলা বঙ্গপুরের কেলটওর শ্রীযুত মেস্ত্রে জান ডিগীবি সাহেব মারফতে কৌষুলে মহারাজা মৌষুপের নামে নালিশ করিয়াছি তাহাতে হবেষ চক্রবর্ত্তির মোকদ্দমাতে জেমত ফরেবিতে ধর্ম্মপথ আচরণ না করিয়া হরেসকে খুন করিল তাহাব সবেস্তার আমাকে হুজুব লিখিয়া জ্ঞাতো করার হাজত রাখে না বিস্তারিত কমিশনর সাহেবদ্বিগের লিখাতে জ্ঞাতো যাছেন মহারাজা মৌষুপের হামেসা কি কি (?) এই জে ফৌজদারি ও দেওানী আদালত এক্ত্যাবে রাখিয়া ঐ উপলক্ষ করিয়া পুনরায় আমাকে কিম্বা আমাব চাকর লোকের প্রাণেব পব হরকত করিয়া বক্রী জাযগাজমিন জে কিছু আছে তাহাও দখল করিয়া লয় এই দসিয়তে আএন্দা কোন চাকর-লোক এখানে কার্য্যে হাজীর না হয় এবং হবেষ চক্রবর্ত্তির মোকদ্দমাতে অখনতক কোন বদলা না হওাতে পুনশ্চ ঐ সকল উমেদ রাখেন আব জিলা বেহারের কমিসনব পহুছিলে পব ঐ আদালতের মোহর কমিসনর সাহেবেক জিম্মা করিয়া দিয়া আদালত কবাব এক্ত্যাব দিয়াছিলেন জে পর্য্যন্ত কমিসনর সাহেব এক্ত্যারে [আদালত] য়াছিল শে পর্য্যন্ত আমার পব কোন উৎপাত হয নাহি কিন্তু দিবষ কএেক কমিসনব সাহেব জিলা রঙ্গপুরেব একটিঙ্গ হইয়া রঙ্গপুরে ছিলেন এই অবসরে কথেক লোক জমাইট করিয়া * * আমাব বাড়ির পব চড়াও করিয়া হঙ্গামা পবদাজিতে আমাব দরজাব সমুখের হাট ভাঙ্গীযা হাটেব জিনিষপত্র লুটতারাজ কবিয়া এবং ঐ মাজরার তারিখেব পূর্ব্ব আমার এলাকা মোকাম দেওানেব হাটে এক আবকারির দোকান জাবি ছিল তাহা উঠাইয়া বুড়িকে মাইরপীট কবিয়া দোকান ভগুর কবিযা পুনশ্চ আমাব পব চড়াও করিবেন এমত উদ্ধতো ছিলেন সেমতে নাচাব হইয়া আপন ইর্যোত ও হোবমত এবং জানমান রক্ষাব কারণ হুজুবের মদদগার লোকের বিসয় আমাব তরফ মোক্তাবকাবে কমিসনব সাহেব নিকট ৺কুম্পেনীব ডাক মারফতে এক ইতালার আবজী এবং আমিহ এক পত্র সাহেব মৌষুপেক লিখীযাছিলাম তাহার হুকুম আইসাতে গৌণ হয এহি আন্দেসাতে বেহাবে জে কপ্তান সাহেব মোকরব যাছেন তাহার নিকট এই সকল মাজবা জ্ঞাতো কবাইযা শে য়োক্তে কপ্তান সাহেব মৌষুপ পাচ জন সওার আমার বাড়িতে নিখাবান দিযা সর্ব্ববিদে হোবমত বক্ষা করিয়াছেন এমতে অখন ফিরাচলা করিতে পারি এ সকল মাজবা সবেস্তাব দরখাস্ত কমিসনর সাহেব পাষ দাখিল করিয়াছি বেহারের অনেক ২ লোকেব বাচনীক অখন শুনিতে পাই জে সাবেক বদস্তর মহারাজা আদালত এক্ত্যাবে পাওার হুজুরের হুকুম হইয়াছে কমিসনব সাহেব বেহারের আদালত করিবেন না জদি এ কথা সত্যো হয় তবে আমি মহারাজা মৌষুপের এক্ত্যারে আদালত থাকাতে কোন প্রকারে আমি রাজি নাহি মহারাজা মৌষুপেক এমত এক্ত্যার হইলে তাহার অন্যায় আদালতে পড়িয়া আপন জানমান ও জায়গাজমিন সম্বলিত এককালে নষ্ট হইব এ কারণ আএন্দা অনুসোচনা পূর্ব্বক মহারাজা মৌষুপের এক্তয়াব

আদালত থাকাতে মোতাবতা হইয়া লিখিতেছি আমার দরখাস্ত গৌর করিতে অবধান হয় ইতি—

২ দফা কৌষুলের এজাজত এহি মহারাজা মৌষুপের এক্ত্যারে আদালত থাকীয়া আমার পর অন্যায আচরণ করেন তাহাতে আমি কমিসনর সাহেব নিকট এতালা দিলে তদারক হবেক কিন্তু তাহাতে আমার অন্তঃকবণ বিরুদ্ধতা দূর হয় না সবব এহি মহারাজা আদালত কিম্বা ফৌজদারির বাহেনাতে পাগড়া কবিযা তসদিয়া ও লাঘব করেন প্রকারন্তে এহিমত আচরন হবেক কমিসনর সাহেব নিকট এত্তালা করিলে পর আওয়াল এহি আদালতের উসিলারকথা সত্যে মিথ্যা না বুঝিয়া গ্রহ করিবেন না দ্বিতিয়তে কমিসনর সাহেব নিকট সেই বিসয দবখাস্ত দিলে তাহা হুজুর এতালা দিবেন এই এতালা হুজুর দরপেষ হওাতে তাহাব মনাস্বীব হুকুম জারি হবেন তাহা ও জবায় হওাতে জেতক গৌণ হবেক শে পর্য্যন্ত তাহার দস্তের জাঞে থাকা জাবেক না তাহার প্রমাণ হরেষ চক্রবর্ত্তির খুন জ্যাদা লিখিয়া কি জানাইব উপরান্ত আমাব এমত তাকদ নাহি জে মহারাজা মৌষুপের সহিত হামেসা জিবদ্দসা পর্য্যন্ত নালিষ দরপেষ করিযা গুজরান কবি অতএব জাহাতে মহারাজা মৌষুপের আদালতের এক্ত্যারের সামিল না থাকে এমত মরজী হয় ইতি

৩ দফা উপরের আপন আহওাল ও আদালতের বিসয় জে প্রকার নারাজী ও মোতারজ লিখিলাম তাহাতেও মহারাজা প্রতি কামাল মেহরমানগী থাকীযা আদালত এক্ত্যারে দেওা অভিপ্রায় থাকে তবে আমার গের্দ্দ পাটছাড়া এলাকা এবং আমাব লত্তাহিকান খারিজে মহারাজাকে এক্ত্যার দিতে অবধান হএ আমি ও মায় আপন ইলাকা কমিসনর সাহেবের তদাবকে ও তজবিজের জেবে থাকিয়া রক্ষা পাই এমন মরজি করিতে অবধান হয় ইতি—

৪ দফা আমি ৺মহারাজার বদিয়তে নাচার হইয়া ৺কম্পেনী বাহাদুরের সবণাগত হইয়া জে সকল নালীষ করিলাম তাহার অখনতক এক দফার তজবিজ হইয়া হকেক পহুচিলাম না অতএব আমার আইআমের গরদিশমতে উপরের লিখাত তিন দফা তাহার মৈধ্যে এক দফাতেও গৌর না হয় তবে ৺ কুম্পানী বাহাদুরের খাষ ইলাকার মৈধ্যে জত্‌কিঞ্চিত স্থান কল্পনা করিয়া দিলে তথাতে বসত করিয়া সপরিবারের জানমান রক্ষা করি বেহারের যে কিঞ্চীত ভুম য়াছে তাহা ৺কুম্পানীতে লিখিয়া দেওয়ার পর উদ্ধত য়াছি হুজুরে তদারক করিয়া তাহা দিয়া পরবরিষ করিতে অবধান হবেক আমার ইর্ষ্যত হোরমত বিলাত ও ভূমি ধনপ্রাণ সমস্ত ৺কুম্পানি বাহাদুরের হাতে সোপরদ আমি জাহাতে রক্ষা পাই এমত মনোজোগ কবিতে হবেক ইতি সন ৩০৬। সকা মতাবেক সন ১২২২ বাঙ্গালা তারিখ— ১২ আসাড

(১৪৪)

নকল শ্রীরামঃ

৺৭ স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত সাহেব পরমদারচরিতেষু—

লেখনমিদং কার্য্যনঞ্চ আগে বিশেষঃ সমাচার এহি আমাদের গুওাহাটের জেলাতে বদনচন্দ্র বড়ফুকনকে মোকরর করিযাছিলাম ফুকন মজর ছিফাইর তলবের সররাহ দিতে না পারি পাচ সালের মালগুজারি খাজানা মবলগ টাকা বেমোবাফিক তছরূপ করিয়া কাগজপত্র ও গয়রহ বুঝাইতে না পারি তাহা দুরাদৃষ্টক্রমে ২২ আশ্বিনে রাত্রী দুই প্রহর বাদে স্ববেদার উদয় সিঙ্গ সমেত বদ পরামর্শ করিয়া কএক জনা ছিপাহি স্মম্বলিত নিয়া নিমকহারামি করিয়া ফুকন মজকুর কারসাজী করিয়া আমার পর বদীয়ত হজুরে আরজ করে আপনে পুর্ব্বপ্রীত মোহববানগী নজর করিয়া হজুরে এহি সমাচার দাখিল করিয়া দিবেন এমতে ফুকন মজকুরের আরজী বেমঞ্জুর হয় তাহা হজুরে কোচিচ করিবেক ফুকন মজকুরের বেওরা সমাচার লেখিয়া পশ্চাৎ ইখানের লোকসমেত পাঠাইব পত্রের জবাব দররার পাচক ডাক মারফত পাঠাইয়া পরিতোষ করাইবেক ইতি সন ১৭৩৭ তারিখ ১৯ অগ্রহায়ণ—

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত সাহেব পরমদারচরিতেষু—

---

(১৪৫)

৺৭শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

প্রণামা নিবেদন—

বিশেষ হারা (?) সওদাগরের হাওদা ৫ সম্বারের টুপী জে লওা গীয়াছীল তাহার দাম নওার সাহেব ধরিয়া দিয়াছীলেন এবং ফর্দ্দ দিযাছীলেন তাহার মধ্যে কথক জিনীস ফেরত হৈয়া কথক অন্দরে রাখীয়াছীলেন কোন ২ জিনীস অন্দরে রাখীয়া ছিলেন তাহার দামের ফর্দ্দ পাঠাইবেন আমী এক ফর্দ্দ মহাজনের স্থানে লইয়াছী মহাজনে কহিল জে জিনীষ অন্দরে আছে তাহার এই ফর্দ্দ আমী করিয়া দিলাম জে ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছে তাহা আপনকার নিকট পঠাই এই সকল জিনিষ অন্দরে আছে কী না বেওরা লিখিবেন তদনুসারে ফর্দ্দ দাখিল করিয়া দিবো ইতি—২৫ চৈত্র—

৺৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

সবণ

হাওদা	১	১০০
হাওদা	১	১০০
টুপী সম্বার	১	৮০
টুপী সম্বাব	১	৮০
টুপী য়দিনী (?)	১	৩৫
	৫	৩৯৫

পবম পূজনীয

শ্রীযুত কমলাকান্ত ভট্টঠাকুর

ভাতিজাব চবণেষু—

সেবক

শ্রীলোকনাথ গুহস্য—

(১৪৬)

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

মদীশ্বর ঠাকুব

শ্রীকাশীনাথ গুহস্য—

রোকা নিবেদনং বাড়ী হইতে খবর আসীয়াছে জে শ্রীযুত ৺মহাসয়েক দরমীয়ান দীয়া জে এক সও টাকা সীকক্কা করজ করিয়া আসীয়াছী তাহার কারন তাহার পর সমুহ খেজালত হইতেছে সে কারণ নিতান্ত বেস্ত আছী এমতে নিবেদনং নিজ হইতে অথবা শ্রীযুত রামদাস না আদী মহাজন কীম্বা কোন সীফাইীলোক দ্বারাতে এক মাষ মিয়াদ পঞ্চাষটা টাকা দেওাইতে পারেন অনুগ্রহ উপকার হয় জে হইতে পারে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার জওাব লিখীতে অবধান হবেক জদীস্বাৎ পারেন বিলক্ষণ নতুবা সীগ্র জওাব লিখীবেন অন্য চেষ্টা করা লাগে দুর্ব্বীক্ষ (?) সল্লং সরনাচিরাত কাম করিব মিতি তাং ২৮ চৈত্র—

মদেকান্তসদয় শ্রীযুত নিলকান্ত গুহ রাএ মহোদএষু প্রতুত্তর নিবেদনঞ্চ বিশেষ জে বিশয় লিখিয়াছেন তাহার আটক কিছু ছিল না ইতিমধ্যে আমার বাড়ির লোক আসীয়াছীল তাহাতে জে ছিল এক কারন তাহা পঠাইয়াছী কল্য এক মহাজনের স্থানে

জিজ্ঞাসা করিয়া জদি তাহার স্থানে গোছ করিতে পারি তবে বেওরা লিখিব আমাকে অধিক লিখার বিশয় নহে সাধ্যানুসারে মহাশএর এ বিসয় কসুর করিবো না সকল বেওরা রায় জীউর বাচনিত জ্ঞাতো হইবেন নিবেদন ইতি—২৮ চৈত্র

---

(১৪৭)

৺১ শ্রীশ্রীদুর্গা—

সরণং—

কমলাকান্ত ভট্ঠাকুর—

শেবক শ্রীনীলকান্ত গুহস্য—

ভূমৌ নিপত্য দণ্ডবৎ প্রণাম। সমূহ নিবেদনঞ্চ আদৌ মহাশএর শ্রীশ্রীচরণাশীর্ব্বাদে শেবকের প্রাণগতীক কল্যান বিশেষ অনেক দিবশ হৈল আশীর্ব্বাদ পত্রী না পাওাতে ব্যাস্তাছী মহাশএর সম্বলিত তথাকার দরবার গতিক মঙ্গল লিখীতে আজ্ঞা হবেক দরবার গতিক এথাতে থাকীযা জেমত ২ যুনিতে পাই তাহার সটীক কীছু বুঝিতে পারি না। সত্যমিথ্যা বেওরা লিখীবেন শ্রীমান গুরুপ্রসাদ গুহ মপস্বল গীযাছেন শকল থানের তদারক করিয়া আসীলে বেওরা নিবেদন লিখীব অপর নিবেদন শ্রীযুত দাদা মহাশএর ভ্রাতা আপনকার নিকট নিজের এক কার্য্য জন্যে জাইতেছেন জেরূপে ইহার প্রতুল হয় তাহা অবশ্য ২ মহাশএ মোনজোগ করিযা করিয়া দিবেন ইহাতে অন্নমত না করিবেন মহাশএক অশেষরূপ ভরশা করিয়া জাইতেছেন দেশের মঙ্গল শে জনিত ভাবিত নহিবেন কল্যানবরহ চেষ্টাতে আছেন জে কীছু খরচপত্রের মিছিল করিতে পারিলে মহাশএর বাবতে পঠান শ্রীমান জামাতা সারীরিক মঙ্গলে আছেন শে জনিত ভাবিত নহিবেন এথাকার আর ২ মঙ্গল সে কারণ ভাবিত নহিবেন ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি—২৮ চৈত্র

নিবেদনপত্র
শ্রীনিলকান্ত গুহস্য—

পরম পূজনিয়—
শ্রীযুত জয়নাথ মুনসী দাদা
মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণেষু
মোকাম রংপুর লাহিড়ি মহাশএর
বাশাতে ৭৪৷৷০ পহুচে ইতি

---

(১৪৮)

৺৭ শ্রীদুর্গা

৺৭ বৈরিবারণবিদারণপ্রচণ্ডপঞ্চানন কলিকাত্তা য়ধীশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত গবনর জানরেল যং-বাহাদুব বড়সাহেব সরণাগতপ্রতিপালন সংকীর্ত্তিসুধাধবলীকৃতধরণীতল মদেকান্তা-শ্রযেষু পরমপ্রীতিবাসনাপুর্ব্বক বিজ্ঞাপনমেতৎ পরন্ত সমাচারাঃ।—মদগ্রজ মহারাজা স্বর্গ-গমনেতে একাকী নিরাশ্রয় হইয়া আপনার অনুগ্রহাশ্রয়জ্ঞানে স্বরাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলাম এহাতে অথ আমার চাকর কাচারী লোক সানন্দরাম ও রামজয় ও ডেমরাডেও ও তুলারামে সবকারের তহসিলাতের খাজানা বাবং মবলগ টাকা তছরূপ করিয়া এথা হইতে পলাইয়া মোকাম জয়ন্তীপুরে যাইয়া তথাকার শ্রীযুক্ত রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উহান অনুমতি-ক্রমে সানন্দরাম মজকুরকে তথাতে বাখিয়া পর্ব্বতীয রাস্তাক্রমে উত্তর সরহদ্দে আমাব অধিকারস্থ ধর্ম্মপুর বাজ্যে ঐ তুলারাম মজকুরের পিতা খাসাডেওব নিকট যাইয়া ঐ ৪ জনাএ ধর্ম্মপুব বাজ্যের জমীধারানকে বহনা দিযা তথাকাব খাজানা বন্দ করিয়া দুন্দিয়া হইয়া অন্য অন্য পর্ব্বতীয সমস্ত লোকেব সহিৎ একতা পাইযা ভৃত্যালোকে আমাকে একাকী নিবাশ্রয জ্ঞানে আমাব সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সজ্জ সন্ধান করিযাছেন অতএব আপনে আমাদেব মুরব্বী আপনে বহি আমার আশ্রয়ান্তর নাহি আপনাবদিগের মেহেরবানী হইলে লীলা-বলীলাক্রমে এই সব দুষ্ট লোকেব বিহিত তদাবক হইতে পারে বিশেষ কি লিখিব অপব মদগ্রজ মহারাজা যৎকালীন মোকাম কলিকাত্তাতে নিকট গিযাছিলা তাহাতে দরখাস্ত করিয়াছিলা যখন আমারদিগের রাজ্যে কেও চড়াহি করে তাহাতে মেহেরবানী করিযা মদত দিবার তাহাতে জিলা শ্রীহট্টের মিজেষ্টর সাহেবর নামে মদতেব বিষয় হুজুরের ১ কিত্তা চিঠি মদগ্রজ মহাবাজা আসিতে সময শ্রীযুক্ত মিজেষ্টর মার্গ্‌গিন সাহেবর নিকট দাখিল করিয়াছিলা অথ সময়ানুসারে শ্রীযুক্ত মিস্তর ওন সাহেবের নিকট ২৫ জনা শিপাহিলোক মদত দিবার বিষয পত্র লিখিযাছিলাম তাহাতে সাহেব মনোযোগ না করিলেন অন্যঞ্চ পূর্ব্বে মদগ্রজ মহাবাজার আমলে যখন কল্যাণসিংহ সুবেদার আমার রাজ্যে আসিয়া চড়াহি করিয়াছিল তাহাতে সাহেবানর মেহেরবাণীতে জিলা শ্রীহট্টব শ্রীযুক্ত মিজেষ্টর ডিক সাহেব ২৫ জনা শিপাহিলোক মদত দিয়াছিলা তাহাতে কোম্পানী বাহাদুরের অখণ্ড প্রতাপাশ্রয়-তাতে আমারদিগের রাজ্য রক্ষা হইয়াছিল এবঞ্চ কল্যাণ সিংহ সুবেদার গএরহ পরাজয় পাইয়া পলাইয়া গেল অতএব অত্যহ সময়গ্রহস্ত হইয়া আপনাতে সরণাপন্ন হইয়া লিখিতেছি ২৫ জনা শিপাহিলোক মদত দিতে জিলা শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত মিজেষ্টর সাহেবর প্রতি হুখুম হবে তাহাতে আপনারদিগের অখণ্ড প্রতাপাশ্রয়তাতে আমারদিগের রাজ্য রক্ষা পাবে এবং আপনার ভয়েতে আমারদিগের নিমকহারাম ভৃত্যালোক নিগ্রহ হবে অপর মেহেরবানীতে যে সব শিপাহিলোক পাঠাইতে হুখুম হবে সে সব শিপাহিলোককে আমার হেপাজতিতে

নকট রাখিব অন্যত্র দেওয়া যাবে না এবং শিপাহিলোকের মাহিনা আমার সরকার হইতে দেওয়া যাবে আপনে আমারদিগের সর্ব্বাংশে মুরুব্বী সময় বিশেষের মেহেরবানী বিস্মৃত জন্মাবছেদে হবে না অপর আপনে ধর্ম্মাবতার অতএব শরণাগত রক্ষণাবক্ষণ পুণ্য প্রত্যবায় জ্ঞানে এই বিষয় অবশ্য অবশ্য মেহেরবানী করিতে অনুমতি হবে বিশেষ কি লিখিব কোম্পানী বাহাদুরের সরকারে এই বিষয় প্রতুল হইলে ৫ পাচ হস্তি নজর পাঠান যাবে কিমধিকমিতি শক ১৭৩৭ সাল মাহে ২৫ পৌষ'।

ক্রোড় পত্রমিদং পরন্তু সমাচারাঃ ২৬ পৌষ তাবিখে আমাবদিগেব আমাবদিগের গোয়াবাড়ি মোকামের পাট পয্যন্ত দখল করিয়াছে অতএব সমস্তেব একবাক্যতাতে বোধ হয় সমস্তঐ দখল করিবেক অতএব আপনে বহি আমাবদিগেব আব গত্যান্তব নাহি বিশেষ কি লিখিব।

প্রচণ্ডপ্রতাপশৌয্যগাম্ভীর্য্যৌদার্য্যগুণাকর কলিকাতা ধরীশ্বব শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনর জানরেল যংবাহাদুব সবনাগতসংবক্ষণপ্রতিপালনপুণ্যবিরাজিতসুহৃদ্বরেষু—

---

(১৪৯)

৮৭ শ্রীশ্রীদুর্গাঃ
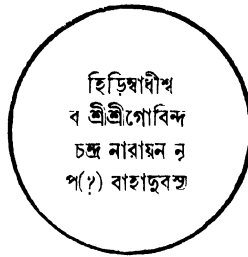
স্বস্তি গুনিগনগননীয়যশোরাশিবিকাশীজগতিতল শ্রীরঙ্গপুবিয়া সাহেব পরমোদার-চারিত্রেষু লেখনমিদং কায্যঞ্চ আগে পর সমাচার এহি আপনাদেব সাহায্য মতে এদেশেব হেঙ্গাম ফচাদ কিঞ্চীত বারণ হইয়াচে যে অবশীষ্ট লোকজন আছে পুর্ব্বমত সবিশেষঃ সভিতা হয় নাহি আপনে সকল এদেশের আহয়াল জ্ঞানা আচেন তা জ্ঞা হৌক সম্প্রতিক বদনচন্দ্র বড়ফুকনকে গুবাহাটীর কিল্লাথে নবাবি কার্য্যে মোকরর করা গিয়াছিল ফুকন মঞ্জকুরে নবাবি কাজের চরবরাহ দিতে পারিলেক না চারি পাচ সালের মালগুজারির মবলগহাই টাকা তচরপ করিয়া দুষ্টলোক সহিত পবামর্স করিয়া ২২ আশ্বিনে রাত্রি

আটে পহর বাদে নামকটা স্নুবেদার উদয় সিঙ্গ কএক জন চিফাই সহিত ফুকন মজকুর আপন তিন লারকা সহিত মালখানার খাজানা নিঞা নিমকহারামী করিয়া পলায়া গিয়াছে সম্পতি স্নুনিয়াচি ফুকন মজকুর চিলমারিতে রহিয়াচে জদিস্তাত মথালিপ লোকের চলাতে আমাব পর বদিয়ত কবিতে কারচাজিমতে কোন কথা ফুকন মজকুরে আরজ করে তাহা আমলে না আনিয়া পুর্ব্বাপ[র] কদিমি দোস্তী নিগাহ করিয়া জাহাতে অন্যথা হইতে [না পারে] তাহা মনজোগ করিবেক ইহা খবর শ্রীযুত কলিকাতার বড়সাহেবের স্থানে জানাইবেন এবং ফুকন মজকুরকে আপনে [তন]দারি করিয়া টাকা সহিত তাহাকে পঠাইলে আমাদের বড উপ[কার] হয় এজন্যে আপনে মনোজোগ করিয়া এখানে পঠায়া দিবেক যতকিঞ্চীত পত্রচিন্ন পঠাইতেচি পহুচিবেক বাকি সমাচার শ্রীরাম খামিন্দ সর্ম্মার মুখ জবানীতে বুজিয়া পরমাপ্যাযিত করিবেন কিমধিকমিতি সন ১৭৩৭ শক ৩ মাঘ—

স্বস্তিঃ সকলমঙ্গলালযগুনিগনগননীয
শ্রীযুত রঙ্গপুরিযা সাহেব পরমোদারচরিত্রেষু
মোকাম······ ·· ······ রঙ্গপুব

শ্রীচন্দ্রকান্ত সিং২
স্বর্গদেব মহারাজার
জেবানী—

---

(১৫০)

৺৭ শ্রীশ্রীদুর্গাঃ

সস্তী সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত মেস্তর জজ সাহেব সদ্দুাবচরিত্রেষু সাহেবের খএরাফিয়ত হামেসা শ্রীশ্রী৺দবজাতে মোনাজাত করিতেছি তাহাতে অত্র খএর পরং গুয়াহাটী মোকামে ছয় জন ফোকণের মধ্যে শ্রীযুত বডফোকণ হুজুরের কার্য্যের মোক্তিয়ার ছিলেন শ্রীউদয় সীংহ যবেদারে বদসলা দিয়া হুজুরের বিনা এত্তালাতে চৌকীআতে বোপষ করিয়া নিকীলাইয়া লইয়া শ্রীশ্রীযুত কুম্পানী বাহাদুরের জাএগাতে গিয়াছে যুনিতে পাই শেখানেও যবেদার মজকুর অনেক প্রকাব বদসলা দিয়া খারাপ করায় উদ্দত আছে হুজুরের সাএবাতেব রার্য্য আমাব জিম্মা জাগা বজাগা জে সকল চৌকী আছে তাহার মধ্যে কোন নেকবদি হইলে আমাকে হুজুরে জওাব দিতে হয় পুর্ব্বাপর কোন দৌষতবন্দ লোক কুম্পানী বাহাদুরের জাএগাতে গেলেও সাহেবলোক দিলাসা দিয়া পঠাইয়া দিলে হুজুরের কায্যে মোকরর থাকে এবং কষরি থাকিলেও মাপ হএ অতএব হুজুরের জে পত্র জাইতেছে মোলাহেজা করিয়া জেরূপে ফোকণ এখনকে আইশে তাহার মত

মেহেরবানি ফরমাইতে মরজি হবেক হবিযেক খুবতে সাহেবের ভবসা অধিক কী আবজ করিব ইতি— ২৭ অগ্রহাযন—

সন্তী সকলমঙ্গলালয শ্রীযুত মেস্তর জজ সাহেব সদ্ভাবচবিত্রেষু—

মোকাম··· ······ ··· ··· · ··জেলা বঙ্গপুব

শ্রীপর্শ্বরাম
দেব সর্ম্মন

---

(১৩১)

৭৮॥—
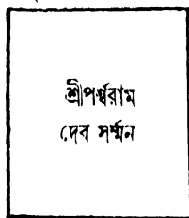
বিশেষঃ আর্দ্দাস পুর্ব্বে আপনাব সহিত হুজুবে শ্রীশ্রীদেব ৮০০০ বাজা একে আছিল গত মর্দ্দতে নাজীর দেওতা লডাই কবিযা আপনার বার্জ্যতোম খাবাপ করিযা ফেরঙ্গিক আনিযা আমল করিযা নিল সেইমতে বেঙ্গরাজ জবোর করিযা সকল জাগাএ নিল তবে ইহাতে হুজুরে দেব মোহারাজা আপনার কথাত মনোত এক প্রকাব মানিযা আমাক হুকুম লেখিছে জে তোঞী বেহাবেব রাজাত লেখিযা ফেরঙ্গি সহিত কী কাজিয়া জদীসাত পুর্ব্বের মতে আমরা উহাবা একোতা হএ তবে তাবমত জওাব দেওন আমার কত্তা নেপালর রাজাক লেখিয়া কত্তা আনিয়া আপনার কত্তা সহিত একে হএযা ফেরঙ্গি সহিত লডীয়া খেদাই ইহার কি হুকুম তাগাদ লেখায জওাব দেওা জাবেক এহি সকল লেখা স্থনিঞা আপনে ভুটিয়া মারফতে জওাব হুকুম হবেক অন্নতব জানিতে না পাএ ইহা আর্দ্দাস ইতি সন ৩০৬ সক—২৭ মাঘ—

---

(১৫২)

৭ শ্রীশ্রীসীব

সরন —

শ্রীশ্রীমহারাজার হুকুম—

শ্রীবাক্সার দ্বারের সুভাক—তোর কুসল চাহি বিসেষ পুর্ব্বে শ্রীশ্রীদেবরাজা সহিত একোতা ছিলাম আমারদিগের ভালমন্দ হৈলে তদ্দাবি করিছিল মর্দ্দতে বিরোদ হঞা ফেরাঙ্গী চরিঞা রাজ্যভুম সকল আমল দখল কবিযা লইল ইহাতে তোক লিখা জাএ পুর্ব্বেও দেবরাজা সহিত য়েকোতা ছিলাম সেমতে তুঞি হুজরে লিখীআ ফওজ আনায়া যামার ফওজ সইত লরাই করিয়া ফেরাঙ্গিকে খেদাই তুঞি ইহার চেস্টা য়তি আবসক করিবো জদি লরাই করিঞা ফেরাঙ্গিকে খেদাইতে পাবি তবে তোমরা আমরা পূর্ব্বমত একোতা আছি ইহাক টীক ২ জানিবো ইতি সন ৩০৫ ....১১ ফালগুন—

৭ শ্রীশ্রীমহাদেবঃ

সরণং—

৭ স্বস্থি সকলমঙ্গলালয শ্রীযুত মেগলোট সাহেব জীউর সুচরিতেষু যত্র কুসল আপনার কুশল সতৎ•ঈশ্বরের দ্বাবে প্রথনা করীতেছি তাহাতে যত্রান্দ বিশেস শ্রীশ্রী বেহারের মাহারাজা শ্রীশ্রীকমপুনী সহিত লবাই করীবার কারণ যামাক লেখীযা লোক পঠায়াচীল তাহাব কাবণ য়াপন ষুবাকে যানাএ পঠায়াছেন তথোন লীখী য়ামার শ্রীনীগম কাএতেক ঠাই য়াচীল সে সন্দে করীয়া নিকালীয়া দেএ নাঞী যথোন ষুবা যাসীয়া কইল যে বাজার য়াপন লীখা না হইলে কথা সাবুদ হইতে পারে না ইহাতে যামী ২৭ মাঘে এক লেখা পাই মহারাজাকে লেখীয়া কাচয়ালা(?) ছোট ষুবা মারফত পঠাইছি পরে কাএতোক সকতাযী করাতে যার সনের জে লেখন ১১ ফাগুনের তাহাক কাএতে দীল য়তেব মহারাজার এ সনের লেখোনের জবাব ছোট ষুবা মারফত দীয়াছে তবে যাগা সনের লেখন ও ইম সনের ১৪ ফাগুনের লেখন এ দুই লেখন য়ামার লেখনের সঙ্গে পাঠাই য়াপন মালুম করীয়া লও। জাবেক জ্ঞাত ইতি ৩০৬ সকাবতে ১৯ চত্র

৭ শ্রীশ্রীসিব

সরণং

শ্রীশ্রীমহারাজার হুকুম—

শ্রীবাশকার দ্বারের সুভাক—তোর কুশল চাহী বিশেষ। সন ৩০৬ সকার ২০ মাঘের তোর আরর্দ্দাশ পত্র সন তথার ১৪ ফালগুনে পায়া শ্রীশ্রীদেবরাজার হুকুম মতে তুঞি

জেমত ২ লিখিয়াছীল তা সকল ওাকিফ হইলাম এসকল ভারি কথা ঝটপট কহিতে পারি না বিবচনা করিয়া পশ্চাত্‌ জ্বা হএ তা লিখিব এ পষ্টের কথা নয় ইতি সন ৩০৬ সকা ১৪ ফালগুন—

৭ স্বস্থি সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত মেগলোট সাহেব জীউত স্থচরিতেষু—

---

(১৫৩)

৺৭ শ্রীশ্রীদুর্গা
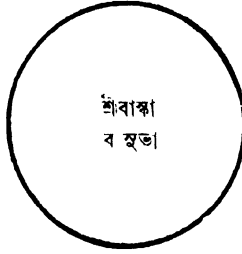
৺৭ প্রচণ্ডপ্রতাপসৌর্য্যমর্য্যাদারঞ্জিত যশঃখদ্যোতীকৃত শারদেন্দুকর চন্দ্রকান্তমনিবাঙ্গ দীপ্যমানকলেবর শ্রীশ্রীযুত নবাব গবনর জানরেল জংবাহাদুর বড়সাহেব মহামহোগ্র প্রতাপবৈরিবারণবিদারণপ্রমত্তপঞ্চাননদেশদেশান্তর নিয়োজিত জজ কালেকটুরাখ্য ভূরিভূপালবৃন্দ স্বহৃদ্বরাগ্রেষু পরমপ্রীতিবাসনাপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমেতৎ। পরন্তু সবিশেষ সমাচারাঃ। আমাদের ভৃত্য কাচারিলোক সানন্দরাম ও রামজয় ও ডেমরাডেয় ও তুলারাম উহাঁরাকে আমার সরকারের খাজনা তহসীলাতের কার্য্যেতে পরগণাঙ্গাতে দেওআ গিয়াছিল তাহাতে উহারা তহসীলাতের টাকা তছরুপ করিয়া এথা হৈতে পলাইয়া মোকাম জয়ন্তী-পুরের শ্রীযুত রাজার সহিত সাক্ষাৎ হৈয়া তদনুমতিক্রমে সানন্দরাম মজকুরকে তথাতে রখিয়া তৎসরহদ্দে পর্ব্বতীয় রাস্তাক্রমে আমার উত্তর সরহদ্দ ধর্ম্মপুর রাজ্যে যাইয়া তুলারাম মজকুরের পিতা খাসাডেও ঐ মোকামে পূর্ব্বে গিয়া রহিয়াছিল উহার সহিত ও তথাকার জমীদারান ও পর্ব্বতীয়া লোকের সহিত একতা হৈয়া কুপরামর্ষ করি খাসাডেও মজকুর সরদার হৈয়া তথাকার খাজানা বন্দ করি দুন্দিয়া হৈয়া ভৃত্যলোকে একক নিবাশ্রয়জ্ঞানে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সজ্জ সন্ধান করি আমার গুআবাড়ির পাট পর্য্যন্ত আসি আমল করিয়াছে এহাতে নিতান্ত সন্ত্রস্ত হৈয়াছি পূর্ব্বে মদ্‌ভ্রাতা আপন নিকট যাইয়া শরণাপন্ন হৈয়াছিলেন তদনুসারে আমিহ শরণাপন্ন আমাদের সর্ব্বাংশে মুরব্বী আপনে আপন বহি অন্যাশ্রয় নাহি অতএব গোচর করি মেহেরবানি পূর্ব্বক জিলা শ্রীহট্টের শ্রীযুত মিজেষ্টর সাহেবর প্রতি

১ এক কিত্তা পরাণার হুখুম হয় ২৫ পচিসজনা ছিপাহি আমাকে মদত দিবার তবেহি আমি আপনার অখণ্ড প্রতাপাশ্রয়েতে নির্ব্বিঘ্নক্রমে রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারি এবঞ্চ আপনার মেহেরবানি অখণ্ড প্রতাপাশ্রয় শ্রবনে এসব নিমকহারাম শত্রু সমূহ দূর হৈয়া জাবে এহাতে শরণাগত রক্ষণজ স্বকীর্ত্তি দিঙমণ্ডলে আপনাদের সুব্যক্ত হবে এবং যৎকালীন্ মদভ্রাতার আমলে কল্যান সিংহ সুবেদার আসিয়া আমার রাজ্যে চড়াহি করিয়াছিল তৎকালীন সদরের হুখুম হৈতে জিলা মজকুরের মিজেষ্টর শ্রীযুক্ত মেস্তর ডিক সাহেব ২৫ পচিসজনা ছিপাহি মদত দিয়া আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন অত্থহ তদ্রূপে মেহেরবানি পূর্ব্বক জিলা মজকুরের শ্রীযুত মিজেষ্টর সাহেবর প্রতি ২৫ পচিসজনা ছিপাহি আমাকে মদত দিতে ১ এক কিত্তা পরাণার হুখুম হবে অপর আপনকার নিকট উকিল শ্রীমাধবরামকে পাঠাইতেছি উনি আমাব অনুমতিক্রমে যখন যখন যে যে বিষয় দরখাস্ত করিবেক তাহাতে মেহেরবানি পূর্ব্বক হুখুম হবে পরঞ্চ যাবৎকাল ঐ ২৫ পচিসজনা ছিপাহি আমার নিকট থাকিবেক তাবৎকালের উহারাব মাহিনা আমার শরকার হৈতে দেওয়া জাবে আপনকার নজর হস্তি ১ এক গোট ও হস্তিনী ১ গোট দিতেছি মেহেরবানি পূর্ব্বক স্বীকার করিতে অনুমতি হবে কিমধিকমিতি শক ১৭৩৭ সাল—মাহে—১—ফাল্গুণ—

৺৭ বিনিন্দিতদিনকরশশধরকরনিকরযশঃপ্রকাশীকৃতভূমণ্ডল কলিকাত্তায়ধীশ্বর শ্রীশ্রীযুত নবাব গবনর জানারল যংবাহাদুর বড়সাহেবপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু—

(১৫৪)

৭ শ্রীশ্রীরাম

সরণং

সন্তী: সকলমঙ্গলালয়মহামহীমমহীমার্ণব শ্রীযুত রঙ্গপুরের জজসাহেব জিউ মহাবল তার চরিত্রেষু আপনার মঙ্গর্ব্তি সদা ৺ইশ্বর দ্বারে বাঞ্চী তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষং। গোরখা সহীত বোলে আপনারদিগের কাজীয়া ইহাতে গোরখায় ফৌজ বিশয় উত্তর-ভাগের শ্রীশ্রীরূমের ৺বাদশ্বাক লিখীয়া পছিমে ফাড়ীর দেশে দিয়া ফৌজ নামাযাছে শে চাচু

ফৌজ সকল অনেক লড়ুক তবে তোমরা আমরা আদ্দপান্ত দমেদোস্তী এ শকল তং তোমরা জানেন কী না জানেন ইহাতে আপনাক তং জানাইলাঙ শে সকল বাদশা ফৌজ সহীত আমার ইলাকা নাই তবে আপনারদিগের গোরখার কাজীয়া ফৌজ রাজ সকলকে তং দিয়া সাবধান করাবেন সতং আপনকাব মঙ্গল্যাদী লিখীয়া সনতুষ্ট করাইব। ইহা জ্ঞাত ইতি সকা ৩০৭ সাল তারিখ ১ ভাদ্র

সস্তিঃ সকলমঙ্গলালয়মহামহামমহীমানব শ্রীযুত রঙ্গপুরের জজসাহেব জিউ মহার্ণভাবচরিত্রেষু—

---

(১৩৩)

৭ শ্রীশ্রীত্রৈলোক্য—

নাথঃ স্বরনং—
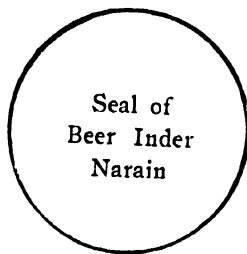
শ্রীগজেন্দ্র নারায়ন কুঙর ও শ্রীসম্ভু নারায়ন কুঙর ও শ্রীছোট কাছুয়াক যে করার পত্রমিদং সন ৩০০ সাল মোতাবক সন ১২১৬ সাল আব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমারদিগের পীতা ৺খগেন্দ্রনারায়ন নাজির দেওতা সন ১২১৫ সালের মাহে জ্যৈষ্ঠ মাসে ৺সগ্গী হইয়াছেন পীতা মষুবের আমরা চারি পুত্র আমি সর্ব্বজেষ্ঠ তোমরা আমার কনেষ্ট পিতা মষুবের দখলের গের্দ্দি বলরামপুর ও নিজ বেহারের খাজানা হইতে কুম্পানির হুকুম মতে

কমিসনর সাহেব মারফতে নগদ সিককা মবলগে ৫০০ পাচ সও টাকা মাহাবমাহা খোরাকী পাইতেছিলেন হুজুরে আমার নামে জারি হইয়া ঐ পিতা মষুবের দখলের গের্দ্দ বলরামপুর চৌকুসী এবং খোরাকী পাচ সও টাকা আমি পাইতেছি আমি তোমারদিগের সহিত এক হামতামে থাকীয়া খরচপত্র করিবা এবং করিব আর পিতা মষুবের নিজ বেহারের হিস্যা ॥১/২॥ নও আনা দস বটের মলুক শ্রীযুত ৺মহাবাজার সহিত মোকর্দ্দমা করায়া লাগায়াছে ঐ মোকর্দ্দমা করিতে তোমারদিগের সহিত মোকাম কৈলকাতা জাইয়া ৺ গবনর বাহাদুরের হুজুরে দরপেস করিয়া দরখাস্ত গুজরাইয়া মোকর্দ্দমা করিয়া মলুক লইব পীতা মষুবের দখলেব গের্দ্দ বলরামপুর চৌকুসী ও খোরাকী পাচ সও টাকা ও হাবেলি ও দাসী নফর ও হালুয়া ও খেদমতগারান ও গরু ও মৈষ ও সোনারুপা ও তৈজস আদী ও নিজ বেহারের হিস্যা ন৹ আনা দস বট জদী হয় এবং জে কিছু য়াছে এক হামতাম থাকীয়া—সকলী তদাবক কবিয়া ভোগ করিব তাহাতে তোমারদিগের সহিত জদী কোন বাবদে কথন গব ইতফাক কবি এবং কব তবে তোমরা এহি যে করার হুজুর দরপেষ করিয়া তোমারদিগেব তিন ভ্রাতার ৸০ বারো আনা হিস্যা আপন ২ নাম জারি করিয়া আমার নাম হইতে হুজুরে খারিজ করিযা হিস্যা মজকুর এবং নগদ পাচ সও টাকা চিহ্নিত করিয়া লইবে ইহাতে আমি কিম্বা আমার ওারিসান কেহ দাওা করিতে পারিবেক না জদি দাওা দরপেষ করি কিম্বা করে সে ঝুটা বাতিল এত (দর্থে ?) যে করাব লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদব তারিখ ১৩ অগ্রহায়ণ

—ইসাদ—

শ্রীজাত্রাহালসেন।
সাং বলরামপুর
শ্রীমজর্দ্ধারাম দাস—
সাং বলরামপুর

শ্রীস্যামচন্দ্র সেন
ভাণ্ডার কাএত
সাং গোবরাছাডা

শ্রীসানের পোকা ?
সাং বলবামপুব

(১০৬)

৺৭শ্রীশ্রীসিব সরনং—

স্বস্তীঃ সকলমঙ্গলৈকনিলয় শ্রীযুত মিস্তর মুরমান মেকলোড সাহেব জিউ সদুদার-চরিত্রেষু—

আপনকার মঙ্গল কামনাতে অত্রানন্দ বিসেষঃ সন হালের ২৯ মাহ শ্রাবণের মরকুমা আপনকার পত্র পাইয়া বিবরন অনুভূত হইলাম মোকাম রঙ্গপুরেত আপনকার সরকারি খাজানা হইতে নাজেক কুঙরের খোরাকি বাবত নাগাএত সন ১২২৩ সাল সিকা ২৮৫০০ আটাইষ হাজার পাচ সও টাকা ও ফকীর সিংহ ও গয়রহ সিপাহিয়ান ও বরকন্দাজান

মাহীআনা বাবত সিক্কা ও নারানি ২৯৩৮৭।৶১২।০ ওনত্রিস হাজার তিন সও সপ্তাসি টাকা সাত আনা সওা বারো গুণ্ডা ও সন ১২২২ সালের নালবন্দীব বাকি ৩৩২০৪৶১৭॥ তেত্তিস হাজার দুই সও চাইর টাকা দুই আনা সাড়ে সতরো গুণ্ডা একুনে মবলগে ৯১০৯১॥৶৯৮ একানব্বৈ হাজার একানব্বৈ টাকা দস আনা পওনে দষ গুণ্ডা আমার সরকারে পাওনা তাহার জে ফর্দ্দ পাঠাইয়াছেন তাহাতে জ্ঞাত। হইলাম ঐ মবলগ মজকুর পাঠানের বিসয় লিখিয়াছেন' আমার রাজত্যের জে মত আবতরি ও জেমত উৎপন্য ও আমার খাস খরচাদী জে প্রকার তাহা আপনকাকে সকলি বিদিত আছে হাল সনের নালবন্দী যধরিয়া নিজ খরচা চলা দুসকর বকায়া দেন এককালে ভারি হইয়াছে ইহা একবারগি আদায় পহুচার গুঞ্জায়স হয় না আমি কুম্পানি বাহাদুরের ছায়াগির আমার সব সবকারের বেহতরির মদ্দ নজরে হরসরতে মেহেরবানি প্রকাসীযা আমার বোতবাতে বাহাল রাখিয়াছেন আমিহ সরকার মোযুফেব বোলন্দ একবাল ৺দ্বাবাতে বাঞ্ছা করি সবকার মমদুহের দেন জে হইয়াছে তাহা ক্রমে ২ জোগাইয়া লইলে আদায় করিয়া আপন রাজগিতে কাএম থাকিতে পারি জে দেন হইয়াছে ইহা মেহেরবানি পূর্ব্বক তিন বৎস্যরের কিস্তবন্দী করিয়া লইলে এহার আঞ্জাম পহুছে অতয়ব আপনে আমার মেহরবান মেহরবানি প্রকাসে ঐ টাকার তিন বৎস্যরের কিস্তীবন্দী করিয়া দিবেন জে ঐ কিস্তবন্দী মোতাবেক আদাএ পহচান জাএ আর সতৎ নিজ মঙ্গলাক্ষণে সন্তোস কবিবেন মিতি সন ৩০৭ সকা মোতাবেক সন ১২২৩ সাল বাঙ্গলা—৩ ভাদ্র—

---

(১৫৭)

৭ শ্রীদুর্গা

৭ প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিতশৌর্য্যগাম্ভির্য্যোদার্য্যাদিগুনগনাকরসগর্ব্বসপত্নবারনবিদারণ প্রচণ্ড-পঞ্চাননকলিকাত্তাদীশ্বর শ্রীশ্রীযুত নবাব গবনর জংবাহাদুর প্রচণ্ডপ্রতাপসৎকীর্ত্তি প্রকাশীকৃতদিঙমণ্ডলমদাশ্রয়েষু পরমপ্রীতিপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমদঃ। পরং বিশেষ স্বেতাবান সমাচারঃ। একক নিরাশ্রয় জ্ঞানে আমাকে ভৃত্যলোকে উৎপাটন করিতে চেষ্টা পান তাহাকে নিরন্তর সন্দেহ বিষয় আমি শরনাপন্ন আমাদের আপন বহি আশ্রয়ান্তর নহি এহাতে যদ্যপি কম্পানী সরকারের ২০ জনা ছিপাহি আমার নিকট থাকেন তবে নিঃসন্দেহক্রমে আত্মরক্ষণ-পূর্ব্বক রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারি অতএব গোচর করি মেহেরবানিপূর্ব্বক জিলা শ্রীহট্টের শ্রীযুত মেজেষ্টর সাহেবের প্রতি ২০ বিস জনা ছিপাহি আমার নিকট সদাকাল রাখিতে ১ এক কিত্তা পরাণার হুখুম হৈতে অনুমতি হবে এবং আমিহ সন বর সন নজরআনা ৫ পাচ

গোট হস্তি শ্রীযুত কম্পানী বাহাদুরের সরকারে দাখিল করিব এবঞ্চ ঐ ছিপাহিয়ার মাহিনা আমার সবকার হৈতে দেওআ জাবে কিমধিকমিতি সন ১৭৩৮ সাল মাহে ১৫—আষাঢ

মহামহীন্দ্রমহিমার্ণবমহাস্ববতাসেচনককলিতাত্তাদীশ্বর শ্রীশ্রীযুত নবাব গবনর জং-বাহাদুর মহোগ্রপ্রতাপেষু—

---

(১৫৮)

৺৭শ্রীদুর্গা—।

৺৭ বৈরিবারণবিদারণ প্র[চ]ণ্ড পঞ্চানন কলিকাত্তায়ধীশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনব জানরেল যংবাহাদুর বড়সাহেব শরণাগতপ্রতিপালন সংকীর্ত্তিসুধাকব ধবলীকৃত ধরণীতল মদেকাস্তাশ্রয় সুহৃদ্বরবরেষু পবমপ্রীতিবাসনাপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমেতৎ। পরন্তু সমাচারাঃ॥ পূর্ব্বে আপনার নিকট উকিল দ্বারা আমার দরখাস্তানুসারে ১ জনা বাজে ইঙ্গরেজ ও শিপাহি ও বন্দুক গয়বহ জিনীসাৎ মত্রাজ্যে আসিতে ১ কিত্তা পরাণা হুখুম আমা প্রতি অনুগ্রহ করি দিয়াছিলেন এবং আমার উকিলরা ঐ সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেক কি জন্যে অদ্য যাবৎ ঐ সমস্ত আমার দেশে আসিয়া না পহছিলেক কারণ পুনরায় ইত্তিলা করিতেছি আমার দেশে নিতান্ত উৎপাত উপস্থিত হৈয়াছে মেহেরবাণী করি যাহাতে ত্বরিতক্রমে ঐ সমস্ত আমার দেশে আসিয়া পহছে তদনুসারে মেহেরবাণী হবে কিমধিকমিতি শক ১৭৩৮ সাল মাহে—৩—মাঘ—

৺৭প্রচণ্ডপ্রতাপশৌর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিগুণাকর কলিকাত্তায়ধীশ্বর শ্রীযুত গবনর জানরেল যং-বাহাদুর বড়সাহেব সংকীর্ত্তিষু—

---

(১৩৯)

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—

সবণং—

Seal
of the
Foujdaree
Adaulut
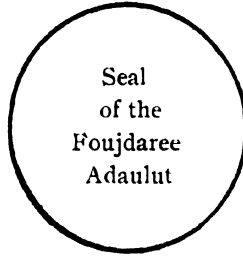
৭ শ্রীদলসিংহ একটীজ দারগা থানা রাঙ্গামাটী মালুম কবিবা রাজা তালুকে বিজনী ও গএরহ শ্রীরাজা বলিতনারায়নের তবফ মোক্তাবকার শ্রীরামপ্রসাদ দাষ হুজুরে এক কিত্তা দবখাস্ত গুজ্জরাইল জে মজহরের মওাকলের বাজত্তের সরিসা আদি জিনিষ জমাব য়েওজে সায়েরাত সব্ব রাইয়ত লোক মজহরেব মওাকলেবে দেয় যত কোরক বন্ধানে আত্ত-প্রান্ত হৈতে লইতে ছিল দেবার ফৈরাদির মোকর্দ্দমাতে কোবক বেজায় জানিয়া মোকামে যুগীঘোপাতে কোরক বরখাস্তের হুকুম হৈযাছিল তাহাতে মজহরের মওকলের আরজি ধুবড়ি মোকামে করিয়াছিল তাহাতে জে পবওানা সাদের হৈয়াছিল তাহার হুকুম এই জে মজহরের মোওকলের সায়েরাত মহকুপ করেন নাহি কোবকি বেজায় মজহবেব মোওকলে হস্তকিত হইয়া হুকুম আমলে আনিয়াছিল জে পশ্চাৎ কোরকিব সবেস্তাব জানাইলে বহল হুকুম হবেক এমতে কোবকি জিনিষ লওা মানাহী করিয়াছেন এবং হুজুরের হুকুম ইস্তহার শ্রীনিলকমল দারগা ঐ কোরকির বারণ হুকুম জারি কবিয়াছিলে তাহাতে মজহরের মোওকলের সায়েরাত সবব মাযুল আদি লওা বহাল য়াছে পরে গোওালপাড়া তুমি পহুচিয়া ঐ ইস্তহার পুনুরাএ সর্ব্বত্র ঢোল দিয়া জারি করিয়াছ জে মজহরের মোওকলের বিলকুল সায়েরাত মহকুফ ইহাতে মজহরেব মোওকলের তরক থানার মক্তীয়ার মজাহিম হৈয়াছিল জে ইস্তহারে সেওায় কোরকি সায়েরাৎ মজকুরের কিছু জিগীর নাহি এবং হুজুরের অভিপ্রায় নাহি তুমি খানখা আখেজ করহ তাহাতে তুমি কহিয়াছ জে হজুরের জবানি হুকুম দিয়াছ জে আমি বিলকুল সায়েরাৎ তোমার মোওকলের উঠাইলাম তুমি নালিষ করহ এহি জবাব দিয়া সমস্ত সায়েরাতের চৌকি জায়গাহ জে ২ খানে ছিল উঠাইয়া দিয়াছ জদি হজুরের মরজি হইত তবে মজহরের মোওকলের নামে এ বিসয়ের পরওানা সাদের হইতো তুমি মজহরের মোওকলেব মুখালিপের চাকর কদিম হৈতেছিলা ছেরেফ আদাওদ জারি করা মাত্র হরিয়েক লোকে সরজা আদি বিন মাশুলে লইয়া

গেল সে সকল লোকের নাম ও সাকিনের ঠিকানা থাকিল না তোমার মতলব জে মজহরের মোওকলের লোকসান হরষুরেতে কর হাজার দুই হাজার সরঙ্গা বরশা সময়ে এহি মাত্র যে লিকিলে ইহার মাষুল চাইর পাচ সও টাকা মজহরের মোওকলের দষ পোন্দর রোজ মর্দ্দে খেসারৎ হইল ইহা সেওায় আর ২ দস্তবাৎ মবলগ য়াছে তুমি সিবজল গ্রামে জোত বাড়ি রাখহ এবং নিমক ও গয়েরহ বেপার তেজারৎ করহ তোমার মতলব এই জে মজহরের মোওকলের সায়েরাৎ থাকিতে তোমার বেপার তেজারতের হরকত হয়ে মজহরের মোওকলের বায়েস নালবন্দি তাহাতে সায়েরাৎ আদি কখনই মহকুফ হয়ে নাহি এ কারণ তোমাকে লিখা জায় জে ইহার পুর্ব্বে তোমার পাষ ও বিজনির রাজার পাষ এ বিসয়ের ফর্দ্দ ও কৈফিয়ত তলব হৈয়াছে জে ঐ জমিদারের আমলা লোকে কোন ২ জাগাতে কি ২ বাবৎ কতো ২ মাষুল লয়ে জখন তাহা পহুচিবেক তখন মনাসিব হুকুম হবেক আর হুজুরে জাহের হইল জে রাজা মজকুরের জমিদারি এলাকাতে সরঙ্গা নৌকা ও গয়রহ জে সকল জিনিষ পরদাইশ হয় তুমি তাহার মাষুল লইতে দেও না এ বেজায় এ কারণ তোমাকে লিখা জায় জে এ বিসয়েতে তুমি দস্তআন্দাজ হইবা না আর তুমি হুজুরের ইস্তহারের বরখিলাপ অন্য প্রকারে অর্থাত রাজা মজুকুরের জমিদারির সায়েরাৎ মহকুফের সহরথ দিয়া জারি করিয়াছ এ কারণ তোমাকে লিখা জায় জে ইস্তহার মজকুরের নকল হজুরের মলাহেজা কারণ পাঠাইয়া দিবা আর হজুরে জাহের হইল জে তুমি সিবজল গ্রামেতে তেজারৎ করহ অতএব তুমি এ বিসয়ের করার ওাককীহ জবাব লিখিবা জে তুমি তেজারৎ করহ কিনা আর এই পরওানার নকল রাখিবা আসলের দেষ্ঠে এহি হুকুম আমলে আনার কৈফিয়ত পোন্দরো রোজ মেঞাদের মর্দ্দে লিখিয়া হুজুরে ওাপষ পাঠাইবা ইতি সন ১৮১৬ ইঙ্গরেজি তারিখ ৩১ জুলাই মোতাবকে সন ১২২৩ সাল তারিখ—১৭ শ্রাবণ

শ্রীগৌর মোহন দত্ত ইং ১৮২৩।২৯ [?]

---

(১৬০)

শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রানঃ

The Rajah of Manipoor to Captain Davidson.

৺৭ স্বস্তি প্রচণ্ডপ্রতাপমহামহিমমকরালয় নিজভূজ মকরাব্ধি[?]নির্মথিতারাতি সেনানিবহমহার্হ্যবসমুখিতকীর্ত্তিসুধাকরপ্রকাসীকৃতদিঙ্মণ্ডল শ্রীশ্রীসাহেব কমনীয় চরিত্রেষু কামাভিব্যঞ্জক পত্রমিদং সম্প্রেষিত পরং সমাচার:—আপনে প্রেরিত পত্রান্তর্গত সমস্তোদান্ত জানি হৈয়া পরমাপ্যায়িত হৈলাম আর আত্রা ও এই চন্দ্রপুরেতে সকল বরকন্দাজ লোকের খানাপিনার কিছু কম হয় এহার জন্যে সকল বরকন্দা লোকর মাফিক

প্রযুক্ত খানাদানি চলিতির কারণ মোকাম জুংপাতলিতে ফিরিয়া ঠাকিতে উপযুক্ত মানি ইহার জ্ঞাত কারণ উকিল পাঠাইতেছি ববসাহেবর চিটী পৌছিলে তবে সিদ্রি পোছাইতে হবেক সে পোছিলে আম্রাব মনিপুবেতে সিদ্রি ফিবিব কিমধিকং সর্ব্বিজ্ঞবরেষু সক ১৭৩৯ মাহে ১৫ পোষ—

———

(১৬১)

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

৺৭ বৈরিবাবণবিদারণপ্রচণ্ডপঞ্চানন কলিকাত্তাঅধীশ্বব শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনব জানেরেল যংবাহাদুর বড়সাহেব মদেকান্তাশ্রয়েষু পবমপ্রীতিবাসনাপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনং পবন্ত সমাচারাঃ। পূর্ব্বাবধি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুবেব আশ্রিত বহি অন্যাশ্রয় নাহি জগন আগাম মামদ রজা মগলে আমারদেব রাজ্য আমল করাতে শ্রীযুত সাহেবান মেহেববাণী করি ঐ মগলকে নিগ্রহ করি আমাব রাজ্য আমাব দখলে দিআছেন অতএব আপনকাব স্থাপিত বটি অত্র ব্রহ্মার লোক সহকাবে মনিপুবিয়া অসংখ্য ফৌজ লৈয়া ঐ মনিপুরেব শ্রীযুত মারজিত সিংহ রাজা আসিয়া আমাবদেব দেশ প্রায় আমল কবাতে উহাব সঙ্গে যুদ্ধ করণের অসামর্থ্য অতএব গোচর করি শত্রু নিগ্রহ কবি দেশ আমল করিবেন এবং যাহাতে আমি পবিবিম পাই তাহা কবিতে অনুমতি হবেন কিমধিকমিতি শক ১৭৩৯ সাল মাহে ১৩ পৌষ

৺৭ প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিত কলিকাত্তাধধীশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনব জানেরেল যংবাহাদুর বড়সাহেব মদেকান্তাশ্রয়েষু—

———

(১৬২)

শ্রীশ্রীমদ্রাধাগোবিন্দ দেবো জয়তি

শ্রীশ্রীযুক্ত মং পিতৃদেব মহারাজায়ে

৺৭ সস্তি প্রচণ্ডপ্রতাপবৈরিবারণবিদারণপ্রমত্তপঞ্চাননশৌর্য্যধৈর্য্য গুণান্বিত শ্রীশ্রী বব-সাহেব সদুদারচরিত্রেষু সৌহার্দ্দিজনিকা পত্রমিদং সম্প্রেষিতং ভবদুব্যাদিকমনববত-মীহমানানামস্মাকমপ্যত্র সাময়িকং ক্ষেমবর্ত্ততে বিশেষস্তেতাবান পরং সমাচারঃ—

পূর্ব্বে ৺ ব্রহ্মাদেশের সঙ্গে বিরুদ্ধক্রমে রাজ্য হারিয়া হেড়ম্ব রাজ্যে ইষ্ট গোষ্টিব সম্বন্ধে কযেক দিবস বাসা করিয়াছিল তাতে শ্রী সন্ধিকারি হেড়ম্বেশ্বরে ৺শ্রীশ্রীযুক্ত মং পিতৃদেব মহারাজাকে প্রাণান্ত কবিয়া শ্রীধর সাহাকে রাজা বানাইতে উদ্যম করিয়াছিল আর আমাকে ও শ্রীমদ্ভ্রাতৃর সঙ্গে বিরুদ্ধ কারণ স্থান ভ্রষ্ট হৈযা অনেক দুঃখ শোকেতে হেডম্ব রাজ্যে আসিতে ৭ শ্রীহেডম্বেশ্বর দুই ভাইকে চারিটি ঘোড়া সন্দেশ করিয়াছেন তদধিক ৭ গোট ঘোটক বিনিমূল্যে বলৎকারে লূটিযা নিলেন এ জন্যে আমার চিত্তে অত্যন্ত অসন্তোষিত হৈয়া যুদ্ধ করিতেই আসিয়াছি এই কারণ মাত্র জ্ঞানী হবেক আর কোন প্রকাবে আপনকার সঙ্গে আমারার যৎকিঞ্চিৎ বিরোধ ভাব নাই অখন পূর্ব্বের যেমত স্বচ্ছন্দ তীর্থে গতায়াতের কারণ জ্ঞাপন করিতেছি সে প্রকারে সর্ব্বাংশে শোভিত বটেণ আর কোন এক প্রকারে আপনকাব ক্ষোভিতান্তঃকরণ না হবেক ইহা জ্ঞানী হবেক আর ই রাজ্যে পুনরায শ্রীহেডম্বেশ্বর আর মদ্ভ্রাত্যাদিবর্গ আসিতে অনুরোধ কারণ ১ এক ফেরেঙ্গি ঠানাদাব দিতে হবেক আমি ও যৎকিঞ্চিৎ অনুপযুক্ত ১ এক গ্রামের খাচনা পোছাই দিতে উপযুক্ত মানি সর্ব্বজ্ঞেষু অলং বহুনা শক্ ১৭৩৯ তারিখ ১২ পৌষস্য লিপিঃ

পত্রমেতৎ সদুদাবচবিত্র শ্রীববসাহেবের স্থানে পহুছিবেক—

৭ শ্রীশ্রীরাম

৭ সস্তি প্রবলভুজবলনির্ম্মথিতাহিতমসাগর-
সমুত্থিতকিত্তিসুধাকর শ্রীল শ্রীমনিপুরেস্বর
পুরন্দর মহারাজা প্রবলপ্রতাপেষু পরমপ্রিতিপুর্ব্বক
সগৌবব বিজ্ঞাপনঞ্চা বিশেষ—

পরং আপনার ১২ পৌষের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ্যাইত হইলাম হেড়ম্বের রাজাব সহায়তা করণের বিসএ সদর হইতে আমার প্রতী অনুমতি নাই শ্রীযুত কাপতান সাহেব সিফাইলোক সমব্যায়ে জে বদবপুরে গিয়াছেন তাহা কেবল শ্রীশ্রীযুত ৺কুম্পানি বাহাদুরের সরহদ্দের নিখাবানি করনের নিমিত্য সরকারের সরহদ্দের উপর জদি আপনে কীছু উদবেগ না কবেন তবে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার আবশ্যকতা নাই আর লিখীয়াছেন একজনা ফেরেঙ্গি

থানাদার হেড়ম্বরাজ্যে বসানের অতএব একথা আমার হুকুম মতে হইতে পাবে না এ কারণ আপনার লিখানব বির্ত্তান্ত অর্ত্তার্থ সংবাদ সদরে এতলা দেওা জাইতেছে সেখানে থাকিয়া জেমত অভিপ্রাএ হয়ে তাহা পশ্চাত আপনাকে জ্ঞাতা কবা জাবে বিশেষ কিমধিকং জ্ঞাপন ইতি সন ১২২৪ বাঙ্গলা মাহে—১৫° পৌষ—

———

(১৬৩)

শ্রীশ্রীদুর্গা—

প্রতুলকত্রী—

বৈরিবারণবিদারণপ্রচণ্ডপঞ্চানন কলিকার্তা অধীশ্বব শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনব জানেবেল য° বাহাদুর বড়সাহেব সবণাগতপ্রতিপালনসংকীর্ত্তিসুধাকবধবলীকৃতণ (?) মহাকারুণিক সদেকান্তাশ্রয়েষু—

পরমপ্রীতিবাসনাপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনং পরন্ত সমাচাবঃ মংভ্রাতা মহাবাজা সর্গ গমন কবাতে আমি একাকী নিরাশ্রয় হৈয়া আপনাদিগেক মুরব্বি করিযা বায্য সাসনাদি কবিতেছি আপনারাই পূর্ব্বাপবাবধি বক্ষ্যা করিয়া আসিতেছেন আমাবহ নিতান্ত ভরসা আছে অতএব আমার নিজেব নমকহারাম চাকরলোকদিগের নমকহাবামি পুর্ব্ব পত্রেব দ্বাবায গোচব আছেন তাহাতে আমার প্রার্থনামতে অনুগ্রহ প্রকাশ কবিয়া আসিতেছেন ও আশিবেন সম্প্রতি মনিপুরেব মাজুল রাজা শ্রীচৌরজিত সিংহ তাহান ভ্রাতা শ্রীমাবজিত সিংহ বাজাব সহিত বাজত্ব বিশয় আখেজ কবিযা পরাভূত হৈয়া আমাব দেযে আসিযা মদদ চাহিযাছিলেক তাহা না দেওাতে মনোজন্য হৈয়া দেসবিদেস ভ্রমন কবিয়া মোকাম কলিকাতা গীযা হজুরে দবখাস্ত করিয়াছিলেক তাহাতে হজুরে না মঞ্জুব হওাতে শ্রীহট্ট মোকাম হৈয়া জএন্তাপুবেব রাজার সরহদ্দে রহিয়াছিলেন তাহাতে ৩ পৌষ ঐ মারজিত সিংহ বাজা আকস্মাত অনেক ফৌজ সহিত আসিয়া আমার সঙ্গে যুর্দ্ধ আবম্ভ কবাতে শ্রীমে কেবি সাহেব যুদ্ধ করিতে জানেন না কারণ লজ্জিত হৈয়া পিছে হটীযা আমাকে না কহিয়া গেলেন পরে আমার সেনাপতি শ্রীগম্ভির সিংহ গএরহ ফৌজ সহকারে তাহার সহিত যুর্দ্ধ করিলাম তৎকালিন শ্রীযুক্ত কম্পানী বাহাদুর আলিসানের সবহদ্দ হেফাজত কারণ মোকাম শ্রীহট্ট হৈতে শ্রীযুক্ত মেস্তর কাপ্তান ডেবিসন সাহেব থানে বদরপুর পৌছিলেন পর ঐ মারজিত সিংহ রাজা পরাভুত হৈয়া আপনদেসে গমন করিলেন পর ঐ চৌরজিত সিংহ রাজা ও তুলারাম ও সানন্দরামের সহিত সাজস করি তুন্দিয়া হৈয়া আমার সেনাপতি গম্ভির সিংহকে একতা করিয়া প্রজালোকের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া মালোমাল লুট তছরূপ করিয়া রায্য

অএরান করিতেছে এবং ঐ নমকহারাম চাকরলোকে আমার সহিত অসেষ প্রকারে অধর্ম্ম আচরণ করিতেছে সাহেবান বহি আমার অন্য আশ্রয় নাই আমি নিজে চাকর রাখিয়া হিন্দুস্থানি ২০০ দুই সত জনা লোক ও একজনা ইঙ্গরেজ আমার হেফাজতের কারণ আনিতে এক কেতা রাহাদাবি পরওয়ানা দিয়া আমাকে সরফরাজ করিবেণ আর অনুগ্রহ পুর্ব্বক আপনকাব সরকাব হৈতে কিঞ্চিত ফৌজ দিয়া আমার সক্রর নির্জাতন করিবেণ তাহার খরচ আমি নিজ হৈতে দিব এবং কিঞ্চিত নালবন্দি সনবসন দিব আর আপনার অনুমতি বহির্ভূত নহি তাহা না করেন তবে আমার ওপরের লিখিত প্রার্থনামতে হজরের রাহাদারি লইয়া তরিতক্রমে আমার উকিল লোক নিকট পৌছে এমত অনুমতি হৈবেক আর ২ বিশয় আমার ওকিল শ্রীকালিদাষ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীগৌরশুন্দর চট্টপাধ্যায় দরখাস্ত অনুসাবে মেহেরবানি কবিবেন পত্র চিহ্নিত গজদন্তনিম্মিত টুপি ২ দুই গোট পাঠাই সীকৃত হইবেন কিমধিকংমিতি সক: ১৭৪০ সাল মাহে ৭ বৈসাখ—

প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিত কলিকাত্তায়ধীশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনর জানেরেল যংবাহাদুর শ্বরনাগতপ্রতিপালকমদেকান্তাশ্রয়েষু

---

(১৬৪)

শ্রীদুর্গা—

৺৭প্রচণ্ডপ্রতাপাশৌর্য্যগাম্ভীর্য্যৌদার্য্যগুণাকর শ্রীযুক্ত দপ্তরখানার বড়সাহেব মহা-কারুণিক সুহৃদ্বরবরেষু—

পরমপ্রীতিপুর্ব্বক বিজ্ঞাপনং পরন্তু সমাচারাঃ আমার দেশোৎপাত বিপদগ্রস্ত হইয়া ৭ বৈশাখের পত্রে বিস্তারিত গোচর করিয়াছি তদনুসারে আমার উকিল দরখাস্ত করিয়াছে আপনার যেমত অনুগ্রহ পূর্ব্বাপর আমার প্রতি আছে তদনুসারে আমার চিঠী ও উকিলের

দরখাস্ত আপনি গৌর করিয়া লইয়াছেন আমার নিতান্ত মুরুব্বী আপনি এবং আপনার ভরসা নিতান্ত রাখি আর আমার শত্রুপক্ষ সমস্তেহি জানে যে আপনাব অনুগ্রহ আমাতে আছে অতএব পুনরাগোচর করি পূর্ব্বলিখিত পত্রানুসারে উকিলেব দবখাস্ত মতে ছিরিপ্পি লোকের এক কিত্তা বাহাদারি দিয়া আমাকে শত্রুভয় লজ্জা হইতে উদ্ধাব কবিবেন আপন বহি আমার অন্যাশ্রয় নাহি অন্যান্য বিষয় আমাব উকিলের জবানিতে গোচব হইয়া মেহেরবানি-পূর্ব্বক ত্বরিতপূর্ব্বক বাহাদারি দিতে মরজি হইবেক কিমধিকেনেতি চত্বারিংশদুত্তর সপ্তদশ শতাব্দীয ভাদ্রস্যোনবিংশতি দিবসীযা লিপি—শক—১৭৪০—শাল—মাহে—১৯—ভাদ্র—

৺৭সংকীর্ত্তিনিকেতন শ্রীযুক্ত দপ্তরখানাব বডসাহেব মহোদারচরিত্র বিজ্ঞবরসুহৃদ্বর-বরে ।—

---

(১৯৮)

৺৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

৺৭ প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিতাশেষবীর্য্যগাম্ভীর্য্যসৌর্য্যৌদার্য্যগুণাকর কলিকাত্তায়ধীশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনর জানেরেল যং বাহাদুব সংকীর্ত্তিসুধাকরধবলীকৃতধবণীতলসুহৃদ্বর মদেকশরনীয়েষু—

পরমপ্রীতিবাসনাপূর্ব্বক বেদনমিদং পরন্ত সমাচাবাঃ আমাবদের দেশৎপাত হওয়াতে বিপদাক্রান্ত হৈয়া আপনাতে ৭ বৈশাখের পত্রে বিস্তারিত গোচর করিয়াছি তদনুসারে আমারদের উকিলেহ দরখাস্ত করিয়াছে অতএব শ্রীযুক্ত বহি অন্যাশ্রয় নাহি প্রযুক্ত পুনরাগোচর করি পূর্ব্বলিখিত পত্রানুসারে আমারদের উকিলের দরখাস্ত মতে কার্য্য করি

দিতে ত্বরিত মেহেরবানী হবেক কিমধিকেনেতি চত্বারিংশতুত্তর সপ্তদশ শতাব্দীয় ভাদ্রস্যোনবিংশতি দিবসিয়া লিবিঃ। শক ১৭৪০ শাল মাহে——১৯ ভাদ্র—
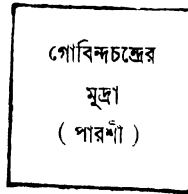
গোবিন্দচন্দ্রের
মুদ্রা
(পারশী)

৺৭ সৎকীর্ত্তিসুধাকরধবলীকৃতধরণীমণ্ডল কলিকাত্তাঅধীশ্বব শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনর জানেরেল যংবাহাদুর মহামহোগ্র প্রতাপান্বিতেষু—

---

(১৬৬)

৺৭ শ্রীদুর্গা

৺৭ প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিতবিপক্ষদ্বিরদকুম্ভস্থলবিদাবণপঞ্চানন শ্রীযুক্ত দপথবখানার বড়-সাহেব মহোদারচবিত্রেষু পবমপ্রীতিপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনং পরন্তু সমাচারাঃ। মণিপুবের দুন্দিয়া শ্রীচৌবজিত সিংহে উহান ভ্রাতা আমার চাকর গম্ভীর সিংহের সহিত একতা হৈয়া রাত্রি যুদ্ধে আমাকে বাজ্য হৈতে বেদখল করাতে আমি শ্রীযুত সাহেবানকে ভরসা করি শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের সরহদ্দ মোকাম শ্রীহট্ট আসিয়াছিলাম তাহাতে শারীরিক পীড়া পাওয়াতে শ্রীহট্টের শ্রীযুত মিজেষ্টব সাহেব হৈতে রাহাদারি লৈয়া শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সবহদ্দ মোকাম পবগণে আগিয়াবম ১৬ আশ্বিনে আসিয়াছিলাম তাহাতে ঐ মিজেষ্টর সাহেব আমারদের মোখালিপের আর্জিতে আমি দেশে জাব এমত সন্দেহেতে থানার দারগা ও জমাদাব গয়রহকে পাঠাইয়া আমাকে অনেক দিগদারি করাইতেছেন আপনে মেহেরবাণী করি রাহাদারি না দেওয়াতে আমি এমত দিগদারি হৈতেছি অতএব গোচর করি আপনে আমারদের মুরব্বি মেহেরবাণী করি ত্বরিত রাহাদারি দিতে অনুমতি হবেক কিমধিকমিতি শক ১৭৪০ সাল মাহে ২৯ আশ্বিন

৮৭ প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত দপথবখানাব বড়সাহেব মহাকারুণিক মহোদাব-চরিত্রস্বহৃদ্বরে—

———

(১৬৭)

৭ শ্রীশ্রীহরী

আরজদাস্ত ফাকুরি শ্রীমনবথ পাঠক জমাদ্দার গাবদ সীঙ্গীমাবী হাল মোকাম গোওালপাড়া গরিব পরওর সেলামত আরজ এহী সন ১৮১৯ ইঙ্গরেজী ২২ জুলাই মোতাবেক সন ১২২৪ সাল বাঙ্গালা তারিখ ৮ শ্রাবণ বেলা তুই প্রহরেব সময় মানের রাজা ও চন্দ্রকান্ত সীংহ রাজা এক পত্র লিখিয়া আমাব নিকট ও থানাব দাবোগাব নিকট পঠাইযাছে তাহাব মজমুণ এহী জদীস্বাৎ বুড়া গোশাঞীকে পাকড়া করিয়া মানের জিম্মা কবিযা না দেওা জায তবে সরকার বাহাত্বরের এলাকায় চড়াও করিযা লাড়াই কবিতে চাহে এবং পবগণে মেচপাড়াব জমীদারকে ও হুনিরাম বড়ুযাকে লিখিযাছে তাহাব বেওরা তাহাবদীগেব আরজিতে জোনাবে রোসন হবেক খোদাওন্দা জে চীঠী ফাকুরিব নামে পঠাইয়াছে সে চীঠী আরজির সামীল হুজুরে ইরসাল করিলাম মোলাহেজা ফবমাইলে জোনাবে রোসন হবেক আর মানেব তরফ সরদারকে পত্র লিখিলাম জে ২০ বিস রোজ মিয়াদ মৈদ্ধে হুজুরের জেমত হুকুম আইসে তাহার মত জওাব লিখিব কীন্তু মানের তরফ সরদার লোক আমার লিখা গৌর করিয়া বিস রোজ আসে এমত বোধ আমার হয না সরকারের এলাকাতে চড়াও করিয়া লুটতারাজ করে এমত এরাদাতে আছে মান লোক নিহাইত আবুজ অগ্র পশ্চাৎ কীছুমাত্র বিবেচনা নাহী সরকার হইতে জেয়াদা ফৌজ না আশীলে মলুক নষ্ট হওার আটক নাহী বুড়া গোশাঞী বাটীয়া গীয়াছে খোদাওন্দা সরকার হৈতে ফৌজ আসীলে রসদের সরবরাহ এ জাগা হৈতে হবেক না তাঁহার কারণ এহী মানের দশীয়তে মহাজন লোক উজান ভাটী চালান বন্দ এবং বরশা হওাতে রাইয়ত লোকের ঘর দরওাজা ডুবিয়াছে একারণ উম্মেদওার তথা হৈতে

ফৌজের সাত রসদ আশীলে ভাল হয় খোদাওন্দ। মালিক জেমত মরজি ইহা জানাবে আবজ কবিল ইতি সন সদর ৮ শ্রাবণ বাঙ্গলা।—

দস্তখত

নাগরি—

---

(১৬৮)

৭ শ্রীদুর্গা

৭ প্রমত্তকরিবৃন্দারিকুম্ভস্থলবিদারণপ্রচণ্ডপঞ্চাননিখিলকীর্ত্তিসুধাকরপূরিতাবনিমণ্ডল কলিকাত্ত্বাখিলভুবনেশ্বরবিপদর্থরাপ্তজন (?) সন্তারকবর শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনর জনেরেল জংবাহাদুব সুহৃদ্বিজ্ঞবরেষু পরমাহ্লাদ বিজ্ঞাপনমতঃ পরন্ত সমাচারঃ। মনিপুবের শ্রীযুত মারজীত সিংহ রাজাকে বর্ম্মার ফৌজ আসিয়া বেদখল করাতে দেশ ভ্রষ্ট হৈয়া অনেক লোক ও ঘোড়া সহকারে আমাদের রাজ্যে আসিয়া শ্রীযুত চৌরজীত সিংহ রাজার সামিলান হৈয়া রহিয়াছিল তাহাতে আপনকার মেহেরবানিতে দেসে জাওন হুখুম পাওযাতে সাবেক চাকবান সহকারে আমার সরহদ্দ মোকাম কাঠিগডের থানা ১ চৈত্র মাস আমল করিয়াছিলাম এহাতে ২১ তারিখে তাহারার সহিতে যুদ্ধ করাতে জানা গেল জে এই সামানে মোখালিপকে জেরবার করা জায় নাহি কারণ ২২ তারিখে বিন যুদ্ধে থানা মজকুর ছাড়িয়া আপন সরহদ্দ আসিয়া রহিযাছি আমি আপন বহি অনন্যাশ্রয় অতএব গোচর করি আমিহ আপনকার এবং মুলুকহ আপনকার বটে মেহেরবানি করি আমাদের মুলুক আপনকার সরকারের শ্রীহট্টের সামিলান হৈয়া আমি স্মরনাপন্ন জে প্রকারে প্রদাক্ত হয তাহা অনুমতি হবেক এহাতেহ যদ্যপি মেহেরবানি পূর্ব্বক অনুমতি না হয় তবে অন্য সময়ে আমি একক রাজ্য রক্ষা করিতে পারি নাহি কারণ আমার দেশ রক্ষা করিতে পারে হেন কোন এক রাজে টুপিআলা সাহেবকে খুষরাজি করি আনিতে মেহেরবানিপূর্ব্বক অনুমতি হৈবেন কিমধি-কমিতি দ্বিচত্বারিংশদুত্তর সপ্তদশশতশকাব্দীয় বৈশাখস্য পঞ্চদশদিবসীয় লিবিরেষা সম্প্রেসিতা ॥

৮৭ বৈরিবৃন্দারণ্যবিদারণপ্রচণ্ডপঞ্চানন কলিকাত্তায়ধীশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবনর জনেরেল জংবাহাদুর সুহৃদ্বিজ্ঞবরবরেষু সম্প্রেসিতেয়ং—

(১৬৯)

শ্রীশ্রী=

মহামহিম মহিমাসমূহ শ্রীযুত রাইট হানবিল গয়রনব জানেবেল বাহাদুব—
সাহেব মহোগ্রপ্রতাপ ববাববেষু—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ—
শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মণঃ—
সাকিন খিদিরপুর—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল তস্য পুত্র শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষাল গরিব কাঙ্গালি লোকের প্রতিপালনার্থে হকিকত লিখিতেছি বাঙ্গালাব কলিকাতা সহরেব সমস্ত গরিবের মধ্যে প্রায ৫০০ পাঁচ সত গরিব জাহারা কানা খোড়া অতুর অচল ও পুঙ্গ ব্যাধিগ্রস্থ অনাথা পিতামাতাহিন ও পতিপুত্রবিহিন শক্তিরহিত শ্রম করিয়া আত্মভরণপোষণ করিতে অযোগ্য সর্ব্বদা সহরের রাস্থাতে ও গলিতে ও বৃক্ষতলাতে বাস করিয়া থাকে যাহাদ্দিগের মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চপেটে ও অন্য ২ অসগদতিতে তাহাদ্দিগের মৃত্যু হইলে পবে সহরেব মুরদারফরাস আসিয়া স্থানান্তর করিয়া ফেলিযা দেয় ইহাতে যে যেমত জাতি সাস্ত্রসম্মত গতি হয়না এই অনাহুত অনাথা জিবের প্রাণরক্ষার কারণ যদি শ্রীযুত রাইট হানবিল গৌরনর জানেরল বাহাদুর সাহেবের অনুগ্রহ হয় ঐ সকল গরিব প্রতি দৃষ্টি করিয়া দুঃখ বিমোচণ করেন তবে ইহাতে অত্যান্ত পুণ্য প্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্যে জগত সংসারে থাকিবেক একারণ আমরা এ সকল গরিব লোকের দুঃখ দুর করিবার নিমিত্যে ও সহবের উপকারেব জন্যে বিস্তারিত দফাওয়ারিতে আপনাদ্দের বুদ্ধিক্রমে নিচে লিখিতেছি শ্রীযুত রাইট হানবিল গৌরনর জানেরেল বাহাদুরের ও সহরের বাসিন্দাদ্দিগের জ্ঞাতসার কারণ আমবা এক সন এক মহরিব রাখিয়া এই সহরের গলি ও রাস্তার ঐ সকল অক্ষেম লোকেব তালিক করিয়াছিলাম তাহাতে একসনের তালিকা চারিসত চৌসাট্ট লোক—

১ প্রথম। কলিকাতা সহরের নিকট একস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হয যাহাতে ঐ ৫০০ পাচ সত লোকের বাসকরণের বাটী হইবেক ও এক পুস্করিণী জলেব জন্যে কাটাইতে হইবেক আন্দাজ দুই সত বিঘা জমি হইলে বাটী ও পুস্কবিণী ও বাগিচা ভাল উপযুক্ত হইবেক—

২ দ্বীতিয়। এই অনাথমণ্ডপের ঐ সকল অনাথার রক্ষাব কাবণ এক কমিটী ছয়জন কলিকাতার বাসস্থ হিন্দুধর্ম্মভিতু বড় মনুস্য ও একজন শ্রীযুত বড়সাহেব এই কয়েক ব্যক্তি নিরোপিত হয় যে তাহারা সর্ব্বদা এই স্থানেব ও এই নকসার এবং ঐ সকল গরিবেদ্দিগেব

খবরদারি কারণ শ্রীযুত বড়সাহেব প্রতি সপ্তাহতে একবার ঐ কমিটিতে বসিবেন অথবা ঐ অনাথমণ্ডপের বাটীতে জাইয়া ভাল মন্দ তত্ত্ব করিবেন জখনকার যে আবিশ্যক কওসলের হুকুম ও গৌবসি দরকার হইবেক তখনি তাহা শ্রীযুত বড়সাহেবতক জ্ঞাতসার করেন যে তিনি কওসলতক জানাইয়া তাহার প্রতুল করিয়া দিবেন জখনকার যে বিষয় সমস্ত শ্রীযুত বড়সাহেবতক এত্তলা থাকিবেক—

৩ তৃতীয়। ঐ সকল গরিবেদ্দিগের মধ্যে জাহারা আরাম পাইয়া আপন ২ শ্রম করিয়া গুজরাণ করিতে সমর্থ হইবেক তাহারা ইওষ্টরি বাটী ও অনাথমণ্ডপ হইতে গিয়া অন্যস্তরে তাহাদ্দিগের আপন ২ ব্যবসার চেষ্টা করিবেক অক্ষম লোক ব্যতিরেক ঐ স্থানে থাকিতে পারিবেক না—

৪ চতুর্থ। ইওষ্টরি বাটীতে থাকিয়া জাহার যে সাধ্যানুজাই কর্ম্ম করিতে পারিবেক তাহার তদনুরূপ কার্য্য দেওয়াইতে হইবেক তাহাতে যে উপস্বত্ত হইবেক তাহা গরিবলোকের ভরণপোষণার্থে বাটীর খরচপত্র হইবেক—

৫ পঞ্চম। তাহারা যে জেমন জাতি তাহার তদনুরূপ লোক ব্রাহ্মণ ও মৌলবি নিযুক্ত করিতে হইবেক তাহাদ্দিগের মৃত্যু হইলে পরে অগ্নিতে দাহন করে এবং কবর দেয় সে সময় সাস্ত্রমত বিধান করেণ—

৬ সস্টম। কলিকাতা সহরের পলিস অফিস হইতে সহর কোতয়ালকে আজ্ঞা করিবেন সে জখন যে আমাদ্দিগের জিকিরমত গরিব কাঙ্গালি লোক দেখিবেক তখনি সে সকল লোককে ইওষ্টরি বাটীতে পৌছাইযা দেয়—

৭ সপ্তম। ৫০০ পাচ সত গরিবের সালিয়ানা খরচ যে হইবেক ইহার আলাদা হিসাব ইঙ্গরেজিতে এই নকসার সঙ্গে দিলাম ইহাতে ব্রাহ্মণ ও মৌলবি আদির যে অল্প খরচ হইবেক তাহার নিরোপন লেখা যায নাই ইহার কর্ত্তা যাহারা হইবেন তাহারাই নিরোপন করিবেন—

৮ অষ্টম। সেই কমিটির কর্ম্মকর্ত্তারা মাহিনা পাইবেন না সেওয়ায় তাহাদ্দিগের মহরির ও অন্য ২ চাকর জাহারা মাহিনা লওনের উপযুক্ত ঐ স্থানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেক—

৯ নবম। একজাই খরচেব ও জিনিসের হিসাব ও আর যে কিছু হিসাব প্রতি মাসকাবার বাদে ঐ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তারা সহি করিয়া হিসাব দপ্তরে রাখিবেন নকল দস্তখত করিয়া কওসলে পাঠাইবেন—

১০ দসম। ঐ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তারা ও শ্রীযুত বড়সাহেব এই কয়েকজনে ঐ ৫০০ লোক থাকনের উপযুক্ত বাটীর নকসা তৈয়ার করিয়া নকসা মাফিক বাটীর ফুরাণ করিবেন তাহাতে জিনি অল্পদরে বনাইবার দরখাস্ত দিবেন এবং মাকুল মাল জামিন দিবেন তাহারি সহিত বাটী বনাইবার সওদা নির্দ্দিষ্ট হইবেক—

১১ একাদস। অনাথার বিদ্যাসিক্ষার নিমিত্ত্যে সিক্ষাগুরু নিরোপিত করিতে হইবেক তাহাতে তাহার মধ্যে যে যেমন বিদ্যাসিক্ষা করণের উপযুক্ত তাহারে তদনুরূপ সিক্ষা করাইবেক—

১২ দ্বাদস। গরিবেদ্দিগের সালিযানা যে খরচ হইবেক তাহার সংস্থা তাহাদ্দিগের আযনের পূর্ব্ব স্থির করিতে হইবেক—

১৩ ত্রিয়োদস। আবিস্তক জখনকার যে কর্ম্মের যে ধারা করিতে হয় তাহা ঐ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তারা ও শ্রীযুক্ত বড়সাহেব করিবেন কিন্তু প্রথমত ইওষ্টবি বাটী তৈয়ার করিতে যে টাকা চাহি তাহা মজুদ করিবেন ২ দ্বীতিয় বাটী তৈয়ার করণের উপযুক্ত স্থান নিরোপিত করিবেন ৩ তৃতীয় এই ৫০০ পাচ সত লোকের নির্ব্বাহের নিমিত্ত্যে পুজি স্থির করিবেন সালিয়ানা খরচ যে হইবেক তাহাতে আমরা ঐমত দৌলতমন্দ নহি যে এত খরচের সংস্থা করি এই প্রযুক্ত এ বিষয় হুজুরে এত্তলা করিতেছি ইহার উপায় কোম্পানীর মেহেরবানি ব্যতিরেক এ মুলুকে অন্য উপায় নাহি অতএব যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাতে শ্রীযুক্ত রাইট হানবিল গৌরনর বাহাদুর ও কঙসাল সাহেবান নিচের হকিকত দৃষ্টী করিয়া মতজ্ঞ হন তবে এই নকসার প্রতিপালনের রাহা হইতে পারে—

১৪ চতুর্দ্দস। যে কাল অবধি কোম্পানি বাঙ্গালা আমল করিয়াছেন সেই কালাবধি কোম্পানিদ্বারা এবং জমিদার ও তালুকদার ও ইজারদার লোকে দ্বারা অনেক ভূমি দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ হইযাছে কিন্তু তাহাতে এমত খযরাত কারণ জমি মকরর হয় নাই অতএব আমরা বিবেচনা করিলাম এবং উচিত হয় যে সকল জমিদার ও তালুকদার জাহারা কলিকাতার নিকটস্থ এবং জাহাদ্দিগের গমনাগমন এবং জাহাদ্দের উকিল সর্ব্বদা সহরে বাষ করে এহারা সকলে ৪০০০০ চল্লিশ হাজার বিঘা লায়েক পত্তিত জমি দেন সনেক দুই সনের মধ্যে আবাদ হইতে পারে ইহাতে তাহাদ্দিগের লোকসান হইবেক না আর এই সকল জমির যে উপস্বত্ত হইবেক তাহা হইতে গরিব লোকের খরচ চিরকালের জন্যে থাকিবেক এবং এহাদ্দিগের নেকনাম থাকিবেক ঐ সকল জমি আবাদ করিতে ২ দুই বতসর লাগিবেক তাহাতে জমি আবাদ করণের যে খরচ হইবেক তাহা ঐ কমিটী হইতে হইবেক—

১৫ পঞ্চদস। অথবা যেমত কোম্পানির মদরসা করিয়া ভরণ পোষণার্থ জমি দাতব্য করিয়াছেন যদি সেই মত কোম্পানির ২৪ চব্বিষপরগণার খাষমহল হইতে জমি দাতব্য হয় তবে আবাদ তরদুদের দরকার থাকে না ও আবাদ তরদুদের খরচ লাগে না ২০০০০ বিষ হাজার তঙ্কা সালিয়ানা উতপত্তি হয় ১৫০০০ পোনর হাজার বিঘা হাসিল জমি হইতে ইহাতে সরকারের লোকসান সালিয়ানা কমোবেষ ১৫০০০ পোনর হাজার তঙ্কা হইবেক—

১৬ সপ্তদস। অথবা যে সময় শ্রীযুত মে টচিট সাহেব ও তাহার আমিন এহারা

জখন ২৪ চব্বিষপরগণার জমি জরিপ করিয়া হস্তবুধ করিয়াছিলেন তাহাতে পরগণার জমিদার লোক ও তালুকদার ও আমিন এহারা কোম্পানির ৬৭০০০ সাতসট্টি হাজার বিঘা জমি বিক্রী করিয়া খয়রাত লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে এদানস্তরে চব্বিষপরগণার তহসিলদারের দরখাস্ত মত রিবিনিউ বোরড সেই সকল জমি ফিরিয়া লইতে হুকুম করিয়াছেন এবং জমির জমা সরকার কোরক রাখিতে হুকুম করিয়াছেন অতএব যদি কঙসলে এই সকল জমি প্রকত বাজেআপ্ত করেণ তবে এই এক নতুন মনাফা কোম্পানিতে হইবেক ইহা হইতে গরিব লোকের ভরণপোষণার্থে যদি কোম্পানি ঐ সকল জমির মধ্যে বিষ হাজার তঙ্কা উতপত্তি হওনেব মত জমি হুকুম করেণ তবে ইহাতে কোম্পানির লোকসান হয়না এবং ৫০০ পাচ সত গরিবলোক প্রতিপালন অনায়াসে হয় যেমন আমার দেসে খয়রাত জমি ব্যতিরেক চিরকালের জন্যে বিষ হাজার তঙ্কার সালিয়ানা সংস্থা হয় না অতএব শ্রীযুত গৌরনর জানেরেল বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া যে কয়েক প্রকার লেখা গেল ইহার এক প্রকার অথবা আর কোনো প্রকার বিবেচনা করিয়া স্থিব করিয়া দেন—

১৭ সপ্তদশ। ইগুষ্টরি বাটী বনাইবার লায়েক জমি ২০০ দুই সত বিঘা মাগুরা পরগণার মধ্যে কলিকাতার নিকট পাওনের বাধা নাই সরকার হইতে এ জমি দেন কিম্বা আমাদ্দিগের বজবজিয়ার রাস্তার নিকট কিঞ্চিত জমি আছে তাহা হইতে আমরা জায়গা বনাইবার জমি দিব যে সকল ধারা বিষ হাজার তঙ্কার সংস্থানের কারণ লেখা গেল যদি কঙসলের পছন্দ না হয় এ কাবণ আর এক প্রকার লিখিতেছি তাহার হকিকত এই কুলু হাসিলের উপর সায়েরমহলে পুর্ব্বের রিত আছে হুজুর হইতে খয়রাত করেন যে (ছিন্ন অংশ) সেইমত মহাজনান সকলে দিত এইরূপ এখনতক সায়ের মহলে ও হাসিলাতের উপর স্থানে স্থানে খয়রাত মকরর আছে যদি এই বিষ হাজার তঙ্কার সংস্থান কারণ আমদানি ও রপ্তানি কলিকাতা সহরে জত হয় ইহার উপর ফি সতকরা এক আনার হিসাবে মকরর হয় এবং আমদানি ও রপ্তানি ফি খালিয়া নৌকার উপর কিছু নিরিখ হয় এইরূপ হুকুম হইলে মহাজনানের লোকসান অতি অল্প কিন্তু অহিক খোষনাম এবং পরকালের জন্যে অনেক পুণ্য অনায়াসে এত গরিব লোকের দোয়া পৌছে হুজুরের এতফাকের কারণ এই একরূপ এত্তলা দিলাম যদি মঞ্জুর হয় তবে পরমিট পঞ্চত্তরার সাহেবেদ্দিগের নামে হুকুম হইবেক তাহারা সন সন উম্বুল করিয়া ইগুষ্টরি বাটীতে পৌছাইয়া দিবেন—

১৮ অষ্টাদশ। যেমন কলিকাতার নতুন গিরিজার খরচ মাথট্ট করিয়া হইয়াছে ইগুষ্টরি বাটী বনাইবার খরচ সেইরূপ মাথট্ট হইয়া হইবেক কিন্তু ইহার আমাদ্দিগের দেসের দস্তরমত জদি সাহেবেরা মাথট্টের এক নিয়ম করিয়া দেন তবে অতি ত্বরায় এ জায়গা বনাইবার টাকা মজুদ হইতে পারে তাহার নিয়ম এই কমোবেষ লাক টাকা খরচ হইলে বাটী ইহার লওাজিমা স্থান তৈয়ার হইবেক ইহার আনেয়োন কোম্পানির ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি চাকরহায়ের উপর ইহাদ্দিগের পায়া কিম্বা খেদমত মাফিক এবং সহরের কোম্পানীর চাকর সেওায় পাকা হাবেলিওয়ালা বাসিন্দার উপর এক নিরিখ মকরর করিয়া দেন

সরকারের খাচাঞ্চি ও পুলিষ আফিসের দ্বারা এ টাকা আদায় হয় এমত হইলে অতি শীঘ্র টাকা আদায় হইয়া বাটী তৈয়ার হইতে পারে সহরের গলি ও রাস্তা হইতে এ সকল অক্ষম গরিব অন্যত্রে স্থাপিত হইলে সহরের লোকের অনেক প্রকার আরাম হইবেক মোছলমানের আমল অবধি এ সকল ধারা বন্দ হইয়াছে পূর্ব্বে হিন্দুর আমলে এমতরূপ গরিবের জন্যে স্থান ও ইহার ব্যয় নিরোপন ছিল মহারাজা যুধিষ্ঠিরেব আমলে এই স্থানের নাম অনাথ-মণ্ডপ ছিল এখন সেইমত নিয়ম বিলাতেও আছে ষুনিতে পাই—

গরিব বাঙ্গালি লোকের দুঃখ বিমোচন কারণ এবং তাহাদ্দিগের ষুখতপত্তি নিমিত্যে যে নকসা আমরা তৈয়ার করিয়া শ্রীযুত গৌরনর জানরেল কওসলে জ্ঞাত কবিতেছি ইহাতে কোনো বিষয় আমাদ্দিগের বিবেচনার ও লিখিবার ক্রুটী ও ভুল হইয়া থাকে তাহার যাহাতে ভাল হয় সাহেবেরা বিবেচনা করিবেন এ বিষয় সম্পূর্ত্ত কারণ আমাদ্দিগে হইতে মেহনত ও তরদ্দুদ যে তক দরকার হইবেক তাহা করিতে প্রস্তুত আছি ইহার ইঙ্গরেজিতে তরজমা কারণ উপযুক্ত আমরা নহি এজন্যে বাঙ্গালা লিখিয়া দিলাম ইতি—সন ১১৯৪ সাল—তেরিখ—১৫ আশাড়—

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীত্রৈলোক্য—

নাথ শরণং—

স্বস্তি সকলমঙ্গলৈকনিলয় মহামহিম শ্রীযুত গবনর জানরেল লাড করনওালিশ বড়-শাহেব বাহাদুর প্রবলপ্রতাপেস্থ আপনকার মঙ্গল সদা বাঞ্ছি বিশেষঃ আত্মবিবরন আমার মাতার আরজীতে ও উকীলের দরখাস্তে সাহেবের হজুরে সকল গোচর আছে মোখালিফে আমার রায্যভোম ও মাল আমওাল সকল লইয়া প্রাণের গ্রাহাক বেহুরমত করিয়া তছংদী দিতেছিল একারন সকল পরিত্যাগ করিয়া অরন্যে বাশ করিয়াছিলাম তাহাতে আমার দশা প্রেশর্ম্মমতে আপনি কলিকাতা পহচিয়াছেন আমার প্রতি মেহেরবানগী করিয়া এস্তেহারনামা দিয়াছেন তাহাতে জ্ঞাতো হইয়া খাতিরজমা হইল আপনকার হজুর জাইতে উর্দ্দত হইয়াছিলাম তাহাতে আমার হককঃ তজবিজ করিয়া দেলাইতে শ্রীযুত মেস্ত্র মশর সাহেব ও শ্রীযুত মেস্ত্র শেপট সাহেব দুইজনকে আমিন মোকরোর করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহারদিগের মারফত আপনকার মেহেরবানগী পরওানা পাইয়া জ্ঞাতা হইলাম আমি আপন এরশ ও মিরাশে কাইম হইব এমত খাতিরজমা হইল আমার উকীলের জবানিতে সমস্ত জ্ঞাতা হইলাম আমিন সাহেবেরদিগের নিকট পহচিতেছি আমি আপন সাধ্যক্রমে ৺কুম্পানি বাহাদুরের কিফাইত করিয়াছি সরকার বেহার বাদশাহিতে দখল ছিল না সন ১১৮০ সালে শ্রীযুত মেস্ত্র পরলিঙ্গ সাহেবের মারফত ৺কুম্পানি বাহাদুরকে দখল দিয়া শরনাগত হইয়াছি অবধি কোন বিশয় ত্রূটী করি নাহি মোখালিফে আমার জে আহওাল করিয়াছে তাহা আরজ লিখিয়া কত জানাইব অর্ন্নবস্ত্রে আজীজ লোকের সাক্ষাতে খাড়া হইব এমত আহওাল নাই কেবল ফকীরের হাল উপরান্ত বদনামি জাহের করিয়াছে। শে শকল তজবিজ হইলে গোচর হইবেক গোচরিল ইতি ২৭৮ সন আখরি—১৮ জৈষ্ট—

স্বস্তি সকলমঙ্গলৈকনিলয় মহামহিম শ্রীযুত গবনর জানরেল—
লাড করনওালিশ বড়সাহেব বাহাদুর প্রবলপ্রতাপেস্থ—

Engraved & Printed at
Sree Saraswaty Press Ltd.,
Calcutta.

স্বৰ্গদেব চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ?

গৌৰীনাথ সিংহ

ব্ৰজনাথ সিংহ

কমলেশ্বৰী দেৱী

বড় ফুকন

Engraved & Printed at
Sree Saraswaty Press Ltd.,
Calcutta.
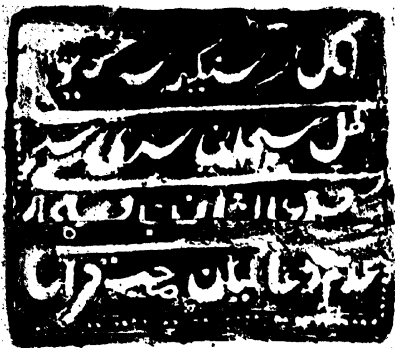
কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ

কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ

গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ

গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ

কাছাড়ের ছোট রাজা

Engraved & Printed at
Sree Saraswaty Press Ltd.,
Calcutta.

বড় বড়ুয়া

বুড়া গোহাঁই

চোলাধরা ফুকন

আসামের রাজমন্ত্রিগণের মুদ্রা

Engraved & Printed at
Sree Saraswaty Press Ltd.,
Calcutta.
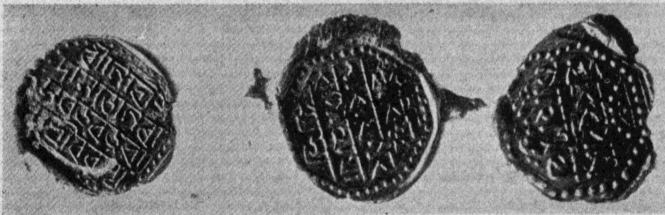
হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

রাজমাতা কমতেশ্বরী দেবী

সর্ব্বানন্দ গোসাই

খগেন্দ্রনারায়ণ

রাণী মরিচমতী

দেবরাজা

পারো পেন্‌লো

*Engraved & Printed at
Sree Saraswaty Press Ltd.,
Calcutta.*

শব্দকোষ

অ

অন্ধর—اندر পারশী অন্দর – ভিতর। অন্তঃপুর। অন্দরাণ—অন্তঃপুরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি।

অবতর—ابتر (আরবী) দরিদ্র, নিকৃষ্ট, হীন।

অভ্রম—অসম্মান? সম্ভ্রমের বিপরীত?

অহিক—ঐহিক।

আ

আএন্দা—آینده (পারশী) আগামী।

আওলাদ—اولاد আরবী আওলদের বহুবচন, বংশধরগণ।

আখরোট—(হিন্দি) আখরোট ফল।

আখরাজাত—اخراجات আরবী খরচ শব্দের বহুবচন, বিভিন্ন ব্যয়।

আখাজ—اخذ (আরবী) অত্যাচার। প্রচলিত বাঙ্গালায় আক্রোশ।

আগা—আগে, পূর্ব্বে।

আচরফ—اشراف আরবী সরিফ – অভিজাত, এখানে গৌরবে বহুবচন।

আছবাব—আসবাব দেখ।

আজরাহে জবরদস্তী—ازراه زبردستی পারশী রাহ – রাস্তা, আজ – হইতে; আজ-রাহে জবরদস্তী – জবরদস্তীক্রমে, বলপূর্ব্বক।

আজাপ—عذاب (আরবী) দণ্ড, শাস্তি।

আজীমঃসান—عظیم الشان (আরবী) আজীম – উচ্চ, মহৎ; সান – পদ; আজীমঃসান – উচ্চপদস্থ, মহৎ পদাধিকারী।

আজেজ—عاجز আরবী আজিজ – নিরুপায়।

আঞ্জাম—انجام (পারশী) নির্ব্বাহ, সরবরাহ।

আড্ডাদার—(হিন্দী) ডাকপিওন।

আদব—ادب (আরবী) সৌজন্য।

আদল—عدل (আরবী) ন্যায়, বিচার।

আদাওদ—عداوت আরবী আদাওত – শত্রুতা, হিংসা।

আদালত—عدالت (আরবী) বিচারালয়।

আনেয়োন—عنوان (আরবী) রীতি, ধরন।

আন্দেসা—اندیشه (পারশী) চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ।

আপোসে—(হিন্দী) পরস্পর।

আপ্তদসা—প্রাপ্তদশা (?) বর্ত্তমান অবস্থা (?)

আফুআজ—افواج (আরবী) ফৌজের বহুবচন।

আবওয়াব—ابواب আরবী বাব শব্দের বহুবচন, বাব – কর, শুল্ক।

আবকারি—آبکاری পারশী আবকার – সুরী, সুরা প্রস্তুতকারী; আবকারী – সুরা বা মাদকদ্রব্য সম্বন্ধীয়।

আবতরী—ابتری (পারশী) নিকৃষ্টতা।

আবাদ—آباد (পারশী) চাষ, বসতি।

আবাদানি—آبادانی (পারশী) যেখানে চাষ অথবা বসতি হইয়াছে।

আবাদী—آبادی (পারশী) অধ্যুষিত জায়গা, চাষ করা জমি।

আমদ—آمد পারশী আমদন=আসা, আমদ=(অতীতকাল) আসিয়াছিল।

আমদরপ্ত—آمد و رفت পারশী আমদন=আসা, বফতন=যাওয়া; আমদবপ্ত=যাতাযাত, যাওয়া আসা।

আমদানী—آمدنی পারশী আমদন হইতে; আয়, বিদেশ হইতে পণ্য আনয়ন করা।

আমন—امن (আরবী) শান্তি, নিরাপত্তা।

আমল—عمل (আরবী) শাসন, অধিকাব, রাজত্বকাল।

আমলাহা
আমলাহয় } —عمله ها পারশী আমলার বহুবচন। আমলাহা বা আমলাহায =কর্ম্মচারীগণ।

আমিন—امین (আরবী) রাজস্ব বিভাগেব কর্ম্মচারী, জবিপকাবী।

অমোওাল—اموال আরবী মাল, বহুবচন আমোযাল=সম্পত্তি, জিনিসপত্র।

আমোন চয়ন—امن و چین আরবী আমন=নিরাপত্তা, হিন্দী চৈন=বিশ্রাম; আমনচৈন=নিরাপদ শান্তি।

আযেসানমন্দ—احسانمند আরবী ইহসান=কৃতজ্ঞতা, পারশী মন্দ=শালী; ইহসানমন্দ=কৃতজ্ঞ।

আরজ—عرض (আরবী) নিবেদন, অনুরোধ।

আরজদস্ত—عرض داشت (পারশী) লঘু-জনের নিকট হইতে গুরুজনেব নিকট নিবেদন পত্র।

আবজমন্দি آرزومندی (পারশী) নিবেদন—পরতা, অতএব বিনয়।

আরজি—আরজ দেখ।

আবজিনামা—عرضی نامه আরবী আরজি=প্রার্থনা, নিবেদন, অনুরোধ, পারশী নামা=লিখিত পত্র বা দলীল; নিবেদন পত্র, দবখাস্ত।

আরাম—آرام (পারশী) সুখ, আযেস, বিশ্রাম।

আলমে—عالم (আরবী) পৃথিবীতে।

আলাহিদা—علاحده (আরবী) পৃথক।

আলিয়ান—عالیان (পারশী) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।

আসবাব, اسباب (আববী) জিনিষপত্র, গৃহসজ্জা।

আশ্রা—(হিন্দি) আশা।

আহদ—عہد (আরবী) সন্ধি, অঙ্গীকাব, শপথ।

আহদনামা—عہد نامہ (আববী) অঙ্গীকার পত্র, সন্ধিপত্র।

আহোবালা—আহোযাল শব্দের অপভ্রংশ।

আহোয়াল—احوال (আরবী) অবস্থা, বিবরণ।

ই

ইজাফা—اضافه (আরবী) বৃদ্ধি।

ইজাফাদরইজাফা—اضافه در اضافه আরবী ইজাফা=বৃদ্ধি, বিশেষতঃ খাজনার হার বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রযোজ্য; ক্রমাগত বৃদ্ধি।

ইজাবা—اجارہ (আরবী) নির্দ্দিষ্ট খাজানায় জমি বা অন্য কোন অধিকার পত্তনি বা ঠিকা দেওয়া।

ইজাহার—اظہار (আরবী) বৃত্তান্ত-বর্ণন।

ইটিবারি—ইতিবারি দেখ।

ইত্তফাক—اتفاق আরবী ইত্তফাক=ঐক্য,একতা; গরইতফাক=অনৈক্য।

ইতালা—اطلاع আরবী ইত্তিলা=খবর, সংবাদ জ্ঞাপন।

ইতিবারি—اعتباری আরবী ইতবার=বিশ্বাস; ইতবারী=বিশ্বাসী বা বিশ্বাসের পাত্র।

ইনফসল—انفصال (আরবী) মীমাংসা।

ইনসাব—انصاف আরবী ইনসাফ=বিচার।

ইপ্তদায—ইবতাদা দেখ।

ইবতাদা—ابتدا আববী ইব্‌তিদা==আরম্ভ।

ইমসল—امسال পাবশী ইমসাল=এই বৎসর।

ইযাদদাস্ত—یاد داشت পারশী ইয়াদ=স্মরণ, দাস্তন=রাখা; ইযাদদাস্ত=স্মারক পত্র।

ইরসাল—ارسال (আরবী) সরবরাহ।

ইলাকা—علاقہ আরবী আলাকা=সম্বন্ধ; অধিকার।

ইসবাত—اثبات (আরবী) প্রমাণ।

ইসবিতে—عیسوی আরবী ইসা=যীশু-খৃষ্ট, খৃষ্টান, খৃষ্টীয়; ইসবিতে=খৃষ্টীয় সালে।

ইস্তমরার—استمرار (আরবী) চিরস্থায়ী, চিরকালের। ১৪৩ নং পত্রে চির-কাল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইসাদী—اشہادی (আববী) সাক্ষী।

ইসিমনবিসি—اسم نویسی (পাবশী) নামেব তালিকা।

ইস্তাহার—اشتہار আরবী ইস্তিহাব=প্রকাশ্য ঘোষণা।

ইস্তাহারনামা—اشتہار نامہ (আববী) লিখিত ঘোষণা, বিজ্ঞাপন।

উ

উমেদওাব—امید وار পাবশী উমেদ=আশা; উমেদোযাব=প্রত্যাশী, প্রার্থী, নিবেদক।

উবদি—সম্ভবতঃ ইংরাজী order বা আদেশের অপভ্রংশ।

উষুল—وصول (আরবী) গ্রহণ, আদায।

উসিলা—وسیلہ আববী ওযাসিলা=দ্বাবায, সহাযতায।

ঊ

ঊমেদা—امید পাবশী উমেদ=আশা।

এ

একক্ত্যার—এক্তিযাব দেখ।

এক্তিযার—اختیار আরবী ইখতিয়াব=ক্ষমতা, অধিকার।

একবাবগি—یکبارگی (পাবশী) হঠাৎ, অকস্মাৎ, একবারে।

একবাল—اقبال আরবী ইকবাল=সৌভাগ্য।

একরার—اقرار আরবী ইকরাব=অঙ্গীকাব, স্বীকার।

একবারনামা—اقرار نامہ (আরবী) স্বীকৃতিপত্র, অঙ্গীকারপত্র।

এজাজত—اجازت (আরবী) অনুমতি, অনুমোদন।

এতফাক—اتفاق (আরবী) যুক্ত হওয়া, এইখানে অবগতি।

এতবার—ইতিবারি দেখ।

এতায়ত—اطاعت (আরবী) বাধ্যতা।

এতলা—ইতালা দেখ।

এরাদা—ارادہ আরবী ইরাদা=ইচ্ছা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য।

এযোজ—عوض আরবী ইওযাজ= প্রতিশোধ, প্রতিদান, দণ্ড, এযোজে =পবিবর্ত্তে।

ও

ওক্ত—وقت (আরবী) সময়।

ওগযরহ—وغیرہ (আরবী) ইত্যাদি।

ওজর—عذر (আরবী) আপত্তি, অজুহাত, ভান।

ওঝাগিরি—বাংলা 'ওঝা' সংস্কৃত "উপাধ্যায়" হইতে আসিয়াছে; ওঝাগিরি=ওঝা বা পুরোহিতেব পদ।

ওফা—وفا আরবী ওয়াফা=যথেষ্ট, বিশ্বাস, প্রতিজ্ঞা।

ওয়রান—ویران পারশী ওযেরান= ধ্বংস, নষ্ট।

ওয়াকিফ—واقف (আরবী) অবগত, অভিজ্ঞ, দক্ষ।

ওয়াসিলাত—واصلات (আরবী) ভূসম্পত্তির আয়, অথবা লভ্যাংশ, মুনাফা।

ওয়াস্তা—واسطہ আরবী ওয়াসিতা= কারণ, উপায়, অপেক্ষা।

ওরাজিরি—راضی আরবী রাজী=সম্মত, সন্তুষ্ট।

ওয়াকিফহাল—واقف حال আরবী ওাকিফ =অবগত, হাল=অবস্থা; অবস্থাভিজ্ঞ।

ওাকিয়াহাল—ওয়াকিফহাল দেখ।

ওাজবন—واجبا (আববী) ন্যায্য, সত্য।

ওাজবী—واجبی আরবী ওয়াজিব= সঙ্গত, ন্যায্য।

ওাপস—واپس (পারশী) ফেবত।

ওাবস্ত—وارث আরবী ওয়ারিস = উত্তরাধিকারী।

ওঁাকা—ورقہ (আরবী) পত্র।

ক

কউলনামা—কোলনামা দেখ।

কএদ—قید (আরবী) কারাগারে আবদ্ধ, বন্দী।

ককাই—(আসামী) বড় ভাই।

কচবর্চা—হিন্দুস্থানী কাচ্চাবাচ্চা = ছেলেপিলে।

কচাযল—সম্ভবতঃ কচাল শব্দের অপভ্রংশ, বিতণ্ডা।

কতল—قتل (আরবী) হত্যা।

কদমে—قدم আরবী কদম=পাদক্ষেপ; পায়ে।

কদর—قدر (আরবী =মূল্য।

কদিম—قدیم (আরবী) প্রাচীন, পূর্ব্বতন।

কফরফর্দ্দ—کروفر আরবী কর ও ফর= জাঁকজমক, সমারোহ ও দম্ভ।

কবুল—قبول (আরবী) = অঙ্গীকার।

কমবেশ—کم و بیش (পারশী) অল্পাধিক।

করজা—قرضہ (আরবী) ঋণ!

করমবকশি—کرم بخشی আরবী করম =অনুগ্রহ, পাবশী বখশীদন = প্রদান করা; করমবখশী = অনুগ্রহ প্রকাশ বা অনুগ্রহ করা।

করার—قرار (আরবী) অঙ্গীকার, চুক্তি।

করিব—قریب (আরবী) নিকট।

কসম—قسم (আরবী) শপথ।

কাইম—قائم (আরবী) = দৃঢ়।

কাইমাএে—قائم পারশী কাইমার্থে। কাইম করিবার জন্য, সুস্থিব করিবার জন্য।

কাএদা—قاعده (আববী) নিযম, আইন।

কাজিয়া—قضیه (আরবী) বিবাদ।

কানুন—قانون (আরবী) আইন, বিধি।

কাবু—قابو পারশী কাবু = আযত্ত। বাঙ্গালায় এই শব্দটি দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক।

কাবেজ—قابض আরবী কাবিজ = অধিকার। পরাজয়, দখল।

কাম্—(হিন্দুস্থানী) কার্য্য, কর্ত্তব্য।

কাম্বকত—کم بخت পারশী কমবখ্ত = মন্দভাগ্য, হতভাগ্য।

কামান—ইংরাজী "Command" শব্দের অপভ্রংশ।

কামাল—کمال (আরবী) সম্যক, সম্পূর্ণ, সর্ব্বোচ্চ।

কায়েম—কাইম দেখ।

কারওাটর—ইংরেজী "contract" শব্দেব অপভ্রংশ।

কারপরদাজ—کار پرداز পারশী কার = কার্য্য, পরদখতান = সম্পাদন করা, কারপরদাজ = যে কার্য্য সম্পাদন করে, কর্ম্মচারী।

কারবাব—کاربار (পাবশী) ব্যবসায়, পেশা, ব্যবহার, আদান-প্রদান।

কারসাজি—کارسازی পারশী কার = কার্য্য, সখতান = নির্ম্মাণ কবা, কারসাজি = ষড়যন্ত্র।

কাঁলা—کلاں (পারশী) জ্যেষ্ঠ।

কিতা—قطعه (আববী) অংশ, খণ্ড। একবিতা = একখানা।

কিমখাপ—کمخواب (পারশী) কারুকার্য্য-বিশিষ্ট উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্রবিশেষ।

কিল্লা—قلعه (আরবী) দুর্গ।

কিস্তবন্দী—قسط بندی আববী কিস্ত = নির্দ্দিষ্ট অংশ instalment, পাবশী বন্দী, (বস্তন) = বান্ধা, কিস্তবন্দী = কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধ করিবাব ব্যবস্থা।

কীতা—কিতা দেখ।

কীর্ত্তা—কিতা দেখ।

কুমেদান—ফরাসী Commandant শব্দের অপভ্রংশ।

কুবতি—کرتی (পারশী) সৈনিকেব জামা।

কুরুক—قرق (আরবী) বাজেয়াপ্ত করা, প্রতিবন্ধ, ক্রোক।

কুলফা—১২ বিঘা।

কুলবিলেব হকীকত—সমস্ত বিলের বিষয় বা বৃত্তান্ত।

কুলুহাসিল—(আরবী) সম্পূর্ণ আয়।

কেজিয়া—কাজিয়া দেখ।

কেফাইত—کفایت আরবী কিফাইত = ব্যয়সঙ্কোচ, প্রয়োজনানুরূপ পাওয়া। বাঙ্গালায় "লাভ" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কেরাবিন—ইংরাজি "Carbine" শব্দের অপভ্রংশ।

কেসওর—کشور পারশী কিসওয়র = দেশ; কিসওয়রে হিন্দুস্থান = হিন্দুস্থান দেশের।

কোচিচ—کوشش পারশী কৌসিস্ = চেষ্টা করা।

কোবর—"কুমার" শব্দের অপভ্রংশ।

কোলনামা—قولنامه পারশী কৌল = অঙ্গীকার, নামা = লিখিত পত্র, কৌলনামা = অঙ্গীকারপত্র, চুক্তিপত্র।

কৌল—قول (আরবী) প্রতিশ্রুতি।

কৌশল—ইংরেজী "Council" শব্দের অপভ্রংশ।

খ

খএর—خیر (আরবী) মঙ্গল, শুভ।

খতে—خط (আরবী) পত্রে।

খবর—خبر (আরবী) সংবাদ।

খবরগিরি—خبر گیری আরবী খবর = যত্ন, পারশী গিরিফতন = লওয়া; খবরগিরি = যত্ন লওয়া।

খয়েরাফিয়ত—خیر و عافیت আরবী খয়ের = শুভ, আফিয়ত = স্বাস্থ্য, সাচ্ছন্দ্য, খয়েরাফিয়ত = মঙ্গল, সুখসাচ্ছন্দ্য।

খরাতী خیریت আরবী খয়রিয়ত = মঙ্গল।

খরিদ ফরোক্ত—خرید و فروخت পারশী খরিদন = কেনা, ফরোখতন = বেচা; খরিদফরোক্ত = ক্রয়বিক্রয়, কেনা-বেচা।

খলল আন্দাজ—خلل انداز আরবী খলল = বিশৃঙ্খলা, পারশী আন্দাখতন = নিক্ষেপ করা; বিশৃঙ্খলাকারী।

খাএরখা—خیر خواه আরবী খয়ের = মঙ্গল, পারশী খোয়াস্তন = আকাঙ্ক্ষা করা; খয়ের খোয়াহ্ = শুভাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গলকামী।

খাজনা—خزانه (আরবী) রাজস্ব, রাজকর।

খাতিরজমা—خاطر جمع আরবী খাতির = মন, জমা = শান্তি; খাতিরজমা = সন্তুষ্ট।

খাতিরদারি—خاطر داری আরবী খাতির = মন, ইচ্ছা, পারশী দাশতন = রাখা; খাতিরদারি = অনুগ্রহ।

খানা = خانه (পারশী) বাড়ী।

খানে খারাব—خانه خراب পারশী খানা = বাড়ী, খারাব = নষ্ট; খানাখারাব = নষ্ট, অনিষ্ট।

খামিদ—خاوند পারশী খাওন্দ = প্রভু।

খামেখা—خواه مخواه (পারশী) ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক; বাঙ্গালা ভাষায় অযথা, অকারণে।

খারিজ—خارج (আরবী) বাহির, বাতিল।

খারিজ তছরূপ—خارج تصرف আরবী খারিজ = ভ্রষ্ট, তছরূফ—অধিকার; খারিজতছরূফ = অধিকারভ্রষ্ট।

খালাশ—خلاص (আরবী) মুক্তি।

খালিসা—خالصه (আরবী) রাজস্ব-বিভাগ।

খাষবরদার—خاص بردار (পারশী) পাইক, সশস্ত্র অনুচর, পরিচারক।

খাস—خاص (আরবী) ব্যক্তিগত, নিজ।

খিদমদ্গারী—خدمتگاری আরবী খিদমত = সেবা; খিদমতগারী = চাক

খিলাফ—خلاف (আরবী) বিরুদ্ধতা, অন্যথাচরণ।

খুদগরজ—خود غرض পারশী খুদ = নিজ, আরবী গরজ = ইচ্ছা; খুদগরজ = স্বার্থপর। খুদগরজী = স্বার্থপরতা।

খুন—خون (পারশী) রক্ত, হত্যা।

খুবি—خوبى (পারশী) সদ্‌গুণ, মঙ্গল।

খুস্কি—خشكى (পারশী) শুষ্ক, সুতরাং জমি।

খেজমত—খেদমত দেখ।

খেজালত—خجالت (আরবী) লজ্জা।

খেদমত—خدمت (আরবী) সেবা।

খেরাফিয়ত—খয়েরাফিয়ত দেখ।

খেসইতলর—খেস + স্বীয় + ইতালা = আপন অধিকারের।

খোদ—خود (পারশী) নিজ, স্বয়ং।

খোদা—خدا পারশী খুদা = প্রভু, ঈশ্বর।

খোদি—خودى পারশী খুদ = স্বয়ং, খোদি = স্বার্থপরতা, আত্মাভিমান।

খোলাসা—خلاصه (আরবী) পরিস্কার, স্পষ্ট।

খোসনাম—خوش نام (পারশী) সুনাম।

খোসরাজিতে—خوش راضى পারশী খুসি = সন্তোষ, আরবী রাজি = সম্মতি; খুসিরাজিতে = স্বসন্তোষে, স্বেচ্ছায়, স্বসম্মতিতে।

গ

গউনে—গৌনে, দেরীতে।

গএর—غير (আরবী) ব্যতীত।

গরদান—گردن (পারশী) গলা; গরদান মারিয়া = গলা কাটিয়া।

গরদিস—گردش (পারশী) পরিবর্ত্তন, প্রতিকুলভাগ্য।

গরিবপরওর—غريب پرور আরবী গরিব = দরিদ্র, পারশী পরোয়ারদন = প্রতিপালন করা; গরিবপরওর = দরিদ্রপালক।

গাইক— گواهى পারশী গাওয়াহি = সাক্ষ্য।

গাফএর—যে বন্দুক ছোড়া হইয়াছে।

গামচাঙ্গ—আসামী গমসঙ্গ = চীন দেশীয় এক প্রকার উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র।

গায়েব—غائب (আরবী) অনুপস্থিত, গুপ্ত, লুক্কায়িত।

গিলাগুজারি—گله گذارى পারশী গিলা = অভিযোগ, গুজারিদন = করা, গিলাগুজারি = অভিযোগ করা।

গুজরাইয়াছি—
গুজরাইয়া দিলাও } گذرانيدن পারশী গুজরানিদন হইতে। নিবেদন করিলাম।

গুজরান—گذران (পারশী) পেশা, জীবিকা।

গুজিস্তা—گذشته (পারশী) অতীত, ভূত।

গুঞ্জায়স—گنجايش (পারশী) গ্রামের রাজস্ব প্রদানের শক্তি।

গুদাস্তা—গুজিস্তা দেখ।

গুনাকটা চাঁদির—সোনালী সুতার পাড়-যুক্ত কাপড়।

গেদর—হিন্দুস্থানী গিদর = শৃগাল।

গোচরিল = গোচর করিলাম, জানাইলাম।

গোড়জ—غرض আরবী গরজ = ইচ্ছা।

গোমস্তা—گماشته (পারশী) জমিদার বা ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী।

গোলন্দাজী—گولنداز‌ی পারশী গোল=গোলা, আন্দখতন=নিক্ষেপ করা; গোলন্দাজী=গোলাবর্ষণ।

গোলাম—غلام (আরবী) দাস, ভৃত্য।

গৌর—غور (আরবী) বিবেচনা, মনোযোগ।

গৌরসি—গৌর দেখ।

গ্রফতার—گرفتار পারশী গিরিফতন=ধরা, আটক করা।

চৌকি—(হিন্দুস্থানী) পাহারা, পুলিশের ঘাঁটি, চুঙ্গি বা শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি।

চৌতরফি—(হিন্দুস্থানী) চারিদিক।

চ

চড়াও—হিন্দুস্থানী চড়াই=আক্রমণ।

চপারাদ—سپرد পারশী সুপুর্দ্দ=সমর্পন, প্রেরণ; বিচারার্থে প্রেরণ।

চরচ—সম্ভবতঃ ইংরাজী "charge" শব্দের অপভ্রংশ।

চসমনামাই—چشم نمائی পারশী চশম=চক্ষু, নমুদন=দেখান; ভৎর্সনা।

চাকলে—(হিন্দী) চাকলা-ই=চাকলার, কয়েকটি পরগনার সমবায়কে চাকলা বলে।

চাকলাহায়—চাকলা শব্দের বহুবচন।

চাকরহায়—چاکرها চাকরের পারশী বহুবচন।

চানওয়ার—(হিন্দুস্থানী) মাছি তাড়াইবার পাখা।

চায়েন—হিন্দুস্থানী চৈন=শান্তি, আরাম।

চালা—صلح পারশী "সলাহ" হইতে সলা, সলার অপভ্রংশ=সন্ধি, মৈত্রী।

চিজবস্ত—چیز بست পারশী চিজ=জিনিস, সংস্কৃত বস্তু, চিজের সহিত সমানার্থক; চিজবস্ত=জিনিষপত্র। অথবা পারশী বস্তন, বান্ধা=বান্ধা জিনিস।

ছ

ছকাত, زکوة (আরবী) জকাত শব্দের অপভ্রংশ। প্রত্যেক মুসলমানকে দরিদ্রদিগের জন্য আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ দিতে হইত, এই করের নাম ছিল জকাত। পরে এদেশে জকাত শব্দ সাধারণভাবে রাজস্ব অথবা শুল্ক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ছন্দুকচা—صندوقچه (পারশী) ছোট সিন্দুক। বাক্স বা পেটিকা।

ছাআল—ছাওয়াল, ছেলে, পুত্র।

ছাপীয়া—হিন্দুস্থানী ছেপানা=গোপন করিয়া, গোপনে।

ছিলছেলা—سلسله (আরবী) শৃঙ্খল, শিকল।

ছোলতান—سلطان (আরবী) শাসন কর্ত্তা, রাজা, সুলতান।

জ

জদিদ মোহর—جدید مهر আরবী জদিদ=নূতন, পারশী মোহর=মুদ্রা, সীল; জদিদ মোহর=নূতন মুদ্রা, নূতন সীল।

জন্তে—জন্যে।

জওাব—جواب (আরবী) উত্তর, বরখাস্ত।

জপ্ত—ضبط আরবী জব্‌ত=বাজেয়াপ্ত।

জবতক—(হিন্দী) যে পর্য্যন্ত।

জবানবন্দি—زبان بندی পারশী জবান —জিহ্বা, বস্তন=বান্ধা; জবান-বন্দী—সাক্ষ্য।

জবরদস্তী—زبردستی (পারশী) অত্যাচার।

জবানি—زبانی পারশী জবান—জিহ্বা, ভাষা; জবানি—মৌখিক বিবৃতি।

জব্দয়েনবুনিয়ান—زبدهٔ نوینان আরবী জুব্দ =ক্ষীর, সার অংশ, পারশী নবিন—রাজপুত্র, নবিনান—নবিনের বহু-বচন; জব্দয়েনবুনিয়ান — জুবদে নবিনান—রাজপুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, অভিজাত শ্রেষ্ঠ।

জমাইত—جماعت আরবী জমাত= জনতা, দল।

জমাইতদার—جماعت دار আরবী জমায়েত —জনতা, পারশী দাশতন—রাখা; জনতার নায়ক, আধুনিক বাঙ্গালায় জমাদার।

জরব—ضرب (আরবী) মুদ্রাঙ্কন, মুদ্রানির্ম্মাণ, সীল দেওয়া।

জরদ—আরবী জব্‌ত শব্দের অপভ্রংশ। জপ্ত দেখ।

জরদার—زردار পারশী জর — সোনা, দার=যুক্ত, শালী; জরদার—ধনবান।

জরবাজি—زربازی পারশী জর—সোনা, বাজি—খেলা; জরবাজি—অর্থের খেলা, উৎকোচ বা টাকার খেলা।

জরিপ—جریب (আরবী) জমির আয়তন, মাপ।

জরুর—ضرور (আরবী) দরকার, আবশ্যক।

জল্দ—جلد (আরবী) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

জান—جان (পারশী) জীবন।

জানওার—جانور (পারশী) জন্তু।

জাবিনদার—ضامندار আরবী জামিন+ পারশী দার—প্রতিভূ।

জাবেতা—ضابطه (আরবী) নিয়ম, আইন।

জাহির—ظاهر (আরবী) স্পষ্ট, প্রকাশিত, খ্যাত।

জিকির—ذکر (আরবী) উল্লেখ।

জিঞ্জীর—زنجیر (পারশী) শৃঙ্খল।

জিনকাপ—(ভুটানী) পত্রবাহক, পিওন।

জিবকা—জীবিকা শব্দের অপভ্রংশ।

জিম্বা—ذمه আরবী জিম্মা—তত্ত্বাবধান, দায়িত্ব, হেপাজৎ।

জিরাত—زراعت (আরবী) কৃষি, চাষ।

জিল্বে—ضلع (আরবী) জিলা-ই— জিলার।

জুলুম—ظلم (আববী) অত্যাচাব, উৎপীড়ন, অবিচার, নির্দ্দয় ব্যবহার।

জেব—زیر (পারশী) নীচে, সুতবাং পরাজিত, নির্য্যাতিত।

জেববার—زیربار (পারশী) বিব্রত, উপদ্রুত।

জোনাব—جناب (আরবী) সম্মান-বাচক শব্দ, মান্যবর, প্রভু।

জোরবান—শক্তিশালী, জোরাল, সুতরাং টাটকা।

জ্যাদা—زیاده পারশী জিয়াদা=অধিক।

ঝ

ঝুটা—(হিন্দুস্থানী) মিথ্যা।

ঝরঝরা—(আসামী) বড় ঝাড়ি।

ট

টবনি—ইংরাজী "attorney" শব্দের অপভ্রংশ।

টালমটাল—দেরী করা, বাহানা করা।

ড

ডাঙ্গরিয়া—আসামী ভাষায় মহাশয় অথবা সম্মান-বাচক শব্দ।

ডৌল—(হিন্দী) আকার, প্রকার, ব্যবস্থা।

ত

তওযাক্কা—توقع (আরবী) আশা, ইচ্ছা, অপেক্ষা।

তকরার—تکرار (পারশী) বিবাদ, ঝগড়া, বচসা ; তকরারি=বিবাদীয়।

তকশীর—تقصير (আরবী) অপরাধ, দোষ।

তগির—تغير আরবী তঘৈয়ুর=পরিবর্ত্তন, বদল।

তছদি—تصديع (আরবী) ক্লেশ, দণ্ড।

তছরূপ—تصرف (আরবী) অধিকার, আত্মসাৎ।

তছল্লীনামা—تسلی نامه পারশী তছল্লী=সান্ত্বনা, নামা=পত্র ; তছল্লীনামা-সান্ত্বনাপত্র।

তজবিজ—تجويز (আরবী) তদন্ত, অনুসন্ধান।

তণ্ড—দণ্ড শব্দের অপভ্রংশ।

তদবির—تدبير (আরবী) ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান।

তদারক—تدارک (আরবী) প্রতিকার, অনুসন্ধান।

তন্দারি—تنداری পারশী তন=শরীর+দাসতন=রাখা ; শরীরের আরাম সম্বন্ধে তদারক।

তন্নুর—تنور পারশী তন্নুর=চুল্লী।

তফাওত—تفاوت (আরবী) পার্থক্য, অনৈক্য, ব্যবধান।

তমঃষুক—تمسک (আরবী) ঋণপত্র।

তরকিক—ترقی আরবী তরক্কী=উন্নতি।

তরদ্দুদ—تردد আরবী তরদ্দুদ=চেষ্টা, পরিশ্রম।

তরফ—طرف (আরবী) দিক, পক্ষ।

তরফকসি—طرف کشی আরবী তরফ=পক্ষ, পারশী কসিদন=টানা ; পক্ষপাতিত্ব।

তরূক সওয়ার—ترک سوار (পারশী) অশ্বারোহী।

তলব—طلب (আরবী) উপস্থিত হইবার নির্দ্দেশ, বেতন।

তলোয়ার— (হিন্দী) তরবারি। তলোয়ার বান্ধিয়াছে=যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

তসকিল—تشخيص সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদ। আরবী তস্খিস=ধার্য্য বা নির্দ্ধারণ।

তহকিক—تحقيق (আরবী) সত্য নির্দ্ধারণ, মিলাইয়া দেখা।

তহমত—تهمت (আরবী) নিন্দা, সন্দেহ।

তহসিল—تحصيل (আরবী) রাজস্ব-আদায়।

তাইনাত—تعينات (আরবী) নিয়োগ।

তাফাল—লবণ-প্রস্তুতকারী।

তাবে—تابع (আরবী) অধীন, আয়ত্ত।

তাবেদার—تابعدار আরবী তাবি—অধীন, পারশী দাশতন—রাখা ; তাবেদার—অনুচর, অনুগত লোক।

তামাম—تمام (আরবী) সমস্ত, সম্পূর্ণ।

তাহুত—تعهد (আরবী) অঙ্গীকার, রাজস্ব সম্বন্ধীয় স্বীকৃতি।

তাহোবালা—ته و بالا পারশী তাহ=নীচ, বালা—উপর ; তাহোবালা=উল্টাপাল্টা।

তিজারৎ—تجارت (আরবী) ব্যবসায়।

তুফান—طوفان (আরবী) ঝড়, আলোড়ন।

তোড়াবন্দী—توره بندی তুরকী তোরা—আইন ; বিধিবদ্ধভাবে, আইন অনুসারে।

তোপ—توپ (তুর্কী) কামান।

তোসদান—توشدان (পারশী) কার্ত্তুজের বাক্স।

থ

থোড়া—(হিন্দুস্থানী) অল্প।

দ

দখল—دخل (আরবী) হস্তক্ষেপ, অধিকার।

দফা—دفعه (আরবী) মুহূর্ত্ত।

দফাওয়ারি—دفعه واری আরবী দফা+পারশী ওয়ার—দফায়দফায়, item by item.

দয়গরি—داد گری সম্ভবতঃ পারশী "দাদগরি" শব্দের অপভ্রংশ—বিচার, ন্যায় (Justice)।

দরখাস্ত—درخواست (পারশী) আবেদন।

দরগাহে—درگاه (পারশী) রাজসভায়, পবিত্র স্থানে।

দরজ—درج (আরবী) লিখিত।

দরাজ—درجه আরবী দরজা শব্দের অপভ্রংশ—পদ।

দরদ—درد (পারশী) বেদনা, যন্ত্রণা।

দরপেশ—درپیش (পারশী) সম্মুখে, দরপেশ করে—সম্মুখে রাখে, উপস্থিত করে।

দরবার—درباب (পারশী) সম্পর্কিত, সম্বন্ধীয়।

দরমাহা—درماهه (পারশী) মাসিক-বেতন।

দরমাহির—দরমাহা দেখ।

দরিআপ্ত—دریافت (পারশী) অনুসন্ধান, তদন্ত।

দরিমান—দরিমীয়ান দেখ।

দরিমীয়ান—درمیان (পারশী) ভিতরে, মধ্যস্থ।

দশীযত—دهشت আরবী দহশত—ভীতি।

দস্ত—دست (পারশী) হাত, সুতরাং শক্তি, ক্ষমতা।

দস্তআন্দাজ—دست انداز পারশী দস্ত—হাত, আন্দাখতন—নিক্ষেপকরা, দস্তআন্দাজ = হস্তক্ষেপকারী, অত্যাচারী।

দস্তখত—دستخط (পারশী) দস্ত—হাত, খত—লিখন, দস্তখত=স্বাক্ষর।

দস্তগিরি—دستگیری (পারশী) দস্ত—হাত, গিরিফতন—ধরা, গ্রহণ করা ; দস্তগিরি—সাহায্য, সহযোগিতা।

দস্তদবাজী—دست درازی পারশী দস্ত= হাত, দরাজ=বিস্তারিত ; দস্তদরাজী =অত্যাচার।

দস্তবস্তা—دست بستہ পারশী দস্ত=হাত, বস্তন=বন্ধন করা, দস্তবস্তা= যুক্তকরে, করজোবে।

দস্তবিজ—دست آویز পাবশী দস্ত=হাত, আবেগতন=ঝুলান ; দস্তাবেজ= লিখিত অঙ্গীকৃতি, দলিল,হ্যাণ্ডনোট।

দস্তুব—دستور (পাবশী) নিয়ম, প্রচলিত শুল্ক বা কর।

দহসবন্দ—دهشتمند আরবী দহশত= ভয়, আতঙ্ক, পাবশী মন্দ=যুক্ত, সম্বন্ধবাচক শব্দ ; দহসমন্দ=ভীত, আতঙ্কিত। দহসবন্দ দহসমন্দের অপভ্রংশ।

দাওাঁ,—دعوی (আরবী) দাবী।

দাওয়া—দাওঁা দেখ।

দাখিল—داخل (আরবী) যে অথবা যাহা প্রবেশ কবে অথবা আসে, হিসাব পত্রের মধ্যস্থ কোন উল্লেখ।

দাগা—دغا (পারশী) বিশ্বাসঘাতকতা।

দাদখোয়া—داد خواه পারশী দাদ=ন্যায়, বিচাব, খোয়াস্তন=ইচ্ছা কবা, দাদ খোযা=বিচাবপ্রার্থী।

দাবা—দাওঁা দেখ।

দামএকবালহু—دام اقباله আরবী দাম= চিরকাল+ইকবাল=সৌভাগ্য + হু তাহার ; তাহার চিবসৌভাগ্য হউক।

দামেদরিমে—دامے درمے হিন্দী দাম+ পারশী দরিম, দুইটী খুব ক্ষুদ্র মুদ্রা ; দামেদরিমে=কড়ায় ক্রান্তিতে।

দিকদারি—دقداری (পারশী) বিরক্তি।

দিলাসা—دلاسا (পারশী) ভরসা, সান্ত্বনা।

দুরস্তি—درستی (পারশী) মেরামত, সংশোধন, উন্নতি।

দুশমনী—دشمنی (পারশী) শত্রুতা।

দুস্তী—دوستی পারশী দোস্তী=বন্ধুত্ব।

দেন—دین (আরবী) ঋণ।

দেহাঁর—(হিন্দুস্থানী) দরজা।

দোওযাল—دوال (পারশী) বাঁধিবার জন্য চামড়ার ফিতা। মযদোযাল= দোয়াল সহিত।

দোতরফা—دو طرفه পারশী দু=দুই, আববী তরফ=দিক ; দুতরফা= দুইদিকের বা দুই পক্ষের।

দোয়া—دعا (আরবী) আশীর্ব্বাদ।

দোবোখা—دورخا পারশী দু=দুই, রুখ=দিক, পাশ ; দুরুখা=যাহার দুই দিক একরকম।

দৌলত دولت (আরবী) ঐশ্বর্য্য, সম্পদ।

দৌলতমন্দ—دولتمند আরবী দৌলত= ঐশ্বর্য্য, পারশী মন্দ=সম্বন্ধ-বাচক শব্দ, যুক্ত, শালী ; দৌলতমন্দ= ধনবান, ঐশ্বর্য্যশালী।

দৌযতবন্দ—দৌলতমন্দের অপভ্রংশ।

দ্রষ্টী—(সংস্কৃত) দৃষ্টি।

ন

নকদি—نقدی (পারশী) পাইক, সিপাহী, যাহাকে নগদ বেতন দেওয়া হয়।

নজর—نظر (আরবী) দৃষ্টি।

নজিক—نزدیک পারশী নজদিক=নিকট।

নমকহারাম—نمکحرام পারশী নমক=লবণ, আরবী হারাম=অপবিত্র, নিষিদ্ধ, নমকহারাম=যে লবণের সম্মান রাখে না অকৃতজ্ঞ।

নমুদ—نمود পাবশী নমুদন=দেখান, লক্ষণ।

নশীবে—نصيب (আববী) ভাগ্যে, অদৃষ্টে।

নাকিবিল—نا قابل (পাবশী) অনুপযুক্ত।

নাগা—ناغه (পাবশী) শূন্য, খালি, স্থগিত, অবসর।

নাচাব—ناچار (পারশী) নিরুপায়।

নাচারিপর—ناچاری بر পাবশী নাচাব =অসহায়, নাচাবিপর=অসহায অবস্থায়।

নাজিরি—ناظری (পাবশী) নাজিরেব পদ।

নাদান—نادان (পাবশী) অজ্ঞ, মূর্খ।

নাফবমানি—نافرمانی (পারশী) অবাধ্যতা।

নাবাজি—ناراضی (পাবশী) অসম্মতি।

নারানিটাকা—কুচবিহারের টাকা। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণের রাজত্ব-কালে এই টাকার প্রথম প্রচলন হয়।

নালবন্ধী—نعلبندی পারশী নাল=ঘোড়ার পায়েব লোহার জুতা, বস্তন=বান্ধা, নালবন্ধী=অশ্বারোহী ফৌজের জন্য কর, রাজস্ব।

নালাএক نالائق (আরবী) অপদার্থ, অনুপযুক্ত।

নালিশ—نالش (পাবশী) অভিযোগ।

নালিষবন্দ—نالشمند পারশী নালিশমন্দ =অভিযোগকারী; নালিষবন্দ নালিশমন্দের অপভ্রংশ।

নিগাবান—نگاہ بان (পাবশী) প্রহবী, অভিভাবক।

নিগাহ—نگاہ (পারশী) যত্ন, রক্ষণ, পাহারা, দৃষ্টি, পর্যাবেক্ষণ।

নিগাহবানি—نگہبانی (পাবশী পাহাবা-দাবী, অভিভাবকত্ব।

নিশান—نشان (পাবশী) পতাকা, চিহ্ন।

নিস্পী—نصف (আববী) অর্দ্ধেক।

নিয়াজ—نیاز (পাবশী) নম্রতা বশ্যতা।

নেকনজব—نیک نظر পারশী নেক=ভাল, আববী নজব=দৃষ্টি; নেক-নজব=সুদৃষ্টি, অনুগ্রহ।

নেকনাম—نیکنام (পাবশী) সুনাম, সুখ্যাতি।

নেকবদি—نیک و بد পাবশী নেক ওবদ=ভাল মন্দ।

নেকালিয়া—হিন্দুস্থানী নেকালনা=তাড়াইয়া।

নেখাবান—নিগাবান দেখ।

নেগাদাস্তী—نگہداشت পারশী নিগাহ এবং দাশতন=পাহাবা, পর্য্যবেক্ষন, তত্ত্বাবধান।

নোবাবে—(আসামী) না পাবে, অক্ষম।

প

পঞ্চতরা—(সংস্কৃত) শতকবা ৫৲ টাকা হিসাবে শুল্ক বা কর।

পটং "পল্টন" শব্দেব অপভ্রংশ।

পত্রচিন্ন—উপহার।

পযদলে—(হিন্দুস্থানী) পদব্রজে।

পয়দা—پیدا (পারশী) উৎপন্ন।

পয়রবি—پیروی (পারশী) অনুধাবন, অনুসরণ, আদেশ প্রতিপালন।

পরদাজি—پرداز ي পারশী পরদখতন = শেষ করা, সমাপ্ত করা, সমাপ্তি, সম্পূর্ণতা, শেষ।

পরবিষ—پرورش পারশী পরওয়াবিস শব্দের অপভ্রংশ। প্রতিপালন।

পরেশান—پریشان (পারশী) ব্যতিব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, ক্লিষ্ট।

পরোযানা—پروانه (পারশী) আজ্ঞাপত্র।

পহরা—پهرا (পারশী) প্রহরীর তত্ত্বাবধান।

পাট্টা—(হিন্দী) জমি পত্তনির দলিল।

পাতসাহাত—بادشاهت (পারশী) বাদশাহী, রাজত্ব।

পানা—پناه (পারশী) আশ্রয়।

পারিএাব—(আসামী) কাপড়ের পাড।

পীজীরা—پذیرا (পারশী) স্বীকৃতি, পীজীরা পাইতেছিল—স্বীকৃত বা প্রতিপালিত হইতেছিল,চলিতেছিল।

পুরশীষ—پرسش (পারশী) প্রশ্ন।

পুস্তান—پشتان (পারশী) পুশ্‌ত শব্দের বহুবচন, বংশাবলী।

পুর্ত্ত—পূর্ণ।

পেষকস—پیشکش (পারশী) রাজস্ব।

পোস্তসার—پشت خار পারশী পুস্ত = পৃষ্ঠ, খরিদন = চুলকান; পুস্তখার = যাহাদ্বারা পিঠ চুলকান যায়।

প্রকত—প্রকৃত।

প্রমীট—ইংরাজী "permit" শব্দের অপভ্রংশ।

প্রেসান—পরেশান দেখ।

ফ

ফএসলা—فیصله (পারশী) ডিক্রি, বিচার-নিষ্পত্তি।

ফর্ক্কা—فاقه আরবী ফাকা = উপবাস, দারিদ্র্য।

ফচাদ فساد আরবী ফসাদ = অনিষ্ট, কুকার্য্য।

ফজিয়ত—فضیحت আরবী ফজিহত = অপমান।

ফন্দ—فن (পারশী) চাতুরী।

ফরমাইয়া—فرمودن পারশী ফরমুদন = আজ্ঞা করা, বলা, ফরমাইয়া = বলিয়া, আজ্ঞা করিয়া।

ফরমারাওাই—فرمانروائی পারশী ফরমান = হুকুম, রওয়ানিদন = চালান, ফরমাবওযাই = রাজত্ব।

ফরমাবরদার—فرمانبردار পারশী ফরমান = আজ্ঞা, আদেশ, বরদার = বহনকারী; ফরমাবরদার = ভৃত্য, প্রজা।

ফরমাবরদারি—فرمانبرداری (পারশী) অধীনতা, আজ্ঞাবহতা।

ফরাখরি—فراخور (পারশী) হারাহারি।

ফরাগতথাতিব—فراغت خاطر আরবী ফরাগত = সুবিধা, খাতির = মন; ফরাগত খাতির = সুবির্ধা, অবকাশ।

ফরিয়াদ—فریاد (পারশী) অভিযোগ, দোহাই।

ফরেবী فریبی পারশী ফরিব = প্রতারণা, চাতুরী।

ফরোক্ত—فروخت (পারশী) বিক্রয়।

ফার্ক্কা দর ফার্ক্কা, فرقه আরবী ফির্কাদর ফির্কা = দলে দলে।

ফাচ্ছি,—فارسي ফারসীর অপভ্রংশ।

ফাজিল—فاضل (আরবী) অধিক, অতিরিক্ত।

ফাটকেতে—(হিন্দী) বন্দীশালায়।

ফারাগতি, فارغخطی আরবী ফরিগ+খত = রসিদ পত্র, লিখিত রসিদ।

ফিদবি—فدوی (পারশী) ভৃত্য।

ফিরিঙ্গি—ইউরোপীয়।

ফিসদ—فی صد পারশী ফি = মধ্যে, সদ = শত, ফিসদ = শতকরা, প্রতিশতে।

ফুলাম— ফুলবন্ত, ফুলকাটা।

ফেতরত—فطرت (আরবী) চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র।

ফৌজ—فوج (আরবী) সৈন্যদল।

ফৌজকসি—فوج کشی আরবী ফৌজ = সৈন্য, পারশী কশিদন = টানা, ফৌজকশি = আক্রমণ।

ব

বএকরার—باقرار (পারশী) অঙ্গীকারানুযায়ী।

বকলম بقلم (পারশী) কলমের দ্বারা।

বতওর—بطور পারশী ব = সহিত+ আরবী তওর = প্রকার, যেরূপ, যে প্রকার।

বদসলা—بد صلاح পারশী বদ = খারাপ, আরবী সলাহ = পরামর্শ, উপদেশ, বদসলাহ = কুপরামর্শ।

বদস্তুর—بدستور (পারশী) নিয়ম বা প্রথা অনুযায়ী।

বদিয়ত—بدعت আরবী বিদাত = অত্যাচার, অন্যায়।

বন্দবস্ত—بندوبست (পারশী) ব্যবস্থা, অঙ্গীকার।

বমহর—بمهر (পারশী) মোহর যুক্ত, মুদ্রাঙ্কিত।

বমোজীব—بموجب (পারশী) অনুসারে।

বয়নামা—بیع نامه আরবী বই = বিক্রয়, পারশী নামা = পত্র, বইনামা = বিক্রয় পত্র।

বয়ান—بیان (আরবী) সাক্ষ্য।

বরওক্তরুযু—بروقت رجوع (পারশী) কথিত সময়ে, ঘটনার কালে।

বরকন্দাজ—برق انداز আরবী বরক = বিদ্যুত, পারশী আন্দাখতন = নিক্ষেপ করা, বরকন্দাজ = বজ্রনিক্ষেপকারী, বন্দুকধারী, সিপাহী বা প্রহরী।

বরখেলাপ—برخلاف পারশী বর = উপর, আরবী খিলাপ = বিরোধিতা; বরখিলাপ = অন্যথা।

বরতরফ—برطرف পারশী বর = উপর, আরবী তরফ = দিক, বরতরফ = পদচ্যুত।

বরদাত—হাতীর দাত।

বরদাস্ত—برداشت (পারশী) ক্ষমা, সহ্য।

বরাদর—برادر (পারশী) ভ্রাতা।

বলগিয়ত—بلوغيت (পারশী) সাবালকতা, প্রাপ্তবয়স্কতা।

বলোদস্তি—বালাদাস্তি দেখ।

বহনা—بهانه (পারশী) গুজব, ছুতা।

বহাল—بحال (পারশী) প্রতিষ্ঠিত।

বাওরা—বাতুল।

বা খুসীতে—بخوشی পারশী ব = সহিত + খুসি = আনন্দ, আনন্দের সহিত।

বাদকচ—باد کش পারশী বাদ = বায়ু, কসিদন = আকর্ষণ করা, বাদকস = পাখা।

বানাত—হিন্দুস্থানী বনাত = বস্ত্র বিশেষ।

বাফাবাগতে—بافراغت পারশী ব=সহিত +আরবী ফরাগত = সুবিধা, আরাম ; সুবিধার সহিত, আরামে।

বাবুদ্—بابت (পারশী) জন্য।

বাবে—باب (আরবী) বাবতে, দরুণ, জন্য।

বামা—মায দেখ।

বাযেস—باعث (আরবী) কাবণ, বিষয।

বাবহা—بارها (পাবশী) বাবম্বার।

বালাদাস্থি—بالادستی পাবশী বালা=উচ্চ, দস্ত = হাত ; বালাদস্তি = বল-প্রযোগ।

বাসস্থ—এখনকাব ভাষায বাসিন্দা।

বাসেন্দা—باشنده (পাবশী) অধিবাসী।

বাহুরমতে—با حرمت পারশী ব=সহিত +আববী হুরমত=সম্ভ্রম, সম্মান, সসম্ভ্রমে, সসম্মানে।

বাহেনাতে—বহনা দেখ।

বিনে ওজব—(হিন্দুস্থানী) বিনা আপত্তিতে।

বিবগীট—ইংবাজী ব্রিগেড শব্দেব অপভ্রংশ।

বিলাত—ولايت (আববী) এলাকা, গভর্ণমেণ্ট।

বুনিয়াদ—بنياد (পারশী) ভিত্তি।

বে-আব্রু—بےآبرو পারশী বে=বিহীন, আব্রু=সম্মান; বে-আব্রু=অসম্মান।

বেওতন—بےوطن পারশী বে=বিহীন, আববী ওতন=দেশ, ঘর ; বেওতন =দেশছাড়া, গৃহহীন।

বেওদুবি—بےادبی পারশী বে=বিহীন, আরবী আদব=ভদ্রতা ; বেআদবী =অভদ্রতা, অসৌজন্য।

বেওফাই—بیوفائی পারশী বে=বিহীন, আরবী ওয়াফা=বিশ্বস্ততা ; বেওয়াফাই=বিশ্বাসঘাতকতা।

বেএক্তিআর—بے اختیار পারশী বে=হীন, আরবী এক্তিয়ার=অধিকার, শক্তি ; বেএক্তিয়ার=অধিকারচ্যুত, শক্তিহীন।

বেকসুব—بے قصور পারশী বে=ব্যতীত +আরবী কসুব=দোয, বিনা দোযে।

বেগব—بغير (আরবী) বিহীন, ব্যতীত, অভাবে।

বেগারী—(হিন্দুস্থানী) বিনা বেতনে কাজ করা।

বেতাহুতে—بے تعہد পারশী বে=ব্যতীত +আরবী তাহুদ=যত্ন ; বিনা যত্নে, অযত্নে।

বেদখল—بے دخل পারশী বে=হীন, আরবী দখল=অধিকার, বেদখল=অধিকারচ্যুত।

বেদস্ত—بے دست (পারশী) অসহায়।

বেনা—বৃত্তান্ত।

বেপার—(হিন্দুস্থানী) ব্যবসায়।

বেবাক—بیباک (পারশী) সমস্ত।

বেবুনিয়াদ—بے بنياد পারশী বে=হীন, বুনিয়াদ=ভিত্তি ; বেবুনিয়াদ=ভিত্তিহীন, নিরাশ্রয়।

বেমোনাছি—بے مناسب পারশী বে=বিহীন, আরবী মুনাসিব=ন্যায় ; বে মুনাসিব=অন্যায়, অনভিপ্রেত।

বেমোবাফিক—بے موافق (পারশী) অনুপযোগী, অসঙ্গত।

বেসরাকতি—بے شراکت পারশী বে-বিহীন, আরবী সিরাকত=অংশী দারিত্ব ; বেসিরাকত=বিনা সবিকে, অবিভক্ত অধিকারে।

বেহতরি—بہتری (পারশী) উন্নতি।

বেহুরমতি—بے حرمت পারশী বে=বিহীন, আরবী হুরমত=শ্রদ্ধা, বেহুরমত=অসম্মান।

বোতবাতে—بود باش পারশী "বুদ ও বাসের" অপভ্রংশ। অস্তিত্ব, বাস।

বোবষেতে—বর্ষে।

বোরাটর—ইংরাজী "Board" শব্দের অপভ্রংশ।

বোলন্দ—بلند (পারশী) উচ্চ, বড়, মহৎ।

বোলবালা—(হিন্দুস্থানী) সম্পদ।

ব্যাজে—ব্যাজে, বাদে, পরে।

ভ

ভঙ্গ—ভগ্ন শব্দের অপভ্রংশ।

ম

মওাকল—موکل আরবী মুযাক্কল=সহকারী, যাহার প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

মওাফিক—মাফিক দেখ।

মখালিফের—মোখালিফ দেখ।

মঞ্জুর—منظور (আরবী) অনুমোদন।

মজকুর—مذکور (আরবী) উক্ত, পূর্ব্ব-কথিত।

মজবুতি—مضبوطی (পারশী) শক্তি, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব।

মজমুন—مضمون (আরবী) পত্রের বিষয়।

মজরা—مجرا (আরবী) বিয়োগ, বেহাই।

মজহব—مظہر (আরবী) প্রকাশক দাতা।

মতওফা—متوفی আরবী মুতওয়াফ্ফি=মৃত।

মতজ্জ—متوجہ (আরবী) মনোযোগী।

মতাবজনামা—معترض نامہ (আরবী) আপত্তিপত্র, নারাজিপত্র।

মতালক—متعلق আরবী মুতাল্লিক=অধীন, সংযুক্ত।

মতালিকান—متعلقان আরবী মুতাল্লিকের বহুবচন, পরিজন।

মত্তামান—متمردان পারশী মুতামরীদান=বিরোধী, বিদ্রোহী, অবাধ্য লোক।

মদদ / মদৎ—مدد (আরবী) সাহায্য।

মদদগার—مدد گار (আরবী) সাহায্য-কারী।

মদ্দই—مدعی (আরবী) অভিযোগকারী, দাবীদার, বাদী।

মদ্দগারি—مردانگی পারশী মর্দানগি=শৌর্য্য।

মদ্দনজর—مد نظر আরবী মদ্দ=বিস্তার, নজর=দৃষ্টি, মদ্দ-ই-নজর=দৃষ্টির সীমা।

মনসব—منصب (আরবী) পদ।

মনসবদার—منصب دار আরবী মনসিব=পদ, মন্ত্রিত্ব, পারশী দাশতন=রাখা ; মনসবদার=রাজকর্ম্মচারী।

মনাফা—منافع (আরবী) লাভ।

মনাজিমত—মোনাজাত দেখ।

মন্দরাজ—مندرج (আরবী) উল্লিখিত।

মবলগ—مبلغ (আরবী) নগদ টাকা, পরিমাণ।

মবারক—مبارک (আরবী) পবিত্র, শুভ, সৌভাগ্য সূচক।

মমকীন, ممکن (আরবী) সম্ভাবনা।

মমতুহ্—ممدوح (আরবী) বিখ্যাত, সুখ্যাত, প্রসিদ্ধ।

মরকুমা—مرقومه (আরবী) লিখিত।

মরজি—مرضی (আরবী) সম্মতি, সন্তোষ।

মরহুম—مرحوم (আরবী) মৃত।

মরাতবাত—مراتبات (আরবী) পদ—মর্য্যাদা বা উপাধির চিহ্ন, বিরুদ।

মর্ত্তবা—مرتبه (আরবী) পদ, সম্মান।

মলতবী—ملتوي (আরবী) স্থগিত।

মলার্জিমত—ملازمت আরবী মুলাজমাত =গুরুজন বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্মানার্থ বা সমভিব্যাহারে গমন।

মশকীল—مشکل (আরবী) অসুবিধা, কঠিন।

মশুব—موصوف আরবী মওসুফ= উপরোক্ত।

মষুরি—مشهور আরবী মশহুর=বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ; মশহুরি=খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

মসলহত—مصلحت (আরবী) সুবিধা।

মসিরখাস—مشير خاص আরবী মুসির= উপদেষ্টা, খাস=প্রধান ; মুসির-ই-খাস=প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান মন্ত্রী।

মস্ততাব—مستطاب (আরবী) উত্তম, মহান।

মস্ততাব মানিওলকাব আচরফ আমরা—مستطاب معلی القاب اشراف امرا (আরবী) মহান মহতপদস্থ অভিজাত-শ্রেষ্ঠ।

মহর—مهر (পারশী) মুদ্রা।

মহরি—(হিন্দী) পালিশকৃত।

মহল—محل (আরবী) প্রাসাদ, আবাস।

মহলত—مهلت আরবী মুহলত=বিলম্ব, সময়।

মহশীল—মুহসীল দেখ।

মহষুল - محصول (আরবী) শুল্ক।

মহাছেল—محاصل আরবী মহছিল= রাজস্ব। মহশুলের বহুবচন।

মহাবমাহা—ماه بماه (পারশী) মাসে মাসে।

মহাল—محل (আরবী) বিভাগ।

মাকুল—معقول (আরবী) ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত, গ্রহনীয়।

মাজারা—ماجرا (আরবী) ঘটনা, অবস্থা।

মাজুল—معزول (আরবী) পদচ্যুত।

মাঝিয়ালি— মাঝির কার্য্য, মাঝির অধিকার।

মাতবর—معتبر আরবী মুতবর=বিশ্বাস-যোগ্য, সম্মানিত।

মাদার - مدار (আরবী) ভিত্তি, আধার।

মানিওলকাব—মালাআলকাব দেখ।

মাপিপরআনা—معافی پروانه আরবী মুয়াফি = অব্যাহতি + পারশী পরওয়ানা=আজ্ঞা পত্র ; অব্যাহতি-পত্র।

মাফ—معاف (আরবী) ক্ষমা, অব্যাহতি।

মাফিক—موافق আরবী মোয়াফিক= অনুযায়ী, অনুসারে।

মামলিয়ত—معاملت আরবী মুয়ামালত =বিষয়, মোকদ্দমা।

মামুল—معمول (আরবী) প্রচলিত নিয়ম বা পদ্ধতি।

মায—مع (আরবী) সহ, সহিত।

মারতোল— (হিন্দুস্থানী) হাতুরি, Martelএর অপভ্রংশ।

মারফত—معرفت আরবী মারিফত= দ্বারায়।

মালখানা—مالخانه আরবী মাল=অর্থ, সম্পত্তি, পারশী খানা=ঘর, মাল খানা=ভাণ্ডারঘর, কোষগৃহ।

মালগুজারী—مالگذاری আরবী মাল= অর্থ, খাজানা, গুজারীদন=দেওযা; মালগুজারি=রাজস্ব প্রদান।

মালাআলকাব—معلی القاب (আরবী) উচ্চপদবীধারী, উচ্চসম্মানিত।

মালিক—مالک (আরবী) অধিকারী, স্বামী।

মালুম—معلوم (আরবী) জ্ঞাত, বিদিত।

মাষুল—محصول (আরবী) লাভ, কর, শুল্ক।

মাসহরা—مشاهره আরবী মুসাহারা= মাসিক বেতন অথবা বৃত্তি।

মাহাতে—ماه পারশী মাহ=চন্দ্র, মাস; মাহাতে=মাসে।

মিনাহা—منها আরবী মিনহা=বিয়োগ, বাদ, রেহাই।

মিয়ান—میان (পারশী) কোষ, খাপ।

মিরাস—میراث (আরবী) উত্তরাধিকার।

মিরিয়াস—মিরাস দেখ।

মিলমিলত—(হিন্দুস্থানী) সামাজিক মেলা মেশা।

মিলাপ—(হিন্দুস্থানী) সখ্য।

মুকাবিলা—مقابله আরবী মুকাবালা= সামনা সামনি, সাক্ষাতে।

মুগাব—مقرر আরবী মুকারর (?) সংস্থাপিত, নিযুক্ত, প্রদত্ত।

মুচলকা—مچلکه (পারশী) জামিনপত্র।

মুদ্দই—مدعی (আরবী) ফরিয়াদী।

মুদ্দা—مدعا (আরবী) অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য।

মুফেদ—مفید (আরবী) উপযোগী, সুতরাং সাহায্য-কারী।

মুরমি—مربی আরবী মুরব্বির অপভ্রংশ। মুরব্বি=অনুগ্রাহক।

মুরাদ—مراد (আরবী) ক্ষমতা, প্রভুত্ব।

মুলাহেজা—ملاحظه (আরবী) দেখা, পাঠকরা, বিবেচনা করা।

মুলুক—ملک (আরবী) দেশ।

মুশীবাত—مصیبت (আরবী) ক্লেশ, বিপদ।

মুষুরি—মযুরি দেখ।

মুহসীল—محصل (আরবী) পিয়াদা, আদাযকারী।

মেয়াদ—میعاد (আরবী) নির্দ্দিষ্ট সময়।

মেলজোল—(হিন্দুস্থানী) মিটমাট, মীমাংসা, একত্র।

মেসারা—مشوره (আরবী) আলোচনা, পরামর্শ।

মেহনত—محنت (আরবী) পরিশ্রম।

মেহেরবান—مهربان (পারশী) দয়ালু।

মেহেরবানী—مهربانی (পারশী) দয়া।

মোকরর—مقرر (আরবী) নিযুক্ত, স্থাপিত।

মোকাম—مقام (আরবী) জায়গা।

মোকাম মজকুরের—مقام مذکور (আরবী) উল্লিখিত স্থানের।

মোকুফ - موقوف (আরবী) স্থগিত, বন্ধ।

মোকেদ—مقيد আরবী কয়েদ হইতে; বন্দী, নির্দ্দিষ্ট।

মোক্তিআরি }
মোক্তেয়ারী } —مختاری (পারশী) অধিকার, ক্ষমতা।

মোখালিফ—مخالف (আরবী) বিপক্ষ।

মোজাহিম—مزاحم (আরবী) বাধা।

মোতফার—মতওফা দেখ।

মোতসরফ—متصرف (আরবী) অধিকারী।

মোতাবিয়ত—متابعت (আরবী) বশ্যতা।

মোতাবেক—مطابق (আরবী) সমান।

মোতারজ—معترض (আরবী) আপত্তি।

মোনাজাত—مناجات (আরবী) প্রার্থনা।

মোনাসীব—مناسب (আরবী) উপযুক্ত, উচিত, যোগ্য।

মোযাফীক—মাফিক দেখ।

মোলাকাত—ملاقات (আরবী) সাক্ষাত।

মোলাহেজা—মুলাহেজা দেখ।

মোস্তাব—মস্তাব দেখ।

মৌষুফ—موصوف (আরবী) উক্ত, উল্লিখিত, পূর্ব্ববর্ণিত।

র

রওনা—روانه (পারশী) প্রস্থান, অনুমতি-পত্র, শুল্ক হইতে অব্যাহতিপত্র।

রওযানা—রওনা দেখ।

রওাদার—روادار (পারশী) সমর্থক।

রকবত—رغبت (আরবী ইচ্ছা, সন্তোষ।

রফত—رفت পারশী রফ্তন-যাওয়া, অতীত কালে রফত = গিয়াছিল।

রসদ—رسد (পারশী) খাদ্যসামগ্রী।

রাজিনামা—راضی نامه আরবী রাজী = সন্তোষ, পারশী নামা = লিখিত পত্র; রাজিনামা = স্বীকৃতি পত্র।

রাফাহিয়ত—رفاهيت (আরবী) শান্তি, শৃঙ্খলা।

রাযত—رعيت (আরবী) প্রজা!

রাহা - راه (পারশী) পথ।

রাহাদারি পরওানা—راهداري پروانه (পারশী) পথ চলিবার অনুমতিপত্র, বিনা মাশুলে যাইবার পরওয়ানা।

রাহি—راهی (পারশী) পথিক।

রুস্তমত—رسومت রুস্থমত শব্দের অপভ্রংশ, আরবী রুসুমের পারশী বহুবচন; রুসুমত = প্রচলিত শুল্ক সমূহ।

রেওাজ—رواج (আরবী) প্রথা।

রেপোর্ট—ইংরাজী "Report" শব্দের অপভ্রংশ।

রেবাজ—রেওাজ দেখ।

রেয়াএত—رعايت (আরবী) অনুগ্রহ, অব্যাহতি দান।

রেযান—رعايا আরবী রায়তের বহুবচন, প্রজাপুঞ্জ।

রেসালদারান—رسالداران পারশী রিসালা = অশ্বারোহী সেনা; রিসালদার = অশ্বারোহী সেনার নায়ক! রেসাল দারান রেসালদার শব্দের বহুবচন।

রেসালা—رساله (পারশী) অশ্বারোহী।

রোকশদ—রোখসাদ দেখ।

রোকে—(হিন্দী) বাধা দেয়।

রোখসাদ—رخصت (আরবী) বিদায়।

রোজনামা—روز نامه (পারশী) দৈনিক কার্য্যের বিবরণ, দৈনিক হিসাব।

রোব রো—روبرو পারশী রু=মুখ; রু-ব-রু=মুখামুখি, সম্মুখে, সামনা সামনি।

রোয়দাদ—روئداد (পারশী) আদালতের কার্য্যবিবরণী।

রোশন—روشن (পারশী) উজ্জ্বল, পরিস্কার, অতএব প্রতীয়মান, জ্ঞাত।

রোষম—رسوم (আরবী) শুল্ক, কর।

ল

লওয়াহেক—لواحق আরবী লওয়াহিক, লাহিকের বহুবচন; পরিজন, অধীনস্থ লোক।

লওাজীমা—لوازمان (আরবী) জিনিস-পত্র।

লস্কর—لشکر (পারশী) সৈন্য।

লাখেরাজ—لاخراج আরবী লা=বিহীন, খরজ=কর। লাখরাজ=নিষ্কর।

লাটবন্দী—لاٹ بندی ইংরাজী lot এবং পারশী বন্দী; ভিন্ন ভিন্ন লাটে বা অংশে বিভাগ করা।

লারকা—(হিন্দী) বালক, পুত্র।

লালচে—(হিন্দী) লালসায়।

লুটতারাজ—হিন্দী লুট+পারশী তরাজ =লুণ্ঠন।

লেপচা—পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

লোকসান—نقصان আরবী নুকসান=ক্ষতি।

শ

শিরতাজ—سرتاج পারশী সর=মস্তক, তাজ=মুকুট; শিরতাজ=শিরোভূষণ, সম্মানিত।

শীক্কা—سکہ (পারশী) মুদ্রা।

শীষু—শিশু।

শোভা—شبہہ (আরবী) সন্দেহ।

শোযাশ—শ্বাস।

শ্রেস্তামত—سرشتہ পারশী সরিস্তা=হিসাব, হিসাবপত্র; সরিস্তামত=হিসাব অনুসারে।

ষ

ষুকুরগুজার—شکر گذار আরবী শুকর=কৃতজ্ঞতা, পারশী গুজরদন=প্রদান, ষুকরগুজার=কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ষুদষুরত—سود صورت (পারশী) সুদস্বরূপে।

ষুদামত—হিন্দী সদামত=প্রাচীনকাল হইতে।

ষুবা—صوبہ (পারশী) প্রদেশ, সুবাদারের (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা) সংক্ষেপ।

ষুরতে—صورت (আরবী) রূপে, রকমে, নিয়মে।

স

সওকত—شوکت (আরবী) মর্য্যাদা, গৌরব।

সওদাগরী—سوداگر পারশী সৌদাগর=বণিক; ব্যবসায়, বাণিজ্য।

সওায়—সেওাএ দেখ।

সওারি—سواری (পারশী) অশ্বারোহী।

সওাল—سوال (আরবী) প্রশ্ন।

সক্কে—شک (আরবী) সন্দেহে।

সক্ত—سخت (পারশী) দৃঢ়, কঠিন।

সঙ্কত্তিত—শঙ্কিত।

সন বরসন—سنہ بسنہ পারশী সন-ব-সন =বৎসর বৎসর।

সফর—سفر (আরবী) যাত্রা, ভ্রমণ।

সবব—سبب (আরবী) কারণ।

সবেস্তাব—সবিস্তার শব্দের অপভ্রংশ।

সম্পুর্ন্ত—সম্পূর্ণতা।

সয়—سوا পারশী "সেওয়া" শব্দেব অপভ্রংশ = ব্যতীত।

সয়লাবি—سیلاب (পারশী) বন্যা, প্লাবন।

সরকাব—سرکار (পাবশী) গভর্ণমেণ্ট।

সবঞ্জাম—سرانجام (পাবশী) খাদ্য সামগ্রী, গৃহসজ্জা।

সরফরাজ—سرفراز (পারশী) সম্মানিত।

সরম—شرم (পাবশী) লজ্জা।

সববরাহ—سرراه (পারশী) প্রদান।

সবরাহকার—سر براہ کار (পাবশী) কর্ম্মদক্ষ, সরবরাহকারী।

সরহদ্দ—سرحد (পারশী) সীমানা সীমান্ত।

সবাকত্তি—شراکت (আববী) অংশী-দারি, সরিকী।

সবারতি—شرارت (আরবী) দুষ্কর্ম, অনিষ্ট।

সরিয়ত—شرط (আববী) শর্ত্ত, করাব, নিয়ম।

সরেওার—شرح وار পারশী শবওযাব = বিস্তারিত, সবিস্তাব।

সবেজামীন—سرزمین (পারশী) জমির উপরে, বাঙ্গালায় অকুস্থলে, ঘটনার জায়গায়।

সলাকারক—صلاح کار আরবী সলাহ = পরামর্শ, পারশী করদন = কবা; সলাহকার = পরামর্শদাতা, মন্ত্রী।

সলামত—سلامت (আরবী) নিরাপত্তা, শান্তি।

সলাহ—صلاح (আরবী) সুপরামর্শ।

সলুক—সুলুক দেখ।

সাএরহাএ—سائرهاے আরবী "সায়ের" শব্দের পারশী বহুবচন; বিভিন্ন শুল্ক।

সাএরাৎ—সায়েরাত দেখ।

সাচ—(হিন্দী) সত্য।

সাজস—سازش (পারশী) ষড়যন্ত্র।

সাজা—سزا (পারশী) শাস্তি।

সাজোয়াল—سزاول (পাবশী) খাজানা আদায়কারী, তহশীলদাব।

সাট্টা—(হিন্দুস্থানী) চুক্তি।

সান—شان (আরবী) পদ, ক্ষমতা।

সাপ—(হিন্দুস্থানী) মুদ্রণ, দাগ।

সাফ—صاف (আরবী) পরিস্কার।

সাবর—(হিন্দী) সম্বর হরিণ।

সাবেক—سابق (আববী) ভূতপূর্ব্ব, প্রাচীন।

সাবুদ—ثبوت আরবী শাবুদ = সাক্ষ্য, প্রমাণ।

সামহা—সমীহ শব্দের অপভ্রংশ; সম্ভ্রম।

সামীল—شامل আরবী শামিল = অন্তর্গত।

সায়াগীর—سایه گیر পারশী সায়া = ছায়া, আশ্রয়, গিরিফতন = গ্রহণ করা, রাখা; সায়াগিব = আশ্রয় গ্রহণকারী, আশ্রিত।

সায়েরাত—سائرات (আরবী) শুল্ক।

সায়েব মহল—سائر محال (আববী) লবণ প্রভৃতির টাক্স ও আবোয়াব।

সালিয়ানা—سالانه (পারশী) বার্ষিক।

সাহিদী—شاهد আরবী সাহিদ = সাক্ষী; সাহিদী = সাক্ষ্য বা সাক্ষীবিষয়ক।

সিকস্ত—شکسته পারশী শিকস্ত = ভগ্ন।

সিদ্দত—شدت (আরবী) অত্যাচার, কঠোরতা। প্রচলিত বাংলায় লাঞ্ছনা

সিপাহ্‌ছলার—سپہ سالار (পারশী) প্রধান সেনাপতি।

সিরিস্তা—সেরেস্তা দেখ।

সিলিকাটা—শিলা কাটা (?)

সুকাচামর—শুক্ল চামর, সাদা চামর।

সুলুক—سلوک (আরবী) ব্যবহার, অথবা তুর্কী সন্ধানসূত্র; মৈত্রী।

সুয়ারি—সওয়ারি দেখ।

সেওাএ—سواے (আরবী) ব্যতীত।

সেংসাতে—স্বেচ্ছাতে, নিজের ইচ্ছায়।

সেরফ—صرف (আরবী) মাত্র, কেবল!

সেরেস্তা—سررشتہ (পারশী) অফিস।

সোবা—শোভা দেখ।

সোভিতা—"সুবিধা" শব্দের অপভ্রংশ।

সোয়গাত—سوغات (পারশী) উপ-ঢৌকন, উপহার।

সোরত—شہرت আরবী সোহ্‌রত শব্দের অপভ্রংশ, জনরব, প্রচার।

স্তান—স্নান।

হ

হএরান—حیران (আরবী) হতবুদ্ধি, চকিত; বাঙ্গালায় পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত।

হক—حق (আরবী) অধিকার।

হকিকত—حقیقت (আরবী) অবস্থা, বিবরণ।

হদ্দ—حد আরবী হদ=সীমা।

হয়বতে—هیبت (আরবী) ভয়ে।

হরকরা—هرکاره (পারশী) পত্রবাহক, দূত, চর।

হরক্যত—حرکت (আরবী) বাধা, ক্ষতি।

হরগীজ—هرگز (পারশী) কখনও, সর্ব্বদা।

হরষুরত—هرصورت পারশী হর=প্রত্যেক, আরবী সুরত=প্রকার; হরসুরত=সর্ব্বপ্রকার।

হরেক—هرایک (পারশী) প্রত্যেক।

হস্তবুদ—هست و بود পারশী হস্ত=আছে, বুদ=ছিল, হস্ত ও বুদ=যাহা ছিল ও আছে, ভূত ও বর্ত্তমান। যে হিসাবে রাজস্বের ভূত ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখান হয়।

হাওদা—(হিন্দী) হাতির পিঠে বসিবার চৌকি।

হাজত—حاجت (আরবী) প্রয়োজন, কারাগার।

হাজিরানমজলিস—حاضران مجلس আরবী হাজির=উপস্থিত, মজলিস=সভা, হাজিরান-ই-মজলিস=দরবার।

হাতিয়ার—(হিন্দুস্থানী) অস্ত্র।

হাতিযারবন্দ—(হিন্দুস্থানী) অস্ত্রধারী।

হাবেলি—حویلی (পারশী) বাড়ী।

হামতামে—همدم পারশী হমদম, হম=সহিত+দম=নিশ্বাস, অন্তরঙ্গভাবে একত্র।

হামরা—همراه (পারশী) সহ, সহিত।

হামেসা—همیشه (পারশী) সর্ব্বদা।

হাযাত—(আরবী) জীবন।

হারামখুরি—حرام خوری আরবী হারাম=নিষিদ্ধ দ্রব্য, পারশী খুরদন=খাওয়া, হারামখুরি=বিশ্বাস-ঘাতকতা, কুপ্রবৃত্তি, দুরভিসন্ধি।

হাল—حال (আরবী) অবস্থা, বর্ত্তমান কাল।

হালিযা হিসাব—حالیہ حساب আরবী হাল=বর্ত্তমান+হিসাব; বর্ত্তমান হিসাব।

হাশীল—حاصل (আরবী) খাজানা, শুল্ক।

হিম্মতে—همت পারশী হিম্মতে=সাহসে।

হিমাকত—حماقت (আরবী) বোকামি।

হিশ্বা }
হিস্যা } —حصه (আরবী) অংশ।

হিস্যাদার—حصه دار আরবী হিস্যা= অংশ, পারশী দার=শালী; হিস্যাদার=অংশী।

হুকুম—حکم (আরবী) আদেশ, নির্দ্দেশ।

হুকুমনামা—حکم نامه আরবী হুকুম+ পারশী নামা = লিখিত পত্র, আজ্ঞাপত্র।

হুজুর—حضور (আরবী) রাজসাক্ষাত, সম্মানজনক সম্বোধন।

হুণ্ডি—হিন্দী হুণ্ডি=অর্থদানের বরাতপত্র।

হুসিয়ারিতে—هشیاری (পারশী) সতর্কতায়।

হেফাজৎ—حفاظت (আরবী) রক্ষণ।

হেবালদার—حوالدار পারশী হবালদার= নিম্নপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী।

হেমএতী—হেমায়তি দেখ।

হেমায়তি—حمایت আরবী হিমায়ত= আশ্রয়, অভিভাবকত্ব।

হোরমত—حرمت আরবী হুরমত= সম্মান, শ্রদ্ধা।

ব্যক্তি ও স্থল

অমরাবাদ—নোযাখালি জিলাব অন্তর্গত একটি পবগনা। ৬০নং পত্র।

আমিজটি সাহেব—রিচার্ড আহমটি (Richard Ahmuty) ১৭৯১ সালে কোম্পানীর চাকুবী গ্রহণ কবেন। ১৭৯৩ সালে পাব্লিক ডিপার্টমেন্টের হেড এসিষ্ট্যান্টের পদে নিযুক্ত হন। ১৭৯৬ সালে মুর্শিদাবাদেব আপীল আদালতেব রেজিস্ট্রারের কার্য্য করেন। ১৭৯৭ সালে ডবলু, টি, স্মিথ সাহেবের (W. T. Smith) জায়গায কুচবিহারের কমিশনব নিযুক্ত হন। ১৮০১ সালে মহাবাজা হরেন্দ্র-নারাযণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মির্জাপুরেব জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বদলী হন। ১৮০৩ সালে এলাহাবাদের কলেক্টবের ও ১৮০৭ সালে ফবক্কাবাদের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটেব কার্য্য করেন এবং ১৮০৮ সালেব মার্চ্চ মাসে সবকারী কার্য্য হইতে অবসব গ্রহণ করেন। ৭১নং পত্র।

আবনেষ্ট, মেস্ত—সম্ভবতঃ টমাস হেনবী আর্ণষ্ট (Thomas Henry Ernst)। ইনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করেন, ১৭৯৩ সালে কোর্ট অব রিকোয়েষ্টের কমিশনর (Commissioner of the Court of Requests) নিযুক্ত হন, ১৭৯৭ সালে বোর্ড অব রেভিনিউর বাঙ্গালা ও পারশী অনুবাদকের সহকারীর (Assistant) পদ লাভ করেন এবং ১৮১১ সালের ডিসেম্বব মাসে অবসব গ্রহণ করেন। ৫৭নং পত্র।

ইসফপুর—যশোহর খুলনার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ পবগনা। ইহাব আযতন প্রায ৪,০০০ বর্গ মাইল ছিল। হাণ্টার সাহেব বলেন যে ইংরাজী ১৬৯৬ সালে চাঁচরার বিখ্যাত রাজা মনোহর রায় এই পরগনার জমিদারী লাভ করেন। ১৭৬৪ সালে এই পবগনা মনোহরের বংশধর রাজা শ্রীকান্ত বায়েব জমিদারীব অন্তর্গত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাকী খাজানার দায়ে ইউসুফপুব পবগনা ভিন্ন ভিন্ন অংশে নীলাম হইয়া যায। এই পরগনা এখন প্রায় ১৪০ ভাগে বিভক্ত হইযাছে। ৭২নং পত্র।

ইসমিট সাহেব—উইলিয়ম টাওয়ারস্ স্মিথ। (William Towers Smith) ১৭৯৪ সালের অক্টোবর হইতে ১৭৯৭ সাল পর্য্যন্ত কুচবিহারের কমিশনর ছিলেন। ১৮২৬ সালের ১০ই অক্টোবর তাহার মৃত্যু হয়। ৭৮নং পত্র।

উলটীন সাহেব—জেমস উইণ্টল্। (James Wintle) ১৭৮১ সালে কোম্পানীর অধীনে রাইটার (Writer) বা কেরানীর কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৭৯৬ হইতে ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত তিনি যশোহরের কলেক্টর ছিলেন। পরে কিছুকাল তিনি বাখরগঞ্জ ও

ভাগলপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ১৮০৫ সাল হইতে ১৮১১ সাল পর্য্যন্ত উইণ্টল সাহেব কলিকাতার আপীল ও সার্কিট আদালতের (Court of Appeal and Circuit) জজিয়তি করেন এবং ১৮১৭ সালের নভেম্বর মাসে চাকুরীতে ইস্তফা দেন। ৭২নং পত্র।

উলিস—জন উইলস (John Willes, 1788—1793) লিণ্ডসে (Lindsay) সাহেবের পর শ্রীহট্টের কলেক্টর হইয়াছিলেন। ৬৫নং পত্র।

উল্কীকসন, উল্যাম—উইলিয়ম উইলকিন্সন (William Wilkinson) ১৭৯১ সালে বালেশ্বরের রেসিডেণ্ট ওয়াডসওয়ার্থের (Wodsworth) মৃত্যুর পর কিছুদিন অস্থায়ীভাবে রেসিডেন্সির ভার গ্রহণ করেন। ১৭৯২ সালে কয়েক মাস বালেশ্বরেব পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ সালে তিনি দিনাজপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৭৯৬ সালে চাকুরীতে ইস্তফা দেন। ৩৫নং পত্র।

ওন সাহেব—জেমস্ ইউইং (James Ewing) ১৮০২ সালে কোম্পানীব চাকুবী গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে ঢাকা, মুঙ্গেব ও ভাগলপুরে কার্য্য করেন। ১৮১৪ সালের মে মাসে শ্রীহট্টেব জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৪৮নং পত্র।

ওবার্ডচওঁবাথ, জেমিচ—জেমস্ ওয়ার্ডসওয়ার্থ (James Wordsworth) ১৭৯৫ সাল হইতে ১৮০৫ সাল পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ৮৫ নং পত্র।

ওবালিচ—কাপ্তেন টমাস ওয়েলশ (Captain Thomas Welsh) ১৭৯২ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্ত্তৃক আসামের বাজা গৌরীনাথ সিংহের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। কাপ্তেন ওযেলশের আসাম অভিযানের বিবরণেব নিমিত্ত ভূমিকার ৫৭-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৪১ নং পত্র।

ওযাল সাহেব—(Mr. Wall) মেদিনীপুরের অন্তঃর্গত ক্ষীরপাই ও চন্দ্রকোণা কুঠীব কর্ত্তা ছিলেন (১৭৮৬-৯০)। কোপন স্বভাবের জন্য মেদিনীপুরের কলেক্টরের সহিত তাহার প্রাযই বেবনিবনাও হইত। ৩নং পত্র।

কটবর, লপটন—সম্ভবতঃ লেপ্টেনাণ্ট বেঞ্জামিন কাথবার্ট। (Lieut. Benjamin Cuthbert) ১৭৭৮ সালে সেনাদলে যোগদান করেন। ১৭৭৯ সালে লেপ্টেনাণ্টের, ১৭৮১ সালে কাপ্তেনের, ১৭৯৭ সালে মেজরের, ১৮০৩ এবং ১৮০৪ সালে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেলেব পদে উন্নীত হন। ১৮০৬ সালে অবসর গ্রহণ এবং ১৮২৩ সালে পরলোক গমন করেন। ১৮ নং পত্র।

কলবিন, আলেকজন্দ্রা—সম্ভবতঃ কলভিন্স ব্যাজেট (Colvins Bazett & Co) কোম্পানীর আলেকজাণ্ডার কলভিন (Alexander Colvin)। তিনি ১৭৭৭ সালে ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৮১৮ সালে ৬২ বৎসর বযসে কলিকাতায় তাহার মৃত্যু হয়। ১০১ নং পত্র।

কাণ্ডার চৌকী—গোয়ালপাড়ার বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের পারে শুল্ক আদায়ের চৌকী। ভূমিকার ৬২, ৬৮-৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২৯ নং পত্র।

কান্ত বাবু—কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকান্ত নন্দী। ৫৫নং পত্র।

কার্লাক, আলরড—জেনারেল স্যার এলিওর্ড ক্লার্ক (Sir Alured Clarke) ১৭৯৬ সালে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের কাউন্সিলের সদস্য ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর মে মাসে কলিকাতার সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৮ সালে প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৯৮ সালের মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত অস্থায়ী ভাবে গভর্ণর জেনারেলের কায্য করেন। ১৭৯৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ডেপুটী গভর্ণর ছিলেন। ৮১ নং পত্র।

কালাইন—কাছাড়ের কাটিগোরা তহশীলের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৪১নং পত্র।

কালিয়াবর—আসামের নওগাঁ জিলায়। ৪৩ নং পত্র।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল—বিখ্যাত দানবীর জয়নারায়ণের পিতা। ভেরেলষ্ট সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের সময় হইতে এই পরিবারের সম্পদ ও সৌভাগ্যের সূচনা হয়। জয়নারায়ণ ঢাকায় সেক্সপীয়র সাহেবের অধীনে চাকুরী করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন। তিনি শেষ জীবনে কাশীবাসী হইয়াছিলেন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী লালা কাশ্মীরী মলের দুর্গাকুণ্ডের সন্নিহিত সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র কালীশঙ্কর বেনারসের মিশন বিদ্যালয়ে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৬৯ নং পত্র।

কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ—কাছাড়ের রাজা। ভূমিকার ৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৫২ নং পত্র।

কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী—বিখ্যাত পান্তি বাবু। সামান্য অবস্থা হইতে নিজের পরিশ্রমে ও সততায় বহু অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাহার সাধুতা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। তিনি রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ পাল চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা। ৭২ নং পত্র।

কৃষ্ণনারায়ণ—দরঙ্গের রাজা হংসনারায়ণের পুত্র। ভূমিকার ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৩১ নং পত্র।

কেসো রায়—কটকের আমীন মঞ্জু চৌধুরীর গোমস্তা। ৩৬ নং পত্র।

ক্রাম্পো, ফেলিপ—ফিলিপ ক্রাম্প (Philip Crump)। ১৭৮৩ সালে ভারতবর্ষে আসেন, ১৭৯০ সালে লেপ্টেনাণ্ট ও ১৮০৩ সালে কাপ্তেনের পদ লাভ করেন। ১৮০৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৩০ নং পত্র।

খলাইগাম—কুচবিহারের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১০৫ নং পত্র।

খিদিরপুর—কলিকাতার নিকটস্থ প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে সরকারী ডক আছে। ১৬৯ নং পত্র।

গেল সাহেব—(Gale) ১৭৮৬ সালে বাঁকুড়া জিলার সোনামুখী কুঠীতে কার্য্য করিতেন। ১৭৯০ সালে তিনি বীরভূমে গমন করেন। ১৭৯৪ সালে কলিকাতার রিকোয়েষ্ট আদালতের (Court of Requests) অন্যতম কমিশনর হন। ১৭৯৫ সালে হুগলীর গোলাঘর কুঠীর রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৭৯৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৩নং পত্র।

গোডলাট—রিচার্ড গুডল্যাড (Richard Goodlad) ১৭৭৯ সালে দুইবার এবং ১৭৮১ হইতে ১৭৮৪ সাল পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের কলেক্টরের কার্য্য করেন। শেষোক্ত সময়ে তিনি ঐ জিলার জজিয়তিও করিতেন। ৬নং পত্র।

চামরচী—অথবা সুমচী ভুটানের অন্যতম দুয়ার বা গিরিসঙ্কট। এইখানে দেবরাজার একজন সুবা বা শাসনকর্ত্তা থাকিত। ১০৫ নং পত্র।

চাম্পীন, জোজেফ—সম্ভবতঃ জন চ্যাম্পেইন (John champain) ১৭৯০ সালে তিনি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৭৯১ হইতে ১৭৯৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি ২৪ পবগনার কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ৮৪ নং পত্র।

চিন্তামন—দিনাজপুর জিলার থানা ও গ্রাম, অপর নাম মালিডাঙ্গাহাট। ৬৭নং পত্র।

চিবাঙ্গ দুয়ার—গোয়ালপাড়া জিলার সন্নিহিত গিরিসঙ্কট। ১৩৯ নং পত্র।

চিলমারি—রঙ্গপুব জিলায় ব্রহ্মপুত্র তীবে অবস্থিত। এখানে প্রত্যেক বৎসব স্নান উপলক্ষে উৎসব হয়। ১০১ নং পত্র।

চেচাখাতা—কুচবিহারের ১৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ২৪ নং পত্র।

চোরজিৎ—মনিপুরেব রাজা। ভুমিকার ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৪১ নং পত্র।

জয়নারায়ণ ঘোষাল—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল দেখ।

জরধকা—জলধকা নদী, অপর নাম মনসাই, সিঙ্গিমারি ও ধরলা। ১০৫ পত্র।

জল্পীশ—জলপাইগুড়ি জেলাব ময়নাগুড়ির দক্ষিণে জল্পেশ্বর মহাদেবের মন্দিব। কুচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ ও মোদনারাযণ জল্পেশ্বরের প্রাচীন মন্দির সংস্কাব করিয়াছিলেন। ২৪নং পত্র।

টচিট—২৪ পরগণার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কলেক্টর (১৭৮৫ সালে) টুসে (P. Touchet)। ১৬৯ নং পত্র।

টেঙ্গনামারি—কুচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত তালুক। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জিলার সীমান্তে অবস্থিত। ১০৫ নং পত্র।

ঠিকিরি—থ্যাকারে (W. M. Thackeray) প্রসিদ্ধ লেখক উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারের পিতামহ। ইনি ১৭৭৩ সালে শ্রীহট্টের কলেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৬৫ নং পত্র।

ডগলিস—কুচবিহারের প্রথম কমিশনর হেনরী ডগলাস (Henry Douglas)। ৭১ নং পত্র।

ডঙ্কীসেন—ডাঙ্কানসন (Lieut. W. M. Duncanson) ১৭৮২ সালে সেনা বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৭৯০ সালে পদত্যাগ করেন। ১৮ নং পত্র।

ডজবল, চরজ, সকটর—সেক্রেটরী জর্জ্জ ডডস্‌ওয়েল (George Dowdeswell) ১৮১২ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বিচার ও রাজস্ব (Judicial and Revenue) বিভাগের সেক্রেটরী ছিলেন। ঐ বৎসরের মে মাসে তিনি চীফ সেক্রেটরী নিযুক্ত হন। ১০২ নং পত্র।

ডারা, তামাস—কাপ্তেন টমাস ডারা (Thomas Darrah) ১৭৮০ সালে সেনাদলে যোগদান করেন, ১৭৮১ এনসাইন ও লেপ্টেনাণ্ট, ১৭৯৬ কাপ্তেন, ১৭৯৮, ২৯শে মে, যূগীঘোপায় মৃত্যু। ৭৫ নং পত্র।

ডিক—স্যার রবার্ট কীথ ডিক (Sir Robert Keith Dick) ১৮০৩ সালে কিছুদিন শ্রীহট্টের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮০৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর তিনি ঐ পদে পুনরায় নিযুক্ত হন। ১৮১০ সাল হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঢাকার আপীল আদালতের জজ ছিলেন। ১১৮ নং পত্র।

ডিগবি—জন ডিগবি (John Digby) ১৮০৯ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের কলেক্টর। রামমোহন রায় ইহার দেওয়ান ছিলেন। ১৩৯ নং পত্র।

ডিস্কন—লিপিকর প্রমাদ। কুচবিহারের প্রথম কমিশনর ডগলাস সাহেবের কথা বলা হইতেছে। ৩৩ নং পত্র।

ডেবিসন—কাপ্তেন হিউ ডেভিডসন (Captain Hugh Davidson) জন্ম ১৭৮৬, মৃত্যু ১৮২৫। ১৮০৫ সালে ভারতবর্ষে আসেন। ১৮১৪ সালের নভেম্বর হইতে ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের শিবন্দী সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৬৩ নং পত্র।

ডোর, ওলিয়ম—উইলিয়ম ডৌ (William Dow) যূগীঘোপায় ব্যবসায় করিতেন। ১৭৭৩ সালে তিনি তাহার আত্মীয় কর্ণেল ডৌর সহিত ভারতবর্ষে আসেন। রঙ্গপুর জিলার কুড়িগ্রামেও তাহার একটি কুঠী ছিল। ৮৯ নং পত্র।

তেতুলিয়া—তেঁতুলিয়া দিনাজপুর জেলার একটি গ্রাম। ১৪২ নং পত্র।

তেরাপুর—তারাপুর কাছাড়ের বরাকপুর পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৪১ নং পত্র।

দাতিয়া—যশোহর জিলার একটি পরগনা। একসময়ে চাঁচরার রাজা এই পরগনার মালিক ছিলেন। ৭২ নং পত্র।

দালিমকোট—বঙ্গদেশের উত্তরে ভুটানের একটি দুয়ার বা গিরিপথ। এখানকার কেল্লা ইংরাজীতে Darling fort নামে পরিচিত। জঙ্গপেন উপাধিধারী একজন কর্ম্মচারীর হাতে এই কেল্লার ভার ন্যস্ত ছিল। ১৭৭৪ সালে কাপ্তেন জোন্স অল্প কয়েকজন সিপাহী লইয়া এই দুর্গ অধিকার করেন। শান্তি স্থাপিত হইবার পর দালিমকোট আবার ভুটিয়া সরকারকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ১৩৪ নং পত্র।

দিনহাটা—কুচবিহার সহর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে। উক্ত নামের মহকুমার কেন্দ্রীয় সহর। ১৩৮ নং পত্র।

দুদপাতলি—কাছাড় জিলার শিলচর তহশীলে অবস্থিত। ১০০ নং পত্র।

নলকুনি—বালেশ্বরের একটি গ্রাম। ৩৬নং পত্র।

নাসিরাবাদ—ময়মনসিংহের প্রাচীন নাম। ১০৩ নং পত্র।

পরলিঙ্গ, পালঙ্গ—চার্লস পার্লিং (Charles Purling) ১৭৭২ সালে কুচবিহারের সহিত সন্ধি করেন। ১৭৭৭ হইতে ১৭৭৯ পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের কলেক্টর ছিলেন। ১৭৯০ সালে আবার রঙ্গপুরের কলেক্টর হন। ১৭৯১ সালে তাহার মৃত্যু হয়। ৬নং পত্র।

পাত্তুরি সাহেব—টমাস ম্যানিং (Thomas Manning) জন্ম ১৭৭২, মৃত্যু ১৮৪০। ১৮১০ সালে রঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিয়া ১৮১১ সালে লাসা পৌছেন। ১১৬ নং পত্র।

পার, তামাস—টমাস পার (Thomas Parr)। ১৭৮৩ সালে কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৭৯৩ সাল হইতে ১৭৯৫ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কলেক্টর ছিলেন। ১৭৯৬ সাল হইতে ১৮০১ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যশোহর ও দিনাজপুর জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ১৮০৫ সালে ফোর্ট মার্লবরোর রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৬০ নং পত্র।

পুখরিয়া—ময়মনসিংহ জিলার একটি পরগনা। ৯৪ নং পত্র।

পুনাখা—ভুটান রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। ৫৫ নং পত্র।

ফিটসরাই—সম্ভবতঃ অনারেবল ফ্রেডারিক ফিটজরয় (Honourable Frederick Fitzroy)। ১৭৯৩ সালে মুর্শিদাবাদের কলেক্টর ছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি চব্বিশ পরগনার কলেক্টর হন। ১৮০৩ সালে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বেরিলীতে বদলী হন। ১৮০৬ সালে কার্য্যে ইস্তফা দেন। ৫৭নং পত্র।

বদনচন্দ্র বড়ফুকন—ভূমিকার ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বুরূস—সম্ভবতঃ কুচবিহারের দ্বিতীয় (১৭৯১ হইতে ১৭৯৫ পর্য্যন্ত) কমিশনর চার্লস্ এণ্ড্রু ব্রুস (Charles Andrew Bruce)। ৪৪নং পত্র।

বারোবাটী—বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত গ্রাম। এখানে পূর্ব্বে ইংরেজদিগের কুঠী ছিল। ৩৬নং পত্র।

বাসকা—বক্সা। পূর্ব্বে এখানে ভুটান রাজ্যের একজন সুবা বা শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। বর্ত্তমানে এই স্থান ব্রিটিশ-রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার বন্দিনিবাসের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ১৫২নং পত্র।

বিরেন্দ্রনারায়ণ—নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র। ১১নং পত্র।

বিষ্ণুনারায়ণ—দরঙ্গের কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র। ভূমিকার ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বুগল—জর্জ্জ বোগল (George Bogle) ১৭৭৯ সালে চার্লস্ পালিং-এর পর রঙ্গপুরের কলেক্টর হন। ১৭৭৪ সালে তিব্বতে দৌত্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৭৮১ সালে তাহার মৃত্যু হয়। ৬নং পত্র।

বেঙ্গমারা—আসামের লখিমপুর জিলার ডিহিং নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত। ৪১নং পত্র।

বেরোলো, জর্জ্জ হিলেরো—১৮০৫ হইতে ১৮০৭ সাল পর্য্যন্ত অস্থায়ী বড়লাট স্যার জর্জ্জ হিলারো বার্লো (Sir George Hilaro Barlow)। ৯৪নং পত্র।

বোদা—রঙ্গপুর জিলার একটি পরগনা। ২নং পত্র।

ব্রেডি রাবর্ট—রবার্ট ব্রাইডি (Robert Brydie) ১৭৯০ সাল হইতে বৌশ সাহেবের কারবারের অংশীদার ছিলেন। রঙ্গপুর জিলার কাজিরহাট পরগনার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জে ইহার একটি নীলকুঠি ছিল। ৭৯ নং পত্র।

ভগবন্তনারায়ণ—ভূমিকার ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মজফর জঙ্গ, নবাব—মহম্মদ রেজা খাঁর উপাধি। ৬নং পত্র।

মনগমরি—আর্চ্চিবল্ড মণ্টগোমারি (Archibald Montgomerie) ১৮০৩ হইতে ১৮০৭ সাল পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের কলেক্টর ও (ex-officio) কুচবিহারের রেসিডেণ্ট। ৯৬নং পত্র।

মাগুরা পরগনা—২৪ পরগনার মধ্যে একটি। আলিপুর, গার্ডেনরীচ এবং খিদিরপুর প্রভৃতি কলিকাতার সহরতলী এই পরগনার মধ্যে অবস্থিত। ১৬৯নং পত্র।

মামদ রাজা—আগা মহম্মদ রেজা। ১৭৯৯ সালে শ্রীহট্ট হইতে কাছাড় আক্রমণ করেন এবং নাগা ও কুকিদিগের সাহায্যে রাজার বরকন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়া রাজাকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। পরে কোম্পানীর জায়গা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। ১৬১নং পত্র।

মারগীন, জিমিশ—জেমস্ মরগ্যান (James Morgan)। ১৮০৭ সাল হইতে ১৮০৯ পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের কলেক্টর ও কুচবিহারের রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮০৯ সালের জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১০২নং পত্র

মার্গিন—ফ্রান্সিস মরগ্যান (Francis Morgan)। ১৮১০ সালের ২৬শে জানুয়ারী শ্রীহট্ট জিলার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্য্যে ইস্তফা দেন। ১১৮ নং পত্র।

মিডিলটীন, এডমণ্ড পীটশ—এডমণ্ড পীটস্ মিডলটন (Edmond Pitts Middleton) ১৭৯৬-৯৭ সালে হুগলীর অন্তর্গত গোলাঘর কুঠীর রেসিডেণ্ট, ১৭৯৮ সালে নদীয়ার কুমারখালি কুঠীর রেসিডেণ্ট। ৮৪ নং পত্র।

মিণ্টিন—আর্ল অব মিণ্টোকে ভ্রমবশতঃ জান মিণ্টিন বলা হইয়া থাকিবে। ১২০ নং পত্র।

মেকলুম, বারনন্দ—বার্ণার্ড ম্যাককুলম (Bernard McCullum)। আসামের ইংরাজ ব্যবসায়ী। ভূমিকার ৬৬, ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৫৯ নং পত্র।

মেকলৌড, নুরমান—নরম্যান ম্যাকলিয়ড (Norman Macleod) ১৮১৩ সালের আগষ্ট মাসে কুচবিহারের কমিশনর নিযুক্ত হন। ভূমিকার ৩০-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১২৫ নং পত্র।

মেকীঞ্জী, জান—জন মেকেঞ্জী (John Mackenzie) ইনি পরে কলিকাতার Assay Master হইয়া ছিলেন। ৮৪ নং পত্র।

মেখডোর—ম্যাকডৌয়াল (D. H. Mac Dowall) ১৭৮৬ হইতে ১৭৮৯ সাল পর্য্যন্ত রঙ্গপুর ও ঘোড়াঘাটের কলেক্টরের কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১১ নং পত্র।

মেগবর—ম্যাকগোয়ার (W. McGwire) ১৭৯২ সালে জন বুলারের পর ত্রিপুরার কলেক্টর নিযুক্ত হন। ৬০ নং পত্র।

মেচপাড়া—গোয়ালপাড়া জিলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র হইতে গারো পাহাড় অবধি বিস্তীর্ণ পরগনা। ইহার আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল। ১৬৭ নং পত্র।

মেরসর—লরেন্স মারসার (Lawrence Mercer)। ভূমিকার ১৭-২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২ নং পত্র।

মুরার পণ্ডিত—বালেশ্বরের শেষ মারাঠা ফৌজদার। ৩৬ নং পত্র।

মোতিরাম বাবু—১৭৮৫ সাল হইতে ১৭৯০ সাল পর্য্যন্ত বালেশ্বরের ফৌজদাব ছিলেন। বালেশ্বরের মতিগঞ্জ বাজার তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত। ৩৬ নং পত্র।

মোবঙ্গা—মাথাভাঙ্গার উত্তর পশ্চিমে কমলাই নদীর বাম তীরে অবস্থিত মোরঙ্গা ? ১০৫ নং পত্র।

মৌর—পিটাব মুর (Peter Moore)। ১৭৮৪-৮৫ সালে কয়েক মাস রঙ্গপুরের কলেক্টর ছিলেন। ভূমিকার ১১-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৬ নং পত্র।

রচুল--ক্লড রাসেল (Claude Russell) ১৮০১ সালের জানুয়ারী হইতে ১৮০২ সালের জুন পর্য্যন্ত পারশী অনুবাদক ও পারশী সেক্রেটরীর প্রথম সহকারী (Senior Assistant)। ৮২ নং পত্র।

রাজারাম পণ্ডিত—১৭৭৮ হইতে ১৭৯৩ সাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার মারাঠা সুবাদার। ৩৫ নং পত্র।

রাটন সাহেব—কাপ্তেন জন রটন (Captain John Rotton) দিনাজপুরের সিপাহী দলের অধিনায়ক। ভূমিকার ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৪ নং পত্র।

রাণি—আহোম রাজাদিগের অধীনস্থ একটি করদ রাজ্য। ৪০ নং পত্র।

রোস, দানিয়েল—ভূমিকার ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২৯ নং পত্র।

লখি দুয়ার—তিস্তা ও মনাস নদীর মধ্যবর্ত্তী ভুটানের দুয়ার বা গিরিপথ। ১১৬ নং পত্র।

লজ হেনরী—(Henry Lodge) ১৭৯৪ সালে শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। ৫২ নং পত্র।

লম্পর্ট—উইলিয়ম ল্যাম্বার্ট (William Lambert) ১৭৭৪ সালে তিনি দিনাজপুর কাউন্সিলের বড়কর্ত্তা (Chief) ছিলেন। ৬নং পত্র।

লামস্‌ডিন—জন লামস্‌ডেন (John Lumsden) ১৭৯২-৯৩ সালে রঙ্গপুরেব কলেক্টর। ৭১ নং পত্র।

লিগ্রোস—ফ্রান্সিস লিগ্রোস (Francis Legros) ১৭৯৫ সালেব ডিসেম্বব মাসে ময়মনসিংহের কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮০৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। ৯৪ নং পত্র।

লেন্সী—রবার্ট লিণ্ডসে (Robert Lindsay) ১৭৭৯ সাল হইতে দশবৎসবেব অধিক কাল শ্রীহট্টেব কলেক্টর ছিলেন। ৬৫ নং পত্র।

শম্ভুচন্দ্র পাল চৌধুরী—কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী দেখ।

সাট—টি. ভি. সর্ট (T. V. Short) ১৭৮৯ সালের ১০ই মার্চ্চ হইতে ১০ই আগষ্টের মধ্যে কোন সময়ে তিনি কুচবিহারের বিশৃঙ্খলা নিবাবণেব জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসবই ডগলাস সাহেব কুচবিহাবেব কমিশনব হন। ভূমিকার ২০-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২৮ নং পত্র।

সামনব—জন সামনার (John Sumner)। ১৭৭১ সালে শ্রীহট্টেব কলেক্টর হন। ৬৫ নং পত্র।

সিমলা—নদীয়া জিলার কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। ৭৯ নং পত্র।

ষুবিট—জন লুই সোভেট (John Lewis Chauvet) ভূমিকাব ১৭-২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২ নং পত্র।

ষুলতানপুর—দিনাজপুর জিলার পরগনা। ৬৭ নং পত্র।

হবদত্ত চৌধুরী—দরঙ্গরাজ কৃষ্ণনারায়ণের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। ভূমিকাব ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৩৮ নং পত্র।

হরেন্দ্রনারায়ণ—কুচবিহারের রাজা। ভূমিকার ১০-১১, ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হাচা—তিব্বতের রাজধানী লাসা? ১১৬ নং পত্র।

হাডুট—উইলিয়ম হারউড (William Harwood) ১৭৭৫ অথবা ৭৬ সালে দিনাজপুরের বড়কর্ত্তার পদ লাভ করেন। এই সময রঙ্গপুর দিনাজপুবের অধীন ছিল। ৬ নং পত্র।

হালন—উইলিয়ম হল্যাণ্ড (William Holland) থ্যাকারের পব শ্রীহট্টের কলেক্টর হইয়াছিলেন। ৬৫ নং পত্র।

হৌট—জেনারেল স্যার জর্জ হিউএট্ (Lieut. General Sir George Hewett) লর্ড লেকের পর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ১৮০৯ সালের ২০শে অক্টোবর হইতে ১৮১০ সালের ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং ১৮১১ সালের ৯ই মার্চ্চ হইতে ১৯শে নভেম্বর পর্য্যন্ত বড়লাটের কাউন্সিলের সহকারী সভাপতি (Vice President) এবং ফোর্ট উইলিয়মের ডেপুটী গভর্ণরের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১১২ নং পত্র।

টীকা

(১)

১। এই করার নামার লেখক ভুটানের দূত নিরপুর পযগা। ইংরাজীতে তাহাব নাম ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে লেখা হইয়াছে, যথা—Nuppypiir Soubajee, Nurpoo Purgah, Nurpoo Paigah। Soubajee বোধ হয় সুবাজীর ইংরাজী রূপ। ১১৬ ও ১১৭ নং পত্রে দেখা যাইতেছে বুড়া সুবাব নাম ছিল লোপ পেগা।

২। লামা রিম্পেছে—কাহারও নাম নহে। রিম্পোছে বা রিম্বোচে সম্ভ্রমসূচক তিব্বতী শব্দ। ইংরাজীতে ইহার প্রতিশব্দ Blessed one। ভুটানেব ধর্ম্মবাজাকে সাধারণতঃ লামা রিম্বোচে বলা হয়। সাধারণের বিশ্বাস তিনি ভগবান বুদ্ধের অবতার।

৩। দেব ধর্ম্মরাজা—ধর্ম্মরাজা ভুটানের অধীশ্বব। দেববাজা তাহার প্রধান কর্ম্মচারী। এইখানে ভুটানের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে পরবর্ত্তী পত্রগুলিতে উল্লিখিত ভুটিয়া কর্ম্মচারীদের কথা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

ভুটানের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদল তিব্বতী ভুটানের আদিম অধিবাসীগণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। তিব্বত হইতে আগত শেপটুন লা-ফা নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ইহারা রাজা বলিয়া স্বীকার করিত। ইনিই প্রথম ধর্ম্মবাজা। কিছুদিন পরে ফরচু দুপজীন শেপটুন নামক আর একজন তিব্বতী সাধু ভুটানে আসেন। ইহার প্রতিপত্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াতে প্রথম ধর্ম্মবাজা ভুটান পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতে চলিয়া গেলেন। তাহার স্থলে ফরচু দুপজীন ভুটানের ধর্ম্মরাজা হইলেন। দ্বিতীয় ধর্ম্মরাজা মৃত্যুর সময়ে তাহার ভক্ত ও প্রজাবৃন্দকে বলিয়া গেলেন যে তিনি আবাব নবদেহে আবির্ভূত হইবেন। তদবধি এক ধর্ম্মরাজার মৃত্যু হইলে তাহার নূতন অবতারকে অন্বেষণ করিয়া রাজপদে অভিষেক করা হয়। ধর্ম্মরাজা সন্ন্যাসী। তিনি প্রকৃত পক্ষে ভুটানেব বৌদ্ধ সঙ্ঘেব নায়ক। সুতরাং ক্রমশঃ রাজ্যশাসনের ক্ষমতা তাহার প্রধান কর্ম্মচারীর হস্তগত হইল। ইনিই ভুটানের দেবরাজা বলিয়া পরিচিত। ধর্ম্মরাজাব শাসন পরিষদের সদস্য সাতজন—(১) ধর্ম্মরাজার খাস মুন্সী (২) দেওয়ান ৩) টাসিসুজঙ্গের শাসনকর্ত্তা (৪) পুনাখের শাসনকর্ত্তা, (৫) অঙ্গদু ফোরঙ্গের শাসনকর্ত্তা (৬) দেবরাজার মুন্সী এবং (৭) প্রধান বিচারপতি। আইনতঃ এই সাত জন সদস্যেবই প্রধানমন্ত্রী দেবরাজাকে নির্ব্বাচন করার কথা। ইহারা ইচ্ছা করিলে তাহাকে পদচ্যুত করিতেও পারিতেন। কিন্তু

কার্য্যতঃ এই ক্ষমতা পরিচালনা করেন পারো পেনলো ও টংসো পেনলো (পেনলো শব্দের অর্থ শাসনকর্ত্তা)। পারো পেনলো পশ্চিম ভুটানের শাসনকর্ত্তা, টংসো পেনলো পূর্ব্ব ভুটানের শাসনকর্ত্তা। মধ্য ভুটানের শাসনকর্ত্তা টরগা বা ডাকা পেনলোর তেমন ক্ষমতা নাই। সুতরাং পারো পেনলো বা টংসো পেনলোর মধ্যে যখন যিনি বেশী শক্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন তিনিই ইচ্ছামত দেবরাজা নিয়োগ করেন। আবার এই পেনলোদিগের পদও চিরস্থায়ী বা নিরাপদ নহে। ইহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাও বিশেষতঃ মুন্সী মহাশয়েরা প্রভুকে হত্যা করিয়া তাহার পদ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং ভুটানে অনেক সময়েই একাধিক পদচ্যুত দেবরাজা ও পেনলো দেখিতে পাওয়া যায়। ভুটানের দক্ষিণ সীমান্তেও বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের উত্তরে আঠারোটি দুয়ার বা গিরিপথ আছে। এই আঠারোটি দুয়ারের কেল্লার অধ্যক্ষেরাই সন্নিহিত গ্রামগুলির শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। ইহাদের উপাধি জুঙ্গপেন বা দুর্গাধ্যক্ষ। ইংরাজ সরকারের নিকট ইহারা সুবা বলিয়া পরিচিত। চামর্চী বা সামচির সুবা পারো পেনলোর অধীনে। বকসাদুয়ারের সুবার উপরস্থ কর্ম্মচারী টাসিসুজঙ্গের শাসনকর্ত্তা। ভুটানের পত্রে যে বুড়া সুবার উল্লেখ দেখা যায় তিনিও ভুটানের আঠার দুয়ারের একটির (বরা) দুর্গাধ্যক্ষ বা জুঙ্গপেন ছিলেন। ভুটানী কর্ম্মচারীদিগের সর্ব্বনিম্নপদ—জিনকাপ। জিনকাপদিগকে পাইক বলা অসঙ্গত হইবেনা। ইহারা পত্রবাহকের কার্য্যও করিত। শ্যার এস্‌লি ইডেন জিনকাপদিগকে বাঙ্গালা দেশের চাপরাশির সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ভুটানী রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেককেই সর্ব্বনিম্নস্তর হইতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। যোগ্যতা ও বুদ্ধি থাকিলে জিনকাপের পক্ষে ক্রমশঃ দেবরাজার পদ লাভ করাও অসম্ভব নহে।

(২)

এই পত্র ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া লেখা আছে। এই তারিখ যে ঠিক নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। পত্রে মারসার ও সোভেট সাহেবের তদন্তের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মারসার ও সোভেট কুচবিহারের মহারাজা ও নাজির দেওর বিরোধ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আদিষ্ট হন। সুতরাং এই চিঠি তাহাদের তদন্ত শেষ হইবার পর সম্ভবতঃ ১৭৮৮ সালে লেখা হইয়া থাকিবে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হরিশচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র বার্লো সাহেবের নিকট যে আবেদন করিয়াছিল বর্ত্তমান পত্র তাহার পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। মারসার ও সোভেটের রিপোর্টে দেখা যায় যে তদন্তের সময় শ্যামচন্দ্রের পক্ষ হইতে রাজসরকারের সহিত হিসাব নিকাশ করিবার জন্য কেহ উপস্থিত হয় নাই।

(৩)

ড্রোক্তর—ইংরাজী ডিরেক্টর শব্দের অপভ্রংশ। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে আইজাক ফিটসিঙ্গ (Isaac Fitsingh) চুঁচুরার ওলন্দাজ কাউন্সিলের ডিরেক্টর ছিলেন

(৬)

১। কিয়া = ক্রিয়া।

২। কৌউচল = কাউন্সিল। ইংরাজী Council শব্দের অপভ্রংশ।

৩। উদ্ধত = উদ্যত।

৪। গোরঃনর = গবর্ণর।

(৯)

ত্রোটী = ত্রুটি।

(১১)

কুচবিহারের রাজা ও রাজমাতা স্বেচ্ছায় বলরামপুর যান নাই, তাহাদিগকে জোর করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর ফৌজ বলরামপুর অবরোধ করিবার পর কাপ্তেনের সহিত সত্য সত্যই আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। কাপ্তেন জন রটন রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকডোযাল সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে যদি প্রাতে রাজা ও রাণীকে তাহার নিকট পাঠান হয় তাহা হইলে তিনি অপরাধী-দিগের জীবন রক্ষার জন্য এবং অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। (I gave them a Persian writing, in which I only specified that if they would send their captives to me this morning I would use my influence to save their lives and to obtain their pardon)। কিন্তু ইহার পর কাপ্তেন রটনের লোকেরা শুনিতে পায় যে রাজা ও রাণীকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। সুতরাং তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়া যেখানে রাজা ও রাজমাতা আটক ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়, ইহাতেই সন্ন্যাসী ও বরকন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। কাপ্তেন রটনের লোকেরা নিরস্ত্র লোকদিগকে আক্রমণ করে নাই, যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই তাহারাই নিহত হইয়াছিল। কুচবিহারের রাজমাতা বা নাজিরের পিতৃব্যপত্নী কাহারও পত্রই একেবারে নির্ভরযোগ্য নহে। উভয় পক্ষের পত্রেই প্রকৃত ঘটনা বিকৃত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। (কাপ্তেন রটনের পত্রের জন্য বাঙ্গালা সরকারের Revenue Dept. Proceedings (enclosure to consultation No. 28) dated 20th September, 1787 দ্রষ্টব্য।

১। কপীতান = কোম্পানীর ফৌজের নায়ক ছিলেন কাপ্তেন জন রটন (John Rotton)

(১২)

১২, ১৩ ও ১৪নং পত্রে যে বিদ্রোহের কথা লেখা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে মারসার ও সোভেট সাহেবদ্বয় তদন্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১১৯৪ সালের আষাঢ় মাসে একদিন

নাজির দেওর ভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণ "ডাঙ্গর দেও" কতকগুলি সশস্ত্র সন্ন্যাসী ও বরকন্দাজ লইয়া রাজবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। রাজবাড়ীর রক্ষিসেনার কর্ত্তা ছিলেন লেপ্টেনাণ্ট ডাঙ্কানসন। তাহার অনুপস্থিতিতে স্বুবাদার গোলাপ সিংহ এই রক্ষিসেনার নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল। রক্ষিসৈন্যদিগের সমস্ত ব্যয় কুচবিহার রাজ সরকার হইতে বহন করা হইত। গোলাপ সিংহের জবানবন্দীতে প্রকাশ যে সর্ব্বানন্দের স্বুপারিশেই সে স্বুবাদাবের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। গোলাপ সিংহ ও তাহার অধীনস্থ সিপাহীরা পূর্ব্বেই রাজবাড়ী আক্রমণের জনরব শুনিয়াছিল। ডাঙ্গর দেওর লোকজন রাজবাডীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে গোলাপ সিংহ তাহাদিগকে বাধা দিবার আয়োজন করিয়াছিল কিন্তু কার্য্যতঃ স্বুবাদারের আদেশে সিপাহীরা আক্রমণকারীদিগকে বিনা বাধায় রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেয়। গোলাপ সিংহের অধীনস্থ হাবিলদার ও সিপাহীদিগের সাক্ষ্যেই প্রকাশ যে তাহারা গণেশগীরের সন্ন্যাসী ও বরকন্দাজ অনুচরদিগকে প্রতিহত করিতে পারিত। গোলাপ সিংহ বলে যে বিদ্রোহী নায়কেরা তাহাকে ইংরাজী স্বাক্ষরযুক্ত সীলমোহর করা কোম্পানীর পরোয়ানা দেখাইয়া কহে যে তাহারা এই পরোযানা অনুসারে রাজা ও রাজমাতার সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। এই উপলক্ষে কাহারও প্রাণহানি হইলে তাহার জন্য গোলাপ সিংহ কোম্পানীর নিকট দাযী হইবে। বিদ্রোহীরা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিবার পর রাজার পিতামহী শিশু রাজাকে কোলে লইযা বাহিরে আসেন। তিনি ও নাবালক রাজা কুমার ভগবন্তনারায়ণের পালকিতে বলরামপুরে গিয়াছিলেন। রাণীকে সমস্ত পথ পায়ে হাঁটাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। তদন্তের সময় মরিচমতী, ভগবন্তনারাযণ, বীরেন্দ্রনারায়ণ, গণেশগীর ব্যতীত বুলচন্দ্র বড়ুয়া ও তাহার পুত্র বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধেও রাজার পক্ষ হইতে নালিশ করা হইয়াছিল। মরিচমতীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে সর্ব্বানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠতার জন্য রাণী-কমতেশ্বরীর প্রতি রাজপরিবারের লোকেরাও বিরক্ত হইয়াছিল। রাজার পিতামহী সত্যভামা দেবী, রাজার গর্ভধারিণী মাতা, রাজার পিতৃব্য বৈকুণ্ঠনারায়ণ এই সম্বন্ধে বলরামপুরে পত্র লিখিয়াছিলেন। সেইজন্যই রঙ্গপুরের কলেক্টরের কর্ম্মচারী রাজা অমৃত সিংহের পরোয়ানা দিয়া মরিচমতী বীরেন্দ্রনারায়ণ ও ভগবন্তনারায়ণকে রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া ছিলেন। তদন্তের সময় এই পত্র ও পরোয়ানা পাওয়া যায় নাই। মরিচমতী বলেন যে বলরামপুর লুণ্ঠনের সময় সর্ব্বানন্দ এই সকল কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ এ কথা অস্বীকার করেন। মারসার ও সোভেট সাহেব তাহাদের রিপোর্টে স্বুবাদার গোলাপ সিংহকে দোষী বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আলোচনা করিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করেন যে স্বুবাদার গোলাপ সিংহ বিদ্রোহীদিগের গোপন ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিল। ৺কালিকা-দাস দত্ত সম্পাদিত *Cooch Behar State* এবং স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের ***A Statistical Account of Bengal*** এ বলা হইয়াছে যে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ হয়। এই তারিখ নিঃসন্দেহ ভুল। মারসার ও সোভেট সাহেবের তদন্তের সময় সকল সাক্ষীই বলিয়াছে যে বাঙ্গালা ১১৯৪ সালের আষাঢ় মাসে রাজবাড়ী আক্রান্ত

হয়। কাপ্তেন রটন রাজা ও রাণীকে উদ্ধার করিবার পর বলরামপুব হইতে রঙ্গপুরেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাব তারিখ ২৭শে আগষ্ট, ১৭৮৭। সুতরাং ৺কালিকাদাস দত্ত ও হাণ্টার সাহেবের প্রদত্ত তারিখ গৃহীত হইতে পারে না। হাণ্টাব সাহেবের লেখা পড়িয়া মনে হয় যে ভগবন্তনারায়ণই যে "ডাঙ্গর দেও" তাহাও তিনি জানিতেন না।

১। শোয়াশ মিটেনা—শ্বাস পড়ে না, স্বস্তি পাই না, নিশ্চিন্ত হইতে পাবি না।

(১৩)

দরি মোহর = নূতন মোহর।

(১৪)

কমিশনের তদন্তে প্রমাণিত হইয়াছিল যে রাজা বা রাজমাতার প্রাণহানির আশঙ্কা কোন সময়েই ছিল না। বাজবাড়ী আক্রমণের ফলে রাজাব একটি মোহবও লুণ্ঠিত হয় নাই। কমিশনরদ্বয় বলিতেছেন—In does not appear from evidence that the deaths of the Rajah and Ranny were ever meditated, by the Nazir Deo, and the Ranny herself does not seem now disposed to insist on that charge. অন্যত্র - the Rajah does not appear to have been plundered of a single Gold mohur. কুচবিহারের সরকারী ইতিহাসে (কালিকাদাস দত্ত সম্পাদিত) লেখা হইয়াছে যে ১৭৮০ সালে শ্যামচন্দ্রের প্ররোচনায় গুডল্যাডে সাহেব সর্ব্বানন্দ ও কাশিকান্তকে (মারসার ও সোভেট সাহেবেব রিপোর্ট অনুসারে এই ভদ্রলোকের নাম কাশিনাথ। আমি এই নামটি সম্বন্ধে কালিকাদাস দত্তকে অনুসরণ করিয়াছি) কয়েদ করেন। ঐ বৎসর গুডল্যাড রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন না। কমিশনের রিপোর্ট হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর সর্ব্বানন্দ ও কাশিকান্ত কয়েদ হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ ঘটনা ১৭৮৩ সালে ঘটিয়াছিল।

১। বড় কৌশলে = বড় কাউন্সিলে।

২। সন্ন্যাশীয়ান = সন্ন্যাসী শব্দের পারশী বহুবচন। কাপ্তেন রটনের পত্রে সন্ন্যাসী সর্দ্দারদিগের মধ্যে গণেশগীর ব্যতীত, বিষণগীব (Bishun Gheer) ও অচল গীরের (Assul Gheer) নাম আছে। মারসার ও সোভেটের তদন্তবিষয়ক কাগজ পত্রে আরও অনেক নাম পাওয়া যায়।

৩। বক্রী = বাকী।

৪। পরশ্রয় = প্রশ্রয়।

(১৮)

১৭, ১৮ ও ১৯ নং পত্রে কাপ্তেন ডাঙ্কানসনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা একেবারে অমূলক নহে। রাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে চল্লিশ জন সিপাহী রাখা হইয়াছিল; লেপ্টেনাণ্ট ডাঙ্কানসন তাহাদের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সিপাহী-দিগের ন্যায় তিনিও কুচবিহারের রাজসরকার হইতে বেতন পাইতেন। মারসার ও সোভেট দুই দুইবার রাজা ও রাজমাতার অভিযোগ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া ডাঙ্কানসনের নিকট হইতে কোন সরল উত্তর পান নাই। পরে ২১শে আগষ্ট (১৭৮৮) তারিখে ডাঙ্কানসন কমিশনরদ্বয়েব নিকট যে কৈফিয়ত পত্র লেখেন তাহাতে প্রকারান্তরে রাজা ও রাজমাতার অভিযোগ সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। ডাঙ্কানসন বলেন যে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক ব্যক্তি কুচবিহারের রাজার পক্ষ হইতে শতকরা সাত টাকা সুদে তাহার নিকট ঋণ প্রার্থনা করে। তিনি প্রথমে টাকা দিতে রাজি হন নাই। পরে সকলেই এই ভাবে টাকা লগ্নি করে শুনিয়া তিনি টাকা ধার দেন। দেশীয় লোকের সহিত এরূপ কারবার করা যে অনুচিত তাহা তিনি জানিতেন না। প্রথম যখন তিনি জানিতে পারেন যে কাজটা বিধিসঙ্গত হয় নাই তখনই তিনি আসল টাকা লইয়া খত ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সর্ব্বানন্দ তাঁহার প্রভুর সম্মান ও সুনামের হানিকর বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। পরে তিনি অকপটে সকল কথা রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকডোয়াল সাহেবের গোচর করেন। তিনি ও তাহাকে টাকা আদায় কবিয়া দিবার আশ্বাস দেন। ইহার পর তিনি এক রকম জোর করিয়া রাজার হাতে দলিলখানা দিয়াছিলেন কিন্তু রাজার ক্রন্দনে তিনি তাহা ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হন। তিনি নামে ১৪০০০৲ আর্কটী টাকা পাইয়াছেন কিন্তু নারায়নী টাকার বাটা হিসাব করিলে* তাহার প্রাপ্তির পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অনেক কম হইবে। তাহার প্রাপ্য পরিশোধ হয় নাই বলিয়া এবং তিনি আর এই হাঙ্গামায় থাকিতে চাহেন না বলিয়া অপর আর একজনের নামে খত লওয়ার প্রস্তাব হয় (এই প্রসঙ্গে ডাঙ্কানসন রাজা অমৃত সিংহ এবং রাধা-চরণ সাহার নাম করিয়াছেন)। কুচবিহারে তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না বলিয়া তিনি রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন। নাজির দেওর অভিসন্ধি সম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই নানা প্রকার জনরব প্রচলিত ছিল। এই সকল অভিযোগ কেহই বিশ্বাস করে নাই। কারণ নাজির দেওর পরিজনদিগের তখন অন্নবস্ত্রের সংস্থানও ছিল না। অপর পক্ষে সকলেরই ধারণা ছিল যে সর্ব্বানন্দের প্রতি নাজির দেওর ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে, রাজা বা রাজমাতার প্রতি তাহার বিদ্বেষ নাই। ১৭৮৭ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি সর্ব্বানন্দের নিকট হইতে রাজবাড়ী আক্রমণের জনরব সম্বন্ধে এক পত্র পান। তিনি কলেক্টরকে তৎক্ষণাৎ এই পত্রের কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু কলেক্টর সর্ব্বানন্দের কথা বিশ্বাস করেন নাই এবং লেপ্টেনাণ্ট ডাঙ্কানসনকে বলিয়াছেন যে অসুস্থ

দেহে অযথা তাহার কুচবিহার যাওয়া সঙ্গত হইবে না। জুন মাসে তিনি কয়েকবার কুচবিহার যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই ম্যাকডোয়াল সাহেব তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। এদিকে সর্ব্বানন্দও কিছুতেই কলেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই। শেষে ডাঙ্কানসন কুচবিহার যাইতে বদ্ধপরিকর হইলে সর্ব্বানন্দের দোষেই তাহার দুই দিন বিলম্ব হয়। ম্যাকডোয়াল সাহেব বলেন যে প্রাপ্য টাকা না পাইলে তাহার কুচবিহার যাওয়া উচিত হইবে না। তিনি কুচবিহার যাইয়া শুনিতে পান যে সর্ব্বানন্দের পদচ্যুতির জন্য অল্প কয়েক দিনের জন্য রাজা ও রাণীকে বলরামপুরে নেওয়া হইয়াছে। কলেক্টর হুকুম করিলেই তাহারা কুচবিহার ফিরিয়া আসিবেন। গোলাপ সিংহ সম্বন্ধে ডাঙ্কানসন বলেন যে সুবাদার ইচ্ছা করিলেই রাজবাড়ী রক্ষা করিতে পারিত। অপরের দোষের জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পত্রে তিনি সর্ব্বানন্দের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে গোস্বামীর প্ররোচনায়ই তাহার বিরুদ্ধে অযথা অন্যায় অভিযোগ আনা হইয়াছে। রাণীকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বানন্দের কুচবিহার হইতে অন্যত্র যাওয়া উচিত হয় নাই। রঙ্গপুর যাইবার ১২ দিন পূর্ব্বে তিনি রাজা অমৃত সিংহের মারফত ৭০০০৲ আর্কটী টাকা পাইয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

১। কামান—ইংরাজী command। সিপাহীদিগকে নিজের অধীনে বা কামানে রাখা ডাঙ্কানসনের পক্ষে আদৌ অন্যায় হয় নাই। কাপ্তেন রটন কুচবিহার হইতে যাইবার সময়ে ডাঙ্কানসনের উপরই রাজা ও রাজবাড়ী রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টেরও হুকুম ছিল যে কমিশনের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কুচবিহারের সিপাহীরা ডাঙ্কানসনের অধীনে থাকিবে।

(২৩)

১। সঙ্কোচিত—শঙ্কিত, শঙ্কিতচিত্ত।

২। গ্রাহক—গ্রহণেচ্ছু। আমার রাজ্য ও প্রাণ ও জাইতের গ্রাহক—আমার রাজ্য প্রাণ ও জাতি (মান) লইতে বা নষ্ট করিতে চাহে।

(২৭)

গাহক—গ্রাহক, গ্রহণেচ্ছু।

(২৮)

১। কারখানাজাত—কারখানার বহুবচন। রাজার হাতিশালা, আস্তাবল, অস্ত্রাগার প্রভৃতি।

২। লাঘবতা—অপমান, হীনতা।

৩। জঘন্য—হীন, ছোট।

৪। এক জায়গায় মূলপত্রে হরেন্দ্রনারায়ণের নাম ভুলক্রমে ধরেন্দ্রনারায়ণ লেখা হইয়াছে।

(২৯)

পাবণী পত্র অনুসারে এই চিঠির তারিখ ৪ঠা বৈশাখ।

(৩০)

লেপ্টেনাণ্ট ফিলিপ ক্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ অমূলক। অভিযুক্ত সুবাদার পূর্ব্বে কোম্পানীব ফৌজে চাকরী করিত বলিয়া ফিলিপ ক্রাম্পের প্রতি সন্দেহ হইয়া থাকিবে।

১। বুজীতে পারেন না খতে=("খতে" লিপিকর প্রমাদ, শুদ্ধ পাঠ "মতে" হইবে)। বুঝিতে পারেন না বলিয়া।

(৩১)

১। সিরতাজ করিয়া—মাথার মুকুট করিয়া, মাথায লইয়া।

২। ছাওনি—শিবির।

৩। ডাকা মারিতে—আচম্বিতে আক্রমণ করিতে।

৪। দেহড—ইংরাজী volleyর সমানার্থক শব্দ ?

৫। ভগ্ন হইল—ছত্রভঙ্গ হইল, ভাগিল।

(৩২)

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ উপলক্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ গিয়াছিলেন। তথা হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া নিজে সৈন্য পরিচালনাব ভার গ্রহণ করেন। ১৭৯২ সালে যুদ্ধ শেষ হইলে আবার কলিকাতায় ফিবিয়া আসেন। রাণী কমতেশ্বরীব পত্রে মহীশূর যুদ্ধ অন্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে।

(৩৩)

১। নিবেদনিঞা—যাহার কাছে নিবেদন বা অভিযোগ করা চলে।

২। তলপ করিয়া—ডাকাইয়া।

৩। ঠাওরে—দেখা যায়।

(৩৪)

হ্যামিল্টন সাহেব *East India Gazetter* এর প্রথম খণ্ডের ২৪২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে ১৭৯১ সালে বিজনীর রাজা হরীন্দ্রনারায়ণ বা হরিদেবনারায়ণ (তাহার পিতৃব্য নাজির মহীন্দ্রনারায়ণের ষড়যন্ত্রে) নিহত হন। তাহার মৃত্যুর পর রাজ্যের

উত্তরাধিকার লইয়া যে গোলযোগ হয় এই পত্র তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। হ্যামিল্টন বলেন যে হরিদেবনারায়ণের মৃত্যুর পর দেবরাজাব অনুমোদনে মহীন্দ্রনারায়ণ বিজনীর রাজা হন। বিজনীর রাজা আংশিকভাবে ভুটানেব আধিপত্য স্বীকার করিতেন। গোয়ালপাড়া গেজেটিয়রের মতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দনাবায়ণেব পর তাহার ভ্রাতা (cousin) হরিদেব-নারায়ণ রাজা হন। তাহার পর বলিতনারাযণ বিজনীব বাজ্য লাভ করেন। ১৮৭০ সালের জুন মাসে বিজনীর নাবালক রাজার মাতা উপেশ্বরী দেবী (Upeshuree Dabee) গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দরখাস্ত করেন তৎসংলগ্ন বংশলতিকায় বলা হইয়াছে রাজা মুকুন্দ-নারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার সহোদব (own brother) হরিদেবনারায়ণ রাজা হন। তাহার মৃত্যুর পর মুকুন্দনাবায়ণের বিধবা রাণী কমতেশ্বরী বলিতনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তিনি পিতৃব্যের ত্যক্ত বাজ্য লাভ কবেন। ৫৬ নং ও ১৩৫ নং পত্রে এই বলিতনারায়ণ রাজার উল্লেখ আছে। সুতরাং এই পত্রেব বুধনাবাযণ কোন রাজার পুত্র, তাহার পিতার কোন দাসীপুত্র রাজা হইতে চেষ্টা কবিতেছিল, তাহা স্থিব করিতে পারি নাই।

১। বিরদ—বিরোধ।

(৩৬)

১। বাসন—এক প্রকাব নৌকা।

২। ঞীহো—ইনি।

৩। বারি—বাহির।

৪। বাজায়—বজায়, বাহাল।

৫। তেহো, তিহো—তিনি।

৬। টপায়া—টপকাইযা।

(৩৭)

করাশী—Currency ?

(৩৮)

১। চসম—(কসম ?) দিব্য।

২। অতিত—এক সম্প্রদায়েব ফকিব।

৩। বারি থাকিয়া—বাড়ী হইতে।

৪। বিসই—বিষয়।

(৩৯)

১। বস্তর—বৎসর।

২। বিগাড়—বিকার, ভেদ।

৩। বর করিয়া = বল করিয়া ?

৪। কৌসল, কৌশল } = কাউন্সিল।

(৪০)

বড়লাটের নিকট বড়বড়ুয়া ও চোলাধবা ফুকনের পত্র। ভূমিকায় এই অভিযোগের কথা আলোচনা করা হইয়াছে।

১। ওজাইয়া = উজাইয়া, উজান বাহিয়া, স্রোতের বিপরীত দিকে চলিয়া।

২। শুত্র = সূত্র।

৩। নিবিক্তে = নিমিত্ত।

৪। গ্রাক্রায় ভজি = আশ্রয় ভাজন ?

৫। খুয়া = খুড়া ?

৬। সএতে = সহিতে।

৭। ওভায়েত = উভয়তঃ।

৮। জায়াত = যাবৎ।

৯। উদযগী কিপার = কৃপার উদ্যোগী, অনুগ্রহ প্রার্থী ?

(৪২)

১। বাচিন্দা = বাসিন্দা।

২। চোট = ছোট।

(৪৩)

১। বিগাবে—নষ্ট করে, খারাপ করে।

২। গুযা পোবানিববা = সমসাময়িক সরকারী ইংরাজী অনুবাদে ভূঁইযা ভবানীপদ নাম পাওয়া যায়।

৩। বস = যথেষ্ট।

৪। সেবাই = সেওয়ায়।

৫। থির = স্থির।

৬। ওবাকিপ = ওয়াকিফ্, জ্ঞাত।

৭। পদাইব = লিপিকর প্রমাদ, পঠাইব = পাঠাইব।

৮। চফেদ = সফেদ = সাদা।

(৪৬)

এই চিঠি দুইখানি আসামের বড়ফুকন ও রাজা গৌরীনাথ সিংহ কুচবিহারের কমিশনর ক্রস সাহেবকে লিখিয়াছিলেন।

১। তাগিদ তাগিদ = তাড়াতাড়ি।

(৫১)

শোধাই = শোধ করিয়া।

(৫২)

নাঙ্গাতি = নারঙ্গি ? কমলালেবু ?

(৫৩)

চেটিয়া বড়ফুকনের পত্র।

১। পাচ = পাশ, নিকট।

২। খাপা = খাপ্পা, ক্রুদ্ধ।

৩। পবিণাতি = প্রপৌত্র।

৪। এড়িলাম = ত্যাগ কবিলাম, ছাড়িলাম।

৫। পিস্তি = পিষিয়া, পেষণ কবিয়া।

৬। কুনাবায়া = কোপাইয়া ? অস্ত্রাঘাত করিয়া ?

(৫৪)

আসামের রাজাব পত্র।

১। আবস্তক = অবশ্য। পূর্ব্ববঙ্গেব প্রচলিত ভাষায় এখনও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

(৫৫)

নদী পুবাটে = নদী ভরাট হওয়ায়, নদীতে চব পড়ায়।

(৫৬)

১। লাহা = লাক্ষা।

২। সাপাই = সিপাহী।

৩। দবরদস্তি = জবরদস্তি।

৪। পরদা = পযদা, লিপিকব প্রমাদ।

(৫৮)

১। কেলকটুর = কলেক্টর।

২। প্রকোত = প্রকৃত।

(৫৯)

আসামের রাজার পত্র।

১। আম্রারো = আমাদিগেরও।

২। স্থধারাই = স্থধারায়, উত্তমপ্রকারে।

৩। তেমত = সেইমত।

(৬০)

১। কমি উদয়—কম আদায়।

২। মনাকসার—মনোমালিন্যের।

(৬১)

১। কিস্তি—নৌকা।

২। হুকুম বাজাইব—আদেশ প্রতিপালন করিব।

৩। ছাব—ছাপ, মোহর বা সীলের চিহ্ন।

(৬৪)

১। রেবিন বোরতে—রেভেনিউ বোর্ডে।

২। সর্দাইনা=সদাই ?

(৬৫)

১। কুরুক=ক্রোক।

২। দন্ত—হস্তিদন্ত।

৩। পরবিসয়—পরওয়ারিশ হয়, প্রতিপালন হয়।

৪। দেও-অহিবা=দেওয়াইবা।

৫। লিখিবাম—লিখিব।

(৬৭)

গেদর—শৃগাল।

(৬৯)

রাঙ্গামাটির বরকন্দাজদিগের সর্দ্দার নিয়ামত খাঁ কুচবিহারের কমিশনরের নিক' এই পত্র লিখিয়াছে।

(৭০)

করইবাড়ীর জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ কাপ্তেন টমাস ওয়েলসকে এই পত্র লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা পত্রে তারিখ আছে, সালের উল্লেখ নাই। ইংরাজীতে লেখা আছে যে এই চিঠিখানি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ সরকারী দপ্তরে পৌছিয়াছে। কাপ্তেন ওয়েলস ইহার বহু পূর্ব্বেই ১৭৯৪ সালে আসাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সরকারী কাগজ-পত্রে দেখা যায় যে মহেন্দ্রনারায়ণ ১৭৯২ অথবা ১৭৯৩ সালে ভুটানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সুতরাং এই পত্র ১৭৯৯ সালের হইতে পারে না, সম্ভবতঃ ১৭৯৩ সালে এই পত্র লেখা হইয়া থাকিবে। করইবাড়ী পরগনার আয়তন ৩১৭ বর্গ মাইল। ১৮০৯

খৃষ্টাব্দে বাকী খাজানার দায়ে মহেন্দ্রনারায়ণের জমিদারী নিলাম হয় এবং কুচবিহারের দেওয়ান রমানাথ লাহিড়ী করইবাড়ী পরগনা খরিদ করেন।

(৭২)

১। গ্রামহা = গ্রাম সকল।

২। বদপেটী = যাহার ভিতরে বা পেটে গলদ বা ভুল আছে।

(৭৪)

১। নারা = নারারা আহোমদিগের নিকট জ্ঞাতি। হুকং উপত্যকায় তাহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল। পরে তাহারা পূর্ব্ব আসামে প্রবেশ করে এবং তথায় 'মৌ ও খামতিদিগের সহিত তাহাদের ক্রমশঃ মিশ্রণ হয়। নারারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং আদিম জাতিদিগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও সভ্য। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে নারাদিগের সহিত আহোমদিগের প্রথম সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে নারারাজ আহোমদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৭৯ সালে খামজঙ্গ হইতে আগত এক নারা দলপতি চুটিয়া ও মিশমিদিগের সাহায্যে সদিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহ করিয়াছিল। গৌরীনাথ সিংহ ও তাহার পরবর্ত্তী রাজাদিগের আমলে অন্যান্য আদিম জাতীয় লোকের ন্যায় নারারাও পুনরায় বিদ্রোহী হয়।

২। পদোকৌঞর = পদ্মকুমার, রাজা ব্রজনাথ সিংহের অপর নাম।

(৭৫)

১। গুবাহাটা = গৌহাটি।

২। পুরা হৈয়াছে = সম্পূর্ণ বা শেষ হইাছে, মরিয়াছে।

৩। দায়া = দয়া।

৪। রনা = পুরাতন (?) ঢিলা (?)

৫। বমে = বময়, সহিত।

৬। চরমজান = সরঞ্জাম।

৭। উজান ভাটী = পূর্ব্ব পশ্চিম, ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বিপরীত ও অনুকূল দিক।

৮। গুবালপারাই = গোয়ালপাড়ায়।

৯। বেরিলগা = শৃঙ্খলাবদ্ধ।

১০। দ্বারিয়া = দ্বারিয়া বড়ুয়া।

১১। যদ্বা = অথবা।

১২। কালাপ্রাপ্তি হোবা = পরলোকগত।

১৩। খদমতগারি দুইজন স্ত্রী = দাসী। উপরে কুমার ব্রজনাথ সিংহকে গোলাম বলা হইয়াছে। পরলোকগত রাজা গৌরীনাথ সিংহের বিধবা পত্নী রাণী কমলেশ্বরী দেবী

চিলমারিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকেই কি পলাতকা দাসী বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে ?

১৪। তরাই = ত্বরায়।

(৭৬)

পাথরকলা বন্দুক = ফ্লিন্টলক।

(৭৭)

১। লুক = লোক।

২। অনাহত = অকারণ।

৩। দেস্থ = দেশস্থ।

৪। কেওবের = কাহারও।

(৭৮)

১। প্রিওজন = প্রযোজন।

২। পুরবক = পূর্ব্বক।

৩। ভেটি = ভেট বা উপহার বাবদ অতিরিক্ত কর।

(৭৯)

১। পাইকারি করি = খুচরা বিক্রয় কবি।

২। কাবতিওালা সিপাই = কুর্ত্তিওয়ালা, uniform পরা সিপাহী।

৩। রসি = দড়ি।

৪। ফএর করাতে = ইংবাজী fire করাতে, আওয়াজ করাতে, গুলি কবাতে।

৫। দাইক = দায়ী, দেনাদার।

(৮০)

১। প্রকীর্ত্ত = প্রকৃত।

২। গোবয় = গবয়, মিথুন, আরণ্য গরু বিশেষ।

৩। জজ্ঞ = যোগ্য।

(৮১)

১। খোচাইয়াছি = জানাইয়াছি, স্মরণ করাইয়া দিয়াছি।

২। জেষ্ঠ পিত্রি = পিতাব জেষ্ঠ্য ভ্রাতা, জেষ্ঠতাত।

৩। দোখেপি = দুই খেপে, দুইবার।

৪। লেডিতে = লডাই করিতে।

৫। সাবসেষ = সম্পূর্ণ।

৬। সোমায়া = লুকাইয়া।

৭। ডাওরাই, ডাওডাই=কুক্কুটবর্গের ফেজেণ্ট (pheasant) জাতীয় পাখীর সাধারণ নাম। আসামে একাধিক ফেজেণ্ট এই নামে পরিচিত। কখনও কখনও ময়ূরকেও ডাওডাই বলা হয়। কিন্তু আসাম হইতে যে সকল ডাওডাই পাখী উপহার আসিত তাহা বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য কোন ফেজেণ্ট হওয়াই সম্ভব। স্টুয়ার্ট বেকার বলেন যে, আসামী ভাষায় Bhutan Peacock Pheasantএর (Polyplectron bicalcaratum bakeri) নাম ডেয়োডাহুক (Deyodahuk) বা ডেওডেরিক (Deoderick) কাছাড়ী ভাষায় ডাওডাইডিপ (Daodaidip)—*Fauna of the British India, Birds vol v* p291. উপহারের পাখী এই ময়ূর-ফেজেণ্ট হওয়াই সম্ভব।

(৮২)

এই পত্রের লেখক আসামের বুড়া গোহাঞি।

১। সিমা নাই=সীমানায়।

(৮৪)

১। মলঙ্গীয়ান তাফালিযান ও মাহেন্দাবান=মলঙ্গী, তাফাল ও মাহেন্দারের বহুবচণ। মলঙ্গী ও তাফাল=লবণ প্রস্তুতকারী, মাহেন্দার=চাকর।

২। পররিষ=পরবরিষ, প্রতিপালন।

৩। তালাপী=তত্ত্বাবধান।

৪। কারন নহে=কারণ নাই।

৫। অর্ত্ত=অর্থ।

৬। গোরগুষ্ঠী=আত্মীয় পরিজন।

৭। পূর্ন্ন=পুণ্য।

(৮৬

১। কৌচল=কাউন্সিল (Council)

২। সাখি=সাক্ষী।

৩। আচল=আসল।

৪। কাকত=কাগজ।

৫। লহনা=লগ্নি।

(৮৭)

১। ঝটীত=শীঘ্র।

২। পরির্চ্ছন্ন=পরিষ্কার।

(৮৮)

রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লেখা চিঠি।

১। মোহন্নতি = মহোন্নতি।

২। ফরিয়াদী = এখানে ফরিয়াদ = বিবাদ।

৩। এরিলো = পরিত্যাগ করিলাম।

(৮৯)

১। এহি দাবা = এই রকমে। ধাবা শব্দের অপভ্রংশ।

২। রফা = নিষ্পত্তি।

৩। চই = ছয়।

৪। খালাচ = খালাস, মুক্ত।

৫। অন্যাই = অন্যায।

(৯০)

১। জজ সাহেব = রঙ্গপুরের জজ।

২। রুট = বৌশ। লিপিকর প্রমাদ।

(৯৩)

১। দিব্য = দ্রব্য।

২। মরার্ম্মত = মেরামত।

৩। অক্যতা = ঐক্য।

৪। প্রস্থাপ = প্রস্তাব।

৫। উজার = অনাবাদ, বসতি ও চাষবিহীন।

৬। খেদিয়াছিল = দূর করিয়াছিল।

৭। জনাজাতে = প্রত্যেক জনের পৃথক উল্লেখ করিয়া।

(৯৪)

পায়মাল = (পারশী) নষ্ট, ধ্বংশ।

(৯৬)

১। ম্র্যাস = মিরাস।

২। ধোঁতা = যাহা বর্ষার সময় ধৌত হয় বা ডুবিয়া যায়।

৩। দেহা = গ্রাম।

৪। বিস = ১২ বিঘা ১৬ কাঠায় এক বিস।

কুচবিহারের প্রাচীন মাপ এইরূপ—

৫ বর্গ গজে	১ গণ্ডা
২০ গণ্ডায়	১ কালি
১৬ কালিতে	১ দোন
২০ দোনে	১ বিস

৫। সর্ম্মেক = সম্যক, সম্পূর্ণ।

৬। আওাসের = বাসের।

(৯৭)

করারনামা কয়খানি চুঁচুড়াব অস্থায়ী কমিশনব (Acting Commissioner) পাঠাইয়াছিলেন। সুতবাং তাহাব সহিতই দেওযাল তৈযাব কবিবাব চুক্তি হইযাছিল বলিযা মনে হয়।

(১০০)

১। মুলাগৎ = সাক্ষাৎ।

২। কারবারী লোক = যাহাবা কার্য্য কাববাব কবিত, সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচাবী।

(১০২)

উপস্বযে = উপস্বত্ত। আয়।

(১০৩)

১। কওসলে = কাউন্সিলে।

২। বিতিতেছে = লিপিকব প্রমাদ, ফিবিতেছে।

(১০৪)

এহি চান্দেব = বর্ত্তমান চান্দ্র মাসেব।

(১০৫)

১। কর্পোত = কুপাতে।

২। গাওা = সাক্ষী।

(১০৬)

আর্দ্দবধি = অদ্যাবধি।

(১১২)

১। জিলে জসরের বাসিন্দা = ১২৪ নং পত্রে এই ব্যক্তিকে চাপঘাট পরগনাব ভাঙ্গানিবাসী বলা হইয়াছে।

২। না রোকে = না বাধা দেয়।

এই পত্রের উত্তরে ১৮১১ সালের ২০শে এপ্রিলের পত্রে কাছাড়ের রাজার প্রথম প্রস্তাব (প্রয়োজন হইলে সৈন্য সাহায্যদানের প্রার্থনা) অস্বীকার করা হয়। জমি-সম্বন্ধীয় অভিযোগেব তদন্ত করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওযা হয। অস্ত্রশস্ত্র কিনিবাব অনুমতি এবং প্রার্থিত বাহাদাবি দেওয়া হইয়াছিল।

(১১৩)

১। লর্ম্বার—মেম্বর। বড লর্ম্বার—সিনীযর মেম্বর।

২। দোহপাটে=দুই রাজ্য।

৩। বিবিজ=খাবিজেব লিপিকব প্রমাদ? অথবা ইংরাজী breach এব অপভ্রংশ?

৪। গিরিআমল=গয়ের আমল, অন্যায দখল।

৫। মন নরানড়ি=মন কসাকসি, মনোমালিন্য।

৬। বাইতবেড়াত=রাতাবাতি।

(১১৬)

এই পত্রের তারিখ ৩০৩ বাজশক বৈশাখ, ইংরাজী ১৮১২-১৩ সালেব এপ্রিল—মে মাস। পাদরী টমাস ম্যানিং (Thomas Manning) ১৮১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রঙ্গপুর হইতে লাসা যাত্রা করেন এবং ১৮১২ সালের ১৯শে এপ্রিল লাসা হইতে রওনা হইয়া ৩রা জুন কাঁটালবাড়ি এবং ১০ই জুন কুচবিহারে পৌছান। বর্ত্তমান পত্র ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সরকাবেব দপ্তরে পৌছিয়াছিল। সুতরাং এই পত্রখানা পাদ্রী সাহেবের প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পবে লেখা। ম্যানিং সাহেব পারো হইয়া তিব্বত গিযাছিলেন, সুতরাং পত্রে যে পেলোব কথা বলা হইয়াছে তিনি পারোর শাসন কর্ত্তা। ম্যানিং তিব্বত ভ্রমণের কোন বিস্তৃত বিবরণ লেখেন নাই। তাহার সংক্ষিপ্ত রোজনামচায় পারো পেনলোর আতিথ্যের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ম্যানিং তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রারম্ভে একজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিযাছেন—I arrived at Cantalbary on Friday the 7th of September, 1811, and at Tazigong on Tuesday following; and left Tazigong on Friday morning, on what I call the 14th. Mr. Roy left me halfway to Cantalbary. (Markham—*Narrative of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa, p. 213*) ম্যানিংএর বিবরণ হইতে মিঃ রায়ের পরিচয পাইবার উপায় নাই। কাঁটালবাড়ি রঙ্গপুর হইতে ৬৩ মাইল উত্তরে। মিঃ রায় ম্যানিং সাহেবকে ভুটানের পথে অন্ততঃ ৩০ মাইল আগাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮১১—১২ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন জন ডিগবি এবং তাহার দেওয়ান ছিলেন রামমোহন রায়। ম্যানিংএর সঙ্গে

যে মিঃ রায় কাঁটালবাড়ির পথে গিযাছিলেন তিনি বামমোহন নহেন ত? জন ডিগবি ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরেব পত্রে লিখিযাছেন যে ভুটানেব কর্ম্মচারীদিগকে তিনি বেসরকারী ভাবে ম্যানিংকে সাহায্য করিবার জন্য অনুবোধ করিযাছিলেন। কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের নাম করেন নাই।

১। তোমার লোক বুলিয়া—ম্যানিং সাহেব বাঙ্গালা সরকারের প্রতিনিধিরূপে তিব্বত গমন করেন নাই, সাধারণ ভ্রমণকারী হিসাবে গিয়াছিলেন। সবকাব হইতে হয়ত তিনি পরিচয় পত্র বা সুপাবিশ চিঠি পাইযাছিলেন। ম্যানিং স্বযং এই জন্য বিশেষ বিবক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। I cannot help exclaiming, in my mind (as I often do), what fools the Company are to give me no commission, no authority, no instructions ......Fools, fools, fools, to neglect an opportunity they may never have again! (p 218)

২। পেনিয়া = লিপিকর প্রমাদ? ছিনিয়া?

৩। কমলি = কম্বল। তখন ভোট কম্বলেব বিশেষ আদব ছিল।

৪। রঙ্গপুরের সাহেব দেওন সহিত = জন ডিগবি ও রামমোহন রায।

(১১৭)

১। মুনসী বাহাতুব = পাবশীযান সেক্রেটরী?

২। চহি = সহি।

৩। প্রচান = প্রচলন, অথবা প্রচাব?

৪। দেওয়ানজী = চীফ সেক্রেটরী?

(১২১)

কাছাড়ের রাজভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্রেব পত্র।

(১২২)

নবীন গবর্ণর বাহাদুর = আর্ল অব মযরা, পবে মার্কুইস অব হেষ্টিংস।

(১২৩)

১। হর্দ্দো = হরদো, দুইজন।

২। বাজিবি = ন্যায্য।

৩। মৌত হৈয়াচে = মারা গিয়াছে।

৪। খামতি = বিখ্যাত শান বা ঠাই জাতির এক শাখা। ইরাবতী নদীব উৎপত্তি-স্থানের সন্নিহিত বরখামতি প্রদেশে ইহাদের আদি নিবাস। ইহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আসামে বসতি স্থাপন করিয়াছে। আসামে প্রবেশ করিয়া ইহারা প্রথম টেঙ্গাপানি নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে রাজা গৌরীনাথ সিংহের রাজত্ব কালে সমগ্র

দেশব্যাপী অরাজকতার সুযোগে খামতিরা সদিয়া প্রদেশ দখল করে এবং খামতিদিগের নায়ক সদিয়া খোয়াগোহাই উপাধি গ্রহণ করে। আসামের রাজা খামতি নায়ককে সদিয়ার শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আসামে ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তনের পরও খামতি সর্দ্দারের এই দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। খামতিরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধদেবের জন্ম ও নির্ব্বাণ তিথি তাহাদিগের প্রধান পর্ব্ব দিবস। এই দুই দিন নৃত্যের দ্বারা তাহারা বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোধানের কাহিনীর অভিনয় করে। খামতিরা অন্যান্য আদিম জাতি অপেক্ষা অধিক সভ্য ও শিক্ষিত। তাহারা মহিষচর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল ও তীক্ষ্ণধার "দাও" লইয়া যুদ্ধ করিত। ইংবাজদিগের সংস্পর্শে আসিবার পর খামতিদিগের মধ্যে বন্দুকেরও প্রচলন হইযাছে। ইহারা বাঁশের ভেলা নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ দক্ষ।

৫। মায়ামরিযা—মোয়ামারিযা। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬। ডাফলা—ইহারা আবরবর্গের পর্ব্বতীয় মিরিদিগের নিকট জ্ঞাতি। আসামেব লখিমপুর ও তেজপুর জিলায় সুন্দরী ও ভরোলী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ডাফলা-দিগের বাস। ইহাদিগের মধ্যে বহু পত্নী ও বহু পতি গ্রহণের উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। আসামে বসতি স্থাপন করিবার পর ডাফলাদিগের সহিত সমতলবাসী অন্যান্য জাতির সংমিশ্রণ হইযাছে। ডাফলারা নানাবিধ অপদেবতার পূজা করিয়া থাকে। তাহারা একজন সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে কিন্তু তাহার আরাধনা করে না। ডাফলাবা "বাঙ্গনি" বলিয়া নিজেদের পবিচয় দেয়। বাঙ্গনি শব্দের অর্থ মানুষ। বাদশাহ ঔরংজীবের আমলের একজন লেখক বলিযাছেন যে আহোম রাজারা কখনও ডাফলাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইহারা সন্নিহিত প্রদেশের প্রজা বা পাইকদিগের নিকট "পোসা" নামক কর আদায় করিত। প্রত্যেক দশটি পরিবাব হইতে ডাফলা সর্দ্দারেরা ১০টি গরু বা মহিষ, চারি সের লবণ, একখানা দাও, একখানা গামছা, একখানা ধুতি ও একখানা ডবলধুতি আদায় করিত। ইহাদিগের অত্যাচারে আসামের প্রজারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৭৪-৭৫ সাল পর্য্যন্ত ডাফলাদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ফৌজ পাঠাইতে হইয়াছে।

৭। মচম্মি—মিসমি বলিয়া বোধ হয় না। বিজনীর সীমান্ত ও মিসমি দেশের মধ্যে আকা, ডাফলা, খামতি, মিরি, আবর প্রভৃতি অন্যান্য বহু আদিম জাতির বাস।

(১২৪)

কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের পত্র।

(১২৫)

১। সাক্ষিআন—সাক্ষীর বহুবচন।

২। অপীক্ষা ছিল না—বিলম্ব ছিলনা।

(১২৭)

১। এলাকাদার = এলাকা = সম্বন্ধ, এলাকাদার = যাহার সম্বন্ধ আছে।

২। সরিক = অংশী, ঐ কার্য্যের সরিক—ঐ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট।

৩। বদলাতে = পরিবর্ত্তে = প্রতিশোধে।

৪। কেলষ্ট = ক্লিষ্ট।

(১২৮)

১। কুমেদান = ফরাসী "Commandant" শব্দের অপভ্রংশ। মারাঠী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়ও এই শব্দটি পাওয়া যায়।

২। কেল্টওর = কলেক্টর (জন ডিগবি)।

৩। নেকালিয়া = বাহির করিয়া, দূর করিয়া।

(১২৯)

কুচবিহারের কমিশনর নরম্যান ম্যাকলিয়ডের পত্র।

১। কাগজাত = কাগজ শব্দের বহুবচন।

২। ঠাহরিয়াছেন = স্থির করিয়াছেন।

৩। প্রকর্ত্ত = প্রকৃত।

৪। অমর্য্যতা = অমর্য্যাদা।

৫। প্রিকিতি = প্রকৃতি।

(১৩০)

১২৯ ও ১৩০ নং দুই খানি পত্রই কমিশনর ম্যাকলিয়ড কুচবিহারের রাজা হরেন্দ্র-নারায়ণকে লিখিয়াছেন।

১। জানিব লোক = পরিচিত লোক। যাহাদিগকে রূপন সিংহ জানে।

(১৩১)

১। সাহেবান সদর ও সাহেবান জিলা—সদরের ও জিলার সাহেবেরা।

২। প্রতুকর্ত্তা = লিপিকর প্রমাদ। প্রতুলকর্ত্তা।

৩। জেহেলখার = জেলখানার।

(১৩২)

১৩১ নং ও ১৩২ নং পত্র হরেন্দ্রনারায়ণের উত্তর।

১। বাচাইসের কারণ = রক্ষা পাইবার জন্য।

২। একতারা = ইংরাজী Act শব্দের অপভ্রংশ ?

(১৩৪)

১। দরি—নূতন। কুচবিহারের পত্রে দরিমোহর দ্রষ্টব্য। ১৩৯ পত্রে—আপনেহ দরি রঙ্গপুর মোকামে আশীয়াছেন।

২। পাটত—পাটে, সিংহাসনে। নূতন দেবরাজার নির্ব্বাচনের কথা বলা হইয়াছে।

৩। শুভা বদল—স্থবার পরিবর্ত্তে।

৪। এথাহুনে—এখান হইতে। পূর্ব্ববঙ্গেব কোন কোন জায়গায় এখনও "পঞ্চমীতে" হুন বা হন প্রত্যয় হয়। মারাঠীতেও অনুরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

৫। প্রযন্ত—পর্য্যন্ত।

৬। যনুগ্র—অনুগ্রহ।

(১৩৫)

দেবরাজার পত্র।

১। একটিঙ্গ গববনর জানেবল—এই চিঠি ৩০৫ সালেব ফাল্গুনে ইংরেজী ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লেখা। তখন আর্ল অব ময়রা বড়লাট। কেহ অস্থায়ী বড়লাট ছিলেন না। বডলাটের কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতির সময়ে তাহাব মনোনীত ভাইস প্রেসিডেণ্ট (Vice President of the Council of the Governor-General and Deputy Governor of Fort William) কাউন্সিলের অধ্যক্ষতা করিতেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী ও নভেম্বর মাসে স্যার জি, নুজেণ্ট (Sir G. Nugent. Bart K. C. B) কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছিলেন। দেবরাজা বোধ হয় তাহাকেই একটিঙ্গ গবরনর জানেরল বলিয়াছেন।

২। পূর্ব্বহনে—পূর্ব্ব হইতে।

৩। ত্ররটী—ত্রুটী।

৪। চিরতকাল হনে—চিরকাল হইতে।

৫। মোট—মঠ।

৬। বনাইতে—বানাইতে, প্রস্তুত করিতে।

৭। কাঠা—জমির পরিমাণ সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র ?

৮। বির্দ্ধে—বিধে, রকমে।

(১৩৬)

নরম্যাম ম্যাকলিয়ডের পত্র।

১। দাড়া—রীতি (অন্যত্র দারা)।

(১৩৭)

মণিপুরের চৌরজিত সিংহের পত্র।

১। মোঙ্গবু রাজা—ব্রহ্মের রাজা। ব্রহ্মের শেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলংপায়ার জন্মস্থান ও রাজধানী শোয়েবো (Shwebo) নগরের প্রাচীন নাম মোকসোবমিয়ো (Moksobomiyo)র মণিপুরী অপভ্রংশ। অথবা শোয়েবোর সমীপবর্ত্তী মু নদীর যোগে মুশোয়েবো ?

২। পাঠাইতেছি—পাঠাইতেছে।

৩। ভদ্রসিংহকে পাঠাইলাম—এখানে ইংরাজী ও পারশী অনুবাদের সহিত বাঙ্গালা পত্রের ঐক্য নাই। পারশী ও ইংরাজী অনুবাদে লেখা আছে—ভদ্র সিংহকে পাঠাইব বলিয়া চারি পাঁচ দিন ভাবিতেছিলাম। হয়ত মণিপুরের রাজার পত্রলেখক তাহার বক্তব্য বাঙ্গালা ভাষায় ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই।

৪। পেগুলোক—ব্রহ্মদেশের লোক।

৫। মন্দানুক্রমে—মন্দভাগ্যে।

৬। নাগা কুকি—আসামের লখিমপুর ও নওগাঁ জিলা হইতে মণিপুর ও কাছাড় পর্য্যন্ত নাগাদিগের বাস। নাগারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে আঙ্গমী নাগারাই সমধিক পরাক্রান্ত। কুকিরা কাছাড়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে। রাজা গোবিন্দচন্দ্র তুলারাম সেনাপতির সহিত যুদ্ধে কুকিদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুকিরা যাযাবর, বেশীদিন এক জায়গায় থাকে না। মণিপুরীদিগের সহিত নাগা ও কুকিদিগের জাতি হিসাবে নিকট সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু মণিপুরীরা হিন্দু, নাগা ও কুকিদিগের ধর্ম্মমত স্বতন্ত্র ও আদিম ধরণের।

(১৩৮)

বকসাদুয়ারের সুবার পত্র।

১। লিখিবার জুযানা—লেখা যায় না।

২। স্পষ্ট কহিবার না লাগে—প্রকাশ করা উচিত নয়।

৩। নযপালের—নেপালের।

(১৩৯)

দেবরাজার পত্র।

১। গেলোসকল—পেঁলো বা পেনলো সকল।

২। দুই রকম—দুইবার।

৩। পুরে নাহী—পূর্ণ হয় নাই।

৪। তাগীদ—ত্বরিত।

৫। তোমার উকীল—কৃষ্ণকান্ত বসু ও রামমোহন রায়।

৬। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ডিগবি সাহেবের তদন্ত সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য মনে হয় না। ঐ বৎসরের ২০শে সেপ্টেম্বর জন ডিগবি রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটরী জর্জ্জ ডডস্‌ওয়েলের (George Dowdeswell) নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তদন্তের সময় দেবরাজার দূত ও চামর্চীর সুবার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। (I have visited the Northern Frontier of Cooch Behar, where I met with the envoys of the Debrajah and the Muktars of the Soobah of Chamarchee, whose witnesses I particularly examined on the subject of the land, disputed by their chief and the Rajah of Cooch Behar.)

৭। শেষ পত্রখানি রঙ্গপুরের জজ সুপ্রসিদ্ধ ডেভিড স্কটের লেখা।

৮। দলিলাত—দলিলের বহুবচন।

৯। জরদ—পীত।

১০। শোবক—লোহিত।

১১। উকিলান—উকিলের বহুবচন। এখানে বহুবচনের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্কট তাহার ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের ইংরাজী পত্রে একজন উকিলের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু এখানে একাধিক উকিলের কথা বলা হইয়াছে।

(১৪০)

অনেকেরই ধারণা ছিল যে কৃষ্ণকান্ত বসু (কৃষ্ণকান্ত বসু সম্বন্ধে যে ধারণা সাধারণে প্রচলিত ছিল তাহার সহযোগী রামমোহনের সম্বন্ধেও সেই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক) বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন পেম্বার্টন লিখিয়াছেন—No better proof can be given of the extreme ignorance which existed on the subject of the countries to which this agent was deputed than the allusion made to it in Hamilton's East India Gazetteer, founded upon official documents. Kishenkant Bose is there said "to have been deputed to *Lassa* by the Bengal Goverment, to negotiate some boundary arrangements with the *Deb Raja* but could not get any further than Bootan, where be remained above a year." (Pemberton's *Report on Bootan*. p 9.)

১। রাঙ্গা।—রঞ্জন পদার্থ। বোগল সাহেব লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালা দেশ হইতে ভুটানীরা রঞ্জন পদার্থ (dyestuff) ক্রয় করিত। ১নং পত্রের দ্রব্য তালিকার মধ্যে নীলের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

(১৪০ ক)

এই পত্রে বুড়াগোহাঞি পূর্ণানন্দের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সকল সত্য নহে। তিনি গৌরীনাথ সিংহের মৃত্যুর পর বড়বড়ুয়া ও তাহার দলের কয়েক জনকে হত্যা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু গৌরীনাথ ও কমলেশ্বরকে বিষ প্রয়োগ করিবার অভিযোগের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাণী কমলেশ্বরীও ১০১নং পত্রে বুড়াগোহাঞি রাজা গৌরীনাথকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। সাধারণের মধ্যে এরূপ জনরব প্রচলিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বরং সেই অনিশ্চয়তার যুগে রাজার মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বাভাবিক সন্দেহের মূলেও সর্ব্বদা সত্যের লেশমাত্রও না থাকিতে পারে।

১। ঐসরি—ঐশ্বরিক? দৈব?

২। কত্তৃর্ত্ত—কর্তৃত্ব—আসামেও কি "ঋ" কারের এইরূপ উচ্চারণ হইত?

৩। কার্য্যকারক—কর্ম্মচারী।

৪। সলাকারক—পরামর্শদাতা।

৫। চন্দ্রকান্ত বড়ফুকনকে অসমিয়া ভাষায় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে রাজা পলাতক বড়ফুকন বদনচন্দ্রের সহিত পূর্ণানন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

৬। চারিঙ্গিয়া দেবতাক—সারিঙ্গ রাজা।

(১৪১)

সয্য—সজ্জা।

(১৪২)

প্রথম পত্রখানি একচক্রা কাজি ও দ্বিতীয় পত্রখানি মেজর ল্যাটারের (Latter) উদ্দেশে লিখিত। পত্রলেখক বোধ হয় সিকিমের রাজার কোন দূত।

(১৪৩)

কুচবিহারের দেওয়ান দেওর পত্র।

১। শুরাক—সন্ধান।

২। জমিনহায়—জমির বহুবচন।

৩। সত্তা এবং মিথা—সত্য ও মিথ্যা।

৪। মুড়ি—সুরা বিক্রয়কারী।

৫। ভণ্ডুর—ভণ্ডুল, নষ্ট।

৬। উদ্দতো—উদ্যত।

৭। শেয়োক্তে—সে সময়।

৮। লাঘব—অপমান।

৯। গ্রহ কবিবেন না—গ্রাহ্য করিবেন না? মনোযোগ করিবেন না

১০। লিখাত—লেখায়, লেখাতে।

(১৪৪)

বঙ্গপুবেব ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের পত্র।

(১৪৫)

১৪৫, ১৪৬ ও ১৪৭ নং পত্রের লেখক লোকনাথ গুহ, নীলকান্ত গুহ ও কাশিনাথ গুহ। বেসরকারী ও ব্যক্তিগত পত্র সরকারী দপ্তরে কি প্রকারে আসিল বুঝা যাইতেছে না। তৃতীয় (১৪৭ নং) পত্রের ঠিকানা রঙ্গপুরে লাহিড়ী মহাশয়ের বাসা, কুচবিহারের রাজসরকারের লাহিড়ী মহাশয়ের বাসা হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ দরবার সম্বন্ধীয় খবরের জন্য পত্রলেখক উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দরবার কুচবিহারের রাজদরবার হইতে পারে। তাহা হইলে শ্রীমান গুরুপ্রসাদ গুহ ও দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় অভিন্ন ব্যক্তি হইবার সম্ভাবনা। কোন বৎসরের পত্র জানিতে পারিলে এই অনুমান কতদূর বিচারসহ বুঝিতে পারা যাইত। আমাদের অনুমান ঠিক হইলে ১৪৫ নং পত্রের নবাব সাহেব মুর্শিদাবাদ হইতে আগত নবাব সাহেবজান ব্যতীত অপর কেহ নহেন। ইনি রাজা হরেন্দ্রনারায়ণেব নিকট মাসিক বৃত্তি পাইতেন এবং কখনও কখনও তাহার সহচবরূপে কুচবিহারে বাস করিতেন। দেওয়ান গুরুপ্রসাদ ও ১৪৭ নং পত্রের গুরুপ্রসাদ অভিন্ন ব্যক্তি হইলে, অপর তিনজন গুহ তাহারই আত্মীয়।

(১৪৬)

১। এই পত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে সেকালেও পশ্চিম হইতে আগত সিপাহীরা এখনকার দারোয়ানদিগের মত টাকা লগ্নি করিত।

২। এই পত্রে নীলকান্ত গুহকে গুহরায় লেখা হইয়াছে। ইহা আমাদেব উপরি লিখিত অনুমানের পোষকতা করে।

(১৪৮)

১। বহ্নি—বই, ব্যতীত।

২। সময় গ্রহস্ত হইয়া—দুঃসময়গ্রস্ত হইয়া, দুঃসময়ে পড়িয়া।

(১৪৯)

১। ষভিতা—স্থবিধা।

২। চরবরাহ—সরবরাহ।

৩। তচরপ—তসরূপ।

৪। চলাতে—সলাতে, পরামর্শে।

(১৫১)

১। কত্তা—কথা।

এই পত্রখানা ভুটানের পক্ষ হইতে (বোধ হয় বক্সাদুয়াবেব সুবা) কুচবিহারেব মহারাজাকে লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

(১৫২)

প্রথম ও তৃতীয় পত্র কুচবিহারেব মহাবাজাব বলিয়া প্রচাব কবা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পত্র বক্সাদুয়ারের সুবার উপরস্থ কোন বাজপুরুষের (পাবো পেনলো অথবা দেবাবাজা?) লেখা।

১। আবসক—(আবশ্যক)—অবশ্য।

২। নিকালীয়া দেএ নাঞ্জী—বাহিব কবিয়া দেয় নাই।

৩। সকতাযী কবাতে—চাপ দেওয়াতে। জোর কবিয়া বলাতে।

৪। স্পষ্টের কথা নয়—প্রকাশের যোগ্য বিষয় নহে।

(১৫৩)

পরগণাজাত—পরগনাব বহুবচন।

(১৫৪)

১। ফাড়ীর দেশ—গিরিপথ?

২। চাচু—তুর্কীস্থানের চাচ নগব তীবধনুকের জন্য বিখ্যাত। চাচেব লোক অর্থে চাচু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে,‘উত্তম তীরন্দাজ অর্থে?

৩। লড়ুক—লড়াই কবিতে অভ্যস্ত।

(১৫৫)

১। ছোট কাছুয়া—যোগেন্দ্রনারায়ণ—। রাজবংশীয় ছোট শিশুদিগের আদরের ডাক। নেপালী কাঞ্চা শব্দের সদৃশ।

২। হালুয়া—হালিয়া, কৃষক, যে চাষের কাজ করে।

(১৫৬)

রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পত্র।

১। ষধরিয়া—শোধ করিয়া।

(১৫৮)

কৃষ্ণচন্দ্র নাবায়ণেব পত্র।

১। কি জন্যে—এখানে "কোন কারণে" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১৫৯)

১। বেজায়—অতিরিক্ত, বেজায জানিযা—অতিরিক্ত মনে করিযা।

২। হস্তকিত—চকিত। হস্তকিত হইয়া—চকিত হইয়া। তৎক্ষণাৎ।

৩। সারঙ্গা—এক প্রকার নৌকা।

৪। বরশা সময়ে—বর্ষাকালে।

৫। দেষ্ঠে—দৃষ্টে।

(১৬১)

ব্রহ্মার লোক—ব্রহ্মেব লোক।

(১৬২)

মণিপুবের মাবজিত সিংহ কর্ত্তৃক শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লিখিত পত্র।

১। সন্দেশ—উপহার।

২। জ্ঞানী হবেক—জানিবেন, জ্ঞাত হইবেন।

৩। কাপতান সাহেব—কাপ্তেন ডেভিডসন।

(১৬৩)

১। মনোজন্য—মনোক্ষুণ্ণ।

২। চৌরজিত স্বযং কলিকাতা গমন করেন নাই।

৩। গম্ভির সিংহ—চৌরজিত ও মারজিতের ভ্রাতা, পরে মনিপুরের রাজা হইয়াছিলেন। ১৬৬নং পত্রে গম্ভীর সিংহ সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্র লিখিয়াছেন—শ্রীচৌরজিত সিংহ উহান ভ্রাতা আমার চাকর গম্ভীর সিংহ।

(১৬৭)

১। গারদ—ইংরাজী Guard।

২। মান—শান ভাষায় ব্রহ্ম দেশের নাম মান (Man), আহোমেরা ও মণিপুরীরাও ব্রহ্মের লোকদিগকে মান বলিত। এখনও আসামে ব্রহ্মের উৎপাতকে মানের উপদ্রব বলা হয়।

৩। আটক—বাধা।

৪। বাটিবা—ভাটি (?) পশ্চিমদিকে? বুড়া গোহাঞি বাংলা দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন।

(১৬৮)

প্রদাক্ত—লিপিকর প্রমাদ (?) প্রযুক্ত হয়, যোগ্য হয়, উপযুক্ত হয়।

(১৬৯)

১। অতুর—আতুর।

২। মুরদারফরাস—যে শব বহে ও পোড়ায়, অবনত জাতি বিশেষ।

৩। কলিকাতার বাসস্থ—কলিকাতার বাসিন্দা।

৪। জিকিরমত—কথামত, উল্লেখমত।

৫। মহাজনান—মহাজনের বহুবচন।

৬। মাথট্ট—মাথা পিছু চাঁদা।

৭। পায়া—পদ।

৮। সুখতপত্তি—সুখোৎপত্তি।

শুদ্ধিপত্র

ভূমিকাব পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২০	বাজছত্র	মাথায রাজছত্র
১০	৫	অল্পকাল পবেই ১৭৭৫	কযেক বৎসব পবে ১৭৮০
১১	৪	১৭৮০	১৭৮৩
২১	৩	সর্ট সাহেবকে	লাট সাহেবকে
২৩	১১	নাজিব দেও	নাজির দেওর
৪৬	৩	দেওয়	দেওয়া
৪৭	২২	তিটিন হাট	তিনটি হাট
৪৯	১৩	১৮২৫	১৮১৫
৫৭	১২	বড়য়াকে	বড়ুয়াকে
„	১৭	বড়য়াব	বড়ুয়ার
৫৮	১৪	বড়যা	বড়ুযা
৫৯	২	কান্দার	কাণ্ডাব
৬২	২৪	মাঞ্জিষ্ঠা	মঞ্জিষ্ঠা
৬৮	১২	শক্রব	জ্ঞাতি শক্রব
৬৯	৪	উদ্দি	উদ্দি
পত্রের পৃষ্ঠা।			
১	৬	সাবব	সাবব
২	৪	ইসবাত	ইসবাত
৪	৪	শক্রু	শত্রু
„	৭	সমরাজটবরি	সমবাডেবৈবি
„	১৪	সমরাজৈ-ববি	„
৫	৪	যলতাননা	যলতানন
„	৬	সমরাজটবরি	সমরাডেবৈবি
„	১৪	সমরাজৈরি	„
৬	২১	কিয়ার	কিয়া
১২	৪	আশুদসাব	আপ্তদসার
„	৭	মেখড়োব	মেখডোর

পত্রের পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	৩	প্রাতাপ	প্রতাপ
„	৪	গোলেস্তাজন্বেন	গোলেস্তাজন্বয়েন
„	১১	থসলহত	মসলত
১৫	৪	বীবেন্দ্রনারাযণ	বীরেন্দ্রনারাযণ
১৫	২৭	জুন্বেন	জন্বেন
৩৩	১৯	মত্তাসান	মত্তামান
৩৪	৬-৭	তত্বল্বীনামা	তছল্বীনামা
৩৫	১	মত্তাসান	মত্তামান
৩৭	২১	দানিয়ান রোস	দানিযাল বোস
৪৪	৭	কুনাবিনের	কুলবিলেব
„	২৬	মহশীন	মহশীল
৪৬	১৩	বিডা	বিড়া ·
৪৭	১৮	মঙ্গলিথাকে	মঙ্গলি খাঁকে
৪৮	৩	মহশীন	মহশীল
৫১	২	ওাজবরন	ওাজবন
৫৪	২৫	মে	সে
৫৭	১৭	হেরানদার	হেবালদাব
৫৮	২০	স্থকেদ	মুফেদ
৫৯	১০	জারাতে	জাবাতে
৬০	২৮	„	„
৬৫	৬	তাসঙ্গে	তা সঙ্গে
৬৭	৯	করিয়াছি	করিয়াছে
„	১৭	পরদা	পয়দা
৭০	১৪	১৪৬০	১৪৫০
৭১	১৩	বোবাটর	বোরাটব
„	১৫	বোবাট	বোবাট
„	২০	„	„
„	২৩	নাকালাম	মাকালাম
„	২৫	ফরমারবরদাব	ফরমাবরদার
৭২	১৯	মাহার্থ্যদ খাঁ	মাহমুদ খাঁ
„	২৭	অর্থথ	অর্ম্বথ
৭৩	১১	বিষেশ্বর	ধিরেশ্বর
৭৫	৪	কতার্থীজন	কৃতার্থীজন

পত্রের পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৫	৬	স্তাব দেষ	স্তাবদেষ
„	৭	নেঙ্গী	লেঙ্গী
„	„	ওঁন	উলিস
„	৮	গরনিকু	গবদিস
„	৯	দণ্ড	দস্ত
„	১৪	মুলকেব	মলুকের
„	১৬	মেহেরবানি	মেহ্‌েরমানি
„	১৮	জাতায়াতে	যাতায়াতে
৭৮	৫	কাবেজ	কাবেজ
৮৪	১৩	তারা কাপতান	ডারা কাপতান
„	১৬	লেঢাই	লেঢ়াই
৮৭	৩	মতালিব	মতালিক
„	৯	সেত্তায়	সেওায
„	১১	অঞ্জান	অজ্ঞান
৮৮	২৩	মত্র	মএ
৯০	২৩-৪	ইতিম্যেম	ইতিমধ্যে
৯৩	২২	মাবা	মারা
৯৬	১৪	ফিস ও	ফি সও
„	২১	চাম্পান	চাম্পীন
৯৭	২	তওয়াদ	তওয়াজ
৯৯	৭	অচেল	আচল
১০১	৯	কচায়ন	কচায়ল
১০২	১৭	বলোদস্তী	বালাদস্তী
„	১৮	তাকাতে	তাবতে
„	৩০	পাঠাইআছে	পঠাইআছে
১০৫	১৬	কীহো	কীছো
১০৬	২০	দব	দিব
১০৯	৭	অত হেও	অত হেতু
„	১০	দেত্তাইবেন	দেওাইবেন
১১০	১২	কারপুর	কানপুর
১১২	২৫	দখন	দখল
১১৩	৪	জ্বিরকা	জ্বিবকা

পত্রের পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৪	১১	একত্ত্যায়	একত্ত্যার
১১৮	১৩	ময় দোওযান	ময় দোওয়াল
„	১৬	„	„
১২০	১০	মিণ্ট	মিণ্ট
১৪৩	২৪	সত্র	সত্রু •
১৪৫	২৬	ভূপতিঃ	ভূপতেঃ
১৪৬	৭	রাজিরি	বাজিবি
„	১৭	„	„
১৪৯	১৭	আলিযানে	আলিসান
১৫৪	১৪	সবকাবে	সবকারে
১৬০	২২	ইয়াছে	জাহের হইযাছে
১৭০	১৬	কত্তর্ত্ত	কত্তুর্ত্ত
১৭২	৫	আাহবি	আহিবি
১৭৬	১১	দস্তের জাঞে	দস্তে বজাঞে
১৯২	২৮	বরকন্দা লোকর	বরকন্দাজ লোকের
২০০	৭	কলিকাত্ত	কলিকাত্তা
২০৭	১৭	রাঙ্গালায়	বাঙ্গালায়
২১২	৩৩	চাক	চাকর
২৩৪	১১	সম্ববতঃ	সম্ভবতঃ
২৩৫	৯	যুগী ঘোপায়	যুগী-ঘোপায়
২৪৫	১৬	গুডল্যাডে	গুডল্যাড
২৫৩	১৬	হইাছে	হইয়াছে

নির্ঘণ্ট

(সংখ্যাগুলি পত্রের পৃষ্ঠা-জ্ঞাপক)

অ

আ

ই

উ

ঊ

এ

ও

ক

ছ

জ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

থ

দ

ধ

ভ

ম

ল

শ

ষ

স

PART II

EDITOR'S NOTE

Two years back the Government of India were pleased to authorize their Keeper of Records to publish the records in oriental languages in his custody through private agencies. The Calcutta University very kindly agreed to publish a volume of Bengali records and the present selection is the result. The original text has been printed in full but as the script and the language are somewhat archaic and out of date the transcription and printing took more time than was at first anticipated. While the original text has been fully annotated it was felt that minor details could be safely omitted from the English synopses. The English introduction has also been limited to a bare narrative of the events to which these records refer. In the Bengali introduction, however, all controversial points have been discussed in some details. It is hoped that the brevity of the English introduction will cause no real inconvenience to the readers conversant in the English language as in all cases of doubt he can refer to the published and unpublished sources, both primary and secondary, mentioned in the bibliography. Notes, biographical and geographical, have been mostly copied verbatim from published works. In a few cases, however, the language has been slightly altered.

INTRODUCTION

British expansion beyond the eastern limits of Bengal was inconceivably slow. The indigenous states in that region suffered from chronic anarchy and disorder and relied on the new rulers of Bengal for protection and support. Unfortunately they had no definite policy or consistent plan. Warren Hastings did indeed enter into an alliance with Cooch Behar and sent a British force into unknown Bhutan. Cornwallis promptly came to the rescue of his Ahom neighbour and Captain Welsh sailed up the Brahmaputra to restore peace and order in Assam, another *terra incognita.* But Shore reversed his predecessors' policy and Welsh had to retrace his steps when success was within his grasp. Mornington and Moira preferred to watch and wait when the North-eastern states were going to rack and ruin and the Burmese stepped in as the British stepped out. The result was unrelieved misery for the unfortunate people of Manipur, Cachar and Assam: the Brahmaputra valley was converted into a veritable vale of tears. The Bengali letters, calendared here, throw a flood of lurid light on that dark period of woe and troubles, blood and fire, death and desolation.

The first of the eastern states to accept British hegemony was Cooch Behar. The early Koch kings had carried their arms far and wide but the state gradually exhausted its strength in family feuds and internecine strifes until the ruthless hillmen of Bhutan came down and established some vague and indefinite suzerainty over the hapless principality. Their claims were meekly accepted until 1772 when the Nazir Deo of Cooch Behar installed a minor king of his own choice without any reference to the Bhutan court. In 1770 the Bhotias had carried off Dhairyendra Narayan, the reigning prince, and Surendra Narayan, the hereditary Dewan Deo, a minister of royal descent, to Bhutan and placed a brother of the deposed prince on the vacant throne. The new king did not survive more than two years and although he had been accepted without any protest or opposition by the nobles of Cooch Behar, when he died the Nazir Deo asserted what he claimed to be his traditional right of settling the succession. The choice fell upon the minor son of the captive king but the Bhotias were not prepared to put up with this slight. Before long they reappeared on the scene and the Nazir Deo, Khagendra Narayan, fled to Balarampur, his ancestral seat, with the boy raja and the queen mother. From there he opened negotiations with Mr Purling of Rangpur and a treaty was soon concluded by which the East India Company undertook to clear the Raja's country of his enemies in lieu of an

annual tribute not exceeding one moiety of the entire revenue of Cooch Behar. The Raja acknowledged the suzerainty of the East India Company and promised to bear all the expenses of the expeditionary force. The principality was to be annexed to the province of Bengal when peace was restored. A British force under Captain Jones chased the hillmen out of Cooch Behar, pursued them into their native hills, captured fort Darling, the Dalimkot of our letters, and the Tashi Lama of Tibet interceded in their favour and apologised for their misdeeds. A treaty was concluded in 1774, the terms granted were exceptionally liberal and Bhutan made some territorial accessions, as was subsequently discovered, at the expense of Cooch Behar. The Raja and the Dewan returned home and the annual tribute of Cooch Behar was assessed at a lakh of *Narayani* rupees, equivalent to Rs. 67,700-14-5 in the Company's currency.

Unhappily the elimination of the Bhotia menace did not mean peace and tranquility for Cooch Behar. Old feuds were revived and old jealousies once more came to life. In 1780 the boy king passed away and Dhairyendra Narayan became Raja for a second time. At best a week-kneed mediocrity, he returned from Bhutan a completely broken man. The hardships of the prison life had seriously impaired his reason and he left the administration to his masterful spouse, Rani Kamateswari, and her infamous confident, Sarbananda Gosain, the family preceptor. Popular belief attributed the Raja's imbecility to the machinations of the Rani and the Gosain, and the Nazir Deo felt naturally aggrieved. There was a long-standing feud between his branch and the ruling line of the royal family. Mahi Narayan, the first Nazir Deo of royal blood, from whom both the Raja and the Nazir traced their descent, had made a bold but unsuccessful bid for the throne. Shanta Narayan, one of his successors, played the kingmaker and appropriated to his share more than 9/16 of the revenues of the state, apparently for the maintenance of the army and the defence of the country. As the Raja's authority declined the Nazir waxed stronger and whenever a suitable opportunity occurred he tried to secure the throne for a scion of his own family. Thus when the boy king Debendra Narayan was decapitated by a Brahmin assassin, Rudra Narayan, the sixth Nazir Deo, made a serious effort to place his nephew Khagendra Narayan on the throne. He might have succeeded but for the strong opposition of the Dewan Deo, the next of kin to the murdered Raja. Dhairyendra who eventually ascended the throne was by no means the seniormost male member of the eldest branch of the ruling dynasty. The Nazir Deo, Khagendra Narayan, was "the original projector as well as the negotiator of the late treaty" and when he found that he had been quietly relegated to the background by the Rani and the Gosain he began to gather round him all the discontented elements in Cooch Behar. Both the factions were well represented at

Calcutta and Rangpur and their *vakils* made it their business to enlist for their principals the sympathy and support of the Collector of Rangpur to whose immediate care the Cooch Behar affairs had naturally been entrusted. The Collectors were not always well-informed about the actual state of things and their interference did more harm than good to the state.

In 1783 Dhairyendra died. The deceased Raja was a puppet in the hands of his queen and although Rani Kamateswari was not the mother of his successor, Dhairyendra Narayan left the administration of the state and the guardianship of the minor king entirely to her care by his last will and testament. The genuineness of his document need not be questioned. But Richard Goodlad placed Khagendra Narayan in charge of the state and Sarbananda Gosain was thrown into prison with Kashikanta Lahiri, one of his partisans, when they refused to hand over the papers of the state to the Nazir Deo. He did not treat the widowed Rani with the respect and courtesy which was her due and he conferred the title of *Yuvaraja* or heir apparent on his own son. This was an act of unwarranted folly because even in the event of the boy king's death the Nazir's son could not claim the throne in supercession of the superior titles of another prince. But Khagendra Narayan never struck coins in his own name nor did he usurp the other prerogatives of royalty. On ceremonial occasions he used to sit on the cushion of state with the infant Raja in his arms, a practice for which there was no lack of precedents. In any case the Nazir Deo's triumph proved short lived. He was a blunt soldier and no match for the wily Gosain in a diplomatic contest and political intrigue. In 1784 Sarbananda and Kashikanta secured their release, the Rani's faction enlisted the support of Peter Moore, Collector of Rangpur, and the Nazir Deo was ousted from power. Khagendra Narayan was placed under arrest and imprisoned in a godown with Shyam Chandra Ray, his chief adviser. Subsequently he was set at liberty but all his estates were sequestrated and he had to go in exile for four years.

The fall of the Nazir did not bring peace to the country. The Rani and her confederates had only one end in view, they wanted to make hay while the sun shone. In their greed for land they alienated many people, high and low, and the "harassed and oppressed" ryots, to quote an official report, left the country in large number. Even the boy Raja's personal estates were not safe in the hands of his step-mother. As Mr Douglas tells us, the Maharani possessed herself of the whole of the Raja's private lands in Behar. Sarbananda and Kashikanta did not lag behind the Rani and appropriated, with her approval, the *jagirs* and *devottara* lands of the Nazir for their own benefit. Nor did they spare other nobles and dignitaries of the state. The tyranny and selfishness of the Rani caused wide spread discontent.

The Raja's own uncle, if the evidence of the opposite party is to be credited, his own mother and grandmother made common cause with the Nazir Deo's aunt and brother, and the Raja and the Rani were forcibly carried off to Balarampur. It is not difficult to guess what treatment was meted to Kamateswari there although there is hardly any evidence that her life was at any time in serious danger. Her intimacy with the Gosain, it was alleged by Nazir Deo's aunt, had apparently given offence to the deceased king's brother and mother and they wanted to remove Sarbananda from power. The Gosain, however, found a friend in the Collector of Rangpur and the boy Raja and Rani Kamateswari were rescued by Captain Rotton. Most of the leaders of the late conspiracy were arrested and sent to Rangpur. But when the Rani and her party were gloating over the discomfiture of their rivals, events took a dramatic turn. Technically the conspirators had been guilty of high treason but the revolt of 1787 brought the misdeeds of the Gosain and his colleagues to the notice of the Governor-General and his Council. It was obvious that the conspirators had the tacit sympathy, if not the active support, of some of the principal nobles, and the abnormal circumstances that rendered an armed rising against the *de jure* head of the state possible demanded an independent enquiry. Accordingly a commission consisting of Lawrence Mercer and John Louis Chauvet was appointed to conduct a local enquiry about the Cooch Behar affairs and the Nazir Deo was directed to appear before the commission and submit his claims for their scrutiny.

The Rani contended that the Nazir was like, other officers, a servant of the state removable at the Raja's pleasure and he had been relieved of his office with all its rights and perquisites for the grave misdemeanour of which he had been found guilty. His office was not hereditary. Before Mahi Narayan the post was held by a Brahman and the Nazir Deo was in no sense a co-sharer of the state. The Nazir on the other hand claimed a nine-sixteenth share of the revenue of the undivided state which, according to him, formed the common heritage of the Raja, the Nazir and the Dewan. He claimed the *Chaklas* of Boda, Patgong and Purbabhag as his personal *zamindari* for which he used to pay rent to the East India Company. He denied that the Raja was legally competent to deprive him of his hereditary office on any account and claimed that he, by virtue of his office, was entitled to settle the succession to the Rajaship. The findings of the commission were mostly in favour of the Nazir Deo. As to the tripartite division of the revenues between the Raja, the Nazir Deo and the Dewan Deo the Commissioners were "fully convinced that such a division of Cooch Behar was real, and not merely nominal", but they also observed that the Nazir Deo used to pay the troops under his command from his allotted share of the revenue but "those troops having become useless since the connection of Cooch Behar with the Bengal Government,

have been long since disbanded". With respect to the *Chaklas* of Boda, Patgong and Purbabhag they found that the Nazir Deo held them merely as a farmer on behalf of the Raja ; the Commissioners opined that the right of appointing and dismissing the Nazir Deo was originally inherent in the Rajaship before Shanta Narayan's rise to power. It had been lying dormant for more than a century since the Nazir became the first man in the state. As for the Nazir's right of settling the succession, the Commissioners wrote—"It was proved in a very satisfactory manner by their evidence that the ceremony of the investiture of the Raja's, in which the Nazir Deos perform a principal and the Dewan Deos a subordinate part, is deemed indispensably necessary."

The Commissioners were inclined to take a lenient view of Khagendra Narayan's indiscretions. They held that the main grievances of the Nazir Deo "were well founded and called loudly for redress" and added that "the total sequestration of his property, the forfeiture of his rights, and an exile of four years under circumstances of the utmost indigence and distress will, we presume, be considered as a degree of punishment adequate to and capable of atoning for the greater of his offences."

The Commissioners had also been directed to investigate the Rani's allegations against Lt. Duncanson and Subadar Golap Singh. Duncanson disclaimed any responsibility for what the *subadar* might have done or left undone during his absence from Cooch Behar but his financial transactions were undoubtedly of questionable character. At first he tried to evade a straight answer but was at last constrained to admit that he had lent the Raja of Cooch Behar a large sum of money at 7% and he had received the sum of Rs. 7,000 on the eve of his departure from Rangpur for Cooch Behar. His answer leaves an impression that the complaints of the Rani were substantially true, though he could not possibly have any thing to do with the Balarampur coterie. The *subadar's* conduct on the other hand was highly suspicious. In the words of the Commissioners "he was shamefully deficient in his duty when he permitted the party under Dangur Deo (Nazir's brother) to carry off the Raja and Ranny from the place of their residence without any endeavour on his part to resist so flagrant an act of violence of which the force under his command consisting independently of his own sepoys, of a considerable number of Burkundazes was fully adequate to the prevention." The Commissioners, therefore, concluded that "he was in league with the party whom he so unwarrantably allowed to seize and carry off the persons of the Rajah and Ranny from under his immediate protection." The Government, however, did not take a very serious view of the conduct of the so-called rebels. They held that "the disturbances excited in Cooch Behar, if they can properly be said to come under that appella-

tion (rebellion), did not proceed so much from a desire in the authors of them to throw off their allegiance to this Government, as to suppress the power of their own immediate competitors for the management of the affairs of the infant Rajah." They further observed that "as the parties were by treaty wholly independent of this Government with respect to the internal police of the country, any disturbances existing amongst themselves could not be considered as an offence against the laws of this Government, to which they were now subject."

Besides enquiring into the charges and countercharges preferred by the two contending parties of Cooch Behar the Commissioners had been asked to ascertain "who are the most proper persons to be entrusted with the guardianship of the Rajah and the management of the country during his minority." They were definitely against restoring the Rani's authority which would mean the revival of Sarbananda's misrule. For obvious reason they were equally opposed to "entrusting the management of the country to any of the Behar family . . . . as every person in the country at all qualified by his rank for so important a situation has been in some degree concerned in the late disputes, their passions and prejudices are so much inflamed against each other that slender hope of any permanent settlement of the country taking place could be entertained, while the sole management of it should remain with their party."

The interference of the Bengal Government, made through successive Collectors of Rangpur, had not been to the best interest of the Cooch Behar State and its people. The Commissioners rightly observed: "An interference which is being directed in its operation by no fixed principle, so far from composing these disorders, has served merely to give to one or other of the parties into which the country is divided, a temporary triumph over its opponents, and a sanction to its vengeance, which from the nature of the injuries inflicted, the long duration of mutual animosities, and the hope entertained of finally extinguishing the pretentions of a rival, has, on these occasions, as well as might have been expected, been carried beyond all bounds of moderation." They, therefore, recommended that a Company's servant might be appointed Resident at Cooch Behar during the minority of the Raja. The Government accordingly pensioned off the queen-mother and appointed Mr Henry Douglas, Commissioner of Cooch Behar. On the recommendation of the Commissioners a subsistence allowance of Rs. 500 per mensem had been sanctioned for the Nazir Deo out of the revenue of Cooch Behar pending the final decision of the Government regarding his claims to a specified share in the state and during the Commissionership of Mr Henry Douglas a small estate to the extent of 2 *kos* around Balarampur was set apart for him to avoid any future conflict with the Raja. When the Raja came of age and took up the administration in his own hands he began to encroach

upon the demesne lands of the Nazir Deo and Dewan Deo and the allowance of the former was so irregularly paid that the arrears amounted to Rs. 32,000 when the Government again felt called upon to interfere. The Balarampur estate was later reduced to half its original area but the Raja was not satisfied. Khagendra Narayan died in 1808; his son Birendra had more than once to bring his grievances against the Raja to the notice of the Governor-General. In 1820, Mr David Scott suggested a judicial procedure to safeguard the interests of the Nazir Deo but Khagendra Narayan's grandson, the last titulary Nazir, did not agree to the proposed regulations. In 1825 he also died and his heirs were finally deprived of the hereditary title though the pension and the Balarampur estate were continued to them in perpetuity.

Meanwhile the Company's Government tried to persuade the Raja of Cooch Behar to reform his revenue and judicial regulations and bring them in line with those in force in Bengal. In 1803 Lord Wellesley deputed Mr Francis Pierard to Harendra Narayan's court with that object in view. The Raja, however, proved obdurate and a subsequent attempt made two years later through Mr French met with no better success. From the beginning the Company's Government had shown a laudable anxiety for refraining from all interference in the internal administration of Cooch Behar and a formal assurance to that effect had been given by Lord Cornwallis. But the Raja left the administration to two worthless favourites, Guruprasad and Ramprasad, and in their zeal for asserting the Raja's authority over the dependants of the Nazir Deo and the Dewan Deo they inhumanly murdered one Harish Chakravarti, an employee of the latter, though he was under the avowed protection of the Company's Government. When John Digby went to Cooch Behar at the direction of the Governor-General and his council to investigate this case he met not only with obstruction and defiance from the Raja and his people but with all sorts of intolerable humiliation, all the more galling as they came from a subordinate prince. The office of the Commissioner was once more revived and Mr Norman Macleod, the Collector of Dacca, was appointed to this post. On his arrival at Cooch Behar he experienced the same difficulties as Mr John Digby but the Government were no longer prepared to tolerate any contumacy on the part of the Raja and a hint about the dire consequences of further disobedience soon brought him to his senses. Guruprasad had to be sent away and the Raja agreed to the trial of Ramprasad on the charge of Harish Chakravarti's murder. The Supreme Government relented and permitted the offender to stand his trial at the Raja's court and when Norman Macleod accused the Raja of treasonable correspondence with Bhutan during the Nepal war the Government administered him a mild rebuke for making so serious an allegation against a subordinate ally on so slender evidence. The disputes between the Dewan Deo and the Raja came to an amicable

end when the last male representative of the family died a premature death and the Raja inherited his estates with all his rights and perquisites. Mr Macleod succeeded where Pierard and French had failed, the civil and criminal laws were reformed, the revenue system was overhauled and peace and tranquility were firmly established in Cooch Behar. There were occasional disputes with Bhutan over the respective boundaries of the two states but these never matured into anything more serious than local altercations thanks to the peaceful mediation of the Company's Government.

If Cooch Behar suffered grievously from internecine troubles the plight of Assam was infinitely worse. The administration of the country was organised on purely military lines and the five principal officers of the state (the three Gohains, the Bara Barua and the Bara Phukan) were vested with quasi sovereign authority. Moreover there were powerful feudatory chiefs like the Rajas of Darrang, Rani and Beltola whose ancestors were independent rulers before the Ahom kings brought the Brahmaputra valley under their sway. None but an exceptionally strong king could keep the natural forces of disruption in Assam, fostered by years of anarchy and misrule, under proper control, but Gaurinath Sinha who came to the Ahom throne in 1780 was hardly the person to evolve order out of the prevailing chaos. His troubles were threefold. In the east he was confronted with the rising tide of the Moamaria rebellion, on the west the Bengal *Barqandazes* of Krishna Narayan were causing havoc in the fair fields of Darrang and Kamrup. The Moarmarias were low caste rabbles, the *Barqandazes,* though better armed, were common mercenaries and the suppression of these miscreants was hardly beyond the resources of the Ahom state. But Gaurinath had completely alienated the principal ministers and nobles and they were not loth to remain indifferent spectators of his discomfiture heedless of the future consequences of such widespread anarchy and the sudden collapse of the central authority. Some of the ministers had ulterior motives of their own. The Raja was a puppet in the hands of the Bara Barua and other ministers were on the lookout for an opportunity to aggrandise themselves at his expense. Overwhelmed with difficulties on all sides, disliked by the nobles, detested by the common people, Gaurinath turned to Lord Cornwallis for relief and succour and the Governor-General felt that he was under a moral obligation to clear the neighbouring country of the Bengal *Barqandazes,* for they had been openly recruited in the Company's territories on behalf of Krishna Narayan without any let or hindrance from the Company's officers. Lord Cornwallis, therefore, sent Captain Thomas Welsh with three hundred and sixty sepoys to chase the *Barqandazes* out of Assam and restore peace and order in Gaurinath's country (1792).

Assam was then an unknown land for all practical purposes and Lord Cornwallis and his colleagues were not in a position to give very

definite instructions to Welsh when he set out on his mission. They knew nothing about the Moamaria troubles and fondly hoped that the expulsion of the *Barqandazes* from the country of a friendly prince was all that was expected. They were, however, definitely of opinion that Captain Welsh should attempt peaceful persuation as far as possible and try his best to avoid unnecessary blood-shed. The expedition was also to undertake a scientific exploration of the country and conduct a geographical survey. On his arrival at Goalpara Captain Welsh realised the stupendous character of his task. Gaurinath had been turned out of Gauhati and he was speeding down stream to meet his English ally, a refugee from the Moamaria fury. The *Barqandazes* were not prepared to let go their prey at the behest of the Governor-General and most of them were not Company's subjects though enlisted in Bengal.

Gauhati was soon recovered and Welsh took a rapid survey of the political situation. He found that the Raja was his worst enemy. Forbearance was alien to his nature and cruel repression was the only remedy that he knew for rebellions. At loggerheads with most of the ministers and feudatory chiefs, Gaurinath was cunningly misguided by the Bara Barua and Choladhara Phukan whose influence over him was all for the evil. The Bara Phukan, the viceroy of the west, was thoroughly incompetent. Welsh realised that the rebels had in many cases genuine grievances that demanded prompt redress. Only one officer, the Burha Gohain, had so far stood against the Moamarias with any success, the rest either lay sulking at their respective stations or made furtive overtures for peace with the enemy. The Captain's own troops were utterly inadequate for handling so widespread an outbreak which had for its main spring the general discontent caused by tyranny and misrule. Welsh's first task was, therefore, to save the Raja from himself and his evil counsellors and to win over the rebels by fair persuation. Meanwhile he took the elementary precaution of asking for additional troops from Bengal.

The Bara Phukan was removed and the Bara Barua and Choladhara Phukan were dismissed. It was, however, not so easy to convert the Raja to his way of thinking and Captain Welsh was constrained to have recourse to a certain amount of severity. At last Gaurinath perceived that perverse obstruction to his English friend could not but ruin his cause and he gave Captain Welsh a free hand in everything. To reconcile the Raja with some of the aggrieved nobles was not difficult but it was not so easy to convince the rebels of his good faith. Welsh was genuinely anxious to avoid blood-shed and armed conflict as long as possible. He took Lt. Macgregor severely to task for having engaged a body of Moarmarias on his way to the Burha Gohain's headquarters. Welsh opened negotiations with Krishna Narayan and his *Barqandaz* forces. Krishna Narayan's father had

been treacherously done to death at Gaurinath's orders and his paternal principality of Darrang had been transferred to Bishnu Narayan, another prince of the same family. Although Krishna Narayan was pacifically inclined and prepared to come to terms with Welsh he was overruled by his armed retainers who had been drawn to Assam by their lust for loot. The Darrang prince was, therefore, attacked and forced to flee across the Bhutan frontier. But ultimately better counsels prevailed and Krishna Narayan repaired to Welsh's camp. Peace was concluded with the Darrang prince. He was restored to his estates and swore fealty to the Ahom king.

The Captain's appeal to the Moamaria chiefs, however, went unheeded and Garhgaon and Rangpur had to be occupied by force. At Rangpur a grand Durbar was held and Welsh sought the leave of the Raja and his nobles to return to Bengal. But they did not feel at their ease so long as the Moamarias remained unbeaten at Bengmara and solicited him to exterminate these pests before he left. Welsh made a last effort to bring the Moamarias to reason but when a month elapsed without bringing any reply to his pacific epistles he at last decided to strike. His forces were already on the move when orders came from Calcutta to refrain from further military engagements and to leave Assam without any delay. Lord Cornwallis who had consistently supported Captain Welsh, had relinquished his office and Sir John Shore became Governor-General in December 1793. He did not see any reason why the Company should waste their men and money in preventing the people of Assam from cutting each other's throats if they were so inclined. Despite the plaintive prayer of the Raja and his ministers to permit Captain Welsh to continue in Assam for a few months more Shore ordered him to return to the Company's territories by the 1st July, 1794. Welsh had no other alternative but to obey and left with a feeling of frustration. He knew full well that his departure would let loose once again the pent up furies of all the lawless elements.

After Welsh's recall, Gaurinath had to abandon Rangpur and repair to Jorhat where the troops of the Burha Gohain afforded complete security against the rebels. The Moamarias promptly occupied the evacuated district ; the primitive peoples of the hills, the Khamtis, the Naras and the Duflas joined the fray and made confusion worse confounded. The Bara Phukan of Welsh's own choice tried his hands at the doubtful game of king-making and paid for his treason with his life. In the midst of these troubles Gaurinath breathed his last, a victim to drink and dissipation in the prime of life. The Bara Gohain invited the Bara Barua to Jorhat and put him to death to remove all possible rivals in his race for power. He had a convenient puppet in Kinaram, a descendant of Gadadhar Sinha, whom he raised to the throne with the title of Kamaleswar. Brajanath, a rival prince and a

great grandson of Rajeswar Sinha, another king of Assam, took refuge at Chilmari in the Company's territories. His cause found an influential supporter in Gaurinath's widow, another refugee at the same place. It may be noted here that the Ahom king was almost a divinity to his subjects and the faintest scar on his person would disqualify an Ahom prince for a station so exalted as that of the Raja. Brajanath had been disfigured as a precautionary measure on a previous occasion. That is why he had to make room for his son Purandar when at last his cause prospered and his rivals were overthrown.

Meanwhile the Burha Gohain ruled the country in the name of Kamaleswar. He reorganised the army and trained his troops in European methods of warfare with the help of two Indian officers of Captain Welsh who preferred to remain behind when their Commander left. But the suppression of the Moamarias was beyond his resources. They formed fresh alliances with the uncivilised tribes of the neighbouring hills and continued their depredations as before. A fresh band of marauders called *Dundias* or *Dumdunias* now appeared on the scene and began their lawless operations in northern Kamrup. At this crisis Kalia Bhomra, the new Bara Phukan, collected a strong force of Hindusthani sepoys and inflicted a heavy defeat on the *Dundias* with the help of the chiefs of Beltala and Dimarua. This secured for the distracted country a respite which unfortunately proved all too brief. In 1810 the boy king Kamaleswar died of small pox and he was succeeded by his minor brother Chandrakanta. The Bara Phukan suggested that Assam should follow the example of Cooch Behar and accept the suzerainty of the East India Company for the sake of the general welfare of the people at large, but this counsel of despair did not meet with the approval of the Burha Gohain and other nobles.

Chandrakanta could not reconcile himself with the Burha Gohain's ascendancy and soon began to conspire against him. The ill-conceived intrigues of the inexperienced youth mostly miscarried but danger came from an unexpected quarter. After the death of Kalia Bhomora the office of Bara Phukan had been conferred on a man called Badan Chandra whose daughter had been married to a son of the Burha Gohain. The tyranny and misdeeds of Badan Chandra and his sons added to the popular discontent and the Burha Gohain decided to remove so inconvenient a friend in his wonted way but a timely warning from his daughter put the erring minister on his guard and he fled to Calcutta. The Company's Government strictly adhered to their policy of non-intervention and refused to identify themselves with any of the contending parties in Assam. The only help that they ever agreed to lend to the constituted government of the day was a supply of flint-lock muskets and ammunition. Badan Chandra's appeal to the English gentlemen at Calcutta went unheeded but he found a more willing instrument of vengeance in the Burmese envoy. With him he sailed

to Burma and returned to Assam in 1816 at the head of eight thousand Burmese troops. At this crisis the Burha Gohain died or, as it was commonly believed, committed suicide. He was succeeded in his office by his son who did not possess his father's ability. Badan Chandra was restored to his old post with Chandrakanta as the puppet Raja. Soon afterwards the Bara Phukan was murdered at the instance of the queen-mother and confusion ensued once again. Brajanath was brought back to Assam from Chilmari by the Burha Gohain. As Brajanath had already been disfigured, his son Purandar was placed on the throne. But in 1819 Ala Mingi, the Burmese general, entered Assam to avenge the murder of Badan Chandra and both the new Raja and his patron, the Burha Gohain, sought safety across the British frontier. Chandrakanta, though sadly disfigured by his victorious rival, was reinstalled on the throne. But he soon found Burmese overlordship too galling and tried to assert his independence. He had not the least chance of success in so unequal a contest and was compelled to take shelter in the Company's country like his rival. From their safe retreat Purandar and Chandrakanta began to lead unsuccessful raids against the Burmese force of occupation but they could not sink their differences in the face of the common misfortune and make a common cause against the common enemy. At last in 1822 the famous Burmese general Maha Bandula led his victorious army to Assam and carried fire and sword from one end of the unhappy country to the other. Chandrakanta, inveigled into the enemy's camp under false promises, was thrown into the dungeons of Rangpur, the ancient seat of his mighty ancestors, and Assam was doomed to drink to the dregs the bitter cup of humilitation and misery until British victory (1824-26) relieved her of her unwelcome masters. The Burmese incursions are still remembered with horror in Assam as *Maner Upadrab* or the troubles of the Man, by which name the Burmese were known to their Shan kinsmen. They burnt the villages, pillaged the towns, desecrated temples, ravished women and ravelled in mad orgies of mass execution and murder until more than fifty percent of the entire population of Assam, already decimated by internecine war, were wiped out of their miserable existence by famine and sword. Such were the consequences of Shore's policy of non-intervention and Captain Welsh's premature recall.

The tale of Cachar and Manipur points to the same moral. The princes and the people of these two principalities were undoubtedly of non-Aryan origin, but like their Ahom neighbours they prefrred to affect Hindu religion and rites. They doubtless believed in the geneology which traced their descent from the heroes of the Mahabharata but their alleged kinship, real or hypothetical, did not lead to amity or good feeling. We need not go into the past history of Cachar and Manipur. We are mainly concerned with five princes, Krishnachandra and Gobindachandra of Cachar, Chaurjit, Marjit and Gambhir Singh of

Manipur. The Cachar brothers, as is evident from their letters, were hardly in a position to defend their state against their aggressive neighbours, but weakness does not always connote moderation or lack of ambition. Krishnachandra had once defied the Burha Gohain of Assam but found to his dismay that inspite of the uninterrupted civil war that was eating into its vitals, the Ahom state was more than a match for the little Cachar. Krishnachandra was, therefore, anxious to enter into a military compact with the Company's Government. But true to their policy of non-intervention they declined the assurance he sought and preferred to stand aloof when Cachar was harried and harassed by the Manipur princes during the reign of Gobindachandra, the next king. The first Manipur prince, whose letter has found a place in the present selection, was Jai Sinha, better known as Bhagya Chandra. His reign covered thirty years with three intervals when the Burmese turned him out of his country and compelled him to seek asylum in Cachar. In 1798 he abdicated in favour of his eldest son Rabino Chandra who was murdered by his brother Madhu Chandra after a brief reign of three years. The usurper in his turn was ousted from power by another brother, Chaurjit. Madhu Chandra's effort to recover his lost throne with Cachari aid ended in discomfiture and death but another competitor for the Manipur crown shortly appeared in the person of Marjit. Defeated by Chaurjit, Marjit also turned his steps to the friendly court of Cachar but here a hockey pony caused a breach between the guest and the hosts. Marjit in his wrath travelled by sea to Burma and with Burmese aid occupied Manipur in 1812. It was now the turn of Chaurjit to go into exile but before long he entered into a league with the Jaintia Raja against his erstwhile host, Gobindachandra of Cachar. Gobindachandra's plaintive appeals to the Governor-General for help are really pathetic reading but the Company's Government were not yet prepared to abandon their neutrality. In 1817 Marjit invaded Cachar but he was forced to retire by an unexpected alliance between Chaurjit and Gobindachandra. The Cachar Raja attributed the victory to the prowess of his general Gambhir Singh, another Manipur prince. Prior to the battle Marjit had urged upon the Magistrate of Sylhet the necessity of appointing a European *thanadar* for Cachar. Two years later Marjit's insubordination offended his Burmese suzerain and he was expelled from Manipur. Marjit then made a common cause with Chaurjit and Gambhir Singh who had already made friends with Tularam and other Cachari rebels, and Gobindachandra had no other alternative but to retire to the Company's district of Sylhet. In his distress he requested the Company's Government to annex his principality to Sylhet but they were still disinclined to add to their responsibilities. After the Burmese war Cachar was restored to Gobindachandra and he held a precarious sway over the state until his assassination in 1830.

The Bengali letters from Cooch Behar, Assam, Cachar and Manipur tell the same story. The prevailing anarchy and disorder loudly called for British intervention, if not annexation. The nobles of Assam like the Raja of Cachar, implored the Governor-General again and again to save their unhappy land from desolation and ruin but the East India Company's Government refused to interfere until Burmese aggression forced their hands and rendered a radical revision of their North Eastern frontier policy an imperative necessity.

ENGLISH SYNOPSES

1. Declaration of Nirpur Piaga, *vakil* of the Raja of Bhutan. Formerly there was an extensive trade between the country of Lhasa and that of Bengal and Hindus and Mussulmans used to visit the country freely and carry on business there ; but of late the communication has been rendered difficult on account of wars and disturbances. Now Deb Dharma Lama Rimboche and the English Company being united in sincere friendship it has been agreed on both sides that the Deb Raja shall in no way offer any obstruction in their passage or trade to the Hindu and Mussulman merchants. These persons, however, shall not be allowed to bring sandal wood, indigo, *gogal* (fragrant gum resin), skins, *pan* and betel-nuts. That no English or European merchants shall be permitted to enter the hills (Bhutan). That the Bhotias who may come to deal in horses and other articles in Bengal shall be subject to no duty on either side. There shall be no deviation from this agreement. Dated, Calcutta, 9 *Poush,* 269, corresponding to 1185 Bengali. (Pub. O.C. 19 April, 1779, No. 6).

2. From Shyam Chandra Ray. Says that he and his elder brother, Harish Chandra Ray, have been deprived of their proprietary rights from rent-free lands in Boda and other *chaklas* by Sarbananda Adhikari. On a representation from the writer Messrs Mercer and Chauvet were deputed to conduct an enquiry into the matter and to submit their report. In the course of the enquiry the writer has submitted every proof in support of his claims, but he has not yet been restored to his possessions. If there still remains any doubt about his rights he is prepared to submit further proofs. Requests that steps may be taken to restore him to his rights. (Received July, 1783).*

3. Babu Hari Mohan to the Director of the Dutch Company. Represents that he entered into a contract with them for the supply of Birbhum coarse cloths and for this he took advance from them and distributed it, as earnest money, among the manufacturers. His *gumashta* had been purchasing cloths in the month of April. Some of the cloths were ready for disposal, others were deposited with the washermen for bleaching. Recently a peon of Mr. Gale came to the washing *ghat,* assaulted the washermen and forcibly took them away. Thereupon the writer's *gumashta* and peon approached Mr. Gale and

*The date of receipt as given in the document appears to be wrong. It ought to be 1788.

brought the incident to his notice, but the said gentleman, instead of listening to them, turned them out and threatened them with punishment if they went to him again. Consequently some 4,000 pieces of cloth that were under the process of bleaching were spoilt at the *ghat*. though the washermen were prepared to work for the Dutch Company and other merchants. Moreover, they wêre still in arrears to him: The writer and some other contractors of the Dutch Company have already advanced the weavers a considerable sum of money on the understanding that the latter will manufacture cloths for them for a period of three to four years. But one Mr. Wall is now preventing the weavers from fulfilling their obligations and is said to have extorted from them a *muchalka* to the effect that they will no more manufacture cloths for any other party except the English Company. If any body weave for any other party in secret, the stuff is forcibly taken away and the weavers are molested. This has resulted into a complete cessation of their business. Requests him, therefore, to take such measure as may enable their contractors to carry on their business without molestation. (Received 17 August, 1786, No. 100).

4. From Harendra Narayan Bhup, Raja of Cooch Behar. Congratulates him (Earl Cornwallis) on his safe arrival at Calcutta as the Governor General of Bengal and the Commander-in-Chief of the Royal forces and those of the Company in India. Refers him to his *vakils*, Jagannath Talapatra and Siristidhar Ray, for further particulars. Will be grateful if they are given a patient hearing. (Received 20 December, 1786, No. 203).

5. From *Rajmata* Maharani Kamateswari, mother of the Raja of Cooch Behar. To the same effect as the foregoing. (Received 20 December, 1786, No. 204).

6. From the aunt of the Nazir Deo. Says that Sarkar Behar from the borders of Bhutan to Rangpur and Ghoraghat formed their hereditary domain granted by god *Sadashiv* over which the Badshah never had any jurisdiction. Subsequently family dissension led to the annexation of Rangpur, Ghoraghat and other places by the Badshah and her family moved to Balarampur where they continued to reside. Then Raja Dhairyendra Narayan murdered his elder brother and was carried off by the Bhotias, who held him a prisoner and her son, the Nazir Deo, made Rajendra Narayan, and after his death, Dharendra Narayan, Raja of Cooch Behar. The Bhotias objected that the son of the captive Raja (Dhairyendra Narayan) was not fit to be a king and invaded the country in the Bengali year 1179. The Nazir Deo placed himself under the protection of the Company, established the Company's authority over Sarkar Behar and entered into an agreement

with them on behalf of and in the name of Raja Dharendra Narayan stipulating to pay half of the annual revenue of Cooch Behar to the English Company as *nalbandi*. The Bhotias refused to recognise Dharendra Narayan as Raja and the Nazir Deo with the help of Mr. Purling and the troops of the Company thwarted them and the traditional convention of Cooch Behar continued intact. Mr. Purling examined the *amlas* and the records of the three co-sharers and fixed the *nalbandi* after making a deduction of their respective subsistence allowance accordance to the direction of the Governor-General in Council. Her son secured the release of Raja Dhairyendra Narayan but he became insane after his arrival at Behar. Sometimes later Dharendra Narayan died and her son placed the insane Raja on the throne and arranged to pay to the Company the stipulated *nalbandi* according to the share of each party and accordingly Mr. Purling, Mr. Lambert, Mr. Harwood, Mr. Bogle and Mr. Goodlad realised the money from the three parties concerned through a *sazawal* and they continued to live in peace. During the regime of Mr. Harwood Sarbananda Gosain created troubles in the Raja's territories in collusion with the Rani of the lunatic Raja and on the Nazir Deo's information the collector of Rangpur made the Gosain execute a *muchalka* not to go to Behar and interfere in the administration. During the second term of Mr. Purling the Gosain returned to Behar. In 1191 B.S. (1784 A.D.) he conspired with Mr. Moore and deprived the Nazir Deo of his lands and other property and imprisoned Shyam Chandra, the *gumashta*, of the family. Besieging the house with the help of two to three hundred men including the sepoys of Mr. Moore, he arrested the Nazir Deo who was going to the Governor-General to move him in the matter. The Nazir Deo was brought back to Cooch Behar and disgraced in the presence of three to four hundred men. Since then he is in prison and his whereabouts are unknown. His estate has been plundered and laid waste and his family is in great distress. The writer has been making complaints after complaints for the last three years but no one pays any attention to them. Says that her *vakil*, Baidyanath, is in Calcutta to represent her case and requests that justice may be done to the Nazir Deo and the property of the family be restored. Dated 2 *Poush*, 277). (Received 9 March, 1787, No. 134 ; Per. O.R. 135).

7. From Raja Harendra Narayan of Cooch Behar. Has already written to the Governor-General the particulars of his situation. Had placed himself under the protection of the Company in the hope that he would live in peace. But some traitors gave him all sorts of trouble and are now spreading false rumours. Prays that he may be restored to his rights according to the report of Mr. Moore and the evil-doers may be punished according to their merits. Dated 24 *Magh*—February 4, 1787. (Received 14 March, 1787, No. 144 ; Per. O.R. 145).

8. From Sarbananda Gosain. Says that the late Raja of Cooch Behar had appointed him *Diwan* of the State and the present Maharaja Harendra Narayan Bhup and his mother are satisfied with his management and have invested him with full authority to administer the country of Cooch Behar. Requests that his lordship may also issue a letter recognizing him as the *Diwan*. (Received 4 April, 1787, No. 186 ; Per. O.R. 187).

9. From Maharaja Harendra Narayan Bhup of Cooch Behar. Says that some treacherous persons are stirring up troubles in the country and requests that the territories usurped by them may be restored to him and those responsible for mischief may be punished according to the gravity of their offence. *Guru Gosain* (Sarbananda) who enjoyed complete confidence of the late Maharaja was invested with full administrative powers by him in his lifetime and the writer confirmed him in that position. Solicits that a letter conveying his lordship's approval of the arrangement may be issued so that the Gosain may perform his duties with confidence. Dated 11 *Phalgun*, 277. (Received 4 April, 1787, No. 182 ; Per. O.R. 183).

10. From *Rajmata* Kamateswari, mother of the Maharaja of Cooch Behar. To the same effect as the foregoing. (Received 4 April, 1787, No. 184 ; Per. O.R. 185).

11. From the aunt of the Nazir Deo. Says that Sarbananda Gosain caused disunion in her family, deprived her of her *zamindari* and ruined her house. Has been appealing against the conduct of the Gosain for the last four years but to no avail. In the year 1193 Bengali (1785) Mr. McDowall came to Rangpur (as the Collector of that district), summoned Birendra Narayan her grandson, and kept him there for one year but did not settle her case. At the time of his departure (of Birendra Narayan) the Collector told her grandson that they should be reconciled to Raja Harendra Narayan and then justice would be done to them. Accordingly the writer made friends with the Raja who came to her house and began to live there (at Balarampur). They continued on good terms with each other and the Raja as well as the writer reported the news of their happy relationship to the Collector and represented to him that the Gosain had no concern in their affairs because they were managing their estates independently and paying the revenues separately. But the collector took no notice of this and in conjunction with the Gosain he sent his troops under a certain Captain† with the men of the Gosain. They put a guard over her house and stopped the supply of provisions. In such circumstances, the writer asked the Captain, why he wanted

†Captain John Rotton.

to ruin her in spite of her loyalty to the Company. The Captain thereupon asked the writer to send all the relatives of the Raja to (Cooch) Behar and assured her that her estates would as of old be continued to her according to the customary practice. The writer agreed and it was settled that the Raja would leave for Cooch Behar early next morning. But at night the Captain with his army attacked her house and opened fire as a result of which several inmates were killed and many persons were injured. She does not know how many have actually been killed nor is she aware of the fate of the two sons of Nazir Deo who were in the same house. The writer with her son, Bhagwanta Narayan, has been brought under guard to Rangpur while the men of the Gosain have dug up her house and looted all her property. Regrets that being in the Company's protection she should run the risk of life and suffer the ruin of her property. The descendants of the late Nawab Ja'far 'Ali Khan who handed over the country (of Bengal) to the Company as well as all the others who rendered any service to the Company are in full enjoyment of their high rank and position. But though the Nazir Deo placed himself under the protection of the Company and delivered Thana Behar to their possession she is suffering all these miseries and humiliations. Requests the Governor-General to do her justice after hearing particulars of the case from the parties concerned. The further particulars refers him to her *vakil*, Baidyanath. Dated 5 *Agrahayan*, 278 *Raj Shak*. (Received 12 December, 1787, No. 626 ; Per. O.R. 627).

12. From Raja Harendra Narayan Bhup. The Governor-General may have learnt the particulars of the late incidents from his *vakils*. Says that Khagendra Narayan Kunwar (Nazir Deo), his aunt, Marichmati, his son, Birendra Narayan Kunwar, his brother, Bhagwanta Narayan and others entered into a conspiracy with Baikuntha Narayan against him and assembled at Khulla Ganeshgir Sannyasi with his following and *barqandazes* from the parganas of Khulla, Bhitarband and Gaybari. The conspirators won over to their side Golap Singh, *subadar* who was on duty at the gate of the writer's palace with a company of sepoys and on the 32nd *Jaistha* delivered an assault on the palace (at Cooch Behar), looted all their belongings and apprehended the writer and his mother. The *subadar* offered no resistance although he was urged by the queen mother to fight them. The opponents shot a woman of the zenana and beheaded the driver of the elephant and the Raja's men thereupon took to flight. The Sannyasi and his sepoys then forced the writer and his mother walk six *kos* to Balarampur, confined them in the house of Khagendra Narayan and subjected them to various hardships and forcibly took possession of their seals. They were further compelled to put their signatures to several documents and blank papers. His seal was also affixed to those documents. Subsequently *Gurudev*.

Sarbananda who has been in charge of the administration of the *raj* since the time of the late Raja (the writer's father), reported the matter to Mr. McDowall, Collector of Rangpur. On Mr. McDowall's reference and at the petition of the writer's *vakils* the Governor-General had issued necessary orders to the Collector and troops were sent and they were rescued from the clutches of the enemy. They have now returned to Cooch Behar. Through the efforts of Mr. McDowall and the kindness of the Governor-General the writer and his mother have been saved from death. Khagendra Narayan and his son, Birendra Narayan, have effected their escape. Khagendra's aunt and Bhagwanta Narayan, Ganeshgir Sannyasi and Baikuntha Narayan have been placed under arrest. Prays that the collector may be instructed to inflict fitting punishment on them, to apprehend and punish the absconders and to take necessary measure to restore to him his plundered property. Adds that he will be always in fear of his life until Khagendra and his son are arrested as they are otherwise sure to commit treachery again and prays that the collector may be instructed to institute a search with a view to apprehending them. Also states that Captain Duncanson has taken the aforesaid *subadar* to Calcutta in spite of the writer's protests. The nature of his offence is such that the *subadar* should be punished on the spot. Prays that he should be sent to the Collector of Rangpur to be punished on the spot according to his merit so that none may commit such treachery in future. Further requests that the documents and papers to which their seals had been affixed while they were in duress at Balarampur may not be accepted if produced by the opposite party and that he as well as his mother have since replaced their seals by new ones. Hopes the Governor-General will extend similar support to him in future as on this occasion. Dated 25 *Agrahayan*. (Received 19 December, 1787, No. 638 ; Per. O.R. 639).

13. From the mother of Raja Harendra Narayan Bhup. To the same effect as the foregoing. (Received 19 December, 1787, No. 640 ; Per. O.R. 641).

14. From *Rajmata* Kamateswari, mother of the Raja of Cooch Behar. Says that she has represented to the gentleman of the district the aggressive conduct of Kunwar Khagendra Narayan, the Nazir Deo, towards her and her son, Harendra Narayan, and she also petitioned the Governor-General on the subject. When her son succeeded to the throne in 1190 B.S., the Nazir Deo, and Shyam Chandra Ray, the *gumashta,* hatched a conspiracy and maltreated Sarbananda Gosain, the *Rajguru,* and all her servants. The Nazir Deo then assumed the title of Raja and struck coins in his own name and began to oppress the people. Some inmates of her zenana also died of starvation, for he had stopped the supply of food. He had a design on the lives

of the writer and her son also but the timely help of the Company saved them on that occasion and the Nazir Deo fled to Balarampur. Mr. Moore released the *Guru Gosain* and the servants from confinement and reported the matter to the Supreme Council. The Company's government then sent Dewan Ganga Prasad to investigate the Nazir Deo's misdemeanours. He made a public inquiry about the high-handedness and tyrannies of the Nazir Deo, whose guilt was established. So Ganga Prasad confined him in the Behar *kachahri* under a guard of Captain Duncanson's sepoys and she dismissed him from the office of the Nazir Deo and appointed Jibendra Narayan in his place. After some days the Nazir Deo managed to run away to Bulchandra, the *Qanungo* of Rangamati, and made a complaint to the Governor-General. Two years later he enlisted Ganeshgir Sannyasi and some *barqandazes* and having won over Golap Singh, her treacherous *subadar*, plundered the *rajbari* of Behar and carried away the writer and her son to Balarampur. The gentleman of the district and Captain Rotton are thoroughly acquainted with the incidents. At Balarampur they met with the same harsh treatment till they were rescued by the gentleman of the district. Further says that Khagendra Narayan and his son are in hiding somewhere in the vicinity of the state and commit all kinds of depredations. Others who molested her and her son are confined at Rangpur. She was confident that all the offenders would be punished adequately. But the Governor-General has offered an amnesty to Khagendra Narayan on the condition that he should appear before the *Khalisa* of the chief of the district within six months. This news has frightened her very much. The Nazir will now think that as all his past offences have been excused he will be forgiven even if he murders her and the minor Raja. The writer would not have worried about the treachery and misdeeds of the Raja if the Raja had not been a minor. Hopes that the Governor-General will issue such orders as would confer security on the ryots and protect and save her life and that of the infant Raja. Promises that the annual tribute to the Company will be paid regularly. (Received 21 February, 1788, No. 126).

15. From Harendra Narayan Bhup, Raja of Cooch Behar. Has already represented full particulars through his *vakil*. Sends walnuts. (Received 21 February, 1788, No. 128).

16. From Maharaja Harendra Narayan Bhup of Cooch Behar. Represents that owing to the collusion of Mr. Duncanson and Golap Singh Subadar, the writer and his mother experienced ill-treatment from the treacherous people (the Nazir Deo). The villains plundered the *rajbari*, seized all that it contained and plotted to kill the writer and his mother. Timely help of the Company's troops saved their lives.

Complains against the conduct of Mr. Duncanson. On account of the country being flooded the writer borrows money to pay the revenues to the Company. Has no resources to allow Mr. Duncanson a monthly salary. He has employed a *subadar* and some sepoys as guard for the *rajbari*. Says that Mr. Duncanson has lent money to the writer's dependants and has extorted from them a sum in excess of the rate of interest allowed by the Company. Will write more about the conduct of the Captain. Sristidhar and Janakiram, the writer's *vakils*, will represent full particulars to his lordship. Dated 28 *Phalgun*, year 278. (Received 26 March, 1788, No. 207).

17. From the mother of Harendra Narayan, Raja of Cooch Behar. To the same effect as the foregoing. (Received 26 March, 1788, No. 209).

18. From Raja Harendra Narayan Bhup. Says that on his request, the Governor-General had appointed Captain Duncanson for the protection of the writer and his mother, but the Captain does not reside at Cooch Behar. He lives at Rangpur. When he was alarmed on hearing that his enemy, Khagendra Narayan, had collected a number of troops the writer asked Captain Duncanson to come to Cooch Behar. He replied that until the money that he had lent was paid back to him he would not move. Sarbananda Gosain and the writer's *amlah* entreated the Captain to come but in vain. In 1191 B.S. (1784 A.D.) from *Kartik* to *Chaitra* (October to March) the writer borrowed through his *amlah* Rs. 14,901 at one per cent per month but the Captain made him to enter into a separate agreement to pay 7 per cent, thus raising the total interest to 8 per cent per month. In 1192 (1785 A.D.) the writer paid him (the Captain) Rs. 20,996 up to the month of *Chaitra*. Still he did not come to Cooch Behar on the plea of non-payment of dues. Having no alternative Sarbananda Gosain gave him (Captain) a further sum of Rs. 7,000 up to the month of *Jaistha* 1194 (May 1787 A.D.), thus making a total payment of Rs. 27,996. The Captain more over forced him to execute a bond in the name of Radhacharan Saha for Rs. 22,963/8as and a promissary note for Rs. 2,425, amounting in all to Rs. 25,388/8as, but he did not return the writer's previous bonds. After the execution of these bonds he started for Cooch Behar. Menwhile the insurgents seized the writer and the Rani (writer's mother), plundered everything and carried the writer and his mother to Balarampur. The Captain gave some instructions to the writer's *subadar*, Golap Singh, in consequence of which the latter did not defend the writer and his mother. The writer has consequently lost all confidence in the Captain and dismissed him. The writer then procured from the Collector of Rangpur some sepoys of the English brigade under the command of Lt. Cuthbert

and put Sobha Singh Subadar and his own sepoys also under his orders for the security of the writer and his mother. At this stage Captain Duncanson arrived at Behar and having confined Sobha Singh Subadar took the writer's sepoys under his command saying that the orders from the Governor-General were that he should have the command in Cooch Behar and the Collector also wrote that until the cause was settled he should continue in his command. If these are the orders of the Governor-General let the Captain reside with his sepoys at the Behar *kachahri* and let the brigade sepoys remain at the writer's house. Hopes that his lordship will pass such orders as may secure peace to the Rani and the writer. The Captain's residence at Cooch Behar can be of no good to the writer. Requests therefore that some other person may be appointed in his place. Dated 24 *Asharah*, 279. (Received 23 July, 1788, No. 421).

19. From the mother of Harendra Narayan Bhup, Raja of Cooch Behar. To the same effect as the foregoing. (Received 23 July, 1788, No. 422).

20. From Harendra Narayan, Raja of Cooch Behar. Has already informed his lordship by repeated *arzis* about the particulars of his situation. Messrs. Mercer and Chauvet who came here to enquire into the disputes between the Raja and Nazir Khagendra Narayan called upon him for proofs in every matter and the writer submitted all documentary evidence to them and even explained things verbally to them. Khagendra Narayan now denies being the Raja's servant and claims to be a partner in the *raj*. But proofs have been adduced to show his subordinate position, his treachery and his ill-treatment of the Raja and his mother. Mr. Mercer has now gone to his lordship with all the papers. But the writer is alarmed at the pardon extended by his lordship to the Nazir Deo. He has been guilty of rebellion and was therefore dismissed by the Raja. If he is not punished according to custom it will be difficult for the Raja and his mother to reside in this country. Hopes for his lordship's favour and kindness. Further particulars will be explained verbally by the Raja's *vakils*. (Received 10 December, 1788, No. 517).

21. From *Rajmata* Kamateswari, mother of the Raja of Cooch Behar. To the same effect as the foregoing. (Received 10 December, 1788, No. 519).

22. From Khagendra Narayan, the Nazir Deo. Has already informed his lordship of the particulars of his situation. His lordship was pleased to send Messrs. Mercer and Chauvet to investigate his affairs and the writer was directed to attend those gentlemen with

authentic papers to prove his right of inheritance (in the *raj* of Cooch Behar). Has already produced before those gentlemen all evidence, both oral and documentary. Mr. Mercer has now taken away those documents to his lordship. Hopes he will go through these and re-establish the writer in his inheritance. Has no support except the Governor-General. His enemies have driven him away from his home. If he is rehabilitated through the kindness of his lordship it will spread his name and fame to every country in the world. Dated 19 *Agrahayan*, 179. (Received 22 December, 1788, No. 533).

23. From Rani Marichmati. Having defeated the Bhotias she threw herself upon the protection of the Company and put the whole of her inheritance into their hands and used to pay her share of the revenue after the manner of a *nalbandi bandobast*. In 1191 B.S. Sarbananda Gosain, in league with Mr. Moore, the then Collector of Rangpur, appropriated her share of nine annas and ten *bats* in her *taluq* in (Cooch) Behar Division and her rent-free *Devottara* land and her *zamindari* called Boda, etc. He plundered her household effects and occasioned her, the Nazir Deo and *Yubraj* much distress and vexation. Accordingly formal complaints were lodged for three successive years through her *vakil* but her representations were never taken notice of. Representations were made on the subject to Mr. McDowall, the Collector of Rangpur, without any success. Sometimes afterwards under instructions from Mr. McDowall, a compromise was effected between them and they lived together peacefully. Later Sarbananda Gosain misrepresenting their case to Mr. McDowall obtained a guard of Company's sepoys and adding to the party his own sepoys with Ghaus as their headman, he came to her house, seized the Raja and carried him away. Many of her people were killed in the scuffle and her house was plundered and even the buried treasures were dug up and she with her family was thrown into the prison at Rangpur. Though a protege of the Company she had been subjected to such treatment as had never been experienced by any Raja or zamindar under the Company. She, a woman, has been 17 months in prison and many of her people are in confinement. Says that she is unable to bear the hardships of the prison any longer. Has, therefore, sent her *vakil*, Ramkrishna Majumdar, to his lordship and hopes the latter will give attention to what her *vakil* represents to him. (Received 12 April, 1789, No. 97).

24. From Raja Harendra Narayan. The circumstances of his case have been frequently represented to his lordship in previous letters. Says that Chechakhata had for long been leased to the Bhotias who used to pay rent to him but now they refuse to pay. The people of the Bhotia Raja have likewise appropriated Bhulka and other *mahals*

belonging to him as well as the ancestral deity—*Jalpesh*. This is an oppression beyond description and hopes that his lordship will be kind enough to order Mr. Chauvet to enquire into the matter and restore his rights to him. His *vakils* will have the honour of relating further particulars to him. (Received 15th April, 1789, No. 102).

25. From the mother of Raja Harendra Narayan. To the same effect as the foregoing. (Received 15 April, 1789, No. 104).

26. From Raja Harendra Narayan. His lordship is certainly acquainted with the particulars of his situation from the many letters which he has already written to him and from the representations of Messrs. Mercer and Chauvet. Since he placed himself under the protection of the Government according to Sarbananda Gosain's advice the Governor-General has been issuing proper instructions for his security and the suppression of the miscreants. Khagendra Narayan officiated as his Nazir. After the death of his father (the late Maharaja) Khagendra Narayan continually committed treachery and was about to take his life as well as that of his mother. Sarbananda Gosain informed the gentleman of the district of these outrages and with the help of the latter and by the exertions of his *vakils* their lives have been saved. From the time that the *nalbandi* commenced, his father entrusted Sarbananda Gosain with the sole management of the (Cooch) Behar province. The writer also confirmed him in his appointment. The Gosain is a trustworthy person, as the Governor-General may have heard from the Englishmen to whom the writer spoke about his loyalty. The stipulated revenue is being regularly paid every year. The Raja and his mother are perfectly satisfied with their present situation. It is earnestly requested that his lordship will honour Sarbananda by a *parwana* expressing his approbation of his (Gosain's) appointment. (Received 12 May, 1789, No. 126).

27. From the mother of Raja Harendra Narayan. To the same effect as the foregoing. (Received 12 May, 1789, No. 128).

28. From *Rajmata* Kamateswari. Has learnt from a copy of the Governor-General's *parwana* that for the welfare of the Maharaja and the good of his country Mr. Short has been invested with authority for the administration of the principality. He will realise the revenue of the *chaklas* Boda, Purbabhag and Patgaon and pay the revenue to the Company and Rs. 500 per mensem to Khagendra Narayan, and after meeting the expenses of the Maharaja's household and of the administration he will deposit the balance for disbursement according to his direction. Says that the Governor-General has always been good to her and the Maharaja and it was through his kindness that they were

delivered from the hands of the treacherous Nazir and their lives were saved. Further a Lieutenant has been stationed with a number of sepoys to protect them and the writer feels confident that it will not be possible for any self seeking person to interfere in the affairs of the state contrary to her and her son's desire.

Hearing about the magnanimity and good reputation of the Company from the report of trustworthy persons she sought their protection of her own free will when the Maharaja was only five years old and she has been punctually paying the *nalbandi* and *malguzari*, the Company on their part stood by the agreement and did not interfere in her administration so long, but now it has been decided that Mr. Short will take charge of the country. Says that the Maharajas of this country had never been subordinate to the Kings of Hindustan but that they were independent rulers. She feels that she herself and the Maharaja will suffer in prestige and dignity in their own state and in other states like Bhutan if she is deprived of the ruling power. As the Governor-General is her saviour and protector she requests that such orders may be issued as will invest her with the control of the administration. She will pay the *nalbandi* and *malguzari* as before. Since in Rangpur district there are other Ranis acting as regents of minor Zamindars it will be a disgrace for her if she is denied this privilege. (Received 15 July, 1789, No. 146).

29. From Rudraram Barua. In 1197 B.S. the Company promulgated an order by which they allowed private merchants freely to sell and purchase salt and other articles at Kandarchauki. But Mr. Daniel Raush wanted the writer to execute an agreement in his favour giving him the monopoly for the purchase and sale of salt and other articles for one year. He refused to comply with his desire as his Raja was not agreeable to such transactions with the aforesaid Sahib. Thereupon in *Chaitra* 1197 Mr. Raush entered into the Raja's territory with a force of his own, waged a war on the Raja, killed a large number of his men, committed plunder and carried away two of the Raja's Zamindars as prisoners. He took the writer also into his custody, put him in confinement for fifteen days and forced him to sign an agreement that if he dealt in salt and other articles with anybody else he would have to pay Mr. Raush the profit derived from such transactions. As his Raja is not in favour of such an agreement the writer requests that the paper that Mr. Raush has forced him to sign may be returned to him and that Mr. Raush may be ordered not to trouble him further. (Received 3 June, 1791, No. 244).

30. From Rudraram Barua. Says that before this an *arzi* from Raja Swargadev complaining against Mr. Raush was submitted to the Governor-General. It was forwarded to the Chief of Rangpur for

investigation but nothing has yet been done. Again in the month of *Poush* Mr. Raush and Lt Philip Crump with seventeen or eighteen hundred *barqandazes* and fifty or sixty sepoys of the Company under Mandir Khan Subadar marched upon the Raja's country and committed depredations. Thereupon the Raja's troops surrounded them but as they were Company's men they were let off without any molestation. Since there exists concord and unity between the Raja and the Company it is inconceivable why this highhandedness is perpetrated upon him. If this has been done without the knowledge of the Company an enquiry may be ordered and the writer may be informed accordingly. Requests that either the Chief of Rangpur may be asked to investigate the present and previous complaints or the writer may be sent for to explain his case personally to the Governor-General. Dated 9 *Magh*, 1713. (Received 16 February, 1792, No. 132).

31. From the *Risaldars*, *Jamadars* and *Barqandazes* of Maharaja Krishna Narayan of Darrang. They have received the Governor-General's *parwana* stating that the writers are plundering the country of Assam in the name of the Company and that if they have done so in the name of the Company they will be punished. Say that they are the servants of the Maharaja. They have come from different places to seek their livelihood there. It is their custom to carry out the orders of the person they serve for the time being. They have not pillaged Assam in the name of the Company. Why should they use the name of one Government when they are in the service ot another? If they have done so they will surely suffer the penalty. Further add that Mr. Daniel Raush has written to the Raja asking him to stop the payment of their monthly wages. He says that he has received orders from the Company to punish the writers. He took the Maharaja and his troops at a distance of half a *kos* to the north and made them encamp there and on two or three occasions he made night attacks on them. But as they were vigilant he could not do any harm. Then one day at noon he made an attack on them when they were engaged in their ablution and dinner and killed several of their party. But when they got themselves ready and delivered a counter attack all the Assamese took to their heels, and Mr Raush's men also fled. (Received 1 September, 1792, No. 405).

32. From *Rajmata* Rani Kamateswari. Is very glad to learn that he has returned from Madras after his victory there (in the Second Mysore War, 1790-2). There is nothing fresh to report from this quarter. Her *vakil*, Janakiram Sarkar, is already attending on his lordship. Has also sent her *vakil*, Radhakanta Ray, to him. Hopes that his lordship will give attention to what her *vakils* represent to him. Dated 2 *Bhadra*, 283. (Received 5 September, 1792, No. 412).

33. From the *vakils* (?) of the Deb Raja. In 1198 B.S. Bulchandra Barua forcibly took possession of a part of a land under the jurisdiction of the Deb Raja of Bhutan, in spite of repeated protests. A complaint was made to the Collector but in vain. A part of the land belonging to their territory had been absorbed in the river bed by erosion. It is this land which he (Bulchandra) has taken possession of. When he was told that he had seized the land belonging to the Deb Raja situated to the south of *mauza* Banskuri he retorted that he had done so under instructions of the Collector of Rangpur. They protested that they had long been in possession of the disputed land but Bulchandra paid no heed to their remonstrations. They now lay their complaint before his lordship in the hope that he will write to the Collector of Rangpur directing him to put them in possession of the said land.

P.S.—They had complained to the Collector of Rangpur who asked them to take an *amin* with them to have the matter investigated. The *amin* went to the spot, sent for the local people and asked them to declare on oath the ownership of the disputed land. They declared that the land in question belonged to the Deb Raja. When the *amin* submitted his report to the Collector, the complainants were told that they would be restored to their possessions. After two days when they went to the Collector he referred them to Mr. Douglas and said that the latter would investigate the matter and put them in possession of the land. They accordingly went to Mr. Douglas who asked them to appear before him after six or seven days. But in the meantime unfortunately for them that gentleman left his station. Request that his lordship will be pleased to favour them with a *parwana* to the Collector of Rangpur directing him to investigate the affair and do them justice, and also write a letter to the Deb Raja saying that his grievances will be redressed. (Received 30 September, 1792, No. 481).

34. Memorandum delivered by the Deb Raja's *vakils*. Bodh Narayan is the son of the Raja of Bijni. The Raja had also a son by a maid servant who now aspires to the *raj*. A dispute has thus arisen between them. Of the ryots some side with one claimant and some with the other. As his lordship is the master of the country he is requested to ascertain who the rightful owner of the *raj* is and issue a *parwana* accordingly. Dated 15 *Aswin*, 1199. (Received 30 September, 1792, No. 482).

35. Gangadhar Adhya to William Wilkinson. Has been informed by the addressee on 4 *Aswin* that Rajaram Pandit has complained to the Governor-General that the writer declines to pay to the *gumashta* of Bhawani Das Chaudhuri, Faujdar of Balasore, the sum of Rs. 15,000/- which he owes him. Says in reply that he owes no money

to any of the *gumashtas* of the said Chaudhuri. The name of the *gumashta* who claims the money may be communicated to him so that he may confront him. Has already reported to the addressee how the Chaudhuri himself has extracted money from him, a statement regarding which has been submitted. Dated 4 *Aswin*. (Received 19 October, 1792, No. 509).

36. Gangadhar Adhya to William Wilkinson. Says that for the last fifty or sixty years he has been living under the protection of the Company. Whenever he made any transaction in the country of the Marhattas he always paid the customary duties to their government. He never gave them any cause of offence. In the month of *Poush* he sent a boat laden with rice after having paid the customary duties, but Motiram Babu, the *amin* of Balasore and a nephew of Bhawani Das Chaudhuri, took him to task on this account and wrongly extorted a sum of Rs. 750/- from him. This has already been reported to the addressee. Again he had one *gola* of rice and one of paddy at Nalkuni. On 25 *Baishak* Motiram Babu forced open the *golas* and removed the rice and paddy. A complaint about this was made to the addressee who told him that Bhawani Chaudhuri was expected to arrive there shortly. His grievances would be brought to his notice when he arrived. When the Chaudhuri came and a representation was made to him he said that the price of the rice and paddy would be paid to the complainant. He procrastinated for several days but never paid the money. Later the said Chaudhuri claimed that the writer owed Rs. 50,000 to Murar Pandit and Rs. 10,000 to Nana Kesho Ray and accordingly made a demand on him. On an enquiry made by the addressee it was explained to him that nothing was due from the writer to the Pandit and that if the Chaudhuri could produce any bond in support of his claims the writer would meet them. It was also added that a sum of about Rs. 10,000 was due from the writer to Nana Kesho Ray, but it was, under the latter's instructions, paid to Baneswar Mandal, and that Rs. 763 were due to Loknath Jamadar and this sum was paid to Motiram and a receipt was taken from him. Thereupon the addressee said that he would ask the Chaudhuri to substantiate his claims. If they are proved the money will be recovered from him (the writer), but the Chaudhuri would not be able to make him pay if his claims are not substantiated. Says that the Chaudhuri is now giving him much trouble. On 12 *Shravan* he seized one of his boats laden with lime at Baksal. On 27 *Shravan* the Chaudhuri placed guards around Barabati and gave the writer all sorts of trouble in order to extort money from him. On the 30th when he went to report to the addressee, armed retainers of the Chaudhuri entered his house, destroyed his goods and chattels, molested his people and a guard was stationed there. Not finding him at home Motiram

proceeded to the addressee's house and seized him there and subjected him to much humiliation. This is well known to the addressee and needs no further description. The Chaudhuri then made a demand of Rs. 25,000 on him and on pleading his inability he was harshly treated. Then one of Chaudhuri's men, Ramananda, told him that unless he paid Rs. 10,000 at once, he would be subjected to much hardship, but that if the money was paid he would be let off. A sum of Rs. 4,600 was paid and for the balance he was given 10 days' time through the intercession of Baneswar Mandal and he was then let off. Subsequently the balance was paid. Says that he is unable to bear such hardships any longer and desires to leave the province. Dated 15 *Bhadra*, 1199 B.S. (Received 19th October, 1792, No. 510).

38. From Bikaram Sha, Chandaram Kandar Barua and others. Have already written to him about the situation in which the Maharaja (of Assam) is placed. Say that Krishna Narayan and Hardatta Chaudhuri, son of a Zamindar Raja, came to Gauhati to serve the Maharaja. They had declared on oath among other things that they would not bring troops with them and would serve the Maharaja to the best of their ability and enjoy their *Zamindari* and Chaudhuriship as before. Later they surrounded the fort of Gauhati with their *barqandazes*, despoiled the people there and killed several men of Pani Phukan's establishment. The Maharaja stands in danger of life. The writers have arrived at the *Chauki* and are mobilising (troops?) in concert with the Kandar Barua, Duaria Barua and *Qanungo* of the *chauki*. They have the authority of the Maharaja's *Patra-mantri* to secure the help of the company in order to save the life of the Maharaja. Pray that orders may be issued to that effect. (Received 20 October, 1792, No. 512).

39. From Bishnu Narayan, Raja of Darrang. Says that Biswa Sinha had two sons, Nar Narayan and Chila Ray. Nar Narayan was the Raja of (Cooch) Behar and Chila Ray was the Raja of Darrang. The latter's son was Raghudeb and Raghudeb's son was Bali Narayan and Bali Narayan's son was Mahindra Narayan and Mahindra Narayan's son was Chandra Narayan. The last named person had two sons, Surya Narayan and Indra Narayan. On the death of Chandra Narayan, his eldest son Surya Narayan became the Raja. After he had reigned for five years Nawab Mansur Khan captured him and took him away to Dacca. The younger brother, Indra Narayan, then succeeded him. After a short time Surya Narayan came back from Dacca and died. On the death of Indra Narayan his son Mod Narayan became Raja, but on the latter's death Dhir Narayan, son of Surya Narayan, succeeded him. After Dhir Narayan's death Durlabh Narayan became Raja, but on his death Dhir

Narayan's son, Kirti Narayan, succeeded him. On Kirti Narayan's death Durlabh Narayan's son, Hansa Narayan, became Raja. Afterwards when the Swargadev fled from Rangpur and came to Gauhati, Hansa Narayan waged war against him but he was defeated and killed. The writer, Kirti Narayan's son, then became Raja. Hansa Narayan's son, Krishna Narayan, who is a boy, having procured Diwan Hardatta's Bengal *barqandazes*, plundered his house and killed a large number of his men. The writer then went to Mr. Raush at Goalpara and with the aid of Capt. Welsh expelled the Bengal *barqandazes*. Is now in his own place and requests the Govenor-General to write to the Swargadev to be friendly with him and to give over his *raj* to him. The Swargadev has killed his brother, Hansa Narayan, and a large number of men. The writer and the inhabitants of his country beseech the Governor-General and Council to take them under their protection. Dated 20 *Magh*, 1199—30 January, 1793. (Received 15 February, 1793, No. 112).

40. From Bara Barua and Choladhara Phukan, Ministers of the Raja of Assam. Formerly the Swargadev came to Gauhati on account of the Moamaria troubles. After some time the father of Krishna Narayan, Zamindar of Darrang, fought with the Swargadev and the latter went to Nowgong when the fighting was over. Krishna Narayan then collected a number of sepoys and *barqandazes* and ravaged Darrang and Kamrup. A robber, known as Bairagi, laid seize to Nowgong and the Swargadev returned to Gauhati. Krishna Narayan's *barqandazes* were conspiring with the Sepoys of that place. The Swargadev thereupon solicited the assistance of the Governor-General. The latter was pleased to send a battalion under the command of a Captain (Welsh) directing him to restore the Swargadev to his *raj* and to return when leave was obtained from the Raja after his task had been accomplished. He was not to do anything without the approval of the Raja. After a few days the Captain arrested the Bara Phukan of Gauhati and appointed another person in his place. The Swargadev moved to a place called Rani. The Captain then confined the writers and threatened to transport them to Calcutta unless they brought the Raja back to Gauhati. The Swargadev thereupon repaired to Gauhati and was also placed under restraint. Only one hundred and thirteen men were deputed for his personal service and all others were forbidden to see him. The Captain then released the writers after having forced them to sign an agreement to the effect that they would not see the king or have any correspondence with him. They were not to administer their estates or to leave Gauhati without the previous permission of the Captain. Any breach of this agreement would make them liable to pay a fine of Rs. 50,000. After a period of ten months, the Captain seized them and sent them to Rangpur, they know not

why. Kamrup was formerly under the jurisdiction of the Swargadev but the Captain has recently relieved him of the province and has given it to another person. The Raja's officers have been dismissed and all collections are being made by the Captain's men. The Captain then forced the Swargadev to sign a paper to the effect that the latter had retained the Captain of his free-will and would keep him until peace was restored in the country. The Captain had this paper sealed with the seal from the mint and sent it to the Governor-General. In short, the Captain has deprived the Swargadev of all his authority and has his own way in everything. Request therefore that the Captain may be recalled and some other person may be sent in his place, so that the Swargadev may be restored to his authority and the writers may be released from their confinement. Krishnakanta Banerji and two Tambulis on the writer's behalf and the Swargadev's Bara Bora will present this petition to the Governor-General and will verbally explain all particulars to him. (Received 5 March, 1794, No. 27).

41. From Burha Gohain, Bara Gohain, Barapatra Gohain and Bara Barua. State that it is through the favour of the Governor-General that Captain Welsh, having quelled the disturbances in the country, united the ministers and officers (of the Swargadev) and established them at Rangpur. But the Moamarias are at Bengmara at a distance of three day's journey. From there they make raids and cause many casualties. Have twice written to the Governor-General to suppress them and restore tranquillity in the country, but no reply has unfortunately been received. On the contrary, Captain Welsh has been unnecessarily recalled. If his forces are withdrawn not a single person in the writers country will remain alive for a single day. Pray that the Captain may be ordered to stay on with his troops in order to suppress the enemies and promote the welfare of the country. If, however, this order is not issued then all the people of the entire country should be permitted to go to the Governor-General. Owing to the Governor-General's assistance the cows and the Brahmins of the whole country have been saved and now they should not be left to the mercy of the enemy. Dated 4 *Jaistha,* 1716. (Received 14 June, 1794, No. 79).

42. From Bara Barua, Bara Gohain and Barapatra Gohain, the ministers of the Raja of Assam. By their joint efforts with Captain Welsh they have been able to recover Rangpur only. The enemies have plundered the hoarded wealth of the king and his ministers and are now living comfortably at Bengmara which is at a distance of three days' journey from Rangpur. How can they be safe at Rangpur so long as the enemies are so near? They are devastating the country. The Captain tried to bring about an understanding between the enemy and the Swargadev but all his efforts were unsuccessful. Captain Welsh

had despatched forces to drive away the Moamarias when an order arrived from the Governor-General recalling him. So the Captain recalled them. This order has alarmed the writers. Request that the Captain should be directed to drive away the Moamarias in two or three months' time and then depart. *Barqandazes* are creating disturbances in Kamrup. They should also be expelled. After the departure of the Captain an officer with two or three companies of sepoys may be stationed 'here' so long as order is not established. Further particulars will be given verbally by Majumdar Barua Bikaram, Bara Kataki Bholanath, Shiv, Khamind Bairagi Tanushyam, and Balaram. Dated 16 *Baishak*, 1716, *Shaka*. (Received 9 July, 1794, No. 114).

43. From the Bara Phukan, Minister of the Raja of Assam. The Governor-General will have learnt everything about this quarter from the Swargadev's letter forwarded through Bika Majumdar and others. Some ill-disposed people were creating disturbances in the country, but Captain Welsh chastised them and peace was restored. The Swargadev and the Captain being satisfied with the services rendered by the writer appointed him to the office of the Bara Phukan. According to the custom of this country, the Bara Phukan is responsible for the good management of the country extending from Kailabar to the Manas and for the advancement of the Raja's prestige and interests. As the writer suspects that some of the persons deputed to the Governor-General may misrepresent things to the detriment of the Raja's government, he has deputed two of his confidants, Bhuiyan Bhawani Pada (?) and Najaf Khan, to accompany the Maharaja's *vakils* to the presence. Hopes that their representations will be attended to in utter disregard of what others may say to him. Opines that the despatch of a large force is unnecessary. One battalion at Rangpur and five or six companies at Gauhati will be sufficient for the protection of the country. As the Englishmen stationed in the country, are familiar with the local customs, they need not be replaced by new ones. This is also the opinion of the Rajas and Zamindars under his authority. It will redound to his credit if the Governor-General can settle the distressed affairs of the Swargadev.

An order has recently arrived recalling the Captain from this place. It is presumed that this step has been taken on the false representation of Jainath Bara Barua and Choladhara Phukan who have got the Raja's seal and are making unauthorised use of it. Requests the Governor-General to punish them according to their deserts. If the Captain and the troops are recalled, the country will fall into confusion. The revenue of the country was very meagre but considering the urgency of the expenses of the Company's troops he has provided for the sum of one and a half lakhs of rupees annually from the districts under

his authority. This has created him many enemies and he therefore throws himself on the protection of the Governor-General and requests that he may be saved from their machinations. Some presents are sent by the Swargadev through Bika Majumdar. Dated 7 *Asharh* or 8 June. (Received 21 July, 1794, No. 134).

44. From the Bara Phukan. Says that Captain Welsh's departure from his country has caused confusion and disorder and that unless the Company's sepoys are stationed in his state it cannot have adequate protection. Requests therefore that Mr. Bruce may be directed to come with troops without delay for the rescue of his country. Promises to pay all the expenses that have been and will be incurred in this connection. Deputes Rudraram Barua who will communicate all other particulars verbally. Dated the 26th *Shravan,* 1716 B.S. (Received 4 September, 1794, No. 159).

45. From Gaurinath Sinha, Raja of Assam. Of the same tenor and date as above. (Received 4 September, 1794, No. 160).

46. From the Bara Phukan to (Mr. Bruce). He heard that the addressee has been directed by the Governor-General to restore peace in his country. Says that the country is suffering from disturbances of all sorts and requests the addressee to come early to re-establish tranquillity. Will pay the past and future expenses of the Company's forces when peace is restored. Rudraram will represent full particulars.

From Gaurinath Sinha to the same. To the same effect as the foregoing. Dated 23 *Shravan,* 1716. (Received 4 September, 1794 No. 162).

47. From the *vakil* of the Raja of Assam. Prays that if troops cannot be sent to Assam then 300 muskets with bayonets, four maunds of powder, four maunds of balls, two maunds of flints, 200 cartridge-boxes, etc. may be supplied to his constituent. (Received 25 September, 1794, No. 184).

48. From Bishnu Narayan, Raja of Kamrup to...................... Represents that having been deprived of his state he threw himself upon the protection of the Company, but that unfortunately he was given no shelter in their territories. Says that it will endanger his life if he returns to his country without guards and consequently prays that he may be granted a *rahdari* to enable him to enter his country with some attendants from Bengal. Dated 22nd *Kartik,* 1201 B.S. (Received 5 November, 1794, No. 206).

49. From Raja Bishnu Narayan, Raja of Kamrup. Being deprived of his *raj* he has taken refuge with the Company and depends upon their kindness. Hitherto he has not experienced any oppressions on the part of the Swargadev but the treacherous Bara Phukan falsely and undeservedly calumniated him with the Raja and without his directions took possession of the writer's *raj*. The addressee must have been informed by the Swargadev himself of the troubles that Bara Phukan is causing to his kingdom. Raja Swargadev now solicits the Company to chastise the Bara Phukan. Requests that the Governor-General will be pleased to address a letter to Raja Swargadev requiring an assurance from him that the writer should be restored to his *raj*, when the Bara Phukan is suppressed. Is desirous of concluding an agreement with Raja Swargadev's *vakils* who are here and requests that the Governor-General will direct an agreement of alliance to be made and to have the document deposited in his office. Dated 12 *Agrahayan*, 1201 B.S. or 24 November, 1794. (Received 25 November, 1794, No. 235).

50. Declaration of Raja Bishnu Narayan dated 25 *Agrahayan*, 1201 B.S. (8 December, 1794) to the effect that a compromise has been effected between him on the one hand and Bishnu Narayan Sharma, Haradev Sharma and Devnath Sharma, *vakils* of the Swargadev on the other ; that there exists no quarrel between him and the Swargadev ; that Kamrup has always been his ancestral state, from which he was dispossessed not by the Swargadev but by the Chetia Bara Phukan who took forcible possession of it with the help of *barqandazes* ; and he agrees to remain under the suzerainty of the Swargadev and pay the former *malguzari*. (Received December, 1794, No. 319).

51. Declaration of Haradev Sharma and Devnath Sharma, *vakils* of the Swargadev dated 26 *Agrahayan*, 1201 B.S. (9 December, 1794). To the same effect as above. (Received December, 1794, No. 320).

52. Henry Lodge to Krishnachandra Narayan. Intimates that Krishnachandra's *vakil* came to him and that he is sending his own *vakil* to him. Desires to be furnished with*.................... as early as possible. (Received 1794).

53. From Bara Phukan, Minister of the Raja of Assam. Says that thanks to the Company's protection, the country of Assam had gained a certain degree of security when some mischief-mongers by their false representations annoyed the Governor-General. Intimates

*NOTE.—The word given here in the Bengali text cannot be deciphered.

that he in concert with the Bara Gohain, the Solal Gohain, .the Bara Barua and others has deposed the crazy Raja (Swargadev) and raised to the throne (Rajeswar Sinha) a great grandson of a former Raja, at Gauhati. Has now learnt that the Bura Gohain, a servant of the deposed Raja, has sent Barua Kataki to the Governor-General for the purpose of obtaining military aid against him. Requests that he will pay no heed to the representations of the said Kataki but on the other hand despatch some troops to help him in the company of Rudraram Barua who is in (Cooch) Behar. The crazy Raja was deposed because he put to death several men of note and himself killed the father of Krishna Narayan Zamindar with a hatchet. (Received 9 February, 1795, No. 17).

54. From the Raja of Assam. Acknowledges the receipt of the Governor-General's letter and with regard to the merchants about whom the latter has written to him, says that they have made no representation to him concerning any loan they may have given to any of his subjects and promises that justice will surely be done whenever a representation is made to him. Denies knowledge of any injury or molestation which the merchants are alleged to have suffered at the hands of his people and declares his readiness to redress such wrongs when brought to his notice. Observes that in as much as friendly intercourse between the two countries affords reciprocal advantages, justice shall be done and due reparation made whenever the merchants make a representation in any respect. Dated 15 *Magh*, 1716 *Shaka*. (Received 24 February, 1795, No. 41).

55. Petition of Zinkaf Furpa and Zinkaf Hunkhar on the part of the Deb Raja. As a result of warfare between the East India Company and the Dev Raja all the lands belonging to the latter passed into the possession of the Company. Bura Subah accompanied Bogle to Calcutta and met Warren Hastings. Warren Hastings and Bogle then settled all the lands upon the Deb Raja and Bogle personally went to Rangpur and fixed the boundary. Since that time they were enjoying possession of those lands. Last year officers from Behar (Cooch Behar) forcibly ejected the *tahsildar* of *mauza* Barka. The land is now in the possession of the Raja of Cooch Behar and its rent is being collected by the officers of Cooch Behar.

As already reported to Lord Cornwallis, Gumarhati village which had all along been in the Deb Raja's possession was forcibly seized by Bulchandra Barua. Although Gumarkaimari village, was formerly held by the said Barua, the Deb Raja took formal possession of it in accordance with the Governor-General's direction but Bulchandra still occupies it. Of the five disputed villages, the Deb Raja has got possession of three and the other two are in the possession of the said

Barua. When the boundary was settled at the instance of the company the said Barua admitted that the lands in questions were the property of the Deb Raja but he now holds them by force.

Some lands contiguous to Bhuthat had all along been under the possession of the Deb Raja. But they were seized by the late Kanta Babu. Formerly the Company had issued *parwanas* to the Collectors regarding these three items and granted a *sanad* to the Deb Raja. That *Sanad* was burnt when the fort of Punakha caught fire. The Governor-General is the master of the country. Solicit therefore that orders may be passed for restoring the Deb Raja to all his rights. (Received 28 May, 1795, No. 132).

56. From Kamaldev Sharman Daria and Parashuram Das Kandar Barua. When Captain Dogal's (?) services terminated he was paid his dues in full. He has now joined Raja Balit Nàrayan and is plundering Kamrup. His men declare that they are acting under the orders of the Company. Pray that they may be asked to clear out of the country.

The merchants of Bengal carry on business in salt and lac in Assam using the Company's seal (fraudulently). If their goods are stopped by the writers' men, then sepoys come and forcibly remove them. If this practice is allowed then the *chauki* will be ruined. Lac and *muga* fabrics are produced in this country but they (the writers) are deprived of the duties payable on these articles. Pray that a *parwana* be issued to ensure that duties are paid at the *chauki* and nobody can remove any articles forcibly without paying the duties. (Received 23 May, 1796, No. 237).

57. Shyamcharan Chakravarti to the Judge of Birbhum. Declares that he will depose on oath before the Judge to the same effect as he has done before the Collector in connection with the case of Messrs. Fitzroy and Ernst. He will tell the truth and will be degraded by his God if he makes a false deposition. Dated 11 *magh*, 1796. (Received May 1796, No. 254).

58. From Mohan Prasad to the Judge of Birbhum. Of the same tenor and date as above. (Received May 1796, No. 255).

59. From the Raja of Assam. Has received his letter about opening up the trade between the two countries. The writer and his subjects have also the same object in view and hope that this will be possible as soon as tranquillity is restored in the country. Knows nothing about the dues of Mr. Raush but if the accounts are supplied to him he will recover the money. Is glad that Mr. McCallum has

beeh appointed at Goalpara in place of Mr. Raush. Will give him permission to carry on trade as formerly.

P.S.—Has sent Majumdar, Bairagi Devnath Sharma and Tanushyam Das with a letter. Hopes the request contained therein will be complied with at an early date. Dated 12 *Asharh*, 1718. (Received 2 August, 1796, No. 268).

60. Petition from Ibadullah Khan and Khair-un-Nisa, Zamindars, Pargana Omrabad (Noakhali). State that they paid land revenue from the year 1172 as shown below:—

Year.		Enhancement.			Reduction.			Revenue paid.		
		Rs.	As.	P.	Rs..	As.	P.	Rs.	As.	P.
1172	...	—			—			1,400	0	0
1173	...	12,600	0	0	—			14,000	0	0
1174	...	11,000	0	0	—			25,000	0	0
1175	...	4,000	0	0	—			29,000	0	0
1176	...	3,000	0	0	—			32,000	0	0
1177	...	1,127	6	0	—			33,127	6	0
1179	...	3,000	4	0	—			36,127	10	0
1180	...	1,450	0	0	—			37,577	10	0
1181	...	1,450	0	0	—			39,027	10	0
1182	...	1,450	0	0	—			40,477	10	0
1183	...	1,523	6	0	—			42,001	0	0
1184	...	—			2,971	6	0	39,029	10	0
1188	...	10,970	6	0	—			50,000	0	0

State that they paid revenue at progressively increasing rate for a period of 24 years from 1173 B.S. In 1197 when decennial settlement was made the revenue was fixed by Mr. John Buller (Collector of Tippera) at Rs. 50,000/- on the basis of the previous figures. In the year 1198 revenue was collected through a *Sazawal*. In the year 1199 Ramshankar Mitra, the Dewan, out of grudge, misrepresented things to Mr. McGwire (successor of Mr. Buller), and Kebalram Mukhopadhaya was appointed *Sazawal* and Ramkanta Ghosh *amin*. They wanted to enhance the collection by introducing many new charges but were unsuccessful. In the year 1200, Mr. Thomas Parr became the Collector (of Tippera) and he appointed the said Ramshankar Mitra as his Dewan. This Dewan having misrepresented facts to the Collector, the *pargana* was taken into *Khas* possession and Shibcharan Basu was appointed *Sazawal*. At this Bhabananda and other *talukdars* made a representation to the Collector but the Dewan having influenced the latter all the *talukdars* were given a beating. Still the revenue could not be enhanced. The pargana has since been leased out piecemeal to several persons. Pray therefore that it may be restored to

them with the revenue fixed at Rs. 50,000/- according to the old rate. Dated 18 *Bhadra,* 1203 B.S. (Received 10 September, 1796, No. 330).

61. Mahmud Khan and Mirza Jan Beg, Dundia chiefs to Mr. McCallum. State that they have delivered ten boats to the Faujdar's *harkarah* and one to the addressee's employee. Request that Ram Narayan and Bijoy Kataki, who have come to the addressee with a view to securing some troops, should be placed in confinement, in order to recover Mr. Raush's dues from them. Assure that the writers and Kanak Singh Subadar will carry out any orders given to them by the addressee but if the latter assist them (Ram Narayan and Bijoy Kataki) in securing recruits, they are assembled at Dhantala with seven hundred mercenary forces and will resist that attempt positively. Request for a clear answer to their letter. (Received 8 November, 1796, No. 437).

62. Mr. McCallum to Mahmud Khan Subadar and Mirza Jan Beg. Says that the boats have arrived. He did not know that his Government had sent orders (about the boats) to the addressees but this being a small affair, it is possible that orders were served on them without his knowledge. His letters always bear his seal and signature in English. Cannot confine Ram Narayan, Kataki and Majumdar as desired by the addressees, for there are no such orders from the Company. They have been brought with assurances for safety for settling the accounts of Mr. Raush. The addressees wrongly suspected the writer that he would help them with men but the latter had no men and he would not entrust any Assamese even with five rupees. Mr. Raush gave his life and wealth for the sake of Assam. He is not going to do that. He is suffering loss in his business. They must not believe anything they hear about him in bazars. Dated 12 *Kartik*—25 October, 1796. (Received 8 November, 1796, No. 436).

63. From Dhireshwar Devsharma (Kataki) and Haridas Bairagi, (*vakils* of the Raja of Assam). Intimate that on arriving from Jorhat to Kandarchauki in the village of Goalpara with the letter of the Swargadev for the Governor-General, they received reliable information to the effect that Risaldar Kanak Singh, Mahmud Khan Pathan, Mirza Jan Beg, Jagangiri Mahant and other subjects of the Company have collected a large force at Dhantala within the Company's boundary and are bent upon plundering Assam. As no one on behalf of the Company has tried to check these Dundias, request either that proper measures may be taken to prevent them from entering Assam or that in case they make inroads into the country, the Raja may be permitted to drive them away—the permission being necessary in view of the fact that the men who have turned Dundias are all subjects of the Com-

pany. Dated 15 *Kartik,* 1203 B.S. (Received 28 November, 1796, No. 480).

64. From Harendra Narayan Bhup, Raja of Cooch Behar. Since the closing down of the mint *Narayani* rupees have become scarce. The ryots and businessmen are also meeting with difficulties in their daily transactions. Had brought this to the notice of the Governor-General some time ago but the question was put off for some reason or other. Requests that he may be permitted to reopen the mint. Dated 26 *Bhadra,* 287 or 1203 B.S. (Received 14 December, 1796, No. 514).

65. From the Raja of Cachar. Since the early days of the Company under the successive Collectors of Sylhet Messrs. Sumner, Thackeray, Holland, Lindsay and Wills, the relation between his country and the Company was cordial. But during the three years of Mr. Henry Lodge's regime there have been numerous troubles. He wants a monopoly in the trade of tusks, wax, cane and bamboo and has with that view posted sepoys on the road so as to prevent all sorts of communication between the territory of the Company and that of the Raja. His territories consisted of hills and jungles and his ryots subsisted on the sale of grass and bamboos. Says that if this illegal practice is continued, the poor inhabitants of the country will be ruined. For particulars refers him to his agent, Khushalram Datta. Requests an order to the Collector not to offer any impediment to unrestricted trade and communications between the two countries. Sends some presents. (Received 29 January, 1797, No. 86).

66. Kriparam Chakravarti and others to the Judge of Birbhum. State that formerly Ram Datta Ojha was the Ojha of the Baidyanath Temple at Deoghar. Since his demise his son, Ananda Datta Ojha has, in accordance with the Judge's orders, been satisfactorily managing all affairs. But owing to the fact that he has not yet been appointed to the office of the Ojha, there has been certain inconvenience with regard to the worship of the Deity and the pilgrims are grieved on that account. Request early appointment of the Ojha in view of the approaching *Shivaratri* festival in the month of *Phalgun,* which is expected to attract pilgrims from many places. Recommend Ananda Datta for the office of Ojha, not only because he is in every respect fit for it but also because his father, grandfather and great-grandfather held the office before him. Request that their prayer may be granted. Dated 7 *Magh,* 1203 B.S. (Received 14 February, 1797, No. 129).

67. To Shyam Sardar Shikari. With reference to his petition submitted to the Criminal Court of Thana Chintaman in the District of Dinajpur, permission is hereby granted to him to kill wild boars,

jackals and other wild animals in the *parganas* of Nimaibati, Phulbari, Sultanpur, etc. under the said Thana. He is also asked to give protection to the cultivation by driving away wild buffaloes without doing injury to anyone and is directed to lodge report at the Thana in the event of his meeting with molestation from anybody. Dated 14 *Bhadra*, 1203 B.S. (Received 26 May, 1797, No. 287).

68. From Bishnu Narayan, Raja of Kamrup. Complains of having been wrongly deprived of his ancestral *zamindari* in Kamrup by the Swargadev of Assam and of being subsequently ousted from that *zamindari* by the Bara Phukan. Says that the Swargadev having complained to the (East India) Company of the depredations caused by the Dundias in Assam, Captain Welsh with a body of troops was sent to his assistance. On his representation to the aforesaid Captain, the latter, after satisfying himself about his title, restored the *zamindari* to him. He enjoyed possession of the *zamindari* for nearly two years and paid the revenue but after Captain Welsh's departure from Assam, the said Phukan collected some Dundias and disregarding the order of the Swargadev ousted him from his estate. Thereupon he approached the Board and lodged a complaint. The *vakil* of the Swargadev who was present there stated that he (Bishnu Narayan) had been dispossessed by the Bara Phukan and not by the Raja who had no knowledge of the affair. The Board having heard the arguments of both sides effected a compromise between them and ordered that he (the writer) should be restored to his estate. After his return to Kamrup both the Swargadev and the Bara Phukan died and in their places were installed a new Swargadev and a new Bara Phukan who ignored the decision of the Board. Some of his relatives have since been imprisoned by the new Bara Phukan and he himself has been wandering about as an exile. He now throws himself upon the protection of the Company and prays that he may be re-established in his *zamindari* and his estate be placed under the jurisdiction of Cooch Behar. Promises to pay an annual tribute of 150,000 new *Narayani* rupees in instalments at the appointed time to the officer in charge of Cooch Behar. Hopes that orders will be issued to that officer to restore him to his territories. Dated 8 *Kartik*, 1204 B.S.

Witnesses:

Sri Dal Singha of Darrang,
Sri Krishna Dev of the same place.

(Received 4 December, 1797, No. 473).

69. Niamatullah, Commandant of the *barqandazes* at Rangamati, to the Commissioner of Cooch Behar. Says that he submitted two or three applications previously but unfortunately did not receive any

reply ; nor could he himself come to the addressee owing to various troubles. Reports that the Maharaja (Padma Kumar?) has come to his place and is pressing the writer to conduct him with sepoys to his estate, as otherwise he would be totally ruined. As he cannot comply with the Maharaja's request without the permission of the District officer, requests to be furnished with a *rahdari parwana*. Adds that some people are willing to go without any *rahdari* but that it will not be to the credit of the addressee. Dated 22 *Magh*, 1204 B.S. (Received 6 March, 1798, No. 182).

70. Mahindra Narayan, Zamindar of Karaibari (Rangamati), to Captain Thomas Welsh. Referring to the report which has reached the Captain, viz., that he has driven away the men who came to him with the letter demanding the revenue of Rangamati, avers that he is incapable of such an act and he has been unfairly defamed. Represents that he has been unable to pay the revenue on account of the depredations of the Dundias in his territories. Expresses satisfaction at the Captain's arrival at the Thana and hopes that the Dundias will now be suppressed. Says that he is making arrangements for payment of the revenue of which he expects to remit one instalment shortly. Intimates that the sepoy who brought the *parwana* has been sent back and he will inform the addressee of everything verbally. Dated 1 *Magh*. (Received 12 March, 1798, No. 188).

71. Nazir Deo to Richard Ahmuty, Commissioner of Cooch Behar. States that though his claim to his property in Cooch Behar and to his own *zamindari* was established after investigation by Messrs Mercer and Chauvet and subsequently a further investigation was made during the regime of Messrs Douglas and Lumsden, he has not got possession of his estates up to the present time due to the intrigues of his enemies. Says that he is worrying the addressee as the officers who previously came to Cooch Behar did not vouchsafe any reply to his letters although copies of the reports made by the aforesaid gentlemen in his favour were sent to the Governor at Calcutta. Requests accordingly that he may be restored to his estates. Dated 16 *Magh*, 288 *Rajshak*. (Received 14 March, 1798, No. 192).

72. Krishnachandra Pal Chaudhuri and Sambhuchandra Pal Chaudhuri, *taluqdars* of parganas Datia, etc., to the District Judge (of Jessore). Say that they purchased for Rs. 54,500 the parganas of Datia, etc. which were sold by auction because the Zamindar of Yusufpur, the former owner, had failed to pay the revenues thereof. A month after the purchase was made they received a deed of sale and a *parwana* of occupation for the said parganas from Mr. Wintle, the Collector (of Jessore). Later it was discovered from the relevant

papers that a sum of Rs. 1158-2-6 was entered twice in respect of *tarf* Kumira in two different places and thus they were required to pay the revenue twice for one and the same *tarf*, though there was no other *tarf* of the same name in the pargana concerned. A petition was accordingly made to the Collector, who after scrutiny of the papers, ordered that because of the double entry they would receive a deduction of the amount of second entry from the sum total. The deduction not having been taken into consideration some villages of their *zamindari* have been put up to auction for the non-payment of the amount of second entry. If the villages mentioned in the auction list are not delivered to them how can they pay the *malguzari* thereof? Request that the petition may be forwarded to the gentlemen of the Council in accordance with section 46 of Act XIV of 1793 and justice may be done to the petitioners according to their direction so that they, the poor *taluqdars* may not be ruined on account of erroneous double demand. Dated 25 *Phalgun*, 1204 B.S. (Received 12 April, 1798, No. 238).

73. From Bhagyachandra Sinha, Raja of Manipur. Says that he has come from Manipur to Murshidabad for a holy bath in the Ganges and expresses his desire for a piece of land on the river for building a house which may serve him as a bathing resort and he further wishes to send to Murshidabad, for the purpose of trade, ivory, wax and other products of his country. Requests accordingly that his *vakil*, Rashbehari Das, whom he is deputing to his lordship may, if there is no objection, be furnished with a letter to the Collector of Murshidabad in this connection and further that the particulars which will be communicated personally by the *vakil* may kindly be given favourable consideration. Dated Murshidabad 21 *Shravan*, 1205 B.S. (Received 25 September, 1798, No. 367).

74. From Burha Gohain, Minister of the Swargadev. States that through the efforts of the Company, the activities of the Dundias have been checked in territories below Gauhati and the Company have thus afforded protection to the Swargadev and his country. As the Naras have recently been making inroads from the eastern tracts, requests that in view of what is stated in the Swargadev's letter five hundred new muskets with ammunition may be supplied, so that the people of the country may be saved. Says that they entirely depend upon the Company for their safety and have none else to rely upon. Recently Niamatullah, the Dundia, caused a slave, whom he styled as Padmakumar to submit a petition to the addressee but the action of the Governor-General has been entirely to the satisfaction of all the people of Assam. Dated 6 *Bhadra*, 1720. (Received 21 February, 1799, No. 49).

75. From the Raja of Assâm. In compliance with his request Capt. Thomas Darrah was deputed to suppress the Dundias in the Jogighopa and Goalpara region. The Captain accordingly suppressed the Dundias and he was permanently stationed with his sepoys at Jogighopa and peace was consequently restored in that locality. Has now learnt that the Captain has expired. Requests that the Governor-General will be graciously pleased to send another officer in his place. The arms and ammunitions which were supplied by the Company formerly have been of great benefit to the country. But on account of repeated fightings the ammunitions have now been exhausted and the weapons are worn out. Says that a large number of men have arrived from the Nara country, situated to the east of his territory and joined the Moamarias. They have been creating disturbances and ravaging his country. If the Governor-General is kind enough to provide him with 500 new muskets, he will be able to suppress the rebels and establish peace in his territory both east and west. The cost of the arms and ammunitions will be paid at Goalpara. Has learnt that Niamatullah Dundia took with him a slave, who posed as a prince and made a representation on his behalf against the writer to the Governor-General but that on the report of the Commissioner of Cooch Behar they have been put in irons and thrown into prison. The fellow called Padma had collected a large number of men and had fled westward after causing much trouble. Meanwhile Niamatullah had mobilised his forces, plundered Jogighopa, Goalpara and Kandarchauki and robbed Lakshmi Narayan Brahmachari of a large sum of money. Says that either the plundered money may be recovered or the two culprits may be delivered to him if the Governor-General pays attention to this subject. Further, intimates that two bondmaids of the household of the late Swargadev had run away. One of them has since been captured. The other, it is said, is at Chilmari. If she is not captured and handed over to the writer much harm may be done to him. His *vakil* will communicate further particulars to the Governor-General and it is hoped he will give attention to his representations. (Received 28 February, 1799, No. 65).

76. From......................to Richard Ahmuty. Represents that the old muskets in his State have become entirely unserviceable and requests that the Board may be asked to supply him with one hundred and fifty new muskets with bayonets and also cartridge-boxes, hammers . . . . two barrels of gunpowder and one hundred military jackets. Dated 290 *Shakabda*. (Received 18 September, 1799, No. 267).

77. From Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar. Refers to his previous communications. Is very glad to learn from a letter

from his *vakil,* Munshi Kebalkrishna Das that the Board is favourably disposed towards him. Represents that a certain Mughal* and Subadar Kalyan Singh, in conspiracy with a number of disloyal men, have recently been plundering his country, as has already been brought to his (the addressee's) notice for necessary investigation. Says that though he possesses extensive territories, he considers himself as a dependant of the Company. Intimates that from the confusion in his state certain people of Tripura, Jaintiapur and Manipur have been led to the belief that he is not on good terms with the Company's officials and have accordingly become inimical to him. Observes that if a hundred or two of the Company's sepoys are stationed in his country, there will be no likelihood of any disturbance and accordingly requests that in compliance with the application of his *vakil* two hundred such men may be sent with a *parwana.* Professes his loyalty to the addressee whom he considers as his patron. Dated 15 *Chaitra,* 1206 B.S. (Received 30 April, 1800, [illegible] 154).

78. From the Maharaja of Cooch Behar. Says that a copy of the letter written by Lord Cornwallis on 4th July, 1789 is with Rashbehari Sarkar, his *vakil* at Calcutta. In that letter it was written that in order to safeguard the interests of the Maharaja the Company would take over the administration of the country but that he would not be required to pay as *nalbandi* more than what was stipulated in the agreement concluded with him in 1772. It was also stated in that letter that the Maharaja would be placed in charge of the administration on attaining majority when he would be competent to manage his state. Says that he is now 20 years of age and can fully discharge the duties of a ruler. Self-interested people are ruining his country in such a manner that regular payment of *nalbandi* has been rendered difficult. Requests that the Governor-General will persue the letter referred to above and invest him with the control of the administration of his country. He will pay the *nalbandi* regularly to the Collector of Rangpur.

The ex-Nazir Deo, Khagendra Narayan, who is receiving the sum of Rs. 500/- a month, has taken possession of the *malguzari* lands. Requests that a *parwana* may be issued in his favour, so that he may control the revenue collections of the said lands in the same manner as it had been done by Mr. Smith and pay the *nalbandi* thereof to the Company.

Further adds that *taluqs* Bhulka, etc. belonged to his territory and were in the *jagir* of his servants. The Bura Subah had taken them on lease under a *qabuliyat* and *qistbandi* and accordingly paid the rent thereof in the year 272 *Shaka.* But as the Subah failed to pay the stipulated revenue for several successive years those *taluqs* were

*Aga Muhammad Reza.

resumed by his government. Has now learnt that orders have been passed to put the Bhotias in possession of those *taluqs*. Requests that the Governor-General will kindly have the case investigated and reconsider the decision on the basis of documentary evidence. (Received 20 June, 1800, No. 182).

79. From Kali Sarkar of Nadia. Says that he worked as an agent of Mr. Bernard McCallum of Goalpara and sold his salt in Assam for cash or in exchange of other articles. Once on his failure to pay the sale proceeds to that gentleman within the stipulated period he was asked to give security. Kamalnarayan Barua stood security for him and the writer took salt from Mr. McCallum and went to Assam. After having finished his business there, he arrived with a boat laden with articles of barter to Kandarchauki and informed the said Barua who told Mr. McCallum's men to take an account of the articles. Meanwhile Mr. William Tucker on behalf of Mr. Robert Brydie came with a number of men and forcibly took his boat to Jogighopa. On a remonstration being made they fired guns and drew out swords. The writer's men fled but he himself remained in the boat. All his pleadings with Mr. Tucker failed and he was placed under guard. Later Mr. Tucker had the boat unloaded and put the articles in his own *gola*. Says that the writer has no business with Mr. Brydie or Mr. Tucker nor does he owe them any money. Mr. McCallum has now held the said Barua, who stood security for him, responsible for his dues. A petition against Mr. Tucker was filed in the judge's court at Rangpur of which no notice has so far been taken. The writer is a poor man and has not the means to conduct a suit against Mr. Tucker in the Supreme Court. Requests that the Governor-General will be graciously pleased to order an enquiry in his case. (Received May, 1802, No. 206).

80. From Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar. Acknowledges the receipt of the Governor-General's letter of *Shravan* (18 August, 1801) informing him that his grievances were groundless and says, in reply, that the Governer-General's judgment is probably not founded upon full and sufficient information of facts, that he had therefore again despatched his *vakil*, Kebalkrishna Das, to his Lordship for the purpose of offering the necessary explanations. Dated 27 *Phalgun*, 1722. (Received 3 June, 1802, No. 209).

81. From the Raja of Assam. States that on 25 *Shravan* he received through Gauri Kataki and Tanushyam Bairagi the letter dated 19 *Baishak*, 1206, sent by Sir Alured Clarke on behalf of the Governor-General. Represents that on two occasions he had sent his *vakils* with letters to the Governor-General soliciting a supply of muskets and

ammunition but his request was not compiled with, as he understood, because an officer had already been stationed at Jogighopa and Goalpara with sepoys and they had already put a stop to the depredations of the Dundias. States that there was no trouble from the Duńdias for three years but they have of late renewed their incursions and plundered a few villages on the frontiers of Bhutan. He is, however, immediately faced with a more serious danger from the Moamarias. Recalls how previously the Governor-General was kind enough to save his father's elder brother from these enemies by sending a force under Captain Welsh and later on saved him (the writer) by supplying him with double-barrelled guns and gunpowder which enabled him to control his enemies and establish tranquillity in his country. Those guns have since become worn out and are unfit for service and the stock of ammunition is also exhausted. States that recently the Moamarias assembled at Bengmara and on the Cachar frontier and plundered and burnt some of his villages. Five companies of sepoys were therefore despatched with the old guns to fight them. But his troops were drawn, by a ruse, into the jungle where they were completely annihilated and all the guns were taken by the enemies. Under the circumstances there was none but the Governor-General to protect him, his minister and his subjects. Prays that just as the addressee kindly protected the writer in the past so he should have sympathy with him in his present difficulty and supply him with 800 new muskets and ammunition and send to his assistance two companies of sepoys under a Sardar (Commandant). Sends some presents and adds that further information will be given by Khangia Phukan, Bara Kataki, Ramdev Sharma, Birdev Sharma, Govindaram Bairagi, Tanushyam Bairagi and Balaram Bairagi. Dated 8 *Asharh*, 1724.

List of presents—

1 Large Assam ewer inlaid with gold and silver.
1 ivory mat
1 *pankha*
2 ivory back-scratchers
4 large elephant tusks
2 pieces of cloth with gold border
4 silk *dhotis*
2 pieces of flowered silk
2 Do.
2 pieces of white *muga*, each containing 10 yards
4 *dhotis* of white *muga*
4 white chowries
2 *pankhas* made of peacock feather with silver handles
10 seers of *aguru* wood
4 *dau dai* birds

82. From the Bara Gohain. To the same effect as the foregoing letter from the Raja. Of the same date. A list of presents is appended:—

1 ivory *pankha*
2 back-scratchers
2 pair of large tusks
2 pieces of silk *dhoti*
2 pieces of white *muga* cloth (10 yds. each)
2 pieces of *muga dhoti*
2 *dau dai* birds

(Received 22 November, 1802, Nos. 458-9).

83. From Bara Phukan to Lord Mornington. Says that he is sending Khangia Phukan, Ram Kataki, Madhu Bada (?) and others with letters to his lordship from Raja Swargadev Kamaleshwar Sinha and Burha Gohain Dangaria. Requests that after learning all the particulars from these letters as well as from the verbal communications of the above mentioned persons his lordship may take necessary steps for the protection of the poor inhabitants of the Maharaja's country. Advises despatch of some presents through Ram Barua and Chandram Barua who are also accompanying the Phukan and requests acceptance of the same. Declares the fullest confidence in the British Government. Dated 30 *Shravan,* 1209 B.S.

Presents—

2 pieces of *gamchang* worked in gold
2 pairs of tusks
5 pieces of silk *dhotis*
8 white *chamars*

(Received 23 November, 1802, No. 460).

84. Petition from Krishnaprasad Roy and others of Jaynagar in the District of Raymangal to the Governor-General. The petitioners used to manufacture salt at their own expense and carry on export and import business in salt for which they paid as the Company's fee Rs. 30 per 100 maunds. In 1187 B.S. the Company bought the ***nimak mahal*** (salt mahal) and placed Mr. Wood in charge of salt works of the above mentioned district. The petitioners then offered their services to him and earned their livelihood by salt-refining. Under Simon Hewett, Joseph Champin* and John Mackenzie also the same practice continued. Thereafter the salt works of the petitioners' district were placed under the jurisdiction of Richard Goodlad of the 24 Parganas

*Probably John Champain.

and as he was always busy with the affairs of the 24 Parganas, the work in the other district was neglected and the quantity of salt manufactured there decreased in consequence. In 1203 B.S. during Edmond Pitts Middleton's regime the work was stopped and the petitioners were deprived of their means of livelihood. They do not know any other work and pray for re-starting of the work in the *mahal* so that 4 or 5 thousand souls may be saved from starvation. They send this petition by post as they are too poor to present their petitions in person. The Company may either advance capital and receive salt from them, or in the alternative the petitioners may be allowed to borrow money from money-lenders and to trade in salt and pay to the Company at the rate of Rs. 30 per 100 maunds of salt, or they may be allowed to supply salt to the Company at the rate of Rs. 200 for each 100 maunds. The last arrangement will be very profitable to the Company. His Excellency may accept any one of the three suggestions made above and order re-opening of the salt business. If their prayer is granted the Company will have some profit and at the same time the petitioners will be provided with the means of their livelihood. Dated 15 *Chaitra,* 1209 B.S. (Received April, 1803, No. 189).

85. Burha Gohain to James Wordsworth, Judge of Rangpur. Intimates that Mayaram, brother of Rudraram Barua, informed him that two petitions were sent to the Governor-General against Daniel Raush. These petitions were referred to John Lumsden, Collector of Rangpur, for enquiry. The decision may be communicated in writing to him. Mayaram, brother of Rudraram Barua, has been sent in this connection. Dated 27 *Bhadra, Shakabda* 1726. (Received 22 November, 1804, No. 524).

86. Burha Gohain to James Wordsworth, Judge of Rangpur. During the regime of John Lumsden, Rammohan Ghose, *vakil* of Rudraram Barua, lodged a complaint against the late Daniel Raush in the Council of the Governor-General at Calcutta. The petition was referred to Mr. John Lumsden, for enquiry. The deposition of Mankir-Haran, with respect to Rudraram Barua's plaint and the evidence of Kamal Bhuiyan Barakakati and Bishnuram Kataki are preserved in the office of John Lumsden. Copies of those papers duly attested by John Lumsden which were with Mr. Raush have been produced by Kamallochan Nandi, who has come here on the part of the Governor with full authority to realise the loans advanced by the late Mr. Raush. They are now being sent to the addressee who is requested to compare the copies with the original and return them with detailed comments in writing. The papers will have to be returned to Kamallochan Nandi. Dated 27 *Bhadra,* 1726 *Shaka.* (Received 22 November, 1804, No. 525).

87. Bara Phukan to James Wordsworth, Judge of Rangpur. Enquiries about his health and requests a reply. Sends Mayaram Barua and Birucharan Bairagi to the addressee with letters and presents from the Swargadev for the Governor General and him. They will explain everything to him. The account is also being sent. Hopes that a just decision will be made after an examination of the account and it will be communicated to him in writing. Requests that the subject may be quickly disposed of and the Barua sent back. Sends two tusks as present. Dated 1 *Kartik,* 1211. (Received 22 November, 1804, No. 526).

88. No. 7 Rammohan Ghosh, *vakil* of Rudraram Barua, to the Chief of Rangpur. Says that Mr. Raush is annoyed with his constituent and has done much harm to the people of Assam. On a complaint being made to the Governor-General it has been ordered that the addressee will proceed to the spot for investigation. This has enraged Mr. Raush and he is committing much violence on his constituent and demanding a *razinama* from him. Notwithstanding that a suit against Mr. Raush is pending in the law-court he is still creating trouble. Requests that pending the decision of the suit a body of five sepoys may be stationed with his constituent for his protection. The expenses of the sepoys will be borne by him. Dated the 6th *Agrahayan.*

No. 8. Rudraram Barua to the Chief of Rangpur. Stated on the 16th *Agrahayan* in the presence of Kataki Kamal Bhuiyan, Bara Kakati and Kandar Kataki that the petition of the 6th *Agrahayan* was submitted by Rammohan Ghosh without any verbal or written instruction from him. He had nothing to do with it. Will testify to the truth of this statement. Dated the 16th *Agrahayan.*

Nos. 9 & 12. Rammohan Ghosh submits in reply to the above copies of three letters which he has received from his constituent, Rudraram Barua. On the basis of these letters a complaint against Mr. Raush was lodged to the addressee. It was forwarded to that gentleman for explanation. Mr. Raush in his explanation has, on the evidence of Kamal Bhuiyan, Bara Kakati and Kandar Kataki, said that the complaint in question was not made by Rudraram Barua but that it was made by the writer without his knowledge. Says that Mr. Raush being the Chief Trade Officer the *qazis, qanungos,* zamindars and others are all under his orders. They cannot be expected to go against him in any matter. The Swargadev has made a complaint against Mr. Raush to the Governor-General and the addressee has been asked to make an investigation. Mr. Raush is therefore trying to obtain a *razinama* from his constituent. Requests that until the case pending against Mr. Raush is decided a body of five sepoys may be stationed

at Kandarchauki for the protection of his constituent. The expenses of the sepoys will be borne by him.

No. 9. (1) (Rudraram Barua to Rammohan Ghosh). Has already intimated to him everything in his former letters. Mr. Raush formerly wanted him to make a compromise with him and to execute *razinama* in his favour which he had declined to do. But since Mr. Raush is now in league with Totaram and Sitaram, it has become difficult for the writer to withstand his demand. If a *razinama* is not given he will be put to great trouble. Dated the 10th *Kartik*.

No. 10. (2) (Rudraram Barua to Rammohan Ghosh). Bishnuram has just arrived with a letter addressed to the Swargadev. Has learnt from him that the Chief of Rangpur, who has been directed to make an investigation about his complaint, has become a partisan of Mr. Raush. An impartial decision cannot therefore be expected from him. Totaram and Sitaram being in league with Mr. Raush are giving him much trouble. The addressee is asked to do something for him soon in order to relieve him from Mr. Raush's oppressions. Dated the 13th *Kartik*.

No. 11. (3) (Rudraram Barua to Rammohan Ghosh). Is glad to learn that five sepoys and one *chaprasi* have been sanctioned for his protection. The addressee is now asked to see that they are sent to him as soon as possible. Considerable pressure is being put on him for a *razinama* but to this day he has not signed any. If relief is not forthcoming soon the demand for a *razinama* cannot be withstood longer. At Mr. Raush's instigation Totaram has left for Bijni with some presents in order to make a propaganda against the writer. If he succeeds in preventing the despatch of sepoys granted for his protection, it will be bad both for the writer and the addressee It is desirable that the latter should seek the aid of an Englishman or else Mr. Raush and his two accomplices will ruin the writer. (Received 22 November, 1804, No. 527).

89. Raja of Assam to James Wordsworth, Judge of Rangpur. The writer learnt from a letter from the Governor-General that Mr. McCullum, had deputed Kamallochan Nandi, a man of weight, with the necessary accounts, documents and papers to Assam for realising the outstanding dues of the late Mr. Raush. But Kamallochan did not produce the original documents and placed for examination only copies thereof which the Assamese concerned did not accept as genuine. The writer will send a detailed report later on if he fails to dispose of the dispute so that the addressee may take necessary steps for its settlement. Sends Birochan Khamind with two other

persons viz., Mayaram Barua and Shamoram, and requests that his accounts may be examined and his case may be favourably considered. Some time previously, during the regime of Peter Moore, Daniel Raush and William Dow had wrongly placed Kandar Barua and Bishnuram Kakati in confinement for 5 or 6 months on the excuse of their debt to Lala Amar Singh and had unjustly forced them to give their thumb impression to a bond for Rs. 40,001. Later on, Rudraram Barua appeared as a *Mukhtar* in this case and secured the release of these two persons on their executing a note of hand for Rs. 40,001 in favour of the late Mr. Raush. The writer has recently received a document, through Kamallochan Nandi, signed by the *Qanungo*, Lala Amar Singh* and Bulchandra Barua and bearing the seal of the Collector of Rangpur, which testifies to the fact that Lala Amar Singh's case had been settled on payment of a sum of Rs. 400 for which a receipt was duly granted. That receipt is in the possession of Kamallochan Nandi but he refuses to make it over to the writer. If the addressee sends for the receipt from the said Kamallochan and examines it he (the addressee) will understand the real position, and find how the writer has been wronged on various occasions. If the addressee attends to this case the writer may get the aforesaid sum of Rs. 40,001 as well.

Sends one pair of tusks and two *dau dau* birds. Refers him for further particulars to Mayaram Barua and Shamoram and Sri Birochan Bairagi. Dated 5 *Aswin*, 1726. (Received 22 November, 1804, No. 530).

90. Parashuram Dev Sharma to the Judge of Rangpur. Says that Lakshminarayan Brahmachari used to carry on money-lending business in combination with Messrs Raush and Brydie. After a few months he took leave of those gentlemen and went to Jorhat. Meanwhile Mr. Raush died and the writer repaired to Chandaria, a village within the Company's jurisdiction, on account of disorders in his own country. Mr. Brydie came to Goalpara as Mr. Raush's agent, had the writer brought there and asked him to put his signature to a loan account of Brahmachari. The writer protested that he knew nothing about the matter and never had any business with Brahmachari and could not, therefore, endorse the account ; but Mr. Brydie paid no heed to his protests, detained him for three *prahars* (nine hours) and, in the presence of several persons, forcibly got his signature to the aforesaid papers. Represents that Kamallochan Nandi has produced that document before the Swargadev and demands the money from him adding that Nandi refuses to refer the matter to Mr. Brydie,

---

*It appears that Mr. Raush carried on his money-lending business through Lala Amar Singh and the Raja of Assam had borrowed money from him through Kandar Barua and Bishnuram Kakati.

Brahmachari and Radhanath Kabiraj who are all alive, but insists that the writer should pay as he has signed the document. Complains that he is being unjustly harassed and requests that the debit account signed by him may be returned to him from the custody of Mr. Brydie. Dated 9 *Kartik*. (Received 24 November, 1804, No. 533).

91. The Bara Phukan to the Judge of Rangpur. States that Lakshminarayan Brahmachari who had business relations with Mr. Raush took leave of that gentleman and went to Jorhat and that subsequently on Mr. Raush's death Mr. Brydie and Radhanath Kabiraj had Parashuram Sharma forcibly brought from Chandaria, a village in the Company's jurisdiction, and compelled him, in the presence of many witnesses, to put his signature on certain accounts of Mr. Raush, on the strength of which they were now demanding money. The writer has been informed that Parashuram Sharma had never had any transactions with Europeans or bankers and adds that the aforesaid Brahmachari refuses to admit any liability arising from Sharma's signature to any paper but is prepared to settle his accounts after proper verification. Expresses surprise at this attempt at satisfaction of a claim based on a document obtained by improper means. Informs that a man is going to the addressee on behalf of Brahmachari and requests that the addressee may properly investigate as to the rights of the case and direct the document signed by the aforesaid Sharma to be returned as Brahmachari is prepared to pay what may be found due from him and to accept what may be due to him after the proper adjustment of accounts. Dated the 25th *Aswin*. (Received 24 November, 1804, No. 534).

92. From the Bara Phukan. Kamallochan Nandi who was sent by the Governor-General to collect the dues of the late Mr. Raush arrived with Khangia Phukan and they delivered the Governor-General's letters to the Swargadev and the Burha Gohain. They are now returning with the replies and will also explain particulars verbally to the Governor-General. In 1917 *Shaka* Mr. Raush brought Chait Singh and others in order to suppress the Dundia troubles and the expenses incurred in that connection amounted to Rs. 10,032-5 as.-8 *gandas*. That amount is now paid in full (in *Narayani* rupees) to the said Nandi. Dated 13 *Poush*, 1211 B.S.—25 December. (Received 7 August, 1805, No. 429).

93. From the Raja of Assam. Has received the Governor-General's letter and the muskets and ammunition which, in compliance with his request, were sent through Kamallochan Nandi. While professing his gratitude for the supply he points out that the muskets sent were old and he had applied for new ones. If they were new, they

would have lasted longer. There are but few mechanics in Assam competent to repair such weapons. He will inform his lordship when he needs a fresh supply in future as the security of his country depends entirely on his lordship's favour. The price of the weapons has been paid to Kamallochan at Gauhati.

The Governor-General has intimated that Kamallochan Nandi has been deputed with all the necessary papers to Assam with a view to realising the balance due to the estate of the late Mr. Raush. But Kamallochan produced one or two handnotes bearing finger prints, a few signed accounts and copies besides papers in English about which debtors offer many excuses. The accounts could not, therefore, be adjusted. He has already acquainted the Governor-General with the condition of the country. Some of the debtors have been sent to Goalpara in the company of Nandi. If the Governor-General kindly orders an enquiry into their cases they may come to a settlement after their liabilities had been properly ascertained.

As regards the money which the late Mr. Raush advanced for troops and provision, he says that if there is any balance due to the deceased it will be discharged. According to an account supplied by his men, it appears that there is a balance of Rs. 6,000 but the pay roll did not bear Mr. Raush's signature. In 1796 his men obtained a copy of an account from Mr. McCullum, according to which, the balance due amounted to Rs. 18,000. Kamallochan has now produced an account for the years 1792 and 1793, showing a balance of Rs. 26,000 against the writer, which he cannot admit, because Captain Welsh was then in Assam with his forces and there was no need of other troops. Requests his lordship to examine the account and the claims of the deceased and give his decision thereon. Pending his decision, the settlement of the account is deferred. The *amils* of his government have been given positive orders to clear their dues to the deceased, if any.

His lordship has further stated that Mr. Raush was murdered by one of the Raja's *amils*. Says in reply that on enquiry it does not appear that he was murdered by the order of the Raja of Darrang, but that Mr. Raush against the advice of the writer's people, left the protection of the troops of this government and proceeded, of his own accord, by the land route and he was murdered by a party of *Utit* fakirs. (Received 15 January, 1806, Nos. 27-28).

94. From Jagamohan Majumdar, *taluqdar* of Dattabari (Dhutbari?) pargana Pukhuria, District Mymensingh, to Sir George Hilaro Barlow, Bart. States that in conformity with the orders of the Board of Revenue, a *tahsildar* was appointed in each of the parganas for collection of revenue, and a sum of Rs. 13,680 was apportioned for their salary. Complains that Mr. Legros, the Collector of the District,

without the authority of the Board of Revenue has discharged those *tahsildars* and has appointed only one for the purpose. To that *tahsildar* and his staff, the collector pays Rs. 3,000 only and he misappropriates the balance for his own use. In this way he has misappropriated a total sum of Rs. 39,160 from 1209 B.S. to *Agrahayan* of 1212 B.S. by falsely entering that amount in the accounts against former *tahsildars*. This will be evident from a glance at the papers of the Board and the writer is prepared to substantiate his allegations through the evidence of the zamindars, *talukdars* and the *amils* of the collector's office. The writer is an insignificant *taluqdar* and his residence is two to three days' journey from the district headquarters. He is being put to great troubles and expenses for depositing the revenue there and the Government is suffering considerable financial loss. Prays that a European officer may be deputed to make a local enquiry and report on the matter. (Received 1 March, 1806, No. 65).

95. Mons. Giguel (?) to the Judge of Nadia. Intimates that Mons. Areth (?) has been lying seriously ill for the last three days in Nimtola factory and badly requires treatment at Chandernagore. Solicits permission to go to Chandernagore. Apprehends that Mons. Areth may die for lack of proper treatment if he continues at the place longer. Dated 29 March, 1806. (Received April, 1806, No. 284).

96. From Khagendra Narayan, Nazirdeo. Has more than once brought to the notice of the Governor-General through Mr. Montgomerie the wrongs he has suffered at the hands of Raja Harendra Narayan. The monthly allowance of Rs. 500 granted for his subsistence out of the revenue of Cooch Behar by Lord Cornwallis had been stopped when the office of Commissioner was abolished. Thanks to the kindness ot the addressee, he is now receiving every month, through the medium of the present Commissioner, his outstanding and current allowance. Lands to the extent of two *kos* around Balarampur had formerly been assigned to him but he was dispossessed of what little territories he had in his occupation by the Raja when he was vested with civil and criminal jurisdiction. The writer has recently been given possession of the aforesaid area by the Commissioner in conformity with the orders of the Governor-General. He, therefore, prays that he may be furnished at an early date with a *parwana* confirming his permanent rights in the 2 *kosi* demense of Balarampur. He adds that within the area assigned to him are several villages belonging to the Raja, the Dewan Deo and other members of the royal family and the remaining land of the demense is of a very inferior quality. The income that the demense may yield will hardly suffice for the maintenance of his slaves, menials, horses, elephants and camels without leaving anything for his family and dependents who, according to the

ancient customs of the country, expect to be maintained by him. Prays, therefore, that lands may be given to the Raja, the Dewan Deo and others at other places out of his (Nazirdeo's) nine *annas* ten *bats* share of Cooch Behar in lieu of the villages they hold within the two *kos* limit of Balarampur. The Commissioner will also write on the subject. Also informs the Governor-General that the Raja has wrongfully alienated his personal estate yielding an annual income of 60,000 rupees, specially assigned for his family expenses, as well as his *devottara* property, of an annual revenue of 12,000 rupees, which had been excluded in 1180 B.S. from the Company's assessment. Prays that his nine *annas* ten *bats* share of Cooch Behar as well as the above mentioned personal and *devottara* estates may be restored to him, and until this is done the Company may take up the collection of his share of the revenue and after deducting the necessary expenses pay the residue to him.

In compliance with the order of the Governor-General he is forwarding a copy of the *parwana* addressed to him under date 17th July, 1791. Hopes that in view of this *parwana* order will be issued to the Commissioner directing him to put the writer in possession of his hereditary lands. The attention of the Governor-General is also invited to his former petition about the Raja of Cooch Behar's forcible assumption of the land belonging to the writer's *Naib Dewan* Baidyanath, and he is requested to issue orders to the Commissioner restraining the Raja from encroaching into his *Naib Dewan's devottara* lands and from extending his jurisdiction over the writer's employees. Also prays for a personal guard of six sepoys whose salary he undertakes to pay. (Received 17 February, 1807, No. 106).

97. Contract between Ramtanu Das and the Acting Commissioner of Chinsura for the construction of the southern and western boundary walls of the Chinsura Factory at the rate of one rupee and seven annas per 100 c.ft. (100′ × 1′ × 1′), bricks and mortar being supplied by Government. Ramtanu Das engages to carry out the work after the fashion of the existing structure to the entire satisfaction of the Commissioner and to complete it within 2½ months from date. Will receive payment in accordance with the terms of this agreement and give proper receipt for the same but deductions will be made from his dues if he incurs any unnecessary expense. Dated 14 August, 1807.

Chhidam Ghosh engages to stand surety for Ramtanu Das for the due fulfilment of the contract and would himself get the work done in case Ramtanu should play any tricks. Dated 14 August, 1807.

Witnesses

Gadaram Roy of Chinsura — Sd/- Chhidam Ghosh.

Madan Das of Chinsura

Ramtanu Das of Dhanipur

Ramtanu Das acknowledges the receipt of *sicca* Rs. 130 (Rupees one hundred and thirty only) taken by him as advance from Dewan Raghunath Babu on account of the construction of the factory walls of Chinsura according to the terms of this contract. Dated 14 August, 1807.

A similar contract between Madan Das and the Acting Commissioner of Chinsura for the construction of the northern boundary wall of the Chinsura Factory. (Received 20 December, 1807, No. 654).

98. Permit issued from Government Custom House at Calcutta to Gora Singh in respect of two Chinese umbrellas, two sandalwood fans, one telescope, one Chinese ink-pot and one Chinese inkstand which he is taking with him from Calcutta to Lahore. This permit is valid for one year from the date of issue. A fee of annas 8 is charged. Dated 28 January, 1808—16 *Magh,* 1214 B.S. (Received January, 1808, No. 45B).

99. Raja of Cooch Behar to John Monckton, Persian Secretary. Intimates that the flintlock muskets which were obtained through the Commissioner for his sepoys have become old and worn-out, he is therefore sending a list of flintlock muskets and other requisites through Sri Lakshmi Narayan Chaudhuri. Requests him to move the Governor-General to grant a permit so that the articles may reach his country safely. Dated 25 *Aswin,* 299 *Raj Shak.* (Received 23 January, 1809, No. 65).

100. From Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar. He intended to see the Governor-General on his way to the holy places when he started on a pilgrimage. Says that he set out with this purpose but is held up at village Dudpatli on account of the rains. Sends eight elephants through Hridayram Dev and Manikyaram Dev. Will see the Governor-General at a later date if God permits. Dated 20 *Phalgun.* (Received 12 June, 1809, No. 296).

101. Rani Kamaleswari, widow of Gaurinath Sinha, late Raja of Assam. Brings to the notice of the Governor-General the unprecedented events that took place in her country of late. In 1198, while her husband was still in power, his people became rebellious and turned him out of his capital. His brothers, nephews and other princes of the royal house fled wherever they could and no body knew about their whereabouts. On his arrival at Gauhati her husband wrote to Lord Cornwallis, Governor-General, and his Council under his royal seal soliciting military relief for which he offered to pay. The Governor-General was pleased to despatch eleven companies of sepoys under Capt. Welsh and her husband was restored to his rights. He was

supplied by the Company with muskets and ammunition in view of the chronic troubles in the country. A minister of his, entitled Burha Gohain, got hold of those arms, placed his brother at the head of the troops, waxed strong, treacherously put her husband, the Raja, to death, brought the country under his control and placed Kinaram, great grandson of a natural son of her father-in-law's uncle on the throne, with the title of Kamaleswar Sinha. He was not properly crowned, coins are still being struck in the name of her husband, but because the Burha Gohain apprehends chastisement from the rightful heirs of the family if they come to power, he has set up Kinaram as the nominal Raja. The Bura Gohain has been guilty of many offences Firstly, he has excluded the rightful heirs of the late Raja from their inheritance. Secondly, he has not reimbursed the expenses incurred by the Company and has wrongly defamed Capt. Welsh. Thirdly, he has not realised the dues of the late Mr. Raush, a sincere well-wisher of the state, despite the orders of the Governor-General, though Kamallochan Nandi visited Assam thrice or four times for adjustment of the acocunts. Fourthly, he has put to death about 5,000 employees of her late husband in the name of Kamaleswar Sinha. Fifthly, he has wrongfully seized the documents of the late Raja's *Dewan*, Ram Narayan Som, in order to defraud him of his dues. He has besides expelled many traders and employees of the state from Assam. The writer is childless and did not know where her kinsmen were. She, therefore, applied to the Hon'ble Company for a suitable maintenance allowance which has been granted to her and she is residing at Chilmari. Recently Brajanath Sinha, Kunwar, the seniormost great grandson of the late Raja Rajeshwar Sinha, elder brother of her father-in-law, has joined her. He travelled through Manipur and Cachar in fear of the aforesaid minister. Brajanath is the rightful heir to the throne. She, therefore, prays that the Hon'ble Company should extend their support to him and restore him to his rights. He will bear the necessary military expenses and also pay the outstanding dues. (Received 3 July, 1809, No. 346).

102. James Morgan to the Raja of Cooch Behar. Has learnt from Kunwar Birendra Narayan's letter that one of the Raja's servants has apprehended Bhogi Kharadhara, who is a servant of the Kunwar, in connection with a dispute over a piece of land, has assaulted him and put him in the prison. Says that if the disputed land is under the Raja's jurisdiction Kharadhara should be admitted to bail, according to the rules of the court. But if it is situated anywhere within one *kos* of Balarampur, the Raja's court has no jurisdiction over the land in question and he should release the man immediately. It is inconsistent with the principles of justice to beat and ill-treat any person. Dated 15 *Asharh*, 1216—27 June, 1809.

Raja of Cooch Behar to James Morgan. Says that the lands around Balarampur are not outside the jurisdiction of his court. They form a part of his territory. They were granted to the late Khagendra Narayan, Nazir Deo, for his maintenance. During his minority the Commissioners used to take cognizance of suits instituted against the ex-Nazir Deo's people and summons used to be issued under his (Raja's) seal. The same practice was continued when the administration of justice was vested in the Collector of Rangpur during the interregnum between the abolition of the Commissioner's office and the writer's coming of age. When the administration of civil and criminal justice was vested in the writer he was never told that those lands were outside the jurisdiction of his court. If there are any subsequent orders of the Governor-General to that effect they may be transmitted to him. Bhogi Kharadhara's case is as follows:—

One Ram Shankar Sharma instituted a suit in the Raja's court against Kharadhara, Rajmohan Das and Ayodhyaram for the recovery of a sum of Rs. 24, being the rent of some *brahmottara* land. A summon was served on Kharadhara who surrendered to the serving peon and was brought to the court. He could not furnish a bail and was, therefore, kept in the custody of the peon for three days. But before the arrival of the addressee's letter the required bail was furnished and Bhogi was permitted to depart. Says that the court has been established for administering justice and there is no reason why it should do any wrong. Dated 10 *Shravan*, 1216 B.S.—24 July, 1809.

James Morgan to the Raja of Cooch Behar. Has received the Raja's letter. The circumstances of the dispute in question have been reported to the Governor-General. His orders will be communicated to the addressee when they are received. Dated 13 *Shravan*, 1216 B.S.—27 July, 1809. (Received 5 September, 1809, No. 439).

103. Kunwar Brajanath Sinha, a descendant of the late Raja of Assam, to Mr. J. Lumsden. Says that the Burha Gohain having fraudulently obtained possession of his ancestor's dominions, he is wandering from place to place in quest of subsistence. Adverting to his unhappy situation Rani Kamaleshwari solicited the aid of a small party of the Company's troops for restoring him to his ancestral territories but her request was not complied with. Thousands of people are with him and they are dying of want. Now there is no alternative left to him but to return to his country. Being a descendant of the Rajas he cannot proceed on his journey without armed retainers. About five to seven hundred old retainers of his family, residing at present in the districts of Dacca, Nasirabad (Mymensingh) and Rangpur, are prepared to accompany him. Requests him, therefore, to grant him a *rahdari dastak* so that he may take with him without any opposition from any body as many of his old adherents

as are prepared of their own accord to follow him with their arms and accoutrements. Dated 16 *Bhadra*, 1216. (Received 11 September, 1809, No. 451).

104. From the Deb Raja of Bhutan. Acknowledges receipt of his lordship's letter from which he learns that a letter has been addressed to the Collector of Rangpur regarding the boundary of Maraghat. He is accordingly sending his *vakil* there and hopes that the Collector of Rangpur will also be there on the 25th of the current lunar month to ascertain the old boundary in consultation with his *vakil* and fix the boundary line. Observes that there cannot be any dispute between them on such a trifling matter. Dated Tashisajan, 12 *Baishak*—26 April, 1809.

P.S. Sends as present 1 sheet of red *debanga*. (Received 9 October, 1809, No. 546).

105. The *Subadar* of Chamurchi to Mr. J. Lumsden. There has been some dispute about the boundary of Maraghat. Orders were issued to the Collector of Rangpur to proceed to the spot and settle the claims of the respective parties. That gentleman accordingly went there but as the writer could not attend in person owing to illness he deputed his nephew and four men of weight and in concert with them the dispute was settled.

Having described the boundary of his district he says that the Bhutan Government have been in possession of the district from ancient times. Once on a former occasion a boundary dispute having arisen it was decided that Bheruka, Kholaigong, Moranga and Chamurchitala belonged to the *Subah* of Chamurchi and the jurisdiction of the Raja of Cooch Behar commenced from Tengnamari. A written agreement and *razinama* to this effect were entered into by the parties and in conformity with that settlement he now holds possession of those lands.

Says that for the last three years Lala (Raghubir) has been committing acts of violence on the inhabitants of his district and forcibly collecting rents from them but he (the writer) had done no wrong to the Cooch Behar tenants living among his people. The Collector of Rangpur has conducted an enquiry into the matter and taken down the depositions of the ryots. Gives the names of his watchmen who were either killed or wounded by the Lala. Sends as present a piece of silk. Dated 1 *Aswin*—15 September. (Received 11 November, 1809, No. 838).

106. From Hridayram Dev, *vakil* of Raja Krishnachandra Narayan of Cachar. The Raja had applied for an order on the Judge of Sylhet to allow 100 sepoys to escort him from Sylhet to Calcutta but

got no reply. Now the writer has been instructed to apply for an early order on the Judge for 30 armed guards. The Raja is longing to meet his lordship and also to visit the holy places. In view of the friendship existing between the Raja and the Company it is hoped that this favour will be granted. Dated 28 *Agrahayan*, 1216, B.S. (Received 14 December, 1809, No. 944).

107. From Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar. Acknowledges receipt of the *parwana* granting exemption from duties. Says he is leaving for Benares after performing *shraddha* ceremony at Gaya. On his way back he will see the Governor-General. Hridayram Dev, *vakil*, will explain everything verbally. Dated 28 *Jaistha*. (Received 9 July, 1810, No. 538).

108. From Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar. Expresses gratification at the safe return of the Governor-General from Madras to Calcutta. Hopes that his *vakil*, Hridayram, has reached Calcutta with his letter. Says that he reached Benares on 19 *Asharh*, from Gaya. All the money that he had with him has been spent. As he has no other resource he solicits the Governor-General's help. After finishing his pilgrimage he will return to the Governor-General. Dated 4 *Asharh*. (Received 28 July, 1810, No. 575).

109. From Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar. His younger brother has applied for a *parwana* of exemption from duties during his pilgrimage. Desires to pay a visit to the Governor-General during the latter part of *Bhadra* and prays that the *parwana* prayed for may be given to him. Dated 12 *Shravan*. (Received 13 August, 1810, No. 617).

110. From Chhota Raja of Heramba Mandal (Govindachandra). States that he is conducting the administration of the country in the absence of his elder brother (Krishnachandra), the Raja of Heramba (Cachar), who on being furnished with a *rahdari parwana* from the Company, started on a pilgrimage on 22 *Agrahayan*, 1216 B.S. Desires his lordship to see that his brother may return home safely. Expresses his own wish to go on a pilgrimage and to see his lordship and accordingly asks for an escort of 25 sepoys to conduct him with his effects from place to place, with a further request to be provided with a *rahdari parwana* to prevent detention by the customs officer at any stage. Advises despatch of an elephant to the Judge of Sylhet as present. Dated 5 *Baishak*, 1217 B.S. (Received 1810).

111. From the Deb Raja. Has received his letter intimating that one Mahatram, a dacoit, has taken shelter in Bhutan. Says that no one

called Mahatram *daku* (dacoit) could be traced but it appears that one Mahatram has come from the Company's territories. He may be the person in question. If he is a dacoit it will not be proper to let him remain in Bhutan ; he should be suitably punished. The writer had invited some men from Rangpur to come and attend the trial of Mahatram but owing to extreme cold they could not turn up. Says that if culprits from the writer's land cross over to the Company's realm they should be arrested and punished. The writer will similarly punish those who cross over to his territory from that of the Company. Dated 4 *Magh*, 301 *Raj Shak*. (Received 6 February, 1811, No. 63).

112. Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar, to Lt.-Gen. George Hewett, Commander-in-Chief. Says tthat the road to his country east of Sylhet is unsafe. Requests that a *parwana* may be issued to the Judge of Sylhet for giving him an escort of 25 sepoys to accompany him to the city of Khaspur. Dated 11 *Chaitra*, 1217 B.S.

Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar, to Lt.-Gen. George Hewett, Commander-in-Chief of India. Says that he has visited the holy places of Kashi, etc., through his kindness. Expresses pleasure at having had an opportunity of meeting him. Acknowledges the favour he received from the East India Company and prays for their prosperity. During the Governor-Generalship of Lord Mornington his country was overrun by a Mughal named Aga Muhammad Riza when the Company's government had helped the writer. The neighbouring chiefs have become hostile to him on that account. His is a small country and he cannot afford to maintain an army. Requests him kindly to write to the Judge of Sylhet to give him military aid if and when his country is invaded by enemies. Promises to bear the expenses of the troops.

One Malukchandra Datta, an inhabitant of Jessore, had obtained possession of 74 *kulfas* (=888 *bighas*) of his land by fraudulent means, when Mr. Willes was Judge of Sylhet, at the time of survey. A complaint has been made through his *vakils*, Shyamray Datta and Hridayram Dev. Hopes the Company will restore him to the possession of his hereditary estate.

Requests that a *rahdari dastak* and an escort of 25 sepoys may be granted to him for his journey to his own country, and permission may also be given to him for the purchase of 50 flint-lock muskets. After the writer's return to his country his younger brother proposes to proceed on a pilgrimage to Kashi. A *rahdari dastak* may also be issued in his favour. (Received 18 March, 1811, No. 162).

113. From Penlow Sahib, a chief of Bhutan. Says that the boundaries fixed jointly by Deb Dharma Raja (*sic* in text) and the Company have always been respected. Complains that Lala Raghubir,

an officer of the Raja of Cooch Behar, has for the last three years been causing trouble about the boundary of Chamurchi and Maraghat. When a representation was made to the Raja of Cooch Behar he replied that the Governor-General had fixed Bhangamalli to be the boundary of his territories. Says that in that case, the whole of Maraghat has been assigned to the Behar *raj*. Prays that the former boundary may continue to be observed and that a *sanad* may be sent through a reliable *chaprasi* to the Cooch Behar Raja for settling the boundary. Apprehends that war may ensue between the two parties over this question if the Governor-General fails to send a *sanad* to the Raja of Cooch Behar and disputes follow in consequence. Prays that necessary orders be transmitted to the Magistrate of Rangpur. Dated 9 *Asharh*, 302, *Raj Shak*. (Received 26 November, 1811, No. 401).

114. From Krishnachandra Narayan. His prayer for taking him under the Company's protection was not complied with. The writer cannot afford to maintain sufficient troops. Promises to present 5 elephants every year to the Company as tribute. Begs for an order on the Judge and Magistrate of Sylhet to help the writer with troops whenever he is attacked by enemies. Dated 11 *Paush*, 1218 B.S. (Received 20 January, 1812, No. 56).

115. From Krishnachandra, Raja of Cachar. Regrets that owing to illness he could not send the money as he had promised at the time of his interview with the Governor-General. Is lying ill at Dacca and there is no sign of improvement in spite of the best treatment for the last four months. Promises to repay the Company's money through Hridayram by *Kartik* at the latest. Dated 16 *Shravan*, 1734 *Shaka*. (Received 17 August, 1812, No. 491).

116. From the Deb Raja of Bhutan. After formal greetings, says that letters from the Collector of Rangpur and from Paro Penlow were brought by a *padre sahib* (T. Manning), who wanted to go to Hacha (Lhasa?). As the *padre sahib* was one of the addressee's people he was provided with funds, provision, horse and escorts and sent to Hacha. The *padre sahib* has since safely returned and is on his way to Calcutta *via* Rangpur. Has instructed Penlow to look after the comforts of *padre sahib* and supply him with provisions, horses, etc. States that Chamurchi belonged to him from time immemorial and a *subah* was employed for its administration. The Raja of Cooch Behar secured a written grant for Chamurchi when Palang Sahib (Mr. Purling) invaded the writer's country. The former Deb Raja sent a deputation under Babambar Lop-pega, his *vakil* to the former Governor-General, who restored to him his lands and fixed the river Jaldhaka as the boundary. A copy of that decree has been deposited at Calcutta.

Meanwhile the copy of the decree which he had, was lost accidentally when his residence caught fire. The Raja of Cooch Behar has produced the deed granted by Mr. Purling before the Collector of Rangpur and on the strength of that document has forcibly occupied Chamurchi. The Deb Raja referred the case to the Collector of Rangpur who made an enquiry on the spot and was satisfied that the Jaldhaka formed the boundary of the writer's territories. He advised the writer to obtain a copy of the decree from Calcutta. Sends Ramnath Kaiti with the *padre sahib* to the Governor-General. Solicits that a copy of the decree may be supplied. Dated *Baishak,* 303 *Raj Shak.*

List of presents:

1 piece of silk (*Devang*)
1 *Poukhara* (speckled?) rug.
1 red rug.
1 black rug.
1 large white rosary.

(Received 18 August, 1812, No. 492)

117. From the Deb Rajah to . . . . . . Had a piece of land at Maraghat. During Mr. Purling's regime there was a dispute about its boundary. So Bura Subah—Lop-pega—was sent to Calcutta where a settlement was made by the Governor-General and according to it the river Jaldhaka was fixed as the boundary and a decree was passed to that effect. This fact is very well-known. But his copy of the decree was burnt when his residence caught fire. Many disputes arose consequently and Ramnath Kaiti is therefore sent for a copy of the decree. The matter may be explained to the Governor-General and the writer may be furnished with a copy of the decree through his *vakil.*

From the Deb Raja to *Diwanji* (Secretary to the Governor-General?). To the same effect as the foregoing, adding that the Collector (of Rangpur) and Dewan Rammohan know all the facts of the case. (Received 18 August, 1812).

118. From Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar. Says that through the grace of God he reached Sylhet (from Gaya) on 11 *Kartik* (26 October, 1811). He duly submitted the passport which he had obtained from the Governor-General for the inspection of the Judge of this District. But the Judge does not allow two of his sepoys—Kanai Misra and Guman Singh to proceed with him. The facts of the case are as follows. When Mr Dick was the Judge at Sylhet, the Raja had obtained permission for 14 sepoys to accompany him on his way to Gaya. (But at the time the party was passing through Sylhet) Mr Morgan was the Acting Judge. He did not allow the sepoys to proceed but threw them into prison. He, however, released them after

some time. Thereafter Kanai Misra and Guman Singh went to the writer at Gaya. In the time of Mr Dick these two persons had resigned their services and having obtained their discharge had received employment under him. So when the writer started back from Gaya he obtained a passport for 25 sepoys including Kanai Misra and Guman Singh who were his old servants and brought them with him to Sylhet. Mr Morgan, however, refuses to permit the above-mentioned 2 sepoys to go on the ground that they were included among the 14 sepoys who had previously been confined by him. The writer, therefore, requests that the addressee may be pleased to send to him through his *vakil* a fresh passport permitting Kanai Misra and Guman Singh to accompany him.

Informs that his state of health continues unsatisfactory and that he is undergoing medical treatment. States that orders were issued by the Governor-General to the Collector of Sylhet to enquire into the circumstances of violence and aggression on the part of Malukchandra Datta in connection with a land dispute. The writer also requested that gentleman to make a local investigation and submit a report to the government, but he did not visit the locality. Requests, therefore, that the addressee may be pleased to issue fresh orders to the Collector directing him to proceed to the spot to investigate the case and settle the boundary of the land in dispute. Dated 19 *Kartik*, 1733 *Shaka*. (Received 16 December, 1812, No. 444).

119. Petition from Harakali Mukhopadhyaya, *Sarbarahkar* of the *dak* on the Benares Road, to Mr John Hall, the Postmaster-General. In obedience to his orders dated 31 December, the writer proceeded to the *Chauki* of Bishnupur and after the perusal of a copy of the petition of the *addadar* (the man in charge of the *dak Chauki*) he made an enquiry into the matter. It appears that a detachment of soldiers on their way from Cuttack to Allahabad reached Bishnupur on 26 December. On the 27th evening the *addadar*, being sent for through a sepoy, came to Captain Playdell, who ordered him to supply 12 bearers. The *addadar* represented that he had received no orders from the *huzur* (the Postmaster-General) to that effect and moreover it was difficult to procure bearers at that hour of the night. On hearing this the Captain became angry and placed the *addadar* in the custody of a sentry with directions not to let him off until he had furnished the required number of bearers. The *addadar* was accordingly kept under restraint. The *harkarahs* attached to the *adda* being apprised of the situation went out, and after much search, procured 12 bearers. Three of the *harkarahs* took the bearers to Captain Playdell who kept them and at the same time put the three *harkarahs* under arrest. The latter told the Captain that they were servants of the Company but (the Captain) without paying any regard to their representation started

off with all the 15 persons. Two days ago, the 3 *harkarahs* and 6 bearers were discharged from Bankura, but as regards the rest it is not known where they have been taken. Represents that Captain Playdell has caused a great deal of hardship by his behaviour. He has, therefore, reported the circumstances for the addressee's information. Dated 1 January, 1813. (Received 10 January, 1813).

120. From Govindachandra, younger brother of the Raja of Cachar. Refers to his previous petition made during his stay at Calcutta for protection from his enemies. He had suggested that troops should be lent to him if necessity arose but no definite orders were issued. As troubles from certain quarters are apprehended, he solicits permission to purchase 500 flint-lock muskets through his agent at Calcutta. Prays for an early order. Dated 15 *Paush*, 1734 *Shaka*. (Received 15 January, 1813, No. 36).

121. From Govindachandra, younger brother of Krishnachandra Narayan, Raja of Cachar. Acknowledges the receipt of a *parwana* granting him exemption from duties during his intended pilgrimage, which was sent through his elder brother. But as Gaya has not been mentioned in the said *parwana*, begs that a *parwana* may be granted for that place also. Has already despatched 20 elephants to Calcutta as *nazr* for the Governor-General and other high officers. Expects to wait on the Governor-General on his way back after the pilgrimage is over. Solicits that the petition sent through his agent, Sonaram Sharma, may be granted. Sends two tusks as present and requests an acknowledgment. Dated 5 *Paush*, 1734 *Shaka*. (Received 15 February, 1813, No. 121A).

122. From Govindachandra (younger brother of the Raja of Cachar) to the Chief Officer of the Secretariat at Calcutta (Secretary to the Government of India). States that some time ago he obtained through his (elder) brother and the grace of the addressee a passport from the Governor-General and visited Benares and other holy places. He started from his country (Cachar) and came to Sylhet and sent some elephants to Calcutta as *nazr* for the Governor-General, the addressee and other personages. The writer expected to go to Calcutta and wait upon the addressee and other personages there and make the presents in person after his pilgrimage was over. But he had incurred such heavy expenses in the performance of the rites at the holy places that he was left without resources to continue his return journey. In these circumstances he addressed a letter each to the Governor-General and to the addressee praying for a loan of Rs. 25,000 to him but he received no reply. He has learnt from his *vakil* (Gaursundar Chatterji) about the arrival of the new Governor-General at Calcutta

and, relying entirely on the liberality of the addressee, requests him to grant a bill on the Collector of Murshidabad for a sum of Rs. 25,000 as a loan so that he may be enabled to reach Calcutta and see the addressee and offer his *nazrs*. Promises to pay back the amount on his return home. If this request is not complied with he will not be in a position to go to Calcutta for lack of funds. In that case his *vakil* will present on his behalf two elephants—one tusker and one she-elephant—to the Governor-General and one tusker to the addressee. Requests a *parwana* for the sale of the remaining elephants at Murshidabad. Dated 15 *Kartik*. (Received 9 November, 1813, No. 547).

123. From the Raja of Assam. Has received the Governor-General's letter of the 26th February, 1813, addressed to his brother, the late Raja, on the subject of the money due to the estate of the late Mr Raush. Has already transmitted his reply to Sir George Barlow through Kamallochan Nandi, promising to recover the amount that might be found on documentary evidence to be justly due to the late Mr Raush. Says that an investigation of the claims of Mr Raush was requested but nothing has been done during the last ten years. Is pained to find that his lordship now complains that the writer disowns his former undertaking instead of instituting the suggested enquiry. Many of the people against whom Kamallochan advanced claims on behalf of the late Mr Raush's estate offered various excuses and it was on that account that the writer wanted a proper enquiry, but those who were adjudged debtors were handed over to the aforesaid Nandi and sent along with him. As for the claims regarding Chait Singh, all the dues were paid to the said Nandi as will appear from the letter of Marquess of Wellesley. His lordship has now written that a sum of Rs. 50,000 should be paid to the Collector of Rangpur in full settlement of the claims of Mr Raush. Says in reply that most of the persons against whom claims were preferred are dead. Many others had fled from the country. The rest are so poor and destitute that they are not able to pay even Rs. 25 out of Rs. 50,000. The fact relating to the murder of Mr Raush is already known to the gentleman (at Calcutta) and needs no further elucidation. Says that the country has somewhat recovered from anarchy and disorder by the grace of God and the help of his lordship's predecessors but peace has not been completely restored. The Naras, Khamtis, Moamarias and Daflas are fighting us in the East and the North, while Manik Ray and the Dundias, having assembled on the frontier of Bijni, made repeated inroads into Kamrup and plundered several parganas including Kandarchauki. Requests that his lordship will kindly send positive orders to the British officers in this part of the country to quell the disturbances of the Dundias. Has none but his lordship to rely on. (Received 3 February, 1814, No. 98).

124. Krishnachandra Narayan. Sends Durgacharan Datta and Hridayram Dev as his *vakils*. Refers to the complaint he made while at Calcutta that one Malukchandra Datta of Bhanga in pargana Chapghat had forcibly taken possession of a piece of land belonging to his realm. The Magistrate of Sylhet had been ordered to make a local investigation The Magistrate told the *vakil* sent to him that the matter had been reported to the headquarters. Requests his lordship to order an immediate local enquiry. Will be put to shame if people come to learn that his personal representation has been without any effect. Sends one ivory seat, one ivory hat, one ivory fan for his lordship and one small box of ivory and one ivory hat for her ladyship. Dated 5 *Kartik*, 1735 *Shaka*. (Received 13 February, 1814, No. 122A).

125. Maharaja Harendra Narayan of Cooch Behar to Norman McLeod, Commissioner of Cooch Behar. Acknowledges receipt of his letter dated 16 *Magh*, from which he learns that the former Commissioner had been ordered to institute an enquiry about the complaint of Debnath regarding the murder of his father, Harish Chakrabarti, but the enquiry was not held and the addressee has been directed to conduct an investigation. Further understands that Fakir Singh Subadar, Bechu Singh Subadar, Nohar Singh Subadar, Rupan Singh Risaladar and Kotha Jamadar should be produced as witnesses and a duly authorised *mukhtar* should be sent to the addressee. Asserts complete ignorance about Debnath's allegations. The former Commissioner never wrote to him on the subject nor does he know whom Debnath accuses as his father's murderer. He would have readily sent the witnesses and deputed a *mukhtar* if the addressee had informed him of the relevant details of the complaint. Requests a copy of Debnath's plaint, if any, and the Government's order thereon for his information, and the witnesses and the *mukhtar* will be sent to the Commissioner. Dated 19 *Magh*, 1220 B.S., 304, *Raj Shak*. (Received February 1814, No. 153).

126. From Norman McLeod, Commissioner of Cooch Behar to Raja Harendra Narayan. Refers to his previous representations against the misconduct of Dewan Guruprasad, about whom the Raja also expressed adverse opinion on one occasion. Says that the ryots and suitors of Cooch Behar are suffering from the tyranny of the *Dewan* and regrets that he is still retained in service and that no steps have been taken against him. Refers to the 3rd Article of the treaty[1] which provides for the annexation of Cooch Behar to the Company's territories.

---

1. The 3rd article of the Treaty of 1773 concluded between the E. I. Company and the Raja of Cooch Behar, runs as follows:—

"That the Raja will acknowledge subjection to the English East India Company upon his country being cleared of his enemies, and will allow the Cooch Behar Country to be annexed to the province of Bengal."

This was not done out of consideration for him and it was decided to keep the state in the Raja's custody and to offer him sound advice through a Commissioner for the proper administration of his affairs. Says that it is the writer's duty to offer counsel for the improvement of the administration and to suggest the removal of such officers as may be unworthy and evilminded, and, in case his advice is unheeded, to report the matter to the Council. Urges accordingly immediate dismissal of Guruprasad Ray and warns that non-compliance with this request would be treated as an infringement of the treaty. It will be to his interest and the Company's satisfaction if Guruprasad is dismissed, otherwise the matter will be duly brought to the notice of the Governor-General and any order that the Governor-General and the Council may deem proper to issue will be enforced. Dated 3 February, 1814, 22 *Magh*, 1220.

Raja Harendra Narayan to Norman McLeod, Commissioner of Cooch Behar. Acknowledges receipt of the letter of 22 *Magh*, 1220 B.S. Refers to his previous letter with regard to his *Dewan*, Guruprasad Ray. Says that it is not the rule of his estate to remove any officer without offence or without a proper trial. Nor is it the custom with the Company's Government to do so. Eulogises the *Dewan*'s past services and his concern for the welfare of his government. States that he has not been apprised of any charge against him nor does he know what evidence the Commissioner has in support thereof. States further that at the time of the interview the Commissioner was asked about the *Dewan*'s misconduct but he gave no reply. Repeats that his servants cannot be removed without any offence and without an enquiry. Dated 29 *Magh*, 304 *Raj Shak*, 1220 B.S. (Received February 1814, Nos. 154-5).

127. Norman McLeod, Commissioner of Cooch Behar, to Maharaja Harendra Narayan Bhup. Is informed that two persons in the employ of Baijnath Kunwar residing at the place of Baikuntha Kunwar, *alias* Chalukhawah Sahib of Bhetaguri village, adjacent to the residence of the Maharaja, are engaged in recruiting men for an incursion into Assam. Two officers of the Maharaja's government, Raghu Bakhshi and Gopal Singh, are also engaged in promoting this business. Reminds him that it is incompatible with the treaty and friendship subsisting between the Maharaja and the Company that the former should permit any sepoys to be recruited in his territory for employment in another country or that he should furnish any kind of aid to any foreign power without the concurrence of the officers of the Company's government. If armed forces are allowed to pass from his country to another territory the latter may also adopt similar measures, and 'this' government may consequently be embroiled into vexatious warfare. Independently of these considerations, it is to be borne in mind that the ruler of Assam,

whose country is to be invaded by the forces recruited by the above-named Baijnath Kunwar, is connected with this Government by the ties of friendship. To support the recruitment of men in the aforesaid manner against a country which, like that of the addressee, is under the protection of the Company, is in effect a measure of hostility against the Company's government itself. On these accounts, requests the Maharaja to take the most effective steps to prevent sepoys of his country from entering into Assam. Dated 10 *Chaitra*, 1220 B.S. (Received 9 May, 1814, No. 272).

128. From the Raja of Cooch Behar to the Commissioner. Has received his letter of 10 *Chaitra* complaining that two servants of Baijnath Kunwar were recruiting men for invading Assam and that the writer's servants Raghunath Bakhshi and Gopal Singh were also involved in this business. On receipt of his letter the Raja made an enquiry and he finds that Raghu Bakhshi left about a month ago for a holy bath in the river Ganges and is not now at 'this' place. Gopal Singh was interrogated but he pleads total ignorance. Neither of them appears to be concerned in the promotion of the projects to which the Commissioner refers. If it can be substantiated that they have taken any part in the affairs alluded to they will be severely dealt with. It appears that a man named Shubansh Chakravarti employed on the part of Baijnath Kunwar brought a letter from that chief to one Alip Singh, Kumedan (commăndant), who resides at the house of Rammohan, *Dewan* of the Collector of Rangpur, and that the said Alip Singh despatched Shubansh Chakravarti to 'this' place for the purpose of raising a body of armed men. Four or five persons did in fact go to Shubansh but they had no arms and were not formally enlisted. When these particulars came to the writer's knowledge he expelled Shubansh and the aforesaid people. Has issued orders that no armed men should on any account assemble in his territory. Assures the addressee that he will never permit any of his servants to engage in any such reprehensible activities nor will he help any outsider in any way. Dated 17 *Chaitra*, 1220 B.S. (Received 9 May, 1814, No. 273).

129. Mr Norman McLeod, Commissioner, to the Raja of Cooch Behar. Intimates that all the correspondence which passed between the Raja and himself was submitted to the Governor-General and Council for their consideration. After mature deliberation the Governor-General in Council have made certain observations and passed some orders to which his attention is invited. They observe that though the Raja is a tributary chief under the protection of the Company, his behaviour in many essential points is at variance with the terms of the treaty (of 1772). He not only stopped the allowance of the

Nazir Deo which was settled by the Company but he made attempts from time to time to take forcible possession of the lands assigned to the Nazir Deo and the Dewan Deo. Again it is suspected that one of the latter's dependants, Harish Chakravarti, was murdered by some of his officers but he rendered no assistance to the Government in the investigation of the crime. Further, his insolence to the writer and his predecessor in office suggests that he is lacking in that deference and respect to the representative of the Company which is required of him according to the terms of the treaty.

By the third article of the treaty the late Raja, his father, engaged to remain loyal to the Company's government for ever. In the 5th article it was laid down that one moiety of the annual revenues would be paid to the Company and the other moiety would go to the Raja, provided he continued firm in his allegiance. The Governor-General in Council observe that the Raja's conduct is utterly inconsistent with the duties of allegiance and as such they are entitled to take possession of his entire state. But in a spirit of leniency they refrain from annexing his country to the Company's provinces. In order, however, to ensure good administration in the future, they call upon him to dismiss from his service within a week Dewan Guruprasad and Ramprasad Munshi and expell them from his country. They further demand that the appointment of any person to the office of *Dewan* shall be subject to the sanction of the Supreme Council. Finally he is warned that serious notice will be taken in future of any repetition of such conduct as has been mentioned above. Dated 25 *Chaitra*, 1226—6 April, 1814. (Received 11 May, 1814, No. 278).

130. Norman McLeod, Commissioner, to the Raja of Cooch Behar. As it has been stipulated in the 8th article of the treaty (of 1772) that the Company shall always assist the Raja with a military force when he may have occasion to require it for the defence of his country, the necessity of his keeping a body of troops does not arise. The Governor-General in Council, therefore, call upon him to dismiss within two days his entire military establishment with the exception of one company of sepoys under the command of Sobha Singh and the body of *barqandazes* forming the *risala* of Rupan Singh. The *khas* sepoys at outstations should be replaced by men either from Sobha Singh's company or from Rupan Singh's *risala*. The dismissed sepoys and their officers should be directed to wait upon the writer without any delay, for it is proposed that such men as are the residents of the Company's provinces should return to their respective districts *via* Rangpur and such of them as belong to the Raja's country should repair to the opposite bank of the Monsai river. Dated 5 *Baishak*, 1221 B.S.—16 April, 1814. (Received 11 May, 1814, No. 279).

131. I. The Raja of Cooch Behar to Norman McLeod, Commissioner of Cooch Behar. Refers to their meeting on 15 *Baishak*, 1221 and to the discussion they had about the causes of disorder in his country and measures for its improvement. The suggestions of the addressee appear to him to be sound. So with a view to promoting the welfare of his country as well as to removing any suspicion that the Governor-General may have against him, he requests the addressee to write to the Governor-General on his behalf to frame such laws and regulations for the due administration of civil and criminal justice throughout his territory as may ensure the security and tranquillity of his subjects and the proper cultivation and improvement of his land and the regular and punctual collection of his revenues. At the same time requests that the proposed laws should be so framed that in their operation they may in no degree have the effect of placing his courts and his state under the regulations now in force in the province of Bengal. Prays that he may be left in possession of the rank and dignity in which the Company has so long upheld him and that he himself, his children and his household may be exempted from the laws which may be framed. Requests that a Commissioner on behalf of the Company should stay in his territory and administer the laws under the proposed system in his name with his seal and in a mode consonant with the old custom and the rules of the *Shastras*. States that he received the sceptre and the prerogative of coining from God. Has placed himself voluntarily under the Company and has uniformly been upheld in his royal rank and dignity by the Governor-General and the Supreme Council as well as by the officers acting under their authority. The addressee has also all along treated him with kindness and he is confident that he (the addressee) will continue to do so. The income of his state is inconsiderable and hardly enables him to provide for the support of himself and his dependants. He will, therefore, not be able to defray the charges of the Commissioner's salary. Agrees to pay the monthly wages of the establishments on account of civil and criminal courts and the police. Requests the addressee to make immediate arrangement for taking over the administration of justice. Dated 30 *Baishak*, 1221.

II. Raja of Cooch Behar to Norman McLeod, Commissioner of Cooch Behar. Requests him to move the Governor-General in Council to post 50 sepoys in his territory for the defence of the frontier at Maraghat, for keeping watch and ward in the jail and for the protection of the addressee's person. The expenses of these troops will be borne by the Raja. Dated 31 *Baishak*, 1221. (Received May, 1814, Nos. 338-9).

132. Raja Harendra Narayan of Cooch Behar to Norman McLeod, Commissioner of Cooch Behar. States that the chief privileges enjoyed

by this *raj* are the right of coining *Narayani* rupees and administering civil and criminal justice. For the preservation of these rights, for security against his enemies as well as for ensuring the improvement of his country in every respect his father and his elder brother, Dharendra Narayan, voluntarily placed themselves under the protection of the Company and consented to pay a tribute to them. Cordial relations have since then been subsisting between his state and the Company under whose patronage he has been passing his days in ease and comfort. Some time back he had entrusted the administration of the civil and criminal courts to the addressee and had also requested him to compile a new code of civil and criminal laws, but when he met the addressee on 27 *Jaistha* he was verbally told that the proposed laws could not be framed by the Company's government in conformity with the injunctions of the *Shastras*. Adds that criminal justice has always been administered in his country according to the laws of the *Shastras*. Should the various propositions, however, expressed in his letter of the 30th *Baishak*, be complied with, he entirely assents to the formation and establishment of any such code of criminal law as may be most consistent with the principles and judgment of the Supreme Council, provided, however, that that code be not embodied with the Regulations now in force in the province of Bengal. Dated 8 *Asharh*, 305 *Raj Shak*. (Received June 1814, No. 397).

133. Govindachandra to Sir George Nugent. Reports that his brother, Raja Krishnachandra Narayan, died on Tuesday, the 3rd *Kartik*. Has taken up the administration of the state according to the old custom and advice of the ministers. Will write in details after the coronation is celebrated at the expiry of the customary period of mourning. The late Krishnachandra was under the addressee's protection and used to receive due favour from him. The writer also entirely depends upon his favour as he has been rendered helpless by his brother's death. Dated 5 *Kartik*, 1735 *Shaka*. (Received 9 November, 1814, No. 823).

134. From the Deb Raja to Sir George Nugent. It was his intention immediately after his accession to the *raj* to address a letter to the Governor-General relative to the boundaries of his territories on the side of Chamurchi Duar and to transmit it with suitable presents for his lordship. But his pre-occupation with the affairs of Bhutan prevented him from carrying this intention into effect. Received His Excellency's letter of the 29th November and has taken note of its contents. The Governor-General states that acts of violence and outrage committed by the Nepalese in the Company's territories have compelled the British Government to take up arms against them. Says that he has nothing to do with Nepal. The Governor-General has suggested that in case the Nepalese attempt to pass through his country to attack

British territories he should oppose their passage. States that no Nepalese has yet approached his territories. In case they do so the Raja will send immediate information to the Governor-General. The report that the Raja had been mobilising a military force at the passes of Dalimcotta and Chamurchi is inaccurate. After dismissing the *subadar* of Chamurchi Duar he stationed a *zinkaf* or *chaprasi* with some Bhotias at that place as a *thanadar*. Previously Bura Subah had been sent to Calcutta to wait upon the Governor-General and a settlement was arrived at with him regarding the boundaries of Bhutan. This settlement remained in force for a short period but the Raja of Cooch Behar, contrary to the decision of the Government, has since forcibly taken possession of lands in Chamurchi Duar belonging to the writer. Requests the Governor-General to send some gentlemen with the map of the previous settlement in order to fix the boundaries of Chamurchi Duar and restore to the Raja his rightful property. Hopes that this will be done in consideration of the longstanding amity between the two governments. All apprehensions regarding the disposition of the British forces have been entirely removed from the writer's mind by the Governor-General's assurance that they have been mobilised for fighting the Nepalese. Shall send some presents under the charge of his special messenger as soon as he receives the Governor-General's reply. Trusts that the Governor-General will not misunderstand his failure to forward them with the present letter. Dated 5 January, 1815. (Received 29 January, 1815).

135. (The Deb Raja of Bhutan) to the Magistrate of Rangpur. Received his letter dated 16 *Paush* (30 Dec.) with a piece of broadcloth through Sri Valit Narayan Raja on 20 *Phalgun*. Has learnt that the officiating Governor-General has directed the magistrate to depute a trustworthy person to the writer's headquarters and is also informed that a war is going on between the Gurkhas and the English. The friendship between the Company and the Dharma Raja has been subsisting since old times and there shall be no deviation from it. The report about the Gurkhas having asked the writer for military aid is without foundation. The writer owns three *taluqs* in the territory of the Gurkhas and there was a *math* (temple) of Kaliashimbu there which was damaged a few years back. A few men were sent last year with a view to repairing the temple. A large quantity of gold and silver is required for the construction of the crest. So he sent some gold and silver by way of the Dalimcotta Pass. Perhaps these circumstances led to the rumour mentioned above. There is no other explanation except this.

On a previous occasion Bura Subah was deputed to Calcutta for settling the boundary of his district of Chamurchi. A copy of the settlement then arrived at is with the writer and another is at Calcutta.

Requests, therefore, that all the lands to which he is entitled according to that settlement, should be restored to him. Sends a passport for a trustworthy British agent to come over to his place in order to keep each other informed of the state of affairs on both sides. Dated 21 *Phalgun*, 305. (Received 20 March, 1815).

136. Mr McLeod, Commissioner of Cooch Behar to the Deb Raja. Refers to the friendly relations between the Company and the Raja. Has come to hear that some armed Bhotias from Lakkhi Duar and Chamurchi Duar have recently mobilised on the frontier in the neighbourhood of Maraghat causing fright to the simple minded ryots who are running away in panic. Is convinced that the Raja intends no harm to the people under the protection of the Company and the Bhotias probably assembled near Maraghat without his knowledge, but the people of Maraghat and the adjacent villages have been frightened at their approach. Requests the Raja to prohibit the Bhotias from gathering near the Maraghat frontier, so that the ryots may live in peace and there may not be the slightest deviation from the long subsisting friendship. Expects frequent letters. Dated 4 May, 1815 or 23 *Baishak*, 1222. (Received 19 May, 1815).

137. From Raja Chaurjit Singh, ex-Raja of Manipur. During the lifetime of his father (the late Maharaja Jai Singh), there was an enmity between him and the Monsubu Raja (Raja of Burma). On the writer's accession to the throne, the Raja of Burma opened a friendly correspondence with him which was duly maintained. In the year 1735 (1813 A.D.) the writer deputed his uncle, Bhadra Singh, with a letter to the Governor-General with a view to making an alliance with him. He himself also had proceeded with the same object* but had to return to his country when the appearance of the men of Pegu on his frontier was reported to him. He has been unfortunately defeated and has taken refuge in Cachar. Raja Krishnachandra Narayan with whom the Governor-General once discussed a project for fighting the Pegu people has since passed away. The writer now intends to return to his country and take up that enterprise. If the Governor-General is favourably disposed towards the writer he will kindly render him some help. He will be highly obliged if the Governor-General joins him in this war in his country and in that case the writer will help him to the best of his might with his Naga and Kuki forces. Further particulars will be communicated by Balaram Singh. (Received 11 September, 1815).

*In the English translation, which agrees with the Persian text, it is stated that the Raja was thinking of sending his uncle Bhadra Singh to the Presidency for five or six days when the news of the Pegu invasion arrived.

138. The Subah of Buxa Duar to the Commissioner of Cooch Behar. Has received his letter of 22 *Asharh* as well as a telescope and a piece of silk presented by him. The information wanted cannot be divulged but because the addressee is the writer's friend he communicates it to him on the understanding that it will not be given publicity. The facts are that in the month of *Magh* of the current year when the writer was at Chechakhata, a messenger came to him with a letter from the Maharaja (of Cooch Behar). It was written in it that if the Deb Raja afforded him protection he would be able to maintain himself in his sovereignty and he would be ready to enter into any engagement for a settlement with respect to his country that may be to the liking of the Deb Raja. He was referred for further particulars to the messenger. The latter stated that the gentleman of Dinhata had gone to Calcutta and that a large number of troops had fallen in the Nepal campaign. There was no military force left in 'that' quarter and if at this juncture military aid was given to the Maharaja the whole country might be taken. The writer replied that the Deb Raja was a friend of the Company and could not fight against them. The messenger went away with this reply The writer has not got the abovementioned letter with him or he would certainly send the original or a transcript to the addressee. (Received 16 October, 1815).

139. I. The Deb Raja to the Magistrate of Rangpur. Has received his letter of 20 *Asharh* accompanying a present of *Gokulnathi* cloth. Says that he has been installed as Deb Raja by Dharma Raja, the Penlows and other nobles in recognition of his solicitude for the ryots. The dispute respecting the lands of Chamurchi was not satisfactorily settled during the regime of the previous Deb Rajas. A letter was, therefore, written to the Governor-General on this subject. In reply he was informed that the dispute would be settled by the addressee and the writer was asked to send a respectable person to him. Chita Tundu has accordingly been deputed to him. The addressee now desires to be supplied with copies of former decrees and a map of the frontier. Says that formerly it was settled that the river (Jaldhaka) should form the boundary. The map and the relevant decree will be found among the records of the addressee's office and the boundary of Chamurchi may be settled according to those papers. The dispute concerns only a small piece of land and he trusts that it will be satisfactorily settled. The records and maps of his state have been committed to the care of the god *Mahakal*. The door of the building is opened only once every twelve years. This period has not elapsed since it was last opened. It is, therefore, not possible for him to send the required documents and maps. The addressee is, therefore, requested to consult the maps and documents preserved in his own office, to make a just settlement of the boundary of Chamurchi and to send copies

of the map and the decree to him. If he listens to the false representations of the Raja of Behar and feels disinclined to attend to this matter, (no material loss will accrue to the writer as) he has no dearth of land, but if the question is referred to the Governor-General it will certainly be gone into. If the dispute is not settled the addressee is requested to permit his *zinkaf* to return. No further trouble will be given to him in future. Has sent a passport for his *vakil* who had arrived at Chirang Duar and it has been arranged to conduct him to his headquarters. Will write to him again after he has interviewed the *vakil*. Dated 13 *Bhadra,* 305 *Shaka.*

P.S.—After the dispute respecting the lands at Chamurchi is settled, he will send Chita Tundu and Chita Tashi to Calcutta with letter and presents. Sends a present of yellow silk for the addressee.

II. Representation of Chita Tundu and Chita Tashi, *zinkafs* of the Deb Raja. Represent that the copy of the decree regarding the boundaries of Maraghat will be found in the *sarishta* (of the Magistrate of Rangpur). Let a reference be made to it and let witnesses mentioned below* be examined as to the extent of the Deb Raja's occupation and a rport be submitted to the Governor-General. Dated 7 *Aswin,* 1222 B.S.

Ordered that the *zinkafs* be required to state explicitly the date of the decree and the name of the gentleman in whose time the settlement, to which they are agreeable, was made, and also to intimate whether or not they are satisfied with Mr Digby's settlement made in September 1809. Dated 22 September, 1815.

(Sd/-) D. Scott,
Magistrate.

III. Representation of Chita Tundu and Chita Tashi, *zinkafs* on the part of the Deb Raja. They have been asked to state the name of the gentleman in whose time and the year in which the dispute was settled to their satisfaction. Say in reply that when the Raja of Cooch Behar concluded an alliance with the Company there was a dispute respecting the boundaries of Maraghat and Jalpesh between him and the Raikat of Baikunthpur on the one side and the Deb Raja on the other. Bura Subah was therefore sent to Calcutta on the part of the latter. Two or three gentlemen came on behalf of the Council to Maraghat and fixed the river as the boundary and put the Deb Raja in possession of Jalpesh and other disputed lands. One copy of the decree and the map was sent to the Deb Raja and another was deposited in the *sarishta*. They do not remember the month and the year precisely but they think that it was about the year 1186 (Bengali) or two or three years earlier. Mr Purling or Mr Bogle or some other officer

*About thirty persons are cited as witnesses.

(they do not precisely remember) might have granted the decree with which they were satisfied. Later the Raja of Cooch Behar obtained an *ex-parte* decree from Mr Digby, the Collector of Rangpur, with the connivance of his *Dewan*, Ram Mohan Ray, and Munshi Himayetullah. They are not satisfied with this (Mr Digby's) decree. Dated 8 *Aswin*, 1222 B.S.

IV. The Magistrate of Rangpur to the Deb Raja. Acknowledges the receipt of his letter. The Raja has written about Maraghat, Rangdhamali Ghat and certain buffaloes and horses. Says that the incidents relating to the buffaloes and horses having taken place within the Company's dominions, orders have been issued to the *darogha* on the subject, and necessary action will be taken after his report has been received.

The disputed lands at Maraghat are situated on the confines of Cooch Behar and not in the Company's territories. The Raja's *zinkafs* being required to produce relevant documents replied that they had none with them and suggested that one of them should go back to bring the necessary papers. The Raja is, therefore, asked to send any document that may tend to establish his right to the disputed land at Maraghat through the *zinkaf* who is going to his Court. After the writer has examined the papers, he will submit a report to the Governor-General in Council and inform the Raja of their decision in due time. He is further requested to give full instructions about the boundaries to the *zinkaf* so that the latter may be able to state to him specifically what lands are claimed.

The Raja had asked for yellow and red *dorukha banats* (broadcloth having the same appearance on both sides). The stuff wanted is not available at the present moment. Has, however, sent him some red *dorukha banats* through his *vakils*. A present of a piece of white *Gokulnathi* cloth is also sent to him. Dated 3 July, 1815. (Received October 1815).

140. The Raja of Bhutan to the Magistrate of Rangpur. Is delighted to receive through the addressee's *vakils*, Ram Mohan Ray and Krishnakanta Basu, a letter accompanying a present of 5 pieces of broadcloth, 5 coats and a telescope. Has forwarded to Lhasa the letter addressed to the two representatives of China posted there. The aforesaid *vakils* represented that one of them had been ordered to remain with the Raja and the other was to return to Rangpur after informing himself of all the affairs of this place. Ram Mohan Ray is, therefore, being sent back and he will verbally inform the addressee of everything. The lands pertaining to Chamurchi Duar and Rangdhamali Ghat and the ferry of the river Tista had always formed parts of his estates and perquisites and the revenue received therefrom used to be utilised for the *pujas* of gods "here". Some years back the

Raja of Cooch Behar and the Raikat of Baikunthapur forcibly took possession of these lands. When he made a representation to the Governor-General at Calcutta, the latter was pleased to direct the Magistrate to restore his rights to him. The writer, therefore, sent his *vakil* to the Magistrate but the lands have not yet been restored. If it is desired to make a close investigation of his title then the evidence of the stone-quarry owners who live in British territory may be taken as regards Rangdhamali Ghat. The ownership of the lands will be established, if the *pattas* (deeds of lease) and revenue receipts of the ryots of Chamurchi Duar are examined. Further evidence may also be taken from the merchants who come from British territories to deal in dyes—and other articles of trade and they will testify to having paid the duties at Jumkar Ghat on the bank of the river Jaldhaka, south of Chamurchi. Or, a local enquiry may be made by some one on the part of the Magistrate in the presence of the writer's men. Prays that the lands may be restored to him with the collections made by the opposite party during the time that he has been dispossessed. Requests a prompt decision. His *vakil* may be sent back to him.

P.S.—From what he has heard of the origin of the war from Ray and Basu it appears that the Gurkhas have wronged the Company in various ways. If they approach the writer in connection with this war their representation will not be heeded. If the Magistrate cannot come for a local enquiry (regarding his possession) then Ram Mohan Ray may be sent back to him with a clear decision in the matter. Ram Parshad Basi (Das ?) will represent further particulars. Dated 21 *Aswin,* 306. (Received 12 November, 1815).

140A. Chandrakanta Sinha, Swargadev, to the Chief of Rangpur. States that the sovereignty of Assam is vested in his family by hereditary right conferred by God. Seeks the protection of the Company as he stands in constant fear of life on account of the activities of his ungrateful servants. His faithless minister, Burha Gohain, has forsaken the duties of loyalty in lust for power. He poisoned the writer's father, Raja of Charing, and also the latter's elder brother, Raja Gaurinath Sinha, on the pretext of giving them medicine. When the writer's elder brother, Kamaleswar Sinha, came of age and was about to take over the administration of the country, he had a sudden attack of small-pox and the Burha Gohain administered poison to the eruptions on the pretext of applying an ointment. This fact is known all over the country. Now he is after the writer's life. On Gaurinath's death the control of the army passed into the hands of Burha Gohain as the writer and his brother were minors at the time. Gradually he won over the troops and put to death about 1000 of the principal nobles who wished well of the writer and were likely to oppose Burha Gohain's misdeeds. Since last year the Burha Gohain has removed the writer's

advisers and adherents on various pretexts and appointed his own men to attend on him (the writer) with the ulterior object of putting an end to the writer's life. He is now over 20 years of age and though he has been the head of the kingdom he exercises no authority. Burha Gohain has taken possession of the royal seal. The English Company are famed for affording assistance to those who need it. Previously Gaurinath Sinha, while beset with difficulties caused by his enemies, appealed to Lord Cornwallis for help and his lordship despatched Captain Welsh at the head of an army and re-established him firmly in his state. That favour is still remembered with gratitude. In his helplessness the writer places himself under the Company's protection and requests that six or seven companies of troops under a captain may be sent to reduce the treacherous minister to subjection and to restore him to his rightful authority. Will pay the expenses of the expedition in cash to the Company. Agrees also to pay an annual tribute of 1½ lakhs of rupees on condition that an adequate force be maintained for affording him protection and the administration of revenue and civil and criminal justice, according to the custom of the country, remain in the writer's hand. Will levy duties at the same rate at his custom house of Kandarchauki as was settled by Captain Welsh and Mr Bruce or at any other rate which may be fixed after mutual consultation between the Company's representatives and his men. Prays that this matter be kept strictly confidential until the requisitioned troops arrive and reduce the miscreant (Burha Gohain).

To the Bara Phukan—The Burha Gohain has put one by one everybody to death. The Raja sees no way of saving his life. The Raja hopes that the Phukan will be able to put down the Burha Gohain and confirm him on his throne but if he is unable to come soon he should go to Rangpur and seek the protection of the Governor-General of Calcutta and report to him the misdeeds of the disloyal Burha Gohain. The Governor-General will surely do him the favour of lending him the services of five or six companies of troops and a captain for which he should undertake to pay. The Phukan should come quickly with the troops. He should also offer an annual tribute of a lakh of rupees and if the Governor-General is not satisfied he should raise his offer to a lakh and half. If perchance the Raja dies the Phukan should bring with him a prince of the royal house who is now in the Bhati ('literally, country down stream, hence Bengal), put down the enemy and save the country. On the addressee's head will be the sin of regicide as well as that of murder of preceptors and women if this secret is revealed to Burha Gohain. (Received November 1815).

141. From the Raja of Cachar. Some time ago Chaurjit Singh, Raja of Manipur, was ousted from his country in consequence of a

quarrel with his brother. He came to the writer's territories and applied to him for assistance with a view to invading Manipur. As the writer is related to both the brothers in the same degree he could not lend his support to Chaurjit. The latter took offence at this, went to the Raja of Jaintiapur and entered into an agreement with him to attack the writer and they are now making preparations to that end. The Raja of Jaintiapur is resolved to seize his territories as far as *mauza* Tarapur, pargana Kalain which from time immemorial has been in the possession of the writer's ancestors.

Says that his elder brother, the late Raja, formerly submitted a petition to the British Government praying that they should come to his help should his territories be invaded by foreign enemies. The Magistrate of Sylhet was in consequence directed to afford him military assistance when necessary and the Raja engaged to pay the expenses of the troops. Has now written to the Judge of Sylhet requesting him to send 25 sepoys to help him. The writer apprehends that the Judge of Sylhet may not send the troops asked for or may report the matter to the Governor-General. That is why he is writing to his lordship. Trusts that his lordship will be pleased to order the Judge to send him 25 sepoys. He is confident that his enemies will desist from their designs when they come to learn of the continuance of his lordship's powerful protection to him. Other particulars will be explained verbally by Kalidas Bandopadhya and Sukhdeo Ram Das. Received 20 November, 1815).

142. *To Ekchakra Qazi. Has returned from Calcutta. Is very glad that *jamadars* and sepoys have been sent to him. Has paid them Rs. 250/- on account of their travelling expenses and despatched them with 50 guns and other requisites. Sends one piece of broadcloth for the *qazi* and 5 yards of *dorukha banat* for the Raja. Sends 30 maunds of provision. When he reaches Siliguri he will relate full particulars. Dated Tentulia, 4 *Paush*, 1221.

To Major Latter.

Has received his letter and present through the Lepcha boy. The *jamadar* and *vakil* have arrived and have been sent with 50 guns to the Ekchakra Qazi. 30 maunds of rice have been sent to *qazi* and Rs. 250/- have been paid to the *jamadar* and sepoys. A double barrelled gun will be presented to the Major when the *qazi* reaches Siliguri. Sends a piece of *dorukha banat* through the Lepcha boy. Will write further after his meeting with the *qazi*. Dated Tentulia, 4 *Paush*. (Received as an enclosure in Major Latter's letter on 27 Dec. 1815).

*These two letters were probably written by an agent of the Raja of Sikkim.

143. From Jibendra Narayan, Dewan Deo. In 1212 B.S. when the Raja of Cooch Behar was invested with the control of civil and criminal courts in his country, the writer had submitted a petition to the Council as he apprehended that the Raja would misuse his power and do the writer wrong and injustice, whereupon the Raja was ordered, through the Collector of Rangpur, not to encroach upon his traditional rights and estates. But in contravention of that order the Raja had taken forcible possession of his lands and put his agent, Harish Chakravarti, in confinement on a false and collusive complaint and otherwise humiliated the writer. He made his complaints against the Raja through Mr. John Digby. Subsequently the Raja had Harish Chakravarti murdered as the Governor-General has been informed through the Commissioners. Consequently his lordship had been pleased to appoint a Commissioner (Norman McLeod in 1813) in Cooch Behar. The administration of the *adalats* being made over to him, the writer suffered no oppression from the Raja. But for a few days the Commissioner was employed as officiating Collector at Rangpur and taking advantage of his absence from Cooch Behar the Raja had the writer's *hat* (market) dispersed and plundered. Some time previous to this incident he caused a liquor shop at Dewan Hat under his jurisdiction to be broken and was preparing even to make further attack on him. In fear of his life and honour he had addressed a letter to the Commissioner and submitted a petition to his lordship for affording him the necessary protection. But realising that it would be some time before an order could arrive he solicited the aid of the military officer stationed in Cooch Behar who deputed five sepoys to guard his house and thus protected his life.

Is constrained to hear that the Governor-General in Council have passed an order transferring the administration of the *adalats* from the Commissioner to the Raja. If this report turns out to be true it will be impossible for the writer to live within the jurisdiction of the Raja for he apprehends utter ruin if he is subjected to the unrighteous *adalat* of the Raja. The Commissioner will no doubt investigate his complaints but that will afford him no relief, as the Commissioner will send his report to his lordship after ascertaining the truth or untruth of his allegations and his lordship will issue proper orders after considering the report. Meanwhile it will be impossible for the writer to live in the Raja's territories as has been well established by the murder of Harish Chakravarti. In case the Governor-General in Council have invested the Maharaja with the authority over the civil and criminal courts it is requested that his estates may be exempted from his jurisdiction and placed under that of the Commissioner. If this is not possible, a small place may be assigned to him in the territory of the Company where he can live with his family and that whatever small

property he has may be taken over by the Company's Government in lieu of their support and protection. Dated 25 June, 1815.

144. Chandrakanta, Raja of Assam, to the Collector of Rangpur. Says that Badan Chandra Bara Phukan of Gauhati misappropriated the revenue collected during the past five years and forming a league with ex-*subadar* Uday Singh and some sepoys decamped with government money on the night of 22 *Aswin* corresponding to 7 October 1815. He may make false representations against the writer. The addressee is, therefore, requested to inform the Governor-General of this incident. Requests a reply. Dated 19 *Agrahayan*, 1737 (Received 1815).

145. Lokenath Guha to Kamalakanta Bhattacharya. Says that some of the caps and *howdas* selected by the Nawab Saheb were returned and the rest were kept for the zenana. A list of the articles kept with their price should be sent. The writer got a list from the dealer which he is transmitting to the addressee for verification. Dated 2 *Chaitra*. (Received 1815).

146. From Kashinath to Nilkanta. Has been put to shame on account of the loan of Rs. 100/- which he took through the addressee. Will be obliged if the addressee can lend him Rs. 50/- for one month only or secure a loan of that amount either from some *mahajan* or sepoy. An early reply is solicited. Dated 28 *Chaitra*.

Reply.—Regrets he has not got any money to lend but is negotiating with a moneylender for the loan. Will write to him if he succeeds. Ray will verbally tell him everything. Dated 28 *Chaitra*. (Received 1815).

147. Nilkanta Guha to Kamalakanta Bhattacharya. Has not received any letter for a long time and is anxious on that account. Hears stray reports about the Durbar from which he cannot understand the precise situation. Will feel obliged if the addressee transmits the correct account. Guruprasad Guha has gone to mofussil to arrange the affairs there. Dated 28 *Chaitra*. (Received 1815).

148. From Gobindachandra Narayan Bhup, Raja of Cachar. Says that he assumed the administration of his state on the death of his elder brother (Krishna Narayan) in sole reliance of the addressee's favour and support. His servants, Sanandaram, Ramjaya, Demradeo and Tularam, embezzled the revenue of his state, fled to Jaintiapur, where they waited upon the Raja and with his connivance left Sanandaram there and proceeded by the hill route to Dharmapur on the northern frontier of the writer's kingdom. Here they joined Tularam's father, Khasadeo, and instigated the Zamindars of Dharmapur to

withhold the payment of revenues. The aforesaid servants have allied themselves with the hill people and were making preparations for fighting him as he is helpless and alone. The addressee is the writer's patron and the writer has no other supporter. These miscreants can be easily disposed of if the Governor-General is favourably inclined. When his brother visited Calcutta he applied to the Governor-General for assistance in the event of any attack on his kingdom. The Governor-General was then pleased to give him a letter addressed to the Magistrate of Sylhet. The letter was made over to Mr. Morgan. But when an application was made to Mr. Ewing for 25 sepoys he did not comply with the request. Previously when Kalyan Singh Subadar had attacked his kingdom Mr Dick, the Magistrate of Sylhet, sent 25 soldiers. Kalyan Singh was defeated and driven away and the kingdom was thus saved. Is again in difficulties and prays, therefore, that the Magistrate of Sylhet may be directed to lend him the services of 25 sepoys so that his kingdom may be preserved and disloyal servants may be scared away. These sepoys will be stationed with him and their salaries will be paid by his state. He will send five elephants as *nazar* (a present) if the prayer is granted. Dated 25 *Paush*, 1737.

P.S.—The rebels have seized even the headquarters of Goabari on 26 *Paush* and he cannot expect succour from any one except his lordship. (Received 19 January, 1816).

149. Chandrakanta Sinha to the Magistrate of Rangpur. Intimates that with the help sent to him the disturbances in his kingdom have to some extent been suppressed. Badan Chandra Bara Phukan had been appointed governor of fort Gauhati. In collusion with some evil doers he fled with the accumulated revenue of the last four or five years in the company of his three sons, Uday Singh, a dismissed *subadar*, and a few sepoys. Has come to learn that Badan Chandra is now at Chilmari. In view of their old friendship the addressee should not pay any heed to any misrepresentation that the aforesaid Phukan may make against the writer at the instigation of his enemies and the matter should be brought to the notice of the Governor-General. It will be a great favour if the Phukan is sent back with the embezzled funds. Further communication will be verbally made by Ram Khamind Sharma. Dated 3 *Magh*, 1737 *Shaka*. (Received 27 February, 1816).

150. From Parashuram Dev Sharma to the Judge of Rangpur. Says that of the six Phukans at Gauhati the Bara Phukan was the administrator of the Raja's affairs. At the instigation of Subadar Uday Singh, he left his station without the knowledge of the Raja (Swargadev) and repaired to the Company's territories. Has come to learn that there also the *subadar* has been persisting in his evil counsel and subversive activities against the Raja. The writer is answerable

to the Raja for any thing that may happen in any of the *Chaukis* at various places under his charge. If a person of rank absconds to the Company's territories and if the officers of the Company send him back with assurances of safety he is invariably forgiven and reinstated in his post inspite of his misconduct. Requests accordingly that on receipt of the letter sent by the Raja to the Judge on this subject the Phukan may kindly be induced by all possible means to return. Dated 27 *Agrahayan*. (Received 27 February, 1816).

151. The *Suba* of Buxa Duar to the Raja of Cooch Behar. Refers to the cordial relations that formerly prevailed between the Deb Raja and the Raja of Cooch Behar. Laments the past misdeeds of the Nazir Deo who quarrelled with the Raja and entered into an alliance with the English. As a result, the English forcibly seized all the lands. Enquires on behalf of the Raja of Bhutan whether he is prepared to take a united stand with him. If he agrees, the Raja of Nepal may also be requested to join the alliance against the English and expell them. Requests a prompt reply and adds that strict secrecy should be maintained. Dated 27 *Magh*, 306 *Raj Shak*. (Received 16 March 1816).

152. I. Raja Harendra Narayan to *Suba* of Buxa Duar. Writes that formerly there were cordial relations between the States of Cooch Behar and Bhutan. Taking advantage of their quarrel the English took possession of his lands. Sends proposal to the Deb Raja through him with a view to uniting their troops against the English. Dated 11 *Phalgun*, 306 *Shaka*.

II. To Mr. MacLeod. The Maharaja of Cooch Behar sent a messenger to the writer with a letter with a view to waging a war against the Company. The addressee wrote to the *Suba* about it. The letter was with Nigam Kayet who did not produce it at the time. The *Suba* now tells him (the writer) that the charge cannot be substantiated without the Maharaja's letter. Some pressure being put on him the Kayet has given the writer the letter of 11 *Phalgun*. Is sending the addressee two letters of the Maharaja, one of the previous year, and the second of 14 *Phalgun* of the current year with his own letter.

III. From the Raja of Cooch Behar to *Suba* of Buxa Duar. Received his letter date 27 *Magh*, 306 *Shaka*. Has noted what he wrote according to the orders of the Deb Raja. Cannot give hasty decision on such a weighty matter. Shall write after proper deliberation. Dated 14 *Phalgun*, 306 *Shaka*. (Received 20 April, 1816).

153. From the Raja of Cachar. To the same effect as the letter received 29th January 1816 (No 148 above) with the following addition. Whenever Madhabram shall make any representation to his lordship

on the part of the Raja, he trusts that it will receive due consideration and meet with his lordship's approval. Sends two elephants, one male and one female, as a present for his lordship. (Received 22 April, 1816).

154. From the *Suba* of Buxa Duar to the Judge of Rangpur. States that in consequence of their war with the Company the Gurkhas applied for assistance to the Emperor of Rum (Turkey). An army has accordingly entered the Gurkha's country from the westward. These troops are strong and brave. As friendship exists between the writer and the Company he has thought it proper to communicate this information to the addressee. Has no concern with that Emperor's forces. Advises the addressee to give this warning to the Company's troops engaged against the Gurkhas. Hopes to be favoured with communications frequently. Dated 1 *Bhadra*, 307 *Shaka*. (Received 31 August, 1816).

155. Deed of Agreement executed by Birendra Narayan, the eldest son of Nazir Deo Khagendra Narayan, in favour of his younger brothers, Gajendra Narayan Kunwar, Shambhu Narayan Kunwar and *Chhoto Kachhwa*, dated 13 *Agrahayan* of 300 (corresponding to 1216 Bengali). Khagendra Narayan, their father, died in *Jaistha*, 1215. He used to receive through the Commissioner of Cooch Behar a subsistence allowance of Rs. 500/- per month from the revenues of Cooch Behar and possessed the estate of Balarampur. This amount together with the Balarampur estate has been continued by *Huzur* (G.G.) in the name of the writer who is the eldest of the four sons of the deceased. Will live jointly with them and share their expenses. Will go to Calcutta to secure from the Governor-General the restoration of their 9⅛ *annas* share of the revenue of Cooch Behar which forms the subject of the pending dispute with the Maharaja of Cooch Behar. If he wins the case he will share with them the revenue as well as the allowance of Rs. 500/- and the entire estate and property left by their father. If they separate from the joint system each will take his proportionate share of the property and claim no more. (Received 30 October, 1816).

156. From the Raja of Cooch Behar to Norman McLeod. Has received his letter demanding payment of Rs. 28,500 on account of the Nazir Deo's allowance up to 1223 Bengali. Rs. 29,387-7-12½ *gandas* on account of the pay of Fakir Singh and sepoys and Rs. 33,204-2-17½ *gandas* on account of the tribute payable to the Company for the year 1222, the whole amounting to Rs. 91,091-10-9¾ *gandas*. Says that the addressee is well aware of the deteriorated state of his *raj*, its income and his personal expenditure. After the tribute of the current year is paid it will be difficult to meet his expenses with the balance. Has no means of clearing the arrears all at once. Prays, therefore, that he may

be allowed to pay off the arrears by instalments in the course of the next three years. Dated 3 *Bhadra.* (Received 17 November, 1816).

157. From the Raja of Cachar. Some of his servants counting upon his helplessness wish to turn him out of his country and he is consequently in a state of perpetual anxiety and alarm. Having none to look to for refuge and shelter except his lordship, he solicits that the Magistrate of Sylhet may be directed to station 20 (twenty) sepoys in his territories and, in return for this favour, he will give five elephants annually as a tribute to the Honourable Company. Will also pay the monthly salaries of the sepoys. (Received 9 December, 1816).

158. From Raja of Cachar. A *parwana* (permit) was kindly issued for the despatch of non-official Englishman with some sepoys and muskets to his country ; but they have, for some unknown reasons, not arrived as yet. They should be quickly sent as there is considerable trouble in his state Dated 3 *Magh,* 1738 *Shaka.* (Received 4 March, 1817).

159. Gaur Mohan Datta to Dal Singh, *Darogha* of Rangamati Police Station. The *mukhtarkar* of the Raja of Bijni has submitted a petition to the Government that his Raja used to receive tolls and custom duties on mustard and other articles from his ryots ; but the addressee on the basis of a notification, which was issued by Nilkamal Darogha, has abolished all the *chaukis* of the Raja in Goalpara and announced to the people there by beat of drum that the payment of such duties to the Raja has been totally stopped. The *mukhtarkar* says that the duties were never abolished but that their collection by attachment of property was declared improper (by the Magistrate) at Dhubri and that the purchase of such attached property was prohibited. When it was pointed out to the addressee that in the notification, on which his action was based, there was no mention of the abolition of tolls and custom duties, he said that verbal orders to that effect were given to him. This action of his has caused a heavy loss to the Raja, for within the brief period of a fortnight a large number of boats passed without paying duties. Further it has been alleged that the addressee himself holds lands in Sibjal village and carries on a trade in salt and other articles there and that the real motive underlying his action is to evade for himself the payment of tolls, duties, etc. The case is under investigation and on its completion orders will be passed. Meanwhile he is asked not to interfere with the Raja's people in their collection of tolls and duties, etc. The addressee is further called upon to send a copy of the notification referred to above for inspection and to say whether or not he carried on any business in Sibjal village. His reply

with the copy of the notification must be submitted within 15 days. (Received 1817).

160. Raja of Manipur to Captain Davidson. Acknowledges receipt of his letter. Owing to shortage of provision, the Raja and the *barqandazes* are leaving Chandrapur for Dudpatli. A *vakil* is being sent with this information. On receipt of the Governor-General's order arrangements will be made for his return to Manipur. Dated 15 *Paush,* 1739 *Shaka.* (Received 6 January 1818).

161. From Gobindachandra Professes his entire dependence upon the East India Company. States that Marjit Singh of Manipur with the help of the Burmese has occupied nearly the whole of Cachar. Intimates his inability to regain his kingdom without British help. Dated 13 *Paush,* 1739 *Shaka.* (Received 6 January, 1818).

162. Marjit Singh, Raja of Manipur, to the Magistrate of Sylhet. When his father lost his kingdom in a conflict with the Burmese and sought shelter in the kingdom of Heramba (Cachar) with his kinsfolk for a few days in view of the close relationship with the ruling family of Cachar, the Raja conspired to put him to death and to raise Sridhar Shah to the throne of Manipur. Subsequently the writer was ousted from his country by his brother and came to Heramba in his affliction. On his arrival there he presented four horses to the Raja and his brother but nevertheless they seized seven more by force. This caused the writer much grief and he has come to fight the Cachar Raja. There is no quarrel between him and the addressee and he does not want to give the addressee the least offence. Requests that a European *thanadar* may be appointed in the kingdom of Heramba to keep the Raja and the writer's brother in check and is prepared to assign the revenues of a village to meet the necessary expenses. Dated 12 *Paush, Shaka* 1739. Reply to the above—

Has received no orders from the Governor-General to help the Raja of Heramba. The Captain (Captain Davidson) has gone to Badarpur with troops to guard the frontier of the Company's territory. If the addressee causes no disturbances on the frontier there will be no occasion to fight him. As regards his suggestion about posting a European *thanadar* in Cachar the writer has no authority to do so. He is writing to the headquarters on the subject and will communicate to him their decision when it arrives. Dated 15 *Paush,* 1224. (Received 6 January, 1818).

163. From Gobindachandra Narayan, Raja of Cachar. Though the demise of his late brother, Maharaja Krishnachandra Narayan, left him alone and unprotected, he runs the government of his country

in reliance of the patronage and protection of his lordship. His lordship has always afforded him his protection and his confidence in him is therefore unlimited. His lordship has been previously informed of the perfidious conduct of his disloyal servants. Recently the deposed Raja of Manipur, Chaurjit Singh, being worsted in his fight for the throne with his brother Marjit Singh, came to the writer's country and sought his help. The writer's refusal gave him offence and he went to Calcutta but as his petition met with no approval there he returned by way of Sylhet and stationed himself within the territories of the Raja of Jaintiapur. On the 3rd of *Paush*, corresponding to 6 December 1817, Raja Marjit Singh suddenly invaded the writer's territories with a large force. Mr. Carey does not know how to fight. He retreated in shame and went away without the knowledge of the writer. He and his general Gambhir Singh, however, fought the invaders. At that juncture Captain Davidson arrived at *thana* Badarpur from Sylhet for guarding the frontiers of the Honourable Company's territories. Marjit Singh was defeated and forced to return to his own country. Subsequently the aforesaid Chaurjit Singh entered into a league with Tularam and Sanandaram, turned a freebooter and won over the writer's general Gambhir Singh to his side. They set fire to the houses of the writer's subjects, plundered their property and are now devastating the country. Has no one to look up to for protection except the English. Hopes that his lordship will give him a passport for importing 200 Hindustanis and one Englishman for his protection and it will be a great favour if some of the Company's troops are lent for the suppression of his enemies. He will bear their expenses and pay an annual tribute in addition. Refers him to his *vakils*, Kalidas Banerji and Gaursundar Chatterjee, for particulars. Sends two hats made of ivory chips and hopes his lordship will be pleased to accept them. Dated 7 *Baishak*, 1225—18 April 1818. (Received 3 August 1818).

164. Gobindachandra to George Swinton. Refers to his difficulties and professes his unqualified reliance upon him. Repeats his request for a permit for importing troops to protect him from his enemies. Dated 19 *Bhadra*, 1740 *Shaka*. (Received 2 November, 1818).

165. From Gobindachandra. Acquainted the Governor-General in details of the troubles in his country and his own difficulties by his letter of 7 *Baishak*. His *vakil* has also submitted a petition to his lordship. Prays that his lordship will comply with his request without delay. Dated 19 *Bhadra*, 1740 *Shaka*. (Received 30 November, 1818).

166. Gobindachandra to George Swinton. Says that Chaurjit Singh, the freebooter of Manipur and his brother and the writer's servant, Gambhir Singh, ousted him from his kingdom, by a night attack. He,

theeupon, took shelter in the Company's territories at Sylhet but on 16 *Aswin* on account of his ill health he proceeded to pargana Agiaram on the Company's frontiers with a permit from the Magistrate of Sylhet. But the Magistrate is causing him trouble through the *darogha* and *jamadar* of the Police Station as his enemies represented that he wanted to return to his country. He is being harassed because the addressee has not furnished him with a passport. Prays that the necessary passport may be given him at an early date. Dated 29 *Aswin*, 1740 *Shaka*. (Received 30 November, 1818).

167. From Phakuri (?) Manorath Pathak, *jamadar* of Shingimari outpost (?) for the time being resident at Goalpara, to . . . . . States that at noon on the 8th *Shravan*, 1224 B.S. (22nd July 1817) he received a letter from the Burmese Chief and Raja Chandrakanta Sinha to the effect that unless the Burha Gohain was made over to the Burmese they would invade the Company's territory, and further that similar letters have been addressed to the Zamindar of Mechpara and Huniram Barua, the purport of which will be clear from the memorials submitted by those two persons. Intimates that he has written to the Buremese Chief, promising to inform him within 20 days of whatever orders he may receive from the addressee, but expresses his apprehension that the Burmese Chiefs, rash and unmindful of consequences as they are, will ere long fall upon and plunder the Company's country, unless a large force is despatched to forestall the raid. Recommends despatch of provisions along with the force in view of the difficulty of procuring the same at his place and refers to the wretched condition of the cultivators due to flood and the stoppage of import and export of merchandise as a result of the traders' fear of the Burmese. Dated 8 *Shravan*, 1224 B.S. (Received 1819).

168. From the Raja of Cachar (Gobindachandra) to the Governor-General (Lord Moira). States that Marjit Singh, Raja of Manipur, having been defeated and ousted from his kingdom by the Burmese army, came to his country with a large number of men and horses and settled himself there along with Chaurjit Singh with whom he had been reconciled ; that subsequently as his lordship permitted the writer to return to his country he (the writer) took possession of the *thana* of Katigara in his territories on the 1st *Chaitra* with the help of his former servants, but that on the 21st another action was fought in which his enemies were not defeated and on the following day he quitted the *thana* without fighting and retreated again into the Company's territory. Declares his dependence on his lordship and proposes amalgamation of his country with the Company's district of Sylhet. In case this proposal is not agreed to, he solicits his lordship's permission to persuade an un-official European, competent to protect

his country, to proceed there as his own efforts have proved unavailing. Dated 15 *Baishak, 1742 Shakabda*. (Received 23 May, 1820).

169. From Krishnachandra Ghoshal and Jainarayan Ghoshal, residents of Kidderpore. State that about five hundred beggars including widows and orphans wander about the streets of Calcutta and spend their lives under the trees. Besides there are others who get knocked down by vehicles and lose their lives and their corpses are not disposed of according to their religious rites. The petitioners employed a clerk to ascertain the number of such destitute people and according to his calculation their number is four hundred and sixty-eight only. The petitioners appeal to the Governor-General to provide protection to these wandering beggars on the lines suggested below:—

(1) An Iudustrial Home to accommodate some five hundred people be established in the vicinity of Calcutta.

(2) A Committee of six responsible Hindu citizens of Calcutta with one European gentleman of high rank as President be appointed to manage the institution.

(3) When any inmate of the Home is able to earn his living he should be discharged.

(4) All the inmates of the Industrial Home will be given some suitable work to do and their earnings will go to the support of the institution.

(5) As the poor include persons of all castes and creeds the staffs of the Home should consist of *pandits* and *maulavis*. When any one of the inmates should die his last rites should be performed according to his creed.

(6) The Police officers of Calcutta should be directed to send to the Home any orphan or poor man they find in the streets of the city.

(7) An estimate of the probable expenditure of the institution is being forwarded separately in the English language.

(8) No allowance shall be granted to the members of the managing committee. But clerks and other members of the staff may be remunerated.

(9) Monthly accounts should be prepared and kept in the office of the Home and should be signed by the member who might be entrusted with the work. A copy of these accounts should also be forwarded to the Supreme Council every year.

(10) Members of the managing committee shall prepare a plan of the building of the Home and entrust its construction to the contractor whose terms may be the lowest.

(11) Teachers may be appointed to instruct the orphans in the subject of their choice.

(12) Funds sufficient to last a year should be collected for the maintenance of the Home before inmates are admitted.

(13) The entire management of the institution shall be entrusted to the managing committee. Hope the Governor-General and the Supreme Council will grant sufficient funds for the purpose in the manner proposed below.

(14) It will not be difficult for the Company to obtain for the institution some forty thousand *bighas* of agricultural land from the resident zamindars as well as from those other zamindars who are constant visitors to Calcutta.

(15) Request that 15,000 *bighas* of land yielding Rs. 20,000 may be granted for the support of the institution from the Twenty-four Parganas which are the Company's own *taluqs* just as there is a similar grant for the Company's *madrasa*.

(16) When Mr. Touchet made the settlement of the Twenty-four Parganas the zamindars of those Parganas had 67,000 *bighas* of their lands recorded as charitable grants. Out of these, if sufficient land yielding Rs. 20,000 is granted then it will not cause any loss to the Company and at the same time will provide maintenance to 500 orphans.

(17) A site for the Industrial Home may be granted preferably in pargana Magura otherwise the writers are also prepared to donate for this purpose some of their own plots adjacent on the Budge-Budge Road. A special tax at the rate of one anna per hundred rupees may be levied on all merchandise imported to or exported from Calcutta and the custom officers and others may be authorised to collect and forward it for the support of the institution.

(18) The building of the proposed Industrial Home is estimated to cost one lakh of rupees. This amount may be raised by levying *mathaut* on the European and Bengali servants of the Company and on such residents of Calcutta as possess a pucka house. As the new church at Calcutta is maintained from the receipts of a *mathaut* so also the Home may be built from the proceeds of a similar tax. In fact this method is sanctioned by the long standing custom of this country. Duing the time of Raja Yudhishthira such homes were called ***Anath Mandap***. It is understood that in England also such a system prevails. Dated 15 ***Asharh,*** 1194 B.S. (Received June, 1787 No. 280).

BIOGRAPHICAL & GEOGRAPHICAL NOTES

AHMUTY, RICHARD—joined Company's service in 1791 as a writer and became the Commissioner of the Court of Requests in the same year. In 1793 he was the Head Assistant in the Public Department and in 1796 Registrar to the Court of Appeal and Circuit at Murshidabad. He succeeded W. T. Smith as the Commissioner of Cooch Behar in 1797, but on Maharaja Harendra Narayan's coming of age in 1801 he was transferred to Mirzapur to officiate as Judge and Magistrate of the district. In 1903 he became the Collector of Allahabad and in 1804 the judge and magistrate of Farrukhabad. He resigned—30th March, 1808. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List* and Calica Dutt—*Cooch Behar State*.) Letter No. 71.

BADAN CHANDRA BARA PHUKAN—held office at Gauhati during the reign of Chandrakanta Sinha, Swargadev of Assam. As a result of his quarrel with Burha Gohain, he sought help from the English, and failing to get it went to Burma and succeeded in persuading the Burmese King to send an army against Assam in 1816. The Burmese were successful and the Bara Phukan became all powerful. Soon after the departure of the Burmese in 1817 he was assassinated. (Gait—*History of Assam*.) Letter No. 149.

BALARAMPUR—the seat of Nazir Deo, ten miles south-east of the Capital. Letter No. 6.

BALESWAR—headquarters of Balasore District, Orissa. Letter No. 35.

BARA BARUA—was one of the most prominent figures of Ahom Government. He received the revenues and administered justice in those portions of the eastern provinces from Sadiya to Kaliabar which lay outside the jurisdiction of the Gohains and was also usually the commander of the forces. In administrative status he was inferior to Bara Phukan. (Gait—*History of Assam*.) Letter No. 41.

BARA PHUKAN—the office of the Bara Phukan was something like that of Viceroy and he was next to the King in administrative rank under the Ahom system of Government. Originally he governed the tract between Kallang and the Brahmaputra in Nowgong but as the Ahoms extended their dominions further west, his charge increased, until it included the whole country from Kaliabar to Goalpara with Gauhati as his headquarters. His office was considered of higher importance than that of Bara Barua and as he was further removed from the seat of Government, his powers were more extended. (Gait—*History of Assam*.) Letter No. 40.

BARABATI—village in Balasore. It used to be the site of English factory. (*Balasore District Gazetteer*.) Letter No. 36.

BARLOW, SIR GEORGE HILARO, Bart—Acting Governor-General of Fort William (10th October, 1805 to 31st July, 1807). Letter No. 94.

BENGMARA—is in Lakhimpur District, east of Dihing river. Letter No. 41.

BHAGWANTA NARAYAN—brother of Khagendra Narayan, the Nazir Deo. Letter No. 11.

BHAWANI CHOUDHURI—is probably Bhawani Dadu of *Calender of Persian Correspondence*, Vol. VII, 131-32. Letter No. 36.

BHULKA—a *tahsil* in western Duar of Jalpaiguri District. (*Jalpaiguri District Gazetteer.*) Letter No. 24.

BIJNI—estate in Goalpara District in Assam. It is in the possession of the Bijni family descended from the Koch rulers of Cooch Behar. (*Imperial Gazetteer*, Vol. VIII.) Letter No. 135.

BIRBHUMGANJ—the reference is perhaps to Suri, the chief town of Birbhum. Birbhum was noted for its cotton and silk weaving industries. (Hunter—*A Statistical Account of Bengal*, Vol. IV.) Letter No. 3.

BIRENDRA NARAYAN—son of Khagendra Narayan, the Nazir Deo. Letter No. 11.

BISHNU NARAYAN—son of Kirti Narayan, Raja of Darrang. Gourinath, after killing Hansa Narayan, made him king, ignoring the claims of Krishna Narayan. The latter stung by the injustice, collected a force and drove out Gourinath's nominee and proclaimed himself Raja of Darrang. (*See also* notes on Krishna Narayan). (Gait—*History of Assam*). Letter No. 39.

BODA—a pargana in Rangpur District which was claimed by Nazir Deo together with Patgram and Purbabhag as his own patrimony. The name probably is derived from 'Bodos', a tribe residing in Cooch Behar. Letter No. 2.

BOGLE, GEORGE—was Charles Purling's successor as Collector of Rangpur in 1779. His name has been rendered famous by his embassy to Tibet in 1774. He died in 1781. (Firiminger—*Rangpur Records*, Vol. II). Letter No. 6.

BRUCE—probably Charles Andrew Bruce, Commissioner of Cooch Behar from 1791-1795. Letter No. 44.

BRYDIE, ROBERT—(1801), indigo planter with a factory at Kishoreganj in pargana 'Kazirhat'. He was Raush's partner from 1790 as is evident from Raush's letter to Sir John Shore dated 1st December, 1793. (Glazier—*Rangpur Records*, Appendix A). Letter No. 79.

BUXA SUBAH—Jungpen or Governor of Buxa Duar under Paro Penlow. (Cap. Pemberton—*Report on Bootan*). Letter No. 152.

CHAMPAIN—probably John Champain who was the Magistrate at Dacca in 1790 and the Collector and Magistrate of 24-Parganas from 1791 to 1794. (*Bengal Past and Present* and *Public Press List*). Letter No. 84.

CHAMURCHI—one of the Bhutan *duars* or passes; the village is in the extreme north of Jalpaiguri District on the border line of Bhutan and nearly 50 miles west of Buxa Duar. Letter No. 105.

CHAURJIT—after Jai Singh's death in 1799, two of his sons succeeded him as Rajas of Manipur. Both of them being murdered, a third son Chaurjit Singh ascended the vacant throne. He was driven away by his brother Marjit Singh in 1812. As a reward for helping Gobindachandra, Raja of Cachar, against his brother Marjit, he took possession of certain portions of South Cachar. In 1819 Marjit was driven to Cachar by the Burmese. Chaurjit became reconciled to him and helped him to turn out Gobindachandra. As a result of Chaurjit's quarrel with his brother Gambhir Singh, the former retired to Sylhet, where he tendered his interest in Cachar to the E. I. Company. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 141.

CHAUVET, JOHN LEWIS—entered Company's service as a writer in 1780. In 1781 he was appointed Examiner in Secretary's Office, General Department. In 1787 Mr Chauvet was deputed along with Mr Mercer by government at Fort William to enquire into the causes of disturbances in Cooch Behar. On his return from Cooch Behar, he was appointed Persian and Bengali translator to Revenue Department. In 1793 he became the Judge and Magistrate of Shahabad. He died 15 August, 1794 at the age of 54. (*Public Press List,* Dodwell and Miles—*Bengal Civil List* and Calica Dutt —*Cooch Behar State*). Letter No. 2.

CHECHAKHATA—a small town 19 miles north from Cooch Behar. (Hamilton—*East India Gazetteer,* Vol. I). Letter No. 24.

CHILMARI—a place of pilgrimage in Rangpur District on the Brahmaputra river. An annual bathing festival takes place there. (*Imperial Gazetteer,* Vol. 16). Letter No. 101.

CHINTAMAN—village and *thana* in Dinajpur District. It was sometimes called "Malidanga Hat". (Hunter—*A Statistical Account of Bengal,* Vol. VII). Letter No. 67.

CHIRANG DUAR—one of the *duars* forming the Eastern Duars in Goalpara District, about 100 miles from Sidli. (*Imperial Gazetteer* Vol XI). Letter No. 139.

CHOLADHARA PHUKAN—the official designation of "Keeper of the Royal Wardrobe" under Ahom system of Govt. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 40.

CLARKE, MAJOR GENERAL SIR ALURED (after Lieut. General)—appointed Commander-in-Chief and Member of the Council of Fort St. George in June 1795 and assumed office on 15th January, 1796, Member of the Supreme Council 4 May, 1796. Assumed the office of the Commander-in-Chief of India on 17 May, 1798. Acting Governor-General of Fort William from 17 March to 18 May, 1798. Deputy

Governor of Bengal from 25 December, 1798 to 15 September, 1799. (*Heads of Administration* and *Public Press List*). Letter No. 81.

COLVIN, ALEXANDER—(1756-1818) a member of the great agency house of Colvins Bazett & Co. He came to India in 1777. He died in Calcutta in December 1818 at the age of 62. (*Bengal Past and Present*, Vol. 27). Letter No. 101.

CRUMP, PHILIP—came to India in 1783, became a Lieut. on 26 Jan. 1790, and a Captain on 2 September, 1803, died in 1806 (Hodson—*Officers of Bengal Army*, Part I). Letter No. 30.

CUTHBERT, CAPT.—probably Benjamin Cuthbert. Joined army 1778, Ensign 23 May, 1779, Lieut. 26 Jan. 1781, Capt. 13 Sept. 1797, Major 13 July, 1803, Lieut.-Col. 28 Sept. 1804, retired 13 May, 1806. Died in England 6 March, 1823. (Hodson—*Officers of Bengal Army*, Part I). Letter No. 18.

DAFLA—Daflas or Duphlas occupy the country east of the Bhoroli river and the hills north of Naodwar (the Nine Passes) in the Darrang District and Chedwar (the Six Passes) in Lakhimpur District. They are, however, not so much a single tribe as a collection of petty clans independent of each other and generally incapable of combined action. They call themselves only 'Bangni' meaning men. The tribes on the border of Darrang are now generally called 'Paschin' or Western Duphlas, and those on the border of North Lakhimpur 'Tagin' Duphlas. The form of government of the Duphlas is oligarchical, there being some times thirty or forty chiefs in a clan. (Mackenzie—*N.E. Frontier of Bengal*). Letter No. 123.

DALIMCOTTA DUAR—one of the eleven Passes extending along the Northern Frontier of Bengal and is included between the Tista river on the west and Manas river on the east. Better known as Darling Fort in English, 42 miles from Jalpaiguri. Letter No. 134.

DARRAH, THOMAS—joined army in 1780, Ensign 1 Mar. 1781, Lieut. 22 Oct. 1781, Captain 7 Jan. 1796. Died at Jogi-ghopa (Assam) 29 May, 1798. (Hodson—*Officers of Bengal Army*, Part II). Letter No. 75.

DATIA—a pargana in the District of Jessore was one of the acquisitions of Raja Manohar Ray, founder of the Chanchra family. Letter No. 72.

DAVIDSON, CAPT. HUGH—(1786-1825) born in Dornoch, county of Sutherland, 20 Mar. 1786. Cadet 1804, arrived in India 29 Apr. 1805, Ensign 17 Mar. 1805, Lieut. 18 Mar. 1805, Capt. 9 Aug. 1816. Died in Penang, 30 Aug. 1825. Services:—He was posted as Lieut. to 2/15th N. I. Capture of Mauritius 1810; Lieut. 1st Bengal Vol. Bn. Capt. Lt. 15th N. I. 1 Oct. 1815. Capt. 1/15th N. I. Commanded Sylhet Sebundy Corps 1 Nov. 1814 till 1823; Commanded Bencoolen Local Corps 1823 till death. Transferred to 31st N. I. (late 2/15th) May 1824; to 30th N. I. in 1825.

(Hodson—*Officers of the Bengal Army 1758-18, East India Register and Directory 1818*). Letter No. 163.

DEB RAJA—the title of the temporal ruler of Bhutan who performed the executive duties of the Government, while the Dharma Raja was first in rank and nominally first in power. The first person to hold the title of Deb Raja was formerly the *Dewan* or Deputy of the Dharma Raja. (*Calendar of Persian Correspondence*, Vol. VII). Letter No. 34.

DICK, SIR ROBERT KEITH, BART.—date of rank as writer, August 14, 1792, Commissioner of the Court of Requests, Dec. 6, 1792. Assistant to the Registrar of the Court of Appeal and Circuit at Patna, May 1, 1793, Registrar of the *Zila Adalat* at Tippera, April 1, 1796, Registrar of Ghazipur, July 14, 1797, Registrar of Bihar, April 22, 1799, Offg. Registrar of Dacca, Oct. 30, 1800, Offg. Collector of Jessore, Dec. 17, 1801, Collector of Purnea, Dec. 31, 1801, Judge and Magistrate of Sylhet, March 19, 1803, Judge and Magistrate of Farrukhabad, July 2, 1807, Judge and Magistrate of Sylhet, Dec. 8, 1807, Third Judge of the Provincial Court of Appeal at Dacca, Jan. 26, 1810, Second Judge of the Provincial Court of Appeal at Dacca, Feb. 1, 1812. Resigned December 16, 1813. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 118.

DIGBY, JOHN—was born in 1783. He joined the Company's Service as a writer in 1799. He was the Collector of Rangpur from 1809 to 1814. He died March 19, 1826. (Glazier—*Rangpur Records* and Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 139.

DINHATA—the headquarters of the Subdivision of the same name, 16 miles south of Cooch Behar. (Calica Dutt—*Cooch Behar State*). Letter No. 138.

DOUGLAS, HENRY—was the first Commissioner of Cooch Behar appointed in 1789 for superintending the affairs of minor Maharaja Harendra Narayan. He was succeeded by C. A. Bruce in 1791. Retired from service in 1835. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 71.

DOW, WILLIAM—merchant of Jogighopa. Came out to India in 1773 with a relation Colonel Dow. In addition to his Assam trade he established a factory at Cowriegaon (Kurigram) in Rangpur District. He died in June 1788 aged about 40 years. (*Bengal Past and Present*, Vol. IV). Letter No. 89.

DOWDESWELL, GEORGE—was Secretary to Judicial and Revenue Department up to 30th Apr. 1812. He was appointed Chief Secretary on the 1st May 1812. (*East India Register*, 1813). Letter No. 102.

DUARIA BARUA—the officer in charge of the Custom house at Hadira Chauki, (better known as Kandar Chauki), opposite Goalpara. (S. K. Bhuyan—*Early British Relation with Assam*). Letter No. 38.

DUDPATLI—a village in the *tahsil* of Silchar in Cachar District. (*Cachar District Gazetteer*). Letter No. 100.

DUNCANSON, CAPT.—(more correctly Lieut. W. M. Duncanson). He joined the army in 1782 and resigned in Oct. 8, 1790. (Hodson —*Officers of Bengal Army*). Letter No. 18.

DUNDIA—during the evil days following the death of Gaurinath, two brothers named Hardatta and Birdatta of Assam, raised a band of Kachari and Punjabi and Hindustani refugees and declared themselves independent. These persons who joined the standard of Hardatta and Birdatta were nick-named "Dumdumiyas". The "Dundias" or "Dumdumiyas" as they were differently called created at one time much disturbance in Assam and even threatened the territory of Swargadeva Kamaleswar Sinha. According to one version Daniel Raush of Goalpara lost his life at the hands of the Dumdumiyas. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 68.

ERNST—probably Mr Thomas Henry Ernst, who joined the Company's service as a writer in 1792. He was the Commissioner of the Court of Requests in 1793. In 1797 he was the Assistant to the Persian and Bengali translator to the Board of Revenue. He resigned in Dec. 19, 1811. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 57.

EWING, JAMES—date of rank as writer July 14, 1802, Assistant to the *Zila* of Chittagong, March 11, 1807, Registrar to the Court of Appeal at Dacca, Dec. 15, 1807, Registrar to the *Zila* of Bhagalpur, Aug. 24, 1810. Deputed to Monghyr, 1813, Offg. Judge and Magistrate of Bhagalpur, April 19, 1814, Judge and Magistrate of the *Zila* of Sylhet, May 13, 1814, Offg. Judge of the Provincial Court of Dacca, 1821. At home 1823. Returned to India 1827. Judge of *Dewani Adalat* and Magistrate of the City of Dacca, Jan. 31, 1828. At home on absentee allowance, 1829. Out of service in 1834. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 148.

FITZROY, FREDERICK—probably the reference here is to Honourable Frederick Fitzroy who was the Collector of Murshidabad in 1793. In the same year he became the Collector of Twenty-four Parganas and in 1803 he was the Judge and Magistrate of Bareilly District. He resigned in Sept. 26, 1806. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 57.

GALE—was in 1786 a Senior Merchant of the Commercial Residency of Sonamukhi in the district of Bankura. He moved to Birbhum in 1790. The year 1794 found him in Calcutta as one of the Commissioners of the Court of Requests. He held his last appointment as Resident at Golaghar factory in Hooghly District in 1795. He died about 1799. (*Calendar of Persian Correspondence*, Vol. VII). Letter No. 3.

GOHAINS—were the great councillors of Ahom state and in the provinces assigned to them they exercised most of the independent rights of sovereignty. But so far as the general administration of the state and its relations with other powers were concerned, their functions were merely advisory. Originally there were two of these great officers, the Burha Gohain and the Bara Gohain, but in the reign of the Dihingiya Raja a third, the Barpatra Gohain, was added. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 41.

GOODLAD, RICHARD—who succeeded George Bogle in the Collectorship of Rangpur had been appointed to the service on 16th Nov., 1770. He had served as Assistant Collector at Purnea and Persian translator to the Dinajpur Provincial Council. In 1781 he was also appointed Civil Judge and Magistrate of Rangpur. He was the Salt Agent for 24-Parganas (1790-1800). (*Public Press List* and Firminger—*Rangpur Records*, Vol. II). Letter No. 6.

HANCHA—obviously Lhasa, as that was the destination of Thomas Manning. Letter No. 116.

HARDATTA CHAUDHURI—was a most faithful servant of Hangsa Narayan, the Zamindar of Darrang. During the evil days following the murder of Hangsa Narayan, Hardatta rendered faithful services to Krishna Narayan of Darrang in recovering his lost estates. Some of his nearest relatives were murdered by Gaurinath. Hardatta is referred to as *dewan* in some letters while the Bhotias called him Hardatta Barua. Letter No. 38.

HARENDRA NARAYAN—son of Dhairyendra Narayan and younger brother of Dharendra Narayan. He was the Raja of Cooch Behar from 1783 to 1839. During his long minority which came to an end in 1801, the supreme power of the state was exercised by his stepmother Maharani Kamateswari in conjunction with her favourite Sarbananda Gosain until the appointment of Mr Douglas as Commissioner of Cooch Behar. Letter No. 4.

HARDWOOD, WILLIAM—was the clerk to the Committee of Works in 1772. He became the Chief of Dinajpur either in 1775 or in 1776. The affairs of Rangpur were for sometime under the management of the Chief of Dinajpur. (*Public Press List*). Letter No. 6.

HEWETT, LIEUT. GEN. SIR GEORGE—succeeded Lord Lake as Commander-in-chief of India. Arrived in India in the year 1807. Became the 2nd Member of the Supreme Council and held the office of Commander-in-Chief until December 18, 1811. From October 20, 1809 to March 21, 1810, and from March 9 to November 19, 1811 acted as Vice-President of the Council of the Governor-General and Deputy Governor of Fort William. The name is variously spelt as Hewett and Hewitt. (*Bengal Past and Present*, Vol. 27, Part I). Letter No. 112.

HOLLAND, WILLIAM—succeeded Mr W. M. Thackeray as the Collector of Sylhet and made a regular settlement of the district. (*Sylhet District Gazetteer*). Letter No. 65.

JAINARAYAN—*See* under Krishnachandra Ghosal.

JALDHAKA—a river, also called Manshai, Singimari and Dharla in different parts of its course. It rises in the Bhutan hills and passes through Cooch Behar. (Calica Dutt—*Cooch Behar State*). Letter No. 105.

JALPES—a village in pargana South Mainaguri of Jalpaiguri District The old temple of Jalpeswar attributed to a mythical king was rebuilt by Raja Kanteswar or the Lord of Kamatapur, being the usual title of the Khen Kings and was subsequently renewed by Maharajas Pran Narayan and Mod Narayan, the sixth and the seventh king of Cooch Behar Raj family. (Calica Dutt—*Cooch Behar State* and Hunter—*A Statistical Account of Bengal*, Vol. VII). Letter No. 24.

KALAIN—a village noted for pottery in Katigara *tahsil* of Cachar District. (*Cachar District Gazetteer*). Letter No. 141.

KALIABAR—in Nowgong District, Assam. Letter No. 43.

KAMAKHYA—The shrine of Kamakhya situated on the summit of a hill about two miles west of the town of Gauhati is one of the most remarkable temples in the district of Kamrup. Every year many religious gatherings and fairs are held in celebration of the marriage of the Goddess Kamakhya with the God Kameswar. (*A Statistical Account of Assam*, Vol. I). The temple is said to have been originally built by Narak, the earliest of the mythological kings of Kamrup. After its destruction by the infamous Kalapahar, it was rebuilt by Maharaja Nara Narayan in 1565 A.D. An account of this is engraved in Sanskrit verse on the stones over the door-way of Bhagavati's shrine. (Calica Dutt—*Cooch Behar State*). Letter No. 31.

KAMATESWARI—step-mother of Harendra Narayan and widow of Dhairyendra Narayan of Cooch Behar. Letter No. 5.

KANDARCHAUKI—a salt *chauki* on the Brahmaputra river opposite Goalpara. Letter No. 29.

KANTA BABU—Krishnakanta Nandi *alias* Kanta Babu was the founder of the Cossimbazar Raj family. Warren Hastings appointed him his *dewan* in 1772 and this post he held during Hasting's tenure of office. He died in 1788. (*Calendar of Persian Correspondence*, Vol. VII). Letter No. 55.

KIDDERPORE—a large market town on Tolly's Nullah near Calcutta, the site of Government and other docks. Letter No. 169.

KHOLAIGAON—a village in Cooch Behar. (*Village Directory of the Presidency of Bengal*, Vol. XVIII—*A. Cooch Behar*). Letter No. 105.

KRISHNACHANDRA GHOSAL—was Jainarayan Ghosal's father. The family fortune was made by Gokulchandra who was Mr Verelst's *dewan*. Jainarayan served under Shakespeare of Dacca and added considerably to the ancestral property. He spent his last days at Benares where he created another estate by purchasing Lala Kashmiri Mal's lands near Durgakunda. Jainarayan was well known for his charities and endowed the mission school at Benares to which his son, Kalishankar, also made considerable additions. (*Calendar of Persian Correspondence* Vol. VII). Letter No. 169.

KRISHNACHANDRA PAL CHAUDHURI—the two brothers Krishnachandra Panti and Sambhuchandra Panti were the founders of the well-known Pal Chaudhuri family of Ranaghat. The senior brother was originally a petty trader i.e. dealer of *pan* or betel leaves and subsequently became very rich. At last he resolved to establish a *zamindari*, and pargana Sator in Jessore District was the first purchase which he made. The family afterwards made other very large purchases, specially near Ranaghat and Bangaon and after enjoying for a time a very prominent position began to lose their estates. The family was honoured by the Government with the title of "Pal Choudhury". (Westland—*Jessore* and Ghose—*Modern History of the Indian Chiefs, Rajas and Zamindars etc.*). Letter No. 72.

KRISHNACHANDRA NARAYAN—Raja of Cachar. He died in 1813 and was succeeded by his brother Gobindachandra. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 52.

KRISHNA NARAYAN—son of Hangsa Narayan, the tributary Raja of Darrang, who was put to death by Ahom Raja Gaurinath. Gaurinath set up Bishnu Narayan, a member of the family of Darrang Raja as king, ignoring the claims of Krishna Narayan. The latter, stung by the injustice, approached Mr Douglas, the Commissioner of Cooch Behar and sought the aid of the English. Failing in his appeal, he collected a force of Hindusthanis and Bengalees, drove out Gaurinath's nominee and proclaimed himself Raja of Darrang. He proceeded even to annex the northern part of Kamrup and took possession of North Gauhati. Gaurinath appealed for help to Mr Lumsden, the Collector of Rangpur. Mr Daniel Raush, a farmer of the salt revenue at Goalpara also rose on his behalf. The matter was referred to Lord Cornwallis, who held that, as the trouble appeared to have been caused by the gangs of marauders from British territory, it was incumbent on the Government to take such steps as might be necessary to restore order. A message was sent to the leaders of the gangs, directing them to return to British territory. On their refusal to do so, in September 1792, a large company of sepoys were sent under the command of Captain Welsh in aid of Gaurinath to Goalpara. On

reaching Goalpara on the 8th November Captain Welsh obtained from Mr Raush and Bishnu Narayan a long account of troubles which beset the Ahom king. Negotiations were opened with Krishna Narayan and also with the leaders of his mercenaries. As the replies were thought to be evasive Captain Welsh determined to take vigorous steps against Krishna Narayan and he was worsted in all engagements. He was brought to Gauhati, where he took the oath of allegiance and was installed as the Raja of Darrang. His position was something like that of a landholder and not that of a ruling chief. After some time Krishna Narayan having fallen into disfavour, was superseded by his relative Samudra Narayan. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 31.

LAKHI DUAR—is one of the eleven passes extending along the Northern Frontier of Bengal and is situated between the Tista river on the west and Manas river on the east. (Captain Pamberton—*Report on Bhutan*). Letter No. 116.

LAMBERT, WILLIAM—writer 1759. Military Paymaster 1764. Appointed Chief of Dacca English factory and Member of the Board of Revenue in 1772. He was the Chief of Dinajpur Council of Revenue in 1774. Died in the same year and succeeded by George Hurst. (*Public Press List*). Letter No. 6.

LE GROS—Francis Le Gros was Assistant to Secretary to the Board of Trade in 1781. In 1788 he was Assistant to the Commercial Resident at Cossimbazar. In December 28, 1795 he was appointed Collector of Mymensingh. From 31st October, 1812 he was the Commercial Resident at Patna. Died at Bankipore on 10th May, 1818. (Dodwell & Miles—*Bengal Civil List* & *Public Press List*). Letter No. 94.

LINDSAY, ROBERT—succeeded Mr Holland as the Collector of Sylhet in 1779. He worked there for upwards of 10 years. An interesting account of his administration will be found in the "Lives of the Lindsays". (*Sylhet District Gazetteer*). Letter No. 65.

LODGE, HENRY—was the Justice of the Peace at Sylhet in 1794. (*Bengal Past and Present*). Letter No. 52.

LUMSDEN, JOHN—was the Collector of Rangpur from 1792-93. (Glazier—*Rungpur Records*, Vol. II). Letter No. 71.

MACCULLUM, BERNARD—owner of a private factory at Lakshmipur in Goalpara District. He was employed at Goalpara by Mr Hunter in his service, not licensed by the Company. Died 22nd July, 1803, aged 60 years. (*Bengal Past and Present*, Vol. 14). Letter No. 59.

MACDOWALL—Mr D. H. MacDowall entered the Company's service as a writer in the Bengal Establishment in 1770 and by 1786 attained the status of senior writer. Early in 1786 he was appointed the Collector of Rangpur and Ghoraghat. This post he held till 1789,

when he retired from service. (*Calendar of Persian Correspondence, Vol. VII*). Letter No. 11.

MCGWIRE, W.—succeeded John Buller as the Collector of Tippera in 1792. (*Index to Public Press List*). Letter No. 60.

MACKENZIE, JOHN—Calcutta Custom Master (1778), became the President of the Board of Customs in 1783 and subsequently became Assay Master in 1800. (*Public Press List*). Letter No. 84.

MACLEOD, NORMAN—date of rank as writer July 29, 1805, Assistant to the Commercial Resident at Patna March 24, 1809, Registrar to the Provincial Court of Appeal at Patna Jan. 30, 1810, Registrar to the *Zila* of Saran Feb. 1, 1812, Acting Registrar of Dacca City Nov. 26, 1812, Commissioner of Cooch Behar Aug. 7, 1813, Judge and Magistrate of Rangpur May 28, 1815, Judge and Magistrate of Bundelkhand June 23, 1818, Judge and Magistrate of Saran Feb. 4, 1820, Judge and Magistrate of City Court of Benares, May 20, 1821, Officiating Judge of Provincial Court of Murshidabad 1825. Died September 6, 1825 at Dinajpur. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 125.

MAGURA PARGANA—one of the original 24-Parganas to the south of Calcutta. Within this pargana are situated the Calcutta suburbs of Alipur, Garden Reach and Kidderpore. (Hunter—*A Statistical Account of Bengal*). Letter No. 169.

MANAS—*See* Jaldhaka. Letter No. 43.

MECHPAKA—a pargana in Goalpara District, lying between the Brahmaputra and the Garo Hills. (*Goalpara District Gazetteer*). Letter No. 67.

MERCER, LAWRENCE—Before his deputation to Cooch Behar he was the Judge of the Patna *Dewani Adalat*. He was appointed Collector of Burdwan towards the end of 1788, which post he held until his death in 1791. It appears that Mr Mercer entered the Company's Civil Service in 1773 and was for some time an Assistant to the Dinajpur Provincial Council. (*Public Press List*). Letter No. 2.

MIDDLETON, EDMOND PITTS—Resident at Golaghar factory (Hooghly) in 1796-98, Resident at Kumarkhali factory (Nadia) in 1798. (*Public Press List*). Letter No. 84.

MOAMARIA—a Vaishnava sect founded by Anirodh, a non-Brahmin teacher. The Moamarias were mainly persons of low social rank such as Doms, Morans, Kacharis, Haris and Chutiyas and as they denied the supremacy of Brahmins, they were naturally the special aversion of the orthodox Hindu hierarchy. Their designation is said to be a nickname given to the original disciples of Anirodh, who lived near a lake, where they caught large numbers of fish called "Moa". It may also perhaps be connected with the circumstance that Anirodh is reputed to have owned a celebrated

book on Magic or Maya. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 40.

MONTGOMERIE, ARCHIBALD—joined Company's service as a writer in 1792. In 1793 he became the Commissioner of the Court of Requests. In 1794 he was the Assistant to the Collector of Rangpur and in 1796 Registrar of the *Zila Adalat* at Rangpur. In 1801 Montgomerie became the Registrar of the Court of Appeal at Patna. From 1803 to 1807 he was the Collector of Rangpur. In 1807 he became the Judge and Magistrate of Purnea. He resigned in February 20, 1808. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 96.

MOORE, PETER (1753-1828)—entered the Company's service as a writer in the Collector General's office in 1768 and rose to the position of Deputy Collector in 1771. He was appointed Member of the Calcutta Committee of Revenue in 1776 and Collector of Calcutta in 1782. He held the post of the Collector of Rangpur for a few months during 1784-85. On July 18, 1785 he proceeded to Europe on three years leave for the recovery of his health. He died at Abbeville in 1828. (*Bengal Past and Present,* Vol. 26 and *Calendar of Persian Correspondence,* Vol. VII). Letter No. 6.

MORANGA—a bunder or market place on the Kumlai river near the Cooch Behar-Bhutan frontier, 18 miles north-west of Mathabhanga. (Calica Dutt—*Cooch Behar State*). Letter No. 105.

MORAR PANDIT—Mayura or Morar Pandit, the last Maratha foujdar of Balasore. (*Balasore District Gazetteer*). Letter No. 36.

MORGAN, FRANCIS—date of rank as writer October 9, 1797, Assistant to the Judge and Magistrate of Mymensingh December 17, 1798, Assistant to the Registrar and 2nd Assistant to the Magistrate of Dacca March 11, 1802, Registrar to the *Zila* Judge of Sylhet August 11, 1803, Judge and Magistrate of *Zila* of Sylhet January 26, 1810. Resigned February 12, 1812. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 118.

MORGAN, JAMES—was Assistant to the Collector of Dinajpur in 1794. In August 19, 1796 he was appointed Registrar to the *Zila Dewani Adalat* of Sylhet. From 1802 to May 13, 1806 he was in England. On 14th May, 1806 he returned to India. On 15th May, 1807 he was appointed Collector of Rangpur and ex-officio Resident for Cooch Behar. He died in the month of July, 1809. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List* and Calica Dutt—*Cooch Behar State*). Letter No. 102.

MOTIRAM BABU—son of Kesho Ray. He was the Maratha faujdar at Balasore from 1785 to 1790. Motiganj, the principal market place in Balasore, was founded by him. (*Balasore District Gazetteer* and *Calendar of Persian Correspondence,* Vol. VII). Letter No. 36.

MUZAFFAR JANG, NAWAB—better known as Muhammad Riza Khan. He was the Governor of Dacca during the second regime of Mir Jafar. Through the intrigues of Nanda Kumar he was dismissed and brought a prisoner to Murshidabad. In 1765 when Nawab Najmud-Daulah ascended the *Masnad*, he was appointed *Naib Subah* i.e. the Nawab's deputy, through the influence of the English and was not to be dismissed except with the consent of the Company. When the English got the *Dewani* he was appointed *Dewan* to the Company. Clive procured for him the title of Nawab Muzaffar Jang. In 1772 he was charged with misappropriation and malpractices and brought down to Calcutta to stand his trial which lasted from 12 February to 13 September, 1773. In the end he was honourably acquitted. In 1775 he was again appointed to his former office under Nawab Mubarkud-Daulah, who, on coming of age in 1778, dismissed him. Next year he was once again restored to office by order of the Court of Directors and continued therein till his death on 1st October, 1791. (*Calendar of Persian Correspondence*, Vol. VII). Letter No. 6.

NALKUNI—a village in Balasore District. Letter No. 36.

NARAS—are regarded by the Ahoms as their close kinsmen but Ney Elias inclines for a somewhat different view. In the fabulous account of Khunlung and Khunlai, the Naras are credited with having occupied the western portion of the country *i.e.* the tract around Mungkang in the Hukong valley. Ney Elias adds that from the little he was able to glean of the Naras from native sources, they formerly constituted the aboriginal population of the region in question, but afterwards became mixed with the "Mau" and "Khamti Shans" ; their original seat was probably in Khamti. However that may be, the Naras were a comparatively civilized people and the few who still remain in Khamti, Mogaung and Upper Assam are regarded as a learned class. They are Buddhists, and are generally employed as astronomers and writers. As early as the reign of Suteupha (1268-81) the successor of Sukapha, the Naras came into hostile relations with the Ahoms and the former gave much troubles to the Ahom rule in Assam in every age. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 74.

NASIRABAD—headquarters of Mymensingh District. The Dacca Section of the Eastern Bengal State Railway passes through the town. "Mymensingh town" is still called Nasirabad by the Muhammadans of the adjoining villages. (*Mymensingh Dist. Gazetteer* and *Imperial Gazetteer*, Vol. XVIII). Letter No. 103.

OMRABAD—pargana in Noakhali District (Hunter—*A Statistical Account of Bengal*). Letter No. 60.

PADRI SAHEB—is Thomas Manning (1772-1840), traveller and friend of Charles Lamb, scholar of Caius College, Cambridge and private

tutor, studied mathematics and made acquaintance with Porson and Lamb, studied Chinese at Paris (1800-3), studied medicine and left for Canton (1807) but failed to penetrate into China, went to Calcutta (1810), and travelled from Rangpur to Lhasa (1811), the first Englishman to enter Lhasa, returned to Canton (1812), accompanied Lord Amherst to Pekin as interpreter (1816), returned to England (1817). He left very meagre notes of his journey from Rangpur to Lhasa and back. They were edited and published by C. R. Markham in 1875 with the more detailed account of George Bogle. (Buckland, *Dictionary of Indian Biography*). Letter No. 116.

PANI PHUKAN—who commanded six thousand *paiks*, was one of the six councillors of Bara Phukan. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 38.

PARR, THOMAS—entered the Company's service as a writer in 7 Aug., 1783. He was appointed Assistant to the Collector of Ghoraghat in 1787 and in the next year he became the Commissioner of the Court of Requests. He was the Collector of Tippera from 1793 to 1795. Between 1796 and 1801 he held several posts like Magistrate of Jessore and Dinajpur in different times. In 1802 he went to England on leave. He returned to India in 1804 and in 1805 Mr Parr became the Resident at Fort Marlborough. He died Dec. 23, 1807. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*). Letter No. 60.

PELA—correctly Penlow. There are three Penlows or Bhutan Chiefs. The Paro Penlow, Tongso Penlow and Targa or Daka Penlow who are three Lieut. Governors of the Western, Eastern and Central Divisions of Bhutan respectively. (Capt. R. B. Pamberton—*Report on Bhutan*). Letter No. 105.

PUKURIA—pargana in Mymensingh Dist. (*Mymensingh Dist. Gazetteer*). Letter No. 94.

PUNAKHA—is the winter Capital of Bhutan State. It is a place of great natural strength. (*Imperial Gazetteer*). Letter No. 55.

PURLINGS, CHARLES—Assistant at Dinajpur or Rangpur (1771). Negotiated treaty with the Raja of Cooch Behar (1772). Acting Chief of Dacca (1773), Collector of Rangpur (1777-79), Resident in Oudh (1781), on Board of Commissioners for management of the Dutch East India Company's possessions at Chinsurah, was one of the witnesses at the trial of Warren Hastings. Collector of Rangpur 1790. Died 31st January, 1791. (*Bengal Past and Present.* Vol. XIV). Letter No. 6.

RAJARAM PANDIT—was the *Subadar* of Orissa from 1778-93. Orissa was at that time a dependency of the Mahratta Raja of Nagpur. (*Calendar of Persian Correspondence,* Vol. VII). Letter No. 35.

RANI—the seat of a tributary Raja under the Ahom king. The Raja of Rani had not to pay any tribute like his brother governors. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 40.

RAUSH, DANIEL—was an agent for Mr David Killican to carry on salt trade at Goalpara. He was one of the earliest known European adventurers in Assam valley. He is sometimes called a German and sometimes a Dane. He had resided chiefly at Goalpara since 1766. He was killed during an expedition into Assam according to Buchanan. Probably he was murdered by the Darrang Raja in 1795. (*Bengal Past and Present*, Vol. IV and Firminger—*Rangpur Records*, Vol. I). Letter No. 29.

REZA, AGA MUHAMMAD—in 1799 he entered Cachar from Sylhet and for a time seems to have succeeded in making himself master of that country. He seduced the Naga Kukis from their allegiance, cut up some *barqandazes* sent against him by the Raja and compelled that prince to take refuge in the hills. He then assumed the character and attributes of a prophet and styled himself Immaum Mehadri. He attacked the Company's *thana* at Bondassye, was repulsed and subsequently arrested. So strong, however, had been his influence that many Hindus in the eastern portion of Sylhet are said to have abjured their faith and turned Muhammadan. (*Sylhet Dist. Gazetteer*). Letter No. 161.

ROTTON, CAPTAIN JOHN—commanding a detachment from the 29th Battalion of Sepoys at Dinajpur, was deputed to effect the release of the Raja and the Rani of Cooch Behar who had been carried off to Balarampur by the people of Nazir Deo Khagendra Narayan. Captain Rotton with the assistance of the officers under his command, Lieut. Hill and Ensign Duncanson, released the Raja and Rani on 27th August, 1787. Letter No. 14.

RUSSELL, CLAUDE—the Persian translator or senior Assistant to the Persian Secretary from Jan. 1801 to June 24, 1802. (*Public Press List*). Letter No. 82.

SALAR GOHAIN—more correctly "Solal Gohain". The Solal Gohain administered a great part of Nowgong and a portion of Charduar after the headquarters of Bara Phukan had been transferred to Gauhati. (Gait—*History of Assam*). Letter No. 53.

SARBANAND ADHIKARI—the same as Sarbanand Gosain. He was the *Rajguru*, who through the influence of Rani Kamateswari became the virtual ruler of Cooch Behar. Letter No. 2.

SHORT, T. V.—Sometimes between 10 March and 10 August, 1789 T. V. Short was sent in deputation to settle the disturbances in Cooch Behar. He was succeeded by Mr H. Douglas in the same year. (*Abstracts of General Letters to and from Court of Directors*, Vol. I). Letter No. 28.

SIMLA—a village near Kushtia in Nadia District. (*Nadia Dist. Gazetteer*, Vol. B.). Letter No. 79.

SMITH, WILLIAM TOWERS—was appointed Commissioner of Cooch Behar 20th Oct., 1794. He was succeeded by Richard Ahmuty in 1797.

He died on the 10th Oct., 1826. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List*, and Calica Dutt—*Cooch Behar State*). Letter No. 78.

SULTANPUR—pargana in Dinajpur District. (Hunter—*A Statistical Account of Bengal*). Letter No. 67.

SUMNER, JOHN—in 1770 he was sent to Sylhet as Supervisor of Revenues and early in February 1771 he became the Collector of the district. Mr Sumner was the first Collector of Sylhet and it is a mistake to speak of Mr W. M. Thackeray the first Collector of the said district as laid down in Mr B. C. Allen's Sylhet Gazetteer. (Firminger—*Sylhet Records*, Vol. I and *Bengal Past and Present*, Vol. VI). Letter No. 65.

TARAPUR—a village in Barakpur pargana of Cachar District. (*Cachar District Gazetteer*). Letter No. 141.

TENGNAMARI—a *taluq* in Cooch Behar, south east of Moranga. Letter No. 105.

TENTULIYA—village in Dinajpur District. (Hunter—*A Statistical Account of Bengal*). Letter No. 142.

THACKERAY, W. M.—appears from the family records to have acted as Secretary to Mr John Cartier who preceded Hastings as Governor of Fort William (1769-72). In 1771 Thackeray was appointed to be factor in Company's service and 4th of Council at Dacca. He was appointed Collector of Sylhet sometimes in 1773. He was the grandfather of the famous novelist. (*Bengal Past and Present*, Firminger—*Sylhet Records*). Letter No. 65.

TOUCHET, P.—Assistant Collector of Twenty-four Parganas, 1785. Letter No. 169.

WALL—was the Commercial Resident at Khirpai and Chandrakona factories in the district of Midnapore (1786-90). He was a man of imperious temperament and he could not brook any interference with his work. The bitter correspondence that passed between him and the then Collector of Midnapore at the beginning of 1787 ended in an appeal to the Board of Revenue. (*Calendar of Persian Correspondence*, Vol. VII). Letter No. 3.

WELSH, CAPT. THOMAS—was sent by Lord Cornwallis in September 1792 with Lieut. MacGregor as adjutant and Ensign Wood as surveyor, to help Gourinath, Raja of Assam, in response to his appeals against the Bengal *Barqandazes* of Krishna Narayan. (*See also* notes on Krishna Narayan of Darrang). Letter No. 41.

WILKINSON—in 1791 on the death of Mr W. Wodsworth, the Resident at Balasore, Mr William Wilkinson was temporarily appointed to take charge of the Residency. In 1792 he was appointed Postmaster of Balasore for few months. In 1794 he was the Judge and Magistrate of Dinajpur. In 1796 he resigned his service. (*Public Press List*). Letter No. 35.

WILLES, JOHN—succeeded Mr Lindsay as the Collector of Sylhet (1788-93). (*Sylhet District Gazetteer*). Letter No. 65.

WINTLE, JAMES—joined Company's service as a writer in 1781. He was the Collector of Jessore from 1796 to 1800. Subsequently he became the Judge and Magistrate of Backergunge and Bhagalpur. From 1805 to 1811 he was the Judge of the Court of Appeal and Circuit at Calcutta. He resigned in November 1817. (Dodwell and Miles—*Bengal Civil List* and Westland—*Jessore*). Letter No. 72.

WORDSWORTH, JAMES—was the Judge and Magistrate of Rangpur from 1797-1805. (Glazier—*Rangpur Records*). Letter No. 85.

YUSUFPUR—was a pargana and a *zamindari* estate in Jessore District. In 1764 Raja Srikanta Rai (1764-1802) got the possession of Yusufpur estate. At the time of permanent settlement there were only 122 estates in Jessore District, held direct from the Government. Within the course of the next ten years nearly all these fell into arrears, were parcelled out into small shares and sold to the highest bidders. As a result, three years after the Permanent Settlement, Yusufpur pargana was divided into 100 large and 39 small estates and sold to as many separate proprietors. (Hunter—*A Statistical Account of Bengal*, Vol. II and *Jessore District Gazetteer*). Letter No. 72.

BIBLIOGRAPHY

A. *Original Sources* (Unpublished Manuscripts)

Bengal Revenue Department Proceedings, dated 20th September, 1787, No. 29.
Bengal Revenue Dept Progs., dated 9th June, 1788.
English Translations of Persian Letters Received 1780-1820, 40 Vols.
Foreign Dept. Persian Letters Received, 1780-1820.
Foreign Dept. Miscellaneous Memorandum Vol. 12, p. 625.
Home Dept. Public Consultations, 1762-64.
Political Consultations, 1790-96 and 1810-1816.
Secret Consultations, 1786-90 and 1810-16.

B. *Original Sources* (Printed documents, Publications and Reports)

Abstract of the general letters to and from the Court of Directors Vol. I, Bengal Government Publication, 1937.
Aitchinson, C. U.—A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Vols. I & II, 4th Ed., 1909.
Cooch Behar Select Records, 2 Vols. 1882.
Cooch Behar Select Records (Messrs Mercer and Chauvets' Report on Cooch Behar) 1788.
East India Register and Directory, 1813, 1818.
Government of Bengal—Selections from Records No. 5. (Jenkin's Report on Cooch Behar State).
Long, Rev. J.—Selections from the Records of the Government of India (1748-1767) Vol. I, 1869.
Firminger, W. K.—The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of E. I. Company. 3 Vols. 1917.
Firminger, W. K.—Rangpur District Records (1770-85) 4 Vols., 1914-21.
Firminger, W. K.—Sylhet District Records (1770-91) 4 Vols., 1913-19.
Pemberton, Capt. R. B.—Report on the Eastern Frontier of British India, 1835.
Pemberton, Capt. R. B.—Report on Bhutan, 1839.
Political Missions to Bhutan—Report of A. Eden, Captain Pemberton etc., 1865.
Rennell, James—Memoirs on the Map of Hindusthan, 1788.
Salt Reports—Salt Commissioner's Report, 1856.

C. *Secondary Sources* (Books and Journals)

Baker, Stuart—Fauna of British India, Birds Vol. V, 1928.
Bengal Past and Present, First 29 Vols.
Bhuiyan, S. K.—Assam Buranji, 1930.
,, ,, —Account of Assam, 1940.
,, ,, —Early British Relation with Assam, 1828.
,, ,, —Tungkhungia Buranji, (1681-1821), 1933.
Bradley, Birt, F. B.—Sylhet Thackeray, 1911.
Buckland—Dictionary of Indian Biography.
Butler, Major, John—Travels and Adventures in the Province of Assam, 1855.
Calcutta Gazettee—1786-87.
Calendar of Persian Correspondence Vols. VI (1938), VII (1940).
Calica Das Dutt—Cooch Behar State and Its Land Revenue Settlement, 1903.
Dalton—Descriptive Ethnology of Bengal.
Dodwell & Miles—Bengal Civil Servants and their Respective Appointments from 1780 to 1838.
Dodwell & Miles—Alphabetical List of the Officers of the Bengal Army, 1760-1834.
Gait, E. A.—History of Assam, 1908.
Gazetteers—Balasore, Cachar, Chittagong, Cuttack, Dacca, Dinajpur, Goalpara, Jalpaiguri, Jessore, Lakhimpur, Manipur, Mymensingh, Nadia, Noakhali, Nowgong, Rangpur and Sylhet.
Glazier, E. G.—A Report of the District of Rangpur, 2 Vols., 1876.
Ghose, L. N.—Modern History of Indian Chiefs, Razas and Zamindars, 2 Vols., 1881.
Hamilton, Walker—East India Gazetteer, Vol. I, 1828.
Harvey, G. E.—History of Burma, 1925.
Hodson, V. C. R.—Officers of Bengal Army, Part I and II, (1758-1834), 1927-28.
Hunter, W. W.—A Statistical Account of Bengal, Vols. II, IV, VII & X.
,, ,, —A Statistical Account of Assam, 2 Vols., 1879.
,, ,, —A Statistical Account of Rural Bengal, 1868.
Imperial Gazetteers, Vols. VIII, XI, XVII, XVIII, XX.
Johnstone, Maj. Gen. Sir James—Capt. Welsh's Expedition in Assam, 1792.
Johnstone, Maj. Gen. Sir James—My Experiences in Manipur and Naga Hills, 1896.
List of the Heads of Administration in India and England (Imperial Record Department Publication).
Mackenzie, Alexander,—North Eastern Frontier of Bengal, 1884.
Majumdar, J. K.—Raja Ram Mohun Roy and the Last Moghuls, 1939.

Markham, C. R.—Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa, 1879.

Martin, Montogomery—History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, 3 Vols., 1838.

Public Press Lists—(Imperial Record Dept. Publication), Vols. 9-16.

Soppitt, C. A.—An Historical and Descriptive Account of the Cachari Tribes in the North Cachar Hills.

Thana Lists of Villages, Cuttack District.

Village Directory of the Presidency of Bengal—Balasore (Vol. XXXIX), Birbhum (Vol. III), Cooch Behar (Vol. XVIIIA), Dinajpur (Vol. XXIII), Chittagong (Vol. XXV).

Westland, J.—Jessore. Its History and Antiquities.

D. *Dictionaries*

Barua, Hem Chandra—Hema Kosh.

Basu, Rajshekhar—Chalantika.

Mitra, Subal Chandra—Bangala Abhidan.

Platts, J. T.—A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English.

Richardson, J.—Dictionary, Persian, Arabic and English.

Steingass—Persian English Dictionary.

Wilson—Glossary.

E. *Maps and Atlases*

Maps of Dinajpur (1880), Jalpaiguri (1880), Rangpur (1880), and 24-Parganas (1874)—published under the direction of J. T. Walker, Surveyor-General of India.

Rennell, James—A Bengal Atlas, 1781.